

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

পরমহংস পরিব্রাজক

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণগানন্দ স্বামী

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
पुस्तकालय



विषय संख्या

पुस्तक संख्या

आगत पंजिका संख्या

पुस्तक पर किसी प्रकार का निशान
लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक
समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

shwa vidya

laya,

Gurukul Kangri, Haridwar.

Under advice in letter No. F. I-15/68-SU
dated 14. 8. 70 of the Ministry
of Education & Youth Services, Government
of India, New Delhi.

With the compliments of the Publishers

Guptipara Srikrishnananda Harimandir Trust
79, Sambhunath Pandit St., Calcutta-20.



पुस्तकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है ।

इस तिथि सहित १५वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस
आ जानी चाहिए । अन्यथा ५ पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बिलम्ब-
दण्ड लगेगा ।

--	--	--

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শঙ্কর-ভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা

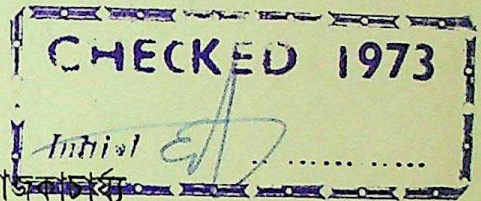
ও

গীতার্থসন্দীপন-ব্যাখ্যা

সমষ্টিভা।

—::—

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকস্বামী



শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয় ব্যাখ্যাত ।

—দশম সংস্করণ—

With the financial assistance from the Ministry of
Education, Government of India

গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির ট্রাস্ট
কর্তৃক প্রকাশিত ।

গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির ট্রাস্ট,

—০—

৭৯, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-২০ । (টেলিফোন নং-৪৭-১০৯২) ।

All rights reserved

প্রকাশক—শ্রীদীপক সেন

যুগ্ম-সম্পাদক,

গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির ট্রাষ্ট,

কলিকাতা-২০

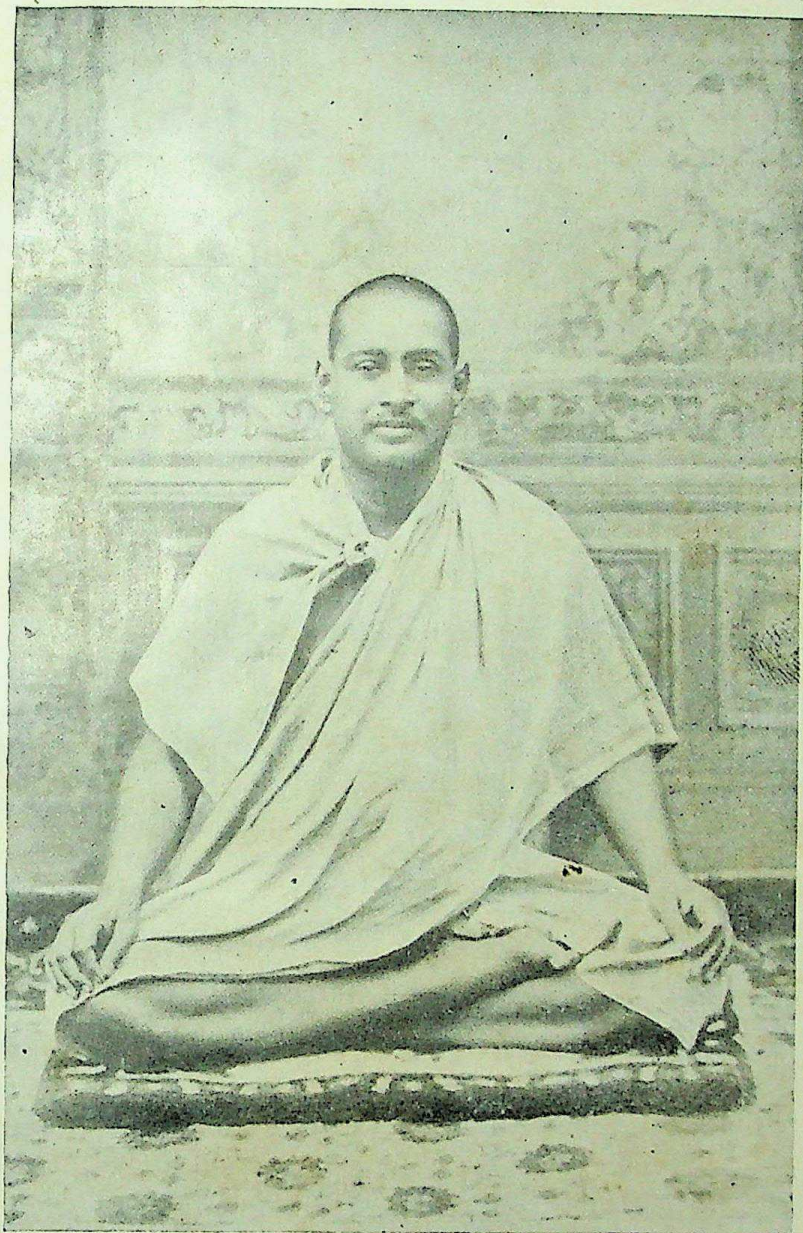
পরিব্রাজক শ্রীমৎকৃষ্ণানন্দ স্বামীর ব্যাখ্যাত
শ্রীমদ্ভগবদগীতার গীতার্থ-সন্দীপনী প্রকাশের সময়

প্রথম সংস্করণ	১২৯২	বঙ্গাব্দ
দ্বিতীয়	,, ১২৯৮	,,
তৃতীয়	,, ১৩১৬	,,
চতুর্থ	,, ১৩১৯	,,
পঞ্চম	,, ১৩২৬	,,
ষষ্ঠ	,, ১৩২৯	,,
সপ্তম	,, ১৩৩২	,,
অষ্টম	,, ১৩৩৭	,,
নবম	,, ১৩৫৫	,,
দশম	,, ১৩৭৬	,,

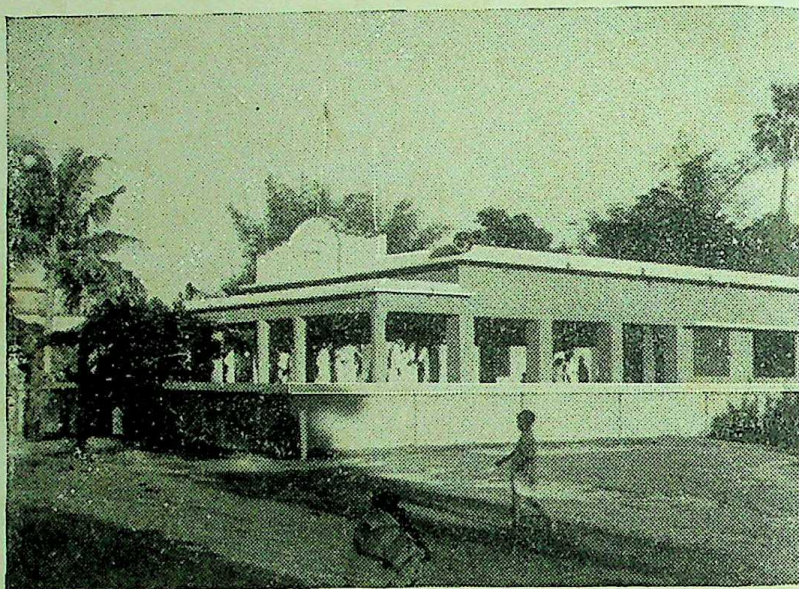
পুস্তক প্রাপ্তিস্থান :—

- ১। গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির ট্রাষ্ট। প্রধান কার্যালয়,
৭৯, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২০
 - ২। কাশী যোগাশ্রম, হাউস কটোরা, বারাণসী, ইউ. পি.
 - ৩। মহেশ লাইব্রেরী, বিধান সরণী, কলিকাতা-১২
- ও অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

মুদ্রণ :—আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, প্রাইভেট লিঃ
১৬৫, শ্রীঅরবিন্দ সরণী,
কলিকাতা-৬



श्रीश्रीकृष्णानन्द



শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির
স্তম্ভিপাড়া।

ভূমিকা

আজ পঞ্চাশ বৎসরের ও পূর্বের কথা। তখন বাংলা স্কুলে পড়িতাম। সেকালের অন্যতম প্রধান শিক্ষক প্রাচীনস্মরণীয় জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় একদিন একখানি পুস্তক লইয়া ক্লাসে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আমাকে আদেশ করিলেন—‘এই গ্রন্থ হইতে কিছু অংশ আবৃত্তি কর’। পুস্তকটির নাম ‘পরিব্রাজকের বক্তৃতা’। যে অংশটুকু পাঠ করিলাম তাহাতে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং কিরূপে ইহা প্রকটিত—ইহাই বিবৃত হইয়াছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, “সমগ্র গ্রন্থখানি তোমাকে কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। ইহা আমার আদেশ।”

আজ এই পরিণত বয়সেও আমি সেই গ্রন্থ হইতে যে কোনও অংশ আবৃত্তি করিতে পারি। ইহার ভাব ও ভাষা, গাভীর্য্য এবং ছন্দ আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

উত্তর জীবনে যখন সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয় হইল বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার বহুবিধ টীকা পাঠ করিতে প্রয়াস পাইলাম তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গতঃ অশোকনাথ শাস্ত্রী আমাকে উপদেশ করিলেন, “গীতার্থ সন্দীপনী” পড় তবেই গীতার রহস্য বুঝিতে পারিবে। তাঁহার উপদেশ যথাসাধ্য পালন করিয়াছি এবং তাহার ফললাভও করিয়াছি। পরে অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে এই গ্রন্থখানি পড়িবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছি।

বর্তমানে এই গ্রন্থখানি দুপ্রাপ্য। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাকে যখন “কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে ইহার পুনর্মুদ্রণ সম্ভব কিনা” এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তাঁহাকে তদুত্তরে “ইহা অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় পুনর্মুদ্রিত হইবে” এই কথা বলিয়াছিলাম। অধুনা শ্রীভগবানের অশেষ করুণায় গ্রন্থটির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমার অন্তরে আমি গভীর তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

গীতার্থসন্দীপনী বিস্তৃত টীকামাত্র নহে। ভগবদ্ বিশ্বাসে যিনি বলীয়ান, কর্ম-যোগের যিনি প্রকৃতিবিগ্রহ, অগণিত মানবের আধ্যাত্মিক সমুদ্বোধে যাঁহার দৃষ্টবাণী নিয়োজিত, যিনি স্বয়ং প্রতিভাজ্ঞানের অনন্য সাধারণ আধার তাঁহার রচিত এই গ্রন্থ শাশ্বত কালের জন্য সমাদৃত হইয়া থাকিবে।

সাধারণভাবে বলা হয় শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ বিবৃত হইয়াছে। জীবনের সহিত পরমতত্ত্বের যে যোগ তাহাই উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অমূল্যজ্ঞাননিধির আকর উপনিষদেরই সার। তাই সমগ্র

খ

উপনিষদের সার স্বরূপ এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও জীবতত্ত্ব ও পরমতত্ত্বের যোগ সম্পাদনে ব্যাপ্ত। তাদৃশ যোগের সাক্ষাৎ অনুভব বা পরিচয় যাহার আছে তিনিই একমাত্র ইহার উপদেশে অধিকারী। তাই যুগে যুগে বিভিন্ন সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তত্ত্ববিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী যেরূপ অধ্যাত্ম রাজ্যের মর্মজ্ঞ, ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীও তাঁহার সেইরূপ অমিতসাধারণ।

আজ স্বামীজীর গীতার্থসন্দীপনী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সমাদৃত হইল—জাতির পক্ষে ইহা গৌরব ও আনন্দের কথা।

আমি সর্বান্তঃকরণে ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। প্রার্থনা করি যেন ভারত-বর্ষের অগণিত মানব গীতার্থসন্দীপনীর পীযুষধারা নিরবধি পান করিতে থাকে।

তাং

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

দশম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন—

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী (১৮৪৯-১৯০২, পূর্বাশ্রমের নাম : শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন) কর্তৃক ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদগীতার দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫৫ তারিখে, কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত নবম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন হইতে প্রয়োজনীয় অংশ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণটি পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্গত হুগলী জিলার “গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরি-মন্দির ট্রাষ্ট” কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। ১৩৫৫ সালের ৩১শে শ্রাবণ, ঝুলন দ্বাদশীতে পরিব্রাজক স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের শতবাষিকী আবির্ভাব—তিথি উপলক্ষ্যে, গুপ্তিপাড়ায় অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায়, কাশী যোগাশ্রম ট্রাষ্টের তৎকালীন সভাপতি, যোগীরাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। ঐ সভায় স্বামীজীর স্মৃতি ও বাণী রক্ষাকল্পে “শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির” নামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। স্বামীজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্রগণ কর্তৃক প্রদত্ত স্বামীজীর আবির্ভাবস্থলের সংলগ্ন একখণ্ড জমিতে, ঐ দিন, সান্যাল মহাশয় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে, গৃহ নিৰ্ম্মিত হইলে, একটি ট্রাষ্ট দলিল রেজেষ্ট্রীকৃত হয়। ৫ই মাঘ ১৩৫৭ ১৯এ জানুয়ারী ১৯৫১ মন্দির গৃহটি প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশবরেণ্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৭ (১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫১) তারিখে উহার উদ্বোধন করেন। ট্রাষ্টের উদ্দেশ্যানুসারে এই ভবনে একটি চতুপাঠী স্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজী প্রণীত শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভাষ্য ও বাণী প্রচার ট্রাষ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য। কাশী যোগাশ্রমের উদ্যোগে স্বামীজীর গীতার নবম সংস্করণ অবধি প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সংস্করণ এক্ষণে নিঃশেষিত হওয়ায় ঐ গ্রন্থ দুপ্তাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, অথচ জ্ঞানান্বেষী ভক্তবৃন্দ স্বামীজীর গীতা পাঠ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহী। যোগাশ্রমের কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবশতঃ ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে অসমর্থ হওয়ায়, গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির ট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষ এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী হরিমন্দির ট্রাষ্ট এই বিরাট গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ঐ উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সহৃদয় ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক এই দুপ্তাপ্য গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ ব্যয়ভার অংশতঃ বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, বর্ত্তমান দশম সংস্করণের প্রকাশ করার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্ত্তমান সংস্করণের মুদ্রণের জন্য আমরা বিখ্যাত দানশীল কুমার প্রমথনাথ রায় মহাশয়ের পুণ্যনামাস্থিত পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাষ্টের নিকট হইতে কিছুদিন পূর্বে দুই হাজার টাকা দান পাইয়াছি। এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশনের জন্য আমাদের ব্যয়ভারের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া, উক্ত ট্রাষ্টের অপরাপর মান্যবর ব্যক্তি

এবং পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মহামতি শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উদারচেতা শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রায় মহাশয়গণ সাময়িকভাবে পাঁচ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদের সঙ্কল্পসাধনে সহায়তা করিয়াছেন। এখানে ইহাও উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য বোধ করিতেছি যে, এই দানব্রতী ট্রাষ্ট গুপ্তিপাড়ার হরিনন্দ্রকে বহুদিন যাবৎ মাসিক অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের পুষ্টি সাধন করিতেছেন। এই সুযোগে আমরা তাঁহাদের অপরাপর পৃষ্ঠপোষককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে বহুদিন পূর্বে ৭।৮।১৯৫৭ তারিখে কাশীধাম হইতে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ পদভূষণ মহাশয় আমাদেরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে উদ্ধৃত হইল।-----সনাতন হিন্দু-ধর্মের আপৎকালে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাণপণে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া উহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। ধর্মগ্রন্থ রচনা, ব্যাখ্যাসহ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের প্রকাশন এবং নবশিক্ষিত যুবক সমাজে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সরল ও অপূর্ব রোচক ভাষাতে প্রচার, এই প্রকার বিবিধ উপায়ে তিনি জীর্ণ হিন্দু সমাজের প্রাণে নবীন জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। বাংলা ও হিন্দী ভাষার প্রচার ক্ষেত্র অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার ও উত্তর-প্রদেশ তাঁহার ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। আজ এই ঘোর ধর্ম সঙ্কটকালে তাঁহার ন্যায় ধর্মপ্রাণ বাগ্মী পুরুষের অভাব খুবই অনুভব করিতেছি। ধার্মিক জনতা তাঁহার নিকট ধ্বনি.....

“প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীগোপাল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রায় বাহাদুর (জন্ম ১৮৭০) বিগত ২০।১।১৯৫৫ তারিখে প্রেসিডেন্সী কলেজ শতবার্ষিকী রি-ইউনিয়ন সভায় যে ভাষণটি দেন, তাহার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের জীবনে আর একটি বিশেষ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল শ্রীমৎ স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ। তিনি সেকালের তরুণ সম্প্রদায়কে শ্রীমদ্ভগবদগীতার বাণী শুনাইয়া-ছিলেন। অসাধারণ বাগ্মিতা ও বিশ্লেষণ শক্তি দ্বারা তিনি শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেন। এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আমাদেরকে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, গীতা সম্প্রদায়িক ধর্ম গ্রন্থ নহে—বিশ্বমানবের সনাতন ধর্মগ্রন্থ। তাঁহার প্রভাবে ছাত্র সমাজে গীতা এবং হিন্দু সমাজের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিয়াছিল।”

ভারতবর্ষের আর একজন জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস, স্বর্গত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬) শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে ধর্মসংক্রান্ত রত্নাগার বলিয়া মনে করিতেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাঁহার মনোভাব প্রণিধানযোগ্য।

* * To my knowledge, there is no book in the whole range of the world's literature so high above all as the Bhagvad Gita which is a treasure-house of Dharma, not only for the Hindus but for all mankind. * * শ্রী ডি, এস, শর্মাকৃত “Lectures on the Bhagvad Gita”—গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আর এক মনীষী শ্রীরামদয়াল মজুমদার মহাশয় তাঁহার ‘গীতা পরিচয়ে’ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (১৩৩০) ১১৩ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করিয়াছেন যে,শ্রীগীতা একটি সনাতন সম্পূর্ণ ধর্মের মন্দির। এই মন্দিরে জগতের সমস্ত ধর্ম আশ্রয় লাভ করিয়াছে। জগতে যত প্রকার ধর্ম উঠিয়াছে, উঠিতেছে বা উঠিবে, যিনি গীতার সম্পূর্ণ ধর্মটি দেখিয়াছেন, তিনি দেখিবেন, উহা সেই সম্পূর্ণ ধর্মেরই অঙ্গবিশেষ। সম্পূর্ণ ধর্মের মুখ না দেখা পর্যন্ত আংশিক ধর্ম সম্প্রদায় সমূহের বিবাদ অবশ্যস্বাভাবী। পূর্ণ অংশের সহিত বিবাদ করেন না; কিন্তু পূর্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি পূর্ণের মুখ না দেখা পর্যন্ত আপনা আপনি বিবাদ করিতে পারে।”

স্বয়ং ব্যাসদেবও গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি সকল জীবের সহিত মিত্রতা লাভ করেন। এই উক্তি পূর্বোল্লিখিত মন্তব্যের পরিপোষক ও সমর্থক।

“ধর্মঃ যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্ম কুধর্ম তৎ।

অবিরোধী তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রমঃ।

(যে ধর্ম অন্য ধর্মের বিরোধী, তাহা কখনই প্রকৃত ধর্ম নহে উহা কুধর্ম বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে, অবিরোধী ধর্মই যথার্থ ধর্ম।)

পরিব্রাজকচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহার অসংখ্য বাংলা ও হিন্দী বক্তৃতায় ও সম্পাদিত ধর্ম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রোক্ত আধ্যাত্ম্য এই ভারত ভূখণ্ডে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাবলী জাতিধর্মনিবিশেষে শ্রোতৃবর্গের উপর কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিত তাহা, কোতুলী পাঠকবৃন্দ “কুমার পরিব্রাজক” নামক পুস্তকের রচনা বিশেষ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের “গীতার্থ সন্দীপনী” পুস্তকখানি অতিশয় আদরণীয় ছিল।

(দ্রঃ—বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গীতার ভূমিকা)। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ংকৃত গীতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণানন্দের “গীতার্থ সন্দীপনী” হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বিষয় বস্তুটি পাঠককে সহজে বুঝাইয়াছেন। (দ্রঃ বঙ্কিম কৃত গীতা ব্যাখ্যা, ৩য় অধ্যায় শ্লোক নং ১০।)

আমরা আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত জানাইতেছি যে, এই পুস্তক মুদ্রণে “আয়ুর্বেদাচার্য্য” শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় তাঁহার বহুবিধ কার্য্যের মধ্যেও অবসর করিয়া যত্ন সহ প্রুফ পরীক্ষা ও অন্যান্য স্থলের সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বহু বৎসর হইতে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকামী কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে বহু প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ দ্বিগুণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, কি

অমূল্যবস্তু যে লাভ করিবেন তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার নয়, তাহা অনুভবের, উপলব্ধির ও প্রণিধানের বিষয়। এই গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশের দ্বারা, যদি পাঠকবৃন্দ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন, যদি তাঁহাদের ধর্মভাব অধিকতর জাগ্রত হয়, এবং মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণানন্দের বিস্মৃতপ্রায় পুণ্যধাম যদি আপন মহিমায তাঁহাদের মনে পুনরুজ্জ্বল হইয়া উঠে তবে আমরা নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ও বর্তমানে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম. এ. পি. আর. এস. ডি-লিট মহাশয়ের লিখিত ভূমিকাটির দ্বারা, এই সংস্করণটি অলঙ্কৃত হইল। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য, আমাদের দেশবাসী বহুদিন হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ও তথা শ্রীগীতার অমূল্য বাণী প্রচারের সময়টা সঠিকভাবে জানিবার জন্য উৎসুক; আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এ বিষয়ে আমাদের অনুরোধে বন্ধুবর প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিদ্যাবিশারদ শ্রীকালিদাস মজুমদার জ্যোতির্বিদ্যাবিদ, বি. এ. মহাশয় একটি গবেষণামূলক সুচিন্তিত আলোচনার দ্বারা সময়টী নির্দ্ধারিত করিয়া প্রবন্ধাকারে আমাদের প্রদান করিয়াছেন। রাশিচক্রের আলোচনা দ্বারা (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ) উহা নিঃসংশয়রূপে নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার এই জ্ঞানপাতের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মজুমদার মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। পাঠকবর্গ ও জনসাধারণ এই প্রবন্ধ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ইতি নিবেদক—

শ্রীপঞ্চমী

২৭শে মাঘ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

প্রধান কার্যালয়

৭৯, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট,

কলিকাতা-২০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন

সম্পাদক

গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির

ট্রাষ্ট

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের রাশিচক্র

[শ্রীকালিদাস জ্যোতির্বিদ্যোদয় দ্বারা গণিত ও বিচারিত]

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাকে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের একটি রাশিচক্র গণনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। নানাদিক হইতে বিচারে এই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাসমর প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া অভিহিত করা যায়। প্রথমতঃ এই মহাসমর যুগসন্ধিকালে সংঘটিত হওয়ায় (দ্বাপর যুগের অবসানে এবং কলিযুগের প্রারম্ভে) যুগসন্ধিক্ষণের নির্ণায়ক। দ্বিতীয়তঃ এই মহাসমরের প্রাক্কালে মহাবীর অর্জুনকে উপদেশদান ব্যপদেশে ভারতের মহতী প্রজ্ঞার দ্যোতক শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা নামধেয় এক অপূর্ণ অধ্যাত্মবাদ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয় এবং তৎসহ বিশ্বরূপদর্শন নামক এক অলৌকিক যোগবিভূতিও প্রদর্শিত হয়; অর্থাৎ জ্যোতিষিক দৃষ্টিতে শ্রীগীতার জন্মকালও এই সময়। তৃতীয়তঃ রাজ্য বা ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত অনমনীয় মনোভাবের জন্য জাতিবিরোধ হইতে এই সর্ববংশী আহবের সংযোজন হইয়াছিল। আমরা জ্যোতিষের বিচারে এই সকল আঙ্গিক পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস করিব।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কালনির্ণয়

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি সভায় “যুধিষ্ঠিরের সময়—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বৎসর” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধের মুদ্রিত সংস্করণ হইতে জানা যায় যে ১১০১ খৃষ্ট পূর্বাব্দে কুরুপাণ্ডবের মহাসমর সংঘটিত হয়।

মহাভারত গ্রন্থের আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে কুরুপাণ্ডবের দ্ব দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে সংঘটিত হয়:—

“অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্দাপরয়োঃভুং।

সমস্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ॥”

ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে কালমানাধ্যায়ে কল্যবদের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—

“যাতাঃ সন্মনবো যুগানি ভমিতান্যান্যদযুগাঙ্গিষ্মত্রয়ং

নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলর্বৎসরাঃ।”

অর্থাৎ শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্বে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল। বর্তমানে ১৮৯১ শকাব্দ + ৩১৭৯ বৎসর যোগে কল্যব্দ হয় ৫০৭০ বৎসর। বিশুদ্ধ

জ

সিদ্ধান্তাদি অধিকাংশ পঞ্জিকাভাগে সনত কল্যাব্দ ৫০৭০ বৎসর। শকাব্দ হইতে খৃষ্টাব্দের প্রভেদ ৭৮ বৎসর ৩ মাস ১৩ দিন। সুতরাং ৩১৭৯ হইতে ৭৮ বৎসর বিয়োগ করিলে ৩১০১ খৃষ্ট পূর্বাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মকরন্দকার বলিয়াছেন:—

“শাকো নবাগেন্দুকুশানুযুক্তঃ কলেভবত্যব্দগণো যুগস্য ॥”

যখন কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইয়াছিল তখন শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

৬৩৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের কলাদাগি জেলায় Aihole বা yahola নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি জৈন মন্দিরে চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী রবিকীর্তি নামক কোন কবিদ্বারা রচনা করাইয়া কতকগুলি শ্লোক একখানি শিলাফলকে উৎকীর্ণ করেন।

“ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।

সপ্তাব্দ-শত-যুগেষু গতেষু বৈদেষু পঞ্চম ॥

পঞ্চাংশৎসু কলৌ কালে ষট্শ পঞ্চশতাসু চ।

সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্ ॥”

ইহার মর্মার্থ এই যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হইলে এবং শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর অতীত হইলে এই শিলাফলক উৎকীর্ণ হইল। অর্থাৎ উক্ত যুদ্ধের পর ৩৭৩৫ বৎসর = শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর। অতএব ৩৭৩৫—৫৫৬ = ৩১৭৯ বৎসর বা যুধিষ্ঠিরাব্দেই শকাব্দ প্রবর্তিত হইয়াছিল (‘Hindu Superiority’ by Har Bilas Sarda, B.A. F.R.S.L.)। ৩১৭৯—৭৮ শকাব্দ ৩১০১ খৃষ্ট পূর্বাব্দে উক্ত যুদ্ধ হয়। (Also quoted in Epigraphica Indica VI p. 11-12)

অধ্যাপক রাজকুমার সেন তাঁহার “গ্রহগণিত” গ্রন্থে সিদ্ধান্তশতকম্ ২৩শ শ্লোকে “খাষ্টেন্দু বহি কল্যাব্দে ণকাখ্যাব্দঃ প্রবর্তিতঃ” অর্থাৎ ৩১৮০ কল্যাব্দে শকাব্দের প্রবৃতি এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ভাস্করাচার্য ও অধিকাংশ প্রামাণিকদের মত গ্রহণ করিয়া ৩১৭৯ বৎসর হইতে প্রাপ্ত ৩১০১ খৃষ্টপূর্বাব্দকেই কুরুক্ষেত্র সময়ের অবদ গ্রহণ করিলাম।

বাহুল্যভয়ে এই মতের পরিপোষক আরও প্রমাণাবলী উল্লেখ করিলাম না। অতঃপর “ভারত সাবিত্রী” গ্রন্থোদ্ধৃত রচনা হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়:—

“হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্।”

প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে।”

বেদে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসকে হেমন্ত ঋতু বলা হয়; এবং যমদৈবত ভরণী নক্ষত্র। সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশীর দিন ভরণী নক্ষত্রে খৃষ্টপূর্ব ৩১০১

অবেদ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী অমাবস্যা়ার দিন সন্ধ্যাকালে দুর্যোধন ধরাশায়ী হইলে যুদ্ধাবসান হয়। উক্ত ঘটনার প্রায় দুই মাস পরে মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাসমর অগ্রহায়ণে সংঘটিত হয়। এস্থলে বলা আবশ্যিক যুদ্ধের সময় এবং তারিখ জানা নাই। সেকালে স্থানীয় সূর্য্যোদয়ের সময়েই যুদ্ধ আরম্ভ হইত। অতএব ঐ সময়ে যুদ্ধারম্ভের কাল ধরা হইয়াছে। গ্রহগণের পারস্পরিক প্রেক্ষা বা Mutual aspect ফল ধরিয়া রবি চন্দ্রের স্ফুট, ত্রয়োদশী তিথির সহিত ঐক্য রাখিয়া নির্ণয় করিয়া অর্থাৎ গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে তারিখ নির্ণয় করিয়াছি। উহা ৬ই ডিসেম্বর ৩১০১ খৃষ্টপূর্বাব্দ (২২।২৩শে অগ্রহায়ণ—বেদাঙ্গ জ্যোতিষানুযায়ী ১।২ অগ্রহায়ণ)।

গ্রহস্ফুট

প্রাচীন সিদ্ধান্ত শিরোমণি এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তে ১৭।১৮ই ফেব্রুয়ারী ৩১০২ খৃষ্ট পূর্বাব্দের যে গ্রহস্ফুট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সাহায্যে আমরা গণনা করিলাম না। প্রথমতঃ প্রাচীন সারণীগুলি সংস্কারভাবে ভ্রমপ্রসাদপূর্ণ হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য জ্যোতিষবিদগণের মতে উক্ত গ্রহস্ফুটাদি প্রসাদপূর্ণ ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

“At the beginning of the astronomical Kaliyuga, all the planets viz. the Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn are taken to have been in conjunction at the beginning of the Hindu Sphere :—

The beginning of this Kaliyuga was the midnight at Ujjayini terminating the 11th February of 3102 BC. according to Surya Siddhanta.

The researches of Bailey, Bentley, and Burgess have shown that a conjunction of all planets did not happen at the beginning of this Kaliyuga.” [P. C. Sengupta : “Bharat Battle Traditions,” Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal Vol. IV 1938, No. 3, p. 394].

অতএব প্রসিদ্ধ জ্যোতিষবিদ সেফারিয়েল সাহেবের প্রদত্ত Planetary Periods of Revolutionএর সাহায্যে বুধ, শুক্র, এবং প্লুটো গ্রহ ব্যতীত আর সকল গ্রহের চরসংস্কারপূর্ব্বক গণনা করিয়াছি। (Student's Ready Reckoner : Sepharial). বুধ শুক্র গ্রহের স্থিত নক্ষত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৃত অধুনা দুপ্তাপ্য “চিরপঞ্জিকা” নামক গ্রন্থ সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছে। প্লুটো বা রুদ্র বা যমগ্রহের গণনা Fritz Brunhubner সাহেবের “Pluto” নামক গবেষণামূলক মূল জার্মান ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে [“Pluto” by Fritz Brunhubner translated by Julie Baum, Member, American Federation of Astrologers]. Cosmic Planet প্লুটো গ্রহের ভূমিকা কুরুক্ষেত্র রাশিচক্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই রহস্যময় দ্বৈত-স্বভাব গ্রহ যোগ-জ্যোতিষে আলোকপাত করিয়াছে।

অয়নাংশ

“Mrigasira is described as Agrahayanika, the beginning of the Ayana...

The Yoga-tara of Mrigasira is the longitude 63° and the Ayanamsha for 1962 is $23^{\circ}-19'$. The interval is $86^{\circ}-19'$ giving a time interval of 6044 years or 4082 BC.” [“The Vexed Question of Ayanamsa—A symposium” Paper no-8 by V. Thiruvenkatacharya M.A., L.T. in the Astrological Magazine : Bangalore Dec. 1962]

উক্ত মতানুযায়ী ৪০৮২ খৃষ্ট পূর্বাব্দে অয়নাংশ শূন্য ছিল। অতএব আমাদের আলোচ্য বৎসরে ৩১০১ খৃষ্ট পূর্বাব্দে (ইহার ৯৮১ বৎসর পরে) অয়নাংশ গণিত দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়— $১৩^{\circ}১৪২'$ [অয়নচলের বার্ষিক মধ্যমান ৫০.২৭] এই অয়নাংশ অত্র রাশিচক্রে গ্রহীত হইয়াছে।

ভাবস্কট	VII ১৮°১৩৮'	VI ২৫°১৩৯'	V ২৮°১৩৯'	
VIII ১৯°১৩৯'	৪°১২৭'	মৃত্যু সহন ৬°১৭' চ ২১°১১৪'	০°১৩৯' ১৭°১২১'	IV ২৭°১৩৯'
IX ২২°১৩৯'	ম ১১°১৫৬' রা ২৪°১৪৪'	গ্রহস্কট, + ভাবস্কট নিরয়ন রাশিচক্র 6-12-3101 BC	কে ২৪°১৪৪' শ ৭°১৪২'	III ২২°১৩৯'
X ২৭°১৩৯'		শু ২১°১৩০'	২৮°১২১' ২২°১৩৯' ১৮°১৩৮'	II ১৯°১৩৯'
	XI ২৮°১৩৯'	XII ২৫°১৩৯'		ভাবস্কট

মহাসময়ের প্রারম্ভ সময় = প্রাতঃ ৫।৫৪ মিঃ স্থানীয় সময় = 6-17 A.M. I.S.T.
 অক্ষাংশ = ২৯°১৫৮' উত্তর ১। মৃত্যুসহন Square মঙ্গল, Square শনি = লোকক্ষয়
 দ্রাঘিমাংশ = ৭৬°১৫১' গ্রীণিচপূর্ব ২। Geodetic Ascendant (Nirayana)
 বৃশ্চিক লগ্ন, মেঘরাশি, ভরণী নক্ষত্র = 3°54' Virgo opposed by Herschael
 শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি, পরিধ যোগ = লোকক্ষয়
 গৃহীত অয়নাংশ = ১৩°১৪২' ৩। Geodetic Medium Coeli (Nirayana)
 স্থানীয় সূর্যোদয় = প্রাতঃ ৫।৫৪ মিঃ = 3°9' Gemini opposed by Neptune
 = শাসনতন্ত্রের হানি Fall of government.

গ্রহস্থিতি এবং গ্রহপ্রেক্ষাদির বিচার

১। রাশিচক্রের সপ্তমভাগ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহের বিচার হয়। উক্ত স্থানে বৃষ-রাশিতে লগ্নাধিপ প্লুটো বা কুদ্রগ্রহ শনিগ্রহের সহিত শুভ ট্রাইন প্রেক্ষা করিয়া অবস্থিত। ইহার ফলে নিছক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাশকতামূলক সময়ের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানলাভের দর্শন উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এবং একটি যুগের অবসান ও অন্য একটি যুগের প্রারম্ভ হইয়াছিল।

"Pluto, the co-ruler of Scorpio expresses diametrically opposite qualities. While the lower Pluto influence combines cunning with daring to attain

its own selfish ends and instigates the most atrocious crimes, the upper Pluto's best quality is spirituality, to realise vividly life on the inner plane. It closes the cycle of existence and starts another. It is a transition planet." ["The influence of the planet Pluto" by Elbert Benjamine, President of the Church of Light," U.S.A.] Good Pluto Saturn aspect indicates "philosophers and thinkers who have the deepest knowledge of being.... Pluto in the VIIth house makes them leaders, founders, originators, authors, inspirationists, creators of ideas [Fritz Brunhubner]

এই আত্মসম্বন্ধ দার্শনিকতা ও প্রেরণা দাত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

২। লগ্নপতি মঙ্গল ভাগ্যস্থানে কর্কটরাশিতে নীচস্থ অর্থাৎ এই যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের জয়লাভ ঘটিলেও যেখানে ভাগ্যহানিও হইয়াছিল। একটি মাত্র বংশধর পরে বর্তমান ছিল। প্রায় বংশলোপ হইয়াছিল। মঙ্গল কর্কটে=Nursing ill feeling, troubles through lands, legacy, much malevolence (Alan Leo : "Astrology For All")

৩। শনি মকরে অপোজিশন (প্রত্যক্ষবৈরী) প্রেক্ষা লগ্নপতি মঙ্গল="Much misfortune in occupation with ultimate reversal, collapse or death." শনি তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাবপতি অর্থাৎ জ্ঞাতি, যানবাহন এবং ভূসম্পত্তির সূচক। ভূসম্পত্তি নষ্ট হইয়া জ্ঞাতিবিরোধ এবং তৎফলে জ্ঞাতি ও যানবাহন ও সেনাদের ব্যাপক মৃত্যু। মঙ্গল লগ্ন এবং ষষ্ঠভাবপতি ; ষষ্ঠভাবে army সূচিত হয়। Physical violence, burns, scalds, আঘাত, অগ্নিদাহ। ক্লডিয়াস টলেমীর মতে মকর রাশি ভারতবর্ষের জন্মরাশি। "Capricorn rules India." [Claudius Ptolemy "The Tetrabiblos"] এজন্য ভারত মহাসমরের সময়ে এই রাশিতে মঙ্গল দৃষ্ট শনির স্থিতি অতিশয় সঙ্গত ও অর্থবোধক।

৪। চন্দ্র ষষ্ঠে সায়েন বৃষে=Persistent, determined, not to be thwarted in aims" (Alan Leo) অর্থাৎ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে অধ্যবসায়, কিছুতেই স্বকার্যসাধন হইতে নিবৃত্ত না হওয়া—দৃষ্টান্ত দুর্যোধনের জেদ।

৫। দশমাধিপ (জয়ের সূচক) রবি লগ্নে লগ্নপতি মঙ্গলের সহিত শুভ ট্রাইন্ প্রক্ষাযুক্ত ; কোন এক পক্ষের (পাণ্ডব পক্ষের) জয়লাভ।

৬। নেপচুন বা বরুণগ্রহ দ্বিতীয় ভাবস্থ। চালাকী দ্বারা কর্ণের কবচ কুণ্ডল গ্রহণ। (Acquirement by fraud and deception. Alan Leo)

৭। শুক্র দ্বাদশভাবস্থ (ambush) চন্দ্র ও মঙ্গলের অশুভ প্রেক্ষা (aspect) প্রাপ্ত=denotes crime of ambush against children, scandals, বালকদিগের প্রতি

অতিক্রিত ভাবে আক্রমণ, দূরপন্থের কলঙ্ক। প্রথমটির দৃষ্টান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের স্মৃষ্টিকালীন নিধন এবং উত্তরার গর্ভপাতের প্রচেষ্টা; দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত সপ্তরথী মিলিয়া কিশোর অভিমন্যু বধ। চন্দ্র শুক্রের মধ্যে অশুভ প্রেক্ষা; ইংলণ্ডের কার্টার সাহেবের মতে আত্মীয়বিয়োগ জনিত দুঃখের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোনবৃহত্তর স্বার্থের (রাজ্য রক্ষা বা ন্যায়নীতি) জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ এই প্রেক্ষার ফল [The Astrological Aspects by C. E. Carter]

৮। নেপচুন ধনুরাশিস্থ। যোগরহস্যময় অনুভব, দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ, ধর্মীয় প্রেরণা, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতির বিজ্ঞান Mystical feeling, clair vision, clair audience. and other psychical experience. Inspiration of a prophetic order in relation to religion or cosmogony (Alan Leo) (গীতার ১১শ অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন দ্রষ্টব্য)

৯। রবি সায়ন ধনুতে স্থিত “There are very few at our present stage, who can express all that lies concealed in this sign; for it is the ninth house of the Zodiac, the house of the Guru or teacher and it leads through science to philosophy and thence to the true religion of law and love ” [Alan Leo : Astrology for All]

অর্থাৎ কৃষ্টির বিবর্তনের বর্তমান অবস্থায় অতি অল্প লোকেই এই রাশির গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ; কারণ ইহা রাশিচক্রের নবম রাশি; যদ্বারা গুরু অথবা শিক্ষক সুচিত হয় এবং এতদ্বারা বিজ্ঞান হইতে দর্শন এবং তথা হইতে দণ্ডনীতি ও ভূম্য প্রেমের ধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। রবিগ্রহের এই স্থিতিফল যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞানসমৃদ্ধ ও প্রেমবিলসিত গীতার জন্মসূচক।

১০। মীনস্থ ভাবে চতুর্থস্থ হারশেল, নেপচুন এবং বুধের সহিত অশুভ স্কোয়ার প্রেক্ষা করিয়াছে=Occult experience, association with mystic people, sudden disaster and estrangement from kindred [Alan Leo : Astrology for All.]

গুহ্য যোগজ অনুভূতি, রহস্যময় ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ, সহসা অনর্থ ঘটনা এবং আত্মীয় ও জ্ঞাতির সহিত (তাহাদের মৃত্যুজনিত) বিচ্ছেদ।

১১। শুক্র সায়ন বৃশ্চিকস্থিত=অপরের মৃত্যু হইতে অর্থসম্পত্তি লাভ।

১২। অষ্টম বা মৃত্যুপতি বুধ লগ্নস্থ=ফল মৃত্যু, শোকাদি বিপত্তি হয়। [জ্যোতিষ কল্পক্রম]।

Degree Symbolism effects

[রাশিচক্রের অংশ বিশেষের স্বরূপ]

১। সায়ন দশম ভাবস্ফুট— (12° Virgo) Symbolism : *the Square of Eight*. “Denotes a man of mystery, a profound understanding, he will leave for himself a name in history” Charubel : The Degrees of the Zodiac Symbolised (Translated). রূপক=৮-সংখ্যা-নির্মিত চতুষ্কোণ “রহস্যময় ব্যক্তি, যাহার প্রগাঢ় প্রজ্ঞা আছে এবং যিনি ইতিহাসে অক্ষয় নাম রাখিয়া যাইবেন।” এই উক্তি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

২। সায়ন লগ্নস্ফুট (2° Sagittarius)—*A man standing with drawn sword, continual warfare ; danger of wounding and of leaving wounded* “La Volasfera” translated from the Italian of Sig Anton Borelli by Sepharial. রূপক=উন্মুল্ল কৃপাণ হস্তে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। ইহাতে অনবরতঃ যুদ্ধবিগ্রহ, অপরকে আঘাত প্রদান এবং নিজে আহত হওয়া অর্থাৎ যুদ্ধ সূচিত হয়। ইহা কুরুক্ষেত্র মহাসমর সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে প্রযোজ্য। ভাবস্ফুট গণনা কোন ব্যক্তি বা ঘটনার জন্ম সময়ের উপর নির্ভরশীল : ইহা একটি গণিতের ব্যাপার। যেহেতু পূর্বোক্ত লগ্নস্ফুট ও দশমভাবস্ফুটদ্বয়ের ফল মহাতারতীয় ঘটনার সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখা যাইতেছে, সেহেতু কুরুক্ষেত্র মহাসমর স্থানীয় সূর্যোদয়ের সময় আরম্ভ হইয়াছিল ইহা প্রমাণিত হইল। অপর প্রমাণ, অষ্টম বা নিধনভাব স্ফুটকে ১৮ দিবসসূচক ১৮° দিয়া চালিত Progress করিলে শনিগ্রহের সহিত সমাংশে Exact অপোজিশন হয় ; উহা ১৮ দিবসব্যাপী আহবের পূর্ণাহতির ইঙ্গিতবহ।

ইউরোপীয়ান যোগী শার্লবেল্ দিব্যদর্শনের অধিকারী ছিলেন। সেই ক্ষমতার প্রভাবে রাশিচক্রের ৩৬০° অংশের প্রত্যেকে অংশের স্বরূপ রূপক দর্শনের দ্বারা উপলব্ধি করেন। ঐরূপ ইতালীর বোরেল্লী সাহেবও উপলব্ধি করেন। যোগজ্যোতিষের এই রূপকাবলীর ব্যাখ্যা দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র সাতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে। এজন্য আমরা ইহার প্রয়োগ করিলাম।

শ্রীকালিদাস মজুমদার, বি-এ. জ্যোতির্বিদ্যেনোদ
এ্যাষ্ট্রো রিসার্চ ব্যুরো

১৯৭৭, সাদার্প এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯

নবম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন ।

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় কর্তৃক ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম সংস্করণ প্রকাশিত হইল । স্বামীজীর জীবিতাবস্থায় এই গীতার প্রথম দুইটি সংস্করণ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল । তৎপরে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে স্বনামধন্য ভারত-বিখ্যাত কবিরাজ বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাভূষণ, এম, এ, মহোদয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন । তদবধি অষ্টম সংস্করণ পর্য্যন্ত ছয়টি সংস্করণের সম্পাদন-ভার তিনিই গ্রহণকরতঃ আমাদিগকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন ।

তৃতীয় সংস্করণে—সম্পাদক মহোদয় বিপুল যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে গীতার মূল ও ভাষ্য টীকাদি বিশুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ; শ্রীমৎ স্বামীজী জীবিত-কালে পরবর্তী সংস্করণের জন্য “গীতার্থসন্দীপনী”র যে সকল অংশ আরও বিশদ ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল ; এবং “অনুবোধিণী” নামী অনুয়মুখে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহ নূতন একটি ব্যাখ্যা, গীতা-পাঠক্রমের বঙ্গানুবাদ, অধ্যায়ক্রমে বিষয় বিভাগ করিয়া “বিষয়-সূচী” অকারাদিক্রমে “শ্লোক-সূচী” ও সুবিস্তৃত “শব্দ-সূচী” (Index) এবং শ্রীমৎ স্বামীজীর হাক্টোন চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী—এই কয়েকটি বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছিল ।

চতুর্থ সংস্করণে—ভাষ্য, টীকা ও গীতার্থসন্দীপনীর মধ্যে উদ্ধৃত উপনিষৎ ও সংহিতাদি বাক্যগুলির স্থান-নির্দেশ (Reference) পাদটীকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ।

পঞ্চম সংস্করণে—গীতার্থসন্দীপনীর বহুস্থলের অপেক্ষাকৃত গূঢ়ভাব পৃথক্ পরিশিষ্টে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল । সমগ্র গীতার ভাবার্থ সংগ্রহপূর্ব্বক “আভাস” নামে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত ও তন্মধ্যে শ্রীমৎ স্বামীজীর গীতা সম্বন্ধীয় মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছিল । গীতায় প্রযুক্ত “ছন্দঃ” সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ, এবং “গীতার শ্লোকসংখ্যা-নিরূপণ” শীর্ষক একটি আলোচনা নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল । অধিকন্তু শব্দ-সূচীর বিভিন্ন বিভক্তিব্যুৎপন্ন পদগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশিত করিয়া এবং বিষয়-সূচীর আরও বিস্তৃতভাবে লিখিয়া সূচী দুইটি অধিকতর উপযোগী করা হইয়াছিল ; এবং শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবনীও প্রায় দ্বিগুণ আকারে পুনর্লিখিত হইয়াছিল । এই সব পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের ফলে গ্রন্থের কলেবর শতাধিক পৃষ্ঠা বৃদ্ধি হইয়াছিল ।

ষষ্ঠ সংস্করণে—“সন্দীপনী-পরিশিষ্ট” গ্রন্থের শেষ ভাগে পৃথক্ না রাখিয়া পুস্তক মধ্যে সন্দীপনীর নিম্নে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া উহা পাঠকগণের সহজবোধ্য করা হইয়াছিল।

সপ্তম সংস্করণে—নূতন আরও কয়েকটি “সন্দীপনী পরিশিষ্ট” সংযোজিত হইয়াছিল। অধিকন্তু গীতা-মাহাত্ম্যের পর গুরুড় পুরাণান্তর্গত “গীতা-সার” নামক অধ্যায়-চতুষ্টয়ের সরল বঙ্গানুবাদ সহ সংযোজিত হইয়াছিল।

অষ্টম সংস্করণে—পূর্ব সংস্করণে নূতন সংযোজিত “সন্দীপনী-পরিশিষ্ট” কয়েকটিও পূর্ববৎ গ্রন্থমধ্যে সন্দীপনীর নিম্নে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, এবং “গীতা-সার” শীর্ষক অধ্যায় চতুষ্টয় গ্রন্থের শেষভাগে না রাখিয়া উহা প্রথমভাগে সন্নিবেশিত করতঃ প্রসঙ্গানুকূল করা হইয়াছিল। অধিকন্তু “কুরুক্ষেত্রে সমবেত কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের জন্ম-বিবরণ শীর্ষক একটা বিষয়, শাক্ত-ভাষ্য ও শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকার উপক্রমণিকা দুইটির বঙ্গানুবাদ, এবং সেই সঙ্গে সানুবাদ শ্রীধরস্বামিকৃত “গীতার্থ-সংগ্রহ” নূতন সংযোজিত হইয়াছিল।

নবম সংস্করণে—কোন নূতন বিষয় সংযোজিত হয় নাই—কিন্তু এই সংস্করণটি কাশীধামে আমাদের সাক্ষাৎ তত্ত্ববধানে মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়ার সুযোগে আদ্যন্ত সমগ্র গ্রন্থখানিকে পুনর্ব্বার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংশোধনাদি করতঃ ইহাকে ত্রুটিহীন করার জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এই সংস্করণের সর্ব্বত্র এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন আশা করি।

এক কথায় প্রতি সংস্করণে গ্রন্থখানিকে অধিকতর সৌষ্ঠব-যুক্ত, আবশ্যিক বিষয়ের সন্নিবেশে উপযোগী এবং বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভগবদগীতার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে; তথাপি গীতা সম্বন্ধীয় এত অধিক বিষয়ের সন্নিবেশ অন্য কোন গীতাতে প্রকাশিত হয় নাই বলিলে বোধ হয় অত্যাুক্তি হইবে না। বঙ্গদেশে একমাত্র এই গীতাতেই সন্ন্যাসি-কৃত ভাষ্য-টীকা সহ সন্ন্যাসি-কৃত বিশদ বাঙ্গলা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গীতার প্রতি সংস্করণে উল্লিখিত যে সব পরিবর্তনাদি হইয়াছে তাহা শ্রীমৎপরিব্রাজক স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের অনুজ্ঞা এবং সন্ন্যাসাশ্রমের সত্যর্থ, আদর্শ সন্ন্যাসী **শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দস্বরূপ (এম. এ)** মহোদয়ের চিন্তা, যত্ন ও পরিশ্রমের ফল। “অনুয়-বোধিনী” শীর্ষক ব্যাখ্যা, “সন্দীপনী-পরিশিষ্ট” শীর্ষক ব্যাখ্যা, “আভাস”, “বিষয়সূচী” ইত্যাদি তাঁহারই প্রণীত।

এই গ্রন্থ প্রকাশ প্রসঙ্গে আমরা এ যাবৎ যে সব মহানুভব পণ্ডিতের নিঃস্বার্থ সাহায্য পাইয়া আনিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তন্মধ্যে যোগাশ্রমে

প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, হরিদ্বার ঋষিকুল আয়ুর্বেদ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, বি. এ. কলিকাতা সিটি কলেজের সংস্কৃতাদ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাবাগীশ, এম. এ. কালী গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম. এ, কাশী টিকমাণি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারাচরণ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যাচার্য্য এবং কাশী এংলো-বেঙ্গলী কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃতাদ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্তী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ—মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী এই গীতা গ্রন্থখানি কাশী যোগাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতার সেবায় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত মহোদয়গণের অনুগ্রহেই এতাবৎ কাল আমরা দেবসেবার এই স্মহৎ কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছি। মা তাঁহাদের মঙ্গল করুন। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এইরূপ বিরাট গ্রন্থ পূর্বমূল্য অপেক্ষা নামমাত্র মূল্য বদ্ধিত করিয়া এত অল্প মূল্যে দিতে সমর্থ হইলাম—ইহা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতার অহৈতুকী কৃপা।

এই গীতা পাঠে সকলেই নিকামভাবে প্রবৃত্তি মার্গের কর্তব্য পালন করিয়া অবশেষে নিবৃত্তি মার্গের পথিক হইতে সমর্থ হউন, এবং প্রকৃত কর্ম্মযোগের অভ্যাস দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান লাভপূর্বক মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ হইয়া শান্তিলাভ করুন—ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

কাশী-যোগাশ্রম
ঝুলন দ্বাদশী
১১এ শ্রাবণ, ১৩৫৫ সাল।

প্রকাশক
বোর্ড-অব-ট্রাষ্টীজ, শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী এস্টেট।

শ্রীমন্তগবদগীতার সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র ।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীমৎ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের (হাক্টোন চিত্র)	—
শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরি মন্দিরের চিত্র	—
শ্রীমৎ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী	— 10
শ্রীমন্তগবদগীতার আভাস	— ২/0
গীতা-সার	— ৩১/0
শ্রীমন্তগবদগীতার বিষয়-সূচী	— ৪১/0
গীতার শ্লোকসংখ্যা-নিরূপণ	— ৫৮/0
গীতার ছন্দোবিবরণ	— ৫১/0
কুরুক্ষেত্রে সমবেত কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের জন্ম-বিবরণ	— ৫১/0
শ্রীমন্তগবদগীতার পাঠক্রেম—ন্যাস ও ধ্যান	— ৫১/0
শাক্ত-ভাষ্যের উপক্রমণিকা	— ৫১১/0
শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকার উপক্রমণিকা	— ৫৬৮/0
শ্রীধরস্বামিকৃত গীতার্থ-সংগ্রহ	— ৬৮
গীতার্থসন্দীপনীর অবতরণিকা	— ৬১/0
শ্রীমন্তগবদগীতা	— ১৭-৬৬
প্রথম ঘটক (কর্মযোগ)	— ১
দ্বিতীয় ঘটক (ভক্তিযোগ)	— ৩১৭
তৃতীয় ঘটক (জ্ঞানযোগ)	— ৫২১
গীতা-মাহাত্ম্য	— ৭৬৭
শ্রীমন্তগবদগীতার শ্লোক-সূচী	— ৭৭৯
শ্রীমন্তগবদগীতার শব্দ-সূচী	— ৭৯২

শুদ্ধিপত্র

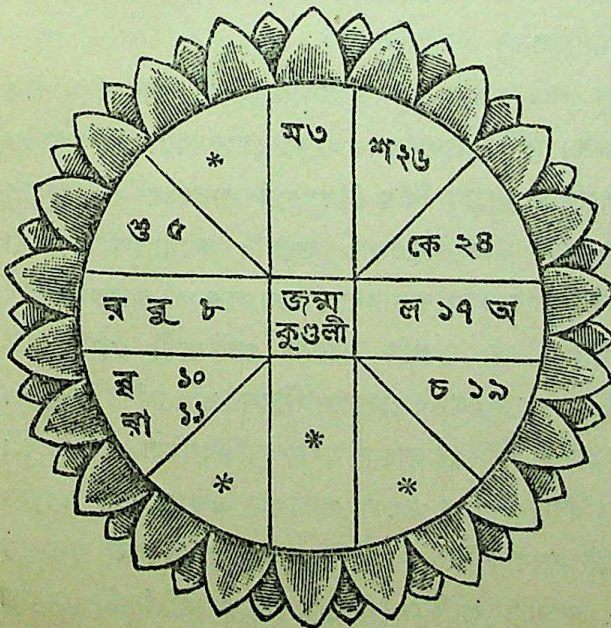
অশুদ্ধ			শুদ্ধ
পৃষ্ঠা	পংক্তি	বিষয়	
২৬২	২	প্রাণাপানো	প্রাণাপানো
২৬৪	৩	বয়্যাসিক্যাং	বৈয়্যাসিক্যাং
২৬৪	৩	ভীষ্মপৰ্বণি	ভীষ্ম পৰ্বণি
২৬৬	২	ন	র্ন
২৬৯	১	যোগং	যৌগং
২৭১	১	ম্মু	ম্মু
২৭১	১	যো	যৌ
২৭২	১	যজ্ঞতে	যজ্ঞতে
২৫৭	২৭	পরলোক	পরলোকে
২৫৮	১৫	বিষয়ে প্রতি	বিষয়ের প্রতি
২৫৯	৩	শ্রয়মানে	শ্রয়মানে
২৫৯	৫	শ্রয়মানে	শ্রয়মানে
২৬২	৭	সর্বাবস্থা	সর্বাবস্থা
২৬২	২৬	চক্ষুদ্বয়	চক্ষু দ্বয়
২৬৭	১৬	শ্চ চতুর্থ	শ্চতুর্থ
২৬৮	১	স্বামী	স্বামি
২৭০	৩০	অর্নবাদ	অর্থবাদ
২৭১	২৫	তাহি	তাহি
২৭২	১৫	ণামা	ণামর্থাঃ

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-

মহোদয়ের

—সংক্ষিপ্ত জীবনী—

“যিনি ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি দুঃখজনের ষড়্‌যন্ত্রে লাক্ষিত হইয়াও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বদেশের সেবায় ও স্বধর্ম্মের উদ্দীপনায় কৃতসংকল্প ছিলেন, যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে শিথিলপ্রায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার সুমধুর বক্তৃতায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের আনন্দনে দেশবাসিগণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন,” তাঁহার আবির্ভাব-দিন ভারত-সন্তানগণের স্মৃতি-শিক্ষা ও স্বধর্ম্মভাব-বৃদ্ধির জন্য যে শুভ সুযোগের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহা স্বদেশ-হিতৈষী সকলেই স্বীকার করিবেন। রাজধানীর রক্ষমঞ্চে ভারতীয় মহাপুরুষগণের চরিত্রাভিনয়, সুলভ গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রুতি, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রচার, ধর্ম্মনীতি-শিক্ষা ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রযুক্তি প্রধানতঃ যাঁহার জীবনব্যাপী আন্দোলনের সুফল, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সেই সর্ব্বপ্রধান নেতা ও অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ১২৫৬ শালের ১৭ই শ্রাবণ (ইং. ১৮৪৯, ৩১এ জুলাই) মঙ্গলবার হিন্দোল-দ্বাদশী (বুলন-দ্বাদশী) তিথিতে সূর্যাস্ত সময়ে হুগলি জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতটস্থ গুপ্তিপাড়া গ্রামে বৈষ্ণবাক্ষণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে এই সময়ে বুধাদিত্যযোগ, চন্দ্রপ্রভাযোগ, কনকচ্ছত্রযোগ এবং প্রব্রজ্যযোগ সংঘটিত হইয়াছিল। নিম্নে তাঁহার কৌণ্ডীর প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।



জন্মশকাদীনি—১৭৭১।৩।১৩।৩২।৪০

জাতাহ:

দিবা ৩২।৪৭

৩ ১৮ ২৬

১২ ৪ ৮

৫৭ ৪১ ৪০

৩৯ ১ ১৭

কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন। তাঁহার পূর্ব-পিতৃপুরুষগণের মধ্যে ৬ অযোধ্যানাথ, প্রভুরাম, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি অনেকেই সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাস্বত্তি অবলম্বন পূর্বক স্বধর্ম-সেবায় কালান্তিপাত করিয়া গিয়াছেন। গুপ্তিপাড়ার ধনুন্তরি-গোব্রজ এই বৈষ্ণবাক্ষণদিগের বংশধরগণ সদমুষ্ঠান ও সুশিক্ষার প্রভাবে চিরদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্করের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সহায়রাম ও কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের টোলে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ‘কবিভূষণ’ উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং কলিকাতার তৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। নিজ কর্মজীবন স্মৃঢ় হইলে ৩০ বৎসর বয়সে কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ কালনানিবাসী (ইংরাজ সেনাবিভাগভুক্ত) ব্রজমোহন ডাক্তার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই দম্পতির জীবিত পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম ছিলেন। ১২৩০ শালের বন্তায় কবিরাজ গৌরীশঙ্করের বাটী জলমগ্ন হইলে তিনি শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দচন্দ্রের অন্তর্গৃহ কৃষ্ণবাটীতে আসিয়া বাস করেন। কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র শেষে এই স্থানে দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, এবং এই বাটীতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের জন্ম হয়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র স্ককবি ও সদালাপী ছিলেন, এবং স্বধর্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি গঙ্গাস্নান, গায়ত্রীজপ, ইষ্টোপাসনা ও হরিনাম-সাধনাই জীবনের সার করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবন ভগবৎসেবায় ও স্বদেশের বিবিধ হিতানুষ্ঠানে অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মাতৃকুলে শক্তি উপসনারই প্রাধান্য ছিল। তাঁহার মাতুলালয়ে বৎসরে কয়েকবার কালীপূজার অনুষ্ঠান হইত, এবং তাঁহার মাতা ভবসুন্দরী দেবী ভক্তিপ্রিয়া ছিলেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতার প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস ও মাতার ভক্তিভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শৈশবজীবনে এক বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হয়। ঔষধার্থ আনীত কালসর্পের বিষ তিনি সহসা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। সন্তোঃসংহারকারী কালকূটের প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া সচরাচর সম্ভবপর নহে; কিন্তু বিধাতার ব্যবস্থায় ও পিতার যত্নে শিশু বিষক্রিয়া হইতে অচিরে অব্যাহতি লাভ করেন। তদবধি অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বদেশের কোন বিশেষ কল্যাণ সাধনার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলে পিতা পুত্রকে ধর্মনিষ্ঠ প্রতিবাসী গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি পূজা, আত্মিক, গো-সেবা ও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দানে সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাটীর বিলম্বমূলে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে প্রত্যহই একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভক্তিপূত নারায়ণপূজা দর্শন ও স্তবপাঠ শ্রবণ করিতেন। শিক্ষকের সাধুজীবন অলঙ্ক্যে শিশুর ভাবি-জীবনের ভিত্তি গঠন করিতে লাগিল। গুপ্তিপাড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

শ্রীশ্রীন্দাবনচন্দ্র দেবের সেবাকার্য্য তখন দণ্ডিসন্ন্যাসিগণই পরিচালনা করিতেন এবং শ্রীশ্রীন্দাবনচন্দ্রের পূজা করিবার অধিকার অবিবাহিত ব্রাহ্মণেরই ছিল। সুতরাং দেবদর্শনকালে ধর্মসাধনের সহায়স্বরূপ ব্রহ্মার্চ্য ও সন্ন্যাসজীবনের আদর্শের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য পড়িত। বিশেষতঃ তৎকালে শ্রীশ্রীন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে সাধুসেবা ও সদাভ্যন্তের সুব্যবস্থা থাকায় অনেক সময়েই গুপ্তিপাড়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসিগণের সমাগম হইত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর অতি নিকটেই দেশকালিকা-তলার বিশাল বটবৃক্ষের তলে সাধু মহাত্মারা অবস্থান করিতেন, এই জন্য পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেরই সাধুদর্শনের বিশেষ সুযোগ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মজন্মের পুণ্যফলে বাল্যকাল হইতেই সাধুদর্শন ও সাধুগণের সদালাপ শ্রবণে ভাবিজীবন গঠনের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

পাঠশালায় কয়েক বৎসর বাঙ্গালা শিক্ষার পর শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গহে মুক্তবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, পরে গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরিত হইলেন। অনন্তর কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকিয়া কালনা মিশন স্কুলে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মিশনরীদিগের হিন্দুবালাকগণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল উৎসাহ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পিতা পুত্রকে বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। এই সময়ে ম্যালেরিয়াজ্বরের প্রকোপে শ্রীকৃষ্ণের শরীর নিতান্ত রুগ্ন এবং পাঠাভ্যাসের বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় তাঁহার মন অতীব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্থায়ী ভাগিনেয় পণ্ডিত শ্রীচরণ রায় কবিরাজ (মহারাজী স্বর্ণময়ীর চিকিৎসক) মহাশয়ের নিকট বহরমপুরে পাঠাইয়া দেন। তথায় ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। বহরমপুরে পাঠকালেই তাঁহার ভাবিজীবনের অশ্রুত আভাস দেখা দিতেছিল, এবং আত্মজীবনের মনুষ্যোচিত উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। উপনয়নের পর হইতে তাঁহার সদাচার ও ধর্মাত্মত্বের প্রতি আগ্রহ বিশেষরূপে লোকের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি প্রতাপ বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার কিশোর বয়সের রচিত সঙ্গীতগুলিই পরে “সঙ্গীত-মঞ্জুরী” নামে প্রকাশিত হয়। উহার প্রত্যেকটিতেই তাঁহার তৎকালিক সরল বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঘটনাচক্রের পরিবর্তনে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কলেজে অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তাঁহার দুইটি কনিষ্ঠ সহোদরের অকালমৃত্যুতে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতৃদেব কলিকাতার বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুপ্তিপাড়াতেই বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতার অনুরাগী ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গোপীমোহন রায় প্রমুখ আত্মীয়গণের আগ্রহেও আর বৈষয়িক কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং বৃহৎ পরিবার মধ্যে হঠাৎ অর্থাভাব উপস্থিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপ জানিতেন, এবং তাঁহাদের সেবাতেই বৈষয়িক বিদ্যা শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদিত হয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই জন্য পিতাকে বৈষয়িক ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, যদি এই সময়ে পিতামাতার সেবায় সন্তান-জীবন সফল করিতে না পারিলাম, তবে আর বিদ্যাভ্যাসের ফল কি? এইরূপ বিবিধ চিন্তা তাঁহার মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, এবং তিনি স্বীয় কর্তব্য অবধারণপূর্বক পিতার অজ্ঞাতসারে অধ্যাপকগণের স্নেহ ও অমুরাগ উপেক্ষা করিয়া জামালপুরের রেলওয়ে অফিসে চাকরী আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি আপনার লক্ষ্য সাধনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। অফিসে নিয়মিত কার্যের পর অবশিষ্ট সময় বৃথা ব্যয় না করিয়া তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন ও পুরাণাদির অধ্যয়ন পূর্বক এবং ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়েই তৎপ্রণীত “প্রবোধ-কৌমুদী” প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাহা হইতে চিত্ত-সন্তোষের কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

“হে চিত্ত! যে প্রমাদকারিণী তোমাকে অজ্ঞানাজ্ঞানে অন্ধ করিয়া অনবরত বহুল কুক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দানে অশেষ বিশেষ ক্রেশে প্রপাতিত করিতেছে, যে তোমাকে অচেতন করিয়া আশা, তৃষ্ণা, কল্পনা ও বৃথা চিন্তায় নিমগ্ন করতঃ বিবিধ দুঃখ দিতেছে, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয়পাশ ছেদ কর। যে ছুরাচারিণী মায়ামন্ত্রে লাস্ত করিয়া স্বপ্নসদৃশ সংসারের সত্যতা ও সারবত্তার উপদেশ দিতেছে, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয়পাশ ছেদ কর। যে তোমাকে পুত্র-কলত্রসহ একত্র বাসই ভগবদীক্ষিত এবং জ্ঞানিগণানুমোদিত বলিয়া শিক্ষা দিতেছে, যে তোমাকে প্রতিনিয়ত জিগীষা, জিজীবিষা, জিঘাংসাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানহীন উন্মত্তবৎ নাচাইতেছে, যে পরনিন্দা ও পরপরিবাদে তোমার নরকের পথ পরিস্কার করিতেছে, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয়পাশ ছেদ কর। যে তোমাকে সুখাভিলাষ, দুর্ন্যতি, ভয় লজ্জা, দম্ভাভিমান ও অহংকার-সম্বৃত অহংমমেতি দ্বারা অভিভূত করিতেছে, যে তোমাকে ত্রিবর্গসাধনে প্রবৃত্তি দিয়া স্বর্গফলাদি প্রদর্শনে মোক্ষরূপ চতুর্থ সাধন হইতে বঞ্চিত করিতেছে ও যে তোমাকে ক্ষণজন্ম ও পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে না, তুমি সেই অবিদ্যার প্রণয়পাশ ছেদ কর।”

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বৎসরের দীর্ঘ অবকাশকালে তীর্থাদিভ্রমণ ও ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শনপূর্বক দেশের অবস্থা বিষয়ে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালিক ভ্রমণস্মৃতিসূচী “হাওড়া-হিতকারী”, “সোমপ্রকাশ” প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিজ অধ্যবসায়গুণেই আপনাকে সুশিক্ষিত ও উন্নতচরিত্র করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের রূপাই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল।

জামালপুরে কার্য্য করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুন্সেরেই অবস্থিতি করিতেন। সেইখানে সর্বদা সাধুসন্ন্যাসিগণের সংসঙ্গ করিতে করিতে একদা তিনি পুণ্ড্রপাদ

পরিব্রাজকাচর্যা সিদ্ধাবধূত শ্রীমদ্ দয়ালদাস স্বামি-মহোদয়ের শুভ সন্দর্শন লাভ করেন। স্বামী দয়ালদাসজী শত শত পরমহংসমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া ভারতের সর্বত্র ভ্রমণপূর্বক সহস্র সহস্র ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও ত্রিতাপতপ্ত জীবগণকে কল্যাণপথের উপদেশ দান করিতেন। পশ্চিমোত্তরে পাঞ্জাব হইতে পূর্বে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম সীমা অবধি এবং দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রভৃতি ভারতের সর্বস্থানই তাঁহার সমাগমে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতি পঞ্চনদপ্রদেশের নৃপতি ও সর্দারগণ তাঁহার পুজার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। সিদ্ধ পরমহংস দয়ালদাস স্বামি-মহোদয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গের শ্রদ্ধা ও সঙ্গুণ দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া মুন্দের কণ্ঠহারিণী ঘাটে তাঁহাকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, এবং স্নেহপূর্বক বালক শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, “বৎস, যদি অরূপের রূপ দেখিতে চাও, তবে দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিতে অভ্যাস কর”।

সিদ্ধ মহাপুরুষ পরমহংস দয়ালদাস স্বামী কণ্ঠহারিণী ঘাটে বালক শ্রীকৃষ্ণকে যে মহামন্ত্রের উপদেশ করিলেন, তাহাই শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যালাভে শ্রেষ্ঠ মার্গ এবং সনাতন কাল হইতে প্রচলিত বৈদিক দীক্ষা। দ্বিজ বালকগণ উপনয়নকালে ব্রহ্মগায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে গায়ত্রী-পূরস্চরণ, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারণ দ্বারা এই মহোপদেশ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন, বর্ণাশ্রমোচিত সংকর্ম্মসমূহ নিকাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই সাত্ত্বিক ভাব ও ভগবন্নিষ্ঠার উদয় হয়, এবং ক্রমে ভগবদ্বিরহে প্রাণ-মন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেই সঙ্গুণের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্”। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (অর্থাৎ যথাসাধ্য উপহার লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। উপযুক্ত অধিকারী ভিন্ন অত্যা এ উপদেশ ফলপ্রসূ হয় না। গীতায় ভগবান্ ও অর্জুনকে উপদেশাচ্ছলে বলিয়াছেন :—

“তদ্বিক্রি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

গুরুসেবা না করিলে, গুরুমুখে উপদেশ না শুনিলে, কেবল নিজ বুদ্ধিবিচারে কিংবা জ্ঞানপ্রসূ পাঠে তত্ত্বজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। আমি কে? কিরূপে বন্ধনদশাপ্রসূ হইলাম? কিরূপেই বা মুক্তি পাইব? শ্রদ্ধাপূর্বক করযোড়ে গুরুকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হয়। যে-সে গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভগবান্ তত্ত্বদর্শী ও আত্মসাক্ষাৎকারবান্ গুরুর নিকটেই উপদেশ লইতে আদেশ করিয়াছেন।

বাবা দয়ালদাস কর্তৃক উপদিষ্ট এই সুগম সাধনমার্গে হঠযোগোক্ত আসন-প্রাণায়ামাদির বিশেষ আবশ্যকতা নাই, তন্মোক্ত জটিল ষট্চক্রভেদের কঠোরতা এবং কর্ম্মকাণ্ডের বিবিধ বিধানের বাহাড্বরও ইহাতে নাই; ইহাতে আছে কেবল ঐকান্তিকী ভক্তির মধুর তার সহিত অপরোক্ষ জ্ঞানের শুভ সম্মিলন !! পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের কোন

মতের সঙ্গেও ইহার কোম বিরোধ দৃষ্ট হয় না। এ সাধনে শুভকর্মের নিকানভা, যোগমার্গের একাগ্রতা, ভক্তিপথের তন্ময়তা এবং জ্ঞানবিচারের বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। ইহাই গীতোক্ত রাজবিস্তা বা রাজযোগ।

সদগুরু সাধনপথ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গের নিজ সাধন-চেষ্টা একত্র হইয়া মণিকাঞ্চনযোগ হইল। ক্রমে সাধনাভ্যাসের বিশুদ্ধ প্রভাবে তাঁহার দিব্যবুদ্ধির বিকাশ হয়, এবং শিক্ষা-লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা তাঁহার সাধনলব্ধ জ্ঞান ও শক্তির অধিকতর প্রস্ফুরণ হইতে থাকে। এইরূপ বিনা উপদেশে শাস্ত্রীয় গূঢ় রহস্যের মনোদৃষ্টি করিতে তাঁহার সামর্থ্য জন্মিল। বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও অতের বুদ্ধি যে সকল কূটার্থ নির্ণয়ে সমর্থ হয় না, সদগুরুর রূপাবলে তত্তাবৎ তাঁহার পক্ষে অতি সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিতাশক্তি ও ধর্মার্থপূর্ণ বক্তৃতার হৃদয়গ্রাহিণী শক্তিও স্বতঃই বিকসিত হইতে লাগিল। তিমিরাচ্ছন্ন ভারতের চৈতন্যসঞ্চার করিবার নিমিত্ত সরস্বতী স্বয়ং তাঁহার সাধুকণ্ঠে সমাসীন হইলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার উন্নতভাব ও মহত্বদেশের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে যোগব্রষ্ট সাধক বোধে সংসারী করিবার জন্ত আর অনর্থক আগ্রহ করিলেন না। এই সময় হইতেই সকলে তাঁহাকে ‘কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ’ নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ কর্মোপলক্ষে মুন্দের অবস্থিতিকালে চারিদিকে সনাতন ধর্মের অবনতি ও বিশ্বধর্মের বিস্তৃতি দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হইতেন। ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান দর্শনে মর্শ্বাহত হইয়াই তিনি ধর্মসংস্থাপন করে ভারতসন্তানগণের ধর্মাহুরাগ উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্থানীয় ধর্মাহুরাগী জনগণের সহিত সর্বসাধারণের ধর্মালোচনার সুবিধার নিমিত্ত মুন্দেরে “আর্য্যধর্ম-প্রচারিণী” সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়ের বালকবর্গকে বিশেষ-রূপে সদাচার ও সুনীতি শিক্ষাদানার্থ এই সভা-ভবনেই “সুনীতি সঞ্চারিণী সভায়” সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াও ভারতীয় ধর্মভাব স্বদেশীয়গণের নিকট স্বদেশের ভাষায় প্রচার করিবার জন্ত বিশেষ আগ্রহসহকারে নিজ চেষ্টায় হিন্দীভাষা শিক্ষা করিলেন। তখন কোনরূপ অবকাশ পাইলেই স্থানে স্থানে গমন করিয়া তিনি নিজ স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। ইহার ফলে সকলেই তাঁহার মনোমোহন মধুর বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া স্বধর্মের মহিমা বুঝিতে সমর্থ হইলেন। এই আলোচনের ফল দর্শনে বিশ্বশ্রদ্ধা শঙ্কাকুল হইয়া উঠিলেন। কারণ অনেক উন্ন্যাসগামী ব্যক্তি তাঁহার উপদেশে ধর্মাস্তর গ্রহণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। আর্য্যসন্তানেরা আবার দেশীয় আচার ব্যবহার ও পূজাদি অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইলেন : মুন্দেরের স্থলধর্ম-প্রচারক রেভারেণ্ড ইভান্স সাহেব তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, “আপনার বক্তৃতাশক্তি পাইলে আমি একদিনে সমগ্র জগৎ খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারি”। আদি ব্রাহ্মসমাজের তাৎকালিক সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিকে লিখিয়াছিলেন, “আপনার

শীঘ্রই হিন্দুর আদর্শে ধর্মপ্রচার না করিলে মুন্সের প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইরূপ সর্বত্রই আর্য্যসভাসমূহ ব্রাহ্মসমাজকে অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবে” ।

ভারতের সর্বস্থানীয় লোকদিগকে আর্য্যধর্মের যথার্থ তাৎপর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ১২৮৪ শালে কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাদ্রালা ও হিন্দীভাষায় “ধর্মপ্রচারক” নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন । তদবধি ২৫ বৎসরকাল এই পত্র তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল । এইরূপে দীর্ঘকাল শিক্ষিত সমাজে ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসম্বলিত সহুপদেশ, শিক্ষা ও সমাধান ‘ধর্মপ্রচারকে’ প্রকাশিত হইয়াছে ।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং ইংরাজীশিক্ষিত মহোদয়গণ কর্তৃক লিখিত সনাতন আর্য্যধর্মের নিগূঢ় রহস্যবিষয়ক সূক্ষ্ম গবেষণাসমূহ প্রবন্ধাকারে ‘ধর্মপ্রচারকে’ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত । পরিব্রাজকের ভারতব্যাপী বিরাট প্রচার কার্য্যের আমূল বিবরণও ইহাতেই যথার্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । রামগীতা, পরমার্থসার, মণিরত্নমালা, পঞ্চানুত, স্বপ্নতত্ত্ব, যোগ ও যোগী প্রভৃতি পরিব্রাজক-প্রণীত পুস্তকগুলি এবং পরিব্রাজকের অনেকানেক সঙ্গীত প্রথমে ‘ধর্মপ্রচারকে’ই প্রকাশিত হইয়াছিল । “শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি” পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের স্বলিখিত ধর্ম ও সমাজবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে পরিপূর্ণ ; এই সমস্ত প্রবন্ধও ‘ধর্মপ্রচারকে’ই প্রথম প্রকাশিত হয় । এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু, আত্র, আপস্তম্ব, যম, হারীত, উশনা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার সমূল বঙ্গানুবাদ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ‘ধর্মপ্রচারকে’ নিয়মিত প্রকাশ করিয়াছিলেন । আর্য্যশাস্ত্রানুসারে দত্তীশিক্ষা, গোধনরক্ষা, বালকগণের ধর্মনীতি-শিক্ষা ও শাস্ত্রীয় সদাচার ও সংস্কারানুষ্ঠান বিষয়ক অবশ্য জ্ঞাতব্য সুবিচারপূর্ণ প্রবন্ধরাশি ‘ধর্মপ্রচারকে’ মাসে মাসে প্রকাশিত হইত । আমরা শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি হইতে ‘ধর্ম’ নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ এইস্থানে চিন্তাশীল পাঠকগণের আলোচনার্থ উদ্ধৃত করিতেছি :—

“গুরুজন মুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রে পড়িয়াছি ও সংস্কার বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ইহাই মনে ধারণা করিয়া রাখিয়াছি যে, ধর্মে সুখ ও অধর্মে দুঃখ হয় । সুখ দুঃখের লক্ষণ কত লোকে কত কি করিয়াছেন তাহা লইয়া এক্ষণে বিচার করিব না । তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাহাতে তোমার সুখ বা দুঃখ হয়, তাহাতে যে আমারও সুখ-দুঃখের অনুভব হইবে এরূপ নহে । অবস্থা, সময় ও কার্য্যবিশেষে যেটি পরম সুখের কারণ বলিয়া বোধ হইল, সেইটিই আবার অবস্থান্তরে, সময়ান্তরে ও কার্য্যান্তরে পরম দুঃখ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে । সুতরাং সুখের বা দুঃখের উপাদান চিরকাল আমার পক্ষে সমান থাকে না । আমি বালককালে যাহাতে সুখী ছিলাম, যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে তাহাতে সুখ পাই না । সুতরাং সুখ অন্বেষণ করিতে গেলে প্রকৃত উপাদান চিনিয়া লওয়া আমার পক্ষে ভার হইয়া উঠিল । ধর্মে যে সুখ হয় তাহা কিরূপ সুখ, তাহা ধান্নিকই বলিতে পারেন । তাহাই যে প্রকৃত সুখ তাহা স্বীকার করিব কিরূপে ? দুঃখের নিবৃত্তি যদি

সুখ হয়, তবে ধর্ম্মঅনুষ্ঠানে সুখ আছে, এ কথা স্বীকার করিতে সহসা অগ্রসর নহি। “ধর্ম্মের” মর্ম্মস্থলে আমরা এক্ষণে প্রবেশ করিব না, তবে লোকে যে সকল কার্য্যকে বা বা আচার-ব্যবহারকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, আমরা তাহা লইয়াই বিচার করিব। শাস্ত্রে পড়িলাম, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে পরম সুখ, শাস্ত্রে আবার পড়িলাম দীনের প্রতি দয়া করা পরমধর্ম্ম। অমনি সুখের লোভে লালায়িত হইয়া হুঃখীর প্রতি দয়া করিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম দয়ারূপ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে আমার হুঃখনিবৃত্তি হইবে; কিন্তু, কপালগুণে ফল বিপরীত হইল। পূর্ব্বে কেবল আমি আমারই হুঃখে কাতর ছিলাম, দয়ালু হইয়া দেশের হুঃখ ভাবিতে ভাবিতে পাগল হইয়া উঠিলাম। তখন আমারই মাত্র হুঃখ হইলে কাদিতাম, এখন তন্নিম্ন পরের হুঃখ দেখিয়াও কাদিতে আরম্ভ করিলাম, অশ্রুধারার পরিমাণ বাড়িল। তখন একাকীর উদরপূতির জন্য ভাবিয়া আকুল হইতাম, এখন দয়ালু হইয়া লক্ষ লক্ষ দীন হুঃখীর অন্তর্গত ক্রিপে দূর হইবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইলাম। হুঃখ-হুঃখিতার আবেগ পূর্ব্বে অপেক্ষা বহু পরিমাণে বাড়িল। তখন একাকীর হুঃখ সংবরণ করিতে পারিতাম না। এখন দয়ালু হইয়া, ধান্মিক হইয়া, সুখলুপ্ত হইয়া নিরাশ্রয়ের ত্রায় আকুল হুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। আমার সাধারণ অবস্থায় আমার হুঃখের পরিমাণ একবিন্দু মাত্র ছিল, ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া হুঃখের নদীর স্রোত বহিয়া গেল। হুঃখনিবৃত্তি যদি আমার লক্ষ্য হয়, তবে ধর্ম্মের—দয়ার—সেবা করিয়া তাহা পাইলাম কৈ? * * *

“এই ভাবে সুখসাধন করিবার জন্য ধর্ম্মের সেবা করিতে হয়, ইহা আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ। জন্ম-জন্মান্তরে আমি ধারাবাহিক ক্রমে যে হুঃখরাশি ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহারই পরম নিবৃত্তি আমার প্রার্থনীয়। নূতন হুঃখ রচনা করিয়া তাহার শাস্তিসুখ অনুভব করা আমার ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রথমে আমি যে আপনার হুঃখ ভাবিতেছিলাম, পরে হুঃখ ভাবিতে গিয়া আমার সেই হুঃখ আর স্থান পাইল না, আমার হুঃখের নিবৃত্তি হইল। ইহাই দয়াধর্ম্মের পরম ফল। যে দিন দেখিবে আমার স্বীয় হুঃখের জন্য আর আমার উদ্বেগ হয় না, সে দিন অশ্রুর হুঃখ দেখিয়াও আমার দয়ার সঞ্চার হইবে না। ধর্ম্ম প্রবৃত্তিসকল এইরূপে অসং প্রবৃত্তিরাশিকে সংহার করিয়া অবশেষে আপনারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। জ্ঞানযোগিগণ ধর্ম্মসাধন দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সর্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন, সুখে বা হুঃখে, বিপদে বা সম্পদে আর বিচলিত হয়েন না।

“এক্ষণে দেখিলাম আমাতে যে সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত হুঃখ-রাশির নিবৃত্তি করিবার ও ভবিষ্যৎ হুঃখরাশির প্রবেশপথ রোধ করিবার জন্য। কিন্তু ধর্ম্ম-সকল যদি শৈশব হইতেই হুঃখের হুঃখরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিচয় কোন কালেই নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিতে পারিবে না। এইজন্য প্রাচীন আর্ষ্যগণ বালকের উপনয়ন হইলেই—কার্য্য-চেষ্টাকাল উপস্থিত হইলেই—

কার্যক্ষেত্র ও লোকসমাজ হইতে অতি দূরে গুরুর আশ্রমে রক্ষা করিতেন। সেখানে বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্যের অমুষ্ঠান দ্বারা ধর্মপ্রযুক্তিসকলের স্মরণ, বল ও পুষ্টি হইত, অতঃপর গার্হস্থ্য আশ্রমে—সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বর্তমান কালের আমাদিগের জ্ঞান—দুর্ব্বলের জ্ঞান সংসারের পদতলে বিলুপ্তিত ও দুষ্কিরার তাড়নায় বিড়ম্বিত হইতে হইত না। এখন সত্য কথা কহিয়া নির্ঘাতিত হইলে আমরা দুঃখাশ্রু বিসর্জন করি, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুক্রেণে পড়িয়াও অম্লানবদন ও অক্ষুন্নচিত্ত থাকিতেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা স্মরণিত ও পূর্ণ-পুষ্টিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সত্যের রসাস্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের অপুষ্টি, দুর্ব্বল সত্যনিষ্ঠা লোভের সামান্য সংগ্রামে—সংসারের কটাক্ষ-তাড়নায়—অভিভূত হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া থাকি, সত্যে সুখ নাই, তাই মিথ্যাকথনে প্রবৃত্তি হয়। ধর্মপ্রযুক্তি সকল প্রকৃতরূপে পুষ্ট হইলে আমরা সাধারণতঃ যে ক্ষুদ্র সুখের জন্ত ধর্মের সেবা করি, ধর্ম তৎপরিবর্তে আমাদের আশাতীত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন; সঞ্চিত ও অনাগত দুঃখনিবৃত্তির—দুঃখ-সাগর-পারের—সুদৃঢ় সোপান রচনা করিয়া দেন। ধর্মের প্রকৃতি মহিমা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা প্রথমতঃ ধর্মের সেবা করি না, বরং ধর্মকেই আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকি। একে আমার ধর্মপ্রযুক্তি সকল অপুষ্ট রহিল, আবার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় আমার কার্য্য করিতে লাগিল। সূতরাং ধর্ম আমাকে পরম সুখ দিবেন কোথা হইতে? আমরা যেন যথোচিত ধর্মের সেবা করিতে—ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ধর্মকে পুষ্ট করিতে—শিক্ষা করি। সামান্য সুখের জন্ত যেন ধর্মকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত না করি। ধর্ম আমাদের কল্যাণপ্রদ হউন।

“আর্য্যশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ ও শ্রুতি বারংবার উচ্চ ও গভীর নিনাদে জীবকে ধর্মপথে বিচরণ করিয়া নিজ কল্যাণ লাভের জন্ত সংপরাশ্রম ঘোষণা করিতেছেন—জীব। অমনো-যোগী ও অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিজ সুখের কণ্টক বিস্তার করিও না। বৃথা সময়ও নষ্ট করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইও না। বাল্যকালে বা যৌবনকালে ধর্মসাধন না করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় করিবে, এ ভাবনা পরিত্যাগ কর। কেন না—

‘ন ধর্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদা হি ধর্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা

যথা নরো মৃত্যুক্ষেত্রেভিবর্ততে ॥’ মহাভারত, শান্তিপর্ক।

—মৃত্যু মনুষ্যের সময়াগময় প্রতীক্ষা করে না, অতএব মনুষ্যের ধর্মসাধনের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। মনুষ্য যখন সদাই মৃত্যুক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ধর্মামুষ্ঠান সকল সময়েই শোভা পায়।”

সনাতন-ধর্ম ভারতবাসীর হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ বৎ জাগ্রৎ হইয়া পূর্বাধিকার লাভ করে এবং ভারতের দেশে দেশে ইহার নিগূঢ়তম পুনর্বিষোষিত হয়—শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গের এই ভূত ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইতে লাগিল, এবং ভারতবাসিগণকে স্বধর্ম-বর্জন পূর্ব্বক

পরধর্মগ্রহণে প্রস্তুত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অবশেষে ১৮০০ শকাব্দে (বাঙ্গলা ১২৮৫ শাল) হরিদ্বার মহাকুন্তলেয়ায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সিদ্ধ সদ্বৈষ্ণবদেবের পুনর্দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং তাঁহারই আদেশে ভারতের সর্বত্র বেদ, দর্শন স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রসম্মত আর্ধ্যধর্ম পুনঃপ্রচার জন্ত ভারতের পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যধর্ম-প্রচারিণী সভার শুভ কার্যের সূত্রপাত করিলেন। এই সময়েই তিনি আর্ধ্যসমাজ * ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক্ষেত্র লাহোর, আলিগড়, মজঃফরপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে সনাতন ধর্মের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা শ্রবণে শিখগণ স্বধর্মভাবে যেন পুনর্জাগরিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা আলবার্ট হলে “ভারতের মুচ্ছাভঙ্গ” এবং গয়া ধামে ৬বিষ্ণুপাদ মন্দিরে হিন্দীভাষায় “ভারতের প্রেতমোচন” বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেই হিন্দুধর্মের মহিমায় বিম্বিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলা ও হিন্দীভাষার যে একরূপ তেজস্বিনী শক্তি আছে, ইহার পূর্বে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

পিতা-মাতার সেবায় ক্রটি হইবার আশঙ্কায় আরও কিছুদিন তাঁহাকে চাকরী করিতে হইয়াছিল। মনের সাধে দেশের হিতসাধনার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া তিনি সময়ে সময়ে নিতান্ত নির্ব্বদযুক্ত হইয়া যে নির্জ্ঞানে অশ্রু বিসর্জন করিতেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারাি তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ অতিশয় মনঃকষ্ট সহ করিয়া ১২ বৎসরেরও অধিককাল চাকরী করার পর তাঁহার পিতার গঙ্গালাভ হইল। ধর্মার্থে ভারতের সেবায় অনেক কার্য করিতে হইবে বলিয়া ভগবৎরূপায় তিনি পূর্বে হহতেই কৌমারত্বত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পিতৃবিয়োগে সংসারের বাধ্যবাধকতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল দেখিয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নিতান্ত অনভিমত সত্ত্বেও স্বেচ্ছাক্রমে বিষয়কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং দেশে দেশে সনাতন ধর্মের বিজয়চূড়ান্তি বাজাইয়া হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতার বেগে লোকসকলকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত ও কুমারগামী ব্যক্তিবর্গকে ধীরে ধীরে স্বধর্মে পুনঃ প্রবর্তিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ স্মমধুর, সুললিত ও তেজস্বিনী বক্তৃতামালায় ভক্তগণের হৃদয়ে অমৃতধারা প্রবাহিত হইত। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশবিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সময় হইতে তাঁহার উদ্যোগে, উৎসাহে, প্রেরণায় ও সূচনায় দেশে দেশে ধর্মসভা, হরিসভা, সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা, সংস্কৃত বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। হরিনামের স্মমধুর ধ্বনিতে পুনর্বার পুরপত্তনাদি নাচিয়া উঠিল। মণিপুর হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত আর্ধ্যাবর্ত্তবাসিগণের বহুদিন সঞ্চিত অহিন্দুভাব স্বামিজীর স্মমধুর অথচ মর্মস্পৃক্ ব্যাখ্যানের প্রভাবে ক্রমশঃ অপনীত হইতে লাগিল।

যে সময়ে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানধর্মের অভ্যুত্থানে হিন্দুধর্ম টলটলায়মান—যে সময়ে হিন্দু-

* শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্ধ্যসমাজ

সন্তানগণ জ্ঞান ও ঐশ্বর্যের বাহ্য চাকটিক্যে বিমোহিত হইয়া হিন্দুর প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপ পিতামাতার স্নেহ-মমতা ত্যাগ করতঃ বিধর্মকে স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন—যে সময়ে হিন্দুপরিবার মধ্যে বিধর্মের চপেটাঘাতে এক মহাক্রন্দনের রোল উখিত হইয়াছিল, পরিত্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেই সময়ে যেন মহামায়ার লীলাপটের অন্তরাল হইতে আবিভূত হইয়া হিন্দুধর্মের অপার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্তই আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি হিন্দুর ঘরে ঘরে আর্ধ্যধর্মের অপার মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণের হৃদয়ে পুনরায় স্বধর্মাত্মরূপে স্ফূর্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের বিষম বদনে পুনরায় প্রসন্নতা প্রস্ফুটিত হইল।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মহামহোপাধ্যায়-পণ্ডিত ও সাধু-মহাত্মগণের আবাস ও শাস্ত্র-জ্ঞানের আধার কাশীধামে ধর্মপ্রচার কার্যের কেন্দ্রস্থান স্থির করিলেন, এবং মুদ্রায়ত্ত্ব স্থাপন-পূর্বক ভারতের সর্বত্র সনাতন ধর্মের মহিমা প্রচারার্থ “The Motherland” নামক একখানি সুলভ (এক পয়সা মূল্যে) ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, এবং আর্ধ্যভাবে ছাত্র-জীবন গঠন করিবার অভিপ্রায়ে “সুনীতি” নামে বাঙ্গালাভাষায় পরিচালিত একখানি পাক্ষিক পত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যারণ্য, মদনগোপাল গোস্বামী, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন সাহিত্যাচার্য অম্বিকাদত্ত ব্যাস, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণও কার্যক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সম্মিলিত হন। এইরূপে বঙ্গদেশে যে তুমুল ধর্মাদোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই প্রভাবে বঙ্গসন্তানগণের মধ্যে আবার ধর্মাত্মরূপে জাগিয়া উঠে। নাট্যশালাদিতেও “ধ্রুবোপাখ্যান” “প্রহ্লাদচরিত্র” প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মহাপুরুষ গণের চরিত্রাভিনয় আরম্ভ হয়, এবং লোকের শাস্ত্রাত্মরূপে বুদ্ধির সঙ্গে সেই সময় হইতেই সুলভে শাস্ত্রপ্রচার করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

কাশীর পণ্ডিতাগণের পরমহংস পরিত্রাজকশ্রী শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী স্বামী, স্বপ্রসিদ্ধ কবি ভাবতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, সি. আই ই., প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদার্শনিক ডাক্তার রামচন্দ্র সেন, পি, এইচ., ডি, প্রমুখ প্রসিদ্ধ পুরুষ-গণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কার্যে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, দানশীলা মহারাজী স্বর্ণময়ী, সি. আই., পাকুড়ের রাজা তারেশচন্দ্র পাণ্ডে, ভূতপূর্ব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু সান্যাল, কুণ্ডলার জমিদার বাবু কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, ঢাকার রায় রঘুনাথ দাস প্রভৃতি পুণ্যাত্মগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রচারকার্যে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পরিত্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী উত্তর ভারতের অনেকানেক নগরে এবং অসংখ্য পল্লীগ্রামেও ধর্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ *, শ্রীহট্ট *, কাছাড়, কুচবিহার, শিলং, দাঙ্গিলিং, বর্দমান, বীরভূম, বেরিলী, বরিশাল, বহরম-পুর, মুশিদাবাদ, মুন্সের, মজঃফরপুর, মিরাত, কাশী, প্রয়াগ, গয়া, ছাপরা, গাজিপুর,

লাহোর, দিল্লী, শিমলা, জলন্ধর, রাউলপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি প্রধান। সহস্রাব্দ-আইন পাশের আন্দোলন উপলক্ষে কলিকাতার টাউনহলের বিরাট সভায় এবং গড়ের মাঠে দুই লক্ষ শ্রোতার মধ্যে পরিব্রাজকের বক্তৃতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে তুমুল ধর্ম্মান্দোলন, দাঙ্গিলিং ও শিমলা শৈলে, কাছাড় ও গ্রীহটে, বেরিলী ও বরিশালে, কাশীর গঙ্গাতটে ও টাউনহলে, গয়াধামে ৩৭দাধরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে ও দিল্লী-ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলে পরিব্রাজকের বক্তৃতা এখনও যেন অনেকের শ্রবণে পূর্ববৎ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটি মাত্র “পরিব্রাজকের বক্তৃতা”য় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা বাঙ্গলা সাহিত্যের অতি হৃদয় অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁহার অপূর্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বহরমপুরে পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া স্মার্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয় বলিয়াছিলেন, “ইউরোপেই এরূপ বক্তার সম্মান হইতে পারে, আমাদের দেশের লোক যথার্থ মর্যাদা দিতে জানে না”। কলিকাতা টাউনহলের বিরাট সভায় সভাপতি স্মার্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতান্তে বলিয়াছিলেন—“বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ তেজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি জানিতাম না। বক্তৃতায় যে অবিরল ভারশ্রোত চলিয়াছিল, তাহার সমালোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। এই সভায় শঙ্করাচার্য বা চৈতন্যদেবের গ্রায় মহাপুরুষ সভাপতি হইলেই সম্ভব হইত।” তিনিই আবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব চিফজুটিস স্মার্ত রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতা শুনিয়া পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “আপনার বক্তৃতা ভাষা নহে, ইহা ভাবের প্রবল শ্রোত, সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়”। পরিব্রাজক মহোদয় যখন ঢাকায় তুমুল ধর্ম্মান্দোলন করিতেছিলেন, তখন বঙ্গবাসীতে লিখিত হইয়াছিল, “কিছুদিন পূর্বে টর্ণেডো বা প্রবল ঝড়ে ঢাকায় একটি যুগ-প্রলয় হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সুশুভ সমাগমে আর একবার আর একরূপ ঝড় বহিয়া গেল। পূর্বের ঝড়ে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল, এ ঝড়ে অমৃতবৃষ্টি হইয়া গেল।” বাগ্মি-প্রবর কেশবচন্দ্র প্রভৃতির বক্তৃতার প্রশংসা-প্রসঙ্গে বঙ্গবাসী বলিয়াছিলেন, “শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বক্তৃতা-শ্রোতে একদিন বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সে বক্তৃতায় ভাব ছিল, ভাষা ছিল, উদ্দীপনা ছিল, অগ্নিকণা ছিল, আর ছিল করুণরসের নির্যাসিণী।” (বঙ্গবাসী, ৫ই আষাঢ়, ১৩১০)। তিনি সময় সময় একদিনে ২৩টা সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেও কাতর হইতেন না এবং বক্তৃতাকালে ভয়ঙ্কর রোগ-ক্লেশও বিন্মৃত হইয়া যাইতেন। তাঁহার অবিশ্রামবধিণী দ্রুত-তরঙ্গিণী ভাবময়ী ভাষা অননুকরণীয়।

পূর্ববঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজের মুখপত্র ঢাকা ‘সারস্বতপত্রের’ সম্পাদক মহোদয় লিখিয়াছিলেন—

“কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতায় ঢাকাস্থ নিজীব হিন্দু-সমাজের হৃদয় সহসা উত্তেজিত

* শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শুভাগমনের স্মরণার্থ ময়মনসিংহ “কুমার” নামে একখানি পাক্ষিক পত্র এবং গ্রীহটে “পরিব্রাজক” নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

হইয়াছে। নিজীব সমাজে সময়ে সময়ে এইরূপ উত্তেজনার প্রয়োজন। সে প্রয়োজন সাধন করাই বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের প্রধান কর্তব্য; কিন্তু ব্যবসায়ী প্রচারক দ্বারা কখনও সে কর্তব্য সাধিত হইবার নহে। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ব্যবসায়ী প্রচারক নহেন। ইনি সর্ব্বভূতে সম্প্রীতি ও সহানুভূতি বিতরণের জন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই। সুতরাং ঈদৃশ ভোগসুখ-ধিরত নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক দ্বারা যে হিন্দু-সমাজের অভীক্ষিত কল্যাণ লাভ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

“আমরা পূর্বেও অনেকবার বলিয়াছি, আবার এখনও সেই কথাই বলিতেছি যে, হিন্দু-সমাজ ব্যবসাদার ধার্মিক বা প্রচারকের দ্বারা পুনরুজ্জিত—পুনঃসংস্কৃত—হইবার নহে। ধর্ম্মপ্রচারকের প্রকৃত সাধক হওয়া চাই, প্রকৃত ধার্মিক হওয়া চাই, এবং যশঃ মান ও স্বার্থ ত্যাগ করা চাই। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের এই গুণগুলির সমস্তই আছে; সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের প্রকৃত উপকার সাধনে ইহার প্রকৃতই অধিকার ও উপযোগিতা আছে সন্দেহ নাই।

“পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গত সপ্তাহে এখানে চারিটি বক্তৃতা করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আমরা উপস্থিত হইয়া দুইটি বক্তৃতা শুনিতে পাই নাই। “আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র” ও “আশ্রম ধর্ম্ম” এই দুইটি বক্তৃতা আছোপান্ত শুনিয়াছি। প্রত্যেক বক্তৃতা স্থলেই তিন চারি সহস্র লোক উপস্থিত। কিন্তু এইরূপ মহতী জনতা মধ্যেও সভাভূমি নীরব ও নিস্তব্ধ। গ্রীষ্মের অসহ্য যন্ত্রণার প্রতি ক্রক্ষেপ না করিয়া শ্রোতৃ-বর্গ চিত্রাংগিতের ন্যায় একতান হৃদয়ে বক্তার প্রসঙ্গ ও মধুর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছিল; ধর্ম্মপ্রচারকদিগের উপস্থানে এ দৃশ্য আমরা আর কখনও দেখি নাই। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মানসিক ভাবের উৎকর্ষ তদীয় বহিরাকারে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া শ্রোতৃ-বর্গের হৃদয়-দর্পণে সুরিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, এ দৃশ্য অতি রমণীয়। হিন্দু-সমাজ বোধহয় বহুদিনের পর ঈদৃশ পরিব্রাজক সাধুহৃদয় ধর্ম্মব্যাক্যাতার শুভ দর্শন পাইয়া প্রকৃতই কৃতকৃত্য ও চরিতার্থ হইয়াছেন; নহিলে কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে এরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও আসক্তি ঘটিতে পারে না।

“একবার পূজ্যপাদ ধর্ম্মবীর শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ধর্ম্মান্তরভ্রান্ত ভারতের নিজীব মুখমণ্ডলে এইরূপ আশাপ্রদায়িনী সঞ্জীবনী রেখা লঙ্কিত হইয়াছিল। ভারত যখন বৌদ্ধময় সে সময়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে সেই পরিব্রাজক ধর্ম্মবীর উখিত হইয়া কুমারিকা হইতে হিমালয় ও সিন্ধু হইতে চট্টল সীমার শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা পুনরুজ্জীয়মান করিয়াছিলেন। তদবধি প্রবল বৌদ্ধধর্ম্ম এই আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়িত আছে। আমাদের বোধ হয় ভগবানের অমুগ্রহে পুনরায় সেইদিন সমাগত হইতেছে। মিশরদেশীয় পিরামিডের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের যে সার অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনাশ্য, সে সার কীটদৃষ্ট হইয়া কোন সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ইহা কখনও সম্ভাবিত

নহে। তাই আজ সেই আৰ্য্যধর্মের দুর্বাখ্যার বিমোচন ও সাধু ব্যাখ্যার প্রসারণের নিমিত্ত দৈর্ঘ্য পরিব্রাজকের অভ্যুদয়।

“পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ঐ দুইদিনের বক্তৃতায়ই অনেকগুলি গুরুতর রহস্যের মর্মোন্মেষদ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, বেদের অপৌরুষেয়তা, যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা, দেহান্তরিত আত্মা, প্রেত ও মুক্তাত্মা ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য, অতি গুহ্য উপাদেয় তত্ত্বের সমীচীন বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বিচিকিৎসাকুল আৰ্য্য যুবকদিগের হৃদয়ে এক যুগান্তরীণ ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা সময়ে তাঁহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, তিনি সে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ সর্বসাধারণের মুখেই পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা কীর্তিত হইতেছে। আজি কালি ঢাকা নগরে হিন্দুধর্মসংক্রান্ত কথারই একমাত্র আন্দোলন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতাগুলি ঐ আন্দোলনের মূল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এরূপ আন্দোলন নির্জীব হিন্দু-সমাজের কল্যাণের জন্ম নিতান্ত আবশ্যক।”

পরিব্রাজক মহোদয়ের ২৫।৩০ বর্ষ ব্যাপী ধর্ম প্রচারের সংবাদ পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ এবং বঙ্গ-বিহারের অধিকাংশ ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দু সংবাদপত্রে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় দেশের সেবায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার জীবনব্যাপিনী সাধনায় প্রধানতঃ স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ, বেগ বদ্ধিত ও বিকশিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা “ধর্ম প্রচারক” হইতে “নগরশালায় নব দৃশ্য” নামক কলিকাতা টাউনহলে পরিব্রাজক মহোদয় প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

“বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় অত্রত্য নগরশালায় (কলিকাতা টাউনহলে) কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। ২টা না বাজিতে বাজিতে সমুদায় চেয়ার অধিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ৩টার পূর্বেই জনশ্রোত এত বেশী হইয়াছিল যে, বিশেষ নিমন্ত্রিতগণের আর রাখা গেল না। মঞ্চ হইতে স্তূর প্রাপ্ত পর্য্যন্ত সমুদায় হল লোকাকীর্ণ। বিপুল জনতা। কিন্তু সকলে স্তব্ধ ও উৎকণ্ঠিত। বহু কষ্টে জনশ্রোত ঠেলিয়া ৪টা বাজিতে ১৫ মিনিটের সময় বক্তা ও সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত দামোদর বর্ম্ম প্রভৃতিকে স্ব স্ব আসনে সমাসীন করা হইল। অমনি বক্তৃনির্ঘোষে করতালি পড়িতে লাগিল। তখন সভাপতি সকলকে উচ্চরবে পরিব্রাজক মহোদয়ের পরিচয় অনাবশ্যক হইলেও নিজ তৃপ্তি জ্ঞাত দুই চারি কথায় বলিলেন—সন্ন্যাসী অনেকেই হয়, কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির জ্ঞাত এত ভালবাসা কার? এইজন্ত ইনি ধন্য পুরুষ। আরও বুঝাইলেন—বক্তব্য বিষয়টি সার্বভৌমিক; স্মৃতির প্রত্যেকেরই পক্ষে উপযোগী। যন যন করতালির

মধ্যে তিনি উপবেশন করিলেন। তখন বক্তা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সমক্ষে যে দৃশ্য উদঘাটিত হইয়াছিল, কলিকাতা নগরবাসীর অদৃষ্টে সেরূপ কমই হইয়া থাকে। তাঁহার সম্মুখে, বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে ভিত্তিদেশ পর্য্যন্ত লোকে লোকে পুরিয়া গিয়াছে, দাঁড়াই-বারও স্থান আর নাই; অথচ সকলেই তাঁহার বচনামৃত পান জন্ত লালায়িত, নিশ্চেষ্ট, নিৰ্ব্বাক ও উদ্‌গ্ৰীব। বারংবার করতালি বর্ষণের বিরাম হইলে বক্তা ভগবানের স্তোত্র পাঠ করিয়া স্বীয় বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই নিম্নরূপ জনশ্রেনী ভেদ করিয়া তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ওজস্বী, যুক্তি ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতাক্ষরনি স্নিগ্ধ গভীরতার মধ্য দিয়া চারিদিকে অমৃতশ্রোত বিস্তার করিতে লাগিল। লোকসমূহ যেন মত্তমুগ্ধ। তিনি ঈষৎ হাসিলে অমনি চারিদিকে হাস্তের তরঙ্গ বহিয়া যায়; উচ্চ অঙ্গের চিন্তাপ্রসূত কথার অবতারণা করিলে গান্ধীর্ষ্য ছড়াইয়া পড়ে, আবার তাঁহার ভগবৎ-প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিলে প্রেমার্শ্ব মন্দাকিনীর বিমল ধারা চারিদিকে প্লাবিত করিতে থাকে। মাননীয় শ্রী রমেশচন্দ্র মিত্র ও সভাপতি মহোদয় অবিরল প্রেমার্শ্ব বর্ষণ করিয়াছিলেন। সে চিত্র অভাবনীয়, স্বর্গীয়, বিমল। বিষয় ছিল, “মানবের সার-সম্পত্তি”। বক্তা বুঝাইয়া দিলেন—মানবের মানবত্ব যে-সকল বিশেষ বিশেষ গুণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত অনুশীলন হইলে মানব, প্রাণিজগতের—এমন কি প্রকৃতি রাজ্যের, প্রকৃত রাজা হইতে পারেন। যখন তাঁহার রাজ্য প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়, অহি-নকুল, যুগ-যুগরাজ তখন বিদ্রোহ ভুলিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি, তখন কাহারও ত্রাসের কারণ না হইয়া অভয়ের কারণ হয়েন। উদাহরণস্বলে, শিবাজীর দীক্ষাপ্রসঙ্গে রামদাস স্বামীর নিকট শিবাজীর ভয়ে ভীত পক্ষিগণের আশ্রয়গ্রহণ বৃত্তান্তটী বুঝাইয়া দিলেন। এই সকল শক্তির কিরূপে অনুশীলন ও বিকাশ করিতে হয় তাহা বুঝাইতে বুঝাইতে প্রগতক্রমে ধীরে ধীরে সাধুসঙ্গফল, এবং শঙ্করাচার্যের মাতার বৈকুণ্ঠলাভ উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষাপ্রসঙ্গে বর্তমান স্ত্রী-শিক্ষার স্ত্রী প্রকৃতি গঠন ও সংরক্ষণের অনুপযোগিতা ও তাহার প্রতিকারোপায় ব্যাখ্যা করিলেন। সৰ্ব্বশেষে সেই সকল শক্তির চরম বিকাশে কিরূপ গোণী ভক্তি, জ্ঞান, ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎ-রূপাদৃষ্টি পরে পরে লাভ লইলে পরাভক্তি-রূপিণী ‘সার-সম্পত্তি’ অধিকার হয় বিশদরূপে তাহা বুঝাইলেন। পরাভক্তি ব্যাখ্যাকালে ভক্তিহিন্নোলে সকলেরই প্রাণ সুশীতল হইয়াছিল। ‘হরি’ ‘হরি’ ধ্বনি হলের আকাশমণ্ডল বারংবার ভেদ করিয়া সহস্র কণ্ঠের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছিল। ধন্য পরিব্রাজক। তোমার জয় হউক!! তোমার জয় হউক!! আবার অবিশ্রান্ত করতালি। বক্তা উপবেশন করিলেন। তখন সভাপতি আবার উঠিয়া সকলকে বুঝাইলেন, ‘বাঙ্গালাভাষার এমন ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা হইতে পারে, তিনি জানিতেন না। বঙ্গভাষার শত্রুগণের নিকট এ ভাষার এই শক্তির পরিচয় করিয়া দিয়া তিনি মাতৃভাষাকে কৃতার্থ করিলেন। তিনি সার্বকল্যাণ, এত কষ্টে স্থানাভাবে যুবকমণ্ডলী নিম্নরূপভাবে বক্তৃতামৃত পান করিয়া বুঝাইলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্মের বিশেষ অনুরাগী, এ সম্বন্ধেও তাঁহার ভ্রম অপনীত হইল।

তাঁহার অমূল্য উপদেশগুলি সকলে যেন চিরকাল হৃদয়গত করিয়া রাখেন ও যাইবার পূর্বে হরিধ্বনি বারংবার করেন ইহাই তাঁহার শেষ প্রার্থনা।' হরিধ্বনি অমনি সহস্র সহস্র কণ্ঠ ভেদ করিয়া উঠিল। সভাপতি বসিলেন। শ্রীযুক্ত দামোদর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। সভার অনিঃস্বার্থ উদ্যোগিগণ বিশেষ ধন্যবাদার্থ। টাউনহলে বাঙ্গালা বক্তৃতা, এবং হিন্দুধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও হরিধ্বনি-প্রচার এই প্রথম। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বক্তার সহিত কাথাপকখনকালে বলিলেন, ঐরূপ বক্তৃতা যে বাঙ্গালাভাষায় হয়, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সকলেই পরিব্রাজক মহোদয়ের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

জননীর কাশীলাভের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গৃহস্থাত্মার সেবা হইতে সম্পূর্ণ অবকাশ লইলেন, এবং প্রত্যাশ্রম গ্রহণ করেন ও গুরুদত্ত “পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী” নামে সুপরিচিত হন; এবং বঙ্গদেশে বেদের চর্চা নাই-দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের বেদশিক্ষার্থ কাশীধামে বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে মা অন্নপূর্ণার দৈবদেশে সুপ্রসিদ্ধ “যোগাশ্রম” স্থাপন পূর্বক তথায় মা যোগেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা এবং সেবার ব্যবস্থা করেন। আমরা “কুমার পরিব্রাজক” নামক তাঁহার বৃহৎজীবনচরিতে বর্ণিত এই দৈব ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

“কয়েক বর্ষ হইতে চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিজী মহোদয় সাধন-ভজন করিবার জন্ত একটি স্বতন্ত্র ও একান্ত স্থানে থাকিবার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত ছিলেন। * * * কাঙ্গালের কুটীরের মত একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্মাণ করিয়া তথায় একাকী একান্তে থাকিবেন ও সাধন-ভজন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে কুটীর নির্মাণ আরম্ভ হইল।

“অবিমুক্তপুরী কাশীধামে যে অংশ বিখ্যাতের অন্তর্গত হইয়া প্রসিদ্ধ, স্বামিজীর মনোনীত স্থানটি তাহারই অন্তর্ভুক্ত। স্বতরাং অন্নপূর্ণার মন্দিরের অদূরেই সংস্থিত। এই স্থানটি বিখ্যাতের নিজস্বই ছিল। তাঁহার সেবক পূজকগণ গম্যধামে গমন করিয়া তীর্থ-দক্ষিণাস্বরূপ গঙ্গাদ্বারের শ্রীপাদপদ্মে ইহার স্বত্ব সমর্পণ করিয়া আসেন। গঙ্গাদ্বারের পূজকগণ আবার প্রয়োজনবশতঃ এই ভূমিখণ্ড হস্তান্তরিত করেন। পরিশেষে এই ভূমিখণ্ড “যোগাশ্রম” জন্ত ক্রীত ও মা যোগেশ্বরীর চরণে অর্পিত হওয়ায় ইহা দেব-সেবাতেই থাকিল। এটি আবার একটি সিদ্ধ স্থান।

“যোগাশ্রমে ভূগর্ভ (গুহা) ধননকালে মানবপরিমিত ভূমির নিম্নে ভগ্নরাশি পরিপূর্ণ একটি কুণ্ড বা ধুনি বাহির হইল। বোধ হয়, কোন যোগীর নিভৃত নিলয়রূপে বহুবর্ষ পূর্বে এই স্থান সাধকের দিব্যশক্তিপূত ছিল। কে জানিত, সেই ধরপীর্গভস্থ যোগাসন আজ পুনরাবিষ্কৃত হইয়া ব্রহ্মগম্যধির অস্বিক্ষেত্র হইবে? কে জানিত, এই যজ্ঞাগ্নির জ্বালামালাপুত বিভূতিরূপে আজ ভক্তহৃদয়ের অন্তস্তলবাহিনী প্রেমমন্ডাকিনীর পবিত্র ধারায় বিধৌত হইবে। ধন্য যোগেশ্বরীর যোগমায়ার মহিমা।

একদিন গুহাগম্যের মধ্যে পরিব্রাজক মহাশয় নিজ নিয়মিত আরাধনা সমাপনপূর্বক

যখন ভগবান্কে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, মর্মে প্রতিধ্বনি করিয়া গৃহ মধ্যে কে যেন বলিলেন,

“তুমি এ গৃহ প্রস্তুত করিলে কেন ?”

পরিব্রাজক মহাশয় ধ্বনি শুনিয়া চকিত হইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে মা অন্তর্পুর্ণার মূর্ত্তিদর্শন করিলেন। অমনি উত্তর করিলেন,

“একলা একান্তে থাকিব বলিয়া।”

আবার শুনিলেন,

“তোমার থাকিবার জন্ম স্বতন্ত্র গৃহের প্রয়োজন কি ? তোমাকে কাছে রাখিবার জন্ম কত লোক আগ্রহ প্রকাশ করে ; তুমি যেখানে যাইবে, যত্ন ও সম্মানের সহিত স্থান পাইবে। এ গৃহ তোমার নহে। এ গৃহে আমি থাকিব, তুমি আমার গৃহে থাকিও।”

সাধক সন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন। জগতারণীর অতুল দয়া দর্শনে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, নয়নে প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল। অমনি গদগদস্বরে বলিলেন, “মা, তুমি সত্যই দীন দয়াময়ী, নতুবা যে কখনও তোমার বিধিবৎ সাধনা করে নাই, কেবল তোমার নামের মহিমা শুনিয়া তোমার ধামে আসিয়াছে মাত্র, তাহার প্রতি এত করুণা করিবে কেন ? মা ! আজ তুমি আমাকে মহাব্যাধির মহৌষধ প্রদান করিলে। আমি সদাই ভাবিতাম যে, এই আশ্রম সম্পূর্ণ হইয়া গেলে লোকে যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, এ আশ্রমটি কার ? আমাকে বলিতে হইত “এটি আমার”। মা ! ‘আমার’ এই বোধটুকু জীবের মহাব্যাধি ; ইহা তোমার চরণামৃত সেবন ব্যতীত কোনরূপ যোগ-যোগ বা তপ-জপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় না। তুমি এখানে অধিষ্ঠান করিবে এবং তোমার এই আশ্রমে দুঃখীকে আশ্রয় দিবে, মা ! আজ আমি ইহা জানিয়া ধন্ত হইলাম। আমাকে আর ‘আমার আশ্রম’ বলিতে হইবে না ; আমার উপসর্গ কাটিয়া গেল। তোমার কৃপায় এখন ‘আমার’ এই শব্দটি হইতে “আ” উপসর্গ মিটিয়া গেল। আজ হইতে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, যোগাশ্রম “আমার” নহে ইহা “মা’র”। ত্রিলোকতারিণী মা ! তোমাকে প্রণাম করি। আজ হইতে এই দীনাতিদীনকে তোমার করিয়া রাখ।”

বাহিরে আসিয়া মা অন্তর্পুর্ণার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্ম, তাঁহার মন্দির নির্মাণ করিবার জন্ম পরিব্রাজক মহাশয়ের চিত্ত ব্যাকুল হইল। তারপর পশ্চিমদ্বারী দ্বিতল গৃহ এরূপ ভাবে নিষ্প্রিত হইল যে, সিংহাসনে বিরাজমানা মাকে পথগামী পথিকগণ, প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান দর্শকগণ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারিবে। যোগাশ্রমে যোগান্ত্রস্থানের প্রারম্ভ হইতে না হইতেই দুরারাব্য মা যোগেশ্বরীর দয়াদৃষ্টি পড়িল দেখিয়া সাধকের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল।

গ

কোন না কোন সাধুসঙ্কলে পুণ্যকার্য অশুষ্টি হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী নিকাম, স্বর্গাদি কামনা তাঁহার নাই। পরিত্রাজক মহাশয়ের পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার পূজ্যপাদ পিতা ঠাকুর মহাশয় (পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ) তাঁহার জন্মভূমি জেলা হুগলীর অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে সুরধনীর তীরে সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, এবং মাতাঠাকুরাণী (ভবসুন্দরী দেবী) সজ্ঞানে ৬কাশীলাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের স্ব স্ব স্মৃতিই তাঁহাদিগকে সুরলোকে লইয়া গিয়াছে; তাঁহাদের স্বর্গার্থ সঙ্কল্প করিবারও প্রয়োজন হয় নাই। বিশেষতঃ পরিত্রাজক মহাশয়ের ত্রায় গৃহাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীর তাহাতে অধিকারও নাই। এইজন্ত পরিত্রাজক মহাশয় “সকল মনুষ্যের সঙ্কল্পবুদ্ধি বুদ্ধি হউক” এই সাধু সঙ্কলে মা’র শ্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ত্রিজগন্মাতা সকলেরই অন্তঃকরণে জ্ঞান ও ভক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ত আবির্ভূত ও অধিষ্ঠিত হইলেন।

শকাব্দ ১৮১২ (সন ১২২৭) শারদীয়া মহাষ্টমী মহাতিথিতে কাশী-যোগাশ্রমে মা অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শারদীয়া শুক্লা সপ্তমীতে বাছোড়ম ও সাজসজ্জার সহিত মায়ের অধিবাস হইল। ভক্তিমতী কুলললনারা গন্ধোদক, “শ্রী”সজ্জিত সূর্য আদি সহিত মা’র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত বিধিপূর্বক পূজা-পাঠাদি করিলেন। ভক্ত-গণ বসিয়া মা’র প্রতিমাকে নানা স্বর্ণাভরণে সাজাইয়া দিলেন। সুসজ্জিত প্রতিমা বেদিকার উপরে রক্ষিত হইল। সকলে মায়ের ভুবনভরা রূপের ছটা দর্শন করিতেছেন, এমন সময় পরিত্রাজক মহাশয় কি জানি প্রেমের কি আবেশে বিহ্বল হইয়া, “মা! আসিলে কি?” এই বলিয়া মা’র চিবুকে হাত দিয়া ছোট মেয়েটির মত আদর করিলেন। বলিতে কি, উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, মায়ের আনন্দভরা মুখে একটু নূতন হাসির বিকাশ হইল। ভক্তের মন ভুলানো সেই হাসি এখনও আছে। দর্শক মাত্রেই তখন শরীর রোমান্থিত হইয়া উঠিল। পরিত্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় স্বপ্রণীত গীতার্থসন্দীপনী ব্যাখ্যাসহ গীতা বিক্রয়ের আয় হইতেই যোগাশ্রম নির্মাণ করেন। বর্তমান গময়ে যোগাশ্রমের ও মা যোগেশ্বরীর সেবার ব্যবস্থা তাঁহার নিয়োজিত একজিকিউটর ও ট্রাষ্টী এবং শিষ্যবর্গ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

ধর্মপ্রচারকার্যে অবিরত দেশপর্যটন ও অতিরিক্ত পরিশ্রম নিবন্ধন পরিত্রাজক মহোদয় কঠিন পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ছুরারোগ্য ব্যাধির প্রভাবে তাঁহার কটীদেশ হইতে শরীরের নিম্নার্দ্ধভাগ অবশ ও অতীব শক্তিহীন হইয়া যায়। বহু চিকিৎসাতেও তাঁহার শরীরের অধোদেশ আর পূর্বাবস্থা লাভ করিতে পারে নাই। এই জন্ত জীবনের অবশিষ্টকাল (১৬ বৎসর যাবৎ) তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত হইয়া যখন পরিত্রাজক মহোদয় প্রচার কার্য হইতে বিরত ছিলেন, সেই সময়ে কাশীধামে অবস্থিতি করিয়া তিনি “গীতার্থসন্দীপনী” নামক শ্রীমদ্ভগবদগীতার

এক সুললিত সারগর্ভ ও বিশদ ব্যাখ্যা রচনা করেন। ‘গীতার্থসন্দীপনী’র জায় বাঙ্গলা ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমবাবু ‘গীতার্থ-সন্দীপনী’ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ইহার ভাব ও রচনা চিরদিন বাঙ্গলা ভাষায় অপূর্ণ রত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে”।

এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নারদ ও শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া কতকগুলি সাধু-মহাত্মার জীবনীসহ “ভক্তি ও ভক্ত” নামক উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। “ভক্তি ও ভক্ত” পাঠ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। পরিব্রাজকের “ভক্তিরসামৃত” পাঠ করিয়া কেহই অশ্রুবিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাহার একাংশ মাত্র পাঠেও পরিতৃপ্তি হয় না বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; কেবল ভক্তি ও বৈরাগ্যের যে সুসমুদ্র সম্বন্ধ ধারণা করিতে পারিলে ভক্তি-সাধনে সুগমতা লাভ হয়, আমরা পাঠকগণের প্রীত্যর্থ “ভক্তি ও ভক্ত” হইতে তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি মাত্র :—

“প্রেম—ভালবাসা—জীবপ্রবাহের মূল উপাদান। এই ভালবাসাই জীবকে ভোগাভিলাষে অনুরক্ত করে, এই ভালবাসাই জীবকে সংসারত্যাগী বিষয়-বিরাগী অনুরাগী ভক্ত করে। প্রেম-তরঙ্গিনীর আঘাটায় পড়িলে মানব বিলাসাবর্তে ডুবিয়া মারা যায়। আবার অনুরাগের বাঁধাঘাটে নামিয়া নাহিলে বৈরাগ্যের সুশীতল জলপ্রবাহে ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করে। বৈরাগ্য—ভালবাসার সুসমুদ্র রস, এবং বিলাস—ভালবাসার ‘শিটী’। সূচতুর ব্যক্তিগণ ভালবাসার—সৌন্দর্য্যানুরাগরূপ কল্পতরুর—শীতল ছায়ায় বসিয়া বৈরাগ্যের বাতাস ভোগ করেন। আর বিষয়-বিমূঢ় মানবগণ সেই ভালবাসা-তরুতলে বিলাস-বিভ্রম-রূপ পিপীলিকার দংশনে জ্বালাতন হয়। শোভা-সৌন্দর্যের তো দোষ নাই—অনধিকারী জীবের হৃদয়ই সকল দোষের আকর। ঔষধ সমস্তই উপকারী বটে, কিন্তু অযথারীতিতে প্রযুক্ত হইলে তাহা অপকারী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ প্রেম—ভালবাসা—আসক্তি—অনুরাগ পদার্থটি ভাল, কিন্তু অযথাস্থানে—অযোগ্যপাত্র—অনধিকারে ব্যবহৃত হইলে কুফল প্রসব করে। তুমি গুরুকে ভালবাস, শাস্ত্র ভালবাস, বিদ্যা, জ্ঞান, সংকর্ষ ভালবাস, মা অন্নপূর্ণাকে ভালবাস, শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে ভালবাস—ভালবাসা এখানে সুফল প্রদান করিবে। আর তুমি মদ খাইতে, বেশালয়ে যাইতে, অশ্লের ধন লইতে, সাধু-নিন্দা করিতে বা অপথে কুপথে চলিতে ভালবাস—ভালবাসা তোমাকে কুফল দান করিবে। অতএব ভালবাসা বা অনুরাগের দোষ নাই; দোষ লোকের ভালবাসা প্রয়োগের। রূপ ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, ভালবাস—প্রাণ ভরিয়া সাধ মিটাইয়া ভালবাস। সুরূপকে ভালবাস—কুরূপকে ভালবাসিও না। যেমন ঝিকিমিকি বেলায় সিঁদুরে মেঘের আভায় দাঁড়াইলে শ্যামবর্ণ মুখও একটু উজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ যে রূপ দেখিলে—যে রূপের দিকে মনঃপ্রাণ চালিয়া দিলে—নয়ন-প্রাণ-মন শীতল হয়, আমি কু হইয়াও যে রূপ দেখিলে আমি সু হইয়া দাঁড়াই, তাহাই সুরূপ; আর যাহা দেখিলে, আমি সু থাকিলেও কু হইয়া দাঁড়াই, অথবা যাহা দেখিলে কু আমি আরও অধিক কু হইয়া

দাঁড়াই, তাহাকে লোকে সুরূপ বলিলেও আমি তাহাকে কুরূপ বলি। যাহাতে হাত দিলে আমার হাত মলিন হইয়া যায়, তাহা যে স্বতঃ মলিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি রূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে মা অনূপূর্ণার রূপ দেখ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ দেখ, শ্রীরামজানকীর রূপ দেখ। পরিব্রাজকের সম্মীতে আছে—“এই রূপসাগরে ডুবলে পরে মিটে ‘নাম-রূপের’ চেউ আপনি।” নায়িকা-বুদ্ধিতে সুবতীর রূপে, মমতাবুদ্ধিতে পুত্রকন্যার রূপে মুগ্ধ হইও না; তাহাতে তোমার মন মলিন হইয়া যাইবে। এইজন্য এ সকল রূপ ‘কুরূপ’—আর ভগবানের রূপই ‘সুরূপ’। যাহাকে ভালবাসিলে আর কাহাকেও ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না, তাহাকে ভালবাস। তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলেই সংসারে ‘বৈরাগ্য’ বুদ্ধির উদয় হয়। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত জানিও যে, বিষয়ে ভালবাসার নাম ‘বিলাস’ ও ভগবানে ভালবাসার নামই ‘বৈরাগ্য’। ভালবাসার মলিনাংশের নাম বিলাস ও বিশুদ্ধাংশের নামই বৈরাগ্য।”

পরিব্রাজক মহাশয় যখন (ইং ১৮৮৫ সনে) পক্ষাঘাতরোগে শয্যাগত ছিলেন, তখন শ্রীপঞ্চমীর সময় তিনি দেবী সরস্বতীর যে স্তব রচনা করেন, তাহার প্রতি পদে তাহার স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি ভক্তি এবং সাহিত্যানুরাগ প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। পাঠকগণের চিত্তবিনোদনার্থ পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত “নীতি-রত্নমালা” হইতে ঐ স্তবটি উদ্ধৃত হইল :—

“কে গো শ্বেত-শত-দল-সরোজ আসনে,
কুন্দ-বিনিন্দিত কান্তি, বসন্ত বসনে—
শোভিছ? কৌমুদী যেন ঝলকে প্রভায়।
আলো করি’ দশ দিক্ নিজ প্রতিভায়।
তরুণ অরুণ যেন চরণের শোভা।
ও পদ দুখানি কেন এত মনোলোভা॥
রুণু রুণু বুহু বুহু বাজে কত পায়।
পদ-পরশেতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়॥
শ্রীকর-কমলে বেদ, লেখনীর সাজ।
ভারত-আকাশে পুনঃ কে এলি গো আজ॥
মায়ের মাধুরী মাখা দেখি মুখখানি।
হাসিতে মোহিত ধরা, স্মমধুর বাণী॥
চিনেও চিনিতে নারি কেবা এই সতী।
তুই কি মা ভারতের পুরাণ ভারতী?॥
কেন মা আবার হেথা আইলি এখন।
কে তোরে পুজিবে দিয়া কুমুম-চন্দন॥

আছে কি সে বেদব্যাস, আছে কি বাম্ভীকি ।
 বেদাভ্যাগী মুনিগণ আর মা আছে কি ॥
 আছে কি মা কালিদাস বিদ্যায় বিভোর ।
 আছে কি ভারত আর ভারতে মা তোর ॥
 আছে কি মা চণ্ডীদাস শ্রীকবিকঙ্কণ ।
 আছে কি মা কাশী, কৃতি পুজিবে চরণ ॥
 আছে কি মা গার্গী, খনা, লীলাবতী আর ।
 আছে কি তুলসীদাস সেবক তোমার ? ॥
 আমরা মা ভুলিয়াছি পূজা-উপচার ।
 ছাড়ি' দিয়া ব'সে আছি বেদ ব্যবহার ॥
 ক্রীড়ে আদর তোরে করিতে যে হয় ।
 ভুলিয়া গিয়াছে মা এ মলিন হৃদয় ॥
 কদাচারে কলুষিত দেহ-প্রাণ-মন ।
 কেঁপে উঠে পরশিতে ও রাজা চরণ ॥
 অহঙ্কারে উর্দ্ধগ্রীবা সদাই মা রয় ।
 তব পদে প্রণমিতে নত নাহি হয় ॥
 মাথিয়া বিলাতী বাণী জিহ্বা জড়বাদী ।
 উচ্চারিতে বেদমন্ত্র না চাহে আস্বাদি ॥
 পুজিতেন তোরে আর্ঘ্যগণ প্রাণ ভরি' ।
 তাঁ'দের সন্তান বলি' কত গর্ব করি ॥
 দেখ্ মা পাষণ দ্বার হৃদয়ের খুলি' ।
 মাথিয়াছি কত পাপ তাপ কালী ঝুলি ॥
 মুছাইয়া দে মা তোরে ছেলেদের মলা ।
 অঙ্গনে করিয়া দে মা নয়ন উজলা ॥
 বেদবিধি-স্তুত দে মা করাইয়া পান ।
 সংসার-ক্ষুধার জ্বালা হ'ক অবসান ॥
 স্পর্শ করি' গঙ্গাজল হব স্নানীতল ।
 তবে তো পুজিব গো মা ও পদ কমল ॥
 আয় গো মা একবার করি দর্শন ।
 নয়নের জল দিয়া ধোয়াই চরণ ॥
 আমাদের সম্বল মা আর কিছু নাই ।
 “দেহি নো বিমলান্তুজিৎ”—এই ভিক্ষা চাই ॥

স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ যে ধর্মজগতে অদ্বিতীয় বক্তা ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে চিনিবার কিংবা তাঁহার বিষয়ে পর্যালোচনা করিবার সুসময় এই পতিত ভারতের ভাগ্যে এখনও উদয় হয় নাই।

কেবল বক্তৃতার দিক্ দিয়া দেখিলেও তিনি যে বীণাপাণির বরপুত্রদিগের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কি জানি তাঁহার বাক্যের কি মোহিনী ক্ষমতা ছিল, শ্রোতার মনঃপ্রাণকে আকৃষ্ট করিয়া সে শক্তি যেন কোথায় অকূল তরঙ্গে ভাসাইয়া দিত। কূল নাই, কিনারা নাই, সীমা নাই, শেষ নাই, সে অনন্ত সাগরে অবিরত মনঃপ্রাণ চালিয়া দিতে ইচ্ছা হইত। বাক্যের সিদ্ধি না থাকিলে, কোন বাস্তব বিভূতি না থাকিলে, লোকে এত মাতে না, এত গলে না।

তাঁহার ভক্তিভাবময়ী বক্তৃতার সময়ে যেন মনে হইত সহস্র সহস্র ফুটন্ত মল্লিকা-মালতা ফুলের অপূর্ব সৌরভে আকাশমণ্ডল ছাইয়া যাইতেছে। চারিদিক্ ব্যাপিয়া যেন ফুলেরা ঢেউ অজস্রধারে বহিতেছে। সে পুষ্পস্তরের ভিতরে বসিয়া বক্তৃতার অধিষ্ঠাত্রী দেবত যেন মোহনমুরলীধর বেশে প্রেমময় বাঁশরী বাজাইতেছেন। সে মধুর নিক্ষেপে লোক আকুল হইয়া, আত্মহারা হইয়া, ভাবসাগরে মাতিয়া যাইত।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে কলিকাতা এলবার্ট হলে পরিব্রাজক মহোদয় যে বক্তৃতাটা করিয়াছিলেন, যাহা শুনিবার জন্ত স্থান না পাওয়ায় অনেকে পথে দাঁড়াইয়া ও অশ্লশকটের উপর বসিয়া বক্তৃতা শুনিয়া কর্ণ পবিত্র করিয়াছিলেন, আমরা তাহারই কিঞ্চিদ্ভিন্ন “পরিব্রাজকের বক্তৃতা” হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি কিরূপভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মাত্মরাগ উদ্দীপিত করিবার জন্ত আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহা সকলেই অনেক পরিমাণে স্বতঃই অনুমান করিতে পারিবেন :—

“সমাজগঠন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির ন্যায় নির্মল চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোন জাতিরই নাই। নদীর স্রোতের মুখে যদি অশুকুল বাতাস পায়, তবে নোকা যেমন শীঘ্রগতি লক্ষ্যস্থানে গিয়া পৌঁছে, তেমন অন্য কোন কোশলে নোযাত্রা সুগম নহে। আর্য্যজাতির হৃদয় একে ভারতীয় স্বভাবজাত ধর্মপ্রবণ প্রকৃতি দ্বারা গঠিত, তাহাতে তপঃসিদ্ধ-বুদ্ধি মহামনা মহামুনি মহর্ষিগণের সিদ্ধ-বাণীর উপদেশে পরিচালিত। সহজেই সমাজের গতি মানবদেহ-ধারণের গুঢ় লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিবার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থানুসারে দীক্ষিত, শিক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া, ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে অশ্বলিত পদে উন্নতির চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে, যে প্রণালীতে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিলে মানবগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাপূর্ব্বক ইহপরলোকের কল্যাণমার্গ বিশেষরূপ বিচার-পুরঃসর আর্য্যমহর্ষিগণ তাহা পরিপাট্যরূপে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্মাত্মা সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে গভীর তত্ত্ব-চিন্তা-

পরায়ণ মহাপুরুষদিগকে, জগতের কল্যাণকারী ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার ভার বিজয়চিহ্নধারী রাজগুৰ্গ, ধনাধিকারী বৈশ্যবৰ্গ, এবং সেবাচারী শূদ্রবৰ্গ, উৎসাহ-পূর্ণ-হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই নিশ্চিতচিত্তে মহাপুরুষগণ জগতের হিতের জন্য অনেক গুরুতর কার্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। দীন দরিদ্রকে দান করিয়া, অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিয়া, গুরু ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিয়া, শাস্ত্রীয় আদেশ প্রতিপালন করিয়া, রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, সমাজ ধীরে ধীরে ধর্ম্মরাজ্যের আলোকসামাগ্র আনন্দপুরীতে গমন করিয়াছিল। পুত্র পিতার আজ্ঞাকারী হইয়া, অমুজ্ঞ অগ্রজের অমুগত হইয়া, নারী পতিগতপ্রাণা হইয়া, ভৃত্য প্রভুর পুজবৎ হইয়া, জীবের প্রতি দয়াকে পরম পুরুষার্থ জানিয়া, ভারতীয় সমাজ আনন্দনগরীতে প্রবেশ করিয়াছিল। আৰ্য্যজাতি স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি-দুষিত স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা বলিয়া বুঝিতেন না। তাঁহারা সেই সুখকে সুখ বলিয়া বুঝিতেন, যে সুখ লাভ করিতে গেলে অন্তের অসুখ বা অনিষ্ট উৎপাদিত না হয়, এবং কোন কালে তাহার বিচ্ছেদ না ঘটে। তাঁহারা সেই বল, সেই বীর্য, সেই পরাক্রমকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, যাহা দ্বারা মহাত্মগণ পরিরক্ষিত, ছুরাঙ্গগণ ভীত ও সুশাসিত হইয়া থাকে, এবং অন্তঃকরণের দুর্দ্দম্য বৈরিবৰ্গ বশীভূত হইয়া আসে। তাঁহারা সেই ধনকেই ধন মনে করিতেন, যাহা সত্বপায়ে উপার্জিত ও সংকার্য্য সাধনার্থ ব্যয়িত হইত, এবং যাহা পাইলে মনের তৃষ্ণার ক্ষয় হইত ও ভোগবাসনাজাল জন্মের মত বিদূরিত হইত। তাঁহারা সেই বিদ্যাকেই বিদ্যা মনে করিতেন, যাহার অভ্যাসে গর্ব্ব ও অভিমান বিচূর্ণিত, অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত, এবং পরমার্থতত্ত্ব বিকশিত হইত।

আৰ্য্যজাতির বিপুল-বিচার-বিজৃম্বিত সিদ্ধান্তরাশি উৎপাটিত ও উৎখাত করিবার জন্য আজকাল অনেক সমাজ-সংস্কারকই ব্যস্ত। সমাজবন্ধনকে তাঁহারা শৃঙ্খলবন্ধনের ন্যায়, পিঞ্জরাবরোধের ন্যায় মনে করিয়া থাকেন। যথেষ্টাচারের বশবর্তী হইয়া অনেকে ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ-পদ্ধতি বা বর্ণাধিকার-বন্ধনকে বিমোচন করিতে চাহেন। আমি বলি, যাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহার দষ্ট স্থানের উপরিভাগে স্ফূট বন্ধন করাই শ্রেয়ঃ; যতক্ষণ বিষিনির্গত না হইয়া যায়, ততক্ষণ বন্ধন মোচন করা ভাল নহে। গোঁয়ার চিকিৎসক বন্ধন খুলিতে বলিলেও রোগীর আত্মীয়গণের পক্ষে তাহা খুলিতে না দেওয়াই উচিত। অসময়ে খুলিলে, বিষ থাকিতে খুলিলে, সেই বিষ সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া যায়, এবং রোগীর প্রাণবায়ুকে বাহির করিয়া দেয়। অবিদ্যারূপিণী কালফণিনী জীবমাত্রকেই দংশন করিয়াছে। যাহারা অবোধ, তাহারা চিকিৎসা করুক বা নাই করুক, সুবোধ আৰ্য্যজাতি এই কালসর্পীর বিষ-বহি-জর্জরিত মানবাত্মাকে আরোগ্যযুক্ত—মায়ামুক্ত—করিবার জন্য এই বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বিষ কাটিয়া গেলে, সর্ব্বত্রৈকাত্মকতা-বুদ্ধির উদয় হইলে, পারমহংস-বৃত্তি প্রবাহ সবেগে ছুটিতে থাকিলে এই বন্ধন কাহাকেও যত্ন করিয়া খুলিতে হইবে না, উহা

আপনিই খুলিয়া যাইবে। বিষ বাহির হইয়া গেলে, বিষ-পাথর আপনি খসিয়া পড়িবে।
 স্বেচ্ছাচার-প্রিয় ব্যক্তিগণ এই বর্ণবন্ধনকে একটা বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ করিয়া
 থাকে। অতি সুস্পন্দ-দর্শন-সম্পন্ন এই বর্ণ-বিচারই আৰ্য্যজাতির প্রধান গৌরব চিহ্ন।
 এই বর্ণভেদ-বিচার-বিতাড়িত হইয়াই বৈষ্ণবগণ ভারতকে ধন-ধান্য পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।
 ক্ষত্রিয়গণ সাগরাধরা বসুন্ধরার ঐক্যধিপত্য করিয়া “নভঃ পৃথিবীঐক্য
 তুমুলোভানুনাদিতঃ” করিয়া তুলিয়াছিলেন; এই বর্ণবিচার-বিলাসে বিমোহিত—
 বিনোদিত—হইয়াই ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর শাসনে থাকিয়া, অশেষ তপঃক্লেশ
 সহ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন। আমার স্মরণ আছে, মুঙ্গেরে আমার
 অবস্থিতি কালে একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছি, দেখিলাম রাজকীয় পুরস্কারে
 লব্ধ হইয়া একজন ডোম লগুড় হস্তে অপালিত কুকুর মারিবার জন্ত বেড়াইতেছে।
 সেখানকার কোন দয়ালু ব্যক্তি একটা অপালিত কুকুরকে ডোমের হস্ত হইতে বাঁচাইবার
 জন্ত পালিত কুকুরের চিহ্নস্বরূপ তাহার গলে একটা ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছেন। অপালিত
 অবোধ কুকুর—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা-বিমূঢ় কুকুর—দয়ালু মহাত্মা প্রদত্ত ফিতাটিকে
 একটা বিষম বন্ধন মনে করিয়া পথপার্শ্বে পড়িয়া চারি পায়ে তাহা ছিঁড়িবার যত্ন
 করিতেছে। ডোমটা পশ্চাদ্ভাগে লগুড় লুকাইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; কুকুর
 ফিতাটিকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেই তাহাকে অপালিত-কুকুর শ্রেণীভুক্ত করিয়া এক দণ্ডাঘাতেই
 তাহাকে যমালয়ে পাঠাইবে, ইহাই তাহার লক্ষ্য। আমি সেইখানে দাঁড়াইলাম, ডোম
 ও কুকুর উভয়েরই চেষ্টা দেখিলাম, সামান্য লোভে জীবহত্যানিরত ডোমকে মনে মনে
 ধিক্কার দিলাম এবং মনে মনে কুকুরকে বলিতে লাগিলাম, অবোধ জীব! তুমি যাহাকে
 আজ বন্ধন বলিয়া মনে করিতেছ, যে বন্ধন কাটিয়া দিলে—ছিঁড়িয়া ফেলিলে—তুমি বাঁচিবে
 মনে করিতেছ, যে বন্ধনকে তুমি বিড়ম্বনা বোধে ছিঁড়িবার যত্ন করিতেছ; তাহাই তোমার
 বাঁচিবার একমাত্র উপায়। দয়ালু জনদত্ত বন্ধন উন্মোচন করিও না; বন্ধনও ছিঁড়িবে,
 তোমার প্রাণটাও বাহির হইবে। দয়ালু মহাত্মা মানবের মৰ্ম্ম কুকুর বুঝিল না, তবু
 ছিঁড়িতে প্রয়াস পাইতে লাগিল; তখন আমি আর কি করি, একটা করতালি দিলাম।
 কুকুর শব্দ শ্রবণে ভীত ও চকিত হইয়া উঠিয়া পলায়ন করিল। ডোমের আশা পূর্ণ
 হইল না, সে বিরস বদনে চলিয়া গেল। সভ্য মহোদয়গণ! ভারতীয় আৰ্য্য ঋষিরা
 দয়া করিয়া সমাজের যে বন্ধন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন অবোধ কুকুরের
 ন্যায় আমরা ছিঁড়িয়া না ফেলি। এই অধঃপতনের দিনে—শ্রোতের মুখে নাবিক বিহীন
 নৌকার ন্যায়, নায়কশূন্য নাট্যশালার ন্যায়, ভারতের শোচনীয় দুর্দশার দিনে—আমাদের
 এই বর্ত্তমান দুঃখ দুর্ব্বলাধিকারের অন্তঃদিনে—এই সমাজবন্ধন কাটিয়া গেলে, ক্রেশের
 পরিসীমা থাকিবে না, জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বল চিহ্ন অপগত হইবে, সামাজিক ও
 পারিবারিক উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের সমাজকে পর্য্যুদস্ত করিবে, সামাজিক বল সম্পূর্ণরূপে
 বিনষ্ট হইবে। দিগ্দেশের লোক আমাদের মুচ্ছাদশাপ্রাপ্ত সমাজের সংস্কারকবর্গের
 বর্ত্তমান বিকট চীৎকার শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাসিতেছে। কে আছ ভারতবন্ধু!
 একবার দয়া করিয়া ভারতকে প্রকৃতিস্থ, সুস্থ ও সচেতন করিয়া দাও।

“ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বের মূলবীজ যাহাতে নিহিত রহিয়াছে, সেই অনাদিকালসিদ্ধ অপৌরুষেয় বাণীস্বরূপিণী শ্রুতি, মাতার ত্রায়, যে ভারতকে কল্যাণমার্গ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যে ভারতে প্রব, প্রহ্লাদ, ষষকেতু আদি বালক, যে ভারতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদি কুলাঙ্গনা, যে ভারতে জনকাদি গৃহস্থ, যে ভারতে শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির রাজা, যে ভারতে বেদব্যাস, বাল্মীকি গ্রন্থরচয়িতা, যে ভারতে মনু, কপিল, যাজ্ঞবল্ক্য বক্তা, যে ভারতে শ্রীকৃষ্ণ, বশিষ্ঠাদি উপদেষ্টা, যে ভারতে সিদ্ধসঙ্কল্প শুকদেব তপস্বী, আত্ম সেই সিদ্ধি-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ভারতের ছদ্মশা দেখিয়া দেবগণ, পিতৃগণ যে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ, অবসন্ন ও অগ্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ মুচ্ছিত বা অঘোর নিদ্রায় অভিভূত সমস্ত তেজের আধার স্বরূপ ভারত-হৃদয়ে পুনস্তেজঃসঞ্চার করিবার জন্ত যিনি প্রযত্ন করিবেন, তিনিই ধন্য, তিনিই ভারতের প্রিয় সন্তান, তিনিই ভারতের হৃদয়-সর্বস্ব।”

“পরিব্রাজকের সঙ্গীতে” তাঁহার সমগ্র সাধনজীবন—জ্ঞান ও ভক্তির শুভ সম্মিলন—তাঁহার নিজের ভাবে ও ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে :—

১। রাগিণী বিভাষ—তাল একতাল।

জননী জগৎমোহিনী, জীবনিস্তারিণী ;

ও মা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা,

অনাঢ়া তুমি মা অনন্তরূপিণী ॥

তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,

বিশ্ব বায়ু বারি বহি কি আকাশ,

যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ—জননী গো—

সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী ॥

রবি নিশাকর নক্ষত্র নিকর,

আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর,

দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর—অরূপিণী—

অনন্ত অম্বর চিত্রকারিণী ॥

দেখিতে তোমায় সাগরানুরাশি,

উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবানিশি,

বনে রাশি রাশি কুমুম হাসি হাসি—চেয়ে রয় গো—

দেখিবার তরে তোমায় তারিণী ॥

প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়,

আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়,

তরুলতা পাতা সবারে নাচায়—দেখি তায় গো—

আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী ॥

২। রাগিণী লগ্নী—তাল জং।

প্রেম-সুধাপানে, হ'য়ে মাতোয়ারা,
রবে না তনু-মন-চেতনা রে ॥

৩। রাগিণী ঝাঁঝিট—তাল একতাল।

দীনবন্ধু রূপাসিন্দু রূপাবিন্দু বিতর ।
হৃদি-বৃন্দাবনে কমল আসনে প্রাণ মন সনে বিহর ॥
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাব আঁখি ।
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি, তব রূপ মনোহর ॥
এই কর হরি দীন দয়াময়
তুমি আমি যেন ছুঁটী নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্মন শ্যামসুন্দর ॥
ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি,

যেন ভাগীরথীর সাগর-সঙ্গতি ।
জীব শিব দৌহে অভেদ মুরতি, জীব নদী তুমি সাগর ॥
৪। (যমুনার তটে বসিয়া সঙ্গীত)---বাউলের সুর ।
যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী ।
ও যা'র বিমল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি ॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম :—
কোথা সে সুনীল তনুর ধেম্ব বেণু, মা যশোদা রোহিণী ॥
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,
ধড়াচূড়া পরা, কোথা ননীচোরা ;—
কোথা সে বসন চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী ।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি ।
কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী ;—
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী
কোথা সে নুপুরধ্বনি, না বাজে কিস্কিন্দী,
মধুর হাসি মধুর বাঁশি, নাহি শুনি ;—
ও যা'র মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি ।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী ;—
ও যা'র মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী ।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্যাবারে, পা ছুখানি ;—
পরিব্রাজক বলে চরণতলে লুটাই শির দিন-যামিনী ॥

৫। কীর্তন-ভাঙ্গা সুর।

নামামৃত পান সবে কর ভাই—(হরি)

এমন নাম কখনও শুনি নাই।

হরি নাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিবা তা'র,

নামে যায় মহাপাপ রোগ শোক তাপ সংসার বিকার ;—

নামে জগাই মাধাই তরে ছু'ভাই, নাম শুনায় গৌরনিতাই ॥ (হরি)

ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,

হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান ;—

নামে গরল অমৃত হ'ল, প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই ॥

যত যোগযোগের সাধন, দেখে জপ তপ আরাধন,

ও সব নাম-সাগরের অগাধ জলের বুদবুদ যেমন ;—

হরি-নাম-সাগরে মগ্ন যে জন, তা'র কি সাধন আরও চাই ॥

পরিব্রাজক বলে সার, নামে-নাইকো জাত-বিচার,

নামে মুখ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার :—

তুলে নামের নিশান, নাম কর গান, হরিবোল বল সবাই ॥ (হরি)

জগতে যখন যে কোন মহাত্মা পুরুষই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বার্থান্ধ ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকেরা তাঁহার কোন না কোন কুংসা কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সংসারে ধর্ম-প্রচারক ও সংস্কারকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার লোক পদে পদেই বিদ্যমান। এইরূপ কুচক্রিগণ হিংসাবিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা অভিযোগ প্রচার পূর্বক ষড়্‌যন্ত্রজালে তাঁহাকে নিতান্তই নির্যাতিত করিয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি! মহামতি সফ্রেটিসের এবং মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টের প্রাণসংহার ক্রুরপে সাধিত হইয়াছিল, ইতিহাস-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। ভারতেও মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের বধসাধনে দুর্বৃত্তগণ প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল, এবং এখনও ভক্তাবতার চৈতন্যদেবের নিন্দা করিতে লোকে বিরত নহে। করুণহৃদয় বুদ্ধদেব ও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরও অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা কবীর ও ভক্ত হরিদাসকেও লোকে ক্রেশ দিতে ক্রটি করে নাই।

ভারতের ধর্মরাজ্যে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ কুল জাত স্বামিজীর অতিশয় প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও বাগ্মিতার প্রভাবে তাঁহাকে যশস্বী ও প্রতিভাযুক্ত হইতে অবলোকন করিয়া, তিনি সন্ন্যাসিজীবনে অগ্ৰাণ্ণ ব্রাহ্মণাপেক্ষা উচ্চমর্য্যাদা পাইতেছিলেন বলিয়া বাংলা দেশের অনেক ক্ষুদ্রহৃদয় ঈর্ষ্যার জ্বালায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। যে কোন রূপে স্বামিজীর অপযশ ঘোষণায় ও অনিষ্টসাধনে ঐ সমুদয় উচ্চবর্ণের ক্ষুদ্রহৃদয় ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। এমন কি, স্বামিজীর প্রাণনাশার্থ চেষ্টা করিতেও উহারা কুণ্ঠিত হয় নাই।

বৈদেশিক বিলাসিতায় ও বিধর্মে বীতরাগ করিয়া যিনি প্রথমতঃ দেশবাসিগণকে স্বদেশীয় ভাবে ও স্বধর্ম্মানুরাগে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্যের গুরুত্ব ও জীবনের মহত্ত্ব যথাযথ অনুধাবন করিবার অবকাশ তখন অনেকেরই হয় নাই ; কিন্তু এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ধর্ম্ম-প্রচারকের জীবন কত কষ্টকর । সুতরাং স্বামিজীর জায় প্রসিদ্ধ প্রচারক যে বিনা অপরাধে সাম্প্রদায়িক শত্রুগণকর্তৃক রুখা বিড়ম্বিত হইবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই । সেই সময়ে শ্রীমতী যোগমায়া নাম্নী কোন হিন্দু-মহিলা “পারিজাত” পত্রে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশমাত্র পাঠেও এক্ষণে অনেকেই সাধুহৃদয়ের তাৎকালিক মর্ম্মবেদনা অবগত হইতে পারিবেন :—

“একপ অভাবপূর্ণ হৃদ্দিনে সকলে
মিলিত হইবে আর সতর্ক থাকিবে ।
কোথা বা মিলন আর কোথা সতর্কতা !
ভুলিয়াছে বঙ্গবাসী আপন কল্যাণ ।
যেই ধর্ম্মবীর হ’তে আর্ষ্য ধর্ম্মপ্রভা
উদিয়া ক’রেছে পুনঃ বিশ্ব আলোকিত,
ভুলেছ ভগিনীগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ কিবা
ভুলিয়াছ সেই বীরে অকৃতজ্ঞ হৃদে ?
গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌত মুষ্ণের নগরে
রণভূমি করি’ যেই বীর-শিরোমণি
যুবোচ্ছিন্ন ভিন্নধর্ম্মী সনে অবিরত,
অশ্রান্ত অশ্রান্তভাবে, আক্রান্ত ধরায়
ভিন্নধর্ম্মি হস্ত হ’তে নিজে উদ্ধারিয়া
স্থানে স্থানে স্থাপিয়াছে ধর্ম্মগভা-রূপ
জয়স্তম্ভ সারি সারি, চিন কি উঁহারে ?

* * *

চিন কি উঁহারে ? প্রিয়ভ্রাতঃ বঙ্গবাসি,
কে শিখাল ছুর্গা নাম লিখিবার রীতি
পত্রিকার আগে, ভাই, ভুলিলে তাঁহারে ?
আপনার পদে কেন কুঠার হানিছ !
যাঁহার পীযুষ বধি বক্তৃতার শ্রোতে
ভাসিল ভারতবর্ষ, হাসিল প্রতিমা,
প্রতিগৃহে পুনঃ শঙ্করধনি, ঘণ্টাধনি,
যাঁ’র জয়ধ্বনি বিশ্বব্যাপী সেই ছলে ।

এ সব ভুলিয়া কেন এত চপলতা !
 বরঞ্চ হইবে মৰ্ম্মাহত প্রপীড়িত,
 বাক্যক্ষুভিশূন্য হ'য়ে রহিবে স্তম্ভিত,
 কি হ'ল তোমার দশা দেখ না ভাবিয়া !
 ধান্মিক বলিয়া আর করিবে কি ভাণ ?
 আর কি করিবে বিশ্ব বিশ্বাস কখন
 তোমার বক্তৃতা শুনি', কিংবা পত্রিকায় ?
 আৰ্য্যধৰ্ম্মতত্ত্ব শুনি' বুঝিলে না বুঝি
 সেই মহাজনে যেই মহারত্ন দিল,
 হারাইলে তাঁ'রে বুঝি নিজ-কৰ্ম্মদোষে !

* * *

কি আশ্চর্য্য ! এ কি দৃশ্য সম্মুখে ভীষণ !
 দেখিয়া শিহরে তনু এ কি আৰ্য্যজাতি !!
 আরোপিয়া মিথ্যা-দোষ যড় যন্ত্র করি'
 পাতিত করিছে সেই ধৰ্ম্মবীরবরে,
 রাজদ্বারে বিচারার্থে শূলে আরোপিতে
 যথা স্লেচ্ছভূমে স্লেচ্ছগণ ক'রেছিল
 অটল বিশ্বাসী যীশুখ্রীষ্টে দুষ্টভাবে ।
 নির্ভয় অটলপ্রায় বিপত্তি বাধায়
 নিম্নুকের নিন্দাবাদ শিলাবৃষ্টিরশি
 নীরবে বহিছে সেই বীরচূড়ামণি ।”

শ্রীমৎ স্বামিজী জীবনের অবশিষ্ট দুই বৎসর কালও পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি হরিসভায় ও পেশোয়ারে, বঙ্গের হুগলী ও যশোহরে এবং বৈষ্ণনাথধামে, জামতাড়ায় ও কুচবিহার রাজ্যের হরিসভাদিতে আহুত হইয়া ধৰ্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন । শেষ জীবনে তিনি পবিত্র গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সহস্র সহস্র সাধুসঙলী মধ্যে নানা দিগ্দেশাগত গৃহস্থ স্ত্রী ও পুরুষদিগের ঐকান্তিক অনুরোধে ভগবৎ-প্রেম-বিস্মলচিত্তে গঙ্গাসাগর-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রচারকার্য্যের পরিসমাপ্তি করিলেন । জীবনাবশেষে পূৰ্ব্ব বৎসরে তাঁহার পৃষ্ঠভাণ হইয়াছিল । অস্ত্র-চিকিৎসায় উহার উপশম হইবার পর শারীরিক দুৰ্ব্বলতা সত্ত্বেও ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালিয়াবাগী অহুগত ভক্তগণের একান্ত আগ্রহে তথায় গমন করিয়া তিনি কয়েকদিন সেই স্থানে সনাতন ধৰ্ম্মের সাধন বিষয়ে বিবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন । পূৰ্ব্ববঙ্গের বরিশাল প্রভৃতি বহুস্থান হইতে আহুত হইয়াও অসুস্থতাবশতঃ তিনি আর কোথাও যাইতে পারেন নাই ।

তদনন্তর কলিকাতায় আসিয়া সজ্জনগণের বিশেষ অনুরোধে পরিব্রাজক মহোদয় 'খেলাত ঘোষের ইন্সটিটিউশনে' "ধর্ম ও উপাসনা" সম্বন্ধে শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে কাশী প্রত্যাবর্তনের পরই আবার বহুমূত্রপীড়া অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং ১৩০৯ শালের ৩রা আশ্বিন তারিখে (ইং ১৯০২, ১২এ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ন ৩টার সময় ৫৪ বৎসর বয়ঃকালে শ্রীমৎ পরমহংস শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যোগাশ্রমে যা যোগেশ্বরীর শ্রীপাদ-মূলে মহাসমাধি গ্রহণ করেন, এবং মহাতীর্থ মণিকর্ণিকায় সাধুর শিবস্বরূপ শবদেহ ভাগীরথীর পবিত্র গর্ভে সমাহিত হয়।

শ্রীমৎ স্বামিজী শক্রবর্গের মৃত্যুতে নির্যাতিত হইয়াও যে আবার স্বদেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মহিমা চিরদিন ঘোষিত করিবে। তাঁহার মহাজীবনের সম্যক আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই।

"স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বদেশীয়দিগের ধর্মভাব উদ্দীপনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল বিদ্যালয়ের বালকবর্গের চরিত্র গঠন জন্ত তাঁহারই চেষ্টা ও প্রেরণায় বঙ্গের প্রায় প্রতি প্রধান নগরে ও পল্লীগ্রামে পর্যন্ত সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বদেশ-হিত্তিতে অনুরাগ তাঁহারই জীবনব্যাপী ত্রুতের সুফল বলিতে হইবে। ধর্মভাব বৃদ্ধির সহিতই যে স্বদেশানুরাগ ও চরিত্রবল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণের জীবনে তাহা এখন প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

"স্বদেশতানুষ্ঠানের উদ্বোধনে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ 'সহবাস আইন' পাশের বিরুদ্ধে বঙ্গের সমগ্র হিন্দু-সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া যেরূপ বিদগ্ধিত হইয়াছিলেন, আজ স্বদেশসেবক মহাত্ম-গণ নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপি মহদ্ব্রতের মাহাত্ম্য আরও বিকসিত করিতেছেন। ইহা দেশের একটি শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। ভারতমাতা তাঁহার সেবক সন্তানগণের শুভবুদ্ধি দিন দিন আরও বৃদ্ধি করুন।

"বর্তমান সময়ে দেশের জন্ত যেরূপ স্বার্থত্যাগের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানেরা অর্থসামর্থ্যের অভাব হইলেও স্বীয় জীবন দিয়া কিরূপে স্বদেশের সেবা করিতে পারেন, তাহা পরিব্রাজক মহোদয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজ জীবনেই দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বদেশ সেবার জন্ত ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে যে কৌমার ত্রুতই একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহা তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ভারত-মাতার উৎসাহী দরিদ্র সন্তানেরা এই মহদ্ব্রত অবলম্বন করিলে অনায়াসে যে বিবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মাতৃপূজায় অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কত কত উন্নতমনা যুবক অকারণে সংসারাবদ্ধ হইয়া যে স্বদেশের প্রতি কর্তব্যপালনে অগম্য হইয়া পড়েন, তাহা ভাবিলে মন বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠে। আশা করি পরিব্রাজক স্বামিজীর সদ্দৃষ্টান্ত হিন্দু-যুবকগণের হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে।

“স্বধর্মের ভিত্তির উপর জাতীয় জীবন গঠন করিবার জন্য পরিব্রাজক মহোদয় যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তাহার ফল এখন সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার কাশীস্থ যোগাশ্রমে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বীতরাগ ব্যক্তিগণ ভগবৎসাধন তৎপর থাকিয়া জীবনের কল্যাণ পথের প্রতি সংসারসন্তপ্ত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। যোগাশ্রম শাস্ত্রালোচনা ও ভগবৎসেবা ব্রতের উদাহরণরূপে শ্রীমৎ স্বামিজীর পবিত্র নাম দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছে। ‘কীর্তির্যন্তু স জীবতি’।”

(‘ঢাকাপ্রকাশ’ হইতে উদ্ধৃত)

তাঁহার মহাজীবনের আভাস সম্প্রতি স্বদেশ, স্বধর্ম, শাস্ত্র, সাহিত্য ও সমাজসেবক মহাশয়গণের চরিত্রগাথায় কীর্তিত হইয়াছে, শ্রীযুত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, প্রণীত তর্পণ নামক পুস্তকের সেই কবিতাটি (সনেট্) নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন

(শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী)

“সুদূর অতীত হ’তে এখনো শ্রবণে
ধ্বনিছে সে অগ্নিবানী, প্রোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস—
মেঘের গর্জনে মিশি, বাটিকার শ্বাস—
ভাষার রাগিনী—যুক্তি-আবেগ-মিশ্রণে
তড়িৎ-প্রবাহ যাহা ছুটাইত মনে।
ধর্মের সুবুপ্তি-ভঙ্গে অদম্য প্রয়াস,
হিন্দুধর্ম-অভ্যুত্থানে প্রশান্ত আশ্বাস
এখনো মিশিয়া আছে বঙ্গের পবনে ॥
তোমার সে মোহকরী বানী উন্মাদনা,
পাশ্চাত্য-আদর্শ-পূজা, ক’রেছিল রোধ;
স্বধর্মে, স্বজাতি-প্রেমে, তব উদ্দীপনা,
জাগ্রত ক’রেছে আর্য্য-মহত্বের বোধ।
বাগ্মিতায়, বঙ্গে তব ছিল না তুলনা,
নারিবে করিতে বানী, তব ধ্বনি শোধ ॥”

আভাস

গীতা—শ্রুতিপ্রতিপাদিত যোগশাস্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সজুপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্ত প্রত্যেক অধ্যায়ের অন্তেই ভগবানের অমৃতবর্ষিণী বাণী গীতা “যোগশাস্ত্র” রূপে কীর্তিত হইয়াছে। যে যোগে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়, তাহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং গীতাবর্ণিত যোগ-প্রণালী যে কিরূপ তদ্বিষয়ে কাহারও কোনও রূপ সন্দেহ হইতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ রূপাপরবশ হইয়া সর্বোপনিষদের সারার্থরূপ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত গীতামধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং তাঁহার উপদিষ্ট যোগ-কৌশলেই গীতাভ্যাসী বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

“যোগ” এই শব্দটি শ্রবণমাত্র সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধের কথাই অনেকের মনে উদিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধই “যোগ” নহে। মহর্ষি পতঞ্জলি স্বীয় যোগদর্শন গ্রন্থে চিত্তবৃত্তি-নিরোধকেই (শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধকে নহে) যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; এবং অভ্যাস-বৈরাগ্যকেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের প্রধান উপায় রূপে উল্লেখ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধরূপ বাহ্য প্রাণায়ামকে ক্রিয়া-যোগের অঙ্গমাত্ররূপে নির্দেশ করিয়াছেন ; আর যোগবাশিষ্ট গ্রন্থে চিত্ত-নিরোধের চতুর্বিধ উপায়ের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস-নিরোধ গোণভাবে (মুখ্যভাবে নহে) গৃহীত হইয়াছে (গীতার্থসন্দীপনী—৬ অঃ। ৩৫ শ্লোক), এবং প্রধান প্রধান উপনিষদেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় নির্দেশকালে শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধপূর্বক চিত্ত-নিরোধের অত্যাবশ্যকতা উপদিষ্ট হয় নাই, তথাপি কেহ কেহ শ্রুতিসারসংগ্রহ গীতার প্রত্যেক শব্দে ও শ্লোকে কেবল প্রাণায়াম-যোগের অথবা চিত্ত-নিরোধ মাত্রের অর্থ অনুসন্ধানে বৃথা শ্রম করিয়া চিন্তাকুল হইয়া থাকেন।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজাদি ভাষ্যকার এবং শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি টীকাকারগণ শ্রুতির অনুসরণ পূর্বক গীতার ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যায় উপেক্ষা করিয়া গীতায় কেবল অষ্টাঙ্গ-যোগের উপদেশমাত্র কল্পনা করিলে গীতাপাঠে বিফলমনোরথই হইতে হইবে। সুতরাং কেহ যেন যোগের নামে বৃথা ভ্রমে পতিত না হয়েন। অষ্টাঙ্গ-যোগ গীতাক্ত কর্মযোগের অবাস্তব অঙ্গমাত্র। ভগবান্ যে সনাতন যোগমার্গের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাকে পতঞ্জলি প্রণীত বা গোরক্ষনাথ কথিত ক্রিয়া-যোগের বাহ্যতঃ একটি ক্ষুদ্র অঙ্গবিশেষ মনে করা বিষম ভ্রম।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধ যোগের মুখ্যার্থ হইলেও গীতায় ব্রহ্মজ্ঞানই যোগের লক্ষ্যার্থ-রূপে

উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতা শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-পূর্ণ বলিয়াই ইহা যোগশাস্ত্র। যোগদর্শনাদিতে চিত্ত-নিরোধের কয়েকটীমাত্র উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু গীতায় ভগবান্ চিত্তের সকল বৃত্তিকেই নিকাম-উপাসনা ও জ্ঞানের অঙ্গগত করিয়া মনুষ্যমাত্রকেই ভক্তিভাবে তন্ময় হইবার জন্ত অপূর্ব যোগ-কৌশলের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গীতোক্ত যোগের লক্ষ্য ভগবানের শরণাগতি-রূপ পরম পুরুষার্থ সহ ভগবৎ-প্রেমে তন্ময়তালাভ। এই ব্রাহ্মী স্থিতি বা পরমা শান্তি শোক-সোহ-নাশের আঘাঘ মহৌষধ। কেবল চিত্ত-নিরোধ বা প্রাণায়ামাদি রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধনগুলি গীতাশাস্ত্রের লক্ষ্য নহে। ভগবানের শরণাগতি ব্যতীত প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয়ই হয় না, এবং বিবেক-বৈরাগ্যহীন চিত্ত কোনও উপায়ে নিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের আশা নাই। সুতরাং লক্ষ্য স্থানে যাইতে না পারিলে যোগের আনুষ্ঠানিক অঙ্গগুলি দ্বারা কাহারও পরমা সিদ্ধি—ভগবানে তন্ময়তা লাভ হইতে পারিবে না। এইজন্য গীতায় ভগবদুপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযোগী যোগের প্রতিই গীতাধ্যায়ীর লক্ষ্য স্থির করা আবশ্যিক।

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় গীতার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধান-পূর্বক ভগবচ্ছরণা-গতিই সর্বোচ্চ সাধন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিবিধ নিকাম কর্ম ও যোগাদির অভ্যাস চিত্তশুদ্ধিরই কারণ। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই সংসারের সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়া অনন্তভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে পারেন, এবং তাঁহারই নির্মল হৃদয়ে ভগবানের নিত্য জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মনুষ্য-জীবনে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্ত গীতোক্ত উপদেশে নিষ্পত্তি-ধর্মের প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও বাসনাকুল মনুষ্যগণ যতদিন প্রবৃত্তিপরায়ণ থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের নিকাম ভাবে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্তব্য। এইজন্য শাস্ত্রবিহিত উপায়ে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ কর্মানুষ্ঠানের জন্তই ভগবান্ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন।

জগতে কর্মসাধিকারী মনুষ্যই অধিক; কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। “যততামপি সিদ্ধানাং কশিচ্চাং বেত্তি তত্ত্বতঃ”—৭।৩।।—সহস্র প্রব্রজকারীর মধ্যে কেহ হয়ত আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপতত্ত্ব বিদিত হয়। এবং “বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে”—৭।১২ ॥—মনুষ্য বহু জন্ম অতিক্রমপূর্বক জ্ঞানবান্ হইয়া আমাকে (অভিন্নভাবে) প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি ভগবদ্ভক্তি দ্বারা ভক্তিপূর্বক উপাসনার আয়াসসাধ্যতা ও আত্মজ্ঞানের তুল্যতা সূচিত হইলেও ভগবদ্ভক্তি ও জ্ঞানই মনুষ্য-জীবনে পরমশান্তি দানে সমর্থ। নিকাম-কর্মদ্বারা ভক্তি ও জ্ঞানে অধিকারমাত্র লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ম শান্তিদানে সমর্থ নহে। কর্ম শান্তিপথের প্রথম সোপান—বহিরঙ্গ সাধন মাত্র। উহার পরেও ভক্তি ও জ্ঞানলাভের জন্ত অন্তরঙ্গ সাধনের আবশ্যিকতা আছে।

কর্মদ্বারা ইহলোকের ও পরলোকের অস্থায়ী কল্যাণই সাধিত হয়, উহা ভগবৎ-প্রেমের অভিন্নজ্ঞানে সর্বদুঃখ-নিবারণ বা নিত্যসুখ-দান করিতে পারে না। প্রবেশিকা পরীক্ষা

সহজ সাধ্য ও সকলের অধিকারায়ত্ত হইলেও তাহাই বিদ্যাশিক্ষার পরিসামাপ্তি নহে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা অত্যন্ত লোকেরই সাধ্যায়ত্ত হইলেও উহাই প্রত্যেকের লক্ষ্যস্থানীয় হওয়া উচিত। এই রূপে কর্মবহুল প্রবৃত্তিমার্গ সহজ ও সার্বজনিক ইহা সত্য বটে; কিন্তু নিকাম-কর্মসাধনের পর চিত্তশুদ্ধি হইলে দৈহিক বহিরঙ্গ কর্মত্যাগ পূর্বক অন্তরঙ্গ সাধনাত্ম্যের নিমিত্ত সন্ন্যাসই শ্রেয়ঃসাধনের সম্যক উপায়।

নিকাম-কর্মসাধন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কাহারও ভক্তি ও জ্ঞান লাভের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতে পারে না, অথবা ভক্তি ও জ্ঞানের প্রকৃত রহস্য ভেদ করিবারও সামর্থ্য জন্মে না। সুতরাং কর্মযোগের সম্পূর্ণতা লাভে কৃতকার্য হইতে না পারিলে, অর্থাৎ চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান (একনিষ্ঠ) না হইলে ভগবানে ভক্তি অথবা অভিন্নভাবে তাঁহার নিত্য চৈতন্যস্বরূপে স্থিতিলাভ হয় না। এইজন্য নিকামভাবে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিলেও চিত্তের শুদ্ধি ব্যতীত শান্তির আশা নাই। চিরজীবন কর্ম করিয়া যাও, তথাপি নিবৃত্তির উদয় হইবে না, এবং যাহাদের উপকারার্থ কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহাদের দুঃখ একেবারে দূর করিতে পারিবে না। জীবের পূর্ব পূর্ব জন্মের দুর্কর্মই দুঃখ দূর করিবার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। দুঃখ অনন্ত ধারায় প্রবাহিত, এবং অনন্তকাল ধরিয়া কর্ম করিলেও তাহাদের দুঃখ নিঃশেষিত হইবার নহে। তবে যিনি যে পরিমাণে নিকাম শুভকর্ম করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে নিজ চিত্তের স্থিরতা—সাত্ত্বিকতা—লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তি ও বিবেকবিচার সহ জীবনের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। এইজন্য সন্ন্যাসাশ্রমই নিবৃত্তি-সাধনের অনুকূল।

যাঁহারা কর্মানুষ্ঠানরত থাকিয়া একমাত্র কর্মেরই কর্তব্যতা নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত বিচারবান্ নহেন, এবং নিম্ন সোপানে অবস্থিত হইয়া উচ্চাঙ্গ সাধনের সমালোচনা করাও তাঁহাদের অনধিকার-চর্চা মাত্র। তাঁহারা আজীবন লোক-সেবাদি বহিরঙ্গ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও এ পর্যন্ত যখন নিজেরাও পরম তৃপ্তি লাভ বা অপরের স্থায়ী কোনও উপকার করিতে পারেন না, তখন তাঁহাদের মনঃক্লান্ত কর্মমাত্রের অনুষ্ঠানে নিত্য শান্তি পাইবার আশা কোথায়? গীতায় নিকাম-কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কর্মানুষ্ঠানকেই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিলে, অথবা কেবলমাত্র কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া নিশ্চয় করিলে, এবং একমাত্র কর্মই সম্পূর্ণ গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিলে ভ্রমেই পতিত হইতে হইবে।

গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকে কর্ম ও কর্ম-সন্ন্যাসের সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। “বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বশতঃ জ্ঞাননিষ্ঠা পরিপক্ব হইলে আর কর্ম করিতে হয় না” (গীতার্থসন্দীপনী—৬।৩)। তখনই কর্মানুষ্ঠানে নিবৃত্তি হেতু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণেরও অধিকার লাভ হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা লোকের কল্যাণার্থ যে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা অজ্ঞান জনের ত্রায় কর্তব্যবোধে করেন না, এবং শাস্ত্রের বিধি-নিষেধসূচক আদেশ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের

প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—“ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন”—৩।২২ ॥—ত্রিলোকের মধ্যে আমার কোনই কৰ্ত্তব্য নাই। তিনি জীবের কিরূপে পরম কল্যাণ হইবে, তাহা নিশ্চয়রূপে জানেন বলিয়া দেশকালানুসারে নিজ আদর্শে ও উপদেশে জীবের প্রকৃত হিত সাধন করিতে পারেন; কিন্তু অজ্ঞান মনুষ্য ভগবানের ত্রায় কৰ্ম্ম-সাধনে সমর্থ নহে, তাহাকে কৰ্ত্তব্য-বোধেই কৰ্ম্ম করিতে হয়। জনকাদি জ্ঞান-লাভের পর লোক-সংগ্রহার্থ কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কেবল কৰ্ম্মের দ্বারাই ভক্তি বা জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করেন নাই। সাধারণ মনুষ্যের কৰ্ম্ম পুণ্য-পাপ-মিশ্রিত (শুক্ল, বা কৃষ্ণ শুক্লকৃষ্ণ)। অজ্ঞানতা বশতঃ লোকে পুণ্য-পাপের অতীত নিষ্পত্তিকারক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ। কেননা, তাহারা রাগদ্বेषাদি-শৃঙ্খল নহে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই পুণ্য-পাপের—বিধি নিষেধের অতীত (অশুক্ল-অকৃষ্ণ) কৰ্ম্মের দ্বারা জীবের পরম কল্যাণ সাধন করিতে পারেন (যোগসূত্র—৪র্থ পাঃ, ৬।৭)। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কৰ্ম্মের এই প্রভেদ পাশ্চাত্য-শিক্ষা-শাণিত বুদ্ধিতে অনুভব হইতেই পারে না।

অজ্ঞানগণ মনোবিলাসের দ্রব্য ব্যতীত রতি, তৃপ্তি বা তুষ্টি লাভ করিতে পারে না (গীতার্থসন্দীপনী—৩।১৭)। অজ্ঞান মনুষ্যকে শাস্ত্রবিহিত উপায়ে নিকাম-কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্বক চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ভক্তি ও বৈরাগ্যের বিকাশ হয়, এবং আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে (গীতার্থসন্দীপনী—৯।১৩, ১৪)। শ্রীমৎ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় গীতার অবতরণিকা মধ্যে নিকাম-কৰ্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানলাভের ক্রম যথাযথ বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং বিষয়াসক্তি নিষ্পত্তিপূর্বক ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্ম যে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের আবশ্যকতা আছে তাহাও অবতরণিকা মধ্যে এবং গীতার ব্যাখ্যাকালে বিভিন্নস্থানে (৩।৮, ৫।১, ১৮।১২, ৪৯) প্রদর্শন করিয়াছেন।

যাঁহারা কেবল প্রযুক্তিমার্গের প্রশংসায় আত্মহারা হইয়া নিষ্পত্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে বিস্মৃত হইয়া থাকেন, যাঁহারা নিকাম-কৰ্ম্মই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র সাধন স্থির করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান লাভের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আর্ধ্য-শাস্ত্রের একাংশ মাত্রেরই ব্যাখ্যা করেন বলিতে হইবে। তাঁহাদের দ্বৈদৃশ উপদেশ পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলমাত্র। উপনিষদুক্ত—গীতোক্ত—ব্রহ্মজ্ঞান কেবল কৰ্ম্মের দ্বারা লাভ করা যায় না। ভক্তি-সাধনের প্রধান অঙ্গ ভগবচ্ছরণাগতি অভ্যস্ত হইলে স্বতঃই বিষয়-বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসগ্রহণে আগ্রহ হইবে। চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসে প্রকৃত অধিকার অল্প লোকেরই হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্ম সন্ন্যাসের আবশ্যকতা অস্বীকারপূর্বক কেহ গীতা ব্যাখ্যা করিলে তিনি শ্রুতিসিদ্ধান্তের অমর্যাদা এবং গীতোক্ত ভগবদ্ভাক্যের বিকৃতার্থ প্রচার করিতেছেন বলিলে অত্যাক্তি হইবে না।

ভগবান্ ১৩শ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে “বিবিভক্তদেশসেবিত্বমরতিজ্জ্বলসংসদি”, ১৮শ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে “বিবিভক্তসেবী লঘবশা যতবাক্যমানসঃ”—ইত্যাদি বচনে জ্ঞান ও ভক্তি

লাভের জন্য যে সমস্ত সাধনাভ্যাসের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা একমাত্র সন্ন্যাসীর জীবনেই সম্ভব। ভগবান্ অর্জুনের অধিকারানুরূপ তাঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যেরই অহুষ্ঠানপূর্বক চিত্তশুদ্ধি লাভের উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে বিবেক-বিচারের উদয় হয় এবং কর্তব্যানুষ্ঠানেরও আবশ্যকতা থাকে না। সন্ন্যাস-জীবনেরই অনন্তশরণাগতি অভ্যাস হইয়া থাকে, এবং সন্ন্যাস-জীবনেই আত্মজ্ঞানের সবিশেষ বিকাশ হয়। শাস্ত্রীয় রীতিতে কর্ম-জীবন অতিবাহিত করিলেই সন্ন্যাসের অধিকার লাভ হইতে পারে। নিকাম-কর্ম ধর্ম-সাধনের প্রথম সোপান, এবং শরণাগতিসহ ত্যাগই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অব্যর্থ উপায়। নিকাম-কর্ম-সাধন গোণ ত্যাগ, এবং চিত্তশুদ্ধির পর ধ্যান ও বিচারণাদির জন্য তুর্যাশ্রমোচিত সাধনই মুখ্য সন্ন্যাস।

অনেকেই কর্মের অধিকারী বলিয়া গীতার স্থানে স্থানে সকাম শুভকর্মেরও উল্লেখ আছে, এবং প্রধানতঃ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিকাম-কর্মই প্রথম ছয় অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমেও ভগবদুপাসনার অভ্যাস হইতে পারে; কিন্তু ভক্তি-বিকাশের সঙ্গে বৈরাগ্যের উদয় হইলেই চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা হয়। সন্ন্যাসীর জীবনই পরাভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান-বিকাশের বিশেষ অনুরূপ। অতএব সন্ন্যাসাধিকারীর অন্নতা হইলেও উহার একান্ত আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। শ্রুতিসারসংগ্রহ গীতায় শ্রুত্যানু ব্রহ্মজ্ঞানই যে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেই শ্রুতিই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপদেশকালে কহিতেছেন—“শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা যজ্ঞোবাধ্যানং পশুতি” (বৃহদারণ্যক—৪।৪।২৩)—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম-পূর্বক উপরত (কর্মত্যাগ—অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া) ও সমাহিত হইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে (নিরুদ্ধ চিত্তে) আত্মসাক্ষাৎকার করিবে। সুতরাং গীতার উপদেশানুসারেও কর্মানুষ্ঠান পূর্বক চিত্তশুদ্ধির পর চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতি-সিদ্ধ সন্ন্যাসাশ্রমের উচ্চ মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য নির্দেশপূর্বক কলির হর্ষনাধিকারীদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্য নিকাম-কর্মমার্গের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পরে ভগবদ্ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির স্বতঃই নিরুত্তিপথে—সন্ন্যাসে মতি হইবে, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গীতায় সন্ন্যাসাশ্রম উপেক্ষিত হয় নাই, বরং সন্ন্যাসের সুগম পথ কর্মযোগ অভ্যাসের দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞানযোগে অধিকার লাভের নিমিত্ত সন্ন্যাসই সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকেও বলিয়াছেন—

“গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।

বক্ষঃস্থলাব্রবাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥” ভাগবত—১১।১৭।১২ ॥

আমার কটিদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, আমার হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ও আমার বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থাশ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আমার মস্তকে সন্ন্যাসাশ্রম অবস্থিত। ইহাতে কি অণ্যাত্মাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা এবং জ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাসের অত্যাবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে না? সন্ন্যাসাশ্রমেই যে ভক্তির পরাকাষ্ঠা ও জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

পাশ্চাত্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাহা কর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা কেবল ইহ-লোকের হিতকর ; তাহা নিকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও নিবৃত্তির অনুকূল সাত্ত্বিকতার বুদ্ধি করিতে পারে না। শাস্ত্রবিহিত কর্ম নিকামভাবে অনুষ্ঠান না করিলে ভক্তি ও জ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে না ; “যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য” (১৬।২৩)—ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ংই নব্যশিক্ষিতগণের এই বিষয় ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। বুদ্ধির ত্রিবিধ ভেদবিষয়ক (১৮ অঃ। ৩০-৩২) বিচারের আলোচনা করিলে কর্মের কর্তব্যবাসম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইতে পারে।

“গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে গৌণীভক্তি (কর্মযোগ), দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তির উদয় বা উপাসনা (ভক্তিযোগ), এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে পরাভক্তি (জ্ঞানযোগ) বিবৃত হইয়াছে।’

“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”। ১৮।৬৬।

সর্বতোভাবে এই ভগবচ্ছরণাগতিই গীতার প্রত্যেক শ্লোকে ও প্রত্যেক শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভগবন্তের হৃদয়ে ঐশী “শক্তি” সঞ্চার করিতেছে।

১৮

১৮

১ম অধ্যায়—বিষাদযোগ—অবিবেক বশতঃ কর্মে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি বিষাদেই পরিণত হয়। মনুষ্য প্রবৃত্তি-পরিচালিত হইয়া কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। এই-জন্ম হর্ষোধনের সমরপ্রবৃত্তি ও বিষময় ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। রাজ্যলাভার্থ যুদ্ধোত্তম প্রথমে অর্জুনকেও বিষাদযুক্ত করিল। আত্মীয়স্বজন-বধের জন্ম কুলক্ষয়াদির চিন্তায় অর্জুনের চিত্ত বিকল হইয়াছিল। অবিবেকই এইরূপ বিষাদের একমাত্র কারণ ; কিন্তু শেষে ভগবচ্ছরণাগত অর্জুনের বিষাদ শোক-মোহ-নাশের হেতু হইল বলিয়া ভগবৎকৃপায় অর্জুনের রাজ্যলাভ কামনার পরিবর্তে ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্যবুদ্ধির উদয় হইল, তজ্জন্ম অর্জুনের বিষাদ চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত নিকামকর্মের সূদৃঢ়ভিত্তিস্থানীয় হইয়া গৌণীভক্তি-রূপ কর্মযোগের সূচনা করিয়াছে। বিষাদবশতঃ অর্জুন প্রথমে চিত্তবিক্ষেপকর সকাম-কর্ম করিতে বিরত হইয়াছিলেন। সুতরাং চিত্তনিবৃত্তিরূপ যোগলক্ষণও উহার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় উহা কেবল সামান্য মাত্র চিত্ত-নিরোধের কারণ না হইয়া নিকাম-কর্মদ্বারা চিত্তের পরম শাস্তি—ভগবচ্ছরণাগতি—লাভের উপায়-স্বরূপ হইল ; এইজন্ম গীতায় অর্জুনের বিষাদও যোগ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

২য় অধ্যায়—সাংখ্যযোগ—কর্ম আরম্ভের পূর্বেই তাহার লক্ষ্য নির্ণয় করা আবশ্যক। বিবেক-বিচারপূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত না হইলে তাহাতে কেবল ক্লেশই হইয়া থাকে। এই জন্ম গীতার সূত্রস্বরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য নির্ণীত হইয়াছে। “অশৌচানবশোচস্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে” (২।১১)—এই শ্লোকোক্তি গীতাশাস্ত্রের বীজরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মজ্ঞানলাভে শোক-মোহ বিদূরিত হয়। এই জন্ম আত্মা যে নিত্য, নিলিপ্ত ও অবধ্য তাহা ভগবান্ প্রথমে প্রতিপাদন-

পূর্বক তদর্থ কর্মে উৎসাহ দান করিলেন। সংক্ষেপে আত্মার অকর্তৃত্ব এবং স্বধর্ম-পালনে নির্দোষতাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সকাম ও নিকাম ব্যক্তির কর্মপ্রবৃত্তির পার্থক্য দ্বারা সকাম ব্যক্তির বুদ্ধি অস্থির, এবং নিকাম ব্যক্তির বুদ্ধি নিশ্চল, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। নিকাম কর্ম করিতে করিতে চিত্তের চাক্ষুশ্য নষ্ট হইলে স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরই কর্মসাধন সার্থক, কেননা তিনি অন্তরে পরমাত্মস্বরূপ লাভ করিয়া বিষয়বাসনা-বিহীন হইয়া থাকেন। সকাম কর্মী অ-যোগী; কিন্তু নিকাম পুরুষ যোগের কৌশলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের শান্তি লাভ করেন। এইরূপে কর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিচারপূর্বক সাংখ্যযোগ উপদিষ্ট হইল।

৩য় অধ্যায়—কর্মযোগ—শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সদসদ্ বিচার দ্বারা নিকাম ভাবে কর্তব্যানুষ্ঠানপূর্বক যোগের চরম লক্ষ্য লাভ করিতে পারেন; কিন্তু যাহাদের প্রবৃত্তিবেগ প্রশমিত হয় নাই, তাঁহারা যথায়থ বিচার করিতে অসমর্থ। কেননা, অধিকারানুসারে কর্মানুষ্ঠান-পূর্বক অন্তঃকরণকে সত্ত্বগুণ-প্রধান করিতে না পারিলে প্রকৃত বিচার করিতেও কেহ সমর্থ হয়েন না। এইজন্য বিষয়াসক্ত মনে কর্মত্যাগ করিলেও যোগের ফল লাভ হয় না। আসক্তিহীন কর্মীই প্রকৃত যোগী। ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ নিজ প্রকৃতির অনুকূল কর্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রবৃত্তির বেগ স্বতঃই সংবত হইয়া আইসে। কর্মফলের কামনা থাকিলেই কর্তৃত্ববোধ হেতু কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু কামনা ত্যাগ করিলে কর্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ, এবং যোগের ফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণই কর্মের কারণ, ইহা নিশ্চয়পূর্বক যিনি নিজকে অকর্তা জানিয়া ঈশ্বরার্থ স্বধর্মপালনরূপ কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই ভগবচ্ছরণাগতের কর্ম “যোগ” বলিয়া অভিহিত হয়। কামনাই পাপ প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া অন্তরস্থ আত্মস্বরূপ ভগবানে মনো-নিবেশ-পূর্বক কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে কামনা নাশ হইয়া যায়। নিকাম ভাবে শুভকর্ম করিতে থাকিলে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ফললাভ ত হইবেই, অধিকন্তু অনুষ্ঠাতা উহাতে যোগের ফল ও ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করিবেন।

৪র্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ—বিচারপূর্বক নিকাম-কর্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্ম যে সনাতন যোগক্রম প্রচলিত রহিয়াছে, সত্বপদেষ্টার অভাবে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য লোকে বিস্মৃত হইয়া যায়, এইজন্য ভগবান আবার তাহা সর্বমুখ্যের হিতার্থ অজুঁনকে উপদেশ করিলেন। প্রকৃতির গুণ-কর্ম ভেদে সকল জীবই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মনুষ্যও প্রকৃতির গুণানুসারে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যোগের কৌশল সহ, অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধির উদ্দেশ্যে স্ব স্ব প্রকৃতির অনুকূলে কর্ম করিতে পারিলেই সুফল লাভ হয়; কিন্তু কর্মানুষ্ঠানকালে কর্মের উদ্দেশ্য বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে ক্রুরূপে বিহিত কর্মই বিকুরে (নিষিদ্ধ কর্মে) পরিণত হয়, এবং স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম আত্মার অকর্তৃত্ব জ্ঞানসহ অনুষ্ঠিত হইলে ক্রুরূপে অকর্মের (কর্ম-সন্ন্যাসের) ফলদানে সমর্থ হয়, তাহা সহজে ধারণা হইতে পারে না। এইজন্য কেবল কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা বিচার-পূর্বক

কৰ্মানুষ্ঠান অধিকতর কল্যাণকর। ভগবান্ মনুষ্যের বিবিধ প্রবৃত্তির অনুরূপ দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের (কর্মের) উপদেশ করিয়া জ্ঞানযোগের (চিত্তশুদ্ধার্থ বিচারপূর্বক কর্মানুষ্ঠানের) শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিলেন। তদ্বজ্ঞ মহাপুরুষগণের উপদেশ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বিবিধ ব্রত, তপস্যা, চিত্ত-নিরোধ বা প্রাণায়ামাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাই যোগ ; কিন্তু অবিচারে অনুষ্ঠিত কর্ম “যোগের ফল”-দান—সংশয়চ্ছেদ-পূর্বক কর্মবন্ধনের বিনাশ করিতে পারিবে না। সাধুপুরুষদিগের কৃপায় শাস্ত্রের যথাযথ জ্ঞানলাভ পূর্বক অকর্তৃত্বসহ নিকাম-কর্মামুষ্ঠানেই আব্রবোধের বিকাশ হয়, তজ্জগুই জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠতা। জ্ঞানপূর্বক ভগবৎ-প্রীত্যর্থ কর্ম করিলে মনোনিবৃত্তি ও আত্মজ্ঞান-জনিত শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

৫ম অধ্যায়—সন্ন্যাসযোগ—বিচারপূর্বক কর্ম করিতে পারিলে কর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য—চিত্তশুদ্ধি ও শান্তি উভয়ই লাভ হয়, এবং কর্ম-সন্ন্যাস (কর্মফল-ত্যাগ) দ্বারা চিত্ত ভগবানের প্রতিই আকৃষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু অবিবেকপূর্বক চিত্তশুদ্ধির পূর্বে কর্ম-সন্ন্যাস (কর্ম-ত্যাগ) করিলে বিপরীত ফল মাত্র হয়, তাহাতে যোগ সিদ্ধ হয় না ; কেননা মলিনচিত্ত ব্যক্তি ভগবানে অকর্তৃত্বভাব অবধারণ করিতে না পারিয়া কেবল বাহিরে কর্ম-ত্যাগ-পূর্বক অন্তরে বিষয়কামনা দ্বারা বন্ধনদশাপ্রাপ্ত হয়। সর্বলোকমহেশ্বর ভগবান্ কে স্বরূপতঃ অকর্ত্তা জানিয়া যাঁহারা শাস্ত্রানুগত বিচারসহ তাঁহাতে একনিষ্ঠ হইয়া কর্মফল-ত্যাগে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা কর্ম-সন্ন্যাসের সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ তদুপচিত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগে অনাসক্ত ও বিষয়কামনা-পরিত্যাগে সমর্থ হইতে পারেন। প্রাণাপানাদির সংযম দ্বারা মনকে বিষয়চিন্তা শূন্য করিতে পারা যায় বটে ; কিন্তু কর্মফল-সন্ন্যাসে তাহা অতি সহজে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইজগু কর্ম-সন্ন্যাসও যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত-নিরোধ করিতে হইলে কাম-ক্রোধাদির বেগ-সংযমে পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু যিনি ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ-পূর্বক কর্মসন্ন্যাস-যোগের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে কাম-ক্রোধাদির বেগ-সংবরণের অথ কোনরূপ চেষ্টাই করিতে হয় না। ভগবৎ-কৃপায় তিনি পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে ভগবান্ প্রাণায়াম অপেক্ষা সন্ন্যাস-যোগের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যানযোগ—কর্মফল-ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস বা যোগ ; কেননা, কর্মফলের সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করিতে পারিলেই যোগের ফল—ভগবন্নিষ্ঠার বিকাশ হইয়া থাকে। যোগের প্রথমাবস্থায় কর্মই অভ্যাস করিতে হয়, অবশেষে কর্ম-ত্যাগই সাধনার অঙ্গ হইয়া থাকে। কর্মফল-ত্যাগে অভ্যাস হইলে ক্রমে কর্মপ্রবৃত্তি সংযত হইয়া যায়, তখনই প্রকৃত ধ্যান সিদ্ধ হইতে পারে। ঈশ্বরার্থ নিকাম ভাবে শুভকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মন বিষয়াসক্তি-শূন্য হইতে থাকিলে ধ্যানই যোগরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ধ্যান-যোগের অঙ্গকুল, স্থান, আসন, আহার, বিহারাদির একমাত্র উদ্দেশ্য মনের নিশ্চলতা-সাধন। এইজগু ধ্যানস্থ চিত্ত নির্বাত স্থানে স্থিত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যই মনের নিশ্চলতা-সাধনে সাহায্য করিয়া থাকে। এই অধ্যায়ে যোগ-দর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তিনিরোধের প্রধান প্রধান উপায়গুলির উল্লেখ থাকিলেও ধ্যানযোগে কেবলমাত্র চিত্তনিরোধই লক্ষ্য নহে, মনকে আত্মসংস্থ করিতে বলাই ভগবানের উদ্দেশ্য। যোগদর্শনে চিত্তনিরোধেরই প্রাধান্য আছে। কিন্তু ভগবদুপদিষ্ট ধ্যানযোগে মনের আত্ম-চৈতন্যে অবিচ্ছিন্ন স্থিতি—অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতার পরম সুখই একমাত্র লক্ষ্য। চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগে অকৃতকার্য হইলে জন্মান্তরের আশঙ্কা আছে, কিন্তু আত্মস্থ ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়া ধ্যানযোগের অভ্যাস করিলে সাধকের ব্রহ্মলোকে গতি ও ক্রমমুক্তি লাভ হইয়া থাকে; কেননা, চিত্তনিরোধ মাত্র তাঁহার লক্ষ্য নহে, ভগবানে স্থিতিলাভই তাঁহার ধ্যানের লক্ষ্য। এইজন্য আত্মধ্যানও যোগরূপে বর্ণিত হইল।

—প্রথম ঘটক—

ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মই যোগের—ভগবৎসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির—প্রথম সোপান, এইজন্য প্রথম ঘটকে কৰ্ম্মযোগের বিবিধ ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। (১) বিষাদেই ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হয়, (২) সাংখ্যজ্ঞানে (বিবেকবিচারে অর্থাৎ আত্মানাত্মবিচারে) কর্তব্যের নিশ্চয় হয়, (৩) শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মই চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তির দৃঢ়তা সম্পাদন করে, (৪) উহাই আবার বিচার-পূর্বক করিতে পারিলে কৰ্ম্মে নিকামতা ও ঈশ্বরে কৰ্ম্মফল-সমর্পণ করিবার শক্তি জন্মে, (৫) ক্রমে কৰ্ম্মসম্মাস (কৰ্ম্মফলত্যাগ) দ্বারা চিত্ত শান্ত হইলে, (৬) আত্মসংস্থ হইবার জন্য ধ্যানযোগের অধিকার লাভ হইয়া থাকে।

গীতার প্রথম ঘটকে উপদিষ্ট যোগের (ঈশ্বরার্থ নিকাম-কৰ্ম্মের) অভ্যাস করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। এইরূপে ‘ত্বং’ পদার্থের বিবেক—অর্থাৎ ধ্যানযোগের অভ্যাসে দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার (আত্মচৈতন্যের) অস্তিত্বের নিশ্চয় হইয়া থাকে।

৭ম অধ্যায়—বিজ্ঞানযোগ—ভগবানের পরমার্থস্বরূপের বিশেষ জ্ঞানদ্বারাই তাঁহাকে-লাভ করা যায়। এই জন্য তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানও যোগ বলিয়া উক্ত হইল। ভগবান্ মায়া প্রকৃতির প্রভাবে জগতে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। প্রকৃতির ত্রিগুণে মোহিত হইয়া জীবগণ জগতের আশ্রয়-স্বরূপ ভগবান্কে জানিতে পারিতেছে না। একমাত্র তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলেই মায়ামুক্ত হইতে পারা যায়। ভক্তিদ্বারাই ভগবান্কে লাভ করা সুসাধ্য, নতুবা আসুরপ্রকৃতি পুরুষ তাঁহাকে কোন ক্রমেই অবগত হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধির তারতম্যে ভক্তিরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এইজন্য ভগবদ্ভক্তিগণ আত্মাদিভেদে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে জ্ঞানি-ভক্তই জন্মজন্মান্তরের স্মৃতিবলে ভগবানে একনিষ্ঠা লাভ করেন। জ্ঞানিভক্ত ভগবানের এবং ভগবান্ জ্ঞানিভক্তের পরম প্রিয়; প্রেম ও জ্ঞানের পার্থক্য নাই—প্রিয়জনের বিশেষ জ্ঞান (বিজ্ঞান) না থাকিলে প্রেমের দৃঢ়তা হয় না। অজ্ঞানিগণ ভগবানের স্বরূপ ধারণা করিতে অসমর্থ, এইজন্য তাহারা কামনাপূর্বক তাঁহাকে বিভিন্নভাবে উপাসনা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল মাত্র পাইয়া থাকে। সাকাম ব্যক্তিগণ

যোগমায়া-প্রভাবে ভগবানের মহিমা জানিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানিগণ ভক্তিদ্বারা ভগবান্কে অবগত এবং তদীয় স্বরূপে সমাহিত হইয়া নিত্য সুখ লাভ করেন।

৮ম অধ্যায়—অক্ষরব্রহ্মযোগ—বিজ্ঞান-দ্বারা অক্ষর (অর্থাৎ নির্বিকার) ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব (সর্বময়ত্ব) নিশ্চয় হইলে তাঁহাকে অহরহঃ অধিষ্ঠ্যরূপে উপাসনা করিতে করিতে অন্তিম সময়ে তাঁহার অক্ষর স্বরূপেই স্থিতি লাভ হয়। প্রাণ ও মনোনিরোধের অভ্যাস সহ প্রণব স্মরণপূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেও ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি অনন্যভক্তিসহ একমাত্র ভগবান্কে চিরদিন কামনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎ-স্বরূপতা লাভ করেন, তাঁহাকে আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপ ভক্তিসহ ভগবানে নিত্য তন্ময়তাই অক্ষর ব্রহ্মচৈতন্যে নিত্য স্থিতির সুগম উপায়। এইজন্ত কেবলমাত্র প্রাণ ও মনোনিরোধের চেষ্টা অপেক্ষা দ্বৈত ভক্তিসহ ভগবদুপাসনাই শ্রেষ্ঠ যোগ।

ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু ভগবানের স্বরূপ লাভ হইলে আর সে আশঙ্কা নাই। প্রাণায়ামাদি যোগে অকৃতকার্য ব্যক্তির ব্রহ্মলোকে গতি হইলেও জন্মান্তরের সম্ভাবনা থাকে। ব্রহ্মলোকে কোটীকল্পের অবস্থানও অনন্তকালের তুলনায় অত্যন্ত মাত্র। মায়ারচিত ব্রহ্মলোকও অনিত্য ; কিন্তু অনন্তভক্তিসহ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনায় সর্বকারণের কারণ ভগবানের বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হইয়া থাকে। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি পুণ্যকার্য্য সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে পিতৃযান-মার্গ দ্বারা স্বর্গাদি লোকে গতি হয়, এবং ব্রহ্মযোগের অভ্যাসে দেবযান-মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকেই গতি হইয়া থাকে। এইজন্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় ক্রমশঃ ব্রহ্মের নিগুণ স্বরূপে নিত্য স্থিতি লাভ হয়।

৯ম অধ্যায়—রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ—ভগবানে ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। এইজন্ত অনন্তভক্তিই রাজবিদ্যা, এবং ভক্তির উপদেশই গুহ্যাতিগুহ্য বলিয়া উহা রাজগুহ্য। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ভক্তিযোগই সুগম, কেননা প্রিয়তমের প্রতি লক্ষ্য স্থির থাকিলে চিন্তাবিক্ষেপ স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইজন্ত ভক্তিই “যোগ” বলিয়া উহা রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থমাত্রই ভগবানের মায়িক বিকাশ মাত্র। দৈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। যজ্ঞ ও মন্ত্রাদি, কর্ত্তা ও করণ, উৎপত্তি ও প্রলয়, অমৃত ও মৃত্যু, সৎ ও অসৎ সমস্তই ভগবান্—এইরূপ সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টির দৃঢ়তা হইলে দৈশ্বরে একনিষ্ঠার উদয় হয়। সাধকগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে অভিন্নভাবে, কেহ স্বতন্ত্রভাবে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। ভক্ত প্রেমের আবেশে পত্রপুষ্পাদি যে পূজোপহারই প্রদান করেন, তাহাই ভগবানের অতি প্রিয়। ভগবদ্ভক্তের জীবনধারণের জন্তও চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না। শ্রদ্ধাসহ যে কোন দেবতার পূজা এবং সকাম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেও ভগবানের কৃপায় শুভফল ও স্বর্গাদি লাভ হয় বটে ; কিন্তু তাহাতে পুনর্জন্মাদির নিবৃত্তি হয় না। আর একমাত্র ভগবানেই লম্বস্ত কৰ্ত্তব্যকর্ম্মের ফল অর্পণ-পূর্বক তাঁহাকেই অনন্তভাবে উপাসনা করিলে সমস্ত

কামনারই ক্ষয় হইয়া যায়। কেবল তাঁহারই চিন্তায়, তাঁহারই ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাকেই পূজা ও নমস্কার করিলে তাঁহাতে তন্ময়তা বশতঃ তাঁহাকেই লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। এইরূপ প্রেমের পূজায় স্ত্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বা ক্ষত্রিয় সকলেরই সমান অধিকার। ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই, ভগবানের শরণাগত যিনি, তিনিই নিত্যশান্তি লাভ করেন। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অনন্যভক্তিই রাজবিদ্যাযোগ।

১০ম অধ্যায়—বিভূতিযোগ—ভগবানের অনন্তভাবের কোন একটিতেও মনোনিবেশ করিতে পারিলে চিত্তচাক্ষু্য সহজে বিদূরিত হয়। এইজন্য ভগবান্ সংক্ষেপে শত বিভূতিমাত্রের উল্লেখপূর্ব্বক চিত্তশান্তির উপায় নির্দেশ করিয়া দিলেন। আন্তর বা বাহ্য যে কোন ভাবেই মন নিরুদ্ধ হইয়া ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইতে পারে। এইজন্য বুদ্ধি, জ্ঞান সত্য, শম, স্মৃতি, মেধা, ক্রমা, মৌন, চেতনা প্রভৃতি আন্তর ভাব, এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বিবিধ জীব, স্বাবর ও জঙ্গম পদার্থ, দেবতা, ঋষি, বেদাদি বিদ্যা ও মন্ত্রাদি ভগবদ্বিভূতি-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবদ্বিভূতি-বিষয়ক জ্ঞানে সাধকের চিত্ত ভগবানের ভাবমাগরে স্বতঃই নিমগ্ন হয় বলিয়া বিভূতিজ্ঞান “যোগে”র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অর্জুনও সর্বত্র অন্তরে ও বাহিরে ভগবদ্ভাব-চিত্তনের জন্যই ভগবদ্বিভূতি-শ্রবণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ভগবদ্বিভূতি-জ্ঞানে সাধক সর্ব পদার্থে ভগবানের বিকাশ দেখিয়া ভগবদ্ভাবেই আবিষ্ট হইলেন। সাধকেরা সর্বাবস্থায় তাঁহারই মহিমা কীর্তন-পূর্ব্বক শান্তিলাভ করেন। এইরূপ তন্ময়চিত্ত সাধকগণই প্রেমের দ্বারা ভগবান্কে স্বরূপতঃ প্রাপ্ত হইলেন, এবং ভগবান্ রূপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগের অন্তরেই আত্মপ্রকাশ করেন। অনন্ত জগদ্বিকাশ ভগবানের অগীম মহিমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র বলিয়া ধারণা হইলে ভক্ত সাধক বিভূতিযোগে ভগবৎ-রূপা লাভ করিয়া থাকেন।

১১শ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শনযোগ—অর্জুন ভগবানের মুখে তাঁহার অশেষ বিভূতির বিষয় অবগত হইলেও নিজ নিশ্চয়তার জন্য ভগবানের সগুণ রূপে বিশ্ববিকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইবার আশায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ও তাঁহাকে রূপাপূর্ব্বক মায়িক বিশ্ববিকাশের গূঢ়রহস্য বুঝাইবার জন্য দিব্যদর্শনশক্তির সঞ্চারদ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। অর্জুন ভগবানের দেবদেহে সমস্ত বিশ্বের বিকাশ দেখিলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, দেব দানব, মানব, মহর্ষি, সিদ্ধপুরুষ ও সর্বভূতের সমাবেশ এবং ভগবানের অনন্ত মুখ, নয়ন, আয়ুধ ও আভরণাদির অত্যাশ্চর্য প্রভা সমস্তই অর্জুনের দিব্যদৃষ্টিতে প্রকাশিত হইল। ভগবান্কেই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়ের আশ্রয় দেখিয়া অর্জুনের জগদ্বিষয়ক ভ্রম বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি ভগবানের মহামহিমময় সর্বতোব্যাপী ভয়ঙ্কর অত্যাশ্চর্য মহাকালস্বরূপ দর্শনে নিজ কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্কেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ জানিয়া বিস্মিত ও বিস্মলচিত্তে তাঁহার শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ অনন্যভক্তকে একনিষ্ঠ করিবার নিমিত্তই এইরূপে রূপা প্রকাশ

করিয়া থাকেন। ভগবান্ ব্যতীত বিচিত্রতাময় দৃশ্য জগতের যে আর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, সুতরাং মায়িক বিশ্বের সমস্ত দৃশ্যই ভগবানের বিভূতি—জগৎ ব্রহ্মময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানেরই মায়িক বিকাশ, ইহাই অর্জুনের নিশ্চয় হইল। এইরূপ বিশ্বরূপদর্শনযোগে সাধকের সর্বত্র— অন্তরে ও বাহিরে—ভগবদ্ভাবের ধারণা সুদৃঢ় হইয়া থাকে। জগতে ভগবানের নিত্যসত্তা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নাই, ইহা নিশ্চয় হয় বলিয়া বিশ্বরূপদর্শনে যোগের ফল—অনন্তশরণাগতি—সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১২শ অধ্যায়—ভক্তিয়োগ—সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মের বিকাশ, এইরূপ নিশ্চয় হইলে সগুণ ব্রহ্মের যে কোন রূপে বা যে কোন ভাবেই সাধকের চিত্ত নিশ্চল হইতে পারে। বিশেষতঃ যে পর্য্যন্ত দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত না হয়, তদবধি সগুণোপাসনাতেই শান্তির সম্ভাবনা। অনন্যভক্তি লাভের জন্য ভক্ত সাধক শ্রদ্ধাসহ বাহ্য পূজাদি, ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরে কৰ্ম্মফল-সমর্পণাদি যাহা কিছু করিবেন, তাহাতেই শান্তিলাভ হইবে, কেননা ভগবানে অনন্যতা লাভই তাঁহার লক্ষ্য। কৰ্ম্মানুষ্ঠান, জ্ঞানাত্যাস ও ধ্যান-সাধনাপেক্ষা কৰ্ম্মফলত্যাগরূপ (বাসনাক্ষয়) সাধনাতেই বিশেষ শান্তি লাভ হয়।

সর্বজীবে মৈত্রীভাব ও করুণা, সন্তোষ, শুচিতা, শোক, আকাঙ্ক্ষা ও শুভাশুভের পরিত্যাগ এবং শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, সুখ-দুঃখ ও নিন্দা-স্তুতিতে সমভাব প্রভৃতি ৪০টা মানসিক সংযমই ভক্তিয়োগের সাধনা। এইরূপ অভ্যাসেই মন বাসনাবজ্জিত হইয়া অনন্যভাবে ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপে স্থিতি ও শান্তি লাভ করে। ভগবানের প্রিয় হইতে হইলে—তাঁহাকে প্রিয়তমভাবে—অভিন্ন আত্মসত্তায় পাইতে হইলে, ভক্তিয়োগের অভ্যাসই উৎকৃষ্ট। ভগবানে অনন্ততাই ভক্তিয়োগ—উহাই পরব্রহ্মের চিন্ময় “তৎ”-স্বরূপ সাক্ষাৎ করিবার—তাঁহাতে তন্ময় হইবার—অব্যর্থ উপায়। ‘স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে’—আত্মার চিন্ময়স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তিয়োগ।

দ্বিতীয় ঘটক

(৭) বিজ্ঞানযোগ দ্বারা জগতে ভগবৎসত্তার বিশেষ জ্ঞান লাভে, (৮) অক্ষরব্রহ্মযোগে পরব্রহ্মের নিত্যসত্তায় স্থিতির উপায় লাভে, (৯) রাজবিদ্যায়োগে অনন্ত-ভক্তিসহ ভগবানে আত্মসমর্পণ দ্বারা, (১০) বিভূতিযোগে জগন্ময় ভগবানের অশেষ বিভূতি স্মরণপূর্ব্বক একনিষ্ঠাবশতঃ, (১১) বিশ্বরূপদর্শনযোগে ভগবৎসত্তাতেই সমস্ত বিশ্বের নিত্যস্থিতি নিশ্চয়পূর্ব্বক, এবং (১২) ভক্তিয়োগের অভ্যাসে মুমুক্শু সাধক অনন্তশরণাগত হইয়া ভগবানের নিত্যশুদ্ধ “তৎ”-স্বরূপ লাভে কৃতার্থ হয়েন।

১৩শ অধ্যায়—প্রকৃতি-পুরুষবিবেক-যোগ—দিব্যদৃষ্টিতে সমস্তই একমাত্র পরব্রহ্মের সত্তায় পরিপূর্ণ হইলেও ব্যুথিত অবস্থায় প্রকৃতি ও পুরুষের, জড় ও চেতনের পার্থক্য অনুভূত হয়। দৃশ্য জগৎ ও পঞ্চভূতাত্মক ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরাদি সমস্ত ক্ষেত্রই প্রকৃতির বিবিধ বিকার, এবং চেতন আত্মাই ক্ষেত্রজরূপে সর্বত্র বিद्यমান পরব্রহ্মের বিশেষ

বিশেষ বিকাশ। সদস্যের অতীত ভগবান্ এক হইয়াও অনেক, এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ—এই বিবেকজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অহিংসা, বৈরাগ্য, অনাসক্তি ও অনন্য ভক্তিরূপ বিংশতি সাধনের অভ্যাস করিতে হয়। প্রকৃতি-পুরুষের মায়িক সংযোগেই স্থাবর জন্মরূপ দৃশ্যজগতের বিকাশ হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিক্ষিপ্তচিত্তে বিভিন্ন বোধ হইলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন, কেননা একমাত্র পরমাত্মাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে—প্রকাশিত হইয়াছেন। এই প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত ধ্যান, আত্মানুবিচার, কর্ম ও উপাসনাদির অনুষ্ঠান করা আবশ্যিক। পরমাত্মস্বরূপের নিশ্চয় হইলে প্রকৃত পুরুষের মিথ্যাসংযোগজ্ঞান বা ভেদদৃষ্টি তিরোহিত হয়, এবং শরীরস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা যে অকর্ত্তা ও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এইরূপ বোধের দৃঢ়তা হয়। তাহাতেই কৈবল্যলাভ ও পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পরমাত্মারই মায়িক বিকাশরূপে নিশ্চয় হয় বলিয়া উহা ‘দ্বম্’ ও ‘তৎ’ স্বরূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক যোগ, বা প্রেমের পূর্ণতায় জীব-ব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ অভিন্ন ভাব বিকাশের উপায়-স্বরূপ।

১৪শ অধ্যায়—গুণত্রয়বিভাগযোগ—জীব-ব্রহ্মের অভেদ ভাব সাধনের জন্য-ত্রিগুণ বিষয়ক জ্ঞান অত্যাৱশ্যক। গুণত্রয়ের বিভাগ ও বিকাশেই জীব ও জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা গুণাতীত ও অকর্ত্তা, এইরূপ সিদ্ধান্ত লাভের নিমিত্ত গুণত্রয়-বিভাগও যোগের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

ব্রহ্মের মায়িক বিকাশের প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করিতেছে; কিন্তু ত্রিগুণের ক্রিয়ায় বিষয়জ্ঞান, কর্মপ্রবৃত্তি ও মোহের বিকাশ হইলে—সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞানের প্রভাব বশতঃ নিলিপ্ত আত্মা আচ্ছন্ন হইলে—জীবের বন্ধন হয়, এবং আত্মায় ত্রিগুণক্রিয়ার সংস্কার আরোপিত হয় বলিয়াই জীবের স্বর্গ-নরকাদিতে গতি ও মনুষ্যালোকে জন্ম হইয়া থাকে। এইজন্য গুণত্রয়ের কর্তৃত্ব অবগত হইয়া যিনি আত্মাকে সदैব অকর্ত্তা বলিয়া নিশ্চয় করেন, এবং কার্যকালে উদাসীন ও সর্বাবস্থায় সমভাবে অবস্থিত থাকেন, সেই গুণাতীত পুরুষই জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, এবং তাঁহারই যোগসিদ্ধি—ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়। অনন্যভক্তিযোগে—ভগবৎ-প্রেমে আপনার অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়া তন্ময়তা লাভই গুণত্রয়বিভাগ-রূপ যোগ-সাধনের সুগম পথ।

১৫শ অধ্যায়—পুরুষোত্তমযোগ—ভক্তিভাবে ভগবানের চিন্ময় “তৎ”-স্বরূপ লাভ করাই গীতার্থের সার। পরমাত্মস্বরূপই স্বমহিমায় মায়াপ্রভাবে উর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। মায়া-প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ প্রভাবেই সৃষ্টি-প্রলয়াদি এবং জীবের দেহ-ধারণ ও বিবিধ ভোগ সাধিত হইতেছে। জ্ঞানচক্ষুঃ যোগিগণই এই রহস্য ভেদে সমর্থ। সূর্য-চন্দ্রাদির তেজ, পৃথিবীর শক্তি, ওষধির রস, প্রাণিদেহের প্রাণাপানাদি সমস্তই পরমাত্মার প্রকাশ। কার্য্য-রূপ ক্ষর এবং কারণ-রূপ অক্ষর মায়া—তাঁহারই বিবিধ বিকাশ। তিনি পরমাত্মস্বরূপে অব্যয়, তিনিই তাঁহার পরম ধাম, তাঁহাকে লাভ করিলেই

পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধক অনন্য-শরণাগত হইয়া অনাসক্তচিত্তে নিকাম-ভাবে তাঁহার স্বরূপ-চিন্তা-পরায়ণ হইলে সর্বাস্তরাত্না ভগবান্কে পুরুষোত্তম-রূপে লাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের পুরুষোত্তম স্বরূপই নিত্য সিদ্ধ, এবং প্রেমের অভিন্নভাবে আত্মরূপে উপাসনা করিলেই তাঁহার চিন্ময় “তৎ”-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই পুরুষোত্তম-যোগই সংসাররূপ অশ্বখ ছেদনের অমোঘ অস্ত্র, এবং ভগবানের পরমাত্মস্বরূপে নিত্য শান্তি লাভের একমাত্র উপায়।

১৬শ-অধ্যায় দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ—দেহাত্মবুদ্ধি তিরোহিত না হইলে পুরুষোত্তমপদে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। স্কুল-স্কল্লাদি দেহে আত্মাভিমানই জীবকে আত্মস্বরূপ-দর্শনে বাধা দেয়। জীবের স্বীয় চিন্ময় সত্তার নিশ্চয় না হইলে ভগবান্কে আত্মস্বরূপে—অভিন্নভাবে—প্রকৃত প্রেমের সহিত উপাসনা করিবার সামর্থ্য জন্মে না। এইজন্য রজস্তমোগুণ অভিভব-পূর্বক সত্ত্বগুণ বিকাশের চেষ্টা করাই আবশ্যক। দৈব-প্রকৃতি-মনুষ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হেতু, অভয়, জ্ঞান, স্বাধায়, আর্জব, দান, দম, দয়া অহিংসা, সত্য, শান্তি, ধৃতি, শৌচাদি ষড়্বিংশতি শুভ গুণের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং রজস্তমঃপ্রধান আসুর জীবে দম্ব, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানাদি স্বতঃই প্রকাশিত হয়। দেবতাবাপন্ন মনুষ্যাগণই নিবৃত্তিধর্মের অনুষ্ঠান-পূর্বক চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানযোগের অধিকারী হইয়া মুক্তি—ভগবৎস্বরূপতা—লাভ করেন, এবং আসুর পুরুষগণ অসৎ কর্মের দ্বারা বন্ধনদশা—অধোগতি মাত্র—প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ ২য়, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ অধ্যায়েও দৈবী-সম্পদের বিষয় বিশেষরূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে ভগবান্ আসুরতাব-নিবৃত্তির নিমিত্তই আসুরিক অনুষ্ঠান—অধর্ম, অসত্য, অবিশ্বাস, অসংযম, অশুদ্ধিতা, দম্ব, মদ, নাস্তিকতা, অত্যাশুপূর্বক অর্থ-সঞ্চয়, অনর্থক পরাক্রম-প্রকাশ, ভোগ, ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ততা, ধন ও মানের জন্য যাগ-যজ্ঞাদির দোষ উল্লেখ করিলেন। আসুরিক অনুষ্ঠানে নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম, ক্রোধ ও লোভেরই বৃদ্ধি হয়। এইজন্য শাস্ত্রানুসারে সাত্ত্বিক ধর্মের অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিলে ঐহিক সুখ ও স্বর্গ, অথবা চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষ লাভ হয় না। দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ-পূর্বক আসুরী প্রবৃত্তি ত্যাগ ও দৈবী-সম্পৎ লাভে চেষ্টা করিলে ভগবানের শরণাগতি লাভ হয়, এবং তাঁহার জ্ঞানস্বরূপে স্থিতি বশতঃ শান্তি-সুখের বিকাশ হয় বলিয়া দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগের ফল দান করিয়া থাকে।

১৭শ অধ্যায়-শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ—জীবনের প্রত্যেক কর্মপ্রবৃত্তিই সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ হইতে পারে। এইজন্যই ভগবানের “তৎ”-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক কার্য্যই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার বিকাশে দেবাদের পূজায় প্রবৃত্তি হয়, এবং রাজসিকী ও তামসিকী শ্রদ্ধা মনুষ্যকে রাক্ষস ও ভূত-প্রেতের পূজায় প্রবৃত্ত করে। রজস্তমোগুণে অভিভূত আসুর পুরুষগণ বিবেক-বর্জিত ও কামরাগ-যুক্ত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান-পূর্বক দেহ ও আত্মার ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকে।

সাত্ত্বিক স্পৃহা আহার, নিকাম সাত্ত্বিক যজ্ঞ, শরীর, বাক্য ও মনের সংযমরূপ শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায় ও মৌনাদি সাত্ত্বিক তপস্তা এবং কর্তব্যবোধে যোগ্য পাত্রের সাত্ত্বিক দান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান-বৈরাগ্যের বিকাশ ও ভগবানের শরণাগত হইবার শক্তি লাভ হয়। এই সমস্ত শুভ কার্য্যই ভগবানের নিত্য সত্য জ্ঞানস্বরূপের স্মরণার্থ “ওঁ তৎ সৎ” এই নামত্রয় ব্যবহারের বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে ঈশ্বর-প্রীতি লাভ করিতে পারিলে তাঁহার “তৎ”-স্বরূপে নিত্য-স্থিতি-সিদ্ধি হয়।

রজস্তমোগুণবর্দ্ধক অশুভ আহার, সাকাম ও বিধি বর্জিত যজ্ঞ, দস্তাদিযুক্ত ও ক্লেশকর তপস্তা, প্রত্যাশার আশায় ও অবজ্ঞাপূর্ব্বক দান করিলে অসৎ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা ইহলোকে বা পরলোকে কোন শুভ ফলই দান করিতে পারে না। এইজন্য রাজসিক ও তামসিক প্রদ্বায়িত কার্য্যের ভগবৎ-কৃপা লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভগবানের চৈতন্যস্বরূপে আত্মশান্তি লাভ করিতে হইলে রাজসিকী ও তামসিকী শ্রদ্ধা ত্যাগপূর্ব্বক সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার অন্বেষণ হইতে হয়। শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগপূর্ব্বক সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা-যোগে অনন্যভক্তি সহ ভগবানে অভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় বলিয়া শ্রদ্ধাত্রয়ের বিভাগও জ্ঞানযোগের অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাই ভগবদুক্ত যোগের কোশল।

১৮শ অধ্যায়—মোক্ষযোগ—সম্যক্ প্রকারে বিষয়-বাসনা-ত্যাগই সন্ন্যাস, এবং একমাত্র ভগবৎ-প্রেমেই সন্ন্যাসের শান্তি লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধ চিত্তেই বৈরাগ্য ও প্রেমের সঞ্চার হয়। এইজন্য ফলত্যাগ-পূর্ব্বক ঈশ্বরার্থ যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্তব্য। মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগ তামসিক, এবং ক্লেশভয়ে কর্ম্মত্যাগ রাজসিক, আর ফলকামনা-ত্যাগপূর্ব্বক কর্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কর্ম্মে রাগদ্বেষ-হীন পুরুষই প্রকৃত ত্যাগী বা সন্ন্যাসী। সাকাম ব্যক্তির ন্যায় কর্ম্মফল-ত্যাগী পুরুষকে দেহান্তে অনিষ্ট, ইষ্ট অথবা ইষ্টানিষ্ট মিশ্রিত ফল ভোগ করিতে হয় না, তিনি কর্ম্মফল-ত্যাগ বশতঃ, চিত্তশুদ্ধিই লাভ করেন। তিনি বেদান্তসিদ্ধান্ত-নির্দিষ্ট শরীর, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় প্রাণাদির চেষ্টা ও দৈবকেই কর্ম্মের কারণ জানিয়া আত্মায় কর্তৃত্বারোপ করেন না, সুতরাং কর্ম্মে কর্তৃত্বাভিমানের অভাববশতঃ তাঁহাকে কর্ম্মের ফল-ভাগী হইতে হয় না। এইরূপ সম্যগ্-দর্শন দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ বিবেক প্রভাবে সন্ন্যাসের ফল—মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়েন।

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান, নিকাম-কর্ম্ম, এবং নিকাম-কর্ত্তাই সাত্ত্বিক। নিষ্কলিত অন্বেষণে বুদ্ধি, মনোনিরোধে সমর্থ ধৃতি এবং আত্মানুকূল সুখই সাত্ত্বিক। রাজসিক ও তামসিক জ্ঞান ও কর্ম্ম, দুঃখ ও মোহকর; রাজসিক ও তামসিক কর্ত্তা আসক্ত ও বিবেকহীন; রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধি ও ধৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানে অসমর্থ ও বিষয়সেবা-রতা; রাজসিক ও তামসিক সুখ বিষতুল্য, কেবলই ক্লেশকর; সুতরাং রাজসিক ও তামসিক জ্ঞান ও কর্ম্মাদির ত্যাগেই সাত্ত্বিক শুভগুণের—মোক্ষানুকূল কর্ম্মফলের—সন্ন্যাসের শক্তি লাভ হইতে পারে। চতুর্বর্ণের স্ত্রী-পুরুষই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ সাত্ত্বিক ভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য

হইয়া জ্ঞান, কৰ্ম্ম, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখের অনুকরণ করিলেই ভগবানের রূপা-লাভে কৃতকৃত্য হইতে পারেন। স্বভাবজ কৰ্ম্ম নিকামভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সাত্ত্বিক ভাব ও ভক্তি-বৈরাগ্যের বুদ্ধি হইতে থাকে।

স্বধৰ্ম্মপরায়াণ মানব নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কৰ্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত বুদ্ধির বিশুদ্ধতা, রাগদ্বेषাদির ত্যাগ, একান্তবাস, শরীরাদির সংযম, ধ্যান, যোগ, বৈরাগ্য, অহঙ্কার পরিগ্রহাদির ত্যাগ, এবং সন্ন্যাস প্রভৃতি বিংশতি সাধনার অভ্যাসে চিন্তাশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে কৰ্ম্মসন্ন্যাস-পূৰ্ব্বক সমভাবাপন্ন ও প্রসন্নাত্ম সাধক পরাভক্তিরূপ পরমাত্মজ্ঞান লাভ করেন। শরণাগত ভক্তই ভগবৎ-রূপায় তাঁহার শাস্ত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সৰ্ব্বহৃদয়ে ভগবান্‌ই নিয়ন্তরূপে অধিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করা কর্তব্য; অন্যথা অহঙ্কার-পূৰ্ব্বক ভগবদাদেশের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিলে কল্যাণের আশা নাই। অতএব সৰ্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণেই পরম শান্তি হইয়া থাকে (১৮ অঃ। ৬২)। মমুনা, মন্তন্ত ও মদ্যাজী—এই পদত্রেয়ে ভগবান্‌ সংক্ষেপে ব্রহ্মজ্ঞান, ভগবদ্ভক্তি ও ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ইঙ্গিত করিয়া সাধনের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশের জন্য নমস্কার-পূৰ্ব্বক তাঁহায় একান্ত শরণাগতি লাভের উপদেশ দান করিলেন। ভগবানে অনন্যশরণাগতিই গীতায় সৰ্ব্বগুহ্যতি গুহ্য উপদেশ। ভক্তিসহ ভগবানের নিত্য স্বরূপে আত্মবিসৰ্জনই মোক্ষযোগ—ভগবান্‌ই ভক্তের একমাত্র আশ্রয়। অনন্যশরণাগত হইতে পারিলেই প্রেমের মধুর ভাবে—“তৎ” (ব্রহ্ম) ও “ত্বম্” (জীবাত্মা) পদার্থের লক্ষ্যার্থ চিন্ময়স্বরূপের অভিন্নতা সাধিত হয়। ইহাই সংসারের শোক-মোহ নিবারণে সমর্থ। এই জন্যই ভগবান্‌ “অহং ত্বা সৰ্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ” (১৮।৬৬)—এই শ্লোকার্দ্ধরূপিণী আশ্বাস-বাণীই গীতা-শাস্ত্রের কীলক (একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ) বলিয়া উল্লেখ-পূৰ্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশের উপসংহার করিলেন।

—তৃতীয় ষট্ ক—

(১৩) প্রকৃতি পুরুষবিবেকযোগে ‘ত্বম্’ ও ‘তৎ’ পদার্থের অভিন্নতা বিচার, (১৪) গুণত্রয়বিভাগযোগে গুণাতীত হইয়া অভিন্নতা লাভ, (১৫) পুরুষোত্তমযোগে সৰ্ব্বান্তরাত্মা পরমাত্মস্বরূপের নির্ণয়সহ সাধনা, (১৬) দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগে আত্মরিক অশুভ গুণ পরিত্যাগ-পূৰ্ব্বক ভগবানে অভিন্নতা লাভের জন্য দৈবী সম্পদ্রূপ শুভ গুণের সার্থকতা, (১৭) শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগে ঈশ্বরের আত্যন্তিক প্রীতি-লাভার্থ রাজসিকী ও তামসিকী শ্রদ্ধার অশুভ ফল, ও সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্তের যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদির কর্তব্যতা, এবং (১৮) মোক্ষযোগে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য জ্ঞান ও কৰ্ম্মাদির সাত্ত্বিকতা সাধন, বুদ্ধির বিশুদ্ধতা, ধ্যান যোগ ও সন্ন্যাস, এবং ভগবানে অনন্যশরণাগতিই পরাভক্তির—গুহ্যতিগুহ্য অদ্বৈত আত্মজ্ঞানের—একমাত্র সাধন ও শোক-মোহ-নিবারণের অব্যর্থ উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

উপনিষত্ত্ব “তত্ত্বমসি” মহাবাক্য বেদান্তশাস্ত্রে ভাগত্যাগাদিলক্ষণাযোগে বিবিধ যুক্তি-সহ বিচারিত হইয়াছে। জীবাত্মার দেহাদ্রিয়াদিরূপ অনাত্ম উপাধি এবং ঈশ্বরের বিরাট্

দেহরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎ এবং জীব ও ব্রহ্মে ভেদের কারণ অবিদ্যা ও মায়ার সম্বন্ধ বিচারপূর্বক ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ পদার্থকে শোধিত—অর্থাৎ উপাধিবর্জিত করিলে তৎ (ব্রহ্ম) ও ত্বম্ (জীব) চৈতন্যস্বরূপে অভিন্ন ইহাই স্থিরীকৃত হয়।*

শম-দম-শ্রদ্ধাদি সাধন সহ এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তের নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ গীতার তিন ষট্কে এই শ্রুতি সিদ্ধান্তকে দার্শনিক বিচার-জাল হইতে বিমুক্ত করিয়া অভ্যাস-যোগের কোশলে অনন্ত-ভক্তের বুদ্ধিস্ব করিবার উপায় উপদেশ করিয়াছেন :—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রাতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥ (গীতা—১০।১০)

যাঁহারা এইরূপে একাগ্রচিত্তে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন।

গীতার প্রথম ষট্কে (কর্মযোগে) ঈশ্বরার্থ নিকাম-কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধকের দেহাত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া দেহাতীত আত্ম-চৈতন্যের নিশ্চয় হইলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, এবং দ্বিতীয় ষট্কে (ভক্তিযোগে) উপদিষ্ট উপায়ে উপাসনা করিতে করিতে ভক্তের বিস্তৃত চিত্তে ঈশ্বরের চিন্ময় সত্ত্বাই সর্বত্র অনুভূত হয়, তখন অনন্তবিশ্বে তাঁহারই বিভূতির বিকাশ দেখিয়া ভক্ত তাঁহারই শরণাগত হইয়া থাকেন। ভক্তিমান্ সাধক দেহাত্মবুদ্ধিবর্জিত হইয়া ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের উপাসনা দ্বারা অনন্তভাবে তাঁহাতেই আত্মবিসর্জজন-পূর্বক শান্তি পাইতে পারেন, এই জ্ঞান গীতার তৃতীয় ষট্কে (জ্ঞানযোগে) জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদক বিচার ও অভ্যাস সহ অজ্ঞানকৃত শোক-মোহ উত্তীর্ণ হইবার সেই সহুপায়ী—গুণাতীত পরমাত্মার অভয়স্বরূপে অনন্তশরণাগতি—সাধনারূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

লোকপ্রসিদ্ধ সপ্ত-শ্লোকী গীতাতেও ভগবানের চিন্ময়স্বরূপের স্মরণ, তাঁহার বিশ্বব্যাপি মহিমাকীর্্তন, সংসারের অনিত্যতা-নিশ্চয়ে তাঁহারই বিভূত্ব আত্মসমর্পণ-পূর্বক তাঁহার শরণাগতিই শান্তির স্বরূপ বলিয়া গীতার ভাবার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা এই স্থানে সেই ৭টি শ্লোক গীতাভ্যাসীর নিত্য পাঠের জন্য অর্থ সহ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

*“তৎ ও ত্বম্ পদের অর্থস্থিত বিরোধী ভাগ সর্বজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতা দি ধর্ম, এবং আভাস সহিত মায়ী ও আভাস অবিদ্যা এই বাচ্যাংশ ত্যাগ পূর্বক ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ পদের চৈতন্যাংশ মাত্র লক্ষণা করিতে হইবে : অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতা দি ধর্মযুক্ত একতা বিরোধী সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে স্থিত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরই মিথ্যারূপ জানিয়া তাহাদের আধার প্রকাশক ও তাহাদের সম্বন্ধ বিরহিত শুদ্ধ, নির্বিকার, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মকেই নিজ স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে, ইহারই নাম ভাগত্যাগলক্ষণ। এতাবৎ কখন হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মাকে অথওরূপে ধারণা করিতে পারিলে আবরণ দোষ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান নামে অভিহিত। ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যে ভাগত্যাগলক্ষণ দ্বারা জীব-ব্রহ্মের একতা কথিত হইয়াছে।”

(শ্রীমৎ পরমহংস দয়ালদাস স্বামিকৃত “বিচারপ্রকাশ” গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

সপ্তশ্লোকী গীতা ।

- ১। কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮।৯ ॥
- ২। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৮।১৩ ॥
- ৩। স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বৈ নমস্তুস্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ১১।৩৬ ॥
- ৪। সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩।১৪ ॥
- ৫। উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১।৫১ ॥
- ৬। সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকুদেবদেব চাহম্ ॥ ১৫।১৫ ॥
- ৭। মনুনা ভব মন্ত্রতো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানৈ প্রিয়োহসি মে ॥ ১৮।৬৫ ॥

১। সর্বজ্ঞ অনাদি সর্বনিয়ন্তা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর সকলের বিধাতা অচিন্ত্যস্বরূপ
আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ প্রকৃতির অতীত সেই পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন ॥ ৮।৯ ॥

২। যিনি ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে (পরমেশ্বরকে)
চিন্তা করেন, সেই উপাসক দেহান্তকালে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৮।১৩ ॥

৩। অর্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্তনে সমস্ত জগৎ যে প্রহৃষ্ট
হয় ও অহুরাগ লাভ করে, রাক্ষসকুল যে ভয়ে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধ মহাত্মগণ যে
তোমাকে নমস্কার করেন—এ সমস্তই যুক্তিযুক্ত ॥ ১১।৩৬ ॥

৪। সর্বত্র তাঁহার হস্ত ও পদ, সর্বত্র তাঁহার নেত্র, শির ও মুখ, সর্বত্র তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তিনি সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ১৩।১৪ ॥

৫। এই সংসাররূপ অশ্বখ বৃক্ষের মূল উর্দ্ধদিকে ও শাখা অধোদিকে। ইহা অব্যয় ও কর্মকাণ্ডরূপ বেদ ইহার পত্র। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে বিদিত আছেন, তিনি বেদবেত্তা ॥ ১৫।১ ॥

৬। সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই জীবাণুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্মৃতি ও জ্ঞানরূপে উদ্ভিত হই, আবার সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমাদ্বারাই হইয়া থাকে। বেদ সকল দ্বারা আমিই বেদ্য, বেদান্তার্থের সম্প্রদায়প্রবর্তক অর্থাৎ লোকসকলের জ্ঞানদাতাও আমিই, এবং আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা ॥ ১৫।১৫ ॥

৭। হে অর্জুন! তুমি মগ্নতচিত্ত ও মত্ত হও। আমার জন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কেন না, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ১৮।৬৫ ॥

অবশেষে গাতার্থ-সন্দীপনী প্রণেতা পরমহংস পরিত্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয় গীতোক্ত যোগ সম্বন্ধে যেরূপ সংসিদ্ধান্তের উপদেশ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার “ধর্ম্মপ্রচারক” পত্রে (শঃ ১৮১৪, ১৫শ ভাগ, ১০ম সংখ্যায়) প্রকাশিত সেই “শ্রীকৃষ্ণ-সংকথামৃত” গীতার পাঠকগণকে উপহার দিয়া গীতাভাসের উপসংহার করিতেছি। আশা করি ইহা পাঠ করিলে ভগবৎ-কৃপায় সকলেই গীতোক্ত যোগের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন :—

শ্রীকৃষ্ণ-সংকথামৃত

(যোগাশ্রম)

একদিন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত অকস্মাৎ যোগাশ্রমে আসিয়া স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামিন্! কলিযুগে কি যোগসিদ্ধ হয়? তাই আপনি এই স্থানের নাম দিয়াছেন ‘যোগাশ্রম’? তাহাতে স্বামিজী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, “মহাশয়! আপনি স্থির হইয়া বসুন ও শ্রবণ করুন।

আপনি মহর্ষি পতঞ্জলি ও গোরক্ষনাথ আদিকে যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা বলিয়া মনে করেন, এইজন্য ‘যোগ’ বলিতে একটা ছুরুহ ব্যাপার মনে করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন। অর্জুন-সখা যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা কি মহর্ষিগণ অধিক যোগতত্ত্ববেত্তা? ভগবান্ দেবকীনন্দন যোগতত্ত্বের বন্ধুরতা মস্তণ করিয়া বক্রগতিকের সরল করিয়া, দুঃসাধ্য-তাকে সুগমতার রসে পাক করিয়া এবং কঠোরকে কোমল করিয়া জীবগণের কল্যাণ পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্রের কর্মকাণ্ড, পুরাণ-তন্ত্রাদির ভক্তি বা উপাসনাকাণ্ড এবং বেদোপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড অপূর্ব্ব কৌশল-কটাহে পাক করিয়া ভগবান্

কর্মকাণ্ডের স্থানে “কর্মযোগ”, উপাসনাকাণ্ডের স্থানে “ভক্তিযোগ” এবং জ্ঞানকাণ্ডের স্থানে “জ্ঞানযোগ” রূপ ত্রিবেণী তীর্থ রচনা করিয়া ত্রিতাপতপ্ত মানবগণের শান্তিলাভের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভগবদগীতোক্ত “যোগ” চারি যুগেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, চারি বর্ণেরই ইহাতে অধিকার আছে, চারি আশ্রমেই ইহা অল্পাধিক হইতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি “যোগশ্চিন্তাভিত্তিকনিরোধঃ” (যোগসূত্র—১।২)—চিন্তাশক্তির সম্পূর্ণ নিরোধের নাম যোগ—এই শব্দের লক্ষ্যার্থ সাধন জ্ঞান যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ, এবং গৌরক্ষনাথ প্রথম দুইটি ছাড়িয়া ষড়ঙ্গযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই যোগাঙ্গ-সাধনে শরীরসংযম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনের একান্তাভিনিবেশ আদি দুঃসাধ্য সাধন আবশ্যক; কিন্তু কৃপাসিদ্ধ ভগবান্ কলির জীবগণকে অল্পবীৰ্য্য ও অসমর্থ দেখিয়া উপদেশ করিলেন—

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ

যন্তপশ্যসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ গীতা—৩।২৭ ॥

কর্ম, ভোজন, যজ্ঞ, দান তপস্বাদি যাহা কিছু অল্পাধিক করিবে হে কোন্তেয়! তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ করিও। ভগবানের এই কৌশলময় যোগতত্ত্ব সকল যোগাভ্যাসকেই পরাস্ত করিয়াছে। তুমি পুরুষার্থ পূর্বক যত অল্পাধিক কর না কেন, তাহাতে শত সহস্র ক্রটি হইবার সম্ভব, কিন্তু ভগবদর্পণ-বিধিতে সকল কাজই সহজ হইয়া আসে। সরকারী বন বিভাগে (Forest Department) পার্কিত্য প্রদেশে যত বড় বড় বাহাদুরী কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়, তাহা লোকের মাথায় বা গাড়ী করিয়া আনিতে অনেক অশ্রুবিধা ও ব্যয়বাহুল্য হয়, এইজন্ত নিকটবর্তী নির্ঝরিণীর প্রবাহে তন্তাবৎ ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কাষ্ঠগুলি ভাসিতে ভাসিতে ঠিকানায় পৌঁছিয়া থাকে। সেইরূপ কলির জীব মহর্ষি পতঞ্জলি আদির পুরুষার্থ-পূর্ণ যোগমার্গে গমনে অসমর্থ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের যোগপথে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অভ্যাস-যোগে এ পথ অতি সূক্ষ্ম হইয়া যায়। ভগবান্ ই সর্বেসর্ব্বা, আমি কিছুই নহি—এইরূপ ভাবনার অভ্যাস করিতে করিতে চিন্তা ভগবানে একাগ্র হইয়া যায়। যোগসূত্র—যথা “তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ” (যোগসূত্র—১।৩২) চিন্তাবিক্ষেপ নিবারণের জন্ত কোন একটি আপনার অভিযত (ভগবৎ-সম্বন্ধীয়) তত্ত্ব অভ্যাস করিবে—অর্থাৎ তাহাতে পুনঃপুনঃ মনোনিবেশ করিবে। ইহাতেই চিন্তা একাগ্র হয়, মনের বিক্ষেপরাশি প্রশমিত হয়।

চক্ষু বুজিয়া ধ্যান বা সমাধি না করিলেও “যোগ” হইয়া থাকে। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধি আদি যদি কেবল ভগবদর্শন কার্যে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলেও মহাযোগ সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়সকলকে নিগ্রহ না করিয়া প্রযুক্তিপূর্বক ভগবৎ-কার্যে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য। কলিতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দুষ্কর এইজন্য হস্ত-পদাদি ভগবদ্বিগ্রহ-মন্দিরের মার্জ্জনে, পুষ্প-চয়নাদিতে, চক্ষু-কণ-জিহ্বাদি ভগবদর্শন, ভগবৎকথা-শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিতে

নিযুক্ত হইলেই মন আপনিই সংযত ও ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ হইয়া আসে। ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন যে—

“ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্বপত্রমিবাস্তসা ॥ গীতা—৫।১০ ॥

বিষয়-বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ব্রহ্মেতেই সমস্ত কৰ্ম্মফল অর্পণ করিয়া ব্রহ্মানু-
রাগে কৰ্ম্মের অন্তর্গত করিতে থাকেন, পদ্বপত্রস্থ জলের ছায়া তৎকৃত পাপাদি তাঁহাকে
স্পর্শও করে না। “সর্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রহ্ম” (১৮।৬৬) আদি উপদেশেও
ভগবান্ জীবকে তাঁহার অন্তর্গত হইতেই আদেশ করিয়াছেন। দয়াল প্রভু জীবকে অভয়
দিয়া সর্ব্বভার-বিমোচনের উপায় বলিয়াছেন। তাঁহার চরণে মনঃপ্রাণ অর্পণ করাই মহা-
মহাযোগ জানিবেন। শত পুরুষার্থপূর্ণ যোগ-সাধনে যাহা না হয়, তদর্পণবুদ্ধিতে তদপেক্ষা
অধিক কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। মনকে মারিলে সে মরে না, তাহাকে ভগবদ্ভাব-সাগরে
ডুবাইয়া দাও, সে মরিয়া যাইবে। আর যদি তাহাতেও না মরে, ক্ষতি নাই; কেননা, প্রেম-
সিদ্ধির জলে তাহার ময়লা মাটি সব ধুইয়া যাইবে ও মন অমৃতময় হইবে। মহাশয়! এ
যোগাশ্রম না যোগেশ্বরীর, তাঁহার দয়ায় সকল যোগই স্নগম হইয়া থাকে, তাঁহাকে দর্শন
করুন।”

— — —

গীতাসার

[গরুড় পুরাণান্তর্গত *]

শ্রীভগবানুবাচ ।

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জুনায়োদিতং পুরা ।

অষ্টাঙ্গযোগং মুক্ত্যর্থং সর্ববেদান্তসারগম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, সম্ভ্রতি আমি মুক্তির নিমিত্ত অর্জুনের নিকট পূর্বে
কথিত, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সারগর্ভ, অষ্টাঙ্গযোগরূপ গীতার সার বর্ণন করিব ॥ ১ ॥

আত্মলাভঃ পরো নাশ্চ আত্মা দেহাদিবর্জিতঃ ।

রূপাদিমান্ হি দেহোহতঃ করণাদি লোচনম্ ঞ্ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—আত্মলাভ (আত্মজ্ঞানই) পরমলাভ, (তদপেক্ষা) উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই
নাই । আত্মা দেহাদি-রহিত, অর্থাৎ দেহাদি হইতে আত্মা পৃথক্ । যেহেতু দেহ রূপাদি-
যুক্ত, লোচনাদি ইন্দ্রিয়গণ তাহার (আত্মার) করণ (সাধন মাত্র) ॥ ২ ॥

* শ্রীমদ্ভাগবতাদি ছয়খানি সাস্ত্রিক পুরাণের মধ্যে গরুড় পুরাণ অত্যন্তম । যথা—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্ ।

গারুড়ঞ্চ তথা পদ্মং বারাহং শুভদর্শনৈ ।

সাস্ত্রিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ ॥

এই গরুড় পুরাণোক্ত গীতাসারে মহামুনি বেদব্যাস কর্তৃক অদ্বৈত সিদ্ধান্তই গীতার লক্ষ্য বলিয়া নির্ণীত
হইয়াছে । সুতরাং এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাস্বক, এইরূপ সংশয়ের কোনও কারণ নাই । এই নিমিত্ত এই “গীতাসার”
এখানে উদ্ধৃত হইল । দ্বৈতাদ্বৈত যে কোন ভাবের উপাসনাতেই এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ।
“আত্মরতা-বিরোধেনতি”—দ্বৈত ভাবেই হউক, অথবা অদ্বৈত ভাবেই হউক, যে উপায়ই এই আত্মরতির
অনুকূল, তাহাতে অনুরাগ বৃত্তির প্রবাহই ‘ভক্তি’—শ্রীমৎ পরিত্রাজক-স্বামিকৃত নারদভক্তিশ্রুত্রেয় ব্যাখ্যা ।

† “রূপাদিমান্ হি দেহোহতঃ করণাদি বিলোচনম্ ॥” এইরূপ পাঠ হইলেই যেন ভাল হইত । তাহা
হইলে এইরূপ অর্থ হইবে :—যেহেতু দেহ-রূপাদি বিশিষ্ট, এবং করণাদি (ইন্দ্রিয়গণ) বিলোচন অর্থাৎ আত্মার
জ্ঞানের সাধন ।

করণান্মনোহপি নো, ন প্রাণোহচেতনো যতঃ ।

বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে হি প্রতীয়তে ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—মনও একটা করণ, অতএব মনও আত্মা নহে । প্রাণ অচেতন, অতএব প্রাণও আত্মা হইতে পারে না । সুষুপ্তিকালে প্রাণ বিজ্ঞান-শূন্য প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

নাহমাত্মা চ ছুঃখাদিসংসারাভিসমঘষ্যাৎ ।

স্বেল্যাদিধর্ম্মবিশিষ্টদেহবৎ বিততঃ পরম্ ।

বিধুম ইব দীপ্তার্চিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—অহঙ্কারও আত্মা নহে, কারণ অহঙ্কারের ছুঃখাদি ও সংসারের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে । দেহের স্থূলষাদি ধর্ম্মবশতঃ আত্মা তদ্বৎ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপ বিধুম অগ্নির ত্যায় এবং সূর্য্যের ত্যায় দীপ্তিমান্ (স্বয়ং-প্রকাশ) ; দেহের ধর্ম্মাদি আত্মায় নাই ॥ ৪ ॥

বৈদ্যতোহগ্নিরিবাকাশে হৃৎস্থো জ্যেষ্ঠাত্মনাঅনি ।

শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মানমাত্মনা ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—আকাশে যেরূপ বৈদ্যতিক অগ্নি প্রকাশিত হয় সেইরূপ আত্মাও জ্যেষ্ঠরূপে হৃদয়ে (বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে) স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং স্ব স্ব স্বরূপকেই উপলব্ধি করিতে পারে না । সুতরাং তাহারা আত্মাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ ॥ ৫ ॥

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তানি পশ্যতি ।

খানান্ত মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যচ্ নিযচ্ছতি ॥ ৬ ॥

তদা প্রকাশতে হ্যাত্মা ঘটে দীপো জ্বলন্নিব ।

জ্ঞানমুৎপত্ততে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্ ও সমস্ত বিষয়ের দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ (অর্থাৎ জীবই) ইন্দ্রিয়-গণকে দেখিতে পান । যখন মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের রশ্মিগুলি অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সং-যোগ সম্যক্ প্রকারে নিয়মিত হয়, তখন আত্মা জাজ্বল্যমান দীপ যেরূপ ঘটে প্রকাশিত হয় সেইরূপ প্রকাশিত হন । পাপকর্ম্মের ক্ষয়ে চিত্ত কামনাশূন্য হইলেই জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬।৭ ॥

যথাদর্শতলপ্রথ্যে পশ্যত্যাআনমাত্মনি ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ ॥ ৮ ॥

মনো বুদ্ধিমহঙ্কারমব্যক্তং পুরুষং তথা ।

প্রসংখ্যায় পরাবাপ্তৌ বিমুক্তৌ বন্ধনৈর্ভবেৎ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যেমন আদর্শ অর্থাৎ দর্পণ-সদৃশ নির্মল বুদ্ধিতে জীব আত্মাকে দেখিতে পায়, সেই প্রকার আত্মাতে সে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি এবং পুরুষকেও দর্শন করিয়া থাকে। তখন সে প্রসংখ্যান বা বিবেক-জ্ঞান দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়া পরমার্থ প্রাপ্ত হয় এবং বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যায় ॥ ৮৯ ॥

ইন্দ্রিয়গ্রামমখিলং মনস্শ্রুতিনিবেশ্য চ।

মনশ্চৈবাপ্যহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য চ পাণ্ডব ॥ ১০ ॥

অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবপি।

প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য পুরুষং ব্রহ্মণি শ্রুসেৎ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—নিখিল ইন্দ্রিয়গণকে মনে নিবিষ্ট করিয়া ও মনকে অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে এবং তদনন্তর পুরুষকে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে ॥ ১০, ১১ ॥

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে।

দ্বিদ্वादশভ্যঃ খ্যাতো যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।

বিবেকাৎ কেবলীভূতঃ ষড়্ বিংশমনুপশ্চতি ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—তখন জীব “আমি ব্রহ্মরূপ উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ (জ্ঞান)” এইরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হয়। প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ পঞ্চবিংশ রূপে প্রসিদ্ধ যে পুরুষ তিনিই বিবেক-বিচার দ্বারা উক্ত প্রকৃত্যাদি হইতে পৃথক্ হইয়া কৈবল্য লাভ করেন এবং ষড়্ বিংশসংখ্যক ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন ॥ ১২ ॥

নবদ্বারমিদং গেহং ত্রিস্থগং পঞ্চসাক্ষিকম্।

ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ কবিঃ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে বিদ্বান্ পঞ্চসাক্ষিক অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত সমন্বিত, ত্রিস্থগ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ যুক্ত, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি নবদ্বার বিশিষ্ট এই দেহকে (আত্মার নশ্বর গৃহরূপে—অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ রূপে—নিশ্চয় করিয়া নিত্য-সত্য আত্মাকে) জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি বা জ্ঞানী ॥ ১৩ ॥

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।

জ্ঞানযজ্ঞস্ত সর্বাণি কলাং নারহন্তি যোড়শীম্ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩ তমোহধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ—সহস্র সহস্র অশ্বমেধ, শত শত বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ জ্ঞান-যজ্ঞের যোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে ; অর্থাৎ জ্ঞান-যজ্ঞের (আত্মজ্ঞানের) সমান কিছুই নহে ॥ ১৪ ॥

গরুড় পুরাণ ২৩ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীভগবানুবাচ ।

যমাশ্চ নিয়মাঃ পার্থ আসনং প্রাণসংযমঃ ।
প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জুন সপ্তমী ।
সমাধিরয়মষ্টাঙ্গে যোগ উক্তো বিমুক্তয়ে ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানু কহিলেন, হে পার্থ ! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ বিমুক্তির উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

কর্শুণা মনসা বাচা সর্বভূতেষু সর্বদা
অক্লেশজননং প্রোক্তং ভূতানাং যদহিংসনম্ ॥ ২ ॥
অহিংসা পরমো ধর্মো হুহিংসা পরমং সুখম্ ।
বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা ব্রহ্মিংসা সা প্রকীর্তিতা ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—সর্বদা কর্শু, মন ও বাক্যের দ্বারা সকল জীবের ক্লেণ উৎপাদন না করার নামই “অহিংসা” । অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অহিংসাই পরম সুখ কিন্তু শাস্ত্র-বিধি অনুসারে (কত্রিয়ের ধর্মযুক্ত, বৈশ্যের হলচালন ইত্যাদিতে) যে হিংসা বিহিত হয় তাহাও অহিংসা বলিয়া কীর্তিত হয় ॥ ২।৩ ॥

যথা নাগপদেহস্থানি পদানি পদগামিনাম্ ।
সর্বগোপ্যাপিধীয়ন্তে পদজাতানি কৌঞ্জরে ।
এবং সর্বং হি হিংসায়াং ধর্মার্থমপিধীয়তে ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে রূপ পাদচারিগণের সকল পদগুলিই হস্তিপদের দ্বারা পিহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ ধর্মার্থ হিংসার দ্বারা সমস্ত দোষই আচ্ছাদিত হয় ॥ ৪ ॥

যদ্বৃত্তহিতমত্যন্তং বচঃ সত্যস্ত লক্ষণম্ ।
সত্যং ক্রয়াৎ প্রিয়াৎ ক্রয়ান্ন ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ ।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ক্রয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—যে বাক্য সর্বভূতের অত্যন্ত হিতকর তাহাই “সত্য” নামে অভিহিত । যেহেতু—সত্য বাক্য বলিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না এবং মিথ্যা প্রিয় বাক্যও বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম ॥ ৫ ॥

যত্র দ্রব্যাপহরণং চৌর্য্যাদ্বাথ বলেন যা ।
স্তেয়ং তস্তানাচরণমস্তুয়ং ধর্মসাধনম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—চৌর্য্য বা বলের দ্বারা পরদ্রব্যের অপহরণের নাম ‘স্তেয়’। উক্তরূপ স্তেয়ের অনাচরণই ধর্ম্ম-সাধন ‘অস্তেয়’ ॥ ৬ ॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাস্থ সর্ব্বদা ।

সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সকল অবস্থায়, সকল সময়ে ও সকল দেশে মৈথুন ত্যাগকে ‘ব্রহ্মচর্য্য’ বলা হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

দ্রব্যানামপ্যনাদানমাপংস্বপি যথেষ্টয়া ।

অপরিগ্রহমিত্যাহস্তং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—আপং সময়েও ইচ্ছানুসারে পরদ্রব্যের অগ্রহণকে ‘অপরিগ্রহ’ বলা হইয়াছে। (সাধু ব্যক্তি) যত্ন পূর্ব্বক পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৮ ॥

দ্বিধা শৌচং মুজ্জলাভ্যাং বাহুং ভাবাদথান্তরম্ ।

যদৃচ্ছালাভতস্তপ্তিঃ সন্তোষঃ সুখলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—‘শৌচ’ দ্বিবিধ—বাহু ও আভ্যন্তর। যুক্তিকা ও জলের দ্বারা শুদ্ধির নাম বাহুশৌচ এবং ভাবশুদ্ধির নাম আভ্যন্তর শৌচ। যদৃচ্ছা লাভে (অদৃষ্টবশতঃ লাভে) যে তুষ্টি তাহাই ‘সন্তোষ’; এবং এই সন্তোষই সুখের সাধন ॥ ৯ ॥

মনসশ্চেन्द्रিয়াণাঞ্চ হৈকাগ্রং পরমং তপঃ ।

শরীরশৌষণং বাপি কৃচ্ছচ্চান্দ্রায়ণাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা; অথবা কৃচ্ছচ্চান্দ্রায়ণাদি ক্রতের দ্বারা যে দেহের শৌষণ তাহাকে পরম ‘তপস্যা’ বলা হইয়াছে ॥ ১০ ॥

বেদান্তশতরুদ্রীয়প্রণবাদিজপং বৃধাঃ ।

সত্ত্বশুদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষতে ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—পুরুষের সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত বেদান্ত পাঠ, শতরুদ্রীয় (বৈদিক রুদ্রস্মৃতি) পাঠ, বা প্রণবাদি জপের নাম পণ্ডিতগণ ‘স্বাধ্যায়’ বলিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

স্তুতিস্মরণপূজাদিবাঙ্ মনঃকায়কর্ম্মভিঃ ।

সুনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনম্ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—স্তব, স্মরণ, ও পূজা রূপ বাক্য, মন ও শরীরের কর্ম্ম দ্বারা হরিতে ভগবানে) যে অচলা ভক্তি তাহাই ‘দীশ্বর-চিন্তা’ ॥ ১২ ॥

আসনং স্বস্তিকং প্রোক্তং পদ্মমর্দাসনং তথা ।

প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুরায়ামস্তনিরোধনম্ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন প্রভৃতিকে “আসন” বলা যায় ।
নিজদেহোৎপন্ন বায়ুর নাম প্রাণ, এবং তাহার নিরোধকে ‘আয়াম’ বলা হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

প্রাণাপাননিরোধস্ত প্রাণায়াম উপস্থিতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ ।

নিয়মঃ প্রোচ্যতে সত্ত্বিঃ প্রত্যাহারস্ত পাণ্ডব ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রাণ ও অপান বায়ুর নিরোধই “প্রাণায়াম” বলিয়া নির্দিষ্ট । হে পাণ্ডব !
স্বভাবতঃ বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের নিয়মকে সাধুগণ “প্রত্যাহার” বলিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্তব্রহ্মরূপচিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে ।

যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিমমূর্ত্তমথ চিন্তয়েৎ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপচিন্তনকে “ধ্যান” বলা যায় । যোগারম্ভ কালে মূর্ত্তি-
মান্ হরির এবং তদনন্তর অমূর্ত্তব্রহ্মের চিন্তন করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

নাভিকন্দে স্থিতং নালং দশাঙ্গুলসমায়ুতম্ ।

নালে চাষ্টদলং পদ্মং দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তৃতম্ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—নাভি-রূপ মূলে দশাঙ্গুল পরিমিত একটি নাল আছে, সেই নালে দ্বাদশাঙ্গুল
বিস্তৃত একটি অষ্টদল পদ্ম (বিরাজমান আছে) ॥ ১৬ ॥

সকর্ণিকে কেশরালে সূর্য্যাসোমাগ্নিমণ্ডলম্ ।

অগ্নিমণ্ডলমধ্যস্থো বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১৭ ॥

শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্তঃ কৌস্তভসংযুতঃ ।

বনমালী কৌস্তভেন যুতোহহং ব্রহ্ম মুক্ত ওঁম্ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—কর্ণিকার সহিত কেশরের মধ্যে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিমণ্ডল বর্ত্তমান । এই অগ্নি
মণ্ডলের মধ্যে চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, কৌস্তভ-শোভিত বনমালী বাসুদেব বিরাজ-
মান । তিনিই অহং (আত্মা), ব্রহ্মস্বরূপ, মুক্ত (গায়াত্ৰীত) এবং প্রণবের প্রতিপাদ্য ॥ ১৭।১৮ ॥

ধারণেতু্যচাতে চেয়ং ধার্য্যতে যন্ননোময়ে ।

প্রাণ্ নাভ্যাং হৃদয়ে চান্ন তৃতীয়া চ তথোরসি ॥ ১৯ ॥

কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রভ্রমধ্যমূর্দ্ধনু ।

কিঞ্চিৎস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা দশ কীর্তিতাঃ ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ—মনোময় (কোষে) চিত্তের ধারণার নামই “ধারণা” । প্রথমে নাভি দেশে, পরে হৃদয়ে, অনন্তর বক্ষে, তদনন্তর কণ্ঠ, মুখ, নাসিকাগ্র, নেত্র, ভ্রমধ্য এবং মস্তকে সর্বশেষে তাহারও পরবর্তী ব্রহ্মরঞ্জে ধারণা করিতে হয় । এই প্রকার ধারণা দশবিধ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

অহং ব্রহ্মৈত্যবস্থানং সমাধিরভিধীয়তে ।

একাকারঃ সমাধিঃ স্রাদ্দেশালক্ষণবজ্জিতঃ * ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩৪ তমোহধ্যায়ঃ ॥

বঙ্গানুবাদ—আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবে অবস্থানকে “সমাধি” বলা হয় । যাহা একাকার, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের ভেদ-রহিত এবং যাহাতে দেশ বিশেষের (ধারণা) অবলম্বন নাই, তাহাই সমাধি পদবাচ্য ॥ ২১ ॥

গুরুপুராণ ২৩৪ অধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ব্রহ্মগীতাং প্রবক্ষ্যামি যাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভবান্ ।

অহং ব্রহ্মাস্মীতি বাক্যাজ্জ্ঞানান্মোক্ষো ভবেন্গাম্ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, (হে অর্জুন !) ব্রহ্মগীতা বলিতেছি, যাহা জানিলে তুমি মুক্তিলাভ করিবে । অহং ব্রহ্মাস্মি” এই বাক্যজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মনুষ্যাগণের মোক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

বাক্যজ্ঞানং ভবেজ্জ্ঞানাদহংব্রহ্মপদার্থয়োঃ ।

পদদ্বয়ার্থো দ্বিবিধো বাচ্যো লক্ষ্যো স্মৃতৌ বুদ্ধেঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অহং (আমি) ও ব্রহ্ম পদার্থের জ্ঞান হইলেও পূর্ব্বোক্ত বাক্যজ্ঞান হয়—অর্থাৎ “অহং ব্রহ্মাস্মি” পদার্থের যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় । উক্ত পদদ্বয়ের (অহং ও ব্রহ্মের) অর্থ দুই প্রকার—বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ—ইহাই পণ্ডিতগণ কর্তৃক নিদ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

বাচ্যো তু শবলৌ জ্ঞেয়ো লক্ষ্যো শুদ্ধৌ প্রকীর্তিতৌ ।

প্রাণপিণ্ডায়কায়ে চ চৈতন্যং শবলং তু যৎ ॥ ৩ ॥

তথা বৈ দেবপর্য্যন্তমহংশকেন চোচ্যতে ।

প্রত্যগ্রূপমদ্বিতীয়মহংশকেন ভণ্যতে ॥ ৪ ॥

০ পাঠান্তরম্—“স্রাদ্দেশালক্ষণবজ্জিতঃ—যাহাতে উক্ত দশ প্রকার আলম্বন নাই ।

বঙ্গানুবাদ—(উক্ত পদদ্বয়ের) বাচ্যার্থ (মুখ্যার্থ) শবল (সগুণ বা মায়োপহিত আত্মা)
এবং লক্ষ্যার্থ (গৌণার্থ) শুদ্ধ (নির্গুণ বা মায়ারহিত আত্মা) । প্রাণ-পিণ্ডাত্মক শরীরে
যাহা চৈতন তাহাকেই শবল বলা যায়—অর্থাৎ স্থলাদি শরীরোপহিত চৈতন্যকেই শবল বলা
হয় । এবং সাধারণ জীব হইতে দেবতা পর্যন্ত সকলেই অহং শব্দে অভিহিত হয় । এই
অহং শব্দের লক্ষণা দ্বারা ই অদ্বিতীয় প্রত্যগ্ রূপ (কুটস্থ চৈতন্য) বর্ণিত হইয়া থাকেন ॥৩৪॥

অদ্বয়ানন্দচৈতন্য পরোক্ষসহিতং পরম্ ।

প্রাণপিণ্ডাত্মকাপার্থং সদ্বিতীয়বিভাগকম্ ॥ ৫ ॥

ত্যাগেন প্রত্যেক্ চৈতন্যভাগো লক্ষ্যেত চাহমা ।

তথা ব্রহ্মপদেনৈব প্রাণপিণ্ডাত্মকারণা ॥ ৬ ॥

বিজ্ঞাপরোক্ষভাগে চ পরিত্যাগে চ লক্ষ্যতে ।

অদ্বয়ানন্দচৈতন্যভাগ এবং বিচিস্তয়েৎ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রাণপিণ্ডাত্মকরূপে অপগতার্থ, (সার্থক) দ্বিতীয় বিভাগ সমন্বিত ও
পরোক্ষ সহিত অদ্বয়ানন্দ চৈতন্যই সর্বোৎকৃষ্ট । ত্যাগ দ্বারা “অহং” শব্দ হইতে প্রত্যেক
চৈতন্যভাগ লক্ষিত হয় এবং ব্রহ্মপদের দ্বারা প্রাণ-পিণ্ডাত্মক-কারণ বিজ্ঞা ও পরোক্ষভাগ
পরিত্যাগ করিলে অদ্বয়ানন্দ চৈতন্যভাগ লক্ষিত হইয়া থাকে—ইহাই চিন্তা করিতে
হইবে ॥ ৫।৬।৭ ॥

অহং পদেন চৈতন্যং প্রত্যগ্ ব্রহ্মপদেন তু ।

অদ্বয়ানন্দচৈতন্য লক্ষয়িত্বা স্থিতস্ত চ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্ম অহংব্রহ্মপদার্থয়োঃ ।

অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্যাস্ত আত্মভূতিফলাত্মকম্ ॥ ৯ ॥

একতত্ত্বজ্ঞানং চ ভবেদ্ বেদান্তাদ্ গুরুতো ঐক্যম্ ।

জ্ঞানাদজ্ঞানতাকার্যনিবৃত্তেমুক্তি একতঃ * ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩৫ তমোহধ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ—অহংপদে প্রত্যেক্ চৈতন্য ও ব্রহ্মপদে অদ্বয়ানন্দ চৈতন্য নিশ্চয় করিয়া
স্থিত ব্যক্তির “ব্রহ্ম আমি হই” “আমি ব্রহ্ম” “আমি ব্রহ্ম হই”—ইত্যাদি বাক্য হইতে
অহং ও ব্রহ্মপদার্থের (অভিন্নতাকারক) আত্মসিদ্ধির বা আত্মভূতির ফলরূপ একতত্ত্বজ্ঞান
হইয়া থাকে ;—তাহাও বেদান্তশাস্ত্র ও সঙ্গুরু হইতে নিশ্চিতরূপে লাভ করা যায় ; এবং
একতত্ত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞানতার কার্য (দেহাত্মবুদ্ধি) নিবৃত্ত হয়, তদনন্তর জীব মুক্তি লাভ
করে ॥ ৮।৯।১০ ॥

গরুড়পুরাণ ২৩৫ অধ্যায় সমাপ্ত ।

জ্ঞানাদজ্ঞানকার্যাস্ত নিবৃত্ত্যা মুক্তিরেক্যতঃ ॥---ইতি মুখাপুরী-মুদ্রিতপুস্তকধৃতপাঠান্তরম্ ।

শ্রীভগবান্নুবাচ ।

সন্মায়িব্রহ্মতঃ খং স্রাং খান্নরুহাংস্ততোহনলঃ ।
 অগ্নেরাপস্ততঃ পৃথ্বী প্রপঞ্চীকৃতভূতকম্ ॥ ১ ॥
 ততঃ সপ্তদশং লিঙ্গং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি চ ।
 বাক্ পাণিপাদং পায়ুশ্চ উপস্থমথ ধীন্দ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
 শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুর্বা জিহ্বা ঘ্রাণং স্রাং পঞ্চ বায়বঃ ।
 প্রাণেহিপানঃ সমানশ্চ ব্যানত্বদান এব চ ॥ ৩ ॥
 মনো ধীরন্তঃকরণং স্রান্ননঃ সংশয়াত্মকম্ ।
 বুদ্ধিনিশ্চয়রূপা তু এতৎ সূক্ষ্মশরীরকম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গান্নবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, মায়োপহিত ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী—এই প্রপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয় । তদনন্তর পাণিপাদাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, শ্রোত্রাদি পঞ্চ ত্তানেন্দ্রিয়, প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু, এবং সংশয়াত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ—এই সপ্তদশাবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয় ॥ ১।২।৩।৪ ॥

হিরণ্যগর্ভমাত্মীয়ং ভূততৎকার্যালিঙ্গকম্ ।
 পঞ্চীকৃতানি ভূতানি অপঞ্চীকৃতভূততঃ ॥ ৫ ॥
 পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যো ব্রহ্মাণ্ডং সমজায়ত ।
 লোকপ্রসিদ্ধং স্থলান্ধং শরীরচরণাদিমৎ ॥ ৬ ॥

বঙ্গান্নবাদ—এই সূক্ষ্ম শরীর হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধ, পঞ্চভূত ও ভৌতিক কার্য ইহার লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু । অপঞ্চীকৃতভূত হইতে পঞ্চীকৃতভূত এবং পঞ্চীকৃতভূত হইতে লোক-প্রসিদ্ধ শরীরচরণাদিযুক্ত স্থল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫।৬ ॥

পঞ্চীকৃতানি ভূতানি তৎকার্য্যং চাণ্ডমেব চ ।
 সর্ব্বং শরীরজাতঞ্চ প্রাণিনাং স্থলমীরিতম্ ॥ ৭ ॥
 চিরাত্মপরতান্নানঃ শরীরং প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ।
 দেহদ্বয়াভিমানী চ ত্মথো জীব একতঃ ॥ ৮ ॥
 সচ্ছন্দবাচ্যং ব্রহ্মৈব প্রবিষ্টং দেহয়োদ্বয়োঃ ।
 জলার্কবদ্ ঘটখবজ্জীবঃ প্রাণাদিধারণাৎ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—পক্ষীকৃতভূতগণ, উহাদের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রাণিগণের সর্ববিধ শরীর সমূহ স্থূল বলিয়া কথিত হইয়াছে। বহুকাল উপরত (বদ্ধ) আত্মাকে পণ্ডিতগণ শরীর বলিয়া থাকেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই দেহে অভিমান বশতঃ তুমি (আত্মা) ও জীব (অন্তঃকরণযুক্ত চৈতন্য) একরূপে প্রতীত হও। জলস্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বা ঘটাকাশাদির ন্যায় দুই দেহেই প্রবিষ্ট (একমাত্র) ব্রহ্ম সচ্ছন্দের বাচ্য হইয়া থাকেন। প্রাণাদি ধারণ ক্রিয়া দ্বারা তিনিই জীব-পদবাচ্য হন ॥ ৭।৮।৯ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্তীনাং সাক্ষী জীবঃ স চ স্মৃতঃ ।

জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্তাখ্যৈর্য্যতিরিক্তশ্চ নিৰ্গুণঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্মৃপ্তি অবস্থার সাক্ষী জীব। সেই জীব যখন উক্ত অবস্থাত্ৰয় হইতে অতিরিক্ত (পৃথক) হইয়া যায়, তখন তাহাকে নিৰ্গুণ বলা হয় ॥ ১০ ॥

নিৰ্গতাবয়বোৎসর্গো নিত্যশুদ্ধস্বভাবকঃ ॥

পরমাত্মৈব সজ্জাগ্রৎস্বপ্নাদেঃ সন্নিধানতঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার অবয়বের বিনাশ নাই নিত্যশুদ্ধ স্বভাব বিশিষ্ট, সেই পরমাত্মাই জাগ্রদাদি অবস্থায় সন্নিহিত থাকেন বলিয়া তাঁহাকে সৎ বলা হয় ॥ ১১ ॥

অন্তঃকরণরাগৈশ্চ অন্তঃকরণসংস্থিতঃ ।

জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্তীশ্চ পশ্যত্যবিকৃতঃ সদা ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ—অন্তঃকরণে স্থিত (সেই পরমাত্মা) অন্তঃকরণের রাগের (বিষয়োপরাগের) দ্বারা অবিকৃত থাকিয়া সর্বদা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃপ্তি প্রত্যক্ষ করেন ॥ ১২ ॥

ফলং ক্রিয়াকারকয়োজ্জাগ্রদাদীন্ বদাম্যহম্ ।

ইন্দ্রিয়ৈরনু* বিজ্ঞানং জাগ্রৎস্থানমুদীরিতম্ ॥ ১৩ ॥

জাগ্রৎসংস্কারসমুতঃ প্রত্যয়ো বিষয়াধিতঃ ।

স্বপ্নঃ প্রস্মৃপ্তিঃ করণোপসংহারোহধিপঃ স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মকারণরূপেণ বটস্ম কণিকান্মনা ।

ক্রমতে ক্রমতো জীবো জাগ্রদাদীন্ স পশ্যতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—আমি সম্প্রতি ক্রিয়া ও কারকের ফল স্বরূপ জাগ্রদাদির বর্ণনা করিতেছি। ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা অনুবিজ্ঞানের (বিষয়-জ্ঞানের) নাম জাগ্রৎ স্থান (অবস্থা)। জাগ্রৎ সংস্কারজাত বিষয় প্রত্যয়ের (চিন্তনের) নাম স্বপ্ন, এবং করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের উপসংহারই (ক্রিয়া-শৃংখলাই) প্রস্মৃপ্তি। ব্রহ্ম বটবৃক্ষের বীজ-কণিকার ন্যায় কারণরূপে সংক্রমণ করেন। এই সংক্রমণ বা বিবর্তন বশতঃ জীব জাগ্রদাদি অবস্থার অনুভব করিয়া থাকে ॥ ১৩।১৪।১৫ ॥

*রত্ন-পাঠান্তরম্।

সমাধারন্তকালে তু পূর্বমেবাবধারয়েৎ ।

মুমুকুঃ পশ্চাৎ সংজাতা অন্তঃকরণনিশ্চলে ॥ ১৬ ॥

বিলাপয়েৎ ক্ষেত্রজাতং ক্ষেত্রজং পরিশেষয়েৎ ।

পক্ষীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ অণুদ্যাব্যতিরিক্তকম্ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—সমাধির আরম্ভ সময়ে প্রথমেই ধারণার অভ্যাস করিবে ; পরে অন্তঃকরণ নিশ্চল হইলে ক্ষেত্র সমূহকে (শরীর সমূহকে) (সূক্ষ্মরূপ হইতে সূক্ষ্মরূপে) বিলীন করিয়া পক্ষীকৃত ভূতগণ হইতে, অণুদি-জাত দেহ হইতে, অতিরিক্ত ক্ষেত্রজ—অর্থাৎ আত্মাকে অবশিষ্ট রাখিবে ॥ ১৬।১৭ ॥

যথা যদো যটো ভিন্নো নাস্তি তৎকার্য্যতস্তথা ।

পক্ষীকৃতানি ভূতানি অপক্ষীকৃতভূততঃ ॥ ১৮ ॥

সমষ্টিঃ ব্যতিরেকেণ শিষ্টং সূক্ষ্মশরীরকম্ ।

অপক্ষীকৃতভূতেভ্যো ন লিঙ্গং ব্যতিরিক্তকম্ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—যুক্তিকা হইতে তাহার কার্য্য ঘট যেমন ভিন্ন নহে, সেইরূপ অপক্ষীকৃত ভূত হইতে পক্ষীকৃতভূত ভিন্ন নহে, এবং ভূত সমষ্টি হইতে ভিন্ন সূক্ষ্মশরীরেরও অস্তিত্ব নাই, ও অপক্ষীকৃত ভূত হইতে লিঙ্গশরীরও অতিরিক্ত নহে ॥ ১৮।১৯ ॥

পৃথ্বী বারি বিনা নাস্তি বারি নাস্তি চ তেজসা ।

তেজশ্চ বায়ুনা নাস্তি বায়ুঃ খেন বিনা ন হি ॥ ২০ ॥

সদব্রহ্মণা চ খং নাস্তি শুদ্ধব্রহ্ম বিনা চ সৎ ।

শুদ্ধভাবান্তথা জাগ্রৎস্বপাদীনামসম্ভবে ॥ ২১ ॥

জীবত্ব-বর্জিতঃ প্রত্যগাত্মা চৈতন্যরূপকঃ ॥

নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়কম্ ॥ ২২ ॥

তত্ত্বং পদার্থো শিষ্ঠো তত্রাকারো ব্রহ্মকারকঃ ।

উকারশ্চ অকারশ্চ মকারোহহং দৃগদ্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—পৃথিবী জল হইতে, জল তেজ হইতে, তেজ বায়ু হইতে, বায়ু আকাশ হইতে, আকাশ সদব্রহ্ম হইতে, এবং সদব্রহ্ম শুদ্ধব্রহ্ম হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থান করেন না । শুদ্ধভাবে (নির্গুণ অবস্থায়) জাগ্রৎ-স্বপ্ন-নিদ্রার সম্ভব না হইলে জীবত্ব-বর্জিত চৈতন্যরূপী প্রত্যগ্ আত্মাই নিত্যশুদ্ধ, মুক্ত, সত্য ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । অবশিষ্ট “তৎ” “ত্বং” এই পদদ্বয়ের লক্ষ্যার্থ অভিন্ন । ব্রহ্মবাচক (ব্রহ্ম-রূপের লক্ষ্য-কারক) অকার, উকার ও

*শংসতি---পাঠান্তরম্ ।

মকার—অর্থাৎ ওঁ (প্রণব)ই অহং প্রত্যয়ের দ্রষ্টা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের স্বরূপ ॥ ২০।২১।২২।২৩ ॥

ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্মজ্ঞানমজ্ঞানমর্দনম্ ।

অয়মাত্মা ব্রহ্মজ্যোতির্বিজ্ঞানানন্দরূপকম্ ॥ ২৪ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তঃ স তত্ত্বমসি শ্রুতীরিতম্ ।

অহং ব্রহ্মাস্মি নির্লেপমহং ব্রহ্মাস্মি সর্বগম্ ॥ ২৫ ॥

যোহসাবাদিত্যপুরুষঃ সোহসাবহমনাদিমৎ ।

গীতাসারোহর্জুনায়োক্তো যেন ব্রহ্মণি বৈ লয়ঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীগুরুভে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩৬ তমোহধ্যায়ঃ ।

গীতাসারঃ সমাপ্তঃ ॥

বঙ্গানুবাদ—“আমিই ব্রহ্ম” এই জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক । এই আত্মাই স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম ও বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ ; সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ ; এবং ইনিই “তত্ত্বমসি” (তুমি—আত্মা, সেই—ব্রহ্ম, হও) এই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন । আমি নির্লেপ, সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ । যিনি আদিত্য পুরুষ, আমিই সেই তিনি ।

এই গীতাসার অর্জুনের নিকট কথিত হইয়াছে, ইহার সম্যক্ উপলব্ধি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪।২৫।২৬ ॥

গুরুভ পুরাণ ২৩৬ অধ্যায় সমাপ্ত ।

গীতাসার সমাপ্ত ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার —বিষয় সূচী—

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়			
—বিষাদ-যোগ—			
ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নোক্তি	১	অর্জুনের উক্তি	৪-৮, ৫৪
সঞ্জয়ের উক্তি	২-২০, ২৪-২৭, ৪৬	ভগবানের ভৎসনা ও উৎসাহ বাক্য	২, ৩
(দুর্যোধন কর্তৃক) পাণ্ডবসেনা বর্ণনা	৩-৬	স্বধর্ম-পালনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুন-	
(দুর্যোধন কর্তৃক) কুরুসেনা-বর্ণনা	৭-১১	কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ	৪-৮
ভীষ্মদেবের যুদ্ধোত্তম	১২, ১৩	আত্মার লক্ষণ বর্ণনা এবং	
পাণ্ডবসেনানায়কগণের শঙ্খধ্বনি	১৪-১৯	অমরত্বের যুক্তি ও প্রমাণ	১১-৩০
শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদ	২১, ২৪, ২৫	জীবিত বা মৃতের জ্ঞাত পণ্ডিতগণের	
অর্জুনের ঔৎসুক্য	২০-২৩	শোকশূন্যতা	১১
অর্জুনের উক্তি	২১-২৩, ২৮-৪৫	আত্মার ত্রিকালে বর্তমানতা	১২
অর্জুনের সৈন্ত-দর্শন	২৬, ২৭	দেহান্তরপ্রাপ্তি কখন	১৩
অর্জুনের বিষাদ	২৮-৩০	সুখ-দুঃখাদির অনিত্যতাবশতঃ	
যুদ্ধে অনিচ্ছার কারণ	৩১-৩৬, ৪৪	তিতিক্ষার আবশ্যকতা	১৪
কুলক্ষয়জনিত দোষের উল্লেখ	৩৭-৪৩	সমদুঃখসুখীই মোক্ষলাভে সমর্থ	১৫
কুলক্ষয়ে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি	৪০	সৎ ও অসতের তত্ত্ববিচার	১৬
বর্ণসঙ্করজনিত দোষ	৪১-৪৩	আত্মা অবিনাশী ও দেহ নশ্বর	১৭, ১৮
অর্জুনের আক্ষেপ ও শাস্ত্রাদি-ত্যাগ	৪৪-৪৬	আত্মার কর্তৃত্ববিষয়ে সংশয়নাশ	১৯
		আত্মা জন্মমৃত্যুরহিত, অবিকারী ও নিত্য	২০
		আত্মবেত্তার কর্তৃত্বাভাব	২১
		দেহান্তর-গ্রহণের দৃষ্টান্ত	২২
		অবিকারী আত্মার স্বরূপবিষয়ক বর্ণনা	২৩-২৫
দ্বিতীয় অধ্যায়			
—সাংখ্য-যোগ—			
সঞ্জয়ের উক্তি	১, ২, ১০	শোক ত্যাগ করিবার জ্ঞাত হেতু	২৬-২৮
শ্রীভগবানের উক্তি	২, ৩, ১১-৫৩, ৫৫-৭২	আত্মার আশ্চর্য্যত্ব	২৯
		দেহী—আত্মা নিত্য ও অবধ্য	৩০
		ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম—যুদ্ধ করা উচিত	৩১-৩৭

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
ধর্মযুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ	৩১, ৩২, ৩৭
ধর্মযুদ্ধ ত্যাগের দোষ	৩৩, ৩৭
কামনাত্যাগপূর্বক স্বধর্মপালনে ফল	৩৮
কর্মযোগ—সকাম ও নিকাম	৩৯-৫৩
কর্মযোগের ফল	৪০
সকাম কর্মীর নিন্দা	৪১-৪৪, ৪২
বেদবাদীর (সকাম বৈদিক কর্মীর) একনিষ্ঠতার অভাব	৪২-৪৪
বেদ (সকাম কর্মকাণ্ড) ত্রিগুণময় ; নিষ্কৈশ্বর্য হওয়াই কর্তব্য	৪৫
জ্ঞানীর সকাম কর্ম অনাবশ্যক	৪৬
মনুষ্যের কর্তব্য-কর্মেই অধিকার, কর্ম ফলে নহে	৪৭
কর্মযোগের লক্ষণ	৪৮
যোগস্থ হইয়া কর্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য	৪৯, ৫০
নিকাম কর্মের ফল	৫১, ৫২
কর্মফলত্যাগে সমাধি ও তত্ত্বজ্ঞান	৫৩
সমাধিপ্রতিষ্ঠা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা	৫৪
সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ	৫৫, ৫৮
ব্যুখিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ	৫৬, ৫৭
দেহাভিমानी ও স্থিতপ্রজ্ঞের পার্থক্য	৫৯, ৬৯
ইন্দ্রিয়ের বেগ ও তৎসংযমের ফল	৬০, ৬১
বিষয়-চিন্তনের পরিণাম	৬২, ৬৩
স্থিতপ্রজ্ঞের প্রশংসিতা ও দুঃখনাশ	৬৪, ৬৫
অযোগীর অশান্তি	৬৬
অসংযতেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞানাশ	৬৭
ইন্দ্রিয়সংযমের প্রজ্ঞার প্রতিষ্ঠা	৬৮
সংযমী ও অসংযমীর দৃষ্টি	৬৯
স্থিতপ্রজ্ঞের শান্তি	৭০
শান্তি-লাভের উপায়	৭০-৭১
ব্রাহ্মী স্থিতি	৭০-৭২

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
-------	--------------

তৃতীয় অধ্যায়

—কর্ম-যোগ—

অজ্ঞানের উক্তি	১, ২, ৩৬
শ্রীভগবানের উক্তি	৩-৩৫, ৩৭-৪৩
জ্ঞানযোগ ও নিকামকর্মের অধিকার- বিষয়ে আশঙ্কা ও প্রশ্ন	১, ২
জ্ঞানী ও কর্মীর নিষ্ঠা	৩
কর্মের আবশ্যকতা	৪-১৬
নিকাম কর্মই নিবৃত্তির হেতু	৪
সকলেই কর্মপ্রবৃত্তির অধীন	৫
কেবল কর্মেদ্রিয়মাত্রের সংযমী কপটাচারী	৬
আসক্তিবহীন কর্মযোগীর শ্রেষ্ঠতা	৭
জীবন-ধারণে কর্মের আবশ্যকতা	৮
যজ্ঞার্থ (দৈশ্বর্য্যার্থ) কর্ম নির্দোষ	৯
যজ্ঞার্থ কর্ম বিষয়ে প্রজ্ঞাপতির অভিমত	১০-১৬
যজ্ঞরূপ কর্মেই পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা	১৪-১৫
কর্মহীন অজ্ঞের জীবন বৃথা	১৬
অন্যতৃপ্ত আত্মজ্ঞানীর কর্মাব্যাব	১৭, ১৮
নিকাম কর্মানুষ্ঠান মোক্ষলাভের কারণ	১৯
লোক সংগ্রহার্থ কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা	২০-২৫
রাজা জনকাদির দৃষ্টান্ত	২০
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই সাধারণের পথ-প্রদর্শক	২১
কর্মানুষ্ঠানে ভগবানের স্বীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন	২২-২৪
অজ্ঞান ও বিদ্বানের কর্মানুষ্ঠানে ভেদ	২৫, ২৭, ২৮
অজ্ঞের বুদ্ধি ভেদ করা অকর্তব্য	২৬, ২৯
প্রকৃতির গুণই কর্মানুষ্ঠানের কারণ, আত্মা নিঃসঙ্গ	২৭, ২৮

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
অজ্ঞান জীবকে শুভ কর্ম হইতে		ধর্মের গ্লানি হেতু ভগবানের আবির্ভাব	৭
বিচলিত করা অকর্তব্য	২২	ভগবদবতারের কার্য	৮
ঈশ্বরে কর্মসমর্পণের ফল	৩০	ভগবল্লীলাজ ব্যক্তির ভগবৎপ্রাপ্তি	৯
ভগবানের মতে শ্রদ্ধালু		ভগবৎস্বরূপতা-প্রাপ্তির উপায়	১০
ও বিদেষ্টার গতি	৩১, ৩২	ভগবতুপাসনায় ভাবানুরূপ ফললাভ	১১
কর্মানুষ্ঠানে প্রকৃতির প্রাধাত্য	৩৩	সকাম কর্মের ফললাভে শীঘ্রতা	১২
রাগদ্বৈষরূপ সংস্কার দমন করাই কর্তব্য	৩৪	গুণকর্মের বিভাগ অনুসারে	
স্বধর্ম-পালনই শ্রেষ্ঠ	৩৫	চতুর্ধর্মের সৃষ্টি	১৩
পাপ-প্রবৃত্তির হেতুবিষয়ক প্রশ্ন	৩৬	ভগবানের অকর্তৃত্ব	১৪
কামই ক্রোধরূপে পাপানুষ্ঠানের প্রবর্তক	৩৭	কর্মানুষ্ঠানের কোশল	১৪, ১৫, ১৮—২৩
কামের (কামনার) দ্বারা জ্ঞান		কর্মের ভেদ—কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম	১৬, ১৭
আচ্ছন্ন হয়	৩৮-৪০	নিকাম কর্মযোগী বা পণ্ডিতের লক্ষণ	১৮, ১৯
জ্ঞানীর নিত্য বৈরী—কাম (কামনা)	৩৯	কর্তব্য-বোধে নিকাম কর্মের অনুষ্ঠানে	
কাম ও ক্রোধের আশ্রয় স্থান		চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি	২০—২৪
(ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি)	৪০	কর্মফলে অনাসক্তিবশতঃ নিকাম	
পাপস্বরূপ কামাদি নাশের উপায়	৪১-৪৩	কর্মীর কর্তৃত্বাভাব	২০—২৩
আত্মা—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত	৪২	নিকামকর্মী নিষ্পাপ ও কর্মবন্ধনশূন্য	২১, ২২
আত্মায় মনঃসংযম দ্বারা		কর্মের ব্রহ্মময়ত্ব প্রতিপাদন	২৪
কাম (কামনা) নাশ কর্তব্য	৪৩	অধিকারানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কর্মরূপ যজ্ঞ	
		(দ্বাদশ প্রকার)	২৫—৩০
		(১) ইন্দ্রাদি পুঙ্কারূপ দৈবযজ্ঞ	
		ও (২) ব্রহ্মযজ্ঞ	২৫
		(৩) ইন্দ্রিয়সংযমরূপ যজ্ঞ ও (৪) বিষয়ে	
		অনাসক্তিরূপ যজ্ঞ	২৬
		(৫) আত্মসংযমরূপ যজ্ঞ,	২৭
		(৬) দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, (৭) তপোরূপ যজ্ঞ,	
		(৮) যোগ বা চিত্তনিরোধরূপ যজ্ঞ, (৯)	
		স্বাধ্যায়রূপ যজ্ঞ, (১০) জ্ঞানাত্যাসরূপ	
		যজ্ঞ ও (১১) দৃঢ়ব্রতরূপ যজ্ঞ	২৮
		(১২) বিবিধ প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ	২৯, ৩০
		যজ্ঞকারীর শুভগতি	৩১

চতুর্থ অধ্যায়

—জ্ঞান-যোগ—

শ্রীভগবানের উক্তি	১—৩, ৫—৪২
অজ্ঞানের উক্তি (প্রশ্ন)	৪
সনাতন জ্ঞানযোগের	
(রাজসিগণমধ্যে) প্রচার	১, ২
জ্ঞানযোগরূপ ব্রহ্মবিদ্যাবিলোপের কারণ	২
পুরাতন যোগতত্ত্বের পুনঃ প্রকাশ	৩
ভগবানের আবির্ভাব বিষয়ে প্রশ্ন	৪
ভগবানের জন্মরহস্য	৫, ৬
ভগবদবতারের কারণ	৭, ৮

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
কর্মরূপ যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা ৩২, ৩৩		কর্মফলাকাঙ্ক্ষাবিহীনই অকর্তা	১৩
গুরু-সেবাই জ্ঞানলাভের উপায়	৩৪	প্রভু (ঈশ্বর) অকর্তা, ফলদাতা	
জ্ঞানলাভের বিশেষ বিশেষ ফল	৩৫—৩৯	নহেন; স্বভাবের (প্রকৃতির)ই কর্তৃত্ব	১৪
জ্ঞানলাভে মোহনাশ ও আত্মদর্শন	৩৫	পাপ-পুণ্যের প্রদাতা ঈশ্বর নহেন;	
জ্ঞানলাভে পাপবিনাশ	৩৬	অজ্ঞানই ইহাদের হেতু	১৫
জ্ঞানলাভে কর্মক্ষয়	৩৭	জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়	১৬
কর্মযোগদ্বারা ক্রমে জ্ঞানলাভ	৩৮	জ্ঞানীর ব্রহ্মনিষ্ঠা ও মুক্তিলাভ	১৭
জ্ঞানলাভের সাধনা—শ্রদ্ধা, গুরুশ্রদ্ধা		জ্ঞানীর (পণ্ডিতের) আচরণ	১৮—২২
ও ইন্দ্রিয়সংযম; ফল শান্তিলাভ	৩৯	ব্রহ্মবিদ্যোগীর (কর্মীর) অবস্থা	১৯—২১
অজ্ঞ, অশ্রদ্ধালু ও সংশয়াত্মার গতি	৪০	বিষয়ে অনাসক্ত পুরুষের সুখ	২১
কর্মবন্ধন নাশের-উপায়	৪১	ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ সমূহ দুঃখের কারণ	২২
আত্মজ্ঞানই সংশয়নাশে সমর্থ	৪২	কামক্রোধের বেগসহনশীল	
		পুরুষই যোগী ও সুখী	২৩
		ব্রহ্মনির্ব্বাণের অধিকার বা	
		ব্রহ্মস্বরূপতা লাভের সাধন	২৪—২৬
		মুক্তিলাভের অন্তর্ব্যবস্থা সাধন	২৭, ২৮
		ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানেই শান্তি	২৯

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাস যোগ

অর্জুনের উক্তি (প্রশ্ন) কর্মসন্ন্যাস	
ও কর্মযোগের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ	১
শ্রীভগবানের উক্তি (উত্তর)	২—২২
কর্মসন্ন্যাস (জ্ঞান, সাংখ্য, নৈকর্ম)	
ও কর্মযোগের (কর্মফলত্যাগ,	
নিকাম কর্মাত্মস্থানের) ফল	২—৫
কর্মযোগের বিশিষ্টতা	২, ৩
সাংখ্য (কর্মসন্ন্যাস) ও যোগের	
(কর্মযোগের) একতা	৪
সাংখ্য ও যোগের লক্ষ্য একই	৫
যোগমুক্তির আচরণ	৬—১৩
নিকাম কর্মাত্মস্থানের লক্ষণ বা ব্রহ্ম	
কর্মসমর্পণ প্রথা	৮—১০
নিকাম কর্মাত্মস্থানের ফল আত্মশুদ্ধি	
ও শান্তিলাভ; সাকাম কর্মের	
ফল—বন্ধন	১১, ১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

—ধ্যান-যোগ—

শ্রীভগবানের উক্তি ১-৩২, ৩৫, ৩৬, ৪০-৪৭	
অর্জুনের উক্তি	৩৩, ৩৪, ৩৭—৩৯
কর্মফলত্যাগীই সন্ন্যাসী ও যোগী	১
সন্ন্যাস ও যোগ এক	২
জ্ঞানযোগেচ্ছুর কর্ম এবং	
যোগারূঢ়ের শম (কর্মত্যাগ) ই সাধন	৩
যোগে আরূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ	৪
আত্মা (বুদ্ধি) কিরূপে	
আত্মার শত্রু ও মিত্র	৫, ৬
যুক্তযোগীর লক্ষণ ও আচরণ	৭—৯

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
ধ্যানযোগাভ্যাসের স্থান,		সংসারে তত্ত্ববেত্তার দুর্লভতা	৩
আসন ও নিয়ম	১০—১৩	ঈশ্বরের দ্বিবিধ প্রকৃতি—অষ্ট অপরা,	
যোগাভ্যাসীর ব্রত, ধারণা ও যোগফল	১৪, ১৫	এবং জীবরূপ পরা প্রকৃতি	৪, ৫
যোগীর আহাৰ, নিদ্রা		ঈশ্বরই জগতের উৎপত্তি ও লয়ের	
ও আচরণের নিয়ম	১৬, ১৭	কারণ এবং আশ্রয়	৬, ৭
যোগযুক্তের লক্ষণ	১৮	ভগবৎসত্তার বিবিধ বিকাশ	৮—১২
ধ্যানস্থ যোগীর চিত্তের উপমা	১৯	ভগবান্ সমস্ত পদার্থের আশ্রয় হইয়াও	
ধ্যানযোগের স্বরূপাবস্থা ও ফল-বর্ণনা	২০—২৩	নিলিপ্ত	১২
ধ্যানযোগের ক্রম—প্রত্যাহার,		মায়াদ্বারা জগৎ মোহিত ; ভগবানের	
ধারণা ও আত্মধ্যানের অভ্যাস	২৪—২৬	শরণাগতিই মায়ামুক্ত	
ধ্যানস্থ যোগীর ব্রহ্মরূপ স্বৰূপপ্রাপ্তি	২৭, ২৮	হইবার উপায়	১৩, ১৪
পরমযোগী আত্মজ্ঞের লক্ষণ ও আচরণ	২৯—৩২	আত্মরভাবাপন্ন চিত্তে ভগবন্তজ্ঞির	
মনের চঞ্চলতা—আত্মযোগ সাধনের		অপ্রকাশ	১৫
দুষ্করতা সম্বন্ধে অর্জুনের জিজ্ঞাসা	৩৩, ৩৪	চতুর্বিধ ভক্ত—আর্ত, জিজ্ঞাসু,	
অভ্যাস ও বৈরাগ্যই চিত্তদমনের উপায়	৩৫, ৩৬	অর্থার্থী ও জ্ঞানী	১৬
শ্রদ্ধাবান্ যোগব্রষ্ট ব্যক্তির গতিবিষয়ে		জ্ঞানিভক্তের শ্রেষ্ঠতা	১৭, ১৮
অর্জুনের প্রশ্ন	৩৭—৩৯	জ্ঞানলাভ বহুজন্মসাপেক্ষ ও ভগবৎপ্রাপ্তি	
যোগব্রষ্টের গতি—শুভলোক-প্রাপ্তি ও		অতি দুর্লভ	১৯
সৎকুলে জন্ম	৪০—৪২	সকাম পুরুষের উপাসনা ও তদনুরূপ	
যোগব্রষ্টের জ্ঞানসাধক বুদ্ধিলাভ	৪৩	ফললাভ	২০—২২
যোগব্রষ্টের পূর্বসংস্কারবশে বৈদিক		সকাম ব্যক্তি ও ভগবন্তজ্ঞের গতি	২৩
কর্মফলে উপেক্ষা	৪৪	অজ্ঞানের পক্ষে ভগবৎস্বরূপজ্ঞান	
যোগব্রষ্টের জন্মান্তরে ক্রমোন্নতি সহ		দুর্লভ	২৪—২৬
মুক্তিলাভ	৪৫	অজ্ঞানীর ঈশ্বরস্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা	২৪
তত্ত্বজ্ঞ যোগীর শ্রেষ্ঠতা	৪৬	ভগবৎস্বরূপ না জানিবার হেতু	২৫
ভগবন্তজ্ঞই যুক্ততম যোগী	৪৭	ঈশ্বরের সর্ববৃত্ততা ও জীবের অন্তত্ব	২৬
		মোহপ্রাপ্তির কারণ	২৭
		ভগবন্তজ্ঞিলাভের উপায়	২৮
		ভগবৎস্বরূপবিষয়ক জ্ঞানলাভের	
		উপায়-বর্ণনা	২৯, ৩০
<hr/>			
সপ্তম অধ্যায়			
—বিজ্ঞান যোগ—			
শ্রীভগবানের উক্তি	১—৩০		
ভক্তিয়োগ দ্বারা ভগবন্ত-বিজ্ঞানের ফল	১, ২		

বিষয়

শ্লোক সংখ্যা

বিষয়

শ্লোক সংখ্যা

অষ্টম অধ্যায়

—অক্ষর-ব্রহ্ম-যোগ—

অর্জুনের উক্তি (প্রশ্ন)—ব্রহ্ম. আধ্যাত্ম, কৰ্ম	
অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ কি, এবং	
মৃত্যুকালে ঈশ্বরজ্ঞান কিরূপে হয়	১, ২
শ্রীভগবানের উক্তি (উত্তর)	৩—২৮
ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কৰ্মের লক্ষণ	৩
অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের লক্ষণ	৪
মৃত্যুকালে ঈশ্বরের স্মরণ ও সাক্ষ্যপালাভ	৫
মৃত্যুকালীন ভাবের অনুরূপ গতি	৬
অন্তকালে ঈশ্বরস্মরণার্থ সদা	
ভগবচ্চিস্তনের আবশ্যিকতা	৭
নিত্যস্মরণের অভ্যাসদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি	৮
চিস্তন-প্রণালী	৯—১৩
স্মরণীয় ভগবৎস্বরূপ	৯
প্রাণ ও মনের নিরোধপূর্বক	
আত্মসমাধি	১০—১২
একাক্ষর ব্রহ্মের স্মরণ	১৩
নিত্য স্মরণশীলের পক্ষে ঈশ্বর স্মরণলভ্য	১৪
দুঃখালয় পুনর্জন্মের নিবৃত্তি	১৫, ১৬
জগতের উৎপত্তি প্রলয় প্রদর্শনার্থ	
ব্রহ্মার দিবা-রাত্রি বর্ণনা	১৭—১৯
অব্যক্তই সৃষ্টি ও লয়ের কারণ	১৮
অবিনাশী নিত্য সত্তা, অব্যক্ত হইতে	
স্বতন্ত্র	২০
সত্তা-স্বরূপ পরম গতিলাভে পুনর্জন্ম	
হয় না	২১
নিত্যসত্তা বা পরম পুরুষ অনন্তভজিলভ্য	২২
শুদ্ধ কৰ্মগতি---অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি	২৩-২৬
দেবযান ও পিতৃযান মার্গ	২৪, ২৫

মুক্তযোগীর গতি

২৭, ২৮

বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদির ফল অপেক্ষা

মুক্তযোগীর গতি শ্রেষ্ঠ

২৮

নবম অধ্যায়

—রাজবিদ্যা-রাজগুহ-যোগ—

শ্রীভগবানের উক্তি	১—৩৪
রাজবিদ্যা-রাজগুহযোগের (বিজ্ঞান	
সহিত জ্ঞানের) গুণ ও ফল	১, ২
রাজবিদ্যাযোগে অশ্রদ্ধালুর গতি	৩
ঈশ্বর ও সৃষ্ট পদার্থের (মায়িক)	
সম্বন্ধবর্ণনা	৪—৬
ঈশ্বর ব্যতীত সৃষ্টপদার্থের পৃথক	
অস্তিত্ব নাই	৫
সৃষ্টিপ্রণালী	৭—১০
সৃষ্টির মূল—প্রকৃতি (মায়ী)	৭, ৮, ১০
ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ ও উদাসীন	৯
ঈশ্বর (পুরুষ) অধিষ্ঠাতা মাত্র	১০
ভগবদবতার সম্বন্ধে মুচুগুণের ধারণা	১১
রাক্ষসী ও আশুরী প্রকৃতি মুচুগুণের গতি	১২
দৈবী প্রকৃতি মহাত্মগুণের ভগবৎস্বরূপ	
সম্বন্ধে ধারণা	১৩
দৈবী প্রকৃতি মহাত্মগুণের	
উপাসনা-পদ্ধতি	১৪ ১৫
উপাস্ত্রের (ভগবানের) বহুবিধ রূপ,	
বিভূতি ও ভাব	১৬—১৭
যজ্ঞ, মন্ত্র, ঔষধ, ঘৃত, অগ্নি, ঋগাদি	
বেদ, এবং জগতের কৰ্ত্তা, কারণ	
ও রক্ষক সমস্তই ভগবান্	১৬, ১৭
প্রভু, সাক্ষী, সূহৃৎ, উৎপত্তি, প্রলয়,	
সর্বকারণ্যের কারণ, অমৃত, মৃত,	
সৎ ও অসৎস্বরূপও ভগবান্	১৮, ১৯

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
শুভকর্ষকারী পুণ্যবান্গণের গতি	২০	শ্রীভগবানের প্রধান প্রধান একশত	
সকাম বৈদিক কৰ্ম জন্ম পুণ্যফল		বিভূতি	৪-৮, ২১-৩৯
নশ্বর ও পুনর্জন্মের কারণ	২১	সংক্ষেপে (২৪টি) ভগবদ্বিভূতির উল্লেখ	৪-৮
একনিষ্ঠ ভগবন্তের যোগক্ষেম-প্রাপ্তি	২২	বুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য, শম, সুখ, দুঃখ,	
শ্রদ্ধাসহ অন্য দেবতার পূজা ও অজ্ঞান-		অভাব, অভয়, অহিংসা ও দানাদি	
পূর্বক ঈশ্বরেরই আরাধনা	২৩	সমস্তই ভগবান্ হইতে উদ্ভূত	৪, ৫
ভগবৎস্বরূপের অজ্ঞানতাই পুনরাবৃত্তির		সপ্তর্ষি ও মনু প্রভৃতিরও আদি ভগবান্	৬
কারণ	২৪	ভগবদ্বিভূতি-জ্ঞানের ফল—চিত্তশান্তি-লাভ	৭
উপাস্যভেদে ফলপ্রাপ্তির বিভিন্নতা	২৫	ভগবন্তজন-প্রণালী এবং তাহাতে ভক্তের	
ভক্তের সামান্য পূজোপহারও		সুখ ও সন্তোষ	৮, ৯
ভগবানের প্রিয়	২৬	অনন্যভক্তিতেই ভগবানের কৃপাদৃষ্টি,	
সর্ব কৰ্তব্য কৰ্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণই		সাক্ষাৎকার ও জ্ঞান লাভ হয়	১০, ১১
কৰ্মবন্ধনবিমুক্তি ও ঈশ্বরলাভের		ভগবন্তজনেই সাস্থিক বুদ্ধি লাভ হয়	১০
উপায়	২৭, ২৮	ভগবন্তজনেই আত্মজ্ঞান হয়	১১
ভগবানের সমভাব, ভক্তিদ্বারাই		অর্জুন কর্তৃক ভগবানের মহিমা	
ভগবান্কে পাওয়া যায়	২৯	কীর্তন	১২-১৫
অনন্যভক্তি দ্বারা দুরাচার ব্যক্তিরও		বিস্তারপূর্বক ভগবদ্বিভূতি শ্রবণ জন্ম	
সাধুতা ও শান্তিলাভ হয়	৩০, ৩১	অর্জুনের প্রার্থনা	১৬-১৮
ভগবন্তের বিনাশ নাই	৩১	বিভূতি-বর্ণনার সূচনা—ভগবান্	
ভগবানের শরণাগত স্ত্রী, বৈশ্য ও		সর্বভূতে ও সর্বত্র অবস্থিত	১৯, ২০
শূদ্রাদিরও পরম গতি লাভ হয়।	৩২	জ্যোতিক, জীব, জন্তু, স্থাবর, জঙ্গম, যজ্ঞ,	
ভক্তিদ্বারা ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণের		বেদাদি বিদ্যা, দেবতা ও দৈত্য এবং	
পরম গতিলাভে নিশ্চয়তা	৩৩	ব্যক্তি বিশেষে ও বিবিধ শুভগুণে	
অনন্যভক্তির লক্ষণ ও ফল	৩৪	(৭৬টি) বিশেষ বিশেষ ভগবদ্বিভূতির	
		বর্ণনা	২১-৩৯
		বিষ্ণু, রবি, মরীচি ও শশী	২১
		সাম, বাসব, মন ও চেতনা	২২
		শঙ্কর, বিদ্যেশ, পাবক ও মেরু	২৩
		বৃহস্পতি, স্কন্দ ও সাগর	২৪
		ভৃগু, একাক্ষর জপযজ্ঞ ও হিমালয়	২
		অশ্বথ, নারদ, চিত্ররথ ও কপিল	২৫৬

দশম অধ্যায়

—বিভূতি-যোগ—

শ্রীভগবানের উক্তি	১-১১, ১৯-৪২
অর্জুনের উক্তি	১২-১৮
ভগবান্ সকলের আদি ও মহেশ্বর	১-৩
ভগবন্ত ও জ্ঞানের ফল	৩

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
উচ্চৈঃশ্রবাঃ, ঐরাবত ও নরাধিপ	২৭	ভগবানের দেহে আদিত্য, বসু, রুদ্র,	
বজ্র, কামধুক, কন্দর্প ও বাসুকি	২৮	মরুদ্গণ ও বহু অদ্ভুত রূপের বিকাশ	৬
অনন্ত, বরুণ, অর্যমা ও যম	২৯	অর্জুনকে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান	৮
প্রহ্লাদ, কাল, মৃগেন্দ্র ও বৈনতেয়	৩০	সঞ্জয় কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণনা	৯—১৪
পবন, রাম, মকর ও জাহ্নবী	৩১	ভগবানের বিশ্বরূপ—বহু বক্তৃতা, নেত্র,	
আদ্যন্তমধ্য অধ্যায়বিদ্যা ও বাদ	৩২	আভরণ ও আয়ুর্বাতিষুভ, সহস্রসূর্য্য-	
অকার, হৃন্দসমাস, কাল ও ধাতা	৩৩	প্রভাবিত, সর্বদিগ্‌ব্যাপী, অনন্ত ও	
মৃত্যু, উত্তর, কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি,		আশ্চর্য্যময়	১০—১২
মেধা, ধৃতি, ক্ষমা	৩৪	অর্জুন কর্তৃক বিশ্বরূপ বর্ণনা	১৫—৩১
বৃহৎসাম, গায়ত্রী, মার্গশীর্ষ		ভগবানের দেবদেহে সর্বভূত, সর্বদেবতা,	
ও কুসুমাকর	৩৫	ব্রহ্মা, ঋষিসংঘ ও সর্পাদিসহ অনন্ত	
দ্যুত, তেজ, জয়, ব্যবসায় ও সত্ত্ব	৩৬	মুখ, নয়ন কিরীটগদাদিশোভিত	
বাসুদেব, ধনঞ্জয়, ব্যাস ও উশনা	৩৭	বিশ্বরূপ অতিতেজোময় ও	
দণ্ড, নীতি, মোন, ও জ্ঞান	৩৮	দুর্নিরীক্ষ্য	১৫—১৭
সর্বভূতের বীজ (চৈতন্য)	৩৯	অর্জুন কর্তৃক ভগবানের মহিমাকীর্ত্তন	১৮
বিভূতির অনন্তত্ব কথন	৪০	দেবতাগণেরও ভীতি-বিস্ময়কর ভগবানের	
বিশেষ ঐশ্বর্য্যযুক্ত পদার্থমাত্রই		ত্রিলোকব্যাপিনী সংহার মূর্ত্তির	
ভগবদ্বিভূতি	৪১	বর্ণনা	১৯—২২
সমস্ত জগৎ ভগবানের একাংশে অবস্থিত	৪২	ভগবানের লোকক্ষয়কৃৎ কালস্বরূপ	
		বর্ণনা	২৩—৩০
		ভগবানের ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে অর্জুনের	
		ভীতি ও স্তুতি	২৩—২৫, ৩১
		ভগবানের বিশ্বরূপে উভয়পক্ষীয় যোদ্ধবর্গের,	
		ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের ও ভীষ্মদ্রোণাদির	
		বিনাশদর্শন	২৬—৩০
		অর্জুনকে ভগবানের আশ্বাস	
		প্রদান	৩২—৩৪, ৪৯
		অর্জুনকৃত শ্রীভগবানের স্তব	১৫—৩১,
			৩৬—৪০
		অর্জুনের ক্ষমা-প্রার্থনা	৪১—৪৪
		বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের বিস্ময়তা	৪৫, ৪৬

একাদশ অধ্যায়

—বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ—

অর্জুনের উক্তি	১—৪, ১৫—৩১.
	৩৬—৪৬, ৫১
শ্রীভগবানের উক্তি	৫—৮, ৩২—৩৪,
	৪৭—৪৯, ৫২—৫৫
সঞ্জয়ের উক্তি	৯, ১৪, ৩৫, ৫০
ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনের ইচ্ছায়	
অর্জুনের প্রার্থনা	১—৪
ঐশ্বর্য্যপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	৫—৭

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
বিশ্বরূপ-দর্শনে দুর্লভতা	৪৭, ৪৮, ৫২, ৫৩
ভক্তি বিনা বেদ, যজ্ঞ-তপোদানাদি দ্বারাও	
ভগবানের দর্শনলাভ হয় না	৪৮, ৪৩
ভগবানের পূর্বরূপ ধারণ	৫০
ভগবানের আশ্বাসবাক্যে ও মনুষ্যরূপদর্শনে	
অর্জুনের প্রশ্নাতা	৫০, ৫১
ভক্ত্যব্যতীত দেবগণের পক্ষেও ভগবদর্শন	
দুর্লভ	৫২
ভগবান্ অনন্যভক্তিলভা	৫৪
সর্বভূতে নিবৈবের, সম্ভবজিত, শরণাগত	
ভক্তই ভগবান্কে প্রাপ্ত হন	৫৫

দ্বাদশ অধ্যায়

—ভক্তি-যোগ—

অর্জুনের উক্তি (প্রশ্ন)—সংগুণ ও নিগুণ	
বুদ্ধোপাসকের মধ্যে কে যোগবিত্তম ?	১
শ্রীভগবানের উক্তি (উত্তর)	২—২০
নিকাম, নিত্যযুক্ত ভগবন্তের ও	
অব্যক্ত, অক্ষর উপাসকের ভেদ	২—৪
দেহাস্ববুদ্ধি-ব্যক্তির পক্ষে নিগুণ	
উপাসনা কষ্টকর	৫
ভগবানে কর্ন্তসমর্পণ-রূপ অনন্য-	
যোগের ফল	৬, ৭
অনন্যভক্তি, অভ্যাসযোগ, ঈশ্বরার্থ	
কর্ন্তানুষ্ঠান ও কর্ন্তফলত্যাগ-রূপ	
বিবিধ উপায়ের উপদেশ	৮—১১
অভ্যাসযোগ, পরোক্ষজ্ঞান ও ধ্যান	
অপেক্ষা কর্ত্তফলত্যাগই (বাসনাক্ষয়)	
মুক্তি বা শান্তির শ্রেষ্ঠ উপায়	১২

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
ভগবন্তের লক্ষণ—ভগবৎকৃপা-লাভের	
জন্য ৪০ বা ততোধিক মানসিক	
সংযমের সাধনা	১৩—২০
ভগবানের প্রিয় হইতে হইলে অপরের	
প্রতি কর্ত্তব্য	১৩, ১৫, ১৭, ১৮
ভগবানের প্রিয় হইতে হইলে নিজের	
সম্বন্ধে কর্ত্তব্য	১৪, ১৬, ১৯, ২০
ভগবানের প্রিয়তম কে ?	২০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

—প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-যোগ—

অর্জুনের উক্তি—প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র	
ও ক্ষেত্রজ-বিষয়ে প্রশ্ন	১
শ্রীভগবানের উক্তি (উত্তর)	২—৩৫
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের বর্ণনা	২—৭
ক্ষেত্র (স্থূল-সূক্ষ্মাদিশরীর, প্রকৃতি	
বা দৃশ্যপ্রপঞ্চের) ও ক্ষেত্রজের	
(আত্মা, পুরুষ বা পরমাত্মার)	
পার্থক্য-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান	২, ৩
বেদ ও ব্রহ্মসূত্রাদিতে ক্ষেত্র ও	
ক্ষেত্রজের স্বরূপ-নিরূপণ	৪, ৫
ক্ষেত্রের বিবরণ—২৪ তত্ত্ব ও তাহার	
বিবিধ ভেদ	৬, ৭
জ্ঞানের বিংশতি সাধন (জ্ঞেয় জানিবার	
উপায়)	৮—১২
অমানিষ, অহিংসাদি (৯টি) সাধন	৮
বিষয়-বৈরাগ্যাদি (৩টি) সাধন	৯
আসক্তি প্রভৃতি (৩টি) সাধন	১০
অনন্যভক্তি ও একান্তবাসাদি	
(৩টি) সাধন	১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাদি (২টি) সাধন	১২

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
জ্ঞেয়ব্রহ্মের বর্ণনা	১৩—১৮
ব্রহ্ম সং বা অসং নহেন ;	
ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান	১৩
নিরিন্দ্রিয় ও নিগুণ	১৪, ১৫
ব্রহ্মই স্থূল-সূক্ষ্ম, স্থাবর-জঙ্গম, এবং	
এক, অনেক ও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের	
কারণ	১৬, ১৭
তেজ ও তমের অতীত ব্রহ্মই জ্ঞান ও	
জ্ঞেয়রূপে সর্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিত	১৮
ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তত্ত্বের বোধদ্বারা	
ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি	১৯
পুরুষ (ক্ষেত্রজ্জীবনাম্নী পরা প্রকৃতি)	
ও প্রকৃতি (ক্ষেত্রনাম্নী অপরা	
প্রকৃতি) অনাদি, এবং ত্রিগুণ ও	
ষোড়শ বিকার প্রকৃতিজাত	২০
প্রকৃতি কার্যাকরণ-শক্তির এবং পুরুষ	
সুখ দুঃখ ভোগের হেতু	২১
পুরুষ ও প্রকৃতি সংযোগের ফল—	
দেহধারণ	২২
দেহস্থ পুরুষ স্বতন্ত্র—পরমাত্মা	২৩
পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞানে	
পুনর্জন্ম হয় না	২৪
আত্মদর্শনের বিবিধ মার্গ—ধ্যানযোগ,	
আত্মানন্দ-বিচার, কর্ম ও	
উপাসনা	২৫, ২৬
আত্মজ্ঞানবিষয়ক বিচার	২৭—৩৪
স্থাবর ও জঙ্গম সমস্তই ক্ষেত্র ও	
ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগজাত	২৭
আত্মার সর্বত্র সমভাবে অবস্থান	২৮
সম্যগদর্শী কে ?	২৮—৩০
সমদর্শীর আত্মবোধ ও মুক্তিলভ	২৯

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব ; আত্মা অকর্তা	৩০
সম্যগদর্শন দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা-লাভ	৩১
শরীরস্থ নিগুণ পরমাত্মা অক্রিয়,	
আকাশবৎ নিলিপ্ত এবং রবিবৎ	
প্রকাশক ও একমাত্র	৩২—৩৪
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের (মায়িক)	
পার্থক্যজ্ঞানে কৈবল্য-লাভ	৩৫

চতুর্দশ অধ্যায়

—গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ—

শ্রীভগবানের উক্তি	১—২০, ২২—২৭
অর্জুনের উক্তি (প্রশ্ন)	২১
ত্রিগুণে জ্ঞানই সর্বোত্তম, ও তদ্বারা	
ব্রহ্মস্বরূপতা-লাভ	১, ২
সৃষ্টিরহস্য—ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ	৩, ৪
প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ই (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ)	
জীবনের বন্ধনের হেতু	৫
সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও কার্য	৬
রজোগুণের লক্ষণ ও কার্য	৭
তমোগুণের লক্ষণ ও কার্য	৮
সংক্ষেপে ত্রিগুণের কার্য—সুখ, কর্ম	
ও প্রমাদ	৯
সত্ত্বাদিগুণের প্রাধান্যকালে তত্ত্ব	
কার্যের বিকাশ	১০
সত্ত্বপ্রবলতার লক্ষণ—জ্ঞানের বিকাশ	১১
রজঃপ্রবলতার লক্ষণ—কর্মাধিতে প্রবৃত্তি	১২
তমঃপ্রবলতার লক্ষণ—প্রমাদ ও মোহ	১৩
সত্ত্বগুণী ব্যক্তির দেহান্তে গতি	
(স্বর্গাদিলোকে)	১৪

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
রজোগুণী ব্যক্তির দেহান্তে গতি (মনুষ্যালোকে)	১৫
তমোগুণী ব্যক্তির দেহান্তে গতি (পশ্বাদিদেহে)	১৫
সাত্বিক, রাজস ও তামস কর্মের ফল— সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞান	১৬
ত্রিগুণজাত বৃত্তির ফল—জ্ঞান, মোহ ও মোহ	১৭
সম্ব, রজঃ ও তমোগুণী ব্যক্তির (যথাক্রমে) উর্দ্ধ, মধ্য ও অধোগতি	১৮
ত্রিগুণের কর্তৃত্ব ও দ্রষ্টা আত্মার অকর্তৃত্ব- জ্ঞানে জীবের বুদ্ধতাব-লাভ	১৯
ত্রিগুণাতীত ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে মুক্তি	২০
ত্রিগুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ, আচরণ ও সাধনা বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন	২১
গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ—ত্রিগুণের কার্যকালে উদাসীনতা	২২, ২৩
গুণাতীত পুরুষের আচরণ—সর্বাবস্থায় ও সকলের প্রতি সমভাব	২৪, ২৭
গুণাতীত হইবার সাধনা—ভক্তিযোগ	২৬
অনন্য ভক্তিযোগের ফল—ব্রহ্মস্বরূপতা- লাভ বা মুক্তি	২৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

—পুরুষোত্তম-যোগ—

শ্রীভগবানের উক্তি (সংক্ষেপে গীতার্থের উপদেশ)	১—২০
সংসাররূপ অশুখবৃক্ষের বর্ণনা ও তাহা ছেদনের উপায়	১—৩

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
সংসার-বৃক্ষের তত্ত্বজ্ঞাই বেদবিৎ	১
ত্রিগুণযোগে সংসার-বৃক্ষের শাখা ও মূল উর্দ্ধাধোবিস্তৃত	২
অনাসক্তিই সংসার-বৃক্ষ ছেদনের শস্ত্র	৩
অব্যয় পুরুষের অনুষঙ্গ ও তাঁহাকে পাইবার পাঁচটি সাধন	৪, ৫
ভগবানের পরমধাম বা স্বরূপ	৬
জীব ভগবানের অংশরূপে প্রকাশিত	৭
প্রলয়ান্তে ভোগার্থ জীবের চেষ্টা	৭
মন ও ইন্দ্রিয়-সহ জীবের উৎক্রমণ ও দেহধারণ	৮
জীবের বিষয়-ভোগ-প্রণালী	৯
জ্ঞানচক্ষুঃ যোগিগণই সর্বাবস্থায় আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ	১০, ১১
সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিস্থিত তেজঃ ভগবানেরই শক্তি	১২
ভগবান্‌ই পৃথিব্যাদিতে শক্তি ও রসরূপে এবং প্রাণিদেহে বৈশ্বানর ও প্রাণাপানরূপে অবস্থিত	১৩, ১৪
ভগবান্‌ই সর্বজীবের জ্ঞান ও জ্ঞানদাতা	১৫
দ্বিবিধ পুরুষ—ক্ষর (কার্যরূপ ভূত) ও অক্ষর (কারণরূপ মায়া)	১৬
পুরুষোত্তম (পরমাত্মা, ঈশ্বর) ব্রহ্ম বা আত্মচেতন্য	১৭
পুরুষোত্তমের লক্ষণ	১৮
পুরুষোত্তম-জ্ঞানের ফল—সর্বান্তরাঙ্গা ভগবানে ভক্তি	১৯
গুহ্যতম শাস্ত্ররূপে সর্বগীতার্থসার, এতদধ্যায়ের মাহাত্ম্যবর্ণন	২০

বিষয় শ্লোক সংখ্যা

ষোড়শ অধ্যায়

—দৈবাস্ত্র-সম্পদবিভাগ-যোগ—

শ্রীভগবানের উক্তি	১—২৪
দৈবী সম্পৎ—দৈবপ্রকৃতি মনুষ্যের	
ষড়্বিংশতি শুভগুণ	১—৩
আস্ত্রপ্রকৃতি মনুষ্যের ছয়টি অশুভগুণ	৪
আস্ত্রী সম্পদের কার্য—	
মোক্ষ ও বন্ধন	৫
মনুষ্য-প্রকৃতি দ্বিবিধ—দৈবী ও আস্ত্রী	৬
আস্ত্র-প্রকৃতি মনুষ্যগণের অসৎপ্রবৃত্তি	
ও অধর্মাচারণ	৭—১৫, ১৭, ১৮
আস্ত্র পুরুষগণের ধর্মান্বিত, সত্য ও	
শৌচাচার নাই	৭
আস্ত্র পুরুষগণ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী,	
অলপবুদ্ধি ও উগ্রকর্মা	৮, ৯
আস্ত্র পুরুষগণ দুকামনা ও দস্তমদাদিযুক্ত,	
অশুচিব্রত, নাস্তিক ও বিষয়-	
ভোগে রত	১০, ১১
আস্ত্র পুরুষগণ কামক্রোধপরায়ণ,	
অন্যায়রূপে বন্যহরণে সচেষ্টা ও	
পুনঃ পুনঃ বনসঙ্করে বিব্রত	১২, ১৩,
আস্ত্র পুরুষগণ শত্রুনাশে এবং নিজের	
পরাক্রম, ভোগ, সুখ, ঐশ্বর্য্য, কুল	
ও মানের জন্য যজ্ঞনানাদির চিন্তায়	
উন্মত্ত	১৪, ১৫
আস্ত্র পুরুষগণের নরকে গতি	১৬
ধনবান্ মদাক্ত আস্ত্র পুরুষগণের	
যজ্ঞ নামমাত্র	১৭
বলদর্পাদিদৃষ্ট আস্ত্র পুরুষগণ ভগবানের	
বিদ্বেষী	১৮

বিষয় শ্লোক সংখ্যা

আস্ত্র পুরুষগণের পশ্বাদি জন্ম ও	
অধোগতি	১৯, ২০
নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম, ক্রোধ	
ও লোভ	২১
ত্রিবিধ নরকদ্বার ত্যাগে পরমগতি-লাভ	
—চিত্তশুদ্ধি ও মুক্তি	২২
শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনের দোষ (চিত্তশুদ্ধি ও	
ঐহিক সুখের, স্বর্গলাভ ও	
মোক্ষের হানি)	২৩
কার্য্যাকার্য্য নিরূপণে শাস্ত্রই প্রমাণ,	
ও তদনুরূপ কর্ম্ম করাই কর্তব্য	২৪

সপ্তদশ অধ্যায়

—শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগ—

অর্জুনের উক্তি (প্রশ্ন)—শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘন	
করিয়া শ্রদ্ধাসহ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের	
নিষ্ঠা কিরূপ ?	১
শ্রীভগবানের উক্তি (উত্তর)	২—২৮
শ্রদ্ধা ত্রিবিধ—সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী	২
সত্ত্বের (বুদ্ধিবৃত্তির) তারতম্যে শ্রদ্ধার	
ভিন্নতা ; ত্রিবিধ শ্রদ্ধানুসারে	
লোকও ত্রিবিধ	৩
ত্রিবিধ শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের ত্রিবিধ পূজাপাত্র	
—দেব, যক্ষ ও প্রেতাди	৪
আস্ত্র পুরুষগণের তপস্যাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ,	
কামরাগাদিযুক্ত, দেহ ও আত্মার	
ক্লেশকর	৫, ৬
আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানের ভেদ	৭
আহার (ত্রিবিধ)—সাত্বিক, রাজসিক	
ও তামসিক	৮—১০
সাত্বিক আহারের ১০টি শুভগুণ	৮

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
জরাসিক আহারে ১০টী অশুভগুণ	৯
তামসিক আহারের আরও ৬টী অশুভগুণ	১০
যজ্ঞ সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ—নিকাম, সকাম ও বিধিবজ্জিত	১১—১৩
তপঃ (শারীর)—শৌচ, ব্রহ্মচর্যাদি	১৪
তপঃ (বাণ্ণর)—সত্য, স্বাধ্যায়াদি	১৫
তপঃ (মানস)—যোন ও ভাবসংশুদ্ধি প্রভৃতি	১৬
ত্রিবিধ তপস্যার (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) ভেদ	১৭—১৯
দান (সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ)— কর্তব্যবোধে, প্রত্যাশাকারের আশায় ও অবজ্ঞার সহিত	২০—২২
বৃক্ষের নামত্রয়—ওঁ তৎ সৎ	২৩
নিত্যকর্মের (যজ্ঞ, দান ও তপঃ—) আদিতে বৈদবিদগুণ কর্তৃক ব্যবহৃত ব্রহ্মনাম—ওঁ	২৪
যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি কালে মুমুক্শুগুণ কর্তৃক ব্যবহৃত ব্রহ্মনাম—তৎ	২৫
সর্বশুভকার্যে ব্যবহৃত ব্রহ্মনাম—সৎ	২৬
ভগবৎপ্রীত্যর্থ যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি কার্যে ব্যবহৃত ব্রহ্মনাম—সৎ	২৭
সৎকর্মের লক্ষণ—ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা	২৭
অশ্রদ্ধাসহ কৃত কর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপঃ) অসৎ ও নিষ্ফল	২৮

অষ্টাদশ অধ্যায়

—মোক্ষ-যোগ—

অজ্ঞানের উক্তি	১, ৭৩
শ্রীভগবানের উক্তি	২—৭২

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
সঞ্জয়ের উক্তি	৭৪—৭৮
সন্ন্যাস ও ত্যাগ বিষয়ে অজ্ঞানের প্রশ্ন	১
সন্ন্যাস ও ত্যাগের অর্থ	২
যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম ত্যাগ্য নহে ; নিকামভাবে করাই কর্তব্য	৩, ৫, ৬
ত্রিবিধ ত্যাগ	৪
মোহবশতঃ কর্মত্যাগ—তামসিক	৭
ক্লেশভয়ে কর্মত্যাগ—রাজসিক	৮
কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে ফলকামনা ত্যাগ —সাত্ত্বিক	৯
ত্যাগীর লক্ষণ—কর্মে রাগদ্বेषহীন ও ফলত্যাগী	১০, ১১
অত্যাগিগণের কর্মফল ত্রিবিধ ; ত্যাগীর কর্মফল নাই	১২
সাংখ্য বা বেদান্তসিদ্ধান্তে নিদিষ্ট কর্মের পঞ্চকারণ	১৩—১৫
শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা কৃতকর্মের ৫টী কারণ অধিষ্ঠান (শরীর), কর্তা (অহঙ্কাররূপ অন্তঃকরণ), করণ (ইন্দ্রিয়), প্রাণাদির বিবিধ চেষ্টা ও দৈব	১৪, ১৫
আত্মায় কর্তৃত্ব আরোপকারী অসম্যগদর্শী	১৬
কর্তৃত্বাভিমানশূন্য ব্যক্তি কর্মের ফলভাগী হয়েন না	১৭
কর্মপ্রবৃত্তির ত্রিবিধ হেতু—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ; কর্মের ত্রিবিধ আশ্রয়— করণ, কর্ম ও কর্তা	১৮
জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধ—	১৯
ত্রিবিধ জ্ঞান	২০—২২
সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান—সাত্ত্বিক	২০
সর্বত্র ভেদজ্ঞান—রাজস	২১

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
কোন বিশেষ পদার্থমাত্রে ঈশ্বর-জ্ঞান—		নিদ্রালস্যজাত এবং প্রারম্ভে ও পরিণামে	
তামস	২২	মোহকর সুখ—তামস	৩৯
ত্রিবিধ কৰ্ম	২৩—২৫	পৃথিবী ও স্বর্গের সকল প্রাণী ও পদার্থই	
নিকাম কৰ্ত্তব্যকৰ্ম—সাধিক	২৩	ত্রিগুণময়	৪০
সকাম কৃচ্ছ্র কৰ্ম—রাজস	২৪	স্বভাবজাত গুণানুসারে চতুর্বর্ণের	
মোহবশতঃ আরম্ভ কৰ্ম—তামস	২৫	কৰ্মবিভাগ	৪১
ত্রিবিধ কৰ্ত্তা	২৬—২৮	ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কৰ্ম—শম. দম,	
নিকামী ও নিষ্বিকারচিত্ত কৰ্ত্তা—সাধিক	২৬	তপঃ, শৌচ ও জ্ঞানাদি	৪২
ফলাসক্ত ও হর্ষশোকাদিযুক্ত কৰ্ত্তা—রাজস	২৭	ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কৰ্ম—শৌর্য,	
কৰ্মহীন ও আলস্যাদিযুক্ত কৰ্ত্তা—		তেজঃ, ধৃতি ও দানাদি	৪৩
তামস	২৮	বৈশ্যের স্বভাবজাত কৰ্ম—কৃষিবাণিজ্যাদি,	
বুদ্ধি ও ধৃতি গুণভেদে ত্রিবিধ—	২৯	এবং শূদ্রের স্বভাবজাত কৰ্ম—	
ত্রিবিধ বুদ্ধি	৩০—৩২	পরিচর্যা	৪৪
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ও কার্য্যাকার্য্যাদি জ্ঞানে		স্ব স্ব অধিকারানুরূপ কৰ্মসাধনই	
সামর্থ্য বুদ্ধি সাধিকী	৩০	সিদ্ধিলাভের কারণ	৪৫
ধর্ম্মার্থ ও কার্য্যাকার্য্যাদি জ্ঞানে		স্ব স্ব কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ঈশ্বরের অর্চনা	
অসামর্থ্য বুদ্ধি—রাজসী	৩১	সুসিদ্ধ হয়	৪
অবশ্রে ধর্ম্মবুদ্ধি ও সর্ববিষয়ে		স্বভাবজ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে (স্বধর্ম্মপালনে	
বিপরীত বুদ্ধি—তামসী	৩২	দোষ নাই	৪৭
ত্রিবিধ ধৃতি	৩৩—৩৫	সর্বকৰ্ম্মই দোষযুক্ত ; সদোষ স্বভাবজ কৰ্ম্ম	
মন ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া নিরুদ্ধ করিবার		ত্যাগ্য নহে	৪৮
শক্তি—সাধিকী ধৃতি	৩৩	কৰ্ম্মফলত্যাগে নৈকৰ্ম্ম্যসিদ্ধি	৪৯
ধর্ম্মার্থকামলাভের প্রবৃত্তি—রাজসী ধৃতি	৩৪	ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত উপদেশ	৫০—৫৫
নিদ্রা ও ভয়াদিতে এবং নিষিদ্ধ বিষয়—		ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বিংশতি সাধনা	৫১—৫৩
সেবায় আসক্তি—তামসী ধৃতি	৩৫	বুদ্ধির বিশুদ্ধতা ও রাগদ্বेषাদির	
সুখ ও গুণভেদে ত্রিবিধ	৩৬	ত্যাগ (৪টি)	৫১
ত্রিবিধ সুখ	৩৭—৩৯	একান্তবাস, শরীরাদির সংযম, ধ্যানযোগ	
পরিণামে অমৃতোপম ও আয়ানুকূল		ও বৈরাগ্য (৮টি)	৫২
সুখ—সাধিক	৩৭	অহঙ্কার ও পরিগ্রহাদির ত্যাগ, সন্ন্যাস	
বিষয়েন্দ্রিয়ের যোগে উৎপন্ন ও পরিণামে		ও চিত্তশান্তি (৮টি)	৫৩
বিষতুল্য সুখ—রাজস	৩৮	ব্রহ্মভাবে স্থিত সমদর্শীর পরাভক্তিলাভ	৫৪

বিষয়	শ্লোক সংখ্যা	বিষয়	শ্লোক সংখ্যা
পরাভক্তি-দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ও		গীতা-ব্যাখ্যাতার ব্রহ্মপদ-লাভ	৬৮
পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি	৫৫	গীতা-ব্যাখ্যাতা ভগবানের প্রিয়তম	৬৯
ভগবচ্ছরণাগতের ব্রহ্মপদলাভ	৫৬	গীতাপাঠ ও শ্রবণের ফল	৭০, ৭১
ঈশ্বরে কৰ্ম্মার্পণ ও আত্মসমর্পণ করাই		গীতাপাঠ জ্ঞানযজ্ঞ-স্বরূপ	৭০
বর্তব্য	৫৭	গীতা-শ্রবণে সৰ্ব্বপাপক্ষয় ও	
ভগবৎকৃপায় সৰ্ব্বদুঃখের নাশ, অন্ধাধা		শুভ লোকে গতি	৭১
অহঙ্কারীর অধোগতি	৫৮	ভগবানের জিজ্ঞাসা—অৰ্জুনের	
অহঙ্কারীর নিশ্চয় (সংকল্প) নিফল,		মোহনাশ হইয়াছে কিনা ?	৭২
কেননা প্রকৃতিই প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রী	৫৯	অৰ্জুনের মোহনাশ ও স্বধৰ্ম্মপালনে	
স্বভাবজ কৰ্ম্ম করিতে সকলেই বাধ্য	৬০	উৎসাহ	৭৩
সৰ্ব্বহৃদয়ে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব	৬১	বেদব্যাস-প্রদত্ত বরের প্রভাবে	
ভগবানের শরণগ্রহণে শান্তি ও		সঞ্জয়ের শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদরূপ	
শাস্তিপদ-প্রাপ্তি	৬২	গীতা-শ্রবণ ও বিশ্বরূপ-দর্শন	৭৭
গীতোক্ত আত্মজ্ঞানই গুহ্যতিগুহ্যজ্ঞান	৬৩	ভগবানের মুখে যোগতত্ত্ব শ্রবণ ও	
গুহ্যতম উপদেশ—ভগবানে অভেদভাবে		তাহার পুনঃ পুনঃ স্মরণে	
আত্মসমর্পণ এবং তদর্থ কৰ্ম্ম ও		সঞ্জয়ের আনন্দ-প্রকাশ	৭৫, ৭৬
উপাসনা	৬৪, ৬৫	ভগবানের অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণপূর্বক	
ভগবানের শরণগ্রহণে সৰ্ব্বপাপক্ষয়	৬৬	সঞ্জয়ের বিস্ময় ও হর্ষ	৭৭
গীতা-শ্রবণের অনধিকারী	৬৭	সঞ্জয় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনের জয়-কীর্তন	৭৮

গীতার শ্লোকসংখ্যা-নিরূপণ ।

[আমাদের গীতায় প্রথম অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা ৪৬টি এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৩৫টি ধৃত হইয়াছে ; কিন্তু কোন কোন গীতায় প্রথম অধ্যায়ে ৪৭টি এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৩৪টি শ্লোক দৃষ্ট হয় । মোট সংখ্যা সকলেই ৭০০ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে মতবৈধ নাই । প্রথম অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোকে (‘তত্রাপশুৎ’ ইত্যাদি) হইতে ৩৬শ (‘পাপমেবাশ্রয়েৎ’ ইত্যাদি) শ্লোক পর্যন্ত সকল গীতাতেই মোট ৪৮ চরণ থাকিলেও ঐ ৪৮ চরণকে কেহ কেহ অন্যান্যরোধে কোন স্থলে ৬ চরণে, কোন স্থলে ২ চরণে, এবং কেহ কেহ অন্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া একত্র সাধারণ নিয়মানুসারে ৪ চরণে শ্লোক ধরিয়া ১২ শ্লোক করিয়াছেন ; তৎফলে এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৪৭ হইয়াছে । আমাদের গীতায় ঐ স্থানে অন্যান্যরোধে ২৬শ ও ৩৬শ শ্লোকে উভয়ত্র ৬ চরণে শ্লোক ধৃত হওয়ায় এবং কোথাও ২ চরণে শ্লোক ধৃত না হওয়ায় ১১টি শ্লোক মাত্র হইয়াছে ; এবং তৎফলে এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৪৬টি হইয়াছে । আর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকটি কেহ কেহ ধরেন নাই, কিন্তু আমাদের গীতায় উহা ধৃত হইয়াছে ; তৎফলে কোন কোন গীতায় এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৩৪, কিন্তু আমাদের সংখ্যা ৩৫টি হইয়াছে ।]

অধ্যায়	ধৃতরাষ্ট্র	সঞ্জয়	অর্জুন	শ্রীভগবান্	শ্লোকসংখ্যা
১ম	১	২৪*	২১	০*	৪৬
২য়	০	৩*	৬*	৬৩	৭২
৩য়	০	০	৩	৪০	৪৩
৪র্থ	০	০	১	৪১	৪২
৫ম	০	০	১	২৮	২৯
৬ষ্ঠ	০	০	৫	৪২	৪৭
৭ম	০	০	০	৩০	৩০
৮ম	০	০	২	২৬	২৮
৯ম	০	০	০	৩৪	৩৪
১০ম	০	০	৭	৩৫	৪২
১১শ	০	৮	৩৩	১৪	৫৫
১২শ	০	০	১	১২	২০
১৩শ	০	০	১	৩৪	৩৫
১৪শ	০	০	১	২৬	২৭
১৫শ	০	০	০	২০	২০
১৬শ	০	০	০	২৪	২৪
১৭শ	০	০	১	২৭	২৮
১৮শ	০	৫	২	৭১	৭৮
	১	৪০	৮৫	৫৭৪	৭০০

* প্রথম অধ্যায়ের ৩য় হইতে ১১শ এই নয়টি শ্লোকে দুর্যোধনের উক্তি, ২৫শ শ্লোকে “পার্শ্ব পশ্চৈতান্ সমবেতান্ কুরুন” শ্রীভগবানের এই উক্তি, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে “ন যোংস্তে” অর্জুনের এই উক্তি—সঞ্জয়ের উক্তিসমূহ মধ্যেই গ্রহীত হইয়া সংখ্যা নিরূপিত হইল ।

গীতার ছন্দোবিবরণ।

অমুঠুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি ও বিপরীতপূর্বা এই পাঁচটি ছন্দে গীতার ৭০০ শ্লোক রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৪৫টি শ্লোক অমুঠুপ্ ছন্দে রচিত এবং অবশিষ্ট ৫৫টি শ্লোক যে যে ছন্দে রচিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

ছন্দের নাম	অধ্যায়	শ্লোকের সংখ্যা
ইন্দ্রবজ্রা	২ ...	৭, ২৯
	৮ ...	২৮
	৯ ...	২০
	১১ ...	২০, ২২, ২৭, ৩০
	১৫ ...	৫, ১৫
উপেন্দ্রবজ্রা	১১ ...	১৮, ২৮, ২৯, ৪৫
উপজাতি	২ ...	৫, ৬, ৮, ২০, ২২, ৭০
	৮ ...	৯, ১০, ১১
	৯ ...	২১
	১১ ...	১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০
	১৫ ...	২, ৩, ৪
	১১ ...	৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৪

উপর্যুক্ত পাঁচটি ছন্দের রচনাপ্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। বিশেষ বিশেষ নিয়মে বর্ণ ও মাত্রার সমাবেশের নাম ছন্দঃ। অ, ই, উ, ঋ, ৯ এই পাঁচটি বর্ণ এবং তৎসম্বলিত ব্যঞ্জনবর্ণও হ্রস্ব বা লঘু ; কিন্তু সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্থিত, অথবা ং ও : যুক্ত হ্রস্বস্বরও দীর্ঘ বা গুরু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণে অর্থাৎ চারিভাগে বিভক্ত।

অমুঠুপ্ ছন্দের প্রতি চরণে বর্ণ বা অক্ষরের সংখ্যা ৮, এবং প্রত্যেক চরণের ৫ম বর্ণ লঘু ও ৬ষ্ঠ বর্ণ গুরু ; এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের ৭ম বর্ণ লঘু হইয়া থাকে। (পদ্যের ও লক্ষণ)

ইন্দ্রবজ্রাদি অপর চারিটি ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১১টি করিয়া অক্ষর থাকে ; তন্মধ্যে ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম বর্ণ লম্বু হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দের প্রতি চরণের প্রথম বর্ণটি হ্রস্ব হইলেই উহাকে উপেন্দ্রবজ্রা বলে। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিলনে প্রধানতঃ উপজাতিচ্ছন্দ রচিত হয়, অর্থাৎ চারি চরণের একটি, দুইটি বা তিনটি ইন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্টটি উপেন্দ্রবজ্রা হইলে অথবা একটি, দুইটি বা তিনটি উপেন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্টটি ইন্দ্রবজ্রা হইলে, এই মিশ্রিত ছন্দটি উপজাতি নামে অভিহিত হয়। পরন্তু চারি চরণের প্রথম চরণটি ইন্দ্রবজ্রা এবং অপর তিনটি চরণ উপেন্দ্রবজ্রা হইলে উহা বিপরীত-পূর্ব্বা নামে কথিত হইয়া থাকে। *

গীতায় আর্ধপ্রয়োগ আছে বলিয়া স্থানে স্থানে ছন্দোবিষয়ক সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—২ অ। ২০; ৯ অ। ২০; ১১ অ। ২১, ৩৫ ইত্যাদি।

* পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রণীত “ছন্দোবোধিকা” গ্রন্থে সর্বপ্রকার প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ছন্দের বিবরণ ও তাহাদের উদাহরণ বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ তিন আনার ডাকটিকিট সহ ‘কাশী যোগাশ্রমে’ পত্র লিখিলেই ঐ পুস্তক পাইতে পারেন।

কুরুক্ষেত্রে সমবেত কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের জন্ম-বিবরণ ।*

- ১। অর্জুন—ইন্দ্রের অংশে সন্তৃত ।
- ২। অশ্বখামা—(দ্রোণপুত্র)—মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধ এই চারিজন্যের সমষ্টিভূত অংশে উৎপন্ন ।
- ৩। কর্ণ—সূর্য্যের অংশে সন্তৃত ।
- ৪। কাশিরাজ—(মিত্র)—দীর্ঘজিহ্ব নামে দানবশ্রেষ্ঠ ।
- ৫। কৃপ—(ধনুর্বেদাচার্য্য ও দ্রোণের শ্যালক)—একাদশ রুদ্রের অংশে জাত ।
- ৬। দুর্যোধন—কলির অংশে সন্তৃত ।
- ৭। দ্রুপদ—(পাণ্ডবগণের শ্বশুর)—বায়ুর অংশে সন্তৃত ।
- ৮। দ্রুপদ পুত্র—(ধৃষ্টদ্যুম্ন)—অগ্নির অংশে উৎপন্ন ।
- ৯। দ্রোণ—বৃহস্পতির অংশে সন্তৃত ।
- ১০। দ্রৌপদেয়—(দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র) — বিশ্বনামে দেবগণ । যুধিষ্ঠিরাদির ঔরসে যথাক্রমে প্রতিবিদ্যা, শ্রুতসোম, শ্রুতকীৰ্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন ।
- ১১। ধৃষ্টকেতু—প্রহ্লাদের অনুজ অনুহ্লাদ ।
- ১২। ধৃষ্টদ্যুম্ন—অগ্নির অংশে সন্তৃত ।
- ১৩। নকুল ও সহদেব—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে সন্তৃত ।
- ১৪। ভীম—বায়ু দেবতার অংশে সন্তৃত ।
- ১৫। ভীষ্ম—বশিষ্ঠ কর্তৃক অভিষপ্ত দ্যুনাশা অষ্টম বসু দেবতা ।
- ১৬। যুধিষ্ঠির—বশ্মের অংশে সন্তৃত ।
- ১৭। বাসুদেব—(কৃষ্ণ)—দেবদেব নারায়ণের অংশে আবির্ভূত ।
- ১৮। বিকর্ণ—(ধৃতরাষ্ট্র পুত্র)—সপ্তর্ষি পুলস্ত্যের সন্তানদিগের মধ্যে অন্যতম ।
- ১৯। বিরাট—(অভিমন্যুর শ্বশুর)—বায়ুর অংশে জাত ।
- ২০। শিখণ্ডী—(দ্রুপদের কন্যা ও পরে পুত্র)—শ্রীপূর্বনামা রাক্ষস ।
- ২১। সাত্যকি—(যদুবংশীয় বীর, যুযুধান)—বায়ু দেবতাদিগের অংশে সন্তৃত ।
- ২২। সৌভদ্র—(অভিমন্যু)—চন্দ্রের তনয় বর্চাঃ ।
- ২৩। সংগ্রাম সংবাদ প্রবক্তা সঞ্জয়—পিতা গবল্গণ । ভাঃ ১।১৩।৩-৩৫।মহাভাঃ-৬।১৩। ইনি দশদিনের যুদ্ধবিবরণ প্রদাতা ।

* সম্ভব-পর্ব ও স্বর্গারোহণ-পর্ব হইতে সংকলিত ।

ওঁ তৎসদ্ব্রজ্ঞে নমঃ ।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রারম্ভে ।

পাঠক্রমঃ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ । শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ ।

—অসংসারঃ—

ঋষ্যাদিত্যাসঃ—ওঁ অস্ম (এই) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্ত (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ মন্ত্রমালার) শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ । অনুরূপ্ ছন্দঃ । শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা । “অশৌচ্যানবশৌচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে” (২য় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি বীজং (এইটি মন্ত্রমালার বীজ) । “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” (১৮শ অধ্যায়ের ৬৬ম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি শক্তিঃ (এইটি মন্ত্রমালার শক্তি) । “অহং হ্যা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ” (১৮শ অধ্যায়ের ৬৬ম শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ) ইতি কীলকম্ (এইটি মন্ত্রমালার আলম্বন বা আশ্রয়) । শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত গীতাপাঠ করিতেছি) ।

করুণাসঃ—“নৈনং ছিন্তন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ” (২য় অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক) অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (দুই হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা দুই হস্তের অঙ্কুষ্ঠ স্পর্শ করিতে হয়) । “ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ” (২য় অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ (দুই অঙ্কুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়) । “অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্রেদ্যোহশৌশ্চ এব চ” (২য় অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) মধ্যমাভ্যাং নমঃ (অঙ্কুষ্ঠদ্বয় দ্বারা দুই হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিতে হয়) । “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ” (২য় অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের শেষার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) অনামিকাভ্যাং নমঃ (অঙ্কুষ্ঠদ্বয় দ্বারা দুই হস্তের অনামিকা স্পর্শ করিতে হয়) । “পশু মে পার্থ রূপাণি শতশৌহর্থ সহস্রশঃ” (১১শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ (দুই অঙ্কুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়) । “নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চ” (১১শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের শেষার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ (প্রথমে দক্ষিণহস্তের নিম্নে বামহস্ত পরে বামহস্তের নিম্নে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিতে হয়) । ইতি করুণাসঃ (ইহাকে করুণাস বলে) ।

অঙ্গুষ্ঠাসঃ—“নৈনং ছিন্তন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ” ইতি হৃদয়ায় নমঃ (এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়) । “ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ” ইতি শিরসে স্বাহা (এই মন্ত্রে পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিতে হয়) । “অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্রেদ্যোহশৌশ্চ এব চ” ইতি শিখায়ৈ বষট্

(এই মন্ত্রে পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা শিখা স্পর্শ করিতে হয়)। “নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ” ইতি কবচায় হুম্ (এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাক্রমে দক্ষিণহস্ত দ্বারা বামবাহুমূল ও বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ করিতে হয়)। “পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ” ইতি নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্ (এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা বাম ও দক্ষিণনেত্র এবং ললাটের মধ্যস্থান স্পর্শ করিতে হয়)। “নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ” ইত্যস্ত্রায় ফট্ (এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা বামহস্ত-তলে আঘাত করিতে হয়)। ইত্যঙ্গষ্ঠাসঃ (ইহাকে অঙ্গষ্ঠাস বলে)।

—ধ্যানম্—

পার্শ্বায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
বাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যমহাভারতম্ ।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব হা মনসা দধামি* ভগবদগীতে ভবদেবীণীম্ ॥ ১ ॥

[হে] অম্ব ভগবদগীতে (হে জননী ভগবদগীতে) মধ্যমহাভারতম্ (মহাভারতের মধ্য) পুরাণমুনিনা বাসেন গ্রথিতাং (প্রাচীন মহর্ষি বাসদেব কর্তৃক গ্রথিত) স্বয়ং ভগবতা নারায়ণেন পার্শ্বায় প্রতিবোধিতাং (স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্ প্রকারে বিজ্ঞাপিত) [গীতাদেবতা অদ্বিতীয়া] ভবদেবীণীম্ (পুনর্জন্মনাশিনী) অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম্ অষ্টাদশাধ্যায়িনীং ভগবতীং হা [অহং] মনসা দধামি (অদ্বৈত-সুধা-ধারাবর্ষিণী অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী ষড়ৈশ্বর্যযুক্তা তোমাকে আমি মনে চিন্তা করি) ।

নমোহস্ত তে বাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র ।

যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২ ॥

[হে] ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র (প্রস্ফুটিতপদ্মপত্রসদৃশচক্ষুঃবিশিষ্ট) বিশালবুদ্ধে (মহামতি) বাস, তে (তোমাকে) নমঃ অস্ত (নমস্কার) ; যেন ত্বয়া (যে তোমা কর্তৃক) ভারততৈলপূর্ণঃ (মহাভারতসদৃশতৈলদ্বারা পরিপূর্ণ) জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ প্রজ্বালিতঃ (জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত হইয়াছে) ।

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে ।

জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতাহমৃতভূহে নমঃ ॥ ৩ ॥

* “হামম্বহুদধামি” ইতি পাঠান্তরম্

প্রপন্নপারিজাতায় (শরণাগতের কল্পরূপ-সদৃশ) তৌত্রবেত্রৈকপাণয়ে (সন্তাডন
বেত্রদণ্ড-শোভিতহস্ত) জ্ঞানমুদ্রায় (ভক্ত অর্জুনকে জ্ঞানোপদেশার্থ জ্ঞানমুদ্রা [তর্জনী ও
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মিলিত] বিশিষ্ট) গীতাহৃতহুহে (গীতা-স্বরূপ বচনসুধার দোহনকর্তা) কৃষ্ণায়
নমঃ (কৃষ্ণকে নমস্কার) ।

সর্বোপনিষদো গাবো দোক্ষা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ সুধীভোক্তা দুষ্কঃ গীতাহৃতং মহৎ ॥ ৪ ॥

সর্বোপনিষদঃ (উপনিষৎসকল) গাবঃ (গাভীগদৃশ), গোপালনন্দনঃ (গোপালনন্দন
ভগবান্ কৃষ্ণ) দোক্ষা (দোহনকর্তা), পার্থ (অর্জুন) বৎসঃ (বৎসসদৃশ), সুধীঃ (পণ্ডিত
ব্যক্তি) ভোক্তা (পানকর্তা), গীতাহৃতং (গীতার বাক্যসুধা) মহৎ দুষ্কঃ (মহোপকারক
দুষ্ক)—[অধিকারী নিম্নলিখিত গুণবান্ ব্যক্তিগণ গীতার উপদেশামৃত পান করিয়া জন্ম ও
মৃত্যুভয় অতিক্রম করেন] ॥

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণুরমর্দনম্ ।

দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫ ॥

বসুদেবসুতং (বসুদেবের পুত্র) দেবং (জ্ঞানস্বরূপ অথবা দীপ্তিমান্) কংস-চাণুর-
মর্দনম্ (কংস ও চাণুর দৈত্যের বিধ্বাসক) দেবকীপরমানন্দং (দেবকীর পরম আনন্দপ্রদ)
জগদ্গুরুম্ (জগতের সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ) কৃষ্ণং বন্দে (কৃষ্ণকে অভিবাদন করি) ।

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা

শল্যাগ্রাহবতী কুপেণ বহনী কর্ণেণ বেলাকুলা ।

অশ্বখামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্ঘোষনাবন্তিনী

সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে ॥ ৬ ॥

ভীষ্মদ্রোণতটা (ভীষ্ম ও দ্রোণ যে যুদ্ধব্যাপাররূপ নদীর তীর-সদৃশ), জয়দ্রথজলা
(যে নদীতে জয়দ্রথ জল-স্বরূপ), গান্ধারনীলোৎপলা (গান্ধারীর পুত্রগণ যাহাতে
নীলোৎপল-সদৃশ), শল্যাগ্রাহবতী (শল্যরূপ কুস্তীরযুক্ত), কুপেণ বহনী (কুপাচার্য যাহাতে
প্রবাহ [স্রোতঃ] স্বরূপ), কর্ণেণ বেলাকুলা (কর্ণবীর যাহার বেলানুগি-স্বরূপ), অশ্বখাম-
বিকর্ণ-ঘোরমকরা (অশ্বখামা ও বিকর্ণ যাহাতে ঘোর মকর-সদৃশ), দুর্ঘোষনাবন্তিনী
(দুর্ঘোষন যাহার আবর্ত [ঘূর্ণিত জল] স্বরূপ), সা রণনদী (কুরুক্ষেত্রের সেই সমর-
তরঙ্গিনী) কেশবে কৈবর্তকে [সতি] (শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ায়) খলু (নিশ্চয়) পাণ্ডবৈঃ
(পাণ্ডবগণকর্তৃক) উত্তীর্ণা (পারপ্রাপ্তা হইয়াছে) ।

পারার্শ্যাবচঃসরোজমলং গীতার্গক্লোৎকটং
নানাখ্যানক-কেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জন-ষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭ ॥

অমলং (মলরহিত) কলিমলপ্রধ্বংসি (কলিকালস্বভাবজ-পাপনাশক) গীতার্গক্লোৎ-
কটং (শ্রীমদ্ভগবদগীতার উপদেশ-স্বরূপ সৌগন্ধযুক্ত) নানাখ্যানককেশরং (নানাবিধ সং-
কথারূপ-কেশরসম্বিত) হরিকথাসম্বোধনাবোধিতং (শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানজনক-উপদেশকথা
দ্বারা প্রবোধিত) লোকে (জগতে) অহরহঃ (প্রতিদিন) সজ্জনষট্‌পদৈঃ (সাধুজন-রূপ
ভ্রমরগণকর্তৃক) মুদা (আনন্দের সহিত) পেপীয়মানং (পুনঃ পুনঃ পীয়মান) পারার্শ্যাবচঃ-
সরোজং (পরাশরপুত্র বেদব্যাসের বচনসরোবরে জাত) ভারতপঙ্কজং (মহাভারত-রূপ
পদ্ম) নঃ (আমাদের) শ্রেয়সে (কল্যাণের নিমিত্ত) ভূয়াৎ (হউক)—[সাধুগণ সেবিত
ভগবদাক্যারাজি-স্বরূপ গীতাহস্ততসম্বিত মহাভারত গীতাধ্যায়ীর মঙ্গল করুন] ।

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮ ॥

যৎকৃপা (যাঁহার দয়া) মুকং (বাক্‌শক্তিহীনকে) বাচালং (বক্তৃত্তাশক্তিবিশিষ্ট)
করোতি (করে), [এবং] পঙ্গুং (গতিশক্তিহীনকে) গিরিং (পর্বত) লজ্জয়তে (অতিক্রম
করায়), তং (সেই) পরমানন্দমাধবং (পরমসুখ-স্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রকে) [আমি] বন্দে
(অভিবাদন করি) ।

যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুষন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
বেদৈঃ সান্দ্রপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশুন্তি যং যোগিনো
যস্তান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ (ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ু) দিব্যৈঃ স্তবৈঃ (অমূল্য
স্তবসমূহ দ্বারা) যং (যাঁহাকে) স্তুষন্তি (স্তুতিবাদ করেন)- সামগাঃ (সামগায়কবৃন্দ) সান্দ্র-
পদক্রমোপনিষদৈঃ বেদৈঃ (অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদের দ্বারা) যং (যাঁহাকে)
গায়ন্তি (গান করেন), যোগিনঃ (যোগীগণ) ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা (ধ্যানাবস্থায়
নিবিষ্ট তদগতচিত্তের দ্বারা) যং পশুন্তি (যাঁহাকে দর্শন করেন), সুরাসুরগণাঃ (দেবতা ও
অসুরগণ) যস্ত (যাঁহার) অস্তং (পরিশেষ) ন বিদুঃ (জানেন না), তস্মৈ দেবায় নমঃ
(সেই পরম দেবতাকে নমস্কার) ।

— ৩ —

শাক্ত-ভাষ্যম্ ।

উপক্রমণিকা ।

ওঁ নারায়ণঃ পরোহব্যক্তাদগুমব্যক্তসম্ভবম্ ।

অণুশ্রুতস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥

স ভগবান্ সৃষ্টেদং জগৎ তস্মৈ চ স্থিতিং চিকীৰ্ষু মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্টা প্রজাপতীন্
প্রবৃত্তিলক্ষণং ধৰ্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্ । ততোহিত্যাংশ্চ সনকসনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধৰ্ম্মং
জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস । দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধৰ্ম্মঃ । প্রবৃত্তিলক্ষণো, নিবৃত্তি-
লক্ষণশ্চ ।

জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুৰ্যঃ স ধৰ্ম্মো ব্রাহ্মণ্যদৈবর্ষণি-
ভিরাশ্রমিতিশ্চ শ্রেয়োহর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানঃ । দীর্ঘেণ কালেনানুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাক্ষীয়মান
বিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধৰ্ম্মোপাভিভূয়মানে ধৰ্ম্মে প্রবৰ্দ্ধয়ানে চাধৰ্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপা-
লয়িষ্যুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং
বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল দম্ভভুব । ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্মাদৈদিকো ধৰ্ম্মঃ ।
তদধীনত্বাধৰ্ম্মাশ্রমভেদানাম্ ।

স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীৰ্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণত্রিকাং বৈষ্ণবীং
স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোহব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোহপি
সন্ স্বায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুৰ্ব্বন্নিব লক্ষ্যতে । স্বপ্রয়োজনাতাবে-
হপি ভূতানুজিঘৃক্ষ্যা বৈদিকং হি ধৰ্ম্মদ্বয়মজ্জুনায শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ ।

বঙ্গানুবাদ ।

পরব্রহ্ম নারায়ণ অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত । ব্রহ্মাও অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে । যাহার অভ্যন্তরে স্বৰ্গ, অন্তরীক্ষ ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সহ মর্ত্যলোক অবস্থিত ।
শ্রীভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টিপূর্বক ইহার স্থিতির ইচ্ছায় প্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতি-
দিগকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধৰ্ম্ম উপদেশ করিলেন । অনন্তর
সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে অষ্ট চারিজন মুনিকে উৎপাদনপূর্বক জ্ঞান-
বৈরাগ্য-লক্ষণ নিবৃত্তি ধৰ্ম্মের উপদেশ দিলেন, কারণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই লক্ষণানু-
সারে বেদোক্ত ধৰ্ম্ম দ্বিবিধ ।

কল্যাণকামী ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও চতুরাশ্রমী ব্যক্তিগণ কর্তৃক জগতের স্থিতির কারণ
এবং প্রাণিগণে প্রত্যক্ষ অভ্যুদয় ও যোক্তের হেতু-স্বরূপ সেই ধৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত । দীর্ঘকাল
পরে অনুষ্ঠাতৃদিগের ভোগ-বাসনার বৃদ্ধি বশতঃ বিবেক-জ্ঞানের ক্ষয়-কারণ অধৰ্ম্ম দ্বারা ধৰ্ম্ম
অভিভূত ও অধৰ্ম্ম বদ্ধিত হইলে জগতের স্থিতি-পরিপালনের ইচ্ছায় সেই শ্রী নারায়ণরূপ
বিষ্ণু পাখিব ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার নিমিত্ত বসুদেব হইতে দেবকী গর্ভে স্বীয় অংশে
শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন । ব্রাহ্মণত্বের রক্ষণ দ্বারাই বৈদিক ধৰ্ম্ম রক্ষিত হয় ।
কেননা, বর্ণাশ্রম বিভাগাদি উহারই আশ্রিত ।

গুণাবিকৈহি গৃহীতোহনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি । তং ধর্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বভক্তা ভগবান্ গীতাখ্যে সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ ।

তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং ছুষ্কিভ্জের্যর্থম্ । তদর্থাবিকরণায়ানেকৈর্বিবৃতপদপদার্থব্যাক্যার্থায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থদ্বেন লোকিকৈর্গৃহমানমুপলভ্যাহং বিবেকতোহর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি ।

তস্মাশ্চ গীতাশাস্ত্রশ্চ সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহৈতুকশ্চ সংসারশ্চাত্যন্তোপরমলক্ষণম্ । তচ্চ সর্বকর্মসংগ্ৰাসপূর্বকাদায়জ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্বন্দ্ব্যস্তবতি । তথৈমমেব গীতার্থধর্মমুদ্दिष्टা ভগবতৈবোক্তাঃ—স হি ধর্মঃ সুপর্যাপ্তা ব্রহ্মণঃ পদবেদনে—ইত্যনুগীতাসু (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব—১৬।১২) । কিঞ্চাত্তদপি তত্রৈবোক্তং—নৈব ধর্মী ন চাধর্মীতি (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব—১৯।৭) । যঃ শ্রাদেকায়নে লীনস্তু যুগীং কিঞ্চিদচিস্তয়ন্নীতি (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব—১৯।১) । জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণমিতি চ । ইহাপি চান্তে উক্ত-

সদা জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীৰ্য্য-তেজঃ প্রভৃতিতে যুক্ত, জন্মরহিত, অবিকৃত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ও সৃষ্ট জীবগণের দৈশ্বর্য হইয়াও সেই ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাণীগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতিরূপা স্বীয় বৈষ্ণবী মায়াকে বশীভূত করিয়া নিজ মহিমায় যেন দেহযুক্ত ও জাত বলিয়া প্রতীত হইলেন । নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহেচ্ছায় শোকমোহের মহাসাগরে নিমগ্ন অর্জুনকে (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক) দুই প্রকার বৈদিক ধর্ম উপদেশ করিলেন । কেননা, অধিক গুণশালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হইলে ধর্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত সেই ধর্মোপদেশ যথাযথ সাতশত শ্লোকে সর্বভক্ত ভগবান্ বেদব্যাস 'গীতা' নাম দিয়া রচনা করিলেন ।

সেই এই এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সার-সংগ্রহ বলিয়া ইহার অর্থ ছুষ্কিভ্জের্য । অনেকে সেই অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত পদ, পদার্থ, ব্যাক্যার্থ ও যুক্তি বিস্তারিত ভাবে প্রদান করিলেও উহা লোকে অত্যন্ত বিরুদ্ধ বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া আমি বিচারপূর্বক অর্থ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত সংক্ষেপে গীতার ব্যাখ্যা করিব ।

মূল কারণের (মায়ার) সহিত সংসারের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ পরম মোক্ষ সংক্ষেপে এই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন । সর্বকর্ম-সংগ্ৰাসপূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম দ্বারাই তাহা (মুক্তি) লাভ হয় । সেইজন্য এই গীতোক্ত ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া “অনুগীতা”তে ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) কর্তৃক উক্ত হইয়াছে :—

স হি ধর্মঃ সুপর্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে ।

ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ ॥ মহা, অশ্বমেধ—১৬।১২

পরব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞানের জন্য সেই ধর্মই (গীতোক্ত ধর্মই) সুপর্যাপ্ত । তাহা আমি পুনঃ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে অক্ষম ।

আরও সেই স্থলেই উক্ত হইয়াছে—

নৈব ধর্মী ন চাধর্মী পূর্বোপচিতহায়কঃ ।

ধাতুক্ষয়প্রশান্তাত্মা নিদ্বন্দ্বঃ স বিমুচ্যতে ॥ ঐ—১৯।৭

মৰ্জ্জুনায়—সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ (১৮।৬৬)—ইতি । অভ্যাসার্থোহপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধৰ্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চাদিশু বিহিতঃ স দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্নীশ্বরা-
র্পণবুদ্ধানুষ্ঠায়মানঃ সম্বুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জিতঃ । শুদ্ধসম্বুদ্ধ চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা
প্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে । তথা চেমমেবার্থ
মভিসন্ধায় বক্ষ্যতি—ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি (৫।১০)—যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাশু-
শুদ্ধয়ে (৫।১১)—ইতি ।

ইমং দ্বিপ্রকারং ধৰ্ম্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বং চ বাস্তুদেবাখ্যাং পরব্রহ্মভি-
ধেয়ভূতং বিশেষতোহভিব্যঞ্জয়দ্বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বদগীতাশাস্ত্রম্ । যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন
সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিরিত্যতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া ।

যিনি ধৰ্ম্মীও নহেন, অধৰ্ম্মীও নহেন, যাঁহার পূৰ্ব্ব-সঞ্চিত কৰ্ম্মরাশি নষ্ট হইয়াছে,
যাঁহার ধাতুকর (অর্থাৎ শরীরারম্ভক ভূতসমূহের বিনাশ) হওয়ায় চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে,
তিনি দ্বৈতশূন্য হইয়া (অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হইয়া) মুক্তিলাভ করেন ।

যঃ শ্রাদেকায়নে লীনস্তুষ্ণীং কিঞ্চিদ্চিত্তয়ন্ ।

পূৰ্ব্বং পূৰ্ব্বং পরিত্যজ্য স তীর্ণো বন্ধনান্দবেৎ ॥ ঐ—১৯।১

যিনি পরব্রহ্মে লীন হইয়া নিস্তরুভাবে সৰ্ব্বচিত্তার (এমন কি—সোহং চিত্তারও)
অতীত হন তিনি পূৰ্ব্ব-পূৰ্ব্ব কারণ উত্তরোত্তর কারণে বিলীন করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হন ।

জ্ঞানই সন্ন্যাসের লক্ষণ (স্বরূপ) । গীতার অন্তেও অৰ্জ্জুনকে কথিত হইয়াছে—

সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । (১৮।৬৬)

ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম সমস্তই ত্যাগপূৰ্ব্বক কেবলমাত্র সৰ্ব্বাত্মা ও সৰ্ব্বভূতস্থ আমারই শরণা-
গত হও ।

বর্ণ ও আশ্রমের উদ্দেশ্যে (সংসারে উন্নতির নিমিত্ত) যে প্রবৃত্তিমূলক ধৰ্ম্ম নিৰ্দিষ্ট
হইয়াছে, তাহা দেবতাদিগের স্থান স্বর্গাদি প্রাপ্তির হেতু হইলেও ফল-কামনা বর্জনপূৰ্ব্বক
ঈশ্বরাৰ্পণ বুদ্ধিতে অহুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে । জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্যতা
প্রাপ্তি দ্বারা জ্ঞানের উৎপাদক হয় বলিয়া উহা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির মোক্ষহেতু বলিয়াও
প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । সেইজন্য এই অর্থকে লক্ষ্য করিয়া (ভগবান্) বলিলেন—

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ । (৫।১০)

ঈশ্বরে কৰ্ম্মসমূহ অৰ্পণ করিয়া (প্রভুর নিমিত্ত ভূতের গ্রাহ্য কৰ্ম্ম করিতেছি এইরূপ
ভাবে মোক্ষফলেও) আসক্তি ত্যাগপূৰ্ব্বক যিনি কৰ্ম্ম করেন ।

যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাশুশুদ্ধয়ে । (৫।১১)

যোগিগণ আশুশুদ্ধির জন্ত আসক্তি-বর্জিত হইয়া কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন ।

গীতাশাস্ত্র নিঃশ্রেয়স-প্রয়োজনক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-লক্ষণ দ্বিবিধ ধৰ্ম্ম এবং অভিধেয়ভূত
বাস্তুদেব নামক পরব্রহ্মস্বরূপ পরমার্থ তত্ত্বকে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত করে বলিয়া—বিশিষ্ট
প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অভিধেয়যুক্ত (বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে) । যেহেতু গীতার অর্থজ্ঞান
দ্বারা সমস্ত পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়, এইজন্যই তাহার ব্যাখ্যায় যত্ন করা হইতেছে ।

শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা

উপক্রমণিকা ।

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচার্য্যং ত্বেকবক্তৃতঃ ।

দধানমদ্রুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ ।

তদ্বক্ত্রিযন্ত্রিতঃ কুর্বে গীতাবাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্বাখ্যাভূগিরস্তথা ।

যথামতি সমালোক্য গীতাবাখ্যাং সমারভে ॥ ৩ ॥

গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্তাঃ পাঠমাত্রপ্রযত্নতঃ ।

সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ ॥ ৪ ॥

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বজ্ঞানবি-
জুস্তিতশোকমোহভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজধর্মপরিত্যাগপূর্ব্বকপরধর্ম্মাভিসন্ধিনমজ্জু নং ধর্ম্ম
জ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাহুদধার । তমেব ভগবতুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণ-

বঙ্গানুবাদ ।

শেষ নাগ অশেষ (অর্থাৎ সহস্র) মুখে যেরূপ ব্যাখ্যাচার্য্য্য প্রদর্শন করিতেন*,
একটি মুখেই যিনি সেইরূপ ব্যাখ্যাচার্য্য্য প্রকাশ করিয়াছেন সেই পরমানন্দরূপ মাধবের
বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বিশ্বের অধিপতি মাধব (বিষ্ণু) এবং উমাধবকে (মহেশ্বরকে) আদরপূর্ব্বক প্রণাম
করিয়া ও তাঁহাদের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া 'সুবোধিনী' নাম্নী গীতা ব্যাখ্যা করিতেছি ॥ ২ ॥

ভাষ্যকারের (অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের) এবং তাঁহার টীকাকারগণের মত স্বীয় জ্ঞানানু-
সারে সম্যক্ আলোচনা করিয়া গীতাব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি ॥ ৩ ॥

যে টীকার একবার মাত্র পাঠ-প্রযত্ন স্বীকার করিলেই গীতার অর্থ অবগত হওয়া যায়
'সুবোধিনী' নাম্নী সেই টীকা মনীষিগণের সর্ব্বদা আলোচনা করা কর্তব্য ॥ ৪ ॥

সকল লোক-হিতার্থ অবতীর্ণ পরম কারুণিক ভগবান্ দেবকীনন্দন, অজ্ঞানজনিত
শোকমোহ কর্তৃক বিবেকভ্রংশ হওয়ায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্ম আচরণেচ্ছু অজ্ঞানকে

* কথিত আছে যে, শেষ নাগের অবতার ভগবান পতঞ্জলি শিষ্যগণকে অধ্যাপনা কালে তাঁহার সহস্র
মুখ দ্বারা উপদেশ করিতেন ।

শ্লোকশতৈরুপনিবন্ধ । তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদিনিঃসৃতানৈব শ্লোকানলিখৎ ।
কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ং চ ব্যরচয়ৎ । যথোক্তং গীতামাহাভ্যে—গীতা সুগীতা কৰ্ত্তব্য
কিমত্বেঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ । যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদিনিঃসৃতা ॥ ইতি ॥

তত্র তাবদ্ব্যক্ষত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিতাত্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ
প্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে । তত পরম আ সমাপ্তেস্তয়োৰ্ধ্বশ্রুজ্ঞানার্থসংবাদঃ । তত্র ধর্মক্ষেত্র
ইত্যাদিনা শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুরস্থিতং স্বসারথিং সমীপস্থং সঞ্জয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্র-
বৃত্তান্তে পৃষ্টে সঞ্জয়ো হস্তিনাপুরস্থিতোহপি ব্যাস প্রসাদাল্লকদিব্যচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তং
সাক্ষাৎ পশুন্নিব ধৃতরাষ্ট্রায় নিবেদয়ামাস—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যাদিনা ।

এই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য ধর্মজ্ঞান-রহস্যের উপদেশ-রূপ ভেলা দ্বারা সেই শোকমোহ-সাগর
হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । শ্রীভগবৎ কর্তৃক উপদিষ্ট সেই বিষয়ই মহর্ষি বেদব্যাস
সপ্তশত শ্লোকে উপনিবন্ধ করিয়াছেন । এই গ্রন্থে তিনি শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত শ্লোকই প্রায়শঃ
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য কোনও কোনওটা নিজেও রচনা
করিয়াছেন । গীতামাহাভ্যেও এইরূপ উক্ত আছে ; যথা—গীতা উত্তমরূপে পাঠ করা
কৰ্ত্তব্য ; অন্য শাস্ত্রে প্রয়োজন কি ? কারণ, এই গীতা স্বয়ং পদ্মনাভের (অর্থাৎ নারায়ণের)
মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে । এই গীতাশাস্ত্রে “ধর্মক্ষেত্রে” হইতে আরম্ভ করিয়া
“বিষীদন্নিদমব্রবীৎ” এই পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদের (পরস্পরালোচনের)
প্রস্তাবনা সূচিত হইয়াছে । তাহার পর হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম ও
জ্ঞানের বিষয় সংবাদরূপে আলোচিত হইয়াছে । তন্মধ্যে “ধর্মক্ষেত্র” ইত্যাদি বাক্যে
ধৃতরাষ্ট্র নিকটবর্তী নিজ সারথি সঞ্জয়ের নিকট কুরুক্ষেত্র-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় সঞ্জয়
হস্তিনাপুরস্থিত হইলেও ব্যাসের প্রসাদে দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া কুরুক্ষেত্র-বৃত্তান্ত যেন
প্রত্যক্ষ করিয়াই “দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্” ইত্যাদিরূপ ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিয়াছেন ।

শ্রীধরস্বামিকৃত-গীতাত্মসংগ্রহঃ ।

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিদ্যা ।
প্রতিরোধ্য হরিশচক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥
শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ ।
উজ্জহার্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

শ্রীহরি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দ্বারা শোকসন্তপ্ত অর্জুনকে প্রবোধ দান-পূর্বক স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ করিলেন। যিনি সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগের উপদেশ দ্বারা শোকপঙ্কে নিমগ্ন ভক্ত অর্জুনকে উদ্ধার করিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ (সহায়) হউন।

সাংখ্যে যোগে চ বৈষম্যং মহা মুক্তায় জিষ্যবে ।
তয়োর্ভেদ-নিরাসায় কর্মযোগ উদীর্ঘাতে ॥
স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্বকর্ম্মভিঃ ॥

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের বিষমতা-দর্শনে মুগ্ধচিত্ত অর্জুনকে শ্রীভগবান্ কর্তৃক তত্ত্বভয়ের প্রভেদ দূরীকরণপূর্বক কর্মযোগের রহস্য কথিত হইতেছে। বুধগণ ভক্তিসহ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাকে আরাধনাপূর্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সর্বকর্ম্মের দ্বারা সেই পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করা কর্তব্য।

আবির্ভাবতিরোভাবাবিকর্ত্বং স্বয়ং হরিঃ ।
তৎ পদবিবেকার্থং কর্মযোগং প্রশংসতি ॥
পুমবস্থাভেদেন কর্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা ।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংচ্ছিদম্ ॥

ভগবান্ হরি নিজ আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রকাশের অভিপ্রায়ে 'তৎ' ও 'হং' পদের (ব্রহ্ম ও জীবের) পার্থক্য বিচারের নিমিত্ত (চতুর্থাধ্যায়ে) কর্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন। পুরুষের অবস্থা ভেদে (প্রবৃত্তি ও ভেদে) কর্ম ও জ্ঞান বিষয়ক দ্বিবিধ নিষ্ঠা স্বকর্তৃক উক্ত হইয়াছে, সংশয়চ্ছেদী সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

নির্বাহ্য সংশয় জিষ্যঃ কর্মসংত্য়াসযোগয়োঃ ।

জিতেদ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ ॥

বিকল্পশঙ্কাহপোহেন যেনৈবং সাংখ্য-যোগায়াঃ ।

সমুচ্চয়ঃ ত্র্যমণোক্তঃ সর্বভুং নৌমি তং হরিম্ ॥

শ্রীভগবান্ পঞ্চমাধ্যায়ে কৰ্মসন্ন্যাস (কৰ্মত্যাগ) ও কৰ্মযোগ বিষয়ে অৰ্জুনের সংশয়চ্ছেদ পূৰ্বক জিতেদ্রিয় সন্ন্যাসীর মুক্তির উপায় উপদেশ করিলেন । সাংখ্য (জ্ঞান) ও কৰ্মযোগের সম্বন্ধে ভ্রমভাত সন্দেহ মুক্তি দ্বারা নিরাসপূৰ্বক যৎকৰ্ত্ত্বক যথাক্রমে উভয়ের সমুচ্চয় (এক্য) উক্ত হইয়াছে, সেই সর্বভুং শ্রীহরিকে আমি প্রণাম করি ।

চিতে শুদ্ধেহপি ন ধ্যানং বিনা সংন্যাসমাত্রতঃ ।

মুক্তিঃ স্রাদিতি যষ্ঠেহস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্মতে ॥

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিয়োগশিরোমণিম্ ।

তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তশেবধিম্ ॥

চিত্ত শুদ্ধ হইলেও ধ্যান ব্যতীত কেবল কৰ্মত্যাগেই মুক্তি হইতে পারে না বলিয়া এই ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । যিনি ভক্তিয়োগের শিরোমণি-স্থানীয় আত্মযোগ (আত্মার ধ্যান) উপদেশ করিয়াছেন, ভক্তগণের নিধি (মহারত্ন-স্বরূপ) সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করিতেছি ।

বিজ্ঞেয়মাশ্বনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্ ।

ভজনীয়মথোদানীমৈশ্বরং রূপমীর্যতে ॥

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে ।

ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্ ॥

(পূৰ্ব্বাধ্যায়ে) ধ্যানের সহিত জ্ঞাতব্য আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে (সপ্তমাধ্যায়ে) উপাস্ত দৈশ্বরের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে । যত্ন না করিলেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ কর্ত্ত্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, ইহাই সপ্তমাধ্যায়ের বিজ্ঞান-যোগে সম্যক্ রূপে প্রকাশিত হইল ।

ব্রহ্মকৰ্ম্মাধিভূতাদি বিত্বঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ ।

ইত্যুক্তং ব্রহ্মকৰ্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥

অষ্টমেহষ্টবিশিষ্টেষ্টসংপৃষ্ঠার্থাষ্টনির্ণয়ৈঃ ।

অক্লিষ্টমিষ্টধামাপ্তিঃ স্পষ্টিতাষ্টমবত্ননা ॥

শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত ভক্তগণ ব্রহ্ম, কৰ্ম ও অধিভূতাদি অবগত হয়েন, ইহা (পূৰ্ব্বাধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে । অষ্টমাধ্যায়ে ব্রহ্ম ও কৰ্ম প্রভৃতি স্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে । অষ্টমধ্যায়ে (অৰ্জুন কর্ত্ত্বক) জিজ্ঞাসিত আটটি বিভিন্ন প্রশ্নের অর্থ নির্ণয় দ্বারা অষ্টম উপায়ে (জ্ঞানী হইয়া) অনায়াসে বিষ্ণুর পরমপদ-প্রাপ্তি পরিস্ফুট হইয়াছে ।

পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে ।
 নবমে তু তদৈশ্বর্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চতে ॥
 নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাত্ত্বতবৈভম্ ।
 নবমে রাজগুহ্যাত্ম্যে কৃপয়াহবোচদচ্যুতঃ ।

শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা অষ্টমধ্যায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং নবমধ্যায়ে তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য (বিভূতি) বর্ণিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক রাজগুহ্যাত্ম্যে নবমধ্যায়ে নিজ আশ্চর্য্য বিভূতির বিষয় এবং ভক্তির অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন।

উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ ।
 দশমে তা বিতস্তান্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥
 ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহিধাবতি সত্যপি ।
 ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতির্দশমেহব্রবীৎ ॥

পূর্ব্বক সপ্তমাদি অধ্যায়ে ভগবদ্বিভূতি সমুদয় সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শনের নিমিত্ত সেই সমস্ত বিভূতি দশমধ্যায়ে বিস্তার পূর্ব্বক কথিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া চিত্ত বহির্মুখে ধাবিত হইলেও ঈশ্বর-দৃষ্টি বিধানের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ দশমধ্যায়ে বহু বিভূতির উল্লেখ করিলেন।

বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ ।
 দ্বিদ্ধক্ষোজ্জুনস্তাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥
 দেবৈরপি স্তুত্বদর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ ।
 ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

অনন্তর (একাদশাধ্যায়ে) শ্রীহরি পরম কৃপাবশতঃ বিভূতি সমূহের সর্ব্বব্যাপকতা উল্লেখপূর্ব্বক দর্শনাভিলাষী অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন। শ্রীভগবান্ ভক্ত (অর্জ্জুনকে) কোটি কোটি তপস্তা ও যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণ কর্তৃক ও অতি কষ্টে ও বহু আয়াসে দর্শনীয় বিশ্বরূপ এই প্রকারে দেখাইলেন।

নিগুণোপাসম্ভৈবং সগুণোপাসনস্ত চ ।
 শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোত্তমঃ ।
 ছঃখমব্যাক্তবৈতদ্বহুবিঘ্নমতো বুধঃ ।
 স্তুত্বং কৃষ্ণদাম্তোজভক্তিসং পথমাশ্রয়েৎ ।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের (ঈশ্বরের) উপাসনার মধ্যে কোনটি অধিক সুখকর ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দ্বাদশাধ্যায় আরম্ভ হইল। অব্যক্তমার্গ (নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা-পথ) বহু বিদ্বন্মুক্ত ও ছুঃখকর এইজন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ভজন দ্বারা সুখদায়ক প্রেমের সুপথ অবলম্বন করেন।

ভক্তানামহমুক্তা সংসারাদিত্যাদি যৎ ।
ত্রয়োদশেহথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥
বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতি-পুরুষৌ ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥

“আমি সংসার হইতে মন্তুক্তগণের উদ্ধার কর্তা” এই কথা দ্বাদশাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণে ত্রয়োদশাধ্যায়ে সেই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ (ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের উপায়) কথিত হইতেছে। যৎকর্তৃক মিশ্রিত প্রকৃতি ও পুরুষ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ) স্বরূপতঃ পৃথক্কৃত হইয়াছে, সেই পরমানন্দ শ্রীনন্দনন্দন ঈশ্বরকে আমি বন্দনা করিতেছি।

পুংশ্চকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে ॥
কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিতভবাম্বুধিম্ ।
সুখং তস্মতি মন্তুক্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥

সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নাই, ত্রিগুণের সম্বন্ধবশতঃই সংসারের বিচিত্রতা হইয়াছে, শ্রীভগবান্ চতুর্দশাধ্যায়ে সবিস্তার ইহাই কহিলেন। ভগবন্ত্ত শ্রীকৃষ্ণাধীন ত্রিগুণের সম্বন্ধে উৎপন্ন সংসারসমুদ্র সুখপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হয়েন, চতুর্দশাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ইহাই উপদেশ করিলেন।

বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্মৃটম্ ।
বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেহদিশৎ ॥
সংসারশাখিনং ছিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥

বৈরাগ্য বিনা জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয় না, এইজন্ত শ্রীভগবান্ পঞ্চদশাধ্যায়ে বৈরাগ্যরূপ উপকরণের সহিত জ্ঞান-প্রাপ্তির স্পষ্ট উপদেশ দিলেন। পুরুষোত্তম-যোগ নামক পঞ্চদশাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সংসার-রূপ বন্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার পরমপদ লাভের উপায় স্পষ্টরূপে উপদেশ করিলেন।

আত্মরীং সম্পদং ত্যক্তা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ ।

মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোহথ ষোড়শে ॥

দেবদৈতেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারস্ত সাত্ত্বিকস্ত্রুতি দর্শিতম্ ॥

অনন্তর মনুষ্যগণ অসদ্গুণ ত্যাগ ও সদ্গুণ আশ্রয়পূর্বক মুক্তিলাভ করেন ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত ষোড়শাধ্যায়ে তত্ত্বভয়ের প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে । দেব ও দৈত্য সম্পর্কীয় সদসদ্গুণের বিভাগ দ্বারা সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণেরই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, ইহা ষোড়শাধ্যায়ে প্রদর্শিত হইল ।

উক্তাধিকারহেতুনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা তু সাত্ত্বিকী ।

ইতি সপ্তদশে গোণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে ॥

রক্তস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্তময়ীং শ্রিতং ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারী স্মাদিতি সপ্তদশে স্তিতম্ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার লাভের হেতু সকলের মধ্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই প্রধান, এইজন্য সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রিবিধ গোণ শ্রদ্ধার বিষয় কথিত হইল । রাজসিকী ও তামসিকী শ্রদ্ধা ত্যাগপূর্বক সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার আশ্রয় লইয়া তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হইতে হয়, ইহা সপ্তদশাধ্যায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে ।

গ্রাসত্যাগবিভাগেন সর্বগীতার্থসংগ্রহম্ ।

স্পষ্টমষ্টাদশে গ্রাহ পরমার্থবিনির্গয়ে ॥

ভগবন্ত্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদান্নবোধতঃ ।

সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্মাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মজ্ঞান নির্ণয়ের নিমিত্ত কৰ্মসংগ্রাস ও কৰ্মত্যাগের বিভাগ দ্বারা অষ্টাদশাধ্যায়ে সম্পূর্ণ গীতার উপদেশ সংক্ষেপে ও স্পষ্টরূপে কহিলেন । ভগবানে ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ভগবৎকৃপায় আত্মজ্ঞান লাভপূর্বক অনায়াসে দেহবন্ধন (জন্ম-মৃত্যু) হইতে মুক্ত হইবেন, ইহাই গীতোক্ত উপদেশের সার-সংগ্রহ ।

গীতার্থ-সংগ্রহ সম্পূর্ণ ।

— — —

গীতার্থসন্দীপনীর অবতরণিকা

ওঁ

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাত্ম্যায় নমঃ ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

শ্রীমদাচার্য্যেভ্যো নমঃ । শ্রীগুরুচরণাত্ম্যায় নমঃ ॥

তপঃশুদ্ধবুদ্ধি সর্বতত্ত্ববেত্তা ত্রিকালদর্শী মহামনাঃ ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস কলিকলুষ-
দূষিত মলিনচিত্ত ত্রিবিধ শাস্ত্রাধিকারীর কল্যাণকামনায় কৃপাপরবশ হইয়া ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ
উপদেশের নিমিত্ত সমস্ত তত্ত্বের বীজ-স্বরূপ বেদরাশিকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই
চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিনই প্রধান। অত্যন্ত
সূক্ষ্ম, নিতান্ত নিগূঢ় এবং দুর্জ্ঞেয় এই বেদত্রয়ের কেবলমাত্র পঠন অপেক্ষা মর্ম্মার্থের
উপলব্ধি করা শ্রেষ্ঠ। যে সকল দুর্ব্বল অধিকারী এই গম্ভীর বেদার্থবোধে অসমর্থ, মহর্ষি
তাহাদের জন্ত ত্রিগুণানুসারী সর্ব্বপুরুষার্থসাধনোপযোগি মহাভারত ত্রিষট্ (অষ্টাদশ)
পর্বে রচনা করেন। নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যবর্তী চন্দ্রমার ত্রায় সেই মহাভারতে কৃষ্ণার্জুনসংবাদ
রূপ গীতা সংস্থাপিত করিয়াছেন। কার্য্যপ্রপঞ্চের সহিত অনাদি অবিচ্চার পূর্ণ নিষ্কৃতি
পুরঃসর বিদেহকৈবল্য-রূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদভাব—অদ্বৈত তত্ত্বমূর্ত এই গীতা-রূপ সূচ্য
চন্দ্রমা হইতে ক্ষরিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্র-রূপ মহামন্ত্রের ঋষি—ভগবান্ বেদব্যাস, ছন্দঃ—প্রায় অনুষ্টুপ,
দেবতা—পরমাত্মা বিষ্ণু, বীজ—“অশোচ্যানশ্বশোচস্বম্”, শক্তি—“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য,”
কীলক—“উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্” এবং বিনিয়োগ—অস্মাদৃশ জীবের মোক্ষের নিমিত্ত।

সপ্তশতশ্লোকময়ী গীতায় ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনে অজ্ঞানপ্রপঞ্চের অভাব, সং+চিৎ+
আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি ও জীবব্রহ্মৈকতার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানই বিষ্ণুর
পরমপদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই অদ্বৈতভাব লাভের জন্তই সৃষ্টিকালে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর,
কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-এতদ্রিকাণ্ডযুক্ত ঋগাদি বেদ উৎপাদন করেন। তজ্জন্তই বেদের
নামান্তর “ত্রয়ী”। ভগবদ্রূপ এই অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ গীতাও ঋগাদি-বেদ-স্বরূপ। ইহার
ত্রিষট্ অধ্যায়ের প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনারূপ
ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। “ভক্তি” মধস্থলস্থায়িনী
হইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানসাধনের বিঘ্নরাশি-স্বরূপ দুষ্ক্রিয়া ও অহঙ্কারাদির বিনাশ করিয়া থাকে।
সাম্বিকী ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদ্ব্যয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল। এইজন্ত ভক্তি কর্ম্মাশ্রিতা,
শুদ্ধা ও জ্ঞানাস্রিতা—এই ত্রিবিধরূপে কথিত হইয়াছে।

ত্রয়ীর ত্রায় ত্রিকাণ্ডরূপিনী গীতার কৰ্মকাণ্ডময় প্রথম ছয় অধ্যায়ে ত্রিগুণকৰ্ম পরিহারপূৰ্বক ক্রমে “ত্বং”-পদবাচ্য কূটস্থ শুদ্ধ আত্মার অনুভব করিতে হয়, তাহাই নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনারূপ বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ দ্বারা “তৎ”-পদার্থরূপ পরমাত্মার নিরূপণ করা হইয়াছে। তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা “অসি”-পদবাচ্য “তৎ+ত্বং” পদের অভেদ ভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ গীতায় “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যার্থই বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

গীতার প্রতি ষট্‌কেরই পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইরূপ প্রতি অধ্যায়েও বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অধিকারভেদে যাহার পর যেক্রম মোক্ষসাধন-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১ম। স্বর্গফলপ্রদ কাম্য কৰ্ম ও নরকের পথ-স্বরূপ হিংসাদি নিষিদ্ধ কৰ্ম পরিহারপূৰ্বক মুমুক্শু ব্যক্তি নিকাম কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

২য়। তৎপরে ভগবানের নামজপ ও স্তুতি দ্বারা উপাসনা করিলে সাধকের মনোবিকাররূপ তপোবিঘ্নরাশি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যাইবে।

৩য়। তাহা হইলেই নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, স্বর্গাদিসুখবিমুক্ততা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে।

৪র্থ। তদনন্তর শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান, উপরতি ও তিতিক্ষা—এই ষট্‌ সম্পত্তি লাভ করিয়া সাধক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

৫ম। মুমুক্শু সন্ন্যাসী বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণের জন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ সৎগুরুর শরণাগত হইবেন।

৬ষ্ঠ। গুরুমুখে জ্ঞানবার্তা। শ্রবণপূৰ্বক একান্তস্থানে তাহার মনন, ও তদনন্তর নিদিধ্যাসন করিয়া যোগশিক্ষার উপযোগী হইবেন। বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিলে শাস্ত্ররূপ প্রমাণগত সংশয়ের শেষ হইয়া যাইবে, মনন দ্বারা আত্মরূপ প্রমেরগত অসম্ভাবনার নিরসিত হইবে, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধি-রূপ বিপরীত ভাবনার সমাপ্তি হইবার বিলম্ব থাকিবে না।

৭ম। তাহার পরে গুরুর রূপায় ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হইলেই অবিচ্চার সম্পূর্ণ নিরসিত হইয়া যাইবে।

৮ম। অবিচ্ছিন্ন বিনষ্ট হইলেই সাধকের ভ্রম, সংশয় ও জন্মান্তরপ্রাপ্তির হেতুভূত পূৰ্ব্বসঞ্চিত কৰ্মরাশি অপগত ও আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইবে।

৯ম। কিন্তু প্রারম্ভ বাসনা সহজে ক্ষয় হয় না, এজন্ত আত্মসংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নিত্যন্ত প্রয়োজন; এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই পাঁচটিই এই মহাসংযমসাধনের প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাও এই সমাধি যিনি শীঘ্র লাভ করিতে পারেন, তাঁহারও মনের নাশ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে। সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নিঃসবিকল্প। মনের নিরোধপূৰ্বক যে সমাধি

সাধিত হয়, তাহা সবিকল্প এবং মনকে সदैব ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে রাখিয়া যে সমাধির অনুষ্ঠান হয়, তাহাই নিবিকল্প। এতনিবিকল্পসমাধিমান্ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্-বরিষ্ঠও বিষ্ণুভক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।

১০ম। অষ্টাঙ্গ যোগের ব্যবস্থানুসারে সংযমশিক্ষা ও সমাধিলাভ অত্যন্ত বিদ্ব-সম্মুল। এইজন্ত “ঈশ্বর-প্রণিধান” বা ভক্তি-মার্গ দ্বারা এই ছুফর কার্য সাধন করা আত্ম-হিতার্থীর পক্ষে সংপারামর্শ। অদ্বৈত, অনহঙ্কারিত্বাদি যেমন জীবন্মুক্তের স্বাভাবিক ধর্ম ভগবদ্ভক্তিও সাধকের তেমনই স্বভাবভূত হইয়া যায়। এইরূপ স্বভাবস্থিত জীবন্মুক্তই পরম ভক্ত।

উপর্যুক্ত যে সকল ছুর্জের বিষয়ের উপদেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয় সখা অর্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন, ততাবৎ মুমুক্শুগণের জন্ত সংস্কৃত ভাষায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দ গিরি, শ্রীধর স্বামী, রামানুজ স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, নীলকণ্ঠ পণ্ডিত আদি ব্যাখ্যা করিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতের গূঢ়গর্ভস্থ দিব্য আলোক অক্ষুটমাত্র দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, ভাষানুবাদও এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সে আলোক যাঁহাদিগের সম্মুখে উত্তমরূপ প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাঁহাদেরই সেবার জন্ত এই “গীতার্থসন্দীপনীর” প্রণয়ন ও প্রকাশ।

শোক-মোহে চিত্ত বিচলিত হইলে যখন নিজ বর্ণাশ্রম ও অধিকারের বহির্ভূত ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্তি উদিত হইয়া মানবকে ব্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে, গীতার গম্ভীর উপদেশই তখন তাহার একমাত্র অবলম্বন। জন্মজন্মান্তর হইতে যে শোক, দুঃখ ও মোহাদি প্রাণি-গণের পীড়নার্থ দৃঢ় হইতেও দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, সেই বিষম বিভ্রাট হইতে মুমুক্শুগণ যে উপায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহারই সদ্যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিতা, পিতামহ, পুত্র, মিত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য আদিতে মমত্ববুদ্ধি হইলেই তদ্বিয়োগে অবশ্যই অতিশয় আক্ষেপ হইয়া থাকে। সংযোগবিরোধশূন্য মানবের চিত্ত এই মহাবিক্ষেপকালে কিরূপে প্রবুদ্ধ হইবে এবং শান্তি লাভ করিবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জুনকে সঙ্ঘোধন করিয়াই উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু মায়ামোহবিমুক্ত মনুষ্যমাত্রেরই প্রতি করুণানিধান লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আত্মহিতকামনা যাঁহার লক্ষ্য, গীতা তাঁহার প্রধান সম্পত্তি ও সম্বল। শোক-মোহ আদি যাঁহার পীড়া, গীতা তাঁহার মহোষধ। ভবসাগর পার হওয়া যাঁহার অভিলাষ, গীতা তাঁহার অটল পোত। বহুতে একদৃষ্টি করা যাঁহার ইচ্ছা, গীতাই তাঁহার একমাত্র ঈক্ষণযন্ত্র। গীতা দুর্বলকে বলবান্ করে, ভীতকে সাহসী করে, নিস্তেজকে মহাতেজীয়ান্ করিয়া দেয়। গীতা নিদ্রিতকে জাগরিত ও মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে পারে।

—ওঁ হরি—

কাশী—যোগাশ্রম।

শ্রীমদবধুতশিষ্য
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

गीता श्रुगीता कर्तव्या किमत्रैः शास्त्रविस्तारैः । या श्रयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।



ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ ।

মামকাঃ পাণ্ডবাস্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

অশ্বয়বোধিনী । ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন)—[হে] সঞ্জয় ! ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধৰ্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (সমরাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রেরা) পাণ্ডবাঃ চ এব (পাণ্ডুপুত্রেরা) সমবেতাঃ [সন্তঃ] (মিলিত হইয়া) কিম্ অকুর্বত (কি করিলেন) ? ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! ধৰ্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনাদি আগার তনয়গণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ সমরাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন ? ॥ ১ ॥

শাকরভাষ্যম্ । অত্র চ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধৰ্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ধৃতরাষ্ট্র উবাচ । ধৰ্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি । ভোঃ সঞ্জয় ! ধৰ্ম্মক্ষেত্রে ধৰ্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে । ধৰ্ম্মক্ষেত্র ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণম্ । এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব । তস্যা কুরোধৰ্ম্মস্থানে । মামকা মৎপুত্রাঃ । পাণ্ডুপুত্রাস্চ । যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ । কিমকুর্বত কিং কৃতবন্তঃ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাণ্ডবগণ বনে গমনকালে যখন একে একে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সেই দিনই জানিতেন যে কৌরব ও পাণ্ডবে মহাযুদ্ধ হইবেই হইবে । বিশেষতঃ বনবাসাবসানকালে যখন বিদুর ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেও দুর্যোধন তাঁহাদের কথায় অবহেলা করিয়াছিল, ধৃতরাষ্ট্র তখনই জানিয়াছিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য্য । তাহাতে যখন আবার কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের মহারোলে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, রথী মহারথ প্রমুখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনায় যখন মহারণপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, যখন উভয়দলই মহাসমরসজ্জায় সজ্জিত ও সমবেত, তখন সেখানে “যুদ্ধ” ভিন্ন আর কোন অনুষ্ঠানই হইবার সম্ভাবনা নাই । তবে মহাপ্রবীণ ধৃতরাষ্ট্র “কিরূপ যুদ্ধ হইতেছে”এ প্রশ্ন না

করিয়া “কিমকুর্ষত”—কি করিলেন-এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? সম্মুখে অন্ন, তুমি আসনে বসিয়া গণ্ডুষ করিতেছ, এমন সময়ে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে “তুমি কি করিতেছ?” তখন তোমার কি ইহা বার্থ প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয় না? সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নও যেন অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু তত্ত্ববেত্তা বেদব্যাস বার্থ বাগ্ বিন্যাসের পাত্র নহেন। এক্ষণে প্রবেশ করিয়া দেখিব, এই মূল শ্লোকের গুহ্য প্রহেলিকা কি।

কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ “ধর্মক্ষেত্র” এই পদটীই গুঢ় তাৎপর্যার্থবোধক। যেখানে গমন করিলে যাহার ধর্মবুদ্ধি নাই তাহারও মনে ধর্মভাবের উদয় হয়, যেখানে অপরিষ্কৃত ধর্মপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, ধর্মকার্যেরই অনুষ্ঠান হয়, যেখানকার স্থানীয় পবিত্র প্রকৃতির প্রভাবে তমাগুণী পরুষেরও সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহাই “ধর্মক্ষেত্র”। তাহাতে কুরুক্ষেত্র আবার তন্মধ্যে প্রধান। যথা—

“যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং, সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্ ॥” জাবালোপনিষৎ ১১১।

কুরুক্ষেত্র দেবতাগণের দেবযজনস্বরূপ, এবং প্রাণিবর্গের ব্রহ্ম বা মোক্ষলাভের নিকেতন। শতপথব্রাহ্মণেও কুরুক্ষেত্রের এইরূপ প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যদিচ পাণ্ডব ও কৌরবগণ পূর্ব হইতেই যুদ্ধ করা স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু “ধর্মক্ষেত্রের” মহিমা ধৃতরাষ্ট্রের স্মরণ হওয়ায় এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, স্থান-প্রভাবে উভয় দলের অন্তঃকরণেই সত্ত্বগুণের উদয় হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে প্রাণিহানিকর যুদ্ধ ব্যাপার না হইয়া পরস্পরে মিত্রতা ও সন্ধি হইলেও হইতে পারে। অতএব উভয়ে সন্ধি করিলেন, কি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন—এই সংশয়ে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কিমকুর্ষত” অর্থাৎ কি করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র একবার আশা করিলেন, ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণ হয়তো ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ধর্মভাবযুক্ত হইয়া জীবহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। আবার ভাবিলেন, হয়তো দুরাত্মা দুর্যোধন ধর্মক্ষেত্রের মহিমায় মগ্ন হইয়া নিজ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্বক পাণ্ডবগণের ধর্মতঃ প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে।

পুত্রস্নেহবশব্দ ধৃতরাষ্ট্রের “মামকাঃ কিমকুর্ষত”—ইহাই মুখ্য জিজ্ঞাসা। “চ” পদ দ্বারা “পাণ্ডবাঃ কিমকুর্ষত”—এই গৌণভাবও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। দুর্যোধনাদিকে লক্ষ্য করিয়া “মামকাঃ” পদ ব্যবহার করায় ও যুধিষ্ঠিরাদি দ্রাতৃপুত্রগণকে “পাণ্ডবাঃ” ইত্যাকার ভাবে অভিহিত করায়, নিজ পুত্রগণের প্রতি অন্ধ কুরুরাজের আত্মীয়তা ও পাণ্ডবগণের প্রতি অনাত্মীয়তা বা বদ্রোহ-বুদ্ধি সূচিত হইয়াছে। নিজ পুত্রগণ হয়তো “ধর্মক্ষেত্রের” প্রভাবে নিজ নিজ দুষ্কিয়ার জন্য পশ্চাত্তাপযুক্ত হইয়া মহাক্লদ্ব হইয়াছে, অথবা রাজ্য ছাড়িয়া পরাভব স্বীকার করিরাছে, ইত্যাকার চিন্তাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের মূল কারণ।

নিকটবর্তী কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার নামোক্ত না করিলেও চলে, কিন্তু ব্যাকুলচিত্ত অন্ধ কুরুরাজ, পক্ষপাতশূন্য হইয়া বলিবার উত্তেজনার উদ্দেশ্যে তাঁহার উচ্চমর্যাদা স্মরণ করাইয়া “হে সঞ্জয় !” (যিনি রাগদুঃখাদি জয় করিয়াছেন, তিনিই সঞ্জয়) এইরূপ প্রশংসাসচক সম্বোধন করিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়াছিল। বীরকেশরী অর্জুনের চিত্তে স্থানপ্রভাবজন্য সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি চিরদিনই জানিতেন, ভীষ্ম তাঁহার পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গুরু, কৌরবগণ তাঁহার ভ্রাতা। ইহা জানিয়াও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্ররূপ ধর্মক্ষেত্রে আসিয়াই তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইল। সত্ত্বগুণ তাঁহাকে হিংসাবিমুখ হইতে বলিল। এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, যদি স্থানেরই গুণ হয়, তবে অর্জুন ভিন্ন আর কাহারও মনে এ ভাবের উদয় হইল না কেন? ইহার উত্তর এই যে, অর্জুন মহাজিতিদ্রিয়, তাহাতে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে সারথীর স্থানে আসীন, তাই ধর্মস্থানের প্রভাব তাঁহাতেই সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ভগবৎ-সঙ্গই সত্ত্বগুণের পুষ্টির বিশেষ কারণ। অর্জুনের রথ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে থাকায় পাণ্ডবপক্ষীয় কেহই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। কৌরবগণ ভগবান্কে সম্মুখে দেখিতেছিল সত্য, কিন্তু তাহারা অর্জুনের ন্যায় “প্রাণ-সখা” ভাবে না দেখিয়া “শত্রু” ভাবে দেখিতেছিল। ভগবান্কে যে শত্রু-বোধ করে, তাহার সত্ত্বগুণের উদয় হইতে পারে না। তীর্থস্থানে গতি ও তথায় দেবপূজায় ভক্তি হইলেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ উদিত হইলে রজঃ ও তমঃগুণ দরে পলায়ন করে। সত্ত্বগুণসত্ত্বেও আবার যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম রক্ষিত হয় না। এইজন্য চক্রিচূড়ামণি ভগবান্ আতজ্ঞান উপদেশের অবতারণা করিলেন। আতজ্ঞানের উদয় হইলে তিন গুণই হিন্ন হইয়া যায়। আতজ্ঞান দ্বারা অর্জুনের দেহাত্মবুদ্ধি ও অহং-মমেতি অভিমান বিনষ্ট হইল। সতরাং তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া বর্ণাশ্রমিক বাহ্যধর্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। গীতার উপদেশে অর্জুনের ত্রিগুণ মায়াবন্ধন কাটিয়া গেল।

অনেকের এরূপ কুসংস্কার আছে যে, অর্জুন পরম ধর্মাত্মা ছিলেন এবং তিনি প্রাণিহানিকর মহাসংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন; কিন্তু কুচক্রী কৃষ্ণের কুহকে পড়িয়া অরাতিশোণিতে তিনি মেদিনী আর্দ্র করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের কুমন্ত্রণায় অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে ভারত বীরশূন্য হইত না। লোকের এ সংস্কার ভ্রমমূলক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাচরিতের দিকে দৃষ্টি করিলে, এ ভ্রম শীঘ্রই অপনোদিত হইবে।

পাছে ভারত নিকরী হয়, পাছে নরশোণিতপ্লাবনে পবিত্র কুরুক্ষেত্রে দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হয়, পাছে জীবের রুখা ধনক্ষয়, ধর্মক্ষয়, মানক্ষয় ও প্রাণক্ষয় হয়, সেই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই এই যুদ্ধের প্রতিবাদী। এই প্রবল সমরানল প্রজ্জ্বলিত করাই যদি তাঁহার ইচ্ছা হইত, তবে প্রথমেই ভগবান্ সন্ধিকামনায় বিদুরের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়াছিলেন কেন? আবার প্রত্যাবর্তনপথে রথের উপর কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শই বা দিয়াছিলেন কেন? যখন দেখিলেন, ধার্তরাষ্ট্রবর্গ সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিল না, তখন তিনি উদাসীনবৎ রহিলেন এবং যুদ্ধার্থ কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না স্থির করিলেন। দুর্যোধনকে নিজ নারায়ণী সেনা দান করিলেন, অর্জুনের নিতান্ত অনুরোধে তাঁহার সারথী স্বীকার করিলেন; কিন্তু

কাহারও পক্ষে যুদ্ধার্থ স্বয়ং অস্ত্রাদি ধারণ করিলেন না । শান্তিপ্রিয় মাধব স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়েন নাই, এবং কাহাকেও যুদ্ধে প্রবর্তিতও করেন নাই ।

কিন্তু অবোধ লোকে তাঁহার মুখে “ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌৰ্বল্যং তাত্ত্বোত্তীর্ণতঃ পরন্তপ !” ইত্যাকার বচন-রচনার প্ররোচনা দেখিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধপরিহারোন্মুখ অর্জুনকে কৌশলে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ তাহা নহে । এখানে একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি । মনে কর, আমি একজন ক্ষুধার্ত, তোমার গৃহে অতিথি হইলাম । তুমি আমাকে অতিথি পাইয়া মর্যাদাসহ খাওয়াইবে মনে করিয়া নিরামিষ ঘৃতান্ন—বা পুষ্পান্ন পাক করাইলে । আমি ভিক্ষায়* বসিলাম ।—মনে কর, আমি যেন কখনও ঘৃতান্ন [পোলাও] খাই নাই । “নারায়ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়াই যেমন অন্ন হস্ত প্রদান করিলাম, অমনি দেখিলাম, তৈলপায়িকার মলের ন্যায় কি যেন কালো কালো রহিয়াছে, অমনি হস্ত উঠাইয়া লইলাম ; আর ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না । তুমি অভ্যাগত-সৎকারার্থ নিকটে দাঁড়াইয়াছিলে, আমার রুখা ভ্রম ও সংশয় বুঝিতে পারিয়া বলিলে—আপনি সন্দেহ করিবেন না, ওগুলি লবঙ্গ, কোন মন্দ সামগ্রী নহে—আপনি ভোজন করুন । আমার ভ্রম ঘুচিল, আবার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া অন্ন স্পর্শ করিলাম, পুনর্ব্বার দেখি কি যেন কিঞ্চিদারম্ভবর্ণ কোমল কোমল পদার্থ রহিয়াছে, ভাবিলাম ইহা কোন রূপ অমেধা হইবে । অমনি সন্ধিগ্ধচিত্তে হস্ত উঠাইয়া লইলাম—তুমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলে ওগুলি কিশ্মিশ্—কোন অখাদ্য নহে—আপনি নিশ্চিন্ত-চিত্তে ভোজন করুন । আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখি, অস্থিখণ্ডের ন্যায় কি যেন শাদা শাদা পদার্থ অন্নের মধ্যে রহিয়াছে, আমি হাত উঠাইলাম । তুমি আবার বলিলে—আপনি রুখা কেন সন্দেহ করিতেছেন ? ওগুলি বাদাম, কোন মন্দ পদার্থ নহে, আপনি ভোজন করুন । এইরূপ ঘৃতান্নের ভিন্ন ভিন্ন মসলা দেখিয়া যতবারই আমার সংশয় হইল, ততবারই তুমি আমার সংশয় ভঞ্জন করিয়া খাইতে বলিলে । এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে আমাকে বার বার “ভোজন করুন, ভোজন করুন” এইরূপ বলিলে, ইহা কি তোমার প্রবর্তনাকর বাক্য ? না, তাহা নহে । আমি যখন ক্ষুধার্ত হইয়া তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছি, তখন ভোজনে তো আমি স্বয়ংই প্রবৃত্ত, তবে যে বারংবার হাত উঠাইতেছিলাম, তাহা ভোজনে অনিচ্ছাবশতঃ নহে, কেবল সংশয়বশতঃ । আর তুমিও যে আমাকে বুঝাইয়া দিয়া বার বার খাইতে বলিতেছিলে, তাহা ভোজনে আমার প্রবৃত্তি দিবার জন্য নহে, কেবল আমার সংশয়-নিরসনার্থ এবং আমার নিজ আরম্ভ কার্যের যথাবিহিত অনুষ্ঠান ও উপসংহারে রুখা আলস্য ও উদাস্য না হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ।

এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, ভগবান অর্জুনকে তো যুদ্ধে আসিতে বলেন নাই । অর্জুন স্বীয় রাজ্যনাভে অকৃতকার্য হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে দুষ্ট দুৰ্য্যোধনাদির দমনার্থ স্বয়ংই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন । কিন্তু ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার মনে হইল, দ্রাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, স্বগুরু, শ্যালক, কুটুম্বাদি বধ করা মহাপাপ । এ যুদ্ধে আমার ধর্ম বিনষ্ট

* সন্ন্যাসিগণ ভোজন-শব্দের স্থানে ভিক্ষা-শব্দের প্রয়োগ করেন ।—সম্পাদক ।

হইবে ; অতএব যুদ্ধ করিব না । তখন মহাবীরেন্দ্রকেশরীর রুথা ভ্রমরাশি বিদুরিত করিবার জন্য ভগবান্ তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ করিলেন । একটীর পর অপরটীর, এইরূপ অর্জুনের সমরারণ্ডের বাধক সংশয়রাশির ছেদ করিতে লাগিলেন । অর্জুনের যতবার সংশয় হইল; ততবারই সংশয় সমুদ্রের পরপারকারী রুদ্ৰাবনবিহারী তাঁহার পরমভক্ত অর্জুনের হৃদয় নির্মল করিয়া দিলেন । এক একটী সংশয় মিটিয়া যায়, অমনি ভগবান্ বলেন “অতএব যুদ্ধ কর” অর্থাৎ হে অর্জুন যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা কর । ভগবদ্ভক্ত যখন ভ্রম, প্রমাদ, সংশয় আদিতে বিমুখ হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার কল্যাণার্থ সদ্বুদ্ধির প্রেরণা দ্বারা ভক্তের তাবৎ ভ্রান্তির শান্তি করিয়া দেন । তাই অর্জুন যখন স্বধর্মকে অধর্ম বলিয়া মহাভ্রমে পড়িয়াছিলেন, ভগবান্ গীতার উপদেশে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র,—যুদ্ধে প্রবৃত্তি প্রদান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে । তখন অর্জুনের সংশয় নিবৃত্ত হইয়া গেল, তিনি তখন নিজেই বলিয়া উঠিলেন—

“নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা হুৎপ্রসাদানশ্চাহচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥” ১৮।৭৩

অবশেষে ভগবদুপদেশে অর্জুন স্বধর্মপালনে প্রবৃত্ত হইলেন । বস্তুতঃ ভগবান্ ভ্রমসংশয়াপহর্তা ও ধর্মোপদেশ-কর্তা ভিন্ন যুদ্ধের প্রবর্তক নহেন ॥ ১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । (ক) কর্তব্য-বিচারের অনিশ্চয়তা বশতঃই যুদ্ধে অর্জুনের অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল বটে ; কিন্তু কুরুগণ কর্তৃক পাণ্ডবসেনা আক্রান্ত হইলে তিনি যুদ্ধ না করিয়া থাকিতেই পারিতেন না । অর্জুন যে ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির প্রেরণাতেই বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিবেন, শ্রীভগবান্ ১৮শ অধ্যায়ের ৫৯।৬০ লোকে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । যখন কর্ণবধে বিলম্ব বশতঃ রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ধিক্কার পূর্বক গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিরশ্ছেদ করিতে এবং পরে তজ্জনিত নির্বেদ বশতঃ আত্মহত্যা উদাত্ত হইয়াছিলেন । ইহাতে অর্জুনের রজঃপ্রধান ক্ষাত্রপ্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়া যায় । সুতরাং অর্জুনের যুদ্ধে নিরুৎসাহ সাময়িক সত্ত্বগুণের উচ্ছ্বাস মাত্র, উহা তাঁহার স্বাভাবসিদ্ধ নহে ।

“ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে অর্জুনের ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তাহা যে অস্থায়ী ইহা অর্জুন স্বয়ং না বুঝিলেও অন্তর্যামী ভগবান্ তাহা বিশেষ বুঝিয়াছিলেন, তাই অর্জুনকে তাঁহার ক্ষাত্র প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং অর্জুনও যে প্রথমে আপনার প্রকৃতিগত সামর্থ্য বুঝিতে পারেন নাই, ভগবান্ কর্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহার পুনরায় যুদ্ধোদ্যমেই তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে ।” (বৈরাগ্য—শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি) ।

(খ) গীতার কোন আধুনিক বাঙ্গলা ব্যাখ্যাকার বলেন যে, কুরুক্ষেত্রের “ধর্মক্ষেত্র” বিশেষণটী গুঢ়ার্থ-সূচক নহে ; কেননা, মহাভারতের বর্ণনার সঙ্গে উহার সামঞ্জস্য নাই

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্ৱা তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং দুর্যোধনশুদা ।
আচার্য্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

উদ্যোগ পর্বের ৭১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—“মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভ বশতঃ আমাদিগকে রাজ্যাংশ প্রদান না করিয়াই আমাদের সহিত শান্তি স্থাপন করিতে বাসনা করিয়াছেন।”

উহাতে অসামঞ্জস্যের কোনই কারণ দেখা যায় না। ধৃতরাষ্ট্রের সারথি সঞ্জয় যখন অন্ধ কুরুরাজের নিকট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন দশদিন মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যা শায়িত, উভয়পক্ষের অসংখ্য সৈন্যক্ষয় হইয়াছে, দুর্যোধনের জয়াশা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এরূপ সময়ে রুদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রয়েহে লোভাভিত্ত হইলও পুত্রগণের পরাজয়ের ভয়ে “ধর্মক্ষেত্রের” প্রভাব তখনও শান্তিস্থাপনের আশা করিলে অসম্ভব হইতেছে না। বিপদেই লোকে ধর্মের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং তখনও যদি ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে পাণ্ডবগণ বা কুরুগণ অথবা উভয়পক্ষই সন্তুণ্ণযুক্ত হইয়া সন্ধি করেন, তাহা হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ জীবিত থাকিয়া রাজ্যাংশ ভোগ করিতে পারেন, যেহেতু ধার্মিক পাণ্ডবেরা কুরুগণকে একেবারে বঞ্চিত করিবেন না। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত “ধর্মক্ষেত্র” বিশেষণটি যে গুণার্থেরই পরিচায়ক, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ—(সঞ্জয় বলিলেন) তদা (তৎকালে) পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডব সৈন্যগণকে) ব্যুঢ়ং (ব্যাহকারে দণ্ডায়মান) দৃষ্ট্ৱা তু (দেখিয়া), রাজা দুর্যোধনঃ (রাজা দুর্যোধন) আচার্য্যম্ উপসংগম্য (আচার্য্যসমীপে গমন করিয়া) বচনম্ অবব্রবীৎ (এই কথা বলিলেন) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবগণের সৈন্যরাশি ব্যাহকারে (রণবেশে) দণ্ডায়মান দেখিয়া রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্য্য সমীপে গমন পূর্বক এই কথা কহিয়াছিলেন। ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সঞ্জয় উবাচ। দৃষ্টেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যম্। ব্যুঢ়ং ব্যাহরচনয়া বাবস্থিতম্। দৃষ্টা। দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা। রাজা দুর্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধর্মক্ষেত্রের বিশুদ্ধ শক্তিপ্রভাবে শুভবুদ্ধি লাভ করিয়া নিজ পুত্র দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হইয়া যে পাণ্ডবগণকে রাজ্য দান করিবে স্থির করিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের এই সংশয় নিরাকরণার্থ সঞ্জয় প্রথমে পাণ্ডবগণের কথা না বলিয়া দুর্যোধনের দৃষ্টবুদ্ধিতা ও তাহারই কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে প্ররত্ত হইলেন। “রাজা” পদ দ্বারা দুর্যোধনের অধিনায়কত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদর্শিত হইল। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে—অধীন সেনাপতিকে—দত্ত দ্বারা নিজের নিকটে আহবান না

পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমুং ।

ব্যুত্ৰাং দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

করিয়া তিনি স্বয়ং তৎসন্নিধানে গমন করিলেন কেন ? ব্যূহবদ্ধ পরাকান্ত পাণ্ডবসেনা দর্শনে ভীত হইয়াই “রাজা” নিজের মর্যাদা ভুলিলেন, এবং অন্যের নিকট না গিয়া ধনুর্বিদ্যার আচার্য্যের সন্নিধানেই দৌড়িয়া গেলেন । আবার পাছে লোকে তাঁহাকে ভয়বিহবল মনে করে, রাজনৈতিক কৌশলে এই সংস্কার অপনয়নার্থ “আচার্য্য” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । কেননা, আচার্য্যের নিকট শিষ্য সর্বদাই যাইতে পারে, তাহাতে তাহার মর্যাদার হানি হইল, একথা কেহ বলিতে পারিবে না ॥ ২ ॥

অম্বয়বোধিনী । [হে] আচার্য্য ! (ওরো!) তব (আপনার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেন (ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্রকর্তৃক) ব্যুত্ৰাং (ব্যূহবদ্ধ) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডবগণের) এতাং (এই) মহতীং চমুং (বিশাল সেনা *) পশ্য (দেখুন) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে আচার্য্য ! পাণ্ডবগণের বিশাল সেনাসমাবেশ অবলোকন করুন । ঐ দেখুন ইহারা আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্রের ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে ব্যূহ রচনা পূর্বক রণবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেব বচনমাহ পশ্যতামিত্যাদিভিঃ নবভিঃ শ্লোকৈঃ । পশ্যত্যাदि । হে আচার্য্য ! পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমুং সেনাং পশ্য । তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যুত্ৰাং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যের পরম প্রিয়তম শিষ্য । যুদ্ধকালে পাছে সেই স্নেহবংশবদ হইয়া আচার্য্য সমর পরিহার অথবা কার্যে শিথিলতা করেন, এই জন্য দুর্যোধন তাহাদের প্রতি আচার্য্যের অবজ্ঞার উৎপাদন ও ক্রোধের উদ্দীপনার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—হে আচার্য্য ! দেখুন, ভবাদৃশ মহানভবকে অবজ্ঞা পূর্বক পাণ্ডবগণ বহু অক্ষৌহিণী দুর্জয় সেনা লইয়া নিভয়ে দাঁড়াইয়া আছে । আমি আপনার শিষ্য, আমার প্রার্থনানুসারে একবার যদি দৃষ্টিপাত করেন, তবেই উহাদের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন । দ্রুপদরাজার সহিত দ্রোণাচার্য্যের পূর্বশত্রুতা ছিল, এজন্য “দ্রুপদপুত্রেন তব শিষ্যেণ ধীমতা” বাক্য দ্বারা দুর্যোধন সেই পূর্ববৈরিতার উত্তেজনা ও গুরুদ্রোহী শিষ্য অবশ্যই দণ্ডনীয়—তাহার উদ্দীপনা, এবং ধীমান্ শত্রু যে উপেক্ষাযোগ্য নহে, তাহারও সূচনা করিতেছেন । পক্ষান্তরে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি শ্লেষবাক্যও উক্ত হইতেছে, অর্থাৎ “পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য”—হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য ! (তুমি আমার আচার্য্য নহ) দেখ, তুমি উত্তম শিষ্য প্রস্তুত করিয়াছ ! ধৃষ্টদ্যুম্ন বুদ্ধিমান বটে, কেননা তোমাকেই বধ করিবার জন্য তোমারই নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে । তোমার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে ? তাই বলিতেছি, একবার

চমু—৭২৯ গজ, ৭২৯ রথ, ২১৮৭ অশু ও ৩৬৪৫ পদাতি ।

অত্র শূরা মহেশ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
 যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
 ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
 পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যাশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ।
 সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৰ্ব্ব এব মহারথঃ ॥ ৬ ॥

শিষ্যের ব্যবহার তো দেখ ! গুরুর প্রতি দৃষ্ট দুৰ্য্যোধনের যে নিজের দ্বেষ ও দুৰ্ব্বুদ্ধি আছে তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য সঞ্জয় প্রথমতঃ “দৃষ্টেতি” শ্লোক দ্বারা দুৰ্য্যোধনেরই কথা ধতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন, এবং ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখাইলেন যে আচার্য্যের প্রতি যাহার দ্বেষবুদ্ধি, তাহার ‘ধর্ম্মক্ষেত্রে’, প্রভাব জন্য সত্ত্বগুণের উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব মহারাজ ! দুৰ্য্যোধনের পশ্চাত্তাপ, সন্ধিস্থাপন অথবা পাণ্ডবদিগকে তদধিকার প্রদান আদি কোন সম্ভাবনা করিবেন না ॥ ৩ ॥

অর্থবোধিনী । অত্র (এই সেনামধ্যে) মহেশ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) শূরাঃ (বীরগণ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জুনসমাঃ (ভীমার্জুনের তুল্য) মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) যযুধানঃ (সাত্যকি), বিরাটঃ চ (এবং বিরাট), দ্রুপদঃ চ (এবং দ্রুপদ), বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতুঃ (মহাপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু), চেকিতানঃ (চেকিতান), কাশিরাজঃ চ (এবং কাশিরাজ), নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ (এবং কুন্তিভোজ), শৈব্যাঃ চ (এবং শৈব্য), বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ (এবং বিক্রমশালী যুধামন্যু), বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ (পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজা), সৌভদ্রঃ (সুভদ্রানন্দন—অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াঃ চ (এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ) সৰ্ব্ব এব (ইহার সকলেই) মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) ॥ ৪।৫।৬ ॥

বঙ্গানুবাদ এই পাণ্ডবসেনা মধ্যে ভীমার্জুনের ন্যায় মহাধনুর্দ্ধারী সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা বহু বীর বিদ্যমান রহিয়াছেন । মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ রাজা, মহাপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও কাশিরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজাঃ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়—ইঁহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪।৫।৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত্রৈতাদি । অত্রাস্যাং চম্বাম্ । ইষবো বাণা অসান্তে ক্ষিপান্তে এভিরিতীষশা ধনুংষি । মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেশ্বাসাঃ । ভীমার্জুনৌ তাবদব্রাহ্মপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ । তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি । তানেব নামভিনির্দিশতি—যুযুধান ইতি । যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ—ধৃষ্টকেতুরিতি । চেকিতানো নামৈকো রাজা । নরপুঙ্গবো নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুরিতি । বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ । সৌভদ্রোহভিমন্যুঃ । দ্রৌপদেয়ো দৌপদ্যাং

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।

নাম্যকা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

পঞ্চভো যধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চ । মহারথাদীনাং লক্ষণম্—একো-
দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যন্তু ধনুর্নাম্ । অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্
যন্তু সংপ্রোক্তোহতিরথন্তু সঃ । রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্মুনোহর্দ্ধরথো মতঃ ॥ ইতি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । একমাত্র ধৃষ্টদ্যুশ্নের নামোল্লেখ পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন যে
এতাদৃশ একজন সামান্য বীরের জন্য দুর্যোধনের ভয় কেন ? তন্নিমিত্ত দুর্যোধন বলিতেছেন,
আচার্য্য ! কেবল ধৃষ্টদ্যুশ্নই নহে, এখানে বিশ্ববিজয়ী ভীমাজ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী ও পরাক্রান্ত
বীর আরও অনেক আছেন, তাঁহারাও উৎকর্ণীয় নহেন । (বিশেষণ ও নামের দ্বারাই তাঁহাদের
গুণগৌরব ব্যাখ্যা করিতেছেন) ।

যদ্বারা ইষু (বাণ) বেগে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা ইষাস অর্থাৎ ধনু ; মহান্ ইষাস যাঁহাদের তাঁহারা
“মহেষ্ণাসাঃ” । এখানে এরূপ বীরবর্গ আছেন, যাঁহারা দূর হইতেই দুর্ব্বিসহ তীব্র শরাঘাতে
শত্রুসৈন্য সংহারে সমর্থ ও যুদ্ধকুশল । যথা, যুষ্মধান, অর্থাৎ যিনি মহারণে অক্লান্ত
(সাতাকি) ; যিনি শত্রুদিগকে বারংবার পরাভব দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্লেশ দেন (বিরাট) ;
দ্রুচ=রক্ষ ও পদ=চিহ্ন, রক্ষাক্রিত বিজয়পতাকা যাঁহার সদা উড্ডীন (দ্রুপদ রাজা) ; ধৃষ্ট-
শত্রুজনভয়প্রদ ও কেতু=ধূজা, যাঁহার উড্ডীয়মান ধূজা দর্শনে বৈরিবর্গ বিব্রস্ত হয়,,
(ধৃষ্টকেতু) ; বীরবর চিকিতানের পুত্র (চেকিতান) ; যেখানে গমন করিলে দিবাঞ্জন
প্রকাশিত হয়, তথাকার রাজা (কাশিরাজ) ; পুরু=অনেক ও জিৎ=যিনি জয় করিয়াছেন
যিনি অগণ্য শত্রুসৈন্য বারংবার জয় করিয়াছেন (পরজিৎ) ; যে কুন্তী ভীমাজ্জুনের রূপ
মহাবল পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তাঁহারই পিতা (কুন্তিভোজ) ; প্রসিদ্ধ শিবিরাজার কুলজাত
(শৈব্য) ; যুধা=যুদ্ধ ও মন্য=ক্ৰোধ, যুদ্ধের নাম শুনিতেই যিনি ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন
তিনি যুধামন্যু, ইনি পঞ্চালদেশের বিক্রান্ত রাজা ; ওজস্=বল, যাঁহার বলবিক্রম প্রশংসনীয় তিনি
উত্তমৌজাঃ, ইনি পঞ্চালাদেশের রাজা ; সুভদ্রার গর্ভজাত ও গর্ভবাস কালেই যিনি রণকৌশলের
জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন সেই অভিমন্যু ; যে দৌপদীর ভক্তিগুণে মহাকুপিত দুর্ব্বাসাও পাণ্ডব
গণের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই, সেই বিশুদ্ধ তেজঃপূর্ণগর্ভে জাত প্রতিবিদ্যাদি পঞ্চ
পুত্র । “চ”=এবং । “চ”কার দ্বারা ঘটোৎকচ প্রভৃতি অবশিষ্ট রাজনাবর্গও গৃহীত হইয়াছেন ।
ভীমাজ্জুনাди পঞ্চ পাণ্ডবের পরাক্রম ভুবনবিখ্যাত ও তাঁহারাই রণস্থলের প্রধান অধিনায়ক বলিয়া
তাঁহাদের নাম আর বিশেষ রূপ উল্লিখিত হইল না । প্রোক্ত বীরগণ সকলেই মহারথ । রথী ও
মহারথ আদির লক্ষণ, যথা—

যিনি অস্ত্র-শস্ত্রে অত্যন্ত কুশল ও একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারী বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে
সমর্থ তিনিই মহারথ ; যিনি অস্ত্র-শস্ত্রে অতি নিপুণ ও অগণিত বীরের সঙ্গে রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে
সমর্থ তিনি অতিরথ ; যিনি একাকী একজনমাত্র বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ তিনি রথী
ও যিনি নিজ হইতে দুর্ব্বলের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অর্দ্ধরথ ॥ ৪।৫।৬ ॥

**ভবান্ ভীষ্মশ্চ কৰ্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদভিজ স্বদ্রথঃ ॥ ৮ ॥**

অনুবোধিনী । [হে] দ্বিজোত্তম ! অস্মাকং তু (আমাদেরও) যে (যাঁহার) বিশিষ্টাঃ (প্রধান) মম (আমার) সৈন্যাসা (সৈন্যের) নায়কাঃ (নেতৃগণ), তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন) । তে (আপনার) সংজ্ঞার্থং (গোচরার্থ) তান্ ব্রবীমি (তাঁহাদের) নাম বলিতেছি) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে দ্বিজোত্তম ! আমাদেরও সৈন্যমধ্যে যে সকল যোদ্ধাধিনায়ক আছেন, আপনার গোচরার্থ তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অস্মাকমিতি । নিবোধ বুধ্যস্ব । নায়কা নেতারঃ । সংজ্ঞার্থং সমাগ্জ্ঞানার্থমিতার্থঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাণ্ডবপক্ষীয় মহামহাবীরবর্গের নামোল্লেখ করায় পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন যে, দুর্যোধন ভীত হইয়াছেন এবং পাছে বলেন যে, যদি তুমি ইহাদের সহিত সমরে অসমর্থ হও, তবে পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা কর, আশঙ্কা অপনয়নার্থ দুর্যোধন নিজ পক্ষীয় বীরগণের নাম উচ্চারণ করিতেছেন ।

যদিও কুল, শীল, বিদ্যা, বল, পৌরুষে শ্রেষ্ঠ আমার অসংখ্য সৈন্য আছে, তথাপি আপনার স্মরণার্থ কয়েকজন মাত্রের নাম করিলেই হইবে । কেননা, আপনি তো তাঁহাদের বিষয় পূর্ব হইতেই জানেন । “অস্মাকং তু” বাক্যের “তু” শব্দ দ্বারা দুর্যোধন অন্তরের ভয় অন্তরে লুকাইয়া বাহিরে সাহস প্রকাশ করিতেছেন । “দ্বিজোত্তম” পদ দ্বারা প্রকাশ্যে দ্রোণাচার্য্যের স্তুতিবাদ করিয়া নিজ কার্য্যে পূর্ণপ্রবৃত্তির সূচনা করিতেছেন এবং দ্রোণ পাণ্ডবগণকে অধিক স্নেহ করেন বলিয়া, পক্ষান্তরে তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্মে প্রবৃত্ত, অতএব স্বধর্মভ্রষ্ট, ইত্যাকার নিন্দার ও ইঙ্গিত করিতেছেন । আবার সন্ধিতে ইহাও বলিতেছেন যে, তুমি ব্রাহ্মণ, আচার্য্যের কার্য্য করিতে পার বটে, কিন্তু যুদ্ধের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য তোমার কোথায় ? যদি তুমি সেহবশতঃ পাণ্ডবপক্ষই অবলম্বন কর, তাহাতেও আমার ক্ষতি নাই ; কেননা, ভীষ্মাদি ক্ষত্রিয় মহাশূরগণ আমার সেনাধিনায়ক আছেন । তাই তোমার স্মরণকে চেষ্টন করিবার জন্যই তাঁহাদের কয়েকজনের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর । যদি নিজ প্রিয় শিষ্য পাণ্ডবগণের সেনা দেখিয়া তোমার হর্ষোদয় হইয়া থাকে তবে তোমার ইহাও যেন চৈতন্য থাকে যে, ভীষ্মাদি বীরেন্দ্রকেশরিগণ আমার পক্ষ ॥ ৭ ॥

অনুবোধিনী । সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী) ভবান্ (আপনি), ভীষ্মঃ চ (এবং ভীষ্ম), কর্ণঃ চ (এবং কৃপ), অশ্বখামা (অশ্বখামা), বিকর্ণঃ চ (এবং বিকর্ণ), সৌমদভিজ (সৌমদভূতনয়) স্বদ্রথঃ (স্বদ্রথঃ) ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
 নানাশস্ত্র হরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
 অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
 পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । সংগ্রামবিজয়ী আপনি (দ্রোণাচার্য্য), (পিতামহ) ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সৌমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাঃ ও জয়দ্রথ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তানেবাহ—ভবানিতি দ্ব্যভ্যাম্ । ভবান্ দ্রোণঃ । সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি সমিতিজ্ঞয়ঃ । সৌমদত্তিঃ সৌমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

গীতार्থসন্দীপনী । ধৃত্ দুৰ্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সম্ভট্ট রাখিবার জন্য ভীষ্ম, কর্ণাদির নামোল্লেখের পূর্বেই দ্রোণাচার্য্যের ও বিকর্ণ, ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতির নামোল্লেখের পূর্বেই দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বখামার নামোল্লেখ করিয়াছে ; কেননা, লোকে প্রশংসিতগণের মধ্যে নিজের ও নিজপুত্রের নাম অগ্রগণ্য দেখিলে অধিক প্রসন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অনুবোধিনী । মদর্থে (আমার মিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প) অন্যে চ (আরও) বহবঃ (অনেক) নানাশস্ত্র প্রহরণাঃ (বহুশস্ত্র প্রহারক্ষম) শূরাঃ [সন্তি] (বীরগণ আছেন) । [তে] সর্বে (তাঁহারা সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (রণকুশল) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে আচার্য্য! বিবিধশস্ত্রসম্পন্ন পুরুষ আমার পক্ষে আরও অনেক আছেন, যাঁহারা আমার জন্য জীবন বিসর্জনেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই রণকুশল ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অন্যে চেতি । মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্য-বসিতা ইত্যর্থঃ । নানাহনেকানি শাস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে । যুদ্ধে বিশারদা নিপুণাঃ ॥ ৯ ॥

গীতार्থসন্দীপনী । পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন যে, দুৰ্য্যোধনের পক্ষে এই কয়েকজন ভিন্ন বীর নাই, তাহ অন্যান্য আরও অনেক বীর আছেন বলিয়া দুৰ্য্যোধন স্পর্ধা করিয়া বলিতেছেন যে ভীষ্মাদি ভিন্ন শল্য, কৃতবর্মা ও ভগদত্ত আদি আরও বীরগণ তাঁহার পক্ষে আছেন ; তাঁহারা সকলেই শূল, চক্র, গদা খড়্গাদি মুদ্রা মহানিপুণ । শূরাঃ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নিজ সেনার বলবাহলা, অত্যন্ত সমরাগ্রহ ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

অনুবোধিনী । ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মকর্তৃক রক্ষিত) অস্মাকং (আমাদের) তৎ (সেই) বলম্ (সৈন্য) অপর্যাপ্তম্ (অপরিমিত) । এতেষাং তু (কিন্তু ইহাদিগের) ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মকর্তৃক রক্ষিত) ইদং (এই) বলং (সৈন্য) পর্যাপ্তম্ (অপেক্ষাকৃত অল্প) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সৈন্য অনেক, কিন্তু ভীষ্মকর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবসৈন্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ॥ ১০ ॥

অয়ানেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সৰ্বা এব হি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত কিম্ ! অত আহ—অপর্যাপ্তমিত্যাदि । তত্তথা-
ভূতৈবীরৈষু ক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপস্মাকং বলং সৈন্যমপর্যাপ্তম্ । তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি ।
ইদমেতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমভিরক্ষিতং সৎ পর্যাপ্তং সমর্থং ভাতি । ভীষ্মসোভয়পক্ষপাতি-
হ্বাদস্মদলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রতাসমর্থম্ । ভীমসৈকপক্ষপাতিহ্বাদেতদুলমস্মদলং প্রতি সমর্থং ভাতি ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । উভ পক্ষেই যখন অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ ও সমরসূচতুর পুরুষগণ
বিদ্যমান আছেন, তখন পাছে আচার্য্য মনে করেন উভ দলই সমান, তজ্জন্ম দুৰ্য্যোধন
বলিতেছেন যে, সূক্ষ্মবুদ্ধি ভীষ্ম কতৃক অভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সৈন্য অপরিষ্যাপ্ত—একাদশ
অক্ষৌহিনী ; এবং স্থূলবুদ্ধি বিকলচিত্ত ভীমসেন কতৃক অভিরক্ষিত পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য নিতান্তই
পর্যাপ্ত—সাত অক্ষৌহিনী মাত্র । পক্ষান্তরে ইহাও প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের সৈন্য
একাদশ অক্ষৌহিনী হইলেও রণপ্রাঙ্গণে কার্য্যকালে অপরিষ্যাপ্ত—অপ্রচুর বা অসমর্থ, এবং
পাণ্ডবসৈন্য সংখ্যায় অল্প হইলেও পর্যাপ্ত—প্রচুর বা সামর্থ্যযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ।

এক অক্ষৌহিনী সৈন্য ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতি
—সর্বসমেত ১২৮৭০০ বুঝায় । এহ গণনানুসারে কৌরবপক্ষে ২৪০৫৭০ হস্তী, ২৪০৫৭০ রথ,
৭২১৭১০ অশ্ব ও ১২০২৮৫০ পদাতি—অর্থাৎ সর্বসমেত ২৪০৫৭০০ সৈন্য ; এবং পাণ্ডবপক্ষে
১৫৩০৯০ হস্তী, ১৫৩০৯০ রথ, ৪৫৯২৭০ অশ্ব ও ৭৬৫৪৫০ পদাতি—অর্থাৎ সর্বসমেত ১৫৩০৯০০
সৈন্য । সুতরাং কুরুক্ষেত্র মহারণে উভয় পক্ষে ৩৯৩৬৬০০ সৈন্য * সমবেত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সেনাপতি ভীষ্ম মহাপ্রবীণ হইলেও তিনি পাণ্ডবগণের
হিতাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং তাঁহার উভয়পক্ষপাতিত্বহেতু তৎপরিচালিত কুরুসৈন্য জয়লাভে অসমর্থ হইবে,
এবং ভীমের তাদৃশ্য যুদ্ধনিপুণতা না থাকিলেও তিনি একপক্ষাবলম্বী বলিয়া তদধীন সৈন্যগণ
জয়লাভে সমর্থ হইবে, রাজা দুৰ্য্যোধনের এইরূপই ধারণা হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

অনয়বোধিনী । সর্বেষু চ অয়নেষ (সকল ব্যুহপ্রবেশপথেই) যথাভাগম্
(নিজ নিজ বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভবন্তঃ (আপনারা) সর্বে এব হি
(সকলেই) ভীষ্ম এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্ত (রক্ষা করিতে থাকুন) ॥ ১১ ॥

* এই সংখ্যায় প্রধানতঃ মহারথ ও অতিরথগণ মাত্র গৃহীত হইয়াছেন । ইহারাই যুদ্ধারম্ভে
সমবেত হইয়াছিলেন ; বিশেষতঃ হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সংখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে । প্রকৃত সৈন্য সংখ্যা
ইহা হইতে নিগীত হইতে পারে না । রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী যোদ্ধগণ হত হইলে, তত্তৎ
যান বাহন আরোহণ পূর্বক উভয় পক্ষে বহবীর যুদ্ধ করিয়াছিলেন । যুদ্ধারম্ভের পরও বহুদেশে
হইতে সৈন্য সমূহ সমাগত হইয়াছিল । অধিকন্তু অর্দ্ধরথ, সারথি, হস্তিপলাক, অশ্বপলাক, বাহক,
সেবক, শিল্পী প্রভৃতির সংখ্যাও ১৮ অক্ষৌহিনীর অন্তর্ভুক্ত নহে । মহাভারতে জ্ঞাপকের শ্রাদ্ধপক্ষা-
ধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র কতৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধে শতাধিক ষট্
ষষ্টি কোটী বিংশতি সহস্র সৈন্য (১৬৬০০২০০০০) নিহত হইয়াছে, এবং চতুর্বিংশতি সহস্র
একশত পঞ্চ ষষ্টি যোদ্ধা (২৪১৬৫) জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে । দেবযি লোমশ কতৃক
প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে তিনি এই সমস্ত বিষয় অবগত ছিলেন ।

তস্য সংজনয়ন্ হৃষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ ।

সিংহনাদং বিনত্বাচ্চৈঃ শঙ্খং দধৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । এক্ষণে আপনারা নিজ নিজ বিভাগানুসারে সৈন্যসমূহের ব্যূহদ্বারে অবস্থিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকে সর্ব্বথা রক্ষা করিতে থাকুন ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তস্মান্ভবন্তিরেবং বন্তিতবামিত্যাহ—অয়েনেশ্বিতি । অয়নেষু বাহুব্রবেশমার্গেষু । যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিমপরিত্যজ্যাবস্থিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেবাভিতো রক্ষন্ত ভবন্তঃ । যথানৈয্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ হন্যেত তথা রক্ষন্ত । ভীষ্মবলেনৈবসমাকং জীবনমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

গীতार्থসন্দীপনী । পাছে আচার্য্য এরূপ বলেন যে যদি পাণ্ডবসৈন্য অপেক্ষা তোমার সৈন্যদল পুষ্ট ও প্রবল থাকে, তবে রথ না নানা কল্পনা করিতেছে কেন ? তজ্জনা দুর্য্যোধন বলিতেছেন যে, পিতামহ ভীষ্ম আমাদের সেনাধিনায়ক, তিনি যখন সম্মুখ সমরে উন্নত হইবেন, তখন তাঁহার পার্শ্ব বা পশ্চাদিকে দৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাই আপনাকে বলিতেছি যে আপনার তাঁহার সম্মুখ ভিন্ন অন্যান্য দিক্ এরূপে তত্ত্বাবধান করিবেন, যেন প্রচ্ছন্নভাবে কোন শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে । প্রকারান্তরে দ্রোণাচার্য্যকে মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন যে, পিতামহের জীবনসত্ত্বে আমরা কাহাকেও ভয় করি না ॥ ১১ ॥

অনুবোধিনী । প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য (তাঁহার—দুর্য্যোধনের) হৃষং (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (অতুচ্চ) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহনাদ-পর্ব্বক) শঙ্খং দধৌ (শঙ্খধ্বনি করিলেন) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধনের সন্তোষার্থ কুরুবৃদ্ধ মহাপ্রতাপশালী পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং বহমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্ । তদাহ—তসোত্যাদি । তস্য রাজো হৃষং সংজনয়ন্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈশ্চর্ম্মহান্তং সিংহনাদং কৃৎস্না শঙ্খং দধৌ বাদিতবান্ ॥ ১২ ॥

গীতार्থসন্দীপনী । দুর্য্যোধনের কথা শেষ হইলে ভীষ্মাদি কি করিলেন, ইহা জানিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে অনুভব করিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন, হে ধৃতরাষ্ট্র ! পাণ্ডবসেনার ভয়ে ভীত হইয়া দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের শরণাগত হইলেন, এবং দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের কপট ভক্তি জানিতে পারিয়া একটী বাক্য দ্বারাও তাঁহার সমাদর না করিয়া, প্রত্যাগত উপেক্ষা করায় দুর্য্যোধন মর্ম্মাহত হইতেছেন দেখিয়া ভীষ্ম ভাবিলেন, আমি যখন দুর্য্যোধনের অস্ত্র শরীর রক্ষা করিতেছি, তখন এই মহাসমরে ইহার জন্য এ দেহ পাত করিতে হইবেই হইবে, তাই দুর্য্যোধনকে হর্ষোৎসাহযুক্ত করিবার জন্য ভীষ্ম সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।

সহসৈবাভ্যাহ্বন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈহ যৈযুক্তৈ মহতি স্যান্দনে স্থিতৌ ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

করিলেন। বুদ্ধগণ অনায়াসে বালকের মনের ভাব বুঝিতে পারেন, ইহা দেখাইবার জন্য “কুরুবুদ্ধ” ; দ্রোণাচার্য্য দুর্যোধনকে উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি মহাদুরাত্মা হইলেও আপেক্ষাকালে উপেক্ষাযোগ্য নহে, এজন্য “পিতামহ” ; এবং ভীষ্মের উচ্চ সিংহনাদে ও শঙ্খধ্বনিতে পাণ্ডব-সেনা অবশ্যই চমকিত হইয়াছে, এজন্য “প্রতাপবান্”—ভীষ্মের এই বিশেষণত্রয় এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী । ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভৈর্যা চ (শঙ্খ ও ভেরী সমূহ) পণবানকগোমুখাঃ (পণব=মৃদঙ্গ, আনক=ঢাকা, গোমুখ=রণশিলা) সহসা এব (এক সময়েই) অভ্যাহ্বন্ত (বাদিত হইল। স শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (ব্যাকুল হইয়া উঠল) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । সেনাপতি ভীষ্মের রণোৎসাহ বিদিত হইবামাত্র দুর্যোধনের অন্যান্য সৈন্যগণের মধ্যে বহু শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢাক, ও রণশিলা বাজিয়া তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং সেনাপতেভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোকা সর্বতে যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ--তত ইত্যাদি । পণবা মর্দলাঃ । আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ । সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যাহ্বন্ত বাদিতাঃ । স শব্দঃ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যখন সকলে দেখিল, ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম এই মহারণে অগ্রবর্তী তখন ভাবিল—আর ভয় কি ! কেননা, ভীষ্ম সহজে কাহারও বধ্য নহেন, ভীষ্ম পরাভূত না হইলে কুরু সৈন্যের পরাভবেরও আশঙ্কা নাই । তাই সকলে উৎসাহযুক্ত হইয়া রণবাদ্য বাজাইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । ততঃ (তদনন্তর) শ্বেতৈঃ হইয়ৈঃ যুক্তৈ (শ্বেত অশ্বযুক্ত) মহতি স্যান্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (আরুঢ়) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভীষ্মাদির শঙ্খাদির ধ্বনি শ্রবণান্তর এদিকে শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারণে আরুঢ় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হ্রষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।

পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্মিতিকৃতটীকা । ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ । ততঃ পূর্বসৈন্যবাদ্যকোলাহলানন্তরম্ । সান্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ দিবৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষণে দধ্মতুর্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদিও কৃষ্ণার্জুন বাতীত অন্যান্য অনেক পাণ্ডবসৈন্য রথারূঢ় ছিলেন, তথাপি “ততঃ স্বেতৈহৈয়ৈযুক্তৈঃ” বলিবার তাৎপর্য এই যে অর্জুনের রথ অন্যান্য রথের ন্যায় সামান্য নহে, উহা সাক্ষাৎ হতাশনদত্ত ; এ রথকে চালাইবার সামর্থ্যও কোন শত্রুরই নাই । এই রথারূঢ় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কোন শত্রু কর্তৃকই পরাভূত হইবার নহেন । তাহাদের শঙ্খনাদে কুরুসৈন্য অবশ্য মহাবিক্রান্ত হইয়া উঠল । প্রথমে কুরুসৈন্যের শঙ্খনাদ এবং তৎপরে অর্জুন প্রভৃতির শঙ্খনাদাদি দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইল যে পাণ্ডবগণ প্রথমে দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ; দুশট দুর্যোগধনের পক্ষেই ভারতীয় বীরবর্গের শোণিতে পৃথিবী কলঙ্কিত করিবার প্রবর্তনা করিল, তৎপরে পাণ্ডবগণকে অগত্যা আত্মাধিকার রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল ॥ ১৪ ॥

অনুবোধিনী । হ্রষীকেশঃ (কৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খ), ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্তনামক শঙ্খ), ভীমকর্মা (সর্বলোকের ভীতি উৎপাদক) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক বৃহৎ শঙ্খ) দধৌ (বাজাইলেন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ গিনাদ করিলেন, অর্জুন দেবদত্ত শঙ্খ ও সর্বলোকত্রাসোৎপাদক ভীম পৌণ্ড্রনামক বৃহৎ শঙ্খে ধ্বনি করিলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্মিতিকৃতটীকা । তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ—পাঞ্চজন্যমিতি । পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাম্ । ভীমং ঘোরং কর্ম যস্য সঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাঞ্চজন্য হইতে উৎপন্ন এজন্য নাম “পাঞ্চজন্য” । হ্রষীকেশ—হ্রষীক=ইন্দ্রিয়, ঈশ=নিয়োগকর্তা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তার নাম হ্রষীকেশ । এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম না দিয়া “হ্রষীকেশ” এই নাম প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য এই যে, এই আত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ইন্দ্রিয়গণ কার্যো প্রবৃত্ত হয় । জীব কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কার্য্য করিয়া থাকে । জীবের সংকল্প যেমনই হউক না কেন, ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যাসম্পাদনে সামর্থ্য না হইলে কার্য্যাসিদ্ধি হইবে কোথা হইতে ? ভগবান্ হ্রষীকেশ ভক্তের পক্ষেই শক্তি সঞ্চালন করিবেন ; অভক্তের পক্ষে যতই বীর থাকুক না কেন, তাহাদের ইন্দ্রিয়গণের সৎসামর্থ্য বিধান করিবে কে ? অগত্যই তাহাদের পরাভব অবশ্যস্বাবী । ইহাতে আধ্যাত্মিক মহাতত্ত্বেরও আভাস প্রকাশিত হইতেছে । পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ পঞ্চ পাণ্ডব যখন অন্তর্যামী বিশুদ্ধ আত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে কার্য্য করিতে থাকেন, তখন দুষ্কৃত্যবিরোধী

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
 কাশ্যশ্চ পরমেষ্ঠাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দুর্যোধনের দুৰ্জয়দলবল ব্রত ও পরিশেষে পরাস্ত হইয়া যায় । এখানে অর্জুনের “সনজয়” নাম দিবার তাৎপর্য এই যে, যে বীর পুরুষ নিজ বাহুবলে দিগ্দিগন্তর জয় করিয়া সমস্ত ধনাধিপগণের ধন লইয়া আসিয়াছেন, এবং যাহার হস্তে দেবতাদিগের প্রদত্ত বিজয়শঙ্খ বিরাজিত, তাঁহাকে এ সময়ে পরাভব করে কাহার সাধ্য ? স্বকের ন্যায় বহুভোজী হিড়িম্বহতা মহাবল ভীমসেনও দুৰ্জয়পরাক্রম । সঞ্জয় তজ্জনা সঙ্কেত প্রকাশ করিতেছেন যে, হে ধৃতরাষ্ট্র ! ইন্দ্রিয়াধিনায়ক যে সেনার নেতা, বিশ্ববিজয়ী বীর যাহাদের যোদ্ধা এবং ভীমপরাক্রম স্বকোদর যাহাদের রক্ষক তোমার পুত্রগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না ॥ ১৬ ॥

অনুবোধিনী । কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ), নকুল সহদেবঃ চ (এবং নকুল ও সহদেব) সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) [বাজাইলেন] ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ ধ্বনি করিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অনন্ততি । নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধেদৌ । সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কুন্তী কঠোর তপস্যা দ্বারা ধর্মরাজের রূপায় যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন, তাহাতে যুধিষ্ঠির যে মহাতেজাঃ পুরুষ এবং রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে যুধিষ্ঠির তহার প্রবল প্রতাপের পরিচয়ও দিয়াছেন, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের স্মরণার্থ সঞ্জয় “কুন্তীপুত্র” ও “রাজা” এই দুইটী বিশেষণ, “যুধিষ্ঠির” পদের পর্বে প্রয়োগ করিয়াছেন । যিনি যুদ্ধে জয়রূপ ফলভাগী হইয়া অটল অর্থাৎ স্থিত থাকেন, তিনিই যুধিষ্ঠিরপদবাচ্য । জয়শ্রী যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিবেন, পদপ্রয়োগ-কৌশলে সঞ্জয় তাহাই সঙ্কেত করিলেন । পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্তবিজয়, সুঘোষ, মণিপুষ্পক—শ্লোকদ্বয়ে উক্ত এই শঙ্খ ছয়টি নিজ নিজ নামানুসারে সুপ্রসিদ্ধ । ঐদৃশ স্বানামখ্যাত শঙ্খ কুরুদলে একটীও নাই, এই জন্য এই শঙ্খগুলির নাম পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়া সঞ্জয় কুরুপক্ষের হীনতা প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৬ ॥

অনুবোধিনী । [হে] পৃথিবীপতে ! (রাজন্ !), পরমেষ্ঠাসঃ (মহাধনুর্ধর) কাশ্যঃ চ (কাশিরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী), ধৃষ্টদ্যাম্নঃ, বিরাটঃ চ (এবং ধৃষ্টদ্যাম্ন ও বিরাট রাজা), অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ (এবং অজেয় সাত্যকি), দ্রুপদঃ,

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৰ্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।

নভশ্চ পৃথিবীশ্চৈব তুমুলোহভ্যানুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রুপদ রাজা ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ), মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন), [এতে] সৰ্ব্বশঃ (ইঁহার সকলে) পৃথক্ পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বীয় স্বীয়) শঙ্খান্ (শঙ্খসকল) দধুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৭।১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পৃথিবীপতে! মহাধনুর্ধারী কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুমা, বিরাট রাজা, যুদ্ধে অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও সুভদ্রার তনয় মহাবাহু অভিনয় পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ শঙ্খসকলের নিনাদ করিলেন ॥ ১৭।১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কাশ্যচেতি । কাশ্যঃ কাশিরাজঃ । কথংভূতঃ ? পরমঃ শেষ্ঠ ইষাসো ধনুর্য়স্য সঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদ ইতি । হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে যে নিজ পুত্রবর্গের জয়াশা করিতেছিলেন, তাহাই কৌশলে নিবৃত্ত করিবার জন্য সজয় কহিলেন, হে রাজন্ ! কেবল এই কয়েক জন নহে, মহাধনুর্ধারী মহারথ, অপরাজেয়, মহাবাহু কাশিরাজাদি বীরেন্দ্রগণও মহা উৎসাহে নিজ নিজ শঙ্খের মহানিনাদ করিলেন ॥ ১৭।১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । সঃ (সেই) তুমুলঃ (ভয়ঙ্কর) ঘোষঃ (শব্দ অর্থাৎ শঙ্খনাদ) নভঃ (আকাশ) পৃথিবীং চ এব (ও পৃথিবীকে) অভ্যানুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের) হৃদয়ানি (হৃদয়) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিতে লাগিল) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । সেই (শঙ্খসমূহের) ভয়ঙ্কর শব্দ তুমুল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও তৎপক্ষীয় সৈন্যগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । স চ শঙ্খানাং নাদস্তদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ—স ঘোষ ইত্যাদি । ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্ । কিং কুর্কন্ ? নভশ্চ পৃথিবীং চাভ্যানুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপুরয়ন্ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কুরুদলের শঙ্খনাদে পাণ্ডবসেনা কিছুমাত্রও বিক্লুব হয় নাই, কিন্তু পাণ্ডবসেনার শঙ্খধ্বনিতে কুরুসৈন্য ভীত, চকিত ও কম্পিত হইল । ইহা দ্বারা কুরুদলের দুর্বলতা ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ের তেজস্বিতা সূচিত হইতেছে । যাঁহারা ধর্ম্মপক্ষ

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।

পুত্রস্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুত্তম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥

হ্রষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ।

সেনায়াক্রভয়োৰ্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥

অবলম্বন করেন, তাঁহাদের যাদৃশ উৎসাহ যাদৃশ সাহস ও নিষ্ঠাকতা থাকে, ধর্মবিরোধিবর্গের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব কিছতেই থাকিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

অব্যবোধিনী । [হে] মহীপতে ! (রাজন্ !) অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (পাণ্ডুপুত্র কপিধ্বজ অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে) ব্যবস্থিতান্ (অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া), শস্ত্রসম্পাতে (শস্ত্রনিষ্ক্ষেপে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হইলে), ধনুঃ উদ্যম্য (ধনুঃ উত্তোলন পূর্বক) তদা (তখন) হ্রষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদং (এই) বাক্যম্ (কথা) আহ (বলিলেন) । হে [অচ্যুত ! (কৃষ্ণ !) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) মে (আমার) রথং (রথ) স্থাপয় (স্থাপন কর) ॥ ২০।২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! অতঃপর তোমার পুত্র ও তৎপক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধোদ্যম সহ অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রনিষ্ক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজরথাক্রান্ত অর্জুন নিজ শরাসন উত্তোলনপূর্বক তৎকালে ভগবান্কে কহিলেন, হে অচ্যুত ! উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২০।২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিঃশচতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ । অথেতি । অথানন্তরং মহাশব্দানন্তরং । ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেনাবস্থিতান্ । কপিধ্বজোহর্জুনঃ । তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাди ॥ ২০।২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । উৎকট শত্বনিদা শ্রবণে ভীতান্তঃকরণ কৌরবগণ যখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল না, বরং দুর্ব্বলদ্বিবশতঃ স্পর্দ্ধাসহ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান রহিল, তখন অগত্যা অর্জুনকে জ্যা-রোপণ পূর্বক গান্ধীব মহাশরাসন উত্তোলন করিতে হইল । যাহার সহায়তায় রামচন্দ্র রাবণ-বংশ সংহার করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হনুমান্ অর্জুনের রথধ্বজে উপবিষ্ট; চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে প্রবর্তক হ্রষীকেশ সারথি ও মন্ত্রণাদাতা । সেই সুহৃৎ কৃষ্ণের আজ্ঞা ভিন্ন অর্জুন কোন কার্য্যই প্রবৃত্ত করেন না । অর্জুনের সমরসহায়ের সঙ্কেত করিয়াই “হে মহীপতে !” পদদ্বারা সজ্জয় ব্যক্ত করিতেছেন যে, কৌরবগণ অতি অবিচার পূর্বক পাণ্ডবগণের রাজ্য অপহরণ করিয়া নিতান্ত রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ রাজনীতিপরায়ণ ও ধর্মকুশল । জয় পাণ্ডবদিগেরই অবশ্যসম্ভাবী । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের ঈদৃশ আজ্ঞা প্রথমতঃ অসম্মত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এখানে ভক্তবৎসলতাজন্য ভক্তের দাসত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য । অর্জুনের আজ্ঞার জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি

যাবদেতান্নিরীক্ষেহং যোদ্ধু-কামানবস্থিতান্ ।
 কৈশ্ব'যা সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
 যোৎস্যমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।
 ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধেযু'দ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অসম্ভব হইবেন না, ইহাই জগতে সূচিত করিবার জন্য “অচ্যুত” পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে । কেননা, ভগবান্ সরূপ বা অরূপ যে অবস্থাতেই যখন কেন থাকুন না, তিনি সর্বদাই নিষ্কিন্কার অর্থাৎ কোন কারণই তাঁহাকে সেই স্বভাব হইতে চ্যুত বা ক্রোধাদিবিকারযুক্ত করিতে পারে না ॥ ২০।২১ ॥

অন্বয়বোধিনী । যাবৎ (যতক্ষণ অহম্ আমি) এতান্ (এই সমস্ত) যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ (যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বীরগণকে) নিরীক্ষে (দেখি), অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধ প্রারম্ভে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া (আমাকে) যোদ্ধব্যম্ (যুদ্ধ করিতে হইবে) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভগবন্ ! যুদ্ধকামনায় রঙ্গভূমিতে অবস্থিত বীরগণের মধ্যে কাহার সহিত আমি যুদ্ধ করিব, ইহা যতক্ষণ ভাল করিয়া দেখি, (ততক্ষণ তুমি উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যাবদिति । ননু ত্বং যোদ্ধা । ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকঃ । তত্রাহ—কৈর্ময়েত্যাদি । কৈ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাছে কেহ মনে করে যে, অর্জুন স্বয়ং যোদ্ধা, তবে দর্শকের ন্যায় মধ্যস্থলে রথ রাখিয়া কি দেখিবেন ! সেই জন্য অর্জুন বলিতেছেন যে, ভীষ্মদ্রোণাদি ভিন্ন আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহ নাই, অতএব যেখান হইতে তাঁহাদিগকে ভালরূপ দেখা যায়, রথ সেই স্থানে স্থাপন কর । উঁহারা যুযুৎসু, এবং আমার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের পাত্র নহেন । যদি বল তাঁহাদিগকে দেখিয়া অর্জুনের কি লাভ হইবে ? তাই অর্জুন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষগণ সকলেই আমার আত্মীয়, অথচ আমরা সকলেই যুদ্ধার্থ এখানে একত্র, কাহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করা উচিত, এক্ষণে তাহাই স্থির করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী । অত্র যুদ্ধে (এই যুদ্ধে) দুর্বুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রস্যা (দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতকামী) যে (যে সকল) এতে (এই রাজগণ) সমাগতাঃ (সমাগত হইয়াছেন) যোৎস্যমানান্ [তান্] (সংগ্রামেচ্ছ তাঁহাদিগকে) অহম্ (আমি) অবক্ষে (নিরীক্ষণ করি) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামনায় যে যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশন ভারত ।

সেনায়োরুভায়ার্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

উবাচ পার্থ পশ্যতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যোৎসামানানিতি । ধার্তরাষ্ট্রস্য দুৰ্যোধনস্য প্রিয়-
কর্তৃ মিচ্ছন্তো য ইহ সমাগতাস্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে রথং
স্থাপয়েতানুয়ঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভীষ্মদ্রোণাদি আত্মীয় বীরবর্গ যুদ্ধ দ্বারাই দুৰ্যোধনের হিতকামনা
করিতেছেন । কিন্তু তাঁহারা দুৰ্যোধনের দুর্বুদ্ধি নষ্ট করিয়া অথবা তাঁহাকে আমাদের মিত্রত্বাপন্ন
করাইয়া তাঁহার হিতচেষ্টা করিতেছেন না—ইহাই ভাবিয়া উক্ত আচার্য্যদ্বয়ের প্রতি আক্ষেপ পর্ব্বক
অর্জুন তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন । যুদ্ধ করিবেন জানিয়া ও তাঁহাদিগকে আত্মীয় ভিন্ন
শত্রু বলিয়া অর্জুন মনে করিতে পারিলেন না ॥ ২৩ ॥

অবয়ববোধিনী । সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) । [হে] ভারত ! (ধৃতরাষ্ট্র !),
গুড়াকেশন (অর্জুনকর্তৃক) এবম্ (এইরূপে) উক্তঃ (অভিহিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ)
উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে উভয় সেনার মধ্যে), ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ চ (এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি)
সর্বেষাং (সকল) মহীক্ষিতাং (রাজাদিগের) [সম্মুখে] রথোত্তমং (রথোত্তম) স্থাপয়িত্বা
(স্থাপন করিয়া)—[হে] পার্থ ! (অর্জুন !) এতান্ (এই সকল) সমবেতান্ (সমবেত) কুরুন্
(কুরুগণকে) পশ্য (দেখ)—ইতি (ইহা) উবাচ (কহিলেন) ॥ ২৪।২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত ! গুড়াকেশ অর্জুন এইরূপ
বলিলে, ভগবান্ হৃষীকেশ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও রাজগণের সম্মুখে
উত্তমরথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ ! এই সমবেত কৌরবদল নিরীক্ষণ
কর ॥ ২৪।২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত
ইত্যাদি । গুড়াকা নিদ্রা । তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রোণা অর্জুনে । এবমুক্তঃ সন্ । হে ভারত হে
ধৃতরাষ্ট্র ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মতি । মহীক্ষিতাং রাজাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ এতান্ কুরুন্
পশোতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে “ভারত” পদ দ্বারা সম্বোধন করিয়া

তদ্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।

আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংসুখা ।

শ্বশুরান্ স্নহাদয়ৈশ্চ ব সেনায়াকৃভযোরপি ॥ ২৬ ॥

সঞ্জয় তাঁহার পূর্বপুরুষ মহাত্মা ভরত রাজার স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং এই সঙ্কেত করিলেন যে, এক কুলের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব হইতেছে, ইহা নিবৃত্ত করাই তোমার কর্তব্য। অর্জুনের “গুড়াকেশ” বিশেষণটি বহুবর্থাবাক্যক। গুড়াকা=নিদ্রা, ঈশ=প্রভু; অর্থাৎ যিনি নিদ্রাকে বশীভূত করিয়াছেন। অর্জুন কার্যকালে নিদ্রিত, বিহবল, মোহিত বা হতচেতন হইবার পাত্র নহেন। কেহ বা অর্থ করেন, অস্পৃষ্ঠ ও তর্জুনের সঙ্গমস্থানের নাম “গুড়া” মুদ্রিকা, তদাকারাকারিত কেশবিশিষ্ট অর্থাৎ তরঙ্গায়িত কেশযুক্ত। কেহ বলেন “গুড়ম্” আকৃতি ব্যাপ্তোত্তীতি গুড়াকেশঃ=শিবঃ, অর্থাৎ মহাদেব যাঁহার ঈশ্বর বা রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। অথবা গুড় অর্থে গোলক, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ গোলকের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত ভগবান্ যাঁহার রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। কিংবা ভগবান্কে যিনি আপনার ঈশ্বর বা আত্মা বলিয়া বিদিত আছেন— সেই মুক্তিভাগী রিপুবিজয়ীই “গুড়াকেশ”। অথবা গুড়ের ন্যায় অত্যন্ত মধুর বোধে ভক্তগণে যিনি উপগত হয়েন; তিনিই গুড়াক—ভগবান্, সেই ভগবান্ যাঁহার রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। অর্জুন সদা সচেতন, কার্যে কুশল ও ভগবদনুগত সুতরাং যুদ্ধে অজেয়। “গুড়াকেশ” বিশেষণ দ্বারা সঞ্জয় অর্জুনের জয়চিহ্ন বাক্ত করিলেন। “হাযীকেশ” শব্দ দ্বারা ভগবানের নিষিকারতা ও ভক্তাধীনতা অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তের আজ্ঞা পালন করিলেন তাহা দেখাইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাদির প্রধানত্ব দেখাইবার জন্যই সকলরাজসম্মুখে রথ রাখিলেও তাঁহাদের দুইজনের নামই পৃথক উল্লেখ করিলেন। আত্মীয়গণকে দেখিয়া অর্জুন কিঞ্চিৎ মমতায়ুক্ত হইয়াছেন ইহা সর্বত্র ভগবান্ জানিতে পারিয়াই রহস্যপূর্বক কহিলেন, হে পার্থ! আত্মীয়গণকে জন্মের মত দেখিয়া লও। কেননা, এ যুদ্ধের পর, ইহাদের একটীকেও আর এ অবস্থায় দেখিতে পাইবে না। অর্জুন বিহবলচিত্ত হইয়াছেন বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ “পার্থ!” পৃথার পত্র—এই সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমাতে মাতৃগুণ-স্নেহভাবসুলভ গুণ দেখিতেছি, পিতার গুণ বা বীর্য্য প্রতাপাদি দেখা যাইতেছে না। অথবা তুমি আমার পিতৃব্রতসা পৃথার পুত্র, সুতরাং আমার আত্মীয়। আমি তোমার সহায় রহিয়াছি, তুমি ভীত হইও না। আমি সাবধানে সারথির কার্য্য করিব, তুমি রথীর আসন পরিত্যাগ করিও না ॥ ২৪।২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থঃ (অর্জুন) তত্র (তথায়) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ অপি (সেনার মধ্যেই) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৃন (পিতৃবাগণকে), অথ (ও) পিতামহান্, আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৃন, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্ (পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র পৌত্র এবং মিত্রগণকে), শ্বশুরান্ সুহাদঃ চ এব (শ্বশুর ও সুহাদগণকে) অপশ্যৎ (দেখিলেন) ॥-২৬ ॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সৰ্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষাদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । অর্জুন, পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী বহু ব্যক্তিকে উপস্থিত অবলোকন করিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততঃ কিং বৃত্তমিতি ? অত আহ—তত্রৈতাদি । পিতৃন পিতৃব্যানিত্যর্থঃ । পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্ঘোষাদীনান্ যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ । সখীন মিত্রাণি সুহাদঃ কৃতোপকারাংশ্চাপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অর্জুন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, রণভূমি আত্মীয়জনেই পরিপূর্ণ । সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অর্জুন কাহাকেও আজ শত্রু বোধ করিতে পারিতেছেন না । দেখিলেন, কৌরবপক্ষে ভুরিপ্রবাদি পিতৃবাগণ, ভীষ্ম সোমদত্তাদি পিতামহগণ, শল্য, শকুনি প্রভৃতি মাতুলগণ, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি আচার্য্যগণ, লক্ষ্মণ প্রভৃতি পুত্রগণ ও তাহাদের আত্মীয়গণ, অশ্বথামা, জয়দ্রথ আদি মিত্রগণ এবং কৃতবর্মা ভগদত্তাদি সুহৃদগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন । ‘সুহৃদ’ এই শব্দে মতামহাদি অন্যান্য আত্মীয়গণও গৃহীত হইয়াছেন । এইরূপ পাণ্ডবপক্ষেও কেবল আত্মীয়গণ দৃষ্ট হইল ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই অর্জুন) অবস্থিতান্ (যুদ্ধার্থ অবস্থিত) তান্ সৰ্ব্বান্ বন্ধূন (সেই সমস্ত বন্ধুগণকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (পরম কৃপাপরবশ [ও] বিষাদন্ (বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ (ইহা) অবব্রবীৎ (বলিলেন) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । তৎকালীন অর্জুন উভয় সেনাদলের মধ্যে বন্ধু বান্ধববর্গকে অবলোকন পূর্বক নিতান্ত করুণার্দ্ৰ ও বিষণ্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততঃ কিং কৃতবান্ ? ইত্যত আহ—তানিতি । সেনায়োর্ভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যাবিষ্টো বিষণ্ণঃ সন্নিদমজ্জুনোহব্রবীদিত্যন্তরস্যার্দ্রগ্লোকস্য বাক্যার্থঃ । আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অর্জুন মাতৃস্বভাবসুলভ স করুণভাবরূপ উপতাপ-সংযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া এই গ্লোকে “কৌন্তেয়” পদ ব্যবহৃত হইয়াছে । স করুণভাব হইতেই বিষাদের উৎপত্তি, সুতরাং কৃপার পরাকাষ্ঠা বশতঃ অর্জুন ব্যাথিতান্তঃকরণও হইলেন । এই অবস্থায় তিনি গলদশ্রুতলোচন ও গদগদকণ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হইলেন । কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ—“কৃপয়া অপরয়া আবিষ্টঃ” কেহ কেহ এরূপ পদচ্ছেদও করেন । ইহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, অর্জুন নিজপক্ষীয়গণের প্রতি তো প্রথম হইতেই কৃপাবান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবার কৌরবগণের প্রতিও তাঁহার অপরা বা দ্বিতীয়া কৃপার উদয় হইল ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টে,মান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসুন্ সমবস্থিতান্ । *

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । [অর্জুন কহিলেন] কৃষ্ণ [হে কৃষ্ণ !] যুযুৎসুন্ (যুদ্ধেচ্ছু) ইমান্ (এই সকল) স্বজনান্ [আত্মীয়গণকে) সমবস্থিতান্ (সমবেত) দৃষ্টা (দেখিয়া) মম গাত্রাণি (আমার সমস্ত শরীর) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) । মুখং চ (ও মুখ) পরিশুষ্যতি (বিশুদ্ধ হইতেছে) । মে (আমার) শরীরে বেপথুঃ চ (কম্প) রোমহর্ষঃ চ (ও রোমাঞ্চ) জায়তে (হইতেছে) । হস্তাং (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব ধনুঃ) স্রংসতে (খসিয়া পড়িতেছে), ত্বক্ চ এব (এবং চর্মও) পরিদহ্যতে (বিদগ্ধ হইতেছে) ॥ ২৮।২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । (অর্জুন কহিলেন) হে কৃষ্ণ ! আত্মীয়জনগণকে সমরাভিলাষে সমুপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও মুখ বিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব শ্রান্ত হইয়া (খসিয়া) পড়িতেছে এবং সমুদয় ত্বক্ যেন বিদগ্ধ হইতেছে ॥ ২৮।২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিমব্রবীদিতাপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্টে মানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি । হে কৃষ্ণ যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সমাগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্টা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্ণন্তে ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ—বেপথুশ্চেত্যাदि । বেপথুঃ কম্প । রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ । স্রংসতে নিপততি । পরিদহ্যতে সর্ষতঃ, সন্তপতে ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

“কৃষিত্ত্ববাচকঃ শব্দঃ নশ্চ নিরুতিবাচকঃ ।

কৃষ্ণস্তত্তাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্ত্বতঃ ॥ মহাভারত, উদ্যোগ, ৬৬।৫১

কৃষ্ণ=উৎপত্তি বা সত্তা, ও ন=নিরুতি বা আনন্দ । যিনি জন্ম জন্মান্তর নিবারণকর্তা, অথবা যিনি নিত্যসত্তায় চির বিদ্যমান সেই পরব্রহ্মই কৃষ্ণ নামে অভিহিত । “ভক্তদুঃখকর্মিত্বাহ্বা কৃষ্ণঃ”—অথবা ভক্তদুঃখবিনাশকারীই কৃষ্ণ । আমার সমস্ত অবসাদের বিনাশ কর, শরণাগত হইয়া ইহাই সঙ্কেত করিবার জন্য অর্জুন দুইটী শ্লোকের প্রথমেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে “কৃষ্ণ” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ।

সত্ত্বগুণের প্রভাবে বৈরবুদ্ধি বিদূরিত হইবামাত্র অর্জুনের স্বার্থসাধনানকূল হিংসাপূর্ণ যুদ্ধপ্রবৃত্তির হ্রাস হইল । তাই বীরকেশরীর অন্তঃকরণনিহিত চিরসঞ্চিত রজোগুণজনিত (ক্ষত্রিয়ত্ব নিবন্ধন)

* সমুপস্থিতান্ ইতি বা পাঠঃ ।

ন চ শক্ণোম্যবস্থাভুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

প্রবৃত্তি রাশির উপশম হইয়া আসিতেছে । সত্ত্বগুণ নিরতিমূলক । এজন্য উদাম, উৎসাহ, চেষ্টা ও কার্য তৎপরতা আদির অভাব জনিত চিহ্নরাশি অজ্ঞানের শরীরে লক্ষিত হইতেছে ।

কোন কোন প্রদ্বৈয় টীকাকার এই সময়ে অজ্ঞানকে “আত্মীয়জন-দর্শনে শোকমোহাচ্ছন্ন ও কাতর” মনে করিয়াছেন। বোধ হয় অজ্ঞানের প্রকৃতির প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি করিতে এই সময়ে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন । অজ্ঞান শোকমোহবশতঃ কাতর হয়েন নাই । ইহা অজ্ঞান দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে প্রকাশ করিবেন । সত্ত্বগুণে শত্রুকে আত্মীয় বোধ হইলে শস্ত্রনিষ্ক্ষেপের ইচ্ছা স্বতঃই নিবৃত্ত হয় । শ্রীরাম ও রাবণের মহাসমরেও যখনই রাবণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়াছে, তখনই ভগবান্ রাবণনিধনে নিবৃত্ত হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছেন । এ ভাব কি শ্রীরামচন্দ্রের মোহবশতঃ ? কখনই নহে । রাবণকে ভক্ত-অনুগত-স্বজন বোধে বৈরবুদ্ধির অভাব জন্যই এই ভাব হইয়াছিল । শোক-মোহাচ্ছন্ন ও তমোগুণাক্ত হইলে অজ্ঞান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে আত্মজানোপদেশ পাইবার উপযুক্ত হইতেন না । শোকমোহাক্ত অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনই বীরমধ্যে গণনীয় হন না ॥ ২৮।২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । চ (এবং) [হে] কেশব ! [অহং] অবস্থাভুং (অবস্থান করিতে) ন শক্ণোমি (পারিতেছি না) ; মে (আমার) মনঃ চ ভ্রমতি ইব (মন যেন বিঘূণিত হইতেছে), চ (এবং) [অহং] বিপরীতানি নিমিত্তানি (দুন্নিমিত্তরাশি) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কেশব ! স্থির হইয়া অবস্থান করিবার শক্তি আমার বিনষ্ট হইল, আমার মন নিতান্ত বিঘূণিত—অত্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিল, আমি দুন্নিমিত্তরাশি অবলোকন করিতেছি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অপি চ—ন চ শক্ণোমীত্যাদি । বিপরীতানি নিমিত্তানা-নিষ্টসূচকানি শকুনাদীন পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ক্ষত্রিয়জনোচিত রজোগুণময়ী প্রকৃতিতে, স্থানপ্রভাব জন্য অকস্মাৎ ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্বগুণের আবির্ভাব বশতঃ অজ্ঞানের হৃদয় তরঙ্গায়িত—অস্থির—হওয়ায়, ভগবান্কে অন্য নামে সম্বোধন না করিয়া “কেশব” পদ ব্যবহার করিয়াছেন । কেননা, “কেশব” ক্ষয়োদয়রূপ বিকারের—অস্থিরতার শান্তিকারক । “কেশৌ বাতানুকম্পাতয়া গচ্ছতীতি কেশবঃ” । ক=ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা ; ঈশ=রুদ্র—সংহর্তা । এতদুভয়কে নিজ অনুগ্রহপাত্র বোধে যিনি জগতের রক্ষক—স্থিতিকারক রূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই “কেশব” । আমাকে

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।

ন কাঙ্ক্ষ্য বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্তুখানি চ ॥ ৩১ ॥

প্রকৃতিস্থ কর—রক্ষা কর, ইহাই ইঙ্গিত করিয়া অর্জুন “কেশব” পদ ব্যবহার করিয়াছেন । হৃদয় নিশ্চল হইলে তাহাতে ভত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটনারাশির আভাস প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে । অবিলম্বেই যে ভারত ছারখার হইবে, ইহারই সূচনাস্বরূপ অর্জুন সম্মুখে নানা দুর্লক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) [অহং] আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হত্বা (নিহত করিয়া) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন চ অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না) ; বিজয়ং (জয়) ন কাঙ্ক্ষ্য (আকাঙ্ক্ষা করি না) ; রাজ্যং চ স্তুখানি চ (রাজ্য এবং স্তুখও) ন [কাঙ্ক্ষ্য] (চাহি না) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই যুদ্ধে আত্মীয়গণকে নিধন করিয়াও কোনরূপ মঙ্গল দেখিতেছি না । (যদি বল জয় লাভ হইবে) হে কৃষ্ণ ! আমি বিজয় কামনা করি না, এবং রাজ্যস্তুখভোগাদির আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—ন চেত্যাदि । আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি । বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যাসীতি চেৎ ? তত্রাহ—ন কাঙ্ক্ষ্য ইতি ॥ ৩১ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । শ্রেয়ঃ বা পরুষার্থ দ্বিবিধ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট । রাজ্যসুখাদিপ্রাপ্তি “দৃষ্ট”, ও স্বর্গাদিলাভ “অদৃষ্ট” । “অনুপশ্যামি” পদ দ্বারা অর্জুন ইহাই বাস্তব করিলেন যে, হে কৃষ্ণ ! আমি পূর্বাপর বিলক্ষণ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, আত্মীয়গণবধে কোন পরুষার্থই নাই । কেননা, এই যুদ্ধে যদি সকল আত্মীয়ই নিহত হইল, তবে বিজয়ী হইলে কাহাকে লইয়াই বা রাজ্য ভোগ করিব ? জয়ী হইলে “অদৃষ্ট” স্বর্গসুখেরও তো আশা দেখিতেছি না ।

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাস ! সূর্য্যামণ্ডলভেদিনৌ ।

পরিব্রাড্ যোগযন্ত্ৰশ্চ রণে চাভিमुखো হতঃ ॥ মহাভারত—উদ্যোগ,

৩৩৬৭ ও শুক্রনীতিসার—৪র্থ অঃ, ৭ম প্রকরণ, ৩১৭ শ্লোঃ ।

ইহলোকে দ্বিবিধ পুরুষ সূর্য্যামণ্ডল বা দেবলোকনিবাসে সমর্থ । প্রথম যাঁহারা সম্রাসী—পরিব্রাজক ও যোগযন্ত্ৰ, এবং দ্বিতীয়—যাঁহারা সম্মুখে সমরে নিহত হইলেন । কিন্তু এই সমরে বিজয়ী হইলে ফল তো কিছুই নাই । তবে কেবলমাত্র জয়াশায় অর্জুন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না ; কেননা, সত্ত্বগুণের প্রভাবে তাঁহার জিগীষারতির নাশ ও রজোগুণমূলক সুখভোগপ্রবৃত্তির ক্ষয় হইয়া গিয়াছে ॥ ৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
 যেমামর্থেকাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
 ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংশ্যন্ত ৷ ধনানি চ ।
 আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
 মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালা সম্বন্ধিনস্তথা ।
 এতান্ হন্তমিচ্ছামি ঘ্নাতোহপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । গোবিন্দ (হে গোবিন্দ !) নঃ (আমাদের) রাজ্যেন কিম্ (রাজ্য কি প্রয়োজন) ? ভোগৈঃ জীবিতেন বা (ভোগ বা জীবনে) কিম্ (কি প্রয়োজন) ? [কেননা] যেমাম্ অর্থ (যাঁহাদের নিমিত্ত) নঃ (আমাদের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখ) কাঙ্ক্ষিতম্ (অভীষ্ট হয়) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে গোবিন্দ ! আর আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন নাই । জীবন ধারণেই বা ফল কি ? কেননা, যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করা যায়, [তাঁহারাি আজ বর্ণক্ষেত্রে উপস্থিত] ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এতদেব প্রপঞ্চয়তি—কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি-সাক্ষ্যম্লোকদ্বয়েন ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । গো=ইন্দ্রিয়, বিন্দতি=পালন বা অধিষ্ঠান করা । ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক বা অধিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ । এইস্বোধন পদ দ্বারা অজ্ঞান ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, হে কৃষ্ণ ! তুমি অন্তর্যামী, জানই তো আমার রাজ্যভোগে কিছুমাত্র পিপাসা নাই । রাজ্যাদি কেবল আত্মীয়গণেরই জন্য, যদি তাঁহারাি সকলে যুদ্ধার্থী, এবং আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যখন তাঁহাদের সকলেরই মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, তবে রুখা এ পণ্ডশ্রম কেন ? ইহাদের হিতার্থ ও স্বসম্পাদনার্থই আমাদের জীবনধারণ । যদি তাহাই না হইল, তবে আমাদের জীবনে পরমার্থই বা কি ? অজ্ঞানের বৈরাগ্যলক্ষণই এস্থলে প্রতিপাদিত হইল ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী । তে (সেই) ইমে (এই সকল) আচার্য্যাঃ (আচার্য্যগণ) পিতরঃ (পিতৃবাগণ) পুত্রাঃ চ (এবং পুত্রগণ), তথা এব (ও) পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ (পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র ও শ্যালকগণ), তথা (ও) সম্বন্ধিনঃ (স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ), প্রগান্ (প্রাণ) ধনানি চ (ও ধনরাশি) ত্যন্তা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (অবস্থিত রহিয়াছেন) । মধুসূদন (হে মধুসূদন !) [আমাদেরকে ঘতঃ অপি (হত্যা করিলেও) [আমি] এতান্ (ইহাদিগকে) হন্তং (বিনাশ করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) ॥ ৩৩৩৪ ॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকূতে ।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনর্দন ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ, ধন ও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন। হে মধুসূদন! ইহারা আমাদেরকে বধ করিলেও আমি ইহাদিগকে কোনরূপে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩৩।৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ত ইম ইতি । যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং ত এতে প্রাণধনাদি-ত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধর্থমবস্থিতাঃ । অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃতামিতার্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ননু যদি রূপয়া হ্রমেতান্ন হংসি তর্হি হ্রামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব । অতন্তুমিবৈতান হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষেতি । তত্রাহসার্দ্রেন—এতানিত্যাदि । যতোহপ্যস্মান্ মারযতোহপ্যেতান্ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাছে ভগবান্ ধর্মশাসের প্রমাণ দিয়া বলেন যে,

“বুদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশু ।

অপ্যাকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্তব্য মনুরব্রবীৎ ॥” মনু--১১।১০ ॥

অর্থাৎ মনু বলিয়াছেন যে, বুদ্ধ মাতাপিতা, সাধ্বী স্ত্রী ও শিশুসন্তানের ভরনার্থ যদি শত অকস্ম করিতে হয়, তাহাও করিবে। অতএব হে অর্জুন! রাজ্যলোভে বৈরাগ্যবৃত্তি অবলম্বন করিও না। তজ্জন্য অর্জুন বলিতেছেন. হে মধুসূদন! রাজ্য ত একাকী ভোগ করিবার সামগ্রী নহে, আত্মীয় পরিজন পরিবৃত্ত হইয়াই লোকে রজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে। যখন তাঁহার সকলেই এ যুদ্ধে উপস্থিত, তখন আর রাজ্যে প্রয়োজন কি? ইহারাই যদি শত্রু হইলেন তবে বাঁচিয়াই বা সুখ কি? আমি কিন্তু কোনমতেই ইহাদিগকে শত্রু ভাবিয়া বধাই মনে করিতে পারিব না ॥ ৩৩।৩৪ ॥

অনুবোধিনী । ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (ত্রৈলোক্যরাজ্যের) হেতোঃ অপি (নিমিত্তও) [ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না], মহীকূতে (পৃথিবীর রাজত্বের জন্য) কিং নু (কি কথা)? জনর্দন (হে কৃষ্ণ!) ধার্তরাষ্ট্রান্ (দুর্যোধনাদিকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ (কি সুখ) স্যাৎ (হইবে)? ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি ইহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চাই না, তবে কি সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ পৃথিবীর রাজত্বের জন্য তাঁহাদিগকে বধ করিব? হে জনর্দন! দুর্যোধনাদিকে সংহার করিয়া আমাদের কি সুখই বা লাভ হইবে? ॥ ৩৫ ॥

পাপমেবাত্মাশ্চেদস্মান্ হত্বিতানাততায়িনঃ ।
তস্মান্নার্বা বয়ং হস্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
স্বজনং হি কথং হত্বা স্মৃথিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অপীতি । ত্রৈলোক্যরাজাস্যাপি হেতোঃ--তৎপ্রাপ্তার্থমপি
—হস্তং নেচ্ছামি । কিং পুনশ্চহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাছে ভগবান্ বলেন যে, যদি আচার্য্য বা পিতৃব্যাদিকে বধ
করা দোষাবহ বোধ হয়, তবে তোমাদের পরম আততায়ী দুর্যোধনাদিকে বধ করায় ক্ষতি কি ?
আততায়ীর লক্ষণ, যথা--

“অগ্নিদো গরদশৈব শস্ত্রপার্শ্বনাপহঃ ।

ক্ষেত্রদারহরশৈব ষড়্ভেদ আততায়িনঃ ॥” বশিষ্ঠ সংহিতা--৩য় অধ্যায় ॥

যে ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা গৃহদাহ করে, বা বিষপান করায়, কিংবা বধার্থ খড়্গধারী হয়, ও যে
ধনাপহারী, ভূমাপহারক বা দারাপহারী হয়, এই ছয় জন আততায়িপদবাচ্য । তাহাতেই
অজ্ঞান বলিতেছেন যে, একে তো দুর্যোধন আমার ভ্রাতা, তাহাতে আপাততঃ মনোরম
বৃথা বিষয়ভোগে আমার ইচ্ছা নাই । অতএব ভ্রাতৃবধজন্য পাপে কেন বৃথা লিপ্ত হইব ?
যদি দুশ্টকে দমন করাই ভাল বোধ কর, তবে “হে জনার্দন !” তুমি তো প্রলয়কালে
লোকসংহার করিয়াই থাক, তুমিই তাহাকে হনন করিবে, তাহাতে তোমাকে দোষ স্পর্শ
করিবে না ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । আততায়িনঃ (আততায়ী) এতান্ (ইহাদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া)
অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে) । তস্মাৎ (সেই হেতু)
বয়ং (আমরা) সবান্ধবান্ (বান্ধবগণের সহিত) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষীয়গণকে) হস্তং (বধ
করিতে) ন অর্হাঃ (চাহি না) । মাধব (হে মাধব !) হি (যেহেতু) স্বজনং (আত্মীয়গণকে)
হত্বা (বধ করিয়া) কথং (কি প্রকারে) সুথিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব) ? ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যদিও ইহারা আততায়ী (এবং আততায়িবধে পাপ
নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে), তথাচ বন্ধুবান্ধবগণসহ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আমরা সংহার
করিতে চাই না । ইহাতে আমরা পাপভাগী হইব । হে মাধব ! আত্মীয়গণকে বধ
করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে ? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু চ--অগ্নিদো গরদশৈব শস্ত্রপার্শ্বনাপহঃ ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়্ভেদ আততায়িনঃ ॥ ইতি স্মরণাদগ্নিদানাদিভিঃ ষড়্ভুভির্হেতুভিরেত
তাবাদাততায়িনঃ । আততায়িনাং চ বধো যুক্ত এব । আততায়িনম্নাস্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ।
নাততায়িবধে দোষো হস্তত্ববতি কশ্চন ॥ ইতি বচনাৎ । তত্রাহ পাপমেবেত্যাদিসাধনেন ।

যদ্যপ্যেত ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

আততায়িনমায়ান্তমিত্যা দিকমর্থশাস্ত্রম্ । তচ্চ ধর্মশাস্ত্রাত্তু দুর্বলম্ । যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—
স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্ত বলবান্ ব্যবহারতঃ । অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥
(যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহারাধ্যায়, ২১) ইতি তস্মাদাততায়িনামপোতেশামাচার্যাদীনাং বধেহস্মাকং
পাপমেব ভবেৎ । অনায্যত্বাদধর্মত্বাক্ষেতত্বস্য । অমুত্র চেহ বা ন সুখং সাদিত্যাহ—
স্বজনং হীতি ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । জতুগৃহদাহ, ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগ, যুদ্ধার্থ শস্ত্রধারণ,
দ্যুতকুড়ায় ধন ও ভূমি হরণ এবং দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি দ্বারা কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত
সর্বপ্রকারে আততায়িতা করিয়াছে । আততায়ীকে হনন করা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ, কিন্তু উহা
ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে । ধর্মশাস্ত্র বরং এই কথাই বলেন যে, যে ব্যক্তি কুলনাশক হয়, সে
পাপিষ্ঠতম । যথা, “স এব পাপিষ্ঠতমো যঃ কুর্যাৎ কুলনাশনম্” ইতি । শ্রুতিও বলিয়াছেন,
“মা হিংসাৎ সর্বা ভূতানি—কোন প্রাণিরই হিংসা করিবে না । অতএব প্রাণিবধ অকর্তব্য, কেননা
অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রে বিরোধ হইলে ধর্মশাস্ত্রই প্রামাণিক হইবে । যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,
“স্মৃত্যোর্বিরোধে, ন্যায়স্ত বলবান্ ব্যবহারতঃ । অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥”
(যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহারাধ্যায়, ২১) ॥ পাছে ভগবান্ ইহলৌকিক রাজ্যের জন্যই অজ্ঞানকে যুদ্ধার্থ
অনুরোধ করেন, তাহাই নিরাসের ইঙ্গিত করিবার ছলে অজ্ঞান “হ মাধব” এইরূপ সম্বোধন
করিয়াছেন । মা=লক্ষ্মী—শ্রী, এবং ধব=পতি । তুমি শ্রীপতি হইয়া আমাকে আত্মীয়
বন্ধুবান্ধবহীন বা শ্রীহীন হইতে উপদেশ দিও না ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যদাপি (যদিও) লোভোপহতচেতসঃ (লোভাভিভূতচিত্ত) এতে
(ইহারা) কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) চ (এবং) মিত্রদ্রোহে (মিত্রদ্রোহে)
পাতকং (পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছেন না) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । যদিও লোভাভিভূতচিত্ত দুর্ব্যোধনের পক্ষীয়গণ কুলক্ষয়
ও মিত্রদ্রোহজন্য পাতকরাশি দেখিতে পাইতেছেন না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু তবৈতেশামপি বন্ধুবধে দোষে সমানে যথৈবৈতে
বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যপি যুদ্ধে প্রবর্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ততাম্ । কিমনেন বিষাদেনেত্যাহ—
যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্ । রাজ্যলোভেনোপহতং দ্রষ্টবিরেকং চেতো যেষাং ত এতে দুর্ব্যোধনাদয়ো
যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাছে ভগবান্ বলেন যে, বন্ধু-বান্ধব হননে তোমারই এত পাপ
বোধ হইতেছে কেন? দেখ, যে মহাপুরুষদিগের আচারণ দেখিয়া অন্য লোকে সদাচার

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জ'নার্দন ॥ ৩৮ ॥

শিক্ষা করে, তাদৃশ মহাশিষ্ট ভীষ্মাদি মহোদয়গণ তো বন্ধুবান্ধব-হননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । অতএব তাঁহাদের আচারণ অনুকরণ কর ! তাহাতে অর্জুন বলিলেন যে, তাঁহাদের আচারণ এস্থলে অনুকরণীয় নহে ; কেননা, এক্ষণে তাঁহাদের চিত্ত লোভাভিত্ত । মহাভাগ যখন নিঃস্বার্থভাবে কোন অনুষ্ঠান করেন, তাহা অবশ্যই শিক্ষণীয় বটে । কিন্তু যখন লোভাদির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিবেন, তখন কোন মতেই তাহা শিক্ষাযোগ্য নহে ভীষ্মাদি লোভান্বিত হইয়া এরাপ করিতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । মহামতি ভীষ্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারেই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি স্বধর্ম্ম-পালন-কালে অর্জুনের ন্যায় ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভাবোচ্ছ্বাসে সন্দিগ্ধচিত্ত হন নাই । তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধার্থ ব্রতী হইয়াছিলেন, এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় তাঁহাকে নিজ পরাজয়ের উপায় বলিয়া দিয়া ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মযুদ্ধ মাত্র করিয়াছিলেন ; কিন্তু ভগবানের এই ইঙ্গিত অর্জুন তখনও যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই ॥ ৩৭ ॥

অবয়বোধিনী । [তথাপি] জনার্দন (হে জনার্দন !) কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) প্রপশ্যন্তিঃ (দর্শক) অস্মাভিঃ (আমাদের কর্তৃক) অস্মাৎ (এই) পাপাৎ (পাপ হইতে) নিবর্তিতুং (নিবৃত্ত হইবার জন্য) কথং (কি কারণে) [কুলক্ষয় জনিত দোষ) ন জ্ঞেয়ং (না জানা সম্ভব হইবে) ? ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । কিন্তু হে জনার্দন ! আমরা কুলক্ষয়জনিত পাপ অবলোকন করিয়াও কি নিমিত্ত তাহা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইব না ? ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্মারিতটীকা । কথমিতি । তথাপ্যস্মাভিদোষং প্রপশ্যন্তিরস্মাৎ পাপান্নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ নিবৃত্তাবাব বুদ্ধিঃ কর্তব্যোত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বুদ্ধিমানেরা তাহাকেই শ্রেয়ঃ বা ইষ্টসাধক বলেন, যাহার সঙ্গে কোনরূপ অশ্রেয়ঃ—অনিষ্টসাধনের সম্বন্ধ না থাকে । যদিও এস্থলে যুদ্ধে বিজয় জন্য রাজালাভ রূপ শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে, কিন্তু কুলক্ষয়জনিত পাপে নরকপ্রাপ্তিরূপ অশ্রেয়ঃ ইহার সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে । যদি বল, শত্রুহনন জন্য “শোণেনাভিচরন্ যজেত”—অভিচার জনা শোণযজ্ঞ করিবে, হহা শ্রুতিতে উক্ত আছে । শোণযজ্ঞানুষ্ঠানে শত্রুক্ষয়রূপ ফলোৎপত্তি বা শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে সত্য, কিন্তু পরিণামে নরকপ্রাপ্তিরূপ অশ্রেয়ঃও অবশ্যস্বাভাবী । অতএব এতদনুষ্ঠান বুদ্ধিমানের অকর্তব্য । এতাবদ্বিচার করিয়াই মহামনাঃ অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিবর্তিত হই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন ॥ ৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।
 ধাম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধাম্মে'হিভিবভূত ॥ ৩৯ ॥
 অধাম্ম'ভিভবাং কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
 স্ত্রীষু দুষ্টাস্থ বাষ্কে'য় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী । কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয় হইলে) সনাতনাঃ (সনাতন) কুলধর্ম্মাঃ (কুলধর্ম্মসমূহ) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়) ; [এবং] ধাম্মে নষ্টে (ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্মঃ (কদাচার) কৃৎস্নং (সমগ্র) কুলম্ উত (কুলকেই) অভিভবতি (অভিভূত করিয়া ফেলে) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । কুলক্ষয় হইলে কুলপরস্পরাগত সনাতন ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তমেব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি । সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ । উত অপি । অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলম্ অধর্ম্মে'হিভিবতি । প্রাপ্তোত্তীতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসঙ্কীর্ণনী । ব্রহ্মগণই কুলগত ধর্ম্ম প্রবীণ ও অনুষ্ঠানকুশল । তাঁহারা ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা ও প্রবর্তক । সেই ব্রহ্মবর্গই যদি বিনষ্ট হয়েন, তবেপুত্র-পৌত্র-গণকে ধর্ম্মমার্গে প্রবর্তিত করিবে কে ? ব্রহ্মগণের অভাবে কুলধর্ম্মের অভাব হয়, ও তদভাবে স্ত্রী-পুত্রাদি অনাচাররূপ অধর্ম্মগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) অধর্ম্মাভিভবাং (অধর্ম্মাভিভব হইতে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যাভিচারিণী হয়) ; বাষ্কে'য় (হে বৃক্ষবংশোদ্ভব!) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (স্ত্রীগণ দুষ্ট হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ৪০ ॥

* মনুস্ত বর্ণসঙ্করের লক্ষণ—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ ।

স্বকর্ণপাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥ মনু, ১০।২৪ ॥

বর্ণের ব্যভিচার (অধম বর্ণের পুরুষ উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, অর্থাৎ শূদ্র, বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা ; বৈশ্য ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা ; এবং ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিলে, তাহাকে বর্ণের ব্যভিচার বলে), অবদ্যাবেদন (মাতারসপিণ্ড, পিতার সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যারবেদন বা বিবাহের নাম অবদ্যাবেদন), ও স্বকর্ণত্যাগ (দ্বিজাতির উপনয়ন, বেদাধ্যয়নাদি ত্যাগ)—এই ত্রিবিধকাষের দ্বারা বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে । কেহকেহ ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা বশতঃ মূর্খাভিষিক্ত, অস্বর্গ ও মাহিষ্যকে ও বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকেন । কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে শাস্ত্র-বিহিত বিবাহিত ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মূর্খাভিষিক্ত, বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র অস্বর্গ, এবং ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মাহিষ্য—ধর্ম্মবিধিসম্মত বৈধ সন্তান । সুতরাং বর্ণসঙ্কর নহে ।

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্ঞস্য স বিধিঃ স্মৃতঃ ।

প্রতিলোম্যেন যজ্ঞস্য স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ ॥ নারদসংহিতা, ১২।১০২ ॥

বর্ণ সকলের অনুলোম “কুমে যে জন্ম তাহাই শাস্ত্রসম্মত, সতরাং বৈধ । প্রাতিলোমো যে জন্ম তাহাই বর্ণসঙ্কর জানিবে ।

বঙ্গানুবাদ। হে কৃষ্ণ! কুল অধর্মে অতিভূত হইলেই কুলনারীগণ দ্রষ্টাচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশধর! কুলকামিনীগণের ব্যভিচারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—অধর্মশাস্তিভবাদিত্যাदि ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুলে ধর্মের শিক্ষাদাতা না থাকিলে অবলা ললনাগণ কৃতকর্তৃত্ব হইয়া যথেষ্টাচারে লিপ্ত হয়, অথবা ধর্মহীন পতিত পতির সঙ্গে আচারদ্রষ্টা হইয়া যায়। তাহা হইতে দ্রষ্টবুদ্ধি সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুলধর্ম রক্ষিত না হইলে ব্রাহ্মণের গৃহেও শূদ্রপ্রকৃতি পুত্র জন্মিয়া থাকে। পাপনিরসনার্থ “হে কৃষ্ণ”, এবং তুমি বৃষ্ণিকুলোদ্ভূত, কুলমর্যাদা তোমার অগোচর নাই, অতএব কুলের পবিত্রতা রক্ষার্থ “হে বার্ষ্ণেয়” পদ দ্বারা অজ্ঞান ভগবানকে সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ধর্মমানুকুল সুনীতি শিক্ষার অভাবে এবং অসংযত অধর্মচারী পতিত পতির সঙ্গদোষে এক্ষণে অধিকাংশ কুলেই অধার্মিক পুত্র-কন্যার জন্ম হইতেছে। স্ত্রীদিগকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্রের আদেশ। কেবল শিল্পকলা ও সাহিত্য-গণিতাদির জানেই স্ত্রীশিক্ষা পর্যাবসিত হওয়া উচিত নহে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহোদয়ের অভিমতঃ—“বালিকা, পিতামাতার নিকট গৃহস্থের ব্যবহারিক তত্ত্ব, ব্রত, নীতি, সদাচার, শীলতা, প্রিয়সন্তাষণ, সেবা-শুশ্রূষা, পাককিয়ারি শিক্ষা করিবেন। যুবতী, পতীর নিকট ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং স্বর্গ প্রভৃতির নিকট সন্তানপালন, গৃহচর্যা, পাতিব্রতা ও আশ্রিত জনের সেবাদি শিক্ষা করিবেন। ব্রহ্মা, সন্তানগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তাহাদিগের শুভকামনা এবং নিজ ইষ্ট দেবতার সাধনা করিবেন। ইহাই হিন্দুর স্ত্রী-শিক্ষা।” ॥ ৪০ ॥

ব্যভিচারেণেত্যাदि। বর্ণানাং চতুর্গাং ব্যভিচারেণানুলোম্যবিধিব্যতিক্রমাৎ প্রতিলোম্যেন জায়ন্তে যে তে বর্ণসঙ্করাঃ স্যুঃ। ন হন্যোন্যস্য ভাৰ্য্যাসুপগমনে যে পুত্রা জায়ন্তে তে বর্ণসঙ্করাঃ। সর্বস্য পরস্য হি ভাৰ্য্যাঃ পত্নী কুণ্ডগোলকপৌনর্ভবা ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ উচ্যন্তে। নিযুক্তায়াং চোক্তমাজ্জাতাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারভাবাৎ ॥ এবং কানীন্যাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারভাবাদেব বিজ্ঞেয়াঃ। পত্নীঘনুলোম্যাস্থ জাতাশ্চ পুত্রা মূর্খাভিষিক্তাদয়ো ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারভাবাৎ ॥ অবদ্যাবেদনেন চেতি মাতৃসপিণ্ডাঃ পিতৃসগোত্রা এব যান্তা অবিবাহ্য উক্তাঃ নিপুরুষাদিকুলজাঃ কপিলাদয়শ্চ যা যা বিবাহে ব্যজ্ঞাস্তাস্ত দূর্লক্ষণস্বাহজ্যঃ ন তু ধর্ম্ববিরুদ্ধাঃ ॥ তস্মাদবেদ্যাণবেদনেহ ন তা বিবক্ষিতাঃ। কথমেবং বিজ্ঞায়ত ইতি চেৎ। তদোচ্যতে—স্বকশ্মণাং চ ত্যাগেনেতি। স্বজাত্যুল্লানাং মহাযজ্ঞাদীনাং কর্ণণাং ত্যাগেন ব্রাহ্মণাদয়ো যান্ পত্নান্ স্ব স্বভাৰ্য্যাস্থ জনয়ন্তি তে চ বর্ণসঙ্করা জায়ন্ত ইতি। দণকুলজাকন্যাবজ্ঞেহীনক্রিয়নিশ্চন্দঃকুলজাবজ্ঞে সিন্ধে পুনরিহ স্বকর্ম-ত্যাগবচনেন জ্ঞাপিতমেতৎ ॥ নিক্রিয়নিপুরুষাদিদণকুলকপিলাদিষু মধ্যে যা নিক্রিয়াণাং নিশ্চন্দসাং ঋণু স্বকর্মত্যাগিনাং কুলজাস্তা অবদ্যাঃ। তাভোহন্যা বেদ্যাঃ ॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।

পতন্তি পিতরো হ্যেমাং লুপ্তপিণ্ডাদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

অম্বয়বোধিনী । সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলঘ্নগণের) কুলস্য চ (ও কুলের) নরকায়ৈব (নরকের নিমিত্তই) [জন্মে], হি (যে হেতু) এমাং (ইহাদের) পিতরঃ (পিতা-পিতামহগণ (লুপ্তপিণ্ডাদকক্রিয়াঃ) পিণ্ড ও তর্পণ না পাইয়া) পতন্তি (পতিত হইলেন) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই বর্ণসঙ্করসকল কুল ও কুলনাশকদিগকে নরকগামী করে, এবং ধর্মহীন কুলে পিণ্ডতর্পণাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায় পিতা-পিতামহগণ সদ্গতি প্রাপ্ত হইলেন না ও ক্রমশঃ নরকে পতিত হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং সতি—সঙ্কর ইত্যাদি । এমাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি । হি যস্মাল্পুতাঃ পিণ্ডাদকক্রিয়াঃ যেমাং তে তথা ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পত্র দ্বারা দ্বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে । প্রথম—ইহলোকে বংশরক্ষা ; দ্বিতীয়—পিণ্ডাদকাদি দান দ্বারা পরলোকগত পিতৃগণের তৃপ্তিবিধান । কিন্তু স্ত্রীগণ ব্যাভিচারিণী হইলে এই দুই প্রয়োজনের একটীও সিদ্ধ হয় না । কারণ, মনু বলিয়াছেন “শূদ্রাণাং তু সধর্মমার্গঃ সর্বেহপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ” । (মনু ১০।৪১) । অপধ্বংসজ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রের সমানধর্ম্মা । বর্ণসঙ্করের যদি শূদ্রধর্ম্মাত্ম সিদ্ধ হয়, তবে উক্ত পুত্রের বিজাতীয়তা নিবন্ধন উহাদের দত্ত পিণ্ডাদকাদি পিতৃলোক কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় তাঁহারা নিরয়গামী হইয়া থাকেন । ঐরূপ পুত্রগণ সমাজেও তাঁহাদের পুত্র বলিয়া গৃহীত হয় না । এখানে অশঙ্কা হইতে পারে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যখন ক্ষেত্রজপুত্র—অন্য কর্তৃক উৎপাদিত—যদি তাঁহাদের প্রদত্ত পিণ্ডাদি দ্বারা তাঁহাদের পিতৃগণের সঙ্গতি হইতে পারে, তবে বর্ণসঙ্কর কর্তৃক দত্ত পিণ্ডাদি বার্থ হইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম প্রাচীন বৈদিক বিধি অনুসারে হইয়াছিল । ঐ বিধি ধর্ম্মসঙ্গত । সেই জন্য তাঁহাদের প্রদত্ত পিণ্ড তর্পণাদি বার্থ হয় নাই, এবং তাঁহারাও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । গীতার আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবিধানানুসারে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যাপত্নী ও বৈশ্যকন্যাপত্নীতে জাত মূর্খাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ নামক পুত্রদ্বয়কে এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মাহিষ্যকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ পূর্বক নিজ নিজ অজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন । বৈদিককালে প্রচলিত অনুলোম বিবাহে ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়া ব্রাহ্মণীই হইতেন, এবং বৈশ্যকন্যা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহিতা হইলে ক্ষত্রিয়া হইতেন । সতরাং ব্রাহ্মণের তিন

দোষৈরৈতঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাস্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।

নরকে নিযতং বাসো ভবতীত্যনুশুক্রম ॥ ৪৩ ॥

পত্নীতে জাত পুত্রই ব্রাহ্মণ হইতেন, এবং ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নীতে জাত পুত্রই ক্ষত্রিয় হইতেন । ইহারা বর্ণসঙ্কর নহেন । মহাভারতেই আছে—

“ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ভ্রাক্ষণো ভবেৎ ।” অনুশাসনপর্ব, ৪৭।১৭

ব্রাহ্মণ কন্তুক যথাবিধি বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ

হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয় ।

যাঁহারা অনুলোমজ সন্তানগণকে বর্ণসঙ্কর বলিতে সাহস করেন তাঁদের শাস্তজ্ঞান নাই বলিতে হইবে । প্রতিলোমজ সন্তানেরাই বর্ণসঙ্কর । অনুলোমজ সন্তানগণ পিতার সর্বর্ণ, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । নতুবা বর্তমান কালের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই বর্ণসঙ্কর মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়েন । গীতার ১ম অঃ, ৪০ শ্লোকের টীকায় বর্ণসঙ্করের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । (১৮ অঃ, ৪১ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনীও দ্রষ্টব্য) । ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী । কুলঘ্নানাম্ (কুলঘ্নগণের) এতৈঃ (এই সমস্ত) বর্ণসঙ্কর-কারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষরাশি দ্বারা) শাস্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ (জাতিধর্ম্ম) কুলধর্ম্মাঃ চ (ও কুলধর্ম্মরাশি) উৎসাদ্যন্তে (উচ্ছিন্ন হয়) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ । বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবার কারণভূত এতাবদোষে কুল-নাশকগণের জাতিধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হয় ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । উক্তদোষমুপসংহরতি—দোষৈরিত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্ । উৎসাদ্যন্তে লুপান্তে । জাতিধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাঃ । কুলধর্ম্মাশ্চেতি—চকারাদাশ্রমধর্ম্মদয়োহপি গৃহান্তে ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত হইয়া যাঁহারা কুলধর্ম্ম নষ্ট করে তাঁহারা “কুলঘ্ন” । এই কুলকুঠারগণের অনাচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির জাতি বা বর্ণগত ধর্ম্ম, কুলপরম্পরাগত ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্যা গার্হস্থ্যাদির যথাবিহিত আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত না হইয়া অবশেষে উচ্ছেদদশাপ্রাপ্ত হয় ॥ ৪২ ॥

অন্বয়বোধিনী । জনাৰ্দ্দন (হে জনাৰ্দ্দন !) উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (যাঁহাদের কুলধর্ম্মাদি বিনষ্ট হইয়াছে) মনুষ্যাণাং (সেই মনুষ্যগণের) নিযতং (চিরদিন) নরকে বাসঃ (নরকে অবস্থিতি) ভবতি (হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) অনুশুক্রম (আমরা শুনিয়াছি) ॥ ৪৩ ॥

অহো বত মহৎ পাপং কৰ্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।

যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুত্ততাঃ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে জনার্দন! ইহা শ্রুত আছি যে, যাহাদের কুলধর্ম ও জাতিধর্ম বিনষ্ট হয়, সেই মনুষ্যগণকে চিরদিন নরকে বাস করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । উৎসন্নৈতি । উৎসন্নাঃ কুলধর্মা যেসামিতি তেষাম্ । উৎসন্নজাতিধর্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্ । অনুশ্রুতম শ্রুতবস্তো বয়ম্ । প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেষু বতিরতা নরাঃ । অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যাতি দারুণান্ ॥ ইত্যাদিবচনেভাঃ ॥ ৪৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কুলে পাপ প্রবেশ করিলে কুলনাশকগণের দোষে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি হয় না । অগত্যা পাপক্ষয় না হওয়াতে রৌরবাদি নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় । যথা—

প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ ।

অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যাতি দারুণান্ ॥

—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, ৫।২২১ ॥

যে সকল ব্যক্তি পাপনিরত, তাহারা যদি কৃতপাপের জন্য শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অথবা পশ্চাত্তাপ না করে, তবে তাহাদিগকে নিদারুণ নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । অহো বত (হায় কি কষ্ট!) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং (মহাপাপ) কৰ্ত্তুং (করিতে) ব্যবসিতাঃ (উদ্যত হইয়াছি), যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখ-লোভে অভিভূত হইয়া) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হন্তুং (বিনাশ করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । অহো কি কষ্ট! আমরা কি পাপাসক্ত! সামান্য রাজ্য-সুখলোভের জন্য আমরা আত্মীয়গণের প্রাণবধার্থ উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । বন্ধুবধাধবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহো বতেত্যাদি । স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি যদেতন্মহৎ পাপং কৰ্ত্তুমধাবসায়ং কৃতবস্তো বয়ম্ । অহোবত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । লোভেই মহাপাপ । এইজন্য অজ্ঞান আপনাকে পাপী ভাবিলেন, ও পারলৌকিক অনন্ত সখ বিস্মৃত হইয়া দুচ্ছাতিদুচ্ছ ও ক্ষণবিধ্বংসী বিষয় সুখে স্পৃহা জন্মিয়াছিল, এজন্য মনে মনে বিষম কষ্ট অনুভব করিলেন ॥ ৪৪ ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ।

ধার্তরাষ্ট্রা রাণে হন্যুস্তান্নে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ ।

বিসৃজ্য শশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যাং

যোগাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদেহর্জুনবিষাদ-

যোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অন্বয়বোধিনী । যদি অপ্রতীকারম্ (প্রতীকারোদ্যম-রহিত) অশস্ত্রং (শস্ত্রবিহীন) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ—দুর্যোধনাদি) রাণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) [পক্ষে] ক্ষেমতরং (বিশেষ কল্যাণকর) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি প্রতীকারোদ্যমরহিত ও অশস্ত্রপাণি থাকিলে যদি শস্ত্রধারী ধার্তরাষ্ট্রগণ এই সময়ে আমাকে সংহার করে, তাহাতে বরং আমার মঙ্গল হইবে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটিকা । এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাসংসমান আহ—যদি মামিত্যাদি । অকৃতপ্রতীকারং তুষ্ণীমপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরম-তান্তং হিতং ভবেৎ । পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অনিষ্টকারীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বিহিত চেষ্টার নাম “প্রতীকার” । অথবা কৃত পাপের (এখানে বান্ধব-বধার্থ মনন জন্য) প্রায়শ্চিত্তের নামও “প্রতীকার” । অর্জুন ইহার কোন “প্রতীকারেই” প্রস্তুত নহেন, এবং “অহিংসা পরমো ধর্মঃ” জানিয়া শস্ত্রপরিত্যাগেও কৃতসঙ্কল্প । বরং মরণকে “ক্ষেমতর” মনে করিতেছেন ; কেননা, “ক্ষেমস্ত স্থিতরক্ষণম্”—পর্বস্থিত বস্তুর রক্ষার নাম ক্ষেম । অর্জুন ভাবিলেন, নিজ মরণ ও বান্ধবগণের রক্ষণ দ্বারা পরস্পরাগত কুলধর্মাদি রক্ষিত হইবে, ইহাই “ক্ষেম”, এবং জগতে অপকীর্তি রটিন না, ইহাই “ক্ষেমতর” ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) অর্জুনঃ (অর্জুন) এবম্ (এই প্রকার) উক্ত্বা (বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) শশরং (শরসমেত) চাপং (ধনুঃ) বিসৃজ্য (তাগ

করিয়া) শোকসংবিগ্নমানসঃ [সন্] (শোকাকুলচিত্ত হইয়া) রথোপস্থে (রথোপরি) উপাশিৎ
(উপবেশন করিলেন) ॥ ৪৬ ॥

বজ্রানুবাদ । সঞ্জয় কহিলেন, (হে ধৃতরাষ্ট্র !) শোকাকুলচিত্ত অর্জুন
এইরূপ বলিয়া ধনুর্বাণ পরিত্যাগপূর্বক রথোপরি যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততঃ কিং রতমিত্যপেক্ষায়াং—সঞ্জয় উবাচ—
এবমুক্ত্যাদি । সংখ্যে সংগ্রামে । রথোপস্থে রথোপরি । উপাশিৎ উপবিবেশ ।
শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতান্নাং ভগবদ্গীতাটীকান্নাং সুবোধিন্যা-
মর্জুনবিষাদো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সঞ্জয় অর্জুনের নিশ্চেষ্টতা ও অবসন্নতা দেখিয়াই
অর্জুনকে “শোকার্তচিত্ত” বলিয়া বাখ্যা করিলেন । বস্তুতঃ অর্জুন সত্ত্বগুণ প্রভাবে “ধর্মক্ষয়ের”
আশঙ্কা করিয়া ও শ্রদ্ধেয় গুরুগণকে তীক্ষ্ণশরবিদ্ধ করা অনুচিত ; এই শুদ্ধবুদ্ধিবশতঃই যুদ্ধে
নিরুত্তিই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন । ধর্মবুদ্ধিই অর্জুনের যুদ্ধবিরাগের কারণ । আত্মীয়গণের মরণে
তাঁহার ক্ষোভ বা শোক নাই । কিন্তু আত্মীয়গণ নষ্ট হইলেই ধর্মহানি হইবে—ইহাই তাঁহারা
“শোক” বা চিত্তবৈকল্যের হেতু । বিষয়বুদ্ধিবিড়ম্বিত ব্যক্তিগণের মনে পিতা-পুত্রাদির মরণে যে
“শোক” বা খেদ উপস্থিত হয়, সে শোক অর্জুনকে স্পর্শও করিতে পারে নাই । “শোক” শব্দে
গুণবৈষম্য (সত্ত্ব ও রজঃ) জন্য চিত্তবিকলতা মাত্র গৃহীত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদবধুতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-
মহোদয়প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্য্য-
বাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

— 0 —

সঞ্জয় উবাচ ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেষ্ণম্ ।

বিশীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী । সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) । মধুসূদনঃ (কৃষ্ণ) তথা (পর্বোক্ত প্রকারে) কৃপয়াবিষ্টম্ (দয়াবান্) অশ্রুতপূর্ণাকুলেষ্ণম্ (গলদশ্রুতেন্ন) বিশীদন্তং (বিষণ্ণ) তম্ (তাঁহাকে) ইদং (এই) বাক্যম্ (কথা) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । সঞ্জয় কহিলেন, তখন করুণার্দ্ৰ চিত্ত গলদশ্রুতেন্নে অজ্ঞানকে ভগবান্ মধুসূদন এইরূপ বলিলেন ॥ ১ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা ।

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমজ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যায়া ।

প্রতিবোধ্য হরিশচকে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥

ততঃ কিং ব্রহ্মমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ তং তথেষাদি । অশ্রুতিঃ পর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তম্ । তথোক্তপ্রকারেণ বিশীদন্তমজ্ঞানং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অজ্ঞানকে হিংসাবিমুখ ও ভিক্ষুধর্মেমাৎসুক জানিয়া ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে স্থির করিলেন, আমার পুত্রগণের রাজ্য এখন নিশ্চল হইল ; কেননা, অতুলবিক্রম অজ্ঞান ভিন্ন ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখসমরে পাণ্ডবপক্ষীয় অন্য কোন বীরই অগ্রসর হইবার উপযুক্ত নাই । ধৃতরাষ্ট্রের এই কল্পিত কল্যাণাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া সঞ্জয় তন্নিবারণার্থ বলিলেন, সর্বভূতব্যাপিনী কৃপার বশীভূত অজ্ঞানকে বিগলিতহৃদয় ও বিষয়ভোগে ঔদাস্যযুক্ত দেখিয়া ভগবান্ তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন না, বরং নানা নিগূঢ় উপদেশপূর্ণ বাক্য কহিলেন । “মধুসূদন” পদদ্বারা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, মধু নামক দৈত্যহস্তা ভগবান্ চিরদিনই দুশ্টগণের দমন করেন । অজ্ঞান যুদ্ধে পরাশ্রমুখ হইলে কি হইবে । যিনি দৈত্যদল দলনার্থ স্বয়ংই মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি রণভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন । যাহাতে আজ তোমার দুর্বোধ্যনাতি দুৰ্দ্ধৃত পুত্রগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ভূভারহারী ভগবান্ অজ্ঞানকে তদ্বিষয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র করিবেন । তুমি পুত্রগণের রুথা জয়াশা করিও না, কেননা তাহাদের মরণের ব্যবস্থা ভগবান্ পুঙ্খই করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।

অনার্যাজুষ্টমস্বর্গস্যমকীৰ্ত্তিকরমজ্জুন ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী । [ভগবান্ কহিলেন] অজ্জুন (হে অজ্জুন !) বিষমে (সঙ্কট সময়ে) কুতঃ (কি কারণে) ইদম্ (এইরূপ) আনার্যাজুষ্টম্ (অনার্যাগণ-সেবিত) অস্বর্গাম্ (স্বর্গগতিরোধক) অকীৰ্ত্তিকরং (অশঙ্কর) কশ্মলম্ (মোহ) ত্বা (তোমাকে) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্ত হইল) ? ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । (ভগবান্ কহিলেন) হে অজ্জুন ! এই বিষম সঙ্কট সময়ে তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন ? ইহা আর্য্যগণের নিতান্ত অযোগ্য, স্বর্গগতিরোধক ও অশঙ্কর ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেব বাক্যমাহ—কুত ইতি । কুতো হেতোস্তা ত্বাং বিষমে সঙ্কট ইদং কশ্মলং সমুপস্থিতময়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ । যত আর্য্যৈরসেবিতম্ । অস্বর্গাং অধর্ম্মাম্ । অশঙ্করং চ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যায়োশ্চৈব যগাং ভগ ইতীরণা ॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৪

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয়টি “ভগ” শব্দবাচ্য । পূর্ণপরিমাণে এই ছয়টি মাহাতে অব্যাহতভাবে নিত্য বিদ্যমান, তিনিই “ভগবান্” । অথবা—

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ ।

বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৮

যিনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের মূল কারণ বিদিত আছেন, যিনি ভূতগণের আগতি ও গতিরূপ সম্পদ ও বিপদের সূক্ষ্মতত্ত্ববেত্তা এবং যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে অবগত আছেন, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষই “ভগবান্” পদবাচ্য । মন্ত্রণা-দোষে বা সামর্থ্যের অভাবে, কিংবা অনভিজ্ঞতা জন্য, অথবা বিচক্ষণতার ত্রুটিবশতঃ যে পাণ্ডবপক্ষ রণে পশ্চাৎপদ হইবে না, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইবার জন্য সঞ্জয় “ভগবান্” পদের ব্যবহার করিয়াছেন । যাহার যাহা কর্তব্য ও প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহার তদ্বিরুদ্ধাচারবুদ্ধি মোহজনিত । এই জন্য ভগবান্ অজ্জুনের ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির বিরুদ্ধ সাত্ত্বিক-ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, হে অজ্জুন ! তোমার এই বিপরীত বুদ্ধির-স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইল কেন ? কেননা, নিজবর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাচারে (উহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হউক বা নিকৃষ্টই হউক) স্বর্গ, কীৰ্ত্তি বা মুক্তি কিছুই হয় না । যদি তুমি স্বর্গকামনা করিয়া থাক, তবে তাহা সিদ্ধি হইবে না, কেননা তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম—“যদ্ধ” হইতে নিবৃত্ত হইতেছে । যদি তুমি “কীৰ্ত্তি” কামনায় নিরুত্তিমার্গাবলম্বী হইয়া থাক, তবে তাহাও তোমার “অকীৰ্ত্তি” হইল, কেনন তোমরা বনগমনকালে

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্ব্যুপপত্ততে ।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌৰ্বল্যং ত্যাত্ত্বাতিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

ধার্তরাষ্ট্রগণের শাসন ও বিনাশের যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ক্ষত্রিয় হইয়া তাহা পূর্ণ করিতে পারিলে না। আর যদি “মুক্তি” লাভের জন্য নিরন্তর হইয়া থাক, তবে তাহাও তুমি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহ, কেননা মুমুক্শুগণ প্রথমতঃ স্বস্ববর্ণাশ্রমধর্ম যথাবিধি পালন দ্বারা অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া পরিণামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু তুমি স্বধর্মত্যাগী, তোমার মুক্তির সম্ভব কোথায়? তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধকার্য্যেই তোমার স্বর্গ, কীর্তি ও মুক্তির কারণ জানিবে। নিরন্তর—সন্ন্যাস তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়বীরের ধর্ম নহে ॥ ২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বিবেক বিচারপূর্ব্বক বৈরাগ্যোদয় না হইলে মুক্তির আশা নাই। বিবেকজাত বৈরাগ্য কোন কারণেই পরিবর্তিত হইতে পারে না। অজ্ঞানের বৈরাগ্য ইহপরলোকের অনিতাতা বিচারপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সত্য এই নিশ্চয়তা সহ উদ্ভিত হয় নাই। উহা কেবল সাময়িক সত্ত্বগুণপ্রভাবে উদ্ভূত বলিয়া ভগবানের প্রদর্শিত আত্মতত্ত্ববিষয়ক বিচার দ্বারা তিরোহিত হইয়াছিল। অজ্ঞানের দেহাবুদ্ধি বর্তমান থাকায় ধর্মসম্বন্ধীয় কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। সাত্ত্বিকগুণ দৃঢ়ীকৃত না হইলে কেবল কর্ম-সন্ন্যাস দ্বারা প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয় না। অজ্ঞান স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্তব্য পালন পূর্ব্বক যাহাতে সাত্ত্বিকতা লাভ করিতে পারেন, ভগবান্ তাহারই জন্য তাঁহাকে কর্মযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন। অজ্ঞানের রজঃপ্রধান প্রকৃতিতে আত্মজ্ঞানের উপদেশ যে দৃঢ় হইতে পারে নাই, অনুগীতায় তিনি তাহা স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। যুদ্ধকালে ভগবানের উপদেশ প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিষয়ক সন্দেহ নষ্ট হইয়াছিল মাত্র। মর্কট-বৈরাগ্য যে স্থায়ী হয় না, এবং তাহার পরিণাম যে দুঃখকর তাহা অনেকেই নিজ নিজ জীবনে অনুভব করিয়া থাকেন। দেহাবুদ্ধি থাকিতে কোন ক্রমেই বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে না। (গীতার্থসন্দীপনী—২ অধ্যায়, ৫২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে অজ্ঞান!) ক্লৈব্যং (কাতরভাবে) মাস্ম গমঃ (প্রাপ্ত হইও না)*, এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (উপযুক্ত হইতেছে না); পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) ক্ষুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয়দৌৰ্বল্যং (হৃদয়ের দুর্বলতা) ত্যক্তা (ত্যাগ করিয়া) উতিষ্ঠ (উত্থান কর) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! নিব্বীৰ্য্য বা কাতরতাপন! হইও না। ইহা তোমার (ন্যায় বীরের) উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রাশ্রয়োচিত হৃদয়ের দুর্বলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থান কর ॥ ৩ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন ।

ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্বাবরিসুদন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তস্মাৎ—ক্লেবামিতি । হে পার্থ ক্লেবাং কাতর্যাং মাশ্ম গমো ন প্রাপুহি । যতন্তুযোতনোপপদাতে যোগাং ন ভবতি । ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌৰ্বল্যং কাতর্যাং তান্তু যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ । হে পরন্তপ শত্রুতাপন ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ অৰ্জুনকে ধৰ্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত করিবার জন্য “পার্থ” পদ দ্বারা সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমার মাতা পৃথার দেবারাধনায় দেবতার অমোঘতেজে তোমার জন্ম, তুমি মহাতেজস্বী—নিষ্কীর্যের ন্যায় নিরুদ্যম থাকা কি তোমার শোভা পায়? পাছে অৰ্জুন বলেন যে, আমার মন অতিশয় অস্থির হওয়ায় আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না । তাহাতেই ভগবন্ বলিলেন, যে “পরন্তপ !” (পরং শত্রুং তাপয়তীতি পরন্তপঃ) বিপক্ষদলনকারী ! ক্ষুদ্রহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় দুৰ্বলতার জন্য অধীর হওয়া কি তোমার ন্যায় বীরের কার্য্য? উঠ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বীরের যথাকর্তব্য সাধন কর ॥ ৩ ॥

অনুবোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । অরিসুদন (হে শত্রুমর্দন !) মধুসূদন (কৃষ্ণ !) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পজাহৌ (পূজার যোগ্য) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম ও দ্রোণকে) প্রতি (লক্ষ করিয়া) ইষুভিঃ (বাণসমূহের দ্বারা) কথং (কিরূপে) যোৎস্যামি (যুদ্ধ করিব) ? ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মধুসূদন! হে বৈরিবিধাতন! যে ভীষ্ম ও দ্রোণ পূজার যোগ্য তাঁহাদিগের সহিত আমি কিরূপে বাণের দ্বারা যুদ্ধ করিব? ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোহস্মি । কিন্তু যুদ্ধস্যান্যাত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চ—অৰ্জুন উবাচ কথমিতি । ভীষ্মদ্রোণৌ পূজাহৌ পূজাযোগৌ । তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি । তত্রাপীষুভিঃ । যত্র বাচ্যপি যোৎস্যামীতি বক্তৃমনুচিতং তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ । হে অরিসুদন শত্রুবিমর্দন ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আমি স্নেহ বা কাতরতা নিবন্ধন রূপে পরাশ্রম্য হই নাই, কিন্তু যুদ্ধের অন্যাত্ব ও তন্নিবন্ধন অধর্ম্মই আমার নিরুত্তির কারণ । যথা—“নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোহস্মি । কিন্তু যুদ্ধস্যান্যাত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চেতি” (শ্রীধরস্বামী) ভীষ্ম কুলবৃদ্ধ পিতামহ, দ্রোণ ধনুর্বিদ্যার আচার্য্য; ইহাদিগকে ভক্তিসহ পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজা করাই আমার কর্তব্য । ইহাদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে—তর্কবিতর্কে—প্রবৃত্ত হওয়াও নীতিধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিমাশ করিব? শাস্ত্রে উক্ত আছে—

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবাঃ-
 শ্রোয়া ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপ্যহি লোকে ।
 হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব
 ভুঞ্জীয ভোগান্ রুধিরপ্রদিশ্বান ॥ ৫ ॥

“গুরুং হংকৃত্য ত্বংকৃত্য বিপ্রান্নিজিহ্বিত্য বাদতঃ ।

শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কক্ষগৃধ্রোপসেবিতঃ ॥

যে ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি হংকার বা তর্জ্জন কিংবা “তুই” ইত্যাকার পদ ব্যবহার করে অথবা সাধু ব্রাহ্মণকে বাদবিবাদে পরাস্ত করে, সে মরণান্তে কক্ষগৃধ্রের নিবাসস্থল হইয়া শ্মশানে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে ।

দুশ্টগণই হননীয়, কিন্তু পজাপাদ সাধু আচার্য্যগণ তো বধার্হ নহেন ; তবে হে ভগবন্ ! তুমি দুশ্টদলনকর্ত্তা হইয়া আমাকে পূজাপূজবধে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন ? ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । হি (যেহেতু) মহানুভাবান্ (মহানুভব) গুরুন (গুরুগণকে) অহত্বা (বধ না করিয়া) ইহ লোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ) । তু (কিন্তু) গুরুন হত্বা (গুরুজনদিগের বধ করিয়া) রুধিরপ্রদিশ্বান্ অর্থকামান্ ভোগান্ (রক্তমাখা বিষয়-বাসনারূপ ভোগ্য বিষয় ইহ এব (এই জগতেই) ভুঞ্জীয (ভোগ করিতে হইবে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া ইহ লোকে আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেও আমার কল্যাণ হইবে । (কেবল পরলোকভয়েই বা কেন), ইহাদিগকে নিধন করিলে আত্মীয়গণের রুধিরযুক্ত অর্থকামনারূপ ভোগ্যবিষয় আমাকে এই জগতেই উপভোগ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তহি তানহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ? তত্রাহ—গুরুনিতি । গুরুন দ্রোণাচার্য্যাদীন । অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধম-কৃত্বেন্নলোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয় উচিতম্ । বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখম্ । কিঞ্চিৎহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেনিতি । গুরুন দ্রত্বেন্নৈব রুধিরেণ প্রদিশ্বান্ প্রকর্ষণে লিপ্তানর্থকামান্বকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয়াশ্মীয়াম্ । যদ্বা—অর্থকামানিতি গুরুরাং বিশেষণম্ । অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবদ্যচ্ছান্ নিবর্ত্তেন্ন । তস্মাৎ তদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেতার্থঃ । তথাত মুখিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তম্—অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্তর্থো ন কস্যাচিৎ । ইতি সত্যং মহারাজ বন্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ইতি (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৪৩।৪১) ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাছে ভগবান্ বলেন যে, ভীষ্মদ্রোণাদি পূর্ব্বে গুরুবৎ পূজ্য ছিলেন বটে ; কিন্তু এক্ষণে সে মর্য্যাদার অযোগ্য হইয়াছেন, কেননা—

“গুরোরপাবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যামজানতঃ ।

উৎপথং প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥” মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১৬৭২৫৥

যে গুরু অহঙ্কারাদি দোষে মত্ত, যিনি শাস্ত্র বিহিত ও নিষিদ্ধ কৰ্ত্তব্যার্থ বিদিত নহেন, ও যিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে গমন করেন, সে গুরুকে শিষ্য পরিত্যাগ করিবেন। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জুন পুনঃ কহিতেছেন যে, গুরুজনবধে পরলোকে হানি হইবে, আবার ইহাদিগকে বধ না করিলে রাজ্যও পাইবার উপায় নাই। অগত্যা আমাকে ডিঙ্কান্নোপজীবী হইতে হইবে। কিন্তু হে ভগবান্! সেও ভাল। কেননা—

অকৃত্বা পরসন্তাপমগত্বা খলমন্দিরম্ ।

অক্লেশয়িত্বা চাত্মানং যদন্নমপি তদ্বহ ॥

পরপীড়ন না করিয়া, বেদবিরোধী নাস্তিক দৃষ্ট দুর্জনের গৃহে না গিয়া এবং আত্মাকে ক্লেশ না দিয়া যে অন্ন বস্ত্র পাওয়া যায়, তাহাই বহ বলিয়া স্বীকার করা উচিত। দূষিত গুরু বর্জনীয়, এই আশঙ্কা অপনোদনার্থই “মহানুভাব” বিশেষণটী ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহারা শ্রবণ, অধ্যয়ন, তপঃ, আচারাদি মহদগুণ-বিভূষিত। ইহারা পরিত্যাগযোগ্য নহেন। যদি দূষিত বলিয়া গ্রহণ কর, তবে শ্লোকের তৃতীয় পদটী “হিমহানুভাবান্” এইরূপে অর্থ করিয়া দেখ। “হিমং জাডাং হন্তীতি হিমহা আদিত্যোহগ্নিকর্বা। তস্যেব অনুভাবঃ সামর্থ্যং যেষাং তে হিমহানুভাবাঃ, তান্”। অর্থাৎ যাহারা জড়তারূপ হিম-নাশক সূর্য বা অগ্নিব ন্যায় সামর্থ্যযুক্ত, তাহাদিগকে ক্ষুদ্র দোষ সকল স্পর্শই করিতে পারে না। যথা—

“ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাং চ সাহসম্ ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্বভুজো যথা ॥” ভাগবৎ, ১০।৩৩।২৯

যেমন অগ্নি শুদ্ধ অশুদ্ধ সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াও “পাবকই” থাকেন; অপবিত্র হয়েন না, তদ্রূপ ঈশ্বরভাবাপন্ন পুরুষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ দোষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা তাহাদের তেজঃ-প্রভাব বশতঃ তাহাদিগকে দূষিত করিতে পারে না। অতএব যদিও দোষ থাকে, তথাচ ভীষ্মাদি মহাতেজা পুরুষগণ ত্যাজ্য নহেন। বস্তুতঃ উহাদেরই বা দোষ কি? পিতামহ বলিতেছেন যে—

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্তুর্থো ন কসাচিৎ ।

ইতি সত্যং মহারাজ ! বদ্ধোহস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥” মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ৪৩।৫১৥

“মনুষ্য অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে। হে মহারাজ ! তজ্জন্য আমি কুরুধনে আবদ্ধ রহিয়াছি।” অধীনতাপ্রযুক্তই ভীষ্মাদিকে যুদ্ধার্থী হইতে হইয়াছে। অর্থকামনা দোষাদিও তেজস্বী ভীষ্মাদিকে কলুষিত করিতে পারে না। অতএব শুদ্ধস্বভাব গুরুগণকে বধ করিয়া আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিব না। কেননা, ইহাদের বধ দ্বারা যে আমরা কেবল অযশোরূপ-রুধিরসিক্ত অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হইব এমন নহে, ধর্ম্ম ও মোক্ষ হইতেও আমরা বঞ্চিত হইব ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরনো গরীযো

যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-

স্বেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যদ্বা (যদি বা) জয়েম (আমরা জয় লাভ করি), যদি বা (কিংবা) নঃ (আমাদিগকে) [এতে] জয়েয়ুঃ (ইহারা জয় করেন) [এতয়োশ্মধো (ইহার মধ্যে)] নঃ (আমাদিগের) কতরং (কোনটী) গরীযঃ (গুরুতর) এতৎ চ (ইহাও) ন বিদ্মঃ (জানি না) । যান্ এব (যাঁহাদিগকে) হত্বা (হনন করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (আমার জীবিত থাকিতে চাহি না) তে (সেই) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়েরা) প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত রহিয়াছেন) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোনটী আমাদের পক্ষে অধিক গৌরবসূচক, তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি না; কেননা, যাঁহাদিগকে সংহার করিয়া আমরা জীবিত থাকিতেই চাহি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই আমাদের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ যদাধর্ম্মমঙ্গীকরিয়ামস্তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা ভবেদिति ন জায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাदि । এতয়োশ্মধো নোহস্মাকং কতরং কিং নাম গরীয়োহধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ । তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি—যদ্বৈতি । যদ্বৈতান্ বয়ং জয়েম জেয্যামঃ । যদি বা নোহস্মানেতে জয়েয়ুর্জেয্যন্তীতি । কিঞ্চাস্মাকং জয়োহপি ফলতঃ পরাজয়ঃ এবৈত্যাহ—যানিতি । যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেহবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । শাস্ত্রানুসারে ভিক্ষান্নভোজন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিরুদ্ধ, বরং যজ্ঞাদিই তাঁহাদের বিহিত ধর্ম্ম । ভগবানের এই আপত্তি পরিহারার্থ অজ্ঞান বলিতেছেন, এই যুদ্ধের পরিণাম যে কি হইবে তাহা কে জানে? ভীষ্মদ্রোণাদির হস্তে আমরা পরাস্তও হইতে পারি—তাহা হইলে আমাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে অথবা ভিক্ষা করিয়াই দিনপাত করিতে হইবে । তবে প্রথমেই ভিক্ষারূতি অবলম্বন করি না কেন? অনাথা ইষ্টবর্গকে হনন করিয়া জয়লাভও পরাজয় মধ্যে গণ্য হইবে । অতএব লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ আমাদের পরাজয়ই দেখিতেছি ।

প্রথমাধ্যায় ও দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫ম শ্লোক পর্যন্ত সংসারের বিবিধ দোষ প্রদর্শিত ও বর্ণাশ্রমীদিগের ধর্ম্মাধিকার-ভেদ নিরূপিত হইল । “ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি” ইত্যাদি (১।৩১) শ্লোক যুদ্ধকালে বীরের মরণেও যোগযুক্ত সন্ন্যাসীর সমান যোগক্ষেমাদির প্রাপ্তি বর্ণিত ও তাহাতে মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ কথিত হইয়াছে, এবং তাহা ভিন্ন সমস্তই অশ্রেয়ঃ । এই আভাসে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে । “ন কাণ্ডে” ইত্যাদি (১।৩১) শ্লোকে সংসারের বিষয়সুখে

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধন্থ সংমূঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছ্রুয়ঃ শ্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে

শিষ্যাস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে । “অপি ত্রৈলোক্যরাজাসা” ইত্যাদি (১১৩৫) বাক্যে স্বর্গাদি সুখেও বৈরাগ্য কথিত হইয়াছে । “নরকে নিয়তং বাসঃ” ইত্যাদি (১১৪৩) বাক্যে স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । “কিং নো রাজেন” ইত্যাদি (১১৩২) বাক্যে মনোনিগ্রহরূপ “শম” প্রদর্শিত হইয়াছে । “কিং ভোগৈঃ” ইত্যাদি (১১৩২) বাক্যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ “দম” গুণ কথিত হইয়াছে । “যদ্যপোহে ন পশ্যন্তি” ইত্যাদি (১১৩৭) বাক্যে “নির্লোভিতা” বর্ণিত হইয়াছে । “তন্মে ক্ষেমতরম্” ইত্যাদি (১১৪৫) বাক্যে “তি তিক্ষাদি” প্রদর্শিত হইয়াছে । “শ্রেয়ো ভোক্তুম্” ইত্যাদি (২১৫) বাক্যে “সন্ন্যাস” উপলক্ষিত হইয়াছে । অতঃপর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য ব্রহ্মবেত্তা গুরুর সমীপে শিষ্য গমন করিবেন, ইহাই শ্রুতির মত । ইহপরলোকগত বিষয়সুখে বৈরাগ্যবান হইয়া যিনি ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হইবেন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধিকারী । শ্রুতিবিহিত ক্রমে অজ্ঞানের ভিক্ষাচর্য্যার সন্ন্যাসগ্রহণের—প্রবৃত্তি এতাবৎ প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হওয়াই তাঁহার কর্তব্য ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

অবয়বোধিনী । [অহং (আমি)] কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (অজ্ঞানজনিত নীচতা-দোষে কলুষিতচিত্ত) ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্মবুদ্ধিবিমূঢ়) [হইয়া] ত্বাং (তোমাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি) মে (আমার) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ স্যাৎ (মঙ্গলকর হইবে) তৎ (তাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চয়পূর্বক) ব্রূহি (বল) । অহং (আমি) তে (তোমার) শিষ্যঃ । ত্বাং প্রপন্নম্ (তোমার শরণাগত) মাং (আমাকে) শাধি (উপদেশ দাও) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি কার্পণ্যকলুষিতচিত্ত ও প্রকৃত ধর্মবুদ্ধিবিমূঢ় হইয়াছি । আমি শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক তোমার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার শ্রেয়ঃসাধনের উপদেশ প্রদান কর ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তস্মাৎ—কার্পণ্যাত্মাদি । এতান্ হৃদা কথং জীবিস্যাম ইতি কার্পণ্যম্ । দোষাশ্চ কুলক্ষয়কৃতঃ । তাভ্যামুপহতোহভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদি-লক্ষণো যস্য সোহহং ত্বাং পৃচ্ছামি । তথা ধর্মো সংমূঢ়ঃ চেতো যস্য সং । যুদ্ধং তাস্তা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্মোহধর্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ । অতো মে যশ্চ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ ব্রূহি । কিঞ্চ তেহহং শিষ্যঃ শাসনাহঃ । অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্রুতি বলেন—“যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মান্নোকাৎ

ন হি প্রপশ্যামি মমাত্মপনুদ্যাদ্
 যাচ্ছাকমুচ্ছাষণমিচ্ছিয়াণাম্ ।
 অবাপ্য ভূমাবসপত্তমৃদ্ধং
 রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

প্রতি স কৃপণঃ”। (ক) ॥ হে গার্গি ! অধিকারী মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এই অক্ষর আত্মাকে বিদিত না হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে, সেই অজ্ঞান পুরুষ কৃপণ। স্মৃতি বলেন—“কৃপণোহজিতেন্দ্রিয়”—অজিতেন্দ্রিয় পুরুষই কৃপণ। দেহাদির ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ও ইনি পর, উনি আত্মীয় ইত্যাদি অনান্নবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতার অভ্যাসের নামই কার্পণ্য। অজ্ঞানে সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্পণ্য দোষে তাঁহার অহংমমেতি বুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, অতঃ প্রবৃত্তিরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম—উৎসাহ—উদাম দুর্বল হইয়াছে। বর্ণাশ্রমব্রতীর বিপ্লববশতঃ অজ্ঞান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে অজ্ঞান আপনাকে দীনভাবাপন্ন জানিয়া জগদগুরু কৃষ্ণের “সখ্য” ছাড়িয়া “শিষ্যত্ব” স্বীকার করিলেন। কেননা, পুত্রভাবাপন্ন বা শিষ্য হইয়া জিজ্ঞাসু না হইলে উপদেষ্টা ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দিবেন না, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ নিয়ম। অজ্ঞান পরমপুরুষার্থরূপ “শ্রেয়” উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রেয়ঃ দ্বিবিধ। ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক। যাহার শুভলাভের অনিশ্চয়ত্ব, এবং লব্ধ হইলেও অস্থায়িত্ব আছে তাহা ঐকান্তিক ; এবং যাহা নিশ্চয় শুভদায়ক ও যে শুভ কদাপি নষ্ট হইবার নহে, তাহাই আত্যন্তিক। যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গফলাদি লাভ ঐকান্তিক ও ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ। এই আত্যন্তিক শ্রেয়ঃই পরমপুরুষার্থজনক। এই শ্রেয়োলাভই অজ্ঞানের প্রার্থনীয়। এখানে কৃষ্ণাজ্ঞানের লৌকিক সখ্যভাবের পরিবর্তে গুরুশিষ্যসম্বন্ধ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ হইল। যথা—

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি গচ্ছৎ সমিৎপানিঃ শ্রোগ্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি ।” (খ) ॥ “ভৃগুর্বে বারুণির্বরুণঃ পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি ।” (গ) ॥ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য এই অধিকারী পুরুষ সমিৎপানি হইয়া শ্রোগ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে যাইবে। বরুণাত্মজ ভৃগু ঋষি নিজ পিতা বরুণ সমীপে গিয়া বলিলেন, হে ভগবান্ ! আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করুন ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্তম্ (শত্রুশূন্য) ঋদ্ধং

(সমৃদ্ধিপূর্ণ) রাজ্যং (রাজত্ব, সুরাণামপি আধিপত্যং চ (এবং দেবতাদিগেরও আধিপতিত্ব) অবাপ্য (পাইয়া) যৎ (যে কার্য্য) মম (আমার) ইচ্ছিয়াণাম্ (ইচ্ছিয়াগণের) উচ্ছাষণম্ (সন্তাপদায়ক) শোকং (শোককে) অপনুদ্যৎ (নিবারণ করিতে পারে) [তৎ (সেই কার্য্যোপায়)] ন হি প্রপশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তা হৃষীকেশঃ গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্তা তুষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপদাতা এই মহা মনোবৈকল্যের অপনোদনার্থ কোন শ্রেয়স্কর উপায়ই দেখিতেছি না । বৈরিবর্জিত নিকণ্টক সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য সমৃদ্ধিই প্রাপ্ত হই, অথবা স্বর্গের অধিপতিই হই, এতাবতের কিছুতেই আমি কল্যাণ দেখিতেছি না ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ত্বমেব বিচার্য্য যদ্ যুক্তং তৎ কুর্ষ্বিতি চেৎ ? তত্রাহ—ন হি প্রপশ্যামীতি । ইন্দ্রিয়ানাং মুচ্ছাশয়নমতিশোষণকরং মদীয়ং শোকং যৎ কৰ্ম্মাপনুদ্যাদপনয়েৎ তদহং ন প্রপশ্যামীতি । যদাপি ত্বমৌ নিকণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামোবমভীষ্টং তত্তৎ সৰ্ব্বমবাপ্যপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীতানুয়ঃ ॥ ৮ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । অজ্ঞান সৰ্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও ভগবানের নিকট শিষ্যের কর্তব্যানুরূপ নিজ ক্রটি, অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিলেন । শাস্ত্রবেত্তা হইলেই যে শোকসন্তাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন, ইরূপ নহে । দেবর্ষি নারদও সনৎকুমারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, “সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্চোকসা পারং তারয়তু” ইতি (ক) । হে ভগবান্ ! ভবাদৃশ মহাত্মার মুখে শুনিয়াছি যে, আত্মবিদগ্ধ শোক হইতে নিস্তার করেন । আমি শোকসন্তপ্ত—আত্মবোধবিহীন—আপনি আমার শোকাপনোদন করুন । অজ্ঞানের শোক—মনস্তাপ সাধারণ নহে । উহা বিপুল বিভব—রাজ্য বা স্বর্গপ্রাপ্তি আদি কোন অনিত্য সখ দ্বারা নিরস্ত হইবার নহে । শ্রুতি বলেন—“তদ্যথেহ কৰ্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমোবামুক্ত পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” । (খ) ॥ কৰ্ম্মভোগের জন্য ইহলোকে প্রাপ্ত বিষয়াদি যেমন নশ্বর, পুণ্যলব্ধ স্বর্গাদিও তাদৃশ বিধ্বংসধৰ্ম্মী । বিজয়লাভে রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগতই হউক, অথবা সম্মুখসমরে মরণজন্য স্বর্গলাভই হউক, অজ্ঞানের শোক ইহার কিছুতেই নিরস্ত হইবে না । বরং বৃদ্ধি পাইবে ॥ ৮ ॥

অষ্টম্যবোধিনী । সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) । পরন্তপঃ (শত্রুসন্তাপকারী) গুড়াকেশঃ (জিতেন্দ্র অজ্ঞান) হৃষীকেশঃ গোবিন্দঃ (অন্তর্যামী কৃষ্ণকে) এবম্ (এইরূপ) উক্তা (বলিয়া) ন যোৎস্যে (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি (এই কথা) উক্তা (বলিয়া) তুষ্ণীং বভূব (নীরব হইলেন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । সঞ্জয় কহিলেন, শত্রুসন্তাপদাতা জিতেন্দ্র অজ্ঞান হৃষীকেশ

তমুবাচ হ্রষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনযোক্রভয়োমধ্যৈ বিষাদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

গোবিন্দকে পূর্বোক্ত বাক্য সমূহ বলিবার পর “আমি যুদ্ধ করিব না” এইরূপ নিবেদন করিয়া তুষ্টীভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। এবমুক্তাজ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং—সঞ্জয় উবাচ—
এবমিত্যাदि ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অতঃপর অজ্জুন কি করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের ইহা জানিবার ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার জন্যই সঞ্জয় বলিলেন, যিনি নিদ্রা বা আলসাকে জয় করিয়াছেন, যিনি মহা উদ্যোগী পুরুষ ও যাঁহার প্রতাপে শত্রুগণ সদাই পীড়িত, আজ সেই বীরকেশরী অজ্জুন সাত্ত্বিক বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া নিশ্চেষ্টের ন্যায় বাহ্যোদ্ভ্রিয় নিরোধপূর্বক তুষ্টীভূত হইলেন। “হ্রষীকেশ” শব্দপ্রয়োগে সঞ্জয়ের অভিপ্রায় এই যে, হে ধৃতরাষ্ট্র! অজ্জুন ইন্দ্রিয়-নিরোধ করিলে কি হইবে? ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর অর্থাৎ সর্বশক্তিসম্পন্ন। তিনি এখনই ইন্দ্রিয়বর্গে ত্রৈশী শক্তি সঞ্চার পূর্বক অজ্জুনকে কার্যাত্যপন্ন করিবেন। “গোবিন্দ” শব্দের শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থ “গোভির্বেদান্তবাক্যৈরেব বিদ্যতে লভ্যত ইতি গোবিন্দঃ”। “গো” শব্দ “তত্ত্বমসি” (ক), “অহং ব্রহ্মাস্মি” (খ) আদি বেদান্তবাক্যাবাচক। যিনি এতন্মহাবাক্য দ্বারা লভা, তিনিই “গোবিন্দ”। অথবা “গাং বেদলক্ষণাং বাণীং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ”। যিনি বেদচর্চায়ের গুহ্যকথা সমস্তই বিদিত আছেন, তিনিই গোবিন্দ। গোবিন্দ শব্দদ্বারা সঞ্জয় ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ ও স্থলদেহে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববেত্তা, তিনি থাকিতে অজ্জুনের এই সামান্য শোকজনিত তুষ্টীভাব অপসারণে কতক্ষণ বিলম্ব লাগিবে? ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র!) হ্রষীকেশঃ (ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (দুই সেনাদলের মধ্যস্থলে) বিষাদন্তং (বিষাদগ্রস্ত) তং (তাঁহাকে) প্রহসন্ ইব (যেন উপহাস করিয়া) ইদং বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলে) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! তখন হ্রষীকেশ হাসিতে হাসিতে উভয় সৈন্যদলের মধ্যবর্তী বিষাদগ্রস্ত অজ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ—তমুবাচেতি । প্রহসন্নিবেতি প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে মহাযুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য অজ্জুন বনবাসকালে কঠোর ব্রত করিয়া পাণ্ডপতান্ত্র ও ইন্দ্রাস্ত্র আদির অমোঘ প্রয়োগকৌশল শিক্ষা করিলেন, এবং পূর্ব হইতে কত উদ্যোগ, কত উৎসাহ করিয়া আসিতেছেন, আজ সেই মহাবীরকেশরীকে

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশোচ্যাননুশোচন্তুং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাস্ননগতাস্নংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

নিশ্চেষ্টবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া চকিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না । অজ্ঞানকে লজ্জা দিবার জন্য নহে, কিন্তু তাঁহার বীরভাব পুনঃ সচেতন করিবার জন্যই ভগবানের হাস্য । ভগবান্ সর্বভূতের আত্মস্বরূপ, আত্মা হাস্যযুক্ত বা প্রসন্নভাবযুক্ত থাকিলে শরীর, মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি সকলই প্রফুল্ল ও বিকশিত হয় । তাই জড়ভাবাপন্ন অজ্ঞানকে পুনর্বিবাক্ষিত ও তেজোযুক্ত করিবার জন্যই যেন সর্বভূতান্তরাত্মা ভগবান্ “হাসীকেশ” হাস্য করিলেন । ইহাতে অজ্ঞানের হৃদয়ে প্রবল তেজ ও সামর্থ্যের সঞ্চার হইবে । যুদ্ধে আসিবার পূর্বে এরূপ হইলে কোন কথাই ছিল না ; কিন্তু “সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে” যুদ্ধসজ্জায় উপস্থিত হইয়া এই অবস্থা দর্শনে সমস্ত লোকই হাস্য করিবে । ভগবান্ স্বয়ং হাস্য করিয়া অজ্ঞানকে তাহারও সঙ্কেত করিলেন ॥ ১০ ॥

অনুবোধিনী । [শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন) ।] ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ (অনু-শোচনার অযোগ্যগণের জন্য) অনুশোচঃ (অনুশোচনা করিয়াছ), চ (এবং) প্রজ্ঞাবাদান্ (পণ্ডিতদিগের ন্যায় বাক্য) ভাষসে (বলিতেছ), [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাসুন্ (মৃত) অগতাসুন্ চ (ও জীবিতদিগের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, হে অজ্ঞান! যাহাদের জন্য শোক করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি নিরর্থক তাহাদের জন্য শোক করিয়া অবিবেকের ন্যায় কার্য্য করিতেছ । তুমি কথা কহিতেছ পণ্ডিতের ন্যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে না । কেননা, পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করেন না ॥ ১১ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকম্ (গী ১১২) ইত্যারভা—ন যোৎস্যা ইতি গোবিন্দ-মুস্তা তৃষ্ণীং বভূব হ (গী ২১৯) ইত্যন্তঃ প্রাণিণাং শোকমোহাদিসংসারবীজভূতদোষোদ্ভবকারণ-প্রদর্শনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ো গ্রন্থঃ । তথাজ্ঞানেন রাজাগুরুপুত্রমিত্রসুহৃৎস্বজনসম্বন্ধিবান্ধবোহমেষাং মমৈত ইত্যেবংপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তাবান্ননঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ—কথং ভীষ্মমহং সংখ্যো (গী ২১৪) ইত্যাদিনা । শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বত এব ক্ষান্তধর্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোহপি তন্মাদ্যুদ্ধাদুপররাম । পরধর্মঃ চ ভিক্ষাজীবনাদিঃ কতুং প্রবর্তে । তথা চ সর্বপ্রাণিণাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবত এব স্বধর্মপরিত্যাগঃ প্রতিষিদ্ধসেবা চ সাৎ । স্বধর্ম প্রবর্তনামপি তেষাং বাৎমনঃকায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বিকৈব সাহস্কারা চ ভবতি । তত্রৈবং সতি ধর্মাদধর্মোপচয়াদিষ্টানিষ্টজনসুখদুঃখপ্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোহনুপরতো

ভবতীতি । অতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ । তয়োশ্চ সৰ্বকৰ্মসংন্যাসপূৰ্ব্বকাদাঙ্গজ্ঞান-
ন্নানাতৌ নিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সৰ্বলোকানুগ্রহার্থমজ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্
বাসুদেবঃ—অশোচ্যানিত্যাদি ।

তত্র কেচিদাহঃ—সৰ্বকৰ্মসংন্যাসপূৰ্ব্বকাদাঙ্গজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবলাৎ ন
প্রাপাত এব । কিং তর্হি ? অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্তকৰ্মসহিতাজ্ জ্ঞানাৎ কৈবলাপ্রাপ্তিরিতি
সৰ্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোহর্থ ইতি । জ্ঞাপকং চাহরসার্থস্য—অথ চেত্বমিমাং ধৰ্ম্মাং সংগ্রামং ন
করিষ্যসি (গী ২।৩৩), কৰ্ম্মণোবাধিকারন্তে (গী ২।৪৭), কুরু কশ্মৈব তস্মাত্ত্বম্ (গী ৪।১৫)
ইত্যাদি । হিংসাদিযুক্তত্বদৈকং কৰ্ম্মাধৰ্ম্মায়েতীয়মপাশঙ্কা ন কার্য্যা । কথং ? ক্ষাত্রং কৰ্ম্ম
যুদ্ধলক্ষণং গুরুদ্রাতৃপুত্রাদিহিংসালক্ষণমতাত্ত্বকুরমপি স্বধৰ্ম্ম ইতি কৃত্বা নাধৰ্ম্মায় । তদকরণে চ—
ততঃ স্বধৰ্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিহ্না পাপমবাপ্সসি (গী ২।৩৩) ইতি বুঝতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতানাং
পন্থাদিহিংসালক্ষণানাং চ কৰ্ম্মণাং প্রাগেব নাধৰ্ম্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমুত্তং ভবতীতি ।

তদসৎ । জ্ঞানকৰ্ম্মনিষ্ঠয়োৰ্বিভাগবচনাদ্বুদ্ধিধ্বয়াশ্রয়োঃ । অশোচ্যানিত্যাদিনা (গী ২।১১)
ভগবতা যাবৎ—স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য (গী ২।৩১) ইত্যেতদন্তেন গ্রহেণ যৎ পরমার্থাশ্রয়ত্বনিরূপণং
কৃতং তৎ সাংখ্যাম্ । তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাশ্রনো জন্মাদিষড়্ বিক্ৰিয়াভাবাদকর্ত্তাশ্চেতি প্রকরণার্থনিরূপণাদ্
যা জায়তে সা সাংখ্যাবুদ্ধিঃ । সা যেমাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি তে সাংখ্যাঃ । এতস্যা বুদ্ধেজ্জ্ঞানঃ
প্রাগাশ্রনো দেহাদিবাতিরিক্তস্য কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিবেকপূৰ্ব্বকো মোক্ষসাধনানুষ্ঠান-
নিরূপণলক্ষণো যোগঃ । তদ্বিষয়া বুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ । সা যেমাং কৰ্ম্মিণামুচিতা ভবতি তে যোগিনঃ ।
তথাচ ভগবতা বিভক্তে দ্বৈ বুদ্ধী নির্দিষ্টে—এষা তেহভিহিতা সাংখ্যা বুদ্ধির্যোগে দ্বিমাং শৃণু
(গী ২।৩৯) ইতি । তয়োশ্চ সাংখ্যাবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং বিভক্তাং বক্ষ্যতি
পর্য—বেদাশ্রনা ময়া প্রোক্তা (গী ৩।৩) ইতি । তথা চ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কৰ্ম্মযোগেন নিষ্ঠাং বিভক্তাং
চ বক্ষ্যতি—কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ (গী ৩।৩) ইতি । এবং সাংখ্যাবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিং চাপ্রিত্য
দ্বৈ নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ কৰ্ত্তৃত্বাকৰ্ত্তৃত্বৈকত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়োযুগপদেক-
পুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা । যথৈতদ্বিভাগবচনং তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে—এতমেব
প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তীতি (ক) । সৰ্বকৰ্ম্মসংন্যাসং বিধায় তচ্ছেষণ—
কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেমাং নোহয়মাশ্রয়াং লোক ইতি (খ) । তত্রৈব চ—প্রাপ্তদারপরিগ্রহণাৎ
পুরুষ আত্মা প্রাকৃতো ধৰ্ম্মজিজ্ঞাসোত্তরকালঃ লোকত্ৰয়সাধনং পুত্রং দ্বিপ্রকারং চ বিভং মানুষং
দৈবং চ । তত্র মানুষং বিভং কৰ্ম্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং বিদ্যাং চ দৈবং বিভং দেবলোক
প্রাপ্তিসাধনং—সোহকাময়তেতি (গ) অবিদ্যাকামবত এব সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি ।
তোভ্যো ব্যাখ্যায় প্রব্রজন্তীতি ব্যাখ্যানমাত্মনামেব লোকমিচ্ছতোহকামস্য বিহিতম্ । তদেতদ্বিভাগবচন-
মনুপপন্নং স্যাৎ যদি শ্রৌতকৰ্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োহভিপ্রেতঃ স্যাভগবতঃ ।

ন চাজ্জুনস্য প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ (গী ৩।১) ইত্যাদিঃ ।
একপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসত্ত্বং বুদ্ধিকর্ম্মণোভগবতা পূর্ব্বমনুজ্ঞং কথমজ্জুনোহশ্রুতং বুদ্ধেষ্চ কর্ম্মণো
জ্যায়ন্তুং ভগবতাধ্যারোপয়েন্নয়ৈব—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ (গী ৩।১) ইতি ।

কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাৎ—অজ্জুনস্যাপি স উক্ত এবতি । যচ্ছ্য
এতয়োরেকং তন্মো বৃহি সূনিশ্চিতম্ (গী ৫।১) ইতি । কথমুভয়োরুপদেশে সত্যনাতরবিষয়
এব প্রশ্নঃ স্যাৎ ? ন হি পিতৃপ্রশমনার্থিনো বৈদোন মধুরং শীতং চ ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তয়ো-
রনাতরং পিতৃপ্রশমনকারণং বৃহীতি প্রশ্নঃ সম্ভবতি ।

অথাজ্জুনস্য ভগবদুত্তবচনার্থ বিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্মেত ? তথাপি ভগবতা
প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ম্ । ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় উক্তঃ । কিমর্থমিথং ত্বং
দ্রাতোহসীতি ? ন তু পুনঃ প্রতিবচনমনুরূপং পৃষ্টাদনাদেব—দ্বৈ নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে—
ইতি বক্তুং যুক্তম্ ।

নাপি স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েহতিপ্রেতে বিভাগবচনাদি সর্ব্বমুপপন্নম্ । কিঞ্চ
ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্ত্তং কর্ম্ম স্বধর্ম্ম ইতি জানতঃ—তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি
(গী ৩।১) ইতুপালন্তোহনুপপন্নঃ ।

তস্মাদঙ্গীতাস্ত্রাঙ্গ ঈশম্নাত্রেণাপি শ্রোতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণা আত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়ো ন
কেনচিদ্দর্শয়িতুং শকাঃ ।

যস্য ত্বজ্ঞানাদ্রাগাদিদোষতো বা কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যজ্ঞেন দানেন তপসা বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য
জ্ঞানমুৎপন্নং পরামার্থতত্ত্ববিষয়মেকমেবেদং সর্ব্বং বক্ষ্যাহকর্তৃ চেতি তস্য কর্ম্মণি কর্ম্মপ্রয়োজনে চ
নিবৃত্তেহপি লোকসংগ্রহার্থং যত্নপূর্ব্বং যথা প্রবৃত্তিস্তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যৎ প্রবৃত্তিরূপং দৃশ্যতে
ন তৎ কর্ম্ম যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ । যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষাত্রধর্ম্মচেষ্টিতং ন জ্ঞানেন
সমুচ্চীয়তে পুরুষার্থসিদ্ধয়ে তদ্বতৎফলাভিসন্ধ্যাহঙ্কারাভাবস্য তুল্যত্বাদ্বিদ্ভুষঃ । তত্त्वবিত্তু ন্যাহং
করোমীতি মন্যতে । ন চ তৎফলমভিসন্ধতে । যথা চ স্বর্গাদিকামার্থিনোহগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম-
সাধনায়াহিত্যাগেঃ কাম্য এবাগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্য সামিক্রুতে বিনষ্টেহপি কামে তদেবাগ্নিহোত্রাদা-
নুতিষ্ঠতোহপি ন তৎ কাম্যমগ্নিহোত্রাদি ভবতি ।

তথা চ দর্শয়তি ভগবান্ কুর্স্বন্নপি ন লিপ্যতে (গী ৫।৭), ন করোতি ন লিপ্যতে (গী ৩।৩১)
ইতি তত্র তত্র । যচ্চ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং (গী ৪।১৫), কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্চিত্তা জনকাদয়ঃ
(গী ৩।২০) ইতি তত্ত্ব প্রবিভজ্য বিজ্ঞেয়ম্ । তৎ কথং ? যদি তাবৎ পূর্ব্ব জনকাদয়স্তত্ত্ববি-
দোহপি প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ সুস্তে লোকসংগ্রহার্থং গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত (গী ৩।২৮) ইতি জানেনৈব
সংসিদ্ধিমাশ্চিত্তাঃ । কর্ম্মসংন্যাসে প্রাপ্তেহপি কর্ম্মণা সইব সংসিদ্ধিমাশ্চিত্তাঃ । ন কর্ম্মসংন্যাসং
কৃতবন্ত ইত্যেযোহর্থঃ ।

অথ ন তে তত্ত্ববিদঃ ঈশ্বরসমপিতেন কর্ম্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎপত্তি-
লক্ষণাং বা সংসিদ্ধিমাশ্চিত্তা জনকাদয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ । এতমেবার্থং বক্ষ্যতি ভগবান্—সত্ত্বশুদ্ধয়ে

কৰ্ম কুৰ্বন্তি (গী ৫।১১) ইতি । স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্থ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ (গী ১৮।৪৬) ইত্যুক্ত । সিদ্ধিং প্রাপ্তস্য চ পুনৰ্জাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি—সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম (গী ১৮।৫০) ইত্যাদিনা ।

তস্মান্গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্নোক্ষপ্রাপ্তিঃ । ন কৰ্ম্মসমুদ্ভিতাদিতি নিশ্চিতোহর্থঃ । যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ ।

তত্রৈবং ধৰ্ম্মসংমুচ্যেতসো মিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্যাজ্জুনস্যান্যত্রাজ্ঞানাদুদ্ধরণমপশ্যান্ ভগবান্ বাসুদেবস্তং ততঃ রূপস্যাজ্জুনমুদ্দিধারয়িষুরাজ্ঞানায়াবতারয়ন্যাহ— অশোচ্যানিত্যাदि । ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্ধৃত্বাৎ । পরমার্থরূপেন চ নিত্যত্বাৎ । তানশোচ্যাননুশোচোহনুশোচিতবানসি । তে ত্রিয়স্তে মন্নিমিত্তম্ । অহং তৈর্কিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজসুখাদিনেতি । ত্বং প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানি চ ভাষসে । তদেতন্মোচ্যং পাণ্ডিত্যং চ বিরুদ্ধমাত্মনি দর্শয়সুনাং ইবেতাভিপ্রায়ঃ । যস্মাদ্গতাসূনু গতপ্রাণান্ যতান্ । অগতাসূনুগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ । নানুশোচন্তি পণ্ডিতা আত্মজ্ঞাঃ । পণ্ডিতবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ । পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদোতি শ্রুতেঃ (ক) । পরমার্থতন্ত নিত্যানশোচ্যাননুশোচসি । অতো মুচোহসীতাভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা । দেহাত্মানোরবিবেকাদসৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেকপ্রদর্শনার্থং—শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাदि । শোকস্যাবিশয়ীভূতানুব বন্ধুংস্তমুনুশোচোহনুশোচিতবানসি—দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ ক্লেষেত্যাদিনা । তত্র কুতস্ত কৰ্ম্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতমিত্যাদিনা ময়া বেধিতোহপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদাঞ্চবদান্ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে—ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে । ন তু পণ্ডিতোহসি । যতঃ পণ্ডিতা বিবেকিনো গতাসূনু গতপ্রাণান্ বন্ধুন্ অগতাসুংশ্চ জীবতোহপি—বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিত্যতীতি—নানুশোচন্তি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অনাত্মজ্ঞানই অজ্ঞানের শোকদুঃখের প্রধান কারণ । স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মাতে স্থূলসূক্ষ্মাদিশরীরদৃষ্টির মূল অবিদ্যা উপাধির ভ্রম অতিক্রম করিতে না পারিয়াই অজ্ঞান করুণাপরবশচিত্তে মুগ্ধ হইয়াছেন । আবার সত্ত্বগুণের প্রভাবে হিংসাদির দোষ দর্শনে ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম [যুদ্ধ] পরিত্যাগ করিতেছেন । বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানই প্রথম মোহের নিবর্তক ও উহা প্রাণিমাত্রেরই কল্যাণপ্রদ । যুদ্ধাদি কার্যে হিংসাদি অন্যের পক্ষে পাপ হইলেও অজ্ঞানের [ক্ষত্রিয়ের] পক্ষে যে তাহাই ধৰ্ম্ম, এতাবৎ সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া অজ্ঞানকে [শিষ্যকে] প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন ।

হে অজ্ঞান । “নরকে নিয়তং বাসঃ” ইত্যাদি শ্লোকে, তুমি শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছ ; কিন্তু স্থূলদেহনাশে যে সূক্ষ্মদেহ ও আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা বুঝিয়াও তুমি শোক করিতেছ, এজন্য তোমাকে মুর্থ বলিয়া বোধ

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্ব্বৈ বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥

হইতেছে। যদি বল বশিষ্ঠাদি মহানুভবগণও তো পুত্রশোক বিহবল হইয়াছিলেন, এই ভ্রমাপনোদনার্থ বক্তব্য এই যে, উহা শিষ্টাচারসম্মত। অর্থাৎ মলমূত্রাদির বেগোৎসর্গ যেমন স্বাভাবিক, শিষ্টগণের শোক বা আহ্নাদ প্রকাশ তাদৃশ স্বাভাবিক। উহা তোমার ন্যায় ধর্মবিচার-প্রতিপাদিত নহে। তুমি মনে মনে ধর্ম কল্পনা করিয়া যে ভাবে মুগ্ধ হইয়াছ, বশিষ্ঠাদি সেরূপ হয়েন নাই। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখ, সমাধিকালীন একমাত্র ব্রহ্মসত্তাময় তাবদর্শনে যখন ভিন্নভিন্ন-দৃষ্টি তিরোহিত হয়, তখন তোমার স্বজন ও শত্রু বা কোথায়, জন্ম ও মরণই বা কোথায়, এবং শোক ও হর্ষই বা কোথায়? সমাধি হইতে উঠিলেও যে বন্ধু বান্ধবাদি দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রহ্মবেত্তগণ স্বচ্ছ চিদ্রূপে মিথ্যা মায়িক প্রতিবিম্ব মাত্র জানিয়া তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না। গতাসু আত্মীয়গণ কোথায় কি অবস্থায় আছেন ও তাঁহাদের অভাবে জীবিত আত্মীয়গণই বা না জানি কি ক্লেশে আছেন, ইত্যাকার বৃথা চিন্তা বিবেকী পণ্ডিতগণের মনে উদিতই হইতে পারে না। স্বজন ও শত্রু উপাধি মাত্র। উপাধির মোহে বিমুগ্ধ হওয়া নিতান্ত অনর্থকর ও মূর্খের কার্য। সমুদ্র জলময়, তরঙ্গও জলময়। সমুদ্রের তরঙ্গগুলি একটীর পর আর একটী কুঁড়া করিতে করিতে যেমন কোথায় চলিয়া যায়, তুমি আর দোঁখতে পাও না, তদ্রূপ এই চিন্মহার্ণবে তরঙ্গরাশির ন্যায় জীবগণ ভবলীলা ক্ষেত্রে নৃত্য করিতে করিতে এই মহাসমুদ্রেই তোমার অলক্ষিতপথে বিহার করিয়া থাকে, তাহাতে তোমার শোকই বা কি, মোহই বা কেন? পণ্ডিতগণ আত্মাকে অজ ও অমর জানিয়া জীবের মরণে বৃথা পরিতাপ করেন না। ভীষ্মাদি পরমার্থতঃ নিত্য বিদ্যমান, অতএব তাঁহাদের জন্য আবার শোক কি? ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। জাতু (কখনও) অহং (আমি) ন তু আসম্ (ছিলাম না), ত্বং ন [আসীঃ] (তুমি ছিলে না), ইমে জনাধিপাঃ (এই নৃপতিগণ) ন [আসন্] (ছিলেন না), [ইতি] ন তু এব (ইহা নহে)। অতঃ পরং চ (ইহার পরেও) সৰ্ব্বৈ বয়ং (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) [ইতি] (তাহাও) ন এব (নহে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জুন! ইহার পূর্বে কখনও যে আমি (স্বয়ং ভগবান্) ছিলাম না, তাহা নহে, তুমিও যে ছিলে না, তাহাও নহে, এই নৃপতিগণও যে ছিলেন না, তাহাও নহে। বস্তুতঃ আমি, তুমি ও রাজন্যবর্গ সকলেই পূর্বে বিদ্যমান ছিলাম, এবং ইহার পরে যে আমরা থাকিব না তাহাও নহে, ফলতঃ আমরা সকলেই ভবিষ্যতে বিদ্যমান থাকিব ॥ ১২ ॥

দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরন্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কুতস্তেহশোচ্যঃ ? যতো নিত্যঃ । কথং ? ন দ্বিতী ।
ন ত্বেব জাতু কদাচিদহং নাসম্ । কিন্তুাসমেব । অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু ঘটাদিষু
বিয়দিব নিত্যমেবাহমাসমিত্যভিপ্রায়ঃ । তথান ত্বং নাসীঃ কিন্তুাসীরেব । তথা নেমে
জনাধিপা নাসন্ । কিন্তুাস্নেব । তথা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ । কিন্তু ভবিষ্যাম এব সৰ্ব্বৈ বয়মতোহ-
স্মাদ্বেহবিনাশাৎ পরমুত্তরকালেহপি । ত্রিভূত্বপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ । দেহভেদানুরূপত্যা
বহুবচনম্ । নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—ন ত্বেবাহমিতি । যথাহং পরমেশ্বরো জাতু
কদাচিন্নীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাবতিরোভাবতো নাসমিতি তু নৈব । অপি ত্বাসমেব ! অনাদিত্বাৎ । ন চ
ত্বং নাসীর্নাভুঃ । অপি ত্বাসীরেব । ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন । অপি ত্বাস্নেব ।
মদংশত্বাৎ । তথাহতঃপরমিত উপর্যাপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব । অপি তু স্থাস্যাম
এবেতি । জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ এক্ষণে “বাসুদেব” রূপে আবির্ভূত, অজ্ঞান এক্ষণে “কৌন্তেয়”
রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভীষ্ম আজ “গান্ধারী” রূপে পরিচিত বটে । কিন্তু ইহারা এতাবদেহ-
গ্রহণের পূর্বেও অন্য অবস্থাবিশেষে বিরাজিত ছিলেন—এতদ্বাক্যে ভগবান্ আত্মার প্রাপ্ত্যাব এবং
ভবিষ্যতেও ইহারা থাকিবেন—এতদ্বাক্যে আত্মার প্রধ্বংসের অভাব এবং এখন যে আছেন—ইহাতে
আত্মার সাক্ষাৎ বিদ্যমান ভাব দেখাইয়া আত্মা যে নিত্য ও ক্ষণধ্বংসী স্থূলদেহ হইতে পৃথক্, ইহাই
প্রমাণ করিলেন ॥ ১২ ॥

অনুবোধিনী । যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহীর) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কৌমারং
যৌবনং জরা (কৌমার, যৌবন ও জরা) [হইয়া থাকে], তথা (সেইরূপ) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ
(এক শরীর ত্যাগের পর অন্য দেহ লাভ) [হয়], তত্র (তাহাতে) ধীরঃ (জ্ঞানবান্) ন মুহ্যতি
(বিমুগ্ধ হন না) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । দেহী এই দেহেতেই যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই
অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দেহান্তরপ্রাপ্তিও তদ্রূপ (একটি অবস্থাবিশেষ মাত্র) ।
ধীরপুরুষগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না ॥ ১৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । তত্র কথমিব নিত্য আত্মেতি ? দৃষ্টান্তমাহ দেহিন ইতি ।
দেহোহস্যাস্তীতি দেহী । তস্য দেহিনো দেহবত আত্মনঃ । অস্মিন্ বর্তমানে দেহে যথা যেন
প্রকারেণ কৌমারং কুমারভাবো বাল্যাবস্থা । যৌবনং যুনো ভাবো মধ্যমাবস্থা । জরা বয়োহানি-
জ্ঞীর্ণাবস্থা ইত্যেতাস্তিস্ত্রোহবস্থা অন্যান্যাবিলক্ষণঃ । তাসাং প্রথমাবস্থানাশে ন নাশঃ ।

দ্বিতীয়াবস্থাপজননে নোপজননমাত্মনঃ । কিং তহি ? অবিক্রিয়সৌব দ্বিতীয়তৃতীয়াবস্থাপ্রাপ্তি-
রাখানো দৃষ্টা । তথা তদ্বদেব—দেহাদন্যো দেহো দেহান্তরম্—তস্যাপ্রাপ্তির্দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ ।
অবিক্রিয়সৌবাত্মন ইত্যর্থঃ । ধীরো ধীমাংশুস্ত্রৈবং সতি ন মূহ্যতি ন মোহমাপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব । জীবানান্ত জন্মমরণে
প্রসিদ্ধে । তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি । দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাহস্মিন্ স্থলদেহে
কৌমারাদাবস্থান্তদেহনিবন্ধনা এব । ন তু স্বতঃ । পূর্ষাবস্থানাশেবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি
প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । তথৈবৈতদেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিপ্যদেহনিবন্ধনৈব । ন তাবদাত্মনো নাশঃ ।
জাতমাত্রস্য পূর্বসংস্কারেন স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ । অতো ধীরো ধীমাংশুস্ত্র তয়োর্দেহনা-
শোৎপত্ত্যোর্ন মূহ্যতি । আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মনাতে ॥ ১৩ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । যজ্ঞদত্ত জন্মগ্রহণ করিল, যজ্ঞদত্ত মরিয়া গেল, ইত্যাকার
লৌকিকাভাসে “দেহেরই সহিত আত্মার জন্ম ও মরণ হয়,” যাহাতে এইরূপ ভ্রমে অজ্ঞানের
মোহরুদ্ধি না হয় তজ্জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—ত্রিকালে ত্রিলোকে যতপ্রকারে দেহ সম্ভূত
হয়, যিনি তত্তাবদেহই ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই “দেহী” । একই আত্মা বিভুরূপে
সর্বদেহেই বিরাজমান । আত্মা “এক” এই জন্য এ শ্লোকে “দেহিনঃ” একবচনপদের প্রয়োগ
হইয়াছে ; কিন্তু দেহ “বহু” এই অর্থে পূর্বশ্লোকে “সর্বৈ বয়ং” এই বহুবচনাত্ত পদ প্রযুক্ত
হইয়াছে । আমিই বালক ছিলাম, আমিই যুবা হইয়াছি, পুনঃ আমিই বৃদ্ধ হইব, ইত্যাকার
তিন বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভব দেহী এক দেহেই করিয়া থাকেন । দেহ ত্রিভাবাপন্ন হয় বটে,
কিন্তু আত্মা বালক কালে যিনি ছিলেন, যৌবনকালে তিনিই আছেন, বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনিই
থাকিবেন । আত্মার কখনও অন্যথা হয় না । “আমি” স্থূল-সূক্ষ্মাদিভেদে যখন যে দেহেই থাকি
না কেন “আমি” সর্বথা সেই “আমিই” থাকি । দেহের ন্যায় যদি “আমি” পরিবর্তনশীল হইতাম,
তবে “বালক আমি” ও “যুবা আমি” এই স্বতন্ত্রতা অনুভূত হইত । দৈহিক অবস্থার পার্থক্য
দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু “আমিত্ব” বোধের কিছুমাত্র ভিন্নতা হয় না শরীরতত্ত্ববিদগণের মতে
শরীরে পরমাণুপঞ্জ প্রতি ১০।১২ বৎসরে সম্পর্গ নতন হইয়া যায় ও প্রত্যক্ষতঃও দেখা যায় যে
বালক কালের মুষ্টির সহিত আমার যৌবনমুষ্টির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, এবং বর্তমানের সহিত
বাক্ক্যেরও থাকিবে না । আবার স্বপ্নাবস্থায় ও যোগাবস্থায় দেহী কত বিচিত্র দেহে বিহার
করেন, কিন্তু কুত্রাপি ও কদাপি “আমি” জ্ঞানের পার্থক্য হয় না । জীবগণ “আমি স্থূল,” “আমি
গৌর,” “আমি মনুষ্য,” “আমি জাত,” “আমি পীড়িত” ইত্যাদি দৈহিক অবস্থা, মরুমরীচিকাভা
ভ্রম বশতঃ আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে । দেহনাশে আত্মার বিনাশের আশঙ্কা কোথায় ?
শ্রুতি বলেন—“ন জায়তে ম্রিয়তে বা” ইতি (ক) । পুনঃ যদি এরূপ মনে কর যে, পদনখাগ্র
হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত শরীরই আত্মা ; আত্মার বিভূত্ব প্রযুক্ত তবে ভীষ্মাদির দেহরূপ আত্মা
তোমার দেহরূপ আত্মার দ্বারা হত হইবে এ আশঙ্কা করিতেছ কেন ? শ্রুতি কহিতেছেন—

(ক) কঠ, ২।১৮ ; গীতা, ২।২০ ।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাহ্মা ইতি” (খ) ; অর্থাৎ একই আত্মারূপী দেবতা সর্বপ্রাণীতে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সর্বভূতে তিনি অন্তরাহ্মা। অনবচ্ছেদকত্ব প্রযুক্ত আত্মার জন্মমরণাদি অজ্ঞানকল্পনামাত্র। তোমার “বাল্যাবস্থার” মৃত্যু হইয়াছে, তুমি যেমন তজ্জন্ম শোক করিতেছ না, তদ্রূপ এতৎ স্থলদেহনাশেও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি শোকাক্ত হইবেন না ॥ ১৩ ॥

অন্থয়বোধিনী । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংসর্গ) তু (কিন্তু) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখদায়ী), আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তিবিনাশশীল), অনিত্যাঃ [চ] (ও অনিত্য) ; [অতএব] ভারত (হে ভারত !) তান [তাহাদিগকে] তিতিক্ষস্ব [সহ্য করিবে] ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্তেয় ! ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়ের সংসর্গ শীতোষ্ণাদি সুখ ও দুঃখদায়ী হইয়া থাকে ; কিন্তু হে ভারত ! সমস্তই অনিত্য, অতএব তত্ত্বাবং সহ্য করাই তোমার কর্তব্য। অর্থাৎ এইরূপ ইষ্টানিষ্টও অনিত্য, তজ্জন্ম হর্ষ বিষাদ না করিয়া তাহা ধীর ভাবে সহ্য করিবে ॥ ১৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যদ্যপ্যত্রবিনাশনিমিত্তো মোহো ন সম্ভবতি নিত্য আত্মোতি বিজানতঃ । তথাপি শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লৌকিকো দৃশ্যতে । সুখবিয়োগ-নিমিত্তো মোহঃ দুঃখসংযোগনিমিত্তশ্চ শোকঃ । ইত্যেতদজ্জুনস্যা বচনমাশঙ্ক্যাহ--মাত্রাস্পর্শা ইতি । মাত্রা আভির্ম্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি । মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ । তে শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ । শীতমুষ্ণং সুখং দুঃখং চে প্রযচ্ছন্তীতি । অথবা স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ । মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ । শীতং কদাচিৎ সুখং কদাচিদুঃখম্ । তথোষ্ণমপ্যনিয়তস্বরূপম্ । সুখদুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতো ন ব্যভিচরতঃ —অতস্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়োঃ গ্রহণম্ । যস্মাক্তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ আগমাপায়িন আগমাপায়-শীলাস্তস্মাদনিত্যাঃ । উৎপত্তিবিলয়রূপত্বাৎ । অতস্তাত্ত্বীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব । তেষু হর্ষং বিষাদং চ মাকার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু তানহং ন শোচামি । কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজং মামেবেতি চেৎ ? তত্রাহ--মাত্রাস্পর্শা ইতি । মীয়ন্তে জায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়রত্তয়ঃ । তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সম্বন্ধাঃ । তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি । তে

যং হি ন ব্যথযান্ত্যতে পুরুষং পুরুষম্ভ ।

সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

দ্বাগমাপায়বদ্ধানিত্যা অস্থিরাঃ । অতস্তাংস্তিতিক্ষস্ব সহস্র । যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্ত্বৎ-
কালকৃত্যঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি । এবমিষ্টসংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি
তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং ন তু তন্নিমিত্তহর্ষবিষাদপারবশ্যমিতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদ্বারা বিষয় বিদিত হওয়া যায় তাহার নাম, অর্থাৎ
রূপাদিবিষয়বোধক নেত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির নাম “মাত্রা” । ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়সম্বন্ধের নাম
“মাত্রাস্পর্শ” । নেত্রাদি ইন্দ্রিয়জনিত তত্ত্বদ্বিষয়াকার অন্তঃকরণপরিণামরূপ বৃত্তিসমূহের নামও
“মাত্রাস্পর্শ” । এতাবৎ আগম—উৎপত্তি, ও অপায়—বিনাশ বিশিষ্ট । এজন্য শীতোষ্ণাদি, বা
হর্ষবিষাদাদি কিংবা ইষ্টানিষ্টাদি সমস্তই অনিত্য । অন্তঃকরণ বিকারযুক্ত; তাহার সহিত
নির্বিকার নিগুণ আত্মার সম্বন্ধ কি ? “সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ” (শ্রুতি) (ক) । আত্মা
সর্বসাক্ষী, চৈতন্যরূপ, অদ্বিতীয় ও নিগুণ । অনিত্য অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি-ধর্ম নিত্য
নির্বিকার আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না । কেননা “নিত্য” ও “অনিত্য” এই বিরুদ্ধপদার্থ-
দ্বয়ের ধর্ম এক হইবার উপায় নাই । অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া আত্মার ভেদ
কল্পনা করা মহাদ্রম । কেননা, আত্মা সদ্ভূত—স্বরূপে সর্ববস্তুতে সদাই বিদ্যমান, সত্তা-
স্বরূপের ভেদকল্পনা হইতেই পারে না । “ন্যায়” ও “মীমাংসা” উভয়েই অন্তঃকরণকে সুখদুঃখাদির
উৎপত্তির কারণ স্বীকার করিয়াছেন । আত্মাকে নৈয়ায়িকগণ সুখদুঃখাদির সমবায়ি কারণ
বলেন বটে, কিন্তু আত্মাতে গুণারোপ করা শ্রুতিবিরুদ্ধ । মীমাংসার মতে আত্মা নিগুণ ও
অন্তঃকরণ সুখদুঃখাদির উপাদান কারণ । শ্রুতি বলিতেছেন, “কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা-
হশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহুঁধীভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এবোতি” (খ) ; অর্থাৎ কামনা, সঙ্কল্প সংশয়, শ্রদ্ধা,
অশ্রদ্ধা, ধৈর্য বা ধারণা, অধৈর্য, লজ্জা, বৃত্তিজ্ঞান, ভয় এতাবৎ মনই । আবার কামাদিই
সুখদুঃখের কারণ ; সুতরাং শ্রুতি, মনঃ—অন্তঃকরণকেই সুখদুঃখাদির হেতু নিরূপণ করিলেন ।
অতএব হে অজ্ঞান ! শীতাতপাদি এক সময়ে সুখকর ও সময়ান্তরে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে ।
এতাবৎ আত্মার ধর্ম নহে । ভীষ্মদ্রোণাদির সংযোগবিয়োগরূপ মাত্রাস্পর্শ ধীরতা পূর্বক তোমার
সহ্য করা কর্তব্য । কেননা হুঁহাতে আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই । এই শ্লোকে ভগবান্
অজ্ঞানকে “কৌন্তেয়” ও “ভারত” এই পদদ্বয়ে সম্বোধন এইজনা করিলেন যে, তোমার মাতৃকুল
ও পিতৃকুল উভয় কুলই বিশুদ্ধ, অতএব তোমার অজ্ঞানচিন্তা শোভা পায় না ॥ ১৪ ॥

অনুবোধিনী । পুরুষম্ভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ !) এতে (এই শীতোষ্ণাদি)
সমদুঃখসুখং (দুঃখে ও সুখে সমান জ্ঞানবিশিষ্ট) যং ধীরং পুরুষং (যে পণ্ডিত পুরুষকে) ন

ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (মোক্ষলাভের নিমিত্ত) কল্পতে (উপযোগী হন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! যে ধীর ব্যক্তির দুঃখে সুখে সমান জ্ঞান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বিষয়স্পর্শ যাঁহাকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই ধর্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভের উপযুক্ত অধিকারী ॥ ১৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ । শীতোষ্ণাদীন্ সহতঃ কিং স্যাদিতি ? শুনু-যং হীতি । যং হি পুরুষম্ । সমে দুঃখসুখে যস্য তং সমদুঃখসুখম্ । সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতম্ । ধীরং ধীমন্তম্ । ন ব্যথয়ন্তি ন চালয়ন্তি । নিত্যানুদর্শনাদেতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ । স নিত্যানিত্যস্বরূপদর্শননিষ্ঠো দ্বন্দ্বদুসহিষ্ণুরমৃতত্বায়--অমৃতভাবায় মোক্ষায়েত্যর্থঃ--কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ১৫ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ--যং হীত্যাदि । এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি । সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্ । তৈরবিক্ৰিয়মাণো ধর্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দিপনী । অনেকে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া মনে করিয়া থাকেন । এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন ।

“কর্মেদ্রিয়াণি খলু পঞ্চ তথাহপরাণি জ্ঞানেদ্রিয়াণি মন আদি চতুষ্টয়ং চ ।

প্রাণাদি পঞ্চকমথো বিয়দাদিকং চ কামশ্চ কর্ম চ পুনরষ্টমী পুং ॥” ইতি ॥

১—কর্মেদ্রিয়াণি (বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ), ২—জ্ঞানেদ্রিয়াণি (শোত্র, নেত্র, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্), ৩--অন্তঃকরণ (মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার), ৪—প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও বান), ৫—ভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও বোম), ৬--কাম, ৭--কর্ম, ৮--তমঃ (অবিদ্যা), এই অষ্টপুরে যিনি নিবাস করেন, তিনিই পুরুষ । পুরুষ রূপ আত্মা এতাবৎ হইতে স্বতন্ত্র । শ্রুতি বলিতেছেন--“স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পুর্ষু পুরিশয়ঃ” (ক) চৈতন্য স্বরূপ আত্মা শরীরাদি রূপ সর্ব পুরীতে নিবাস করেন বলিয়া “পুরুষ” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন । যেমন রক্তবর্ণ জবাকুসুম নিশ্চল স্ফটিকের নিকট থাকিলে জবার রক্ত আভা স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সুখদুঃখরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম, গুণকর্মবর্জিত স্বচ্ছ আত্মাতে ভ্রম বশতঃ আরোপিত হইয়া থাকে ।

“সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈবাহ্যদোষৈঃ ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাষ্ট্রা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥” (শ্রুতি) ॥ (খ)

সূর্য যেমন সমস্ত জগতের প্রকাশক হইয়াও জগতের বাহ্য দোষে লিপ্ত নহেন তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় সর্বভূতে বিরাজমান আত্মা বাহ্য দুঃখে লিপ্ত হয়েন না । অতএব ধীর পুরুষ আপনাকে ব্রহ্মান্বস্বরূপে বিদিত হইয়া শোক-দুঃখের উপাদান-স্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করতঃ অদ্বিতীয়

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।

উভায়োরপি দৃষ্টোহন্তস্তনয়োস্তদ্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

স্বপ্রকাশ পরমানন্দ-রূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। আত্মা সদাই মুক্ত। বুদ্ধি আদি উপাধিকৃত বন্ধনভাব স্ফটিক-জবাসম্বন্ধবৎ আত্মাতে ভ্রম বশতঃ আরোপিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ আত্মা নিত্য, বিত্ত ও অদ্বিতীয়। অজ্ঞানরূপ কারণ উপাধি দ্বারা আত্মাতে ভেদবুদ্ধি কল্পিত হয়। আত্মার স্বরূপোপলব্ধি হইলে সুখদুঃখ বা শীতোষ্ণাদির অনুভব হয় না। “তরতি শোকমাত্মবিৎ” (শ্রুতি) (ক)। আত্মবেত্তা পুরুষ শোকসন্তাপ হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। “পুরুষর্ষভ” পদদ্বারা ভগবান্ অজ্ঞানকে সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচনা করিলেন যে, তুমি স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ও পরমানন্দরূপ শ্রেষ্ঠতাপূর্ণ, তোমার আবার শোক-দুঃখ দ্বন্দ্বের কল্পনা কি? তুমি দ্বৈতবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আপনাকে মুক্ত বলিয়া বিদিত হও ॥ ১৫ ॥

অনয়বোধিনী। অসতঃ (অসৎ পদার্থের) ভাবঃ (অস্তিত্ব) ন বিদ্যতে (নাই)। সতঃ (সৎপদার্থের) অভাবঃ (নাশ) ন বিদ্যতে (নাই)। তত্ত্বদর্শিভিঃ তু (কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ-কর্তৃক অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অন্তঃ (নির্ণয়) দৃষ্টঃ (স্থিরীকৃত হইয়াছে) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে পদার্থ অসৎ, তাহার বিদ্যমানতা কোন কালেই নাই, এবং যাহা সৎ, তাহার অভাবও কোন কালে নাই, তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ এইরূপে সদস্য উভয়ের নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। ইতশ্চ শোকমোহাবকৃতা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তম্। যস্মাৎ—নাসত ইতি। নাসতোহবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য ন বিদ্যতে। নাস্তি ভাবো ভবনমস্তিতা। ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমাণং বস্তু সম্ভবতি। বিকারো হি সঃ। বিকারশ্চ ব্যভিচরতি। যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমাণং মৃদ্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসস্তথা সর্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসন্। জন্মপ্রধ্বংসাত্যাং প্রাগ্জ্ঞং চানুপলব্ধেঃ। কার্যস্য ঘটাদের্মূদাদিকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্ত্বং। তদসত্ত্বে চ সর্বভাব-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ? ন। সর্বত্র বুদ্ধিধ্বয়োপলব্ধেঃ—সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি। যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ। যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ। ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতত্ত্বে স্থিতে সর্বত্র দ্বে বদ্ধী সর্বৈরূপলভ্যোতে সামানাধিকরণেন নীলোৎপলবৎ সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ অন্তীতি। এবং সর্বত্র তয়োবুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি। তথা চ দর্শিতম্। ন তু সদ্বুদ্ধিঃ। তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োহসন্ ব্যভিচারাৎ। ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োহব্যভিচারাৎ। ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ? ন। পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ। বিশেষণ-বিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিঃ। অতোহপি ন বিনশ্যতি।

অথ সদ্ভুক্তিবদ্বটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যত ইতি চেৎ ? ন । পটাদাবদর্শনাৎ । সদ্ভুক্তিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যত ইতি চেৎ ? ন । বিশেষ্যভাবাৎ । সদ্ভুক্তির্বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিংবিষয়া সাৎ ? ন তু পুনঃ সদ্ভুক্তের্বিশেষ্যভাবাৎ । একাধিকরণত্বং ঘটাদিবিশেষ্যভাবে ন যুক্তিমিতি চেৎ ? ন । যদিদমুদকমিতি মরীচাদাবনাতরাভাবেহপি সামান্যাধিকরণাদর্শনাৎ । তস্মাদ্বেহাদেদ্বন্দ্বস্যা চ চকারণস্যাসতো ন বিদ্যতে ভাব ইতি । তথা সতশ্চান্ননোহভাবোহবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্বত্রাব্যভিচারাদিত্যবোচাম । এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতোরুভয়োরপি দৃষ্ট উপলব্ধাহন্তো নির্ণয়ঃ--সৎ সদেবাসদসদেবেতি অনয়োর্থ্যথোক্তয়োস্তত্ত্ব-দর্শিভিঃ । তদিতি সর্ব্বনাম । সর্ব্বং চ ব্রহ্ম । তস্য নাম তদিতি । তত্ত্বাস্তত্ত্বম্ । ব্রহ্মণো যথাত্মম্ । তদ্বদ্রষ্টুং শীলং যেযাং তে তত্ত্বদর্শিনঃ । তৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ । ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাপ্রিত্য শোকং মোহং চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি--বিকারোহয়-মসন্নেব মরীচিজনবন্নিথ্যাহবভাসতে--ইতি মনসি নিশ্চিত্য তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়বাম্ ? অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ--নাসতো বিদ্যত ইতি । অসতোহনাশ্বর্ষম্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণ-দেহাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে । তথা সতঃ সংস্রভাবসাত্মনোহভাবো নাশো ন বিদ্যতে । এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ । কৈঃ ? তত্ত্বদর্শিভিঃ । বস্তুযাথার্থ্যাবেদিভিঃ । এবংভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি সংস্বরূপ আত্মা একই হইলেন, তবে সেই সংস্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাসমান এই সংসারও সত্য, এবং এই সংসারে বিদ্যমান সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে । উহা জ্ঞানের দ্বারা নিরৃত্ত হইবার নহে । কেননা, তাহা হইলে জ্ঞানপ্রভাবে আত্মারও নিরুক্তি হইয়া যাইত । এতৎ সমাধানার্থ ভগবান্ এইরূপ সঙ্কেত করিলেন যে, শুক্তিকাতে রজতজ্ঞান যেক্রপ কল্লিত আরোপমাত্র, বস্তুতঃ তাহাতে রজতত্ব নাই, তদ্রূপ এই জগৎপ্রপঞ্চ সদাত্মাতে কল্পনা মাত্র । জ্ঞানদ্বারা আত্মার স্বরূপ বোধ হইলেই সংসারের সত্যাত্মম বিদূরিত হয় । ইহাতে পাছে অজ্ঞানের এরূপ সংশয় হয় যে, আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই যখন প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে আত্মা ও জগৎ উভয়ই সত্য অথবা উভয়ই অসত্য না হইবে কেন ? এইজন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন ।

যাহা দেশ, কাল ও বস্তুপরিচ্ছেদের অধীন তাহাই অসৎ ; অর্থাৎ যাহা অনাত্ম নাই এখানে আছে, দেশপরিচ্ছেদের জন্য তাহা অসৎ । যাহা পূর্বে ছিল না, এক্ষণে রহিয়াছে, কিন্তু পরে থাকিবে না, তাহা কালপরিচ্ছেদের অধীন, সূতরাং অসৎ । সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই তিন প্রকার ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ । আত্মরূপে ও নিম্নরূপে যে ভেদ, তাহাকে সজাতীয় ভেদ কহে ; পাষণে ও রূপে যে ভেদ ; তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ ; ও একই রূপের শাখা, পত্র, পুষ্পাদির মধ্যে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা স্বগতভেদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । অথবা জীব ও

ঈশ্বরে ভেদ, জীব ও জগতে ভেদ, জীবের মধ্যে পরস্পর ভেদ, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে ভেদ এবং জগতের পরস্পর ভেদ, এই পঞ্চবিধ ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ । প্রোক্ত ভেদসমূহের কোন রূপ ভেদ যে পদার্থে দৃষ্ট হয়, তাহা অসৎ । এতাবৎ লক্ষণানুসারে “জগৎ অসৎ” ইহাই সিদ্ধান্ত হয় । কারণের কারণ রূপে বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্তামাত্র সৎ, এবং তদধিকরণে অবস্থাবিশেষে, সময়বিশেষে দেশবিশেষে, পাত্রবিশেষে অনুভূত, প্রকাশিত, বা আবির্ভূত সমস্ত ব্যাপারই অসৎ ।

“সদেব সৌমোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥” (শ্রুতি) ॥ (ক)

“ঐতদাত্মমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥” (শ্রুতি) ॥ (খ)

হে সৌমা ! এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ, উৎপত্তির পূর্বে সৎ রূপেই ছিল । সেই সৎ বস্তু এক ও অদ্বিতীয় । এ সমস্ত জগতে আত্মময় ; সেই আত্মা সত্যস্বরূপ । হে শ্বেতকেতো ! সেই সৎ স্বরূপ আত্মাই তুমি । সৎস্বরূপের এই শ্রুতিবিহিত চিত্রটী কোন পরিচ্ছেদাদি দ্বারা নিত্যবিদ্যমানতার বাধা পাইল না । সৎ—জগৎস্বরূপ; ও অসৎ—তরঙ্গ বা স্ফুরণ বা ক্ষণবিক্ষেপসী বিকাশ মাত্র । তরঙ্গ বলিয়া যেমন স্বতন্ত্র কোন বস্তু কোন কালেই নাই তদ্রূপ অসৎ বস্তু কোন কালেই নাই । একমাত্র সৎ বস্তুই অসম্মিষত্তি দ্বারা মুক্তি লাভ করে । অসৎ ভাবের নিরুত্তি হইলেই সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদির অনুভব অনায়াসেই নিরন্তর হইতে পারে ॥ ১৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সমস্তই অনিত্য । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি এবং অন্তঃকরণগ্রাহ্য স্মৃতি, চিন্তাদির বিদ্যমানতা না থাকিলে দেশ ও কালের অস্তিত্বও থাকে না, এইজন্য দেশ ও কাল অসৎ, ইহাই নামরূপময় মায়া । নাম বা শব্দ দ্বারা প্রধানতঃ কালজ্ঞান হয়, এবং রূপ দ্বারা দেশের ধারণা হয় বলিয়া ইঙ্গিতে কাল ও দেশের অন্তর্ভুক্ত বাহ্যজগৎ নামরূপময় মিথ্যামায়ার বিকাশরূপে কথিত হয় । আত্মা দেশ ও কালের অতীত, তাহা সংখ্যাাদি দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না, সুতরাং আত্মা এক । জীবের অন্তঃকরণের ভিন্নতা-বশতঃ আত্মার যে পার্থক্য অনুমিত হয় তাহা ভ্রান্তি মাত্র । যে সত্যস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ববশতঃই—চেতন ও অচেতন পদার্থে জড়তা, ক্রিয়া ও বিচারশক্তি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একত্র প্রকাশিত রহিয়াছে, সকলের কারণ সেই সৎস্বরূপকে ত্রিগুণময়ী বুদ্ধি ধারণা করিতে পারে না, কেননা আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ । যেমন সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত আলোক দ্বারা চন্দ্র অমাবস্যার দিনে সূর্য্যের নিকটে থাকিয়াও সূর্য্যকে বিশেষভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ বুদ্ধিও আত্মার চৈতন্য-সত্তার জ্ঞানযুক্ত হইয়াও আত্মাকে পৃথক্ রূপে জানিতে পারে না । আত্মার চৈতন্যশক্তি স্বতঃসিদ্ধ । তাহা বুদ্ধিরূতি-নিরুদ্ধ হইলেই স্বয়ং প্রকাশিত হয় । আত্মসত্তার বিশেষ বিকাশ অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি (চিন্তাপ্রবাহ)-নিরোধ-সাপেক্ষ । যুক্তি তর্কের দ্বারা আত্মার উপলব্ধি হয় না, কেননা উহা বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে । দৃশ্যজ্ঞান নিরুত্তির পর বুদ্ধি নিদ্রাভিভূত না হইয়া নিরুদ্ধ হইলে আত্মসত্তা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেই আত্মা যে নিত্য-মুক্ত তাহার নিশ্চয় হইতে পারে ॥ ১৬ ॥

অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । যেন (যাঁহা কৰ্ত্তৃক) ইদং সৰ্ব্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ তু এব (তাহাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিক্রি (জানিও) । কশ্চিৎ (কেহই) অস্যা অব্যয়স্য (এই অব্যয় স্বরূপের) বিনাশং কৰ্ত্তুং (বিনাশ করিতে) ন অৰ্হতি (সমর্থ হয় না) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চের সত্তারূপে পরিব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই; কেহই এই অব্যয়স্বরূপের বিনাশ সাধনে সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিং পুনস্তদযৎ সদেব সৰ্ব্বদাস্তীতি ? উচ্যতে—অবিনাশীতি । অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলমস্যেতি । তু শব্দঃ সতো বিশেষণার্থঃ । তদ্বিক্রি বিজানীহি । কিং ? যেন সৰ্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং সদাখান ব্রহ্মণা সাকাশম্ । আকাশেনেব ঘটাদয়ঃ । বিনাশম-দর্শনমভাবম্ । অব্যয়স্য—ন ব্যোতু্যপচয়াপচয়ো ন যাতীত্যব্যয়ম্ । তস্যাব্যয়স্য । নৈতৎ সদাখাং ব্রহ্ম স্তেন রূপেণ ব্যোতি ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাদেহাদিবৎ । নাপ্যাত্মীয়েন আত্মীয়াভাবাৎ । যথা দেবদত্তো ধনহান্যা ব্যোতি । ন ত্বেবং ব্রহ্ম ব্যোতি অতোহব্যয়স্যাস্য ব্রহ্মণো বিনাশং স কশ্চিৎ কৰ্ত্তুমৰ্হতি । ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি । ঈশ্বরোহপি । আত্মা হি ব্রহ্ম । স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র সৎস্বভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যনোক্তং বিশেষতো দর্শয়তি অবিনাশি ত্বিতি । যেন সৰ্ব্বমিদমাগমাপায়ধৰ্ম্মকং দেহাদি ততং তৎ সাক্ষিভ্বন ব্যাপ্তম্ । তত্ত—আত্মাস্বরূপমবিনাশি বিনাশশূন্যং বিক্রি জানীহি । অত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদি সৎ স্বরূপের দৃশ্যমান স্ফুরনই প্রপঞ্চ জগতের বিদ্যমানতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে জগতের দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছিন্নতা রূপ “বিনাশধৰ্ম্ম” সৎস্বরূপে আরোপিত না হইবে কেন ? এই দ্রাস্তি শান্তির জন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন ।

ঈষদন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে রজ্জুকে সর্প বা দণ্ডবৎ প্রতীতি হয় । রজ্জু বস্তুতঃ তথায় সর্প বা দণ্ডে পরিণত হয় নাই ; কেবল দ্রষ্টার অধাসপুণে সর্প বা দণ্ডের উপাধিক দৃষ্টি হইতেছে মাত্র । তদ্রূপ সৰ্ব্বথা অপরিচ্ছিন্ন সদ্ভবরূপ স্ফুরণে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়বৃত্তি বিজৃম্বণ জন্য “বিনাশ” রূপ কল্পিত ধৰ্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে । বস্তুতঃ সদ্ভবস্ফুরণের উৎপত্তি ও বিনাশ আদৌ নাই । সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকলাপ নিরুদ্ধ হইলে এই পরিচ্ছেদময় প্রপঞ্চের কণামাত্র জ্ঞানও থাকে না, অথচ সদ্ভবের বিদ্যমানতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে না । যদি সুষুপ্তি কালে আত্ম-

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

সত্তারও বিনাশ হইত, তবে জীব জাগরিত হইয়া “আমি এতক্ষণ সুষুপ্ত ছিলাম” ইহা কদাচ অনুভব করিতে পারিত না ; এবং সুষুপ্তির পূর্বে যে “আমি” ছিলাম, পুনর্জাগ্রদশায়ও সেই “আমি” আছি, ইহা বুঝিতে সমর্থ হইত না । যথা শ্রুতি—

“যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্তৈব তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্ট দৃষ্টেবিপরিলোপো বিদাতেহবিনাশিত্বাৎ ॥” (ক)

সুষুপ্তিকালে আত্মার যে দ্বৈতপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় না, চৈতন্য-রূপ স্ফুরণের অভাব তাহার কারণ নহে, কিন্তু আত্মা স্বগত চৈতন্য স্ফুরণ সহ দেখিলেও দ্বৈত প্রপঞ্চেরই অভাববশতঃ তাহা দৃষ্ট হয় না ; কেননা, দ্রষ্টা আত্মার স্বরূপ স্ফুরণরূপ দৃষ্টি বিনাশবর্জিত ; সুতরাং স্ফুরণ দৃষ্টির কোন কালেই অভাব হয় না । ইহা দ্বারা শ্রুতি, স্ফুরণ-দৃষ্টির নিত্য অপরিচ্ছিন্ন সত্তা প্রমাণ করিলেন । আত্মা বা তৎস্ফুরণরূপ অনন্ত সত্তার কখনই বিনাশ নাই । আত্মাতে অন্তঃকরণের ক্রিয়াশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াই এই প্রপঞ্চ জগতের কল্পনা করিয়া থাকে । এই কল্পনা অসৎ, এবং ইহার অপরিচ্ছিন্ন নিতা-বিদ্যমানতা কিছুতেই সম্ভবে না । যাহা সৎ, তাহা নিত্য, অব্যয় ও অনন্ত । বিনাশ বা উৎপত্তি সম্ভবের ধর্ম নহে, উহা ঔপাধিক মাত্র ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । নিত্যস্য (অবিকারী) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছিন্ন) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সমস্ত দেহ) অন্তবন্তঃ (বিনাশধর্মশীল) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে) ; তস্মাৎ (সেই কারণে) ভারত (হে ভারত !) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । দেহী আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয় ; এই বিধ্বংস-বর্গশীল সমস্ত দেহই তাঁহার, ইহা তত্ত্বদর্শিগণ কহিয়াছেন । অতএব হে ভারত ! তুমি যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কিংপুনস্তদসদ্ যৎ স্বাত্মসত্তাং বাভিচরতীতি ? উচ্যতে—অন্তবন্ত ইতি । অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেমাং তেহন্তবন্তঃ । যথা মৃগতৃক্ষিকাদৌ সদ্ধৃষ্টিরনুরত্তা প্রমাণ-নিরূপণান্তে বিচ্ছিন্নদ্যতে স তস্যান্তঃ—তথ্যে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদেহাদিবচ্যন্তবন্তো নিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোহনাশিনোহপ্রমেয়স্যানোহন্তবন্ত ইত্যুক্তা বিবেকিভিরিতার্থঃ । নিত্যস্যানশিন ইতি ন পুনরুক্তম্ । নিত্যত্বস্য দ্বিবিধত্বল্লোকে । নাশস্য চ । যথা দেহো ভস্মীভূতোহদর্শনং গতো নষ্ট উচ্যতে । বিদ্যমানোহপি যথাহন্যথাপরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তো জাতো নষ্ট উচ্যতে । তন্নাশিনো নিত্যস্যেতি দ্বিবিধেনাপি নাশেনাসম্বন্ধোহসৌত্যর্থঃ । অন্যথা পৃথিব্যাদিবদপি নিত্যত্বং স্যাৎ । আত্মনস্তন্মা ভূদিতি নিত্যস্যানশিন ইত্যাহ । অপ্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরপরিচ্ছিন্ন-দ্যসৌত্যর্থঃ । ননাগমেনাত্মা পরিচ্ছিন্নদ্যতে প্রত্যক্ষাদিনা চ সর্বম্ । ন । আত্মনঃ স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ

সিদ্ধে হ্যায়নি প্রমাতরি প্রমিতসোঃ প্রমাণানুষণা ভবতি ন হি পূৰ্বমিথমহমিত্যায়ানমপ্রমাণ
পশ্চাৎ প্রমেয়পরিচ্ছেদায় প্রবর্ততে । ন হ্যাত্মা নাম কস্যাচিদপ্রসিদ্ধো ভবতি । শাস্ত্রং
তৃত্যং প্রমাণমতদ্ধৰ্ম্মাধ্যারোপণমাত্রনিবর্তকত্বেন প্রমাণত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যতে । ন ত্বজ্ঞাতার্থ-
জ্ঞাপকত্বেন অথা চ শ্রুতিঃ—যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব ক্ষ য আত্মা সৰ্ব্বান্তর ইতি (ক) । যস্মাদেবং
নিত্যোহবিক্রিয়শ্চাত্মা তস্মাদ্ যুধ্যস্ব । যুদ্ধাদুপরমং মা কাৰ্য্যীরিত্যর্থঃ । ন হ্যত্র যুদ্ধকর্তৃবাতা
বিধীয়তে । যুদ্ধে প্রযত্তা এব হসৌ শোকমোহপ্রতিবন্ধস্তুষ্টীমাস্তে । অতস্তস্য কৰ্ত্তব্য
প্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভগবতা ক্রিয়তে । তস্মাদ্ যুধ্যস্বেতানুবাদমাত্রং । ন বিধিঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । আগমাপায়ধৰ্ম্মকমসদর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি । অন্তো
নাশো বিদ্যতে যেমাং তেহন্তবন্তঃ । নিত্যস্য সৰ্বদৈকরূপস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ । অত-
এবানাশিনো বিনাশরহিতস্য । অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্যাশ্রয়ঃ ॥ ইমে সুখদুঃখাদিধৰ্ম্মকা দেহা
উক্তান্তত্বদর্শিভিঃ । যস্মাদেবাশ্রয়ো ন বিনাশঃ । ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ । তস্মান্মোহজং
শোকং তাত্মা যুধ্যস্ব । স্বধৰ্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । জড়বুদ্ধি জড়বাদিগণ মনে করে যে, যেমন চূর্ণ ও
খদির একত্র হইলেই স্বভাবতঃ রক্তবর্ণের সঞ্চার হয়, অল্পদ্রুপ পঞ্চভূতের সমাগমরূপ দেহ গঠিত
হইলেই ভৌতিক স্বভাববশতঃ স্বতঃই চৈতন্যের [আত্মস্ফুরণ] প্রকাশ হইয়া থাকে । পাছে
অজ্ঞান এই ভ্রমবুদ্ধির বশবর্তী হইবেন, সেইজন্য ভগবান্ ইতঃপূর্বে “নাসতো বিদ্যাতে ভাবঃ”
ইত্যাদি বলিয়াও পুনর্ব্বার এই শ্লোকে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

এই শ্লোকে, “দেহাঃ” এই বহুবচনাত্ত পদ দ্বারা ভগবান্ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ বিরাট্ সূত্র
অব্যাকৃত (বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম ভিন্ন জগদুৎপত্তি-বীজ) নামক সমষ্টি বাষ্টি তাবৎ শরীরকেই লক্ষ্য
করিয়াছেন । পঞ্চকোষও এই শরীরত্রয়ের অন্তর্গত । অন্নময়কোষ স্থূলশরীর, প্রাণময়, মনোময় ও
বিজ্ঞানময়কোষ সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময়কোষ কারণশরীরের অন্তর্গত । অথবা ত্রিলোকমধ্যে
বিদ্যমান যতপ্রকার প্রাণিদেহ আছে, তৎসমস্তই এক জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মারই অধিষ্ঠানভূমি
এইরূপ লক্ষিত হইয়াছে । যাহা চিরকাল থাকে তাহা “নিত্য” ; কিন্তু কালেরও যদি ধ্বংস হয়,
তাহাতে আত্মস্ফুরণের পরিচ্ছেদ বা বিনাশের আশঙ্কা হইতে পারে, এই জন্য ভগবান্ এই শ্লোকে
সদ্বন্তর “নিত্য” ও “অবিনাশি” এই উভয় বিশেষণই দিয়াছেন । ঘটপটাদির প্রমাণাদি জন্য
যেমন সূর্য্যের প্রকাশাদির প্রয়োজন হয়, কিন্তু সূর্য্য অন্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত
হইবেন, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রমাণ-প্রয়োগাদির অপেক্ষা করেন না, এইজন্য তিনি “অপ্রমেয়”,
যথা শ্রুতি--

“একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ ।” (খ)

“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যাতো ভাতি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্ব্বং তস্য ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥” (গ)

“যেনেদং সৰ্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ...বিজাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥” (ক)

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা একস্বরূপেই দ্রষ্টব্য। তিনি অপ্রমেয় এবং ধ্রুব অপ্রমেয়। সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপের তেজে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র-তারাগণও প্রকাশ দানে অসমর্থ, বিদ্যুদ্গগণও তথায় প্রকাশ দিতে পারে না, অগ্নিই বা কোথা হইতে পারিবে? তাহার প্রকাশেই সমস্তের প্রকাশ, ও তাহারই জন্য সমস্ত জগৎ প্রতীত হইতেছে। সেই সৰ্ব্বদর্শী সৰ্ব্বজ্ঞ আত্মাকে জীব কোন্ প্রমাণে জানিতে পারিবে? তিনি প্রমেয় নহেন। এই স্বপ্রকাশ অপ্রমেয় আত্মাতে “অসৎ” ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। চৈতন্য জড় হইতে উৎপন্ন হয় নাই, বরং স্বপ্রকাশক চৈতন্য আছেন বলিয়াই জড় জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। আত্মস্ফুরণেই অন্তঃকরণের রুত্তিসহযোগে জগৎ দৃষ্ট হয়। অন্তঃকরণরুত্তি নিচয়েরও প্রকাশক আত্মা। আত্মা নিত্য, অবিনাশী, সৰ্ব্বব্যাপী; আত্মার বিনাশশঙ্কায় তুমি যুদ্ধে পরাভূত হইও না। ভীষ্ম দ্রোণাদির দৃশ্যমান স্থূল দেহ তো অনিত্য, উহা বিনষ্ট হইবেই হইবে। অতএব অবশ্য বিনশ্বর দেহনাশে রথা নিরন্ত হইয়া কেন স্বীয় ধর্ম নষ্ট করিতেছ? এ শ্লোকে যে “যুধ্যস্ব” পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, জগবান্ উহা “কৃত্তিয়ার ধর্ম বিধিবাক্য বলিয়া ব্যবহার করেন নাই; কেননা আত্মজ্ঞানোপদেশকালে “বিধি-নিষেধের” কথা উঠিতে পারে না। অজ্ঞান প্রথমেই যে যুদ্ধে প্ররুত হইয়া রণক্ষেত্রে আসিয়াছেন, জগবান্ তাহারই অনুবাদ করিলেন মাত্র। যেমন কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ভোজন করিতে বসিয়া যদি কোন অশুদ্ধির আশঙ্কা করিয়া ভোজন হইতে নিরন্ত হয় এবং তখন যদি কোন ধর্মাত্মা তাহার আশঙ্কা নিরসনপূর্ব্বক বলেন, “তুমি ভোজন কর”, তবে এখানে “ভোজন কর” বিধিবাক্য হয় না, তাহার পূর্ব্বারব্ধ কার্য্যের অনুবাদ করা হয় মাত্র ॥ ১৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। চূর্ণ ও খদির একত্র হইবার পূর্ব্বেও তাহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ প্রকাশের শক্তি বিদ্যমান থাকে, সংযোগদ্বারা উহা আমাদের চক্ষুগ্রাহ্য হয় মাত্র। রক্তবর্ণ প্রকাশের কারণ সূক্ষ্মভাবে থাকায় সংযোগের পূর্ব্বে আমাদের চক্ষু উহা গ্রহণ করিতে পারে না। সেইরূপ চৈতন্য স্বরূপ বুদ্ধসত্তা নিত্যপ্রকাশমান থাকিলেও চিত্তরুত্তি নিরোধের অভাব বশতঃ উহা কেহই স্বরূপতঃ জানিতে পারিতেছে না। এইজন্য দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই আমরা আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। সুতরাং আত্মা স্বয়ংই পঞ্চভূতাদির সংযোগ দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়পথে প্রকাশিত হয়েন, দেহেন্দ্রিয়াদি আত্মার প্রকাশক বা উৎপাদক নহে। আত্মা দেহোৎপত্তির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলেন বলিয়াই দেহনাশের পরেও থাকিবেন, এইরূপ যুক্তিযুক্ত অনুমান করা যাইতে পারে। অনাদি কর্ম্মফল প্রভাবে দেহসম্বন্ধই আত্মার জন্ম, এবং এই সম্বন্ধের নাশই মৃত্যু বলিয়া কথিত হয়; নতুবা আত্মার স্বরূপতঃ জন্ম মৃত্যু নাই ॥ ১৮ ॥

য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চনং মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্যবোধিনী । যঃ (যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হস্তারং (হস্তা) বেত্তি (মনে করেন), যশ্চ (এবং যিনি) এনং (ইহাকে) হতং (বিনষ্ট) মন্যতে (মনে করেন), তৌ উভৌ [এব] (তঁাহারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ জানেন না), অয়ং (এই আত্মা) ন হস্তি (হনন করেন না), ন হন্যতে (হত হয়েন না) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । আত্মা অন্যকে হনন করেন, যিনি এইরূপ ভাবেন, এবং অন্যের দ্বারা আত্মা হত হয়েন, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তঁাহারা উভয়ে আত্মানভিজ্ঞ । কেননা, আত্মা কাহাকেও হনন করেন না, এবং কাহারও কর্তৃক নিহত হয়েন না ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাসাক্ষম্ । ন প্রবর্তকমিতি । এতস্যার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায় ভগবান্ । যন্তু মন্যসে—যুদ্ধে ভীষ্মাদয়ো ময়া হন্যন্তে—অহমেব তেষাং হন্তেতি—এষা বুদ্ধিশ্চমুশৈব তে । কথম্? য এনমিতি । য এনং প্রকৃতং দেহিনং বেত্তি বিজানীতি হস্তারং হননক্ৰিয়ায়াঃ কর্তারম্ । যশ্চেনমন্যো মন্যতে হতং দেহহননে হতোহমিতি হননক্ৰিয়ায়াঃ কৰ্ম্মভূতম্ । তাবুভৌ ন বিজানীতো ন জ্ঞাতবস্তা-ববিবেকেনাআনমহংপ্রত্যবিসয়ম্ । হস্তাহং—হতোহস্মাহমিতি দেহহননেনাআনং যৌ বিজানীতস্তাব্যবস্বরূপানভিজ্ঞাবিতার্থঃ । যস্মান্মায়মাআ হস্তি ন হননক্ৰিয়ায়াঃ কর্তা ভবতি । ন চ হন্যতে । ন চ কৰ্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ । অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তশোকো নিবারিতঃ । যদাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্—এতান্ন হস্তমিচ্ছামীতাদিনা—তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্ত-মিত্যাহ—য এনমিতি । এনমাআনম্ । আত্মনো হননক্ৰিয়ায়াঃ কৰ্ম্মত্ববৎ কৰ্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ—নায়মিতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাছে অজ্ঞান মনে করেন যে, “অশোচ্যাননুশোচন্তুম্” ইত্যাদি উপদেশ ও প্রবোধবাক্যে শোক অবিস্থিতি, ইহাতো বুঝিলাম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব গুরুজন বধে যে অধর্ম্ম হইবে, এতাবদুপদেশে কৈ তাহাতো দূর হইল না । অতএব যুদ্ধবাসনা অনুচিত । এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, দেহাআভিমানিগণই আত্মার বিনাশশক্তি করিয়া থাকে । আত্মা অচ্ছেদ্য অভেদ্য ও সর্ব্বথা স্বতন্ত্র ; আত্মস্বরূপ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে কি কেহ স্বরূপতঃ বধ করিতে পারে? আত্মা কিছুতেই হত হয়েন না, এবং কাহাকেও হনন করেন না । “য এনং বেত্তি হস্তারম্” এই বাক্যদ্বারা আত্মকর্তৃত্ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রতি এবং “যশ্চেনং মন্যতে হতম্” এই বাক্যদ্বারা দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকদিগের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে । এই শ্লোকটী কঠবল্লীশ্রুতির “হস্তা চেন্ননাতে হস্তং হতশ্চেন্ননাতে হতম্” (ক) এই পূর্ব্বার্জের ছায়ায় ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-

ন্নাযং ভূত্বাহভবিতা * বা ন ভূয়ঃ ।

অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহ্যং পুরাণো

ন হৃণতে হৃণ্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অম্বয়বোধিনী । অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কোন সময়ে) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না), ন বা ম্রিয়তে (অথবা মৃত হয়েন না), ভূত্বা বা (অথবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) অভবিতা (বিনাশ প্রাপ্ত হন), [ইতি] ন (ইহা নহে); [অতএব] অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (সর্বদা একরূপ) শাস্বতঃ (বিকারশূন্য) পুরাণঃ (অপরিণামী) অয়ম্ আত্মা (এই পুরুষ) শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনিষ্ট হইলে) ন হন্যতে (বিনিষ্ট হয়েন না) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েন না, অথবা বারংবার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিলাভও করেন না। তিনি অজ, নিত্য, শাস্বত ও পুরাণ। শরীর বিনিষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথমবিক্রিয় আত্মেতি? দ্বিতীয়ো মন্তঃ—ন জায়ত ইতি। ন জায়তে নোৎপদ্যতে। জনিলক্ষণা বস্তুবিক্রিয়া নান্বনো বিদ্যাত ইত্যর্থঃ। তথা ন ম্রিয়তে বা। অত্র বাশব্দদ্ব্যর্থঃ। ন ম্রিয়তে চেত্যন্তা বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধঃ সংবধ্যতে—ন কদাচিচ্ছজায়তে—ন কদাচিন্ম্রিয়ত ইত্যেবম্। যস্মাদয়-মাশ্বা ভূত্বা ভবনক্রিয়ামনুভূয় পশ্চাদ্ভবিতাহভাবং গতা ন ভূয়ঃ পুনস্তাস্মান্ন ম্রিয়তে। যো হি ভূত্বা ন ভবিতা স ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে লোকে। বাশব্দান্নশব্দাচ্চায়মাশ্বাহভূত্বা বা ভবিতা দেহবন ভূয়ঃ পুনঃ। তস্মান্ন জায়তে যো হাভূত্বা ভবিতা স জায়ত ইত্যুচ্যতে। নৈবমাশ্বা। অতো ন জায়তে। যস্মাদেবং তস্মাদজঃ। যস্মান্ন ম্রিয়তে তস্মান্নিত্যশ্চ। যদ্যপ্যাদান্ত্যোর্কিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সর্ব্বা বিক্রিয়াঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং বিক্রিয়ানাং স্বশব্দৈদেব ভদর্থৈঃ প্রতিষেধঃ কর্তব্য ইত্যনুস্তানামপি যৌবনাদিসমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধো যথা সাদিত্যাহ—শাস্বত ইত্যাদিনা। শাস্বত ইত্যপক্ষয়লক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। শব্দভবঃ শাস্বতঃ। নাপ-ক্ষীয়তে স্বরূপেণ নিরবয়বত্বান্নিগুণত্বাচ্চ। নাপি গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ। অপক্ষয়বিপরীতাপি বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে—পুরাণ ইতি। যো হাবয়বাগমেনোপচীয়তে স বর্দ্ধতে। অতোহভিনব ইতি চোচ্যতে। অয়ং ত্বাত্মা নিরবয়বত্বাৎ পুরাপি নব এবতি পরাণঃ। ন বর্দ্ধতে ইত্যর্থঃ। তথা ন হন্যতে ন বিপরিণম্যতে হন্যমানে বিপরিণম্যমানেহপি শরীরে। হস্তিরজ বিপরিণামার্থো দ্রষ্টব্যোহপুনরুক্ত্যতায়ৈ। ন বিপরিণমত ইত্যর্থঃ। অগ্নিম্ মস্ত্রে ষড়্ভাববিকারা লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে। সর্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাদুভৌ তৌ ন বিজানীত (গীতা ২।১৯) ইতি পূর্বেণ মন্ত্রেণাস্য সম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥

*নায়ং ভূত্বা ভবিতেনি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১ ৷

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ন হনাত ইত্যোতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন দৃঢ়য়তি—নেতি । ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ । ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ । বাশবদশ্চার্থে । ন চায়ং ভূয়োৎপদ্য ভবিতা ভবতাস্তিত্বং ভজতে । কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সৎস্রুপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ । তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ । যো হি জায়তে স হি জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে । ন তু যঃ স্বতঃ এবাস্তি স ভূয়োহপান্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ । নিত্যঃ সর্বদৈকরূপ ইতি বুদ্ধিপ্রতিষেধঃ । শাস্বতঃ শশ্বদ্বাব ইতাপক্ষয়প্রতিষেধঃ । পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ । পুরাপি নব এব । ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ । যদ্বা ন ভবিতোত্যস্যানুশঙ্গং কৃতা ভূয়োহধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতোতি বুদ্ধিপ্রতিষেধঃ । অজো নিত্য ইতি চোভয়ং বুদ্ধাভাবে হেতুরিতাপৌনরুক্ত্যম্ । তদেবং জায়তেহস্তি বদ্ধতে বিপরিণমতেহপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং যাক্ষাদিভিরুক্তাঃ ষড়্ভাববিকারা নিরন্তাঃ । যদর্থমেতে বিকারা নিরন্তান্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন হনাতে হন্যামানে শরীর ইতি ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মা যে হনন করেন না ও হত হয়েন না, তাহা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আত্মার স্বরূপ কথিত হইতেছে । জন্ম, অস্তিত্ব, বুদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টি “বিকার” বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । “ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি” আত্মার লক্ষণ দ্বারা ষড়্ভবিধ বিকারের প্রথম ও অন্তিম বিকারদ্বয় খণ্ডন করিলেন । যাহা পূর্বে ছিল না, এখন রহিয়াছে, তাহারই জন্ম হইয়াছে এবং যাহা এখন আছে, পরে থাকিবে না তাহারই বিনাশ স্বীকার করা যায় । আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই । সুতরাং তিনি জন্মমরণরূপ বিক্রিয়াবর্জিত । উৎপত্তিকাল হইতে মরণ পর্যন্ত যে সাময়িক বিদ্যমানতা তাহার নাম “অস্তিত্ব” । জন্ম ও মরণাভাববশতঃ অথবা সংস্বরূপে নিত্য বিদ্যমানতা প্রযুক্ত আত্মার তাদৃশ “অস্তিত্ব” রূপ বিক্রিয়া নাই । যিনি সর্বদাই “এক” রূপ, তাঁহার “বুদ্ধি” বা উপচয় রূপ বিক্রিয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই । যিনি শাস্বত, তাঁহার অপক্ষয় বা অপচয় হইবে কিরূপে? তিনি পুরাণ পুরুষ, সুতরাং কোন নবীন রূপধারণাদিরূপ রূপান্তর বা পরিণাম মাত্র নাই । এইরূপে আত্মা সর্বপ্রকার বিকারবর্জিত হওয়ায় কোনরূপ কর্তৃত্ব বা কর্মত্ব তাঁহাতে আরোপিত হয় না । অতএব হে অর্জুন ! আত্মা যখন কোন বিকারেরই বশীভূত নহেন, তখন শরীরকে অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা বিনষ্ট করিলেও, তিনি কোনমতেই বিনষ্ট হইবেন না । শ্রুতিও বলিয়াছেন—“অবিনাশী বা অরেহয়মাত্মা” (ক)—এই আত্মা বিনাশবর্জিত ॥ ২০ ॥

অম্বয়বোধিনী । যঃ (যে ব্যক্তি) এনম্ (ইহাকে) অবিনাশিনং (অবিনাশী) নিত্যম্ অজম্ অবায়ং বেদ (নিত্য এবং জন্ম ও ক্ষয় রহিত বলিয়া জানেন), পার্থ

(হে পার্থ !) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) ? [অথবা] কং (কাহাকে) হন্তি (বিনাশ করেন ? ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, হে পার্থ ! তিনি কি জন্য এবং কিরূপেই বা কাহাকে বধ করিবেন ? এবং স্বয়ং উদ্যত হইয়া কেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন ? ॥ ২১ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ । য এনং বেত্তি হন্তারমিতানেন মন্ত্রেণ হননক্ৰিয়ায়াঃ কৰ্ত্তা কৰ্ম্ম চ ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যনেনাবিক্রিয়ত্বে হেতুমুক্তা প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি—বেদাবিনাশিনমিতি । বেদ বিজানাতি । অবিনাশিনমন্তাভাববিকাররহিতম্ । নিতাং বিপরিণাম-রহিতম্ । যো বেদেতি সম্বন্ধঃ । এনং পূৰ্বেণ মন্ত্রেণোক্তলক্ষণমজমব্যয়মুপজননাপক্ষয়রহিতং কথং কেন প্রকারেণ স বিদ্বান পুরুষোহধিকৃতো হন্তি হননক্ৰিয়াং কৰোতি ? কথং বা ঘাতয়তি হন্তারং প্রয়োজয়তি ? ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিকন্তি । ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎঘাতয়তি—ইত্যুভয়গ্রাক্ষেপ এবার্থঃ । প্রশ্নার্থাসম্ভবাৎ । হেতুর্থস্যাবিক্রিয়ত্বস্য চ তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মপ্রতিষেধ এব প্রকরণার্থোহভিপ্রেতো ভগবতঃ । হন্তেস্তাক্ষেপ উদাহরণার্থত্বেন কথিতঃ । বিদুষঃ কৰ্ম্মা-সম্ভবে হেতুবিশেষং পশান্ কৰ্ম্মাণ্যাক্ষিপতি ভগবান্—কথং ন পুরুষ ইতি ? ,

ননু ক্তমেবানোহবিক্রিয়ত্বং সৰ্ব্বকৰ্ম্মাসম্ভবকারণবিশেষঃ । সতামুক্তম্ । ন তু স কারণ-বিশেষঃ । অন্যত্বাদ্বিদুষোহবিক্রিয়ত্বাদান্ন ইতি । ন হাবিক্রিয়ং স্থাণুং বিদিতবতঃ কৰ্ম্ম ন সম্ভ-বতীতি চেৎ ? ন । বিদুষ আত্মত্বাৎ । ন দেহাদিসংঘাতস্য বিদ্বত্যা । অতঃ পারিশেষাদসংহত আত্মা বিদ্বানবিক্রিয় ইতি তস্য বিদুষঃ কৰ্ম্মাসম্ভবাদাক্ষেপো যুক্তঃ—কথং ন পুরুষ ইতি । যথা বুদ্ধাদ্যাহতস্য শব্দাদ্যর্থস্যাবিক্রিয় এব সন্ বুদ্ধিরন্তাবিবেকবিজ্ঞানেনাবিদায়োপলব্ধাত্মা কল্ম্যত এবমেবানাত্মাবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিরন্তা বিদয়াহসত্যরূপয়ৈব পরমার্থতোহবিক্রিয় এবাত্মা বিদ্বানুচাতে । বিদুষঃ কৰ্ম্মাসম্ভববচনাদ্যানি কৰ্ম্মাণি শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে তানাবিদুষো বিহিতানীতি ভগবতো নিশ্চয়োহবগম্যতে ।

ননু বিদ্যাপ্যবিদুষ এব বিধীয়তে । বিদিতবিদ্যাস্য পিষ্টটপেষণবদ্বিদ্যাবিধানানর্থক্যাৎ । তত্রা-বিদুষঃ কৰ্ম্মাণি বিধীয়ন্তে । ন বিদুষঃ—ইতি বিশেষো নোপপদ্যত ইতি চেৎ ? ন । অনুষ্ঠেয়স্য ভাবাভাববিশেষোপপত্তেঃ । অগ্নিহোত্রাদিবিধার্থজ্ঞানোত্তরকালমগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মানেকসাধনোপ-সংহারপূৰ্ব্বকমনুষ্ঠেয়ং—কৰ্ত্তাহং মম কৰ্ত্তব্যমিত্যেবংপ্রকারবিজ্ঞানবতোহবিদুষো যথানুষ্ঠেয়ং ভবতি ন তু তথা ন জায়ত ইত্যাদ্যাত্মস্বরূপবিধার্থজ্ঞানোত্তরকালভাবি কিঞ্চিদনুষ্ঠেয়ং ভবতি । কিন্তু নাহং কৰ্ত্তা ন ভোক্তেত্যাদ্যাত্মৈকত্বাকৰ্ত্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞানাদন্যোৎপদ্যত ইত্যেব বিশেষ উপপদ্যতে । যঃ পুনঃ কৰ্ত্তাহমিতি বেত্তাত্মানং তস্য মমেদং কৰ্ত্তব্যমিত্যবশ্যস্তাবিনী বন্ধিঃ স্যাৎ । তদপেক্ষয়া সোহধিক্রিয়ত ইতি তং প্রতি কৰ্ম্মাণি সম্ভবন্তি । স চাবিদ্বান্—উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি বচনাৎ । বিশেষিতস্য চ বিদুষঃ কৰ্ম্মাক্ষেপবচনাৎ কথং স পুরুষ ইতি । তস্মা-

বিশেষিতস্যাবিক্রিয়ান্নদর্শিনো বিদুষো মুমুক্শাস্ত সৰ্বকৰ্মসংন্যাস এবাধিকারঃ । অত এব ভগ-
বান্নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিদুষোহবিদুষষ্ট কৰ্মিণং প্রবিভজ্য ভে নিষ্ঠে প্রাহয়তি—জ্ঞানযোগেন
সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেন যোগিনামিতি । তথা চ পুত্রায়াহ ভগবান্ ব্যাসঃ—দ্বাবিমাৰ্ঘ
পস্থানাবিত্যাди (ক) ।

তথা চ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাং সংন্যাসশ্চেতি । এতমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দর্শয়িষ্যতি
ভগবান্—অতত্ত্ববিদহঙ্কারবিমুঢ়ায়া কৰ্ত্তাহহমিতি মন্যতে । তত্ত্ববিত্তু নাহং করোমিতি । তথা চ
সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংন্যাসান্ত ইত্যাদি (৫১১৩) ।

তত্র কেচিৎ পণ্ডিতংমন্যা বদন্তি জন্মাদি ষড়্ভাববিক্রিয়ারহিতোহবিক্রিয়োহকৰ্ত্তৈকোহহমা-
শ্চেতি ন কসচিৎজ্ঞানমুৎপদ্যতে যস্মিন্ সতি সৰ্বকৰ্ম্মসংন্যাস উপদিশ্যত ইতি । তন্ন । ন জায়ত
ইত্যাদিশাস্ত্রোপদেশানর্থকপ্রসঙ্গাৎ । যথা চ শাস্ত্রাপদেশসামর্থ্যাঙ্কৰ্ম্মাধিষ্ঠিত্ত্ববিজ্ঞানং কৰ্ত্তৃশ্চ
দেহান্তরসম্বন্ধিজনং চোৎপদ্যতে । তথা শাস্ত্রাৎ তসৈবান্ননোহবিক্রিয়স্তাকত্বং ত্বৈকত্বাদিবিজ্ঞানং
কৰ্ম্মাম্মোৎপদ্যতে ইতি প্রত্যাশ্বস্তে । করণাগোচরত্বাদিতি চেৎ ? ন । মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি (খ)
শ্রুতেঃ । শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংক্লতং মন আত্মদর্শনে করণম্ । তথা চ
তদধিগম্যানুমান আগমে চ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি সাহসমেতৎ ।

জ্ঞানং চোৎপদ্যমানং তদ্বিপরীতমজ্ঞানমবশ্যং বাধত ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্ । তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতং-
হন্তাহং হতোহস্মীতি—উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি । অত্র চাত্মনো হননক্রিয়য়াঃ কৰ্ত্তৃত্বং
কৰ্ম্মত্বং হেতুকৰ্ত্তৃত্বং চাজ্ঞানকৃতং দর্শিতম্ । তচ্চ সৰ্বক্রিয়ান্বপি সমানম্ । কৰ্ত্তৃত্বাদেববিদ্যাকৃতত-
মবিক্রিয়ত্বাদান্ননঃ । বিক্রিয়াবান্ হি কৰ্ত্তাঅনঃ কৰ্ম্মভূতগন্যং প্রয়োজয়তি—কুর্কিতি । তদেতদ-
বিশেষণ বিদুষঃ সৰ্বক্রিয়াসু কৰ্ত্তৃত্বং হেতুকৰ্ত্তৃত্বং চ প্রতিষেধতি ভগবান্—বিদুষঃ কৰ্ম্মাধিকার-
ভাবপ্রদর্শনার্থং—বেদাবিনাশিনং কথং স পরম ইত্যাদিনা । ঋ পুনর্বিদুষোহধিকার ইতি ?
এতদুক্তং পূৰ্বমেব—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি । তথাচ সৰ্বকৰ্ম্মসংন্যাসং বক্ষ্যতি—সৰ্বকৰ্ম্মাণি
মনসেত্যাদিনা ।

ননু মনসেতি বচনান্ন বাচিকানাং কাগ্নিকানাং চ সংন্যাস ইতি চেৎ ? ন । সৰ্বকৰ্ম্মাণীতি
বিশেষিতত্বাৎ । মানসানামেব সৰ্বকৰ্ম্মাণামিতি চেৎ ? ন । মনোব্যাপারপূৰ্বকত্বাদ্বাক্ষ্যব্যাপা-
রাণাং মনোব্যাপারভাবে কৰ্ম্মানুপপত্তেঃ ।

শাস্ত্রীয়াণাং বাক্ষ্যকৰ্ম্মাণাং কারণানি মানসানি কৰ্ম্মাণি বজ্জয়িত্বান্যানি সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা
সংন্যাস্যান্ত ইতি চেৎ ? ন । নৈব কুৰ্ব্বন্ন কারয়ন্মিতি বিশেষণাৎ ।

সৰ্বকৰ্ম্মসংন্যাসোহয়ং ভগবতোক্তো মরিস্যতঃ । ন জীবত ইতি চেৎ ? ন । নবদ্বারে
পুৱে দেহ্যন্ত ইতি বিশেষানুপপত্তেঃ ।

ন হি সৰ্বকৰ্ম্মসংন্যাসেন মৃতস্য তদেহ আসনং সম্ভবতি । অকুৰ্ব্বতোহকারয়তশ্চ দেহে
সংন্যাস্যেতি সম্বন্ধো ন দেহে আস্ত ইতি চেৎ ? ন । সৰ্বভ্রাত্মনোহবিক্রিয়ত্বাবধারণাৎ । আসন-

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নবোহুপরাণি ।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণা-
ত্যাগানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

ক্লিয়াম্যশাধিকরণাপেক্ষত্বাৎ । তদনপেক্ষাত্বাচ্চ সংন্যাসসা । সংপূৰ্ব্বস্ত ন্যাসশব্দোহত্র ত্যাপার্থঃ ।
ন নিষ্কপার্থঃ । তস্মাদগীতাশাস্ত্র আত্মজ্ঞানবতঃ সংন্যাস এবাধিকারঃ । ন কৰ্ম্মণি । ইতি তত্র
ভ্রোপরিপ্লটাদাত্মজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অতএব হস্তত্বাভাবোহপি পূৰ্ব্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ—
বেদাবিনাশিনমিত্যাदि । নিত্যং বুদ্ধিশূন্যাম্ । অব্যয়মপক্ষয়শূন্যাম্ । অজমবিনাশিনং চ ।
যো বেদ স পুরুষঃ কং হন্তি ? কথং বা হন্তি ? এবংভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ । তথা স্বয়ং
প্রয়োজকো ভূত্বাহনোন কং ঘাতয়তি ? কথং বা ঘাতয়তি ? ন কিঞ্চিদপি । ন কথঞ্চিদপীতার্থঃ ।
অনেন মযাপি প্রয়োজকত্বাদোষদৃষ্টিং মা কাষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসঙ্কীপনৌ । পাছে অর্জুন আপনাকে ভীষ্মাদির বধকর্তা অথবা ভগবান্কে
এতদ্বধসাধনের মুখ্য প্রয়োজক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন; তজ্জনা ভগবান্ কহিতেছেন—
গুরুশাস্ত্রোপদেশে সৎস্বরূপ সর্বত্র ব্যাপক, জন্মক্ষয়বর্জিত বলিয়া আপনাকে যিনি বিদিত করেন,
সেই বিদ্বান পুরুষের সম্মুখে সর্বত্র একাত্মার বিদ্যমানতা ভিন্ন যখন অপরেক বিদ্যমানতাই
আদৌ অনুমিত হয় না, তখন তিনি কিরাপে ও কাহাকেই বা বধ করিবেন ও করাইবেন ?

“আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজুৱেৎ” ॥ (ক) [শ্রুতি]

“পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আমি” এইরূপে যখন বিদ্বান্ পুরুষ আপনাকে জানেন, তখন
তিনি কোন্ কামনার বশীভূত হইয়া ও কি জন্যই বা শরীরকে ক্লেশদান করিবেন ?

আত্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নিরুত্তি হয়, তৎপরে অহংমমেতি অধ্যাসের অভাব হইয়া পড়ে ।
ঈদৃশ অধ্যাসের ক্ষয় হইলেই রাগ-দ্বেষাদির নিরুত্তি হইয়া থাকে, ও তদনন্তর অবশ্যই কর্তৃত্ব,
ভোক্তৃত্বাদির শান্তি হইয়া যায় । অতএব হে অর্জুন ! “তুমি বধকর্তা”, “ভীষ্মাদি বধা” ও
“আমি বধসাধনের প্রয়োজক”, ইহা কখনও মনে করিও না ॥ ২১ ॥

অনুব্যবোধিনী । যথা (যেমন) নরঃ (মনুষ্য) জীর্ণানি (জীর্ণ) বাসাংসি
(বস্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগ পূর্বক) অপরাণি (অন্য) নবানি (নূতন) [বস্ত্র] গৃহ্নাতি
(গ্রহণ করে), তথা (তদ্রূপ) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরানি (জীর্ণ দেহ সকল) বিহায়
(ত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য) নবানি (নূতন) [শরীর] সংযাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২২ ॥

নৈবং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈবং দহতি পাবকঃ ।

ন চৈবং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক নবীন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । প্রকৃতং তু বক্ষ্যামঃ । তত্রান্ননোহবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতম্ । তৎ কিমি-
বেতি ? উচ্যতে—বাসাংসীতি । বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুৰ্ব্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহায়
পরিত্যজ্য নবানাভিনবানি গৃহ্যতু্যাপাদন্তে নরঃ পুরুষোহপরাগন্যানি । তথা তদ্বদেব শরীরেণি বিহায়
জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি নবানি দেহান্মা । পুরুষবদবিক্রিয় এবৈতর্যঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননান্ননোহবিনাশেহপি তদীয়শরীরনাশং পর্যালোচ্য
শোচামীতি চেৎ ? তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি । কৰ্ম্মনিবন্ধনানাং নূতনানাং দেহানামবশান্তাবিহায়
তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অর্জুন ভাবিলেন, শ্রুতি প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিলাম
আত্মা অবিনাশী ও শরীর নশ্বর ; কিন্তু এই ভীষ্মাদির নশ্বর দেহই কত মহৎ ও সদনুষ্ঠানের
আধারভূমি, যুদ্ধ যখন সংকৰ্ম্মক্ষেত্ররূপ দেহের নাশক, তখন উহা কখনই কর্তব্য নহে । এই
জনা ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জুন ! ভীষ্মাদি এই দেহধারণে অনেক তপস্যা ও সংকার্যের
অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্বারা ও বুদ্ধাবস্থার দোষে শরীর জীর্ণ শীর্ণও হইয়াছে ; যে সকল তপস্যা
ব্রতাদি করিয়াছেন, তৎকৰ্ম্মফল দ্বারা তাঁহারা অপূৰ্ব্ব নবীন দেহ পাইবার উপযুক্ত । যেমন
জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানে মনুষ্যের আহলাদ ভিন্ন কখন খেদ হইবার সম্ভাবনা
নাই, তদ্রূপ বর্তমান দেহান্তে ভীষ্মাদি সংকৰ্ম্মজনা উৎকৃষ্ট দেহ পাইবেন, তাহাতে ক্লেশ নাই ।

“অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্রাং বা গন্ধৰ্ব্বং বা

দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মণং বা” (ক) [শ্রুতি] ।

জীব পূৰ্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্বক পুণ্যকৰ্ম্মফলে পিতৃলোকে বা গন্ধৰ্ব্বলোকে, দেবলোকে
বা প্রজাপতিলোকে অথবা ব্রহ্মলোকে উৎকৃষ্ট দেবশরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব
ভীষ্মাদির তপঃশীর্ণ দেহের অন্ত হইলে তাঁহারা দিব্য দেহ পাইয়া সুখী হইবেন । ধৰ্ম্মযুদ্ধে
তাঁহাদের দেহের পতন বা অনিষ্ট হইল—এইরূপ আশঙ্কা করিও না ॥ ২২ ॥

অম্বয়বোধিনী । শস্ত্রাণি (শস্ত্রসমূহ) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি
(ছেদন করিতে পারে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং (ইহাকে) ন দহতি (দগ্ধ করিতে পারে না),
আপঃ চ (এবং জল) এনং (ইহাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (আর্দ্র করিতে পারে না), মারুতঃ
(বায়ু) [ইহাকে] ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না) ॥ ২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোহয়মদাত্তোহয়মাক্তোহশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্ববর্তঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । শব্দসমূহ এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, ইহাকে দাহ করিবার সামর্থ্য অগ্নির নাই, জল আত্মাকে আর্দ্র করিতে অপারগ, এবং বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে অক্ষম ॥ ২৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কস্মাদবিক্রিয় এবতি ? আহ—নৈনং হিন্দন্তীতি । এনং প্রকৃতং দেহিনং ন হিঁদন্তি শস্ত্রাণি । নিরবয়বত্বান্নাবয়ববিভাগং কুর্বন্তি । শস্ত্রাণ্যস্যাদীনী । তথা নৈনং দহতি পাবকঃ । অগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি । তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ । অপাং হি সাবয়বসা বস্তুন আদ্রীভাবকরণেনাবয়ববিপ্লেষাপাদনে সামর্থ্যম্ । তন্ম, নিরবয়ব আত্মনি সম্ভবতি তথা স্নেহদ্রব্যং স্নেহশোষণেন নাশয়তি বায়ুঃ । এনং ত্বান্নানং ন শোষয়তি মারুতোহপি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কথং হন্তীত্যেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্ন-
বিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাदि । আপো নৈনং ক্লেদয়ন্তি যদুকরণেন শিথিলং
ন কুর্বন্তি । মারুতোহপোনং ন শোষয়তি ॥ ২৩ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । গৃহ দগ্ধ হইলে যেমন গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যও দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দেহ বিনিষ্ট হইলে তন্মধ্যস্থ আত্মারও নাশ হইতে পারে, অজ্জুনের এই আশঙ্কা দরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অজ্জুন ! প্রপঞ্চজগতে এমন কোন পদার্থই নাই যাহা আত্মার বিনাশ সাধনে সমর্থ । আকাশের দ্বারা কেহ আঘাত প্রাপ্ত হয় না, এই জন্য আকাশের উল্লেখ না করিয়া ভগবান্ মৃৎ (মৃত্তিকার বিকার শস্ত্রাদি), অগ্নি, জল ও বায়ুর উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইহাদের কাহারও আত্মাকে হনন করিবার শক্তি নাই । অতএব আত্মার বিনাশাশঙ্কা তুমি কদাপি করিও না ॥ ২৩ ॥

অনুবোধিনী । অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছিন্ন হইবার বস্তু নহে), অয়ম্ (ইহা) অদাহ্যঃ (দগ্ধ হইবার বস্তু নহে), অক্লেদ্যঃ (ক্লিন্ন হইবার বস্তু নহে) অশোষ্যঃ চ এব (এবং শুষ্ক হইবার বস্তুও নহে) । অয়ং (ইহা) নিত্যঃ (নিত্য, অর্থাৎ অবিনাশী), সর্ববর্তঃ (সর্বব্যাপী), স্থাণুঃ (স্থির), অচলঃ (নিশ্চল, অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল), সনাতনঃ [চ] (এবং সনাতন, অর্থাৎ অনাদি) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । আত্মা ছিন্ন হইবার বা দগ্ধ হইবার কিংবা ক্লিন্ন হইবার অথবা শুষ্ক হইবার বস্তু নহেন । তিনি নিত্য, সর্বত্র ব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি ॥ ২৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যত এবং তস্মাৎ—অচ্ছেদ্যোহয়মিতি । যস্মাদন্যোনানাশহেতুনি
ভূতান্যন্যোহনানাশহেতুঃ নোৎসহন্তে তস্মান্নিত্যঃ । নিত্যত্বাৎ সর্ববর্তঃ সর্ববর্তত্বাৎ স্থাণুঃ ।

স্থাপুরিব স্থির ইত্যেতৎ । স্থিরত্বাদচলোহয়মাত্মা । অতঃ সনাতনশ্চিরন্তনঃ । ন কারণাৎ কুতশ্চিন্মিষ্মনঃ । অভিনব ইত্যর্থঃ ।

নৈতেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ম্ । যত একেনৈব শ্লোকেনাঙ্গনো নিত্যত্বম বিক্ৰিয়তং চোক্তং—ন জায়তে ম্রিয়তে বা—ইত্যাদিনা । তত্র যদেবাত্মবিষয়ং কিঞ্চিদুচ্যতে তদেতস্মাৎ শোকার্থান্নাতির্যচ্যতে । কিঞ্চিচ্ছন্দতঃ পুনরুক্তম্ । কিঞ্চিদর্থত ইতি । দুৰ্ব্বোধতা- দাত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ--কথং নু নাম সংসারিনাং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নং সদবাক্যং তত্ত্বং সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র হেতুনাহ—অচ্ছেদ্য ইতি সাক্ষেন । নিরবয়বত্বাদ- অচ্ছেদ্যোহয়মক্রেদ্যশ্চ । অমুৰ্ত্ত্বত্বাদদাহ্যঃ । দ্রবত্বাভাবাদশোষা ইতি ভাবঃ । ইতশ্চ ছেদাদিযোগো ন ভবতি । যতো নিত্যোহবিনাশী । সৰ্ব্বগতঃ সৰ্ব্বত্র গতঃ । স্থাপুঃ স্থির- স্বভাবো রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ । অচলঃ পূৰ্ব্বরূপাপরিতাগী । সনাতনোহনাদিঃ ॥ ২৪ ॥

গীতাৰ্থসন্দীপনী । শব্দাদি দ্বারা আত্মাকে যে ছেদনাদি করা যায় না, তাহারই প্রমাণার্থ ভগবান্ এই শ্লোকে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

“আকাশবৎ সৰ্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ” ।

“রুদ্ধ ইব স্তবেধা দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ” । (ক)

“নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” । (খ) [শ্রুতি]

আত্মা আকাশের ন্যায় সৰ্ব্বব্যাপী, নিত্য, মহান্ রুদ্ধের ন্যায় স্তব্ধ, স্থির অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় ও শান্তস্বরূপ স্বভাবে সংস্থিত । যিনি নিরবয়ব ও সৰ্ব্বব্যাপী তিনি খজ্জাদির দ্বারা ছিন্ন বা কোন রূপেই পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না । যিনি ভৌতিক দেহ নহেন, অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে দগ্ধ করিবে ? এবং জল দ্বারাই বা তাঁহাকে ক্লিন্ন করিবার সম্ভাবনা কোথায় ? “রসো বৈ সঃ” (গ) [শ্রুতি]—তিনি রসস্বরূপ । তবে বায়ুই বা তাঁহাকে শুষ্ক করিবে কোথা হইতে ? তিনি মনের অগোচর, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর । “য পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ” (ঘ) । “যোহপ্সু তিষ্ঠন্মৃত্যোহন্তরঃ” (ঙ) । “যন্তেজসি তিষ্ঠন্তেজসোহন্তরঃ” (চ) । “যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরঃ” (ছ) । ইত্যাদি ॥ [শ্রুতি] ।

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, জলে থাকিয়াও জল হইতে পৃথক, যিনি অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র, এবং বায়ুতে অবস্থিতি করিয়াও বায়ু হইতে বিভিন্ন ।

এরূপ পরম স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আত্মার ছেদন, দহনাদি বিক্রিয়া কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে । ইহাই তত্ত্বদর্শী পুরুষগণের মত । অতএব হে অজ্ঞান ! আত্মা বিনষ্ট হইবেন, তুমি এই প্রকার নিরর্থক সন্দেহ করিও না ॥ ২৪ ॥

(ক) শ্বেতাশ্ব-উ-৩৯৯। (খ) শ্বেতাশ্ব-উ-৬১৯। (গ) তৈ-উ-ব্রহ্মানন্দবল্লী-২৭ অনুবাক ।
(ঘ) বৃ-উ-৩৭১৩। (ঙ) বৃ-উ-৩৭১৪। (চ) বৃ-উ-৩৭১৫। (ছ) বৃ-উ-৩৭১৭।
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

অব্যাক্তোহ্যমচিন্ত্যোহ্যমবিকার্যোহ্যমুচ্যতে ।

তস্মাদেবং বিদিত্ত্বনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । অয়ম্ (ইনি) অব্যাক্তঃ (বাক্যের অতীত), অয়ম্ (ইনি) অচিন্ত্যঃ (চিন্তার অতীত), অয়ম্ (ইনি) অবিকার্যঃ (অবিক্রিয়) উচ্যতে (উক্ত হইয়াছেন) । তস্মাৎ (অতএব), এনং (এই আত্মাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । আত্মা প্রকৃতই অব্যাক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য—ইহাই উক্ত হইয়াছে । অতএব তুমি আত্মার এই স্বরূপ বিদিত হইয়া আর শোকাবসন্ন হইও না ॥ ২৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—অব্যাক্তোহ্যমিতি । অব্যাক্তঃ সর্বকরণাবিষয়ত্বান্ ব্যাজাত ইত্যব্যাক্তোহ্যমাত্মা । অত এবাচিন্ত্যোহ্যম্ । যদ্বীন্দ্রিয়গোচরং বস্তু তচ্চিন্ত্যাবিষয়ত্বমাপদাতে । অয়ং ত্বাত্মাহনিদ্রিয়গোচরত্বাদচিন্ত্যঃ । অত এবাবিকার্যঃ । যথা ক্ষীরং দধাতঞ্চনাদিনা বিকারি ন তথায়মাত্মা । নিরবয়বত্বাচ্চাবিক্রিয়ঃ । ন হি নিরবয়বং কিঞ্চদ্বিক্রিয়াত্মকং দৃষ্টম্ অবিক্রিয়ত্বাদবিকার্যোহ্যমাত্মোচ্যতে । তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারেণৈনমাত্মানং বিদিত্বা ত্বং নানুশোচিতুমর্হসি—হন্তাহমেমাং ময়েতে হন্যন্তে—ইতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অব্যাক্ত ইতি । অব্যাক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ । অচিন্ত্যঃ মনসোহপ্যবিষয়ঃ । অবিকার্যঃ কস্মৈন্দ্রিয়গামপগোচর ইত্যর্থঃ । উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি । উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাदि । তদেবাশ্রনো জন্ম-বিনাশাভাবান্ শোকঃ কার্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । একমাত্র আত্মারই বিষয় লইয়া ভগবান্ বারংবার কয়েকটী শ্লোক বলিলেন, এজন্য পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না । দুর্বোধ আত্মজ্ঞান অধিকারীকে সহজে বুঝান যায় না ; সুতরাং একটু বিস্তার পূর্বক না বলিলে অজ্ঞানের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইবে কিরূপে ? এই জন্যই উপর্যুপরি এক আত্মারই বিষয় ব্যাখ্যাত হইল । যিনি অব্যাক্ত, যাঁহার অবয়ব নাই—যাঁহার আদি ও শেষ নাই, যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারা যায় না, যিনি মনেরও অগোচর, তিনি কি কখন শস্ত্র, অগ্নি আদি কিয়ার বিষয় হইতে পারেন ? “নৈনং হিন্দন্তি শস্ত্রাণি” শ্লোক দ্বারা আত্মবিনাশে শস্ত্র, অগ্নি আদির অসমর্থতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; “অচ্ছেদ্যোহ্যমদাহ্যোহ্যম্”, এই শ্লোকে আত্মা যে অগ্নি আদির ক্রিয়াভূমি নহেন তাহা প্রদর্শিত হইল, এবং “অব্যাক্তোহ্যমচিন্ত্যোহ্যম্” দ্বারা আত্মার ছেদাত্ম আদির যে কিছুমাত্র প্রামাণিকতা নাই, তাহাই স্পষ্টতঃ সূচিত হইল । হে অজ্ঞান ! এই মদুস্ত আত্মজ্ঞান শোকাপনোদনের মহামন্ত্র । শ্রুতি কহিয়াছেন যে, “তরতি শোকমাত্মবিৎ” (ক)—আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন । তুমি যে পূর্বে শোক করিতেছিলে, তাহা শোভা পাইয়াছিল । কিন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তোমার শোক প্রকাশ করা কোন মতেই উচিত নহে ॥ ২৫ ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্ ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অবয়বোধিনী । অথচ (ইহার পরেও) [যদি] এনং (ইহাকে) নিত্যজাতং (নিত্য জন্মগ্রহণশীল) নিত্যং বা মৃতং (অথবা নিত্য মরণশীল) মন্যসে (স্বীকার কর), তথাপি (তাহা হইলেও) মহাবাহো (হে মহাবাহো !) ত্বম্ (তুমি) এনং শোচিতুং (ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়া শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । আত্মা নিত্য জন্ম গ্রহণ করেন ও নিত্য মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, ইহাও যদি স্বীকার কর, তথাচ হে মহাবাহো ! তোমার শোক করা কৰ্ত্তব্য নহে ॥ ২৬ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । আত্মনোহনিত্যত্বমভ্যুপগম্যোদমুচাতে—অথ চৈনমিতি । অথ চেত্যভ্যুপগম্যর্থম্ । এনং প্রকৃতমাত্মানং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তিং জাতো জাত ইতি মন্যসে । তথা প্রতিতত্ত্বদিনাশং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং মৃতো মৃত ইতি । তথাপি তথাভাবিন্যাপ্যাত্মনি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি । জন্মবতো নাশো নাশবতো জন্ম চেত্যেতাব্যবসায়ান্তাবিনাবিতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্দিনাশেন চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যপি শোকো ন কার্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাदि । অথ চ যদাপোনমাত্মানং নিত্যং সৰ্ব্বদা তত্তদেহে জাতে জাতং মন্যসে । তথা তত্তদেহে মৃতো চ মৃতং মন্যসে । পুণ্যাপায়োন্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাগ্নাগমিত্বাৎ । তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মা যে নিত্য ও অবিনাশী, তজ্জন্ম শোক করা মৃতের কার্য্য, ইহা ভগবান্ ইতিপূর্বে বুঝাইয়াছেন । যদি কেহ আত্মাকে অনিত্য বলিয়াও স্বীকার করেন, তথাপি যে শোক অকৰ্ত্তব্য তাহাই এক্ষণে উপদেশ করিতেছেন । আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ ও ঋণবিধ্বংসভাবযুক্ত ইহা সৌগত ধর্মের মত । স্থূল দেহই আত্মা ; স্থূল দেহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার জন্ম, ও দেহের মরণেই আত্মার মরণ ইহা ত প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ । কেহ কেহ বলেন, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহের সঙ্গে উৎপন্ন হয় বটে, তবে দেহের নাশে উহা নষ্ট না ইইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকে, কল্পশেষে উহারও শেষ হইয়া যায় । কেহ কেহ বলেন, আত্মা নিত্য বটেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম মরণ হয় । তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অপূর্বে বা অদৃষ্ট, ইন্দ্রিয় ও দেহ সম্বন্ধের নাম “জন্ম” ও কর্মভোগাবসানে তত্তাবদ্বিশ্লোগের নাম “মরণ” । ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার স্বরূপ নিত্য বস্তুরই জন্ম বা দেহধারণাদি হইয়া থাকে । কেননা, অনিত্য দেহাদি কখনও নিত্য ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার হইতে পারে না । অতএব আত্মারই জন্ম মরণ মুখ্য, এবং দেহাদির জন্ম মরণ গৌণ । এই আত্মার নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত আছে । আত্মা অনিত্য হইলেও যে শোক করা অনুচিত এক্ষণে তাহাই বক্তব্য ।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।

তস্মাদপরিহার্যোহর্থ ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

হে মহাবাহো ! আমি তোমাকে আত্মার নিত্যত্ব বুঝাইলাম, ইহাতেও যদি তোমার চিত্ত প্রবুদ্ধ না হইয়া আত্মাকে অনিত্যবোধে “অহো বত মহৎ পাপং কতুং ব্যবসিতা বয়ম্” এইরূপে আপনাকে গ্লানিশূন্য মনে কর, তাহা নিতান্ত অনুচিত । কেননা, যাহা অনিত্য, তাহার বিনাশ ত অবশ্যসত্তাবী । অবশ্যভবিতব্য ঘটনায় শোক বা হর্ষ প্রকাশ করা মৃতের কার্য্য । সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা মাত্রেই আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু হে অজ্ঞান ! তুমি ভ্রমবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা অঙ্গীকারে অসমর্থ কেন ? “মহাবাহো” সম্বোধনে তাঁহার সাহস, বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করিয়া অজ্ঞানকে উত্তেজিত করিলেন । অর্থাৎ শীঘ্রই তুমি আত্মার বিনাশ আশঙ্কাকে পরাজয় করিয়া প্রবুদ্ধ হও, দুঃখে অভিভূত হইও না ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । হি (যে হেতু) জাতস্য (জন্মশীলের) মৃত্যুঃ (মরণ) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্য চ (এবং মৃতেরও) জন্ম ধ্রুবং (নিশ্চিত); তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্য্যো (অবশ্যসত্তাবী) অর্থো (বিষয়ে) ত্বং (তুমি) শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । কেননা, জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যই হইবে, এবং মৃত্যু হইলে জীবদশাকৃত কৰ্ম্মজালের অবশ্যভোগ্যফল অনুসারে আবার জন্ম হইবেই হইবে । অতএব এই অপরিহার্য্য কার্য্য কারণ ঘটনার জন্য তোমার দুঃখিত হওয়া কোনমতেই উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তথা চ সতি—জাতস্যোতি । জাতস্য হি লব্ধজন্মনো ধ্রুবোহব্যভিচারী মৃত্যুমরণম্ । ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ । তস্মাদপরিহার্য্যোহয়ং জন্মমরণলক্ষণেহর্থঃ । তন্মিন্নপরিহার্য্যোহর্থ ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কুত ইতি ? অত আহ—জাতস্যোতি । হি যস্মাজ্জতস্য স্বারম্ভককৰ্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুধ্রুবো নিশ্চিতঃ । মৃতস্য চ তদেহকৃতেন কৰ্ম্মণা জন্মপি ধ্রুবমেব । তস্মাদেবমপরিহার্য্যোহর্থোহবশ্যাস্তাবিনি জন্মমরণলক্ষণেহর্থো ত্বং বিদ্বাঞ্ছোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মা নিত্য মানিলেও, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই দুইপ্রকার দুঃখের মধ্যে ভীষ্মাদিবধে দৃষ্টদুঃখজন্য অজ্ঞান পাছে ভীত হয়েন, এইজন্য ভগবান্ কহিতেছেন, হে অজ্ঞান ! দেহ ধারণ করিলেই মরিতে হয়, আবার যদি যোগ ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা বাসনা ক্ষয় না হইতেই মৃত্যু হয়, তবে তাঁহার পুনর্জন্মও অবশ্যসত্তাবী । তুমি যদি ভীষ্মাদিকে যুদ্ধে

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।

অব্যক্তনিধনাণ্ডেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

হনন নাও কর, পূৰ্ব্বে কৃত কৰ্ম্মক্লয়বশতঃ তাঁহাদের দেহ নষ্ট হইবেই হইবে । তুমি শোকই কর অথবা রোদনই কর, তাঁহাদের মরণ কি তুমি নিবারণ করিতে পারিবে ? অতএব দৃষ্ট দুঃখের আশঙ্কায় আকুল হওয়া নিতান্ত নিরর্থক । আবার অদৃষ্ট [পারলৌকিক—দেহান্তরীয়] দুঃখের জন্যই বা চিন্তা করিয়া তুমি কি করিবে ? উহা অপরিহার্য্য । অতএব বৃথা খেদযুক্ত হইও না । অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন স্বকর্তব্য সাধন করেন, যুদ্ধ তাদৃশ তোমার কর্তব্য বলিয়া জানিও ।

“য আহবেষু যুধ্যন্তে ভূমার্থমপরাংমুখাঃ ।

অকুটৈরাযুধৈর্যান্তি তে স্বৰ্গং যোগিনো যথা ॥”

যে যোদ্ধা পুরুষ ভূমিলাভার্থ অকপটচিত্তে শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও যুদ্ধ হইতে বিমূখ না হইয়া আসেন, সে যোদ্ধাপুরুষ যোগিগণের ন্যায় স্বৰ্গলাভ করিয়া থাকেন ।

হে অৰ্জুন ! যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, উহা কাম্যকৰ্ম্ম হইলেও নিতাকৰ্ম্মের ন্যায় ফলপ্রদ, উহা তোমার অপরিসমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত) ভূতানি (ভূতসকল) অব্যক্তাদীনি (আদিত্তে অব্যক্ত), ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত), [ও] অব্যক্তনিধনানি এব (বিনাশান্তে অব্যক্ত), তত্র (তাহাতে) কা পরিদেবনা (শোক কি ?) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভূত সকল প্রথমতঃ অব্যক্ত ছিল, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র ; আবার বিনাশান্তে অব্যক্ত ভাবই প্রাপ্ত হইবে । অতএব হে ভারত ! তজ্জন্য পরিদেবনা কি ? ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । কার্য্যাকারণসংঘাতাঙ্কান্যপি ভূতান্যুদ্दिश্য শোকো ন যুক্তঃ কর্তুন্ম । যতঃ—অব্যক্তাদীনীতি । অব্যক্তাদীনি—অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধিরাদির্ঘোষণা ভূতানাং পুত্রমিত্রাদিকার্য্যাকারণসংঘাতাঙ্কানাং তান্যব্যক্তাদীনি ভূতানি প্রাপ্তংপত্তেঃ । উৎপন্নানি চ প্রাপ্তমরণাদ্যন্তমধ্যানি । অব্যক্তনিধনান্যেব পুনরব্যক্তমদর্শনং নিধনং মরণং যেহাং তান্যব্যক্ত-নিধনানি । মরণাদুর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ । তথা চোক্তম্- অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ । নাসৌ তব ন তস্য হং স্বথা কা পরিদেবনা ॥ ইতি (ক) ॥ তত্র কা পরিদেবনা ? কো বা প্রলাপঃ ? অদৃষ্টদৃষ্টপ্রগল্ভান্তিভূতৈবিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ দেহানাং স্বাভাবং পর্যালোচ্য তদুপাধিক আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইতি । অত আহ—অব্যক্তাদীনীত্যাди । অব্যক্তং প্রধানম্ । তদেবাদিরূপপত্তেঃ পূৰ্ব্বেকপং যেহাং তান্যব্যক্তাদীনি । ভূতানি শরীরগণি কারণাঙ্কানাং

(ক) মহা—শ্রী—২।১৩ ।

আশ্চর্য্যাবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চাত্মঃ ।

আশ্চর্য্যবৈচ্ছনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রুত্বাপ্যনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ । তথা ব্যক্তমভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি । অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবংভূতান্যেব । তত্র তেষু কা পরিদেবনা ? কঃশোকনিমিত্তো বিলাপঃ ? প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুত্বিব শোকো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । জীবগণ জন্মবার পূর্বে ও মরণের পরে অবাস্ত ভাবাপন্ন থাকে । যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার ও ইন্দ্রজালের পদার্থপুঞ্জ ক্ষণকাল মাত্র প্রতীত হয়, পূর্বে বা পরে তাহাদের সত্যতা লক্ষিত হয় না, ভীষ্মাদি সর্বজীবের দেহও তাদৃশ । অথবা—

“তদ্বদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদনামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত” ইত্যাদি । শ্রুতি (ক) ।

উৎপত্তির পূর্বে আকাশাদি প্রপঞ্চ অব্যাকৃত ছিল । সেই অব্যাকৃতরূপ প্রপঞ্চ সৃষ্টিকালে নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত হইল । মায়োপাহত চৈতন্য অবাস্তরূপেই সর্বভূতের আদিম ও অন্তিম আশ্রয়ভূমি । মৃজ্জলাদিময় ভৌতিক দেহাদির বিনাশে তোমার রথ চিন্তা কেন ? অথবা কখন অবাস্ত, কখন বা বাস্ত এই ভাবে ভূতগণ ত নিত্য কালই বিদ্যমান থাকে, তবে কি জনাই বা তুমি চিন্তিত হইতেছ ? “ভারত” এই সম্বোধন পদ দ্বারা ভগবান্ অজ্ঞানের মহাবংশে জন্মবার্তার সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, তুমি শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সকল সহজেই বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র, তবে কেন রথ ক্ষুণ্ণ হইতেছ ? নিজ প্রতিভাবলে সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিয়া প্রবৃদ্ধ হও ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যাবৎ পশ্যতি (আশ্চর্য্যরূপে দেখেন) ; তথৈব চ (সেইরূপ) অন্যঃ (অন্য কেহ) আশ্চর্য্যাবৎ বদতি (আশ্চর্য্যরূপে বলেন) অন্যঃ চ (অন্য কেহ) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যাবৎ (আশ্চর্য্যভাবে) শৃণোতি (শ্রবণ করেন) ; কশ্চিৎ চ (কেহ বা) শ্রুত্বা অপি এব (শ্রবণ করিয়াও) এনং (ইহাকে) ন বেদ (জানিতে পারেন না) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যাবৎ দেখিয়া থাকেন, অন্য কেহ বা এই আত্মাকে আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি বা এই আত্মতত্ত্ব আশ্চর্য্যভাবে শ্রবণ করিয়া থাকেন, আর কেহ বা শ্রবণ করিয়াও এই আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । দুর্বিজ্ঞেয়োহয়ং প্রকৃত আত্মা । কিং ত্বামেবৈকমুপালভে সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে ? কথং দুর্বিজ্ঞেয়োহয়মাশ্চর্য্যম্ ? অত আহ—আশ্চর্য্যাবদিতি । আশ্চর্য্য-

বদাশ্চর্য্যমদৃষ্টপূৰ্ব্বমন্তুতমকস্মাদ্দৃশ্যমানম্ । তেন তুল্যমাশ্চর্য্যবৎ । আশ্চর্য্যমিবৈনমাত্মানং পশ্যতি কশ্চিৎ । আশ্চর্য্যাবদেনং বদতি তথৈব চান্যঃ । আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি । শ্রুত্বা দৃষ্টেত্ৰাপ্যাত্মানং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ । অথবা যোহয়মাত্মানং পশ্যতি স আশ্চর্য্যাতুলাঃ । যো বদতি যশ্চ শৃণোতি সোহনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবতি । অতো দুৰ্ব্বোধ্য আত্মোত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুতস্তর্হি বিদ্যাংসোহপি লোকে শোচন্তি ? আত্মজ্ঞানাদেবে-
ত্যাশয়েনাত্মনো দুৰ্ব্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যাবদিত্যাদি । কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশোভ্যাং
পশ্যন্তাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি । সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাাত্মনোহলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিক-
বদ্ব্যটমানং পশ্যন্তি বিস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ । তথা—আশ্চর্য্যাবদেবান্যো
বদতি চ । শৃণোতি চান্যঃ । কশ্চিৎ পুনর্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ ।
চশ্বদাদৃষ্টাপি ন দৃষ্টাপি ন সমাগেদেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। “এনং কৰ্ম্ম,” “পশ্যতি” ক্রিয়া ও “কশ্চিৎ” কৰ্ত্তা
এই তিন পদেরই বিশেষণ “আশ্চর্য্যবৎ” । “এনং” পদের লক্ষ্য আত্মা আশ্চর্য্যবৎ কেন
তাহাই প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে । অবিদ্যাকল্পনা বশতঃ আত্মা একদিকে বিবিধ বিরুদ্ধধর্ম্মী
হইয়া প্রতীত হইতেছেন ; আবার তিনিই সাক্ষাৎ সর্ব্বধর্ম্মাভীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর । একদিকে
আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্যবিদ্যমান ; অপরদিকে আত্মা জড়বৎ ও অনিত্য বলিয়া প্রতীত
হইতেছেন ; আত্মা স্বরূপতঃ আনন্দস্বরূপ হইয়াও মহা দুঃখীর ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন ।
আত্মা বাস্তবিক নির্বিকার । কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে বিকারবান্ বলিয়া প্রতীত হইতেছেন । আত্মা
স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বত্র অপ্রকাশিতের ন্যায় রহিয়াছেন । আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন
হইয়াও ভিন্নবৎ অনুভূত হইতেছেন । আত্মা সদামুক্ত হইয়াও বন্ধনদশাগ্রস্তের ন্যায় প্রতীত
হইয়া থাকেন । আত্মসম্বন্ধীয় এই বিচিত্র কুহক ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করা অতীব
দুরূহ, এবং গুরুশাস্ত্রোপদেশ ও মহাবাক্যসাধনসাধ্য । দ্বিতীয়তঃ আত্মদর্শনরূপ [পশ্যতি]
ক্রিয়াও আশ্চর্য্যবৎ । কেননা, যে অন্তঃকরণস্বত্তিরূপজ্ঞান স্বরূপতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপ
আত্মার অভিযাঞ্জক হয়, যে জ্ঞান স্বয়ং অবিদ্যার কার্য্য স্বরূপ হইয়া অবিদ্যার বিনাশ করিয়া
দেয়, এবং যে জ্ঞান অবিদ্যারূপ কারণের বিনাশকর্ত্তা হইয়া আপনাকেও (স্বয়ং অবিদ্যার কার্য্য
নিবন্ধন) নাশ করিয়া থাকে, ঐদৃশ জ্ঞান—দৃষ্টিরূপ ক্রিয়া যে আশ্চর্য্যবৎ তাহাতে আর সন্দেহ
কি ? তৃতীয়তঃ আত্মসাক্ষাৎকারবান্ [কশ্চিৎ] পুরুষও আশ্চর্য্যবৎ । কেননা, তিনি
জ্ঞানলাভে অবিদ্যাক্রকার হইতে ও অবিদ্যাকার্য্যাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াও প্রারম্ভ কৰ্ম্মের
প্রবলতা বশতঃ অজ্ঞানের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, সদা সমাধিমান্ হইয়াও কখনও সমাধি
হইতে ব্যাধিত, কখনও বা পুনঃ সমাহিত থাকেন । দেখা যাইতেছে যে, আত্মা, আত্মদর্শন ও
আত্মদর্শী এতদ্বয়ই আশ্চর্য্যরূপ । বহু প্রযত্ন ভিন্ন আত্মা সহজে কাহারও জ্ঞানগোচর হয়েন না ।
স্বয়ং কেবল প্রযত্ন করিলেই বা কি হইবে ? আত্মবিৎ উপদেষ্টার অভাবেও আত্মা দুৰ্ব্বিজ্ঞেয়
হয়েন । আত্মজ্ঞানোপদেশ দান বা ব্যাখ্যা করাও আশ্চর্য্য ; কেননা, আত্মার পরোক্ষজ্ঞান

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সৰ্ব্বস্য ভারত ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

সম্পন্ন পুরুষ সদা সমাহিত, তিনি বহিস্মুখ-বৃত্তিশীল হইয়া বলিবেন কিরূপে? বলিতে গেলে ব্যুত্থান দোষ (সমাধি ভঙ্গ) হয়; আবার না বলিলেই বা উপদেশ দান হয় কিরূপে? এরূপ ঈশ্বরতুল্য ব্রহ্মবেত্তা গুরু পরম দুর্লভ। সুতরাং আত্মোপদেশটাও আশ্চর্য্যাবৎ। আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করাও আশ্চর্য্য। কেননা, “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্ৰাপ্য মনসা সহ” ॥ [শ্রুতি] (ক)। মনের সহিত বাণীও যাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে। অতএব সকল শব্দের অবাচ্য সেই নিষিকর আত্মতত্ত্বকথনও পরমাশ্চর্য্যাকর। অর্থাৎ তটস্থলক্ষণা ভিন্ন স্বরূপ-লক্ষণায় আত্মব্যাখ্যা হয় না। মুমুক্শু ব্যক্তি যে সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মবেত্তা গুরুর নিকট আত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করেন, ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্য; কেননা, উহা শ্রুতির অগম্য। শ্রোতাও জন্মজন্মান্তর তপস্যা দ্বারা নির্মলচিত্ত না হইলেই বা আত্মোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক মনন নিদিধাসন করিবেন কিরূপে? গুরুশাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধাও সকল শ্রোতার পক্ষে দুর্লভ, সুতরাং আত্মজ্ঞানকথা শ্রবণ করাও অতীব আশ্চর্য্যাবৎ।

“শ্রবণায়াপি বহুভির্ঘো ন লভ্যঃ শৃণুন্তোহপি বহুবো যং ন বিদ্যাঃ।

আশ্চর্য্যো বত্তা কুশলোহসা লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥” [শ্রুতি] (খ)।

এই আত্মতত্ত্ব প্রথমত অনেকের শ্রবণগোচরই হয় না, তাহাতে আবার অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না। আত্মতত্ত্ববক্তা অতীব আশ্চর্য্যাবৎ। আত্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ পরম কুশলী। ব্রহ্মবেত্তা গুরুকর্তৃক দীক্ষিত হইয়া যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত করেন, তিনিও আশ্চর্য্যাবৎ। বস্তুতঃ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য, বড়ই কঠিন, অর্থাৎ সহজে কেহ তাঁহাকে সম্যক্ রূপে জানিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

অম্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত!) অয়ং (এই) দেহী (আত্মা) সৰ্ব্বস্য (সকলের) দেহে (শরীরে) নিত্যম্ (নিত্য) অবধ্যাঃ (অবিনাশী); তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) সৰ্ব্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীকেই) [উদ্দেশ্য করিয়া] শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ । সকল দেহেই এই নিত্য অবধ্য আত্মা অবস্থিতি করিয়া থাকেন, অতএব হে ভারত! কোন প্রাণীরই দেহনাশে তোমার শোক প্রকাশ কর্তব্য নহে ॥ ৩০ ॥

শাক্তবোধায়ম্ । অথৈদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ ক্রতে—দেহীতি! যস্মাদ্দেহী শরীরী নিত্যং সৰ্ব্বাবস্থাস্ববধ্যাঃ। নিরবয়বত্বাৎ। নিত্যত্বাচ্চ। তন্মাবধ্যোহয়ং দেহে

স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহ সি ।

ধৰ্ম্ম্যাদ্ধি যদ্ধাচ্ছেয়োহন্যং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

শরীরে সৰ্বস্য সৰ্বগতত্বাৎ স্বাবরাদিষু স্থিতোহপি সৰ্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানোহপ্যায়ং
দেহী ন বধ্যো যস্মাত্তস্মাত্তীত্বাদীনী সৰ্বাণি ভূতানুদ্ভিশ্য ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবমবধ্যাত্মাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচাত্ত্বমুপসংহরতি—
দেহীত্যাदि স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যেমন ঘটনাশে ঘটাকাশের নাশ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মা
হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত যে কোন দেহই নষ্ট হউক না কেন, তাহাতে সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মার
বিনাশ হয় না। সেইরূপ ভীষ্মাদির দেহনাশেও আত্মার নাশ হইবে না। তুমি যথা কেন
শোকাকুল হইতেছ? শোক পরিহার কর ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী । স্বধৰ্ম্মম্ অপি চ (স্বধৰ্ম্মের দিকেও) অবেষ্য (দেখিয়া)
[তুমি] বিকম্পিতুং (কম্পিত হইতে) ন অহসি (পার না) ; হি (যে হেতু) ধৰ্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ
(ধৰ্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ (আর কিছু) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) ন বিদ্যতে
(নাই) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ । আর স্বধৰ্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও তোমার কম্পিত
হওয়া কর্তব্য নহে। কেননা ধৰ্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অধিক শ্রেয়োজনক আর কিছুই
নাই ॥ ৩১ ॥

শাকরভাষ্যম্ । ইহ পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং শোকো বা মোহো বা ন সম্ভবতী
ত্যাত্মম্ । ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়ামেব । কিন্তু—স্বধৰ্ম্মমিতি । স্বধৰ্ম্মম্—স্বো ধৰ্ম্মঃ স্বধৰ্ম্মঃ ।
ক্ষত্রিয়স্য ধৰ্ম্মো যুদ্ধম্ । তমপাবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুমহসি । ক্ষত্রিয়স্য স্বভাবিকা-
ধৰ্ম্মাদাত্মস্বভাবাদিত্যভিপ্রায়ঃ । তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেন ধৰ্ম্মার্থং প্রজারক্ষণার্থং চেতি ।
ধৰ্ম্মাদনপেতং পরং ধৰ্ম্মম্ । তস্মাদ্ধৰ্ম্মাদ্ যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে হি যস্মাৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যচ্চোক্তমৰ্জ্জুনেন বেপথুশ্চ শরীরে য ইত্যাদি-
তদপায়ুক্তমিত্যাহ—স্বধৰ্ম্মমপীতি । আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেহপি বিকম্পিতুং
নাহসি । কিঞ্চ স্বধৰ্ম্মমপাবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নাহসীতি সম্বন্ধঃ । যচ্চোক্তং—ন চ শ্রোয়ানুপশ্যামি
হত্বা স্বজনমাহব ইতি তত্রাহ—ধৰ্ম্মাদিতি । ধৰ্ম্মাদনপেতান্নায়াদ্যুদ্ধাদন্যাৎ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অৰ্জ্জুন যে প্রথমাধ্যায়ে “বেপথুশ্চ শরীরে মে”
(২৯ শ্লোক) আদির উক্তি করিয়াছিলেন, ভগবান্ এই শ্লোকে তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই
বলিতেছেন যে, কেবল আত্মজ্ঞানের উদয়েই যে তোমার শোক দূর হইবে তাহা নহে, তোমার

যদৃচ্ছ্যা চোপপন্নং স্বৰ্গদ্বারমপাবৃতম্ ।

সুখিনঃ ক্রত্বিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

ধৰ্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও তোমার শরীরকম্প আদি হইবার কথা নহে। কেননা, ধৰ্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে অপরাধমুখ থাকাই ক্রত্বিয়ার পরম শ্রেয়স্কর।

“সমোত্তমাদমৈ রাজা চাহুতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ ।

ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্রত্বং ধৰ্ম্মমনুস্মরন্ ॥” মনু, ৭।৮৭।

প্রজাপালনপরায়ণ ক্রত্বিয় রাজা ব্রাহ্মণ, ক্রত্বিয়, বৈশ্য বা শূদ্রাদি কত্বক যুদ্ধার্থ আহত হইলে নিজ ক্রত্বধৰ্ম্ম স্মরণপূর্বক রণ হইতে পরাধমুখ হইবেন না। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ অজ্ঞানের কথিত “ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হস্তা স্বজনমাহবে” শ্লোকের অশাস্ত্রীয়ত্ব ও অধৰ্ম্মত্ব প্রদর্শন করিলেন। হে অজ্ঞান! ধৰ্ম্মযুদ্ধই তোমার প্রকৃত ধৰ্ম্ম ॥ ৩১ ॥

সন্দীপনী-পরিণিষ্ট । শাস্ত্রানুসারেই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নির্ণীত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বৈশ্যাদির পক্ষে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হইলেও, ক্রত্বিয়ার পক্ষে উহা শাস্ত্রসম্মত। যেমন তমঃপ্রধান হিংস্র পশুগণ আহারার্থ প্রাণিবধ করিয়াও পাপভাগী হয় না, সেইরূপ রজঃপ্রধান ক্রত্বিয়গণ সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে ধৰ্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পাপযুক্ত হয়েন না, বরং উহা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। যেমন যতি ও ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্ত্রীসঙ্গম পাপজনক হইলেও, গৃহস্থের পক্ষে পুত্রলাভার্থ নিয়মিত স্ত্রীসহবাস শাস্ত্রবিহিত, সেইরূপ সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণাদির পক্ষে জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইলেও, গৃহস্থ ক্রত্বিয়গণের পক্ষে ধৰ্ম্মযুদ্ধে প্রাণিহিংসা অধৰ্ম্মকর নহে। অন্যের আক্ৰমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ অথবা ধৰ্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগার্থ প্রস্তুত হইলে প্রাণিহিংসা সম্মত হইতে পারে, নতুবা প্রাণিহিংসা পাপজনক। সকাম পূজাদিতেও ফললাভের জন্য প্রাণিহিংসায় পাপ হইয়া থাকে, এবং নিষ্কাম পূজায় হিংসা করা নিষিদ্ধ।

ধৰ্ম্মযুদ্ধাদি বাতীত যে পর্যাণ্ত দেহাত্মবুদ্ধি থাকে এবং নিজ দেহাদির ছেদে ক্লেশ বোধ হয়, সে পর্যাণ্ত অন্য জীবকে ক্লেশ দিতে নাই। উদ্ভিজ্জ জীবে মানসিক বিকাশ স্বাভাবতঃই অপরিষ্কৃত বলিয় ছেদন জন্য ক্লেশাধিক্য না থাকায় এবং আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী উৎকৃষ্ট মানবদেহ রক্ষায় উপায়ান্তরের অভাব বশতঃই শাস্ত্রে উদ্ভিজ্জ আহার নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সঙ্গুহস্থ ও সন্ন্যাসিগণ যথাক্রমে পঞ্চমহাযজ্ঞ ও মোক্ষোপদেশ দানের দ্বারা এই অনিবার্য্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী । পার্থ (হে পার্থ !) সুখিনঃ (ভাগ্যবান্) ক্রত্বিয়াঃ (ক্রত্বিয়গণই) যদৃচ্ছ্যা চ উপপন্নম্ (অনায়াসে প্রাপ্ত) অপাবৃতং (প্রতিবন্ধকরহিত) স্বৰ্গদ্বারম্ (স্বর্গের দ্বার স্বরূপ) ঈদৃশং যুদ্ধং (এই প্রকার যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করেন) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ। অনায়াসপ্রাপ্ত ও প্রতিবন্ধকরহিত স্বর্গ সাধন স্বরূপ দৈর্ঘ্য যুদ্ধ যে ক্রিয়গণ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা তাহাতে সুখলাভই করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কুতশ্চ তদ্যুদ্ধং কৰ্ত্তব্যমিতি ? উচ্যতে—যদৃচ্ছয়েতি । যদৃচ্ছয়া চাপ্রার্থিতমাগতমুপপন্নং স্বর্গদ্বারমপারতমুদ্ঘাটিতম্ । য এতদীদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ক্ষত্রিয়াঃ হে পার্থ কিং ন সুখিনন্তে ? ॥ ৩২ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপাগতে সতি কুতো বিকম্পস ইতি ? আহ—যদৃচ্ছয়েতি । যদৃচ্ছয়াহপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যা এবং লভন্তে । যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ । যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ । এতেন—স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধবেতি যদুত্তং তন্নিরন্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে অর্জুন! তোমাকে চেষ্টা করিয়া এই মহাসমরের ব্যবস্থা করিতে হয় নাই, কৌরবগণেরই দৃষ্ট উদ্যমে এই যুদ্ধ উপস্থিত । এ যুদ্ধে জয় হইলে যশঃ, কীর্তি ও রাজ্যলাভ, এবং পতন হইলে নির্বিল্যে স্বর্গলাভ হইবে । রাজগণের এরূপ যুদ্ধ নিতান্ত স্পৃহণীয় ও অতীব সুখদ । অতএব এ যুদ্ধ হইতে পরাভূত হইয়া রাজ্য বা স্বর্গ লাভে বঞ্চিত হইও না ।

“আহবেযু মিথোহনোনাং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ ।

যুধামানঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাভূত্বাঃ ॥” মনু, ৭।৮৯ ॥

পরস্পর নিধনকামী ক্ষত্রিয় রাজগণ যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে পরাভূত না হইলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন ।

ভীষ্ম দ্রোণাদি তোমার গুরুজন হইলেও তোমার আততায়ী । আততায়িবধে কোন দোষ নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । যথা—

“গুরুং বা বালরুদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্ ।

আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥

নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥” মনু, ৮।৩৫০, ৩৫১ ।

গুরুই হউন বালক বা রুদ্ধই হউন, অথবা শাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণই হউন, আততায়ী হইলে সম্মুখে প্রাপ্তিমাত্রই বুদ্ধিমান পুরুষ তাহাকে বিনা বিচারেই নিধন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই । অর্জুন যে প্রথমাধ্যায়ের ৩৬শ শ্লোকে “স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব”—“আত্মীয়গণকে বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব,” বলিয়াছিলেন, ভগবান্ এই শ্লোকে “সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ” বাক্য দ্বারা তাহারই উত্তর দিলেন ॥ ৩২ ॥

অথ চেদ্ধমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।

ততঃ স্বধর্ম্যং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । অথ (অনন্তর) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্যং সংগ্রামং (ধর্ম যুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না করিবে), ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্ম্যং কীর্ত্তিং চ (স্বধর্ম ও কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপম্ অবাপ্যসি (পাপভাক্ হইবে) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । এখন যদি তুমি এই ধর্ম্য যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ জন্য তুমি পাপভাক্ হইবে ॥ ৩৩ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । এবং কর্তব্যতাপ্রাপ্তমপি—অথেতি । অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং ধর্মাদনপেতং বিহিতং সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ ততস্তদকরণাৎ স্বধর্ম্যং কীর্ত্তিং চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্যসি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বিপর্যয়ে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাदि ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । প্রথমতঃ যুদ্ধের কর্তব্যতা কথিত হইয়াছে । যুদ্ধের কর্তব্যতার অপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ না করা দ্বিতীয় পক্ষ । এই দ্বিতীয়পক্ষের সূচনার্থই এই শ্লোকের প্রথমে “অথ” পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ; শত্রুনির্যাতনমানসে নহে । তুমি ধর্মতঃ স্বপক্ষ সমর্থনার্থ এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ এই জন্য ইহা ধর্ম্যযুদ্ধ । অথবা অকপটভাবে সম্মুখসমরে শত্রুহনন করাই ধর্ম্যযুদ্ধ । ধর্ম্যযুদ্ধে রথবিহীন যোদ্ধাকে রথী হনন করিবে না ; নপুংসক, শরণাগত, নগ্নকায়, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন, যুদ্ধদর্শনার্থী, যুদ্ধের পরীক্ষাকারী, রোগী, ভীত ও পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না । হে অজ্ঞান ! তুমি যদি কাপুরুষের ন্যায় এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, তবে স্বধর্মত্যাগ ও শাস্ত্রবাক্য উল্লংঘন জন্য পাপ হইবে, এবং তুমি যে মহাদেবাদের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়াছিলে, তোমার বিক্রম ভুবনবিখ্যাত, এতাবৎ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে । তুমি যদি যুদ্ধে পরাঙমুখ হও, দুগ্ধট দুর্ব্যোধানাদি তোমার বধসাধনে উপেক্ষা করিবে না । তোমার জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ক্ষয় পাইবে এবং দুর্ব্যোধানাদির পাপের ভাগী হইতে হইবে । মনু কহিয়াছেন—

“যন্ত ভীতঃ পরারতঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ ।

ভর্তৃর্যদুদ্বক্তং কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং প্রতিপদ্যতে ॥

যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম্ ।

ভর্তা তৎ সর্বমাদত্তে পরারতহতস্য তু ॥” মনু, ৭।৯৪, ৯৫ ।

সংগ্রামে ভীত পলায়নপর ব্যক্তি যদি শত্রুকর্তৃক নিহত হয়, তবে প্রভুর সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে । আর পলায়নপর ব্যক্তির পূর্বকৃত স্বর্গাদি সাধক তাবৎ পুণ্যই প্রভুকে আশ্রয় করিয়া থাকে । এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ অজ্ঞানের কথিত (১ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক) “আমাকে

অকীৰ্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ । সম্ভাবিতস্য চাকীৰ্ত্তিম্ বৃণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

বধ করিলেও আমি আততায়িগণকে হনন করিয়া পাপভাক্ হইব না” ইত্যাদি বাক্যের খণ্ডন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । অপি চ (আরও) ভূতানি (প্রাণিগণ) তে (তোমার) অব্যয়াম্ (চিরকালব্যাপিনী) অকীৰ্ত্তিং (কুশশঃ) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করিবে) । সম্ভাবিতস্য (গুণবান্ পুরুষের) অকীৰ্ত্তিং (কুশশঃ) মরণাৎ চ (মরণ অপেক্ষাও) অতিরিচ্যতে (অধিক হইয়া থাকে) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । (দেব, ঋষি ও মনুষ্যগণ) সকলেই চিরদিন তোমার অকীৰ্ত্তি ঘোষণা করিবে । গুণবান্ পুরুষের পক্ষে অকীৰ্ত্তি মরণাপেক্ষাও অধিকতর ॥ ৩৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ন কেবলং স্বধৰ্ম্মকীৰ্ত্তিপরিচয়ঃ—অকীৰ্ত্তিমিতি । অকীৰ্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তবাব্যয়াম্ দীৰ্ঘকালাম্ । ধৰ্ম্মাত্মা শূর ইত্যেবমাদিভিগুণৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীৰ্ত্তিম্ বৃণাদতিরিচ্যতে । সম্ভাবিতস্য চাকীৰ্ত্তেৰ্বরং মরণমিতার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অকীৰ্ত্তিমিত্যাदि । অব্যয়াং শাস্ত্রতীম্ । সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য । অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্লোকের প্রথম পাদেই “চ অপি” দ্বারা পূৰ্ব্ব শ্লোকের সংবৰ্দ্ধনা করিলেন, অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে কেবল যে তোমার ধৰ্ম্মনাশ ও কীৰ্ত্তিলোপ হইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু সকল প্রাণী তোমার অপকীৰ্ত্তির (নিন্দার) ঘোষণা করিতে থাকিবে । যদি বল, যুদ্ধে প্রাণ বিনাশের ভয় আছে, আত্মরক্ষা সৰ্ব্বদা শ্রেয়ঃ, তাহাতে অকীৰ্ত্তি হয়, তজ্জন্য ক্ষতি কি? ইহাতে ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি ধৰ্ম্মাত্মা, অতিশয় বীর ও নানা গুণবিশিষ্ট, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষই লোক সমাজে “সম্ভাবিত” নামে বিখ্যাত । সম্ভাবিত পুরুষের অকীৰ্ত্তি মরণাপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর । তাদৃশ পুরুষ অকীৰ্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গলকর বলিয়া মনে করেন । ধৰ্ম্মনিষ্ঠা, শৌর্য্য, ইত্যাদি বিবিধ গুণে তুমিও সম্ভাবিত ব্যক্তি, তুমি অতঃপর অকীৰ্ত্তিকথা সহ্য করিতে পারিবে না ॥ ৩৪ ॥

ভয়াদ্রণাছুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।

যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসী লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদীষ্যন্তী তবাহীতাঃ ।

নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

অম্বয়বোধিনী । মহারথাঃ চ (মহারথগণও) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়বশতঃ) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (নিরত) মংস্যন্তে (মনে করিবেন); ত্বং (তুমি) [পূর্বে] যেষাং (যাঁহাদিগের) বহুমতঃ ভূত্বা চ (মাননীয় হইয়াও) [অধুনা] লাঘবং (লঘুতা) যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে সকল মহারথ তোমায় বহুমাননা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তোমাকে আর সমাদর করিবেন না। কেন না, তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছ ॥ ৩৫ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । কিঞ্চ—ভয়াদিত্তি । ভয়াৎ কর্ণাদিত্যঃ । রণাদ্ যুদ্ধাদুপরতং নিরতং মংস্যন্তে চিত্তয়িষ্যন্তি—ন রূপয়েতি—ত্বাং মহারথা দুর্যোধনপ্রভৃত্যঃ । যেষাং চ ত্বং দুর্যোধনাদীনাং বহুমতঃ—বহুভিঃ গৈর্যুক্ত ইতোবং বহুমতঃ—ভূত্বা পুনস্ত্বং যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবম্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ ভয়াদিত্তি । যেষাং বহুগণেভ্যঃ ত্বং পূর্বে সম্মতোহভূত এব ভয়াৎ সংগ্রামান্নিরতং ত্বাং মনোরন্ । ততশ্চ পূর্বে বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে অর্জুন! ভীষ্মাদি মহারথগণ তোমাকে ধর্ম, ধৈর্য্য পরাক্রম আদি গুণরাশির আধার বলিয়া জানেন। কিন্তু যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা ভাবিবেন যে, অর্জুনের পূর্ববৎ বল, বীর্য্য, তেজ, সাহস ও উদাম কিছুই নাই, এক্ষণে কর্ণাদির ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ইহাতে তোমার অত্যন্ত লঘুতার পরিচয় হইবে ॥ ৩৫ ॥

অম্বয়বোধিনী । তব (তোমার) অহিতাঃ চ (শত্রুগণও) তব (তোমার) সামর্থ্যং (শক্তিকে) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করিয়া) বহুন্ (অনেক) অবাচ্যবাদান্ (অকথ্য কুকথা) বদীষ্যন্তি (বলিবে); ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিক দুঃখ) কিং নু (আর কি আছে?) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । (দুর্যোধনাদি) শত্রুগণও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া কত অকথ্য কুকথাই বলিবে। এতদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? ॥ ৩৬ ॥

হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । কিঞ্চ--অবাচ্যবাদানিতি । অবাচ্যবাদানবস্তব্যাবাদাংশ্চ বহু
ননেকপ্রকারান্ বদিস্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ । নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তস্তব হৃদীয়ং সামর্থ্যং
নিবাতকবচাদিযুদ্ধনিমিত্তম্ । তস্মাত্তো নিন্দাপ্রাপ্তেদুঃখাদুঃখতরং নু কিম্ ? ততঃ কণ্ঠতরং
দুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অবাচ্যবাদানিত্যাদি । অবাচ্যান্ বাদান্
বচনানর্হাঙ্খদাংস্তবাহিতাস্তৃচ্ছবো বদিস্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দোপনী । পাছে অজ্ঞান মনে করেন যে, আমাকে যুদ্ধ হইতে
বিনিবৃত্ত দেখিয়া ভীষ্মাদি মহারথগণ নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে দুর্যোধনাদি শত্রুগণ
অবশ্যই সম্ভ্রষ্ট হইয়া আমার প্রশংসা করিবে ; কেননা, আমি যুদ্ধ না করিলেই তাহাদের মঙ্গল ;
—এই ভ্রান্তি শান্তির জন্যই ভগবান এই শ্লোকটির অবতারণা করিয়াছেন । বস্তুতঃ প্রশংসা
দূরে থাকুক, অজ্ঞানের কাপুরুষতা দেখিয়া দুর্যোধনাদি অযথা ধিক্কার পূর্বক গ্লানির সহিত হাস্য
ও নিন্দা করিতে থাকিবে । ভীষ্মাদির মরণশঙ্কায় অজ্ঞানের চিত্তপটে যে দুঃখের রেখা দেখা
দিতেছে, তাহা অপেক্ষা লোকনিন্দাজনিত মনোদুঃখ যে অধিক হইতেও অধিকতর
ক্লেশদায়ক তাহাই ভগবান্ অজ্ঞানকে বুঝাইলেন । বস্তুতঃ আত্মীয়বিয়োগজনিত দুঃখ ক্রমে ক্রমে
নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু লোকনিন্দা প্রতিনিয়ত বিঘোষিত হইলে দুঃখানল সর্বদা প্রজুলিত থাকিয়া
মনকে চিরদিন দগ্ধ করে ॥ ৩৬ ॥

অনুবোধিনী । কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র!) হতঃ বা (হত হইয়া) স্বর্গং
প্রাপ্যসি (স্বর্গবাসী হইবে), জিত্বা বা (অথবা জয়লাভ করিয়া) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে
(ভোগ করিবে) । তস্মাৎ (সেই কারণে) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) কৃতনিশ্চয়ঃ (স্থিরনিশ্চয় হইয়া)
উত্তিষ্ঠ (গাত্রোত্থান কর) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্তেয়! যদি এ যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয়, তবে স্বর্গবাসী
হইবে, এবং যদি বিজয়লাভ করিতে পার, তবে সগাগরা পৃথিবীর প্রভুত্ব ভোগ করিতে
পারিবে । অতএব যুদ্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া গাত্রোত্থান কর ॥ ৩৭ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভিঃ—হতো বেতি । হতো বা
প্রাপ্যসি স্বর্গম্ । হতঃ সন স্বর্গং প্রাপ্যসি । জিত্বা বা কর্ণাদীঙ্করান্ ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
উভয়থাপি তব লাভ এবোত্যাভিপ্রায়ঃ । যত এবং তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ।
জেষ্যামি শত্রুন্ মরিষ্যামি বেতি নিশ্চয়ং কৃত্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সুখদুঃখে সমে কৃতা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যসি ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। যদুত্তং—ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরনো গরীয় ইতি তত্রাহ—হতো বেতাদি । পক্ষদ্বয়েহপি তব লাভ এবৈত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জুন দেখিলেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গুরুগণবধজন্য দুঃখের আশঙ্কা ; যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে শত্রুগণের শ্লেষ ও গ্লানিপূর্ণ হাস্যোপহাস্যও পরম দুঃখের আশঙ্কা । এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অর্জুনকে প্রবুদ্ধ ও উত্তেজিত করিবার জন্য ভগবান্ কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! যথা চিন্তা পরিহার কর । এই ধর্মযুদ্ধে দেহত্যাগ হইলে স্বর্গলাভ এবং বিজয় হইলে গিঞ্চন্টক রাজ্যলাভ ; উভয়তঃ লাভেরই চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে । অতএব শোক করিও না, যথা চিন্তা করিও না এবং সংশয়যুক্ত হইও না । বীরের ন্যায় শর ও শরাসন লইয়া গাত্রোথান কর, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ দ্বিতীয়াধ্যায়ে অর্জুনোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের শঙ্কাচ্ছেদ করিয়া দিলেন ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখকে) লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভকে) জয়াজয়ৌ চ (এবং জয় ও পরাজয়কে) সমে কৃতা (তুল্য জ্ঞান করিয়া) ততঃ (তদনন্তর) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (নিযুক্ত হও) ; এবং (এই প্রকারে) পাপং ন অবাপস্যসি (পাপভাক্ হইবে না) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জুন !] সুখ ও দুঃখ, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও, তাহাতে তুমি পাপভাক্ হইবে না ॥ ৩৮ ॥

শাকরভাষ্যম্। তত্র যুদ্ধং স্বধর্ম ইত্যেবং যুধ্যমানস্যোপদেশমিমং শৃণু—সুখদুঃখে ইতি । সুখদুঃখে সমে তুল্যে কৃতা । রাগদ্বেষাবকৃত্ত্যেত্যতঃ । তথা চ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ সমৌ কৃতা । ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব । নৈবং যুদ্ধং কুর্ক্বন্ পাপমবাপস্যসীতি । এষ উপদেশঃ প্রাসঙ্গিকঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। যদপ্যুক্তং পাপমেবাত্ময়েদস্মানিতি তত্রাহ—সুখদুঃখে ইত্যাদি । সুখদুঃখে সমে কৃতা । তথা তয়োঃ কারণভূতৌ লাভালাভাবপি । তয়োরাপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃতা । এতেষাং সমত্বে কারণং হর্সবিষাদরাহিত্যম্ । যুজ্যস্ব সন্নক্কা ভব । সুখাদাভিলাষং হিহ্বা স্বধর্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপস্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যুদ্ধে স্বর্গলাভ হইলেও উহা জ্যোতিষ্ঠৌমাদি যজ্ঞের ন্যায় নিত্যকর্ম নহে । বরং কাম্য কর্মের ন্যায় ফলপ্রদ । ইহাতে পৃথিবী লাভ হয় বাটে, কিন্তু ইহাও অর্থশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বোধ হইতেছে । কাম্য কর্মরূপ যুদ্ধ না করিলে কোন পাপ

এষা তেহিভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে স্তিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কৰ্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

হইবার সম্ভাবনাই। কিন্তু রাজ্যলাভের আশায় ব্রাহ্মণ, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে ধর্মবিরুদ্ধ কার্য হইবে—এইরূপ বিচারে পাছে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকোক্ত উপদেশের প্রতি অর্জুনের সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, হে অর্জুন! তুমি সমতামুস্ত চিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ তুমি সুখের কামনা করিও না, দুঃখের আশঙ্কাও সঙ্কুচিত হইও না, যুদ্ধে যে তোমার লাভ হইবে ইহা ভাবিও না, ও অলাভই যে হইবে তাহা মনে করিও না, এবং এই মহাসমরে যে তোমার জয় হইবে তাহার আশা করিও না, এবং পরাজয়ই যে হইবে তাহাও মনে স্থান দিও না। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবে। তাহা হইলে গুরু-ব্রাহ্মণ বধাদির জন্য পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। অশুভ কামনা ও অসৎ সংকল্পই পাপ, কেবল কার্য বা অনুষ্ঠান পাপ নহে। সঙ্কল্পশূন্য শুভ বা অশুভ ক্রিয়া দ্বারা জীব পুণ্য বা পাপভাগী, স্বর্গ বা নিরয়গামী হয় না। যে ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকের কল্যাণ কামনায় যুদ্ধ করে, সে অবশ্যই গুরু-ব্রাহ্মণাদি বধের পাপভাগী হয়, আবার তাদৃশ যুদ্ধ না করিলে নিত্য কশ্মের অকরণ জন্য পাপভাগী হয়। কিন্তু ফলকামনা বর্জিত হইয়া কেবলমাত্র স্বধর্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিলে এই উভয় পাপের কোনটাই হয় না। আমি যে “হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্” ইত্যাদি ফলের কথা বলিলাম, তাহা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র জানিবে। যেমন আত্মফলের নিমিত্তই লোকে আত্মরক্ষা রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও সুগন্ধ তাহার আনুষঙ্গিক ফল, সেইরূপ স্বধর্মরক্ষার্থ অবশ্য কর্তব্য বোধেই তুমি যুদ্ধ করিবে, রাজ্য বা স্বর্গ তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র জানিবে; রাজ্য বা স্বর্গলাভ না হইলেও তোমার ধর্মের হানি হইবে না। অতএব যুদ্ধ-বিধানশাস্ত্র অর্থশাস্ত্রের ন্যায় নহে, বরং ধর্মশাস্ত্রের স্বরূপ। এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ “পাপমেবা-শ্রয়েদস্মান্” ইত্যাদি অর্জুনোক্ত বচনের সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন ॥ ৩৮ ॥

অব্যবোধিনী । পার্থ (হে পার্থ!) সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) এষা (এই) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) তে (তোমাকে) অভিহিতা (কথিত হইল)। যোগে তু (কর্ম্মযোগ-বিষয়ে) ইমাং (বন্ধ্যমাণ উপদেশ) শৃণু (শ্রবণ কর), যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] (যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে) কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মবন্ধন) প্রহাস্যসি (তাগ করিবে) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অর্জুন! তোমাকে সাংখ্যযোগাখ্য তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিলাম। এক্ষণে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাতে বুদ্ধি দৃঢ় হইলে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ । শোকমোহাপনয়নায় লৌকিকো ন্যায়ঃ স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যে-
ত্যাদৌঃ শ্লোকৈরুক্তঃ । ন তু তাৎপর্যোগ । পরমার্থদর্শনং ত্বিহ প্রকৃতম্ । তচ্ছোক্তমুপসং-

হি যতে—এষা তেহভিহিতৈতি—শাস্ত্রবিষয়বিভাগপ্রদর্শনায় । ইহ হি দর্শিতে পুনঃ শাস্ত্রবিষয়-
বিভাগ উপরিষ্ঠাৎ—জ্ঞানযোগেব সাংখ্যানাং কৰ্মযোগেণ যোগিনামিতি নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ং শাস্ত্রং
সুখং প্রবর্তিষ্যতে । শ্রোতারচ্চ বিষয়বিভাগেন সুখং গ্রহীষ্যন্তীতি । অত আহ—এষা ত ইতি ।
এষা তে তৃত্যমভিহিতোক্তা । সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে । বুদ্ধিজ্ঞানং সাক্ষাচ্ছোকমোহাদি-
সংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণম্ ! যোগে তু তৎপ্রাপ্তত্বাপ্যে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহাণপূৰ্ব্বকমীশ্বর-
রাধনার্থে কৰ্মযোগে কৰ্মমানুষ্ঠান সমাধিযোগে চেমামনস্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু । তাং চ
বুদ্ধিং শ্রোতি প্ররোচনার্থং—বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তো হে পার্থ কৰ্মবন্ধঃ—কৰ্মৈব
ধৰ্মাদধৰ্মখ্যো বন্ধঃ—তং প্রহাসসি । ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । উদ্বিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্তৎসাধনং কৰ্মযোগং
প্রস্তোতি—এষেত্যাদি । সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশাতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সমাগ-
জ্ঞানম্ । তস্যাং প্রকাশমানমাত্তত্ত্বং সাংখ্যম্ । তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা ।
এবমভিহিতায়ামপি তব চেদাত্তত্ত্বমপরোক্ষং ন ভবতি তর্হাস্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাঅতত্ত্বাপরোক্ষার্থং
কৰ্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু । যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরপিতৃকৰ্মযোগেণ শুদ্ধাস্তঃকরণঃ
সংসৃতপ্রসাদলব্ধাপরোক্ষজ্ঞানেন কৰ্ম্মাক্ষকং বন্ধং প্রকর্ষণেণ হাসসি তাক্ষসি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । উপনিষদের প্রতিপাদ্য সদ্ধস্ত পরামাখ্যার নাম সাংখ্য ।
“ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্” শ্লোক হইতে “স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য” শ্লোকের পূৰ্ব্ববর্তী একবিংশতি
শ্লোকদ্বারা ভগবান্ তত্ত্বজ্ঞানের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা সৰ্ব্ব প্রকার
অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায় । যে উপযুক্ত অধিকারী এই আত্মজ্ঞানরূপ বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন,
তাহার কৰ্মযোগের কথা শ্রবণ করা অনাবশ্যক । এক্ষণে আত্মজ্ঞান উপদেশের পর কৰ্মযোগ
উক্ত হইলে, পরে যখন আত্মজ্ঞানীর সৰ্ব্বকৰ্ম্মকর্তৃত্বাব্যাব উক্ত হইবে, তখন বিরোধ পড়িবার
সম্ভাবনা । কিন্তু এখানে যে কৰ্মযোগের কথা উক্ত হইতেছে, তাহা জ্ঞানীর জন্য নহে, কেবল
অজ্ঞানের নাম যে অপ্রবুদ্ধচিত্ত মানবের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মআকার বুদ্ধি উৎপন্ন
হয় নাই, তাহার মনোমল মার্জনা পূৰ্ব্বক আত্মসাক্ষাৎকারলাভার্থই এই নিষ্কাম কৰ্মযোগ
অনুষ্ঠেয় । “সুখদুঃখে সমে কৃত্বা” ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ফলকামনাবর্জিত কৰ্ম্মবুদ্ধির কথা এক্ষণে
সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইবে । আত্মজ্ঞান শ্রবণ দ্বারা অজ্ঞানের চিত্তে আশানুরূপ চেতনা হয় নাই,
কেননা বহিরঙ্গ সাধন ব্যতীত অন্তরঙ্গ সাধনের কোন উপদেশই ধারণা হইতে পারে না । এই
জন্য ভগবান্ অজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করিবার জন্য এই নিষ্কাম কৰ্মযোগের কথার
অবতারণা করিলেন । কৰ্মযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগে অধিকার জন্মে না । শ্রুতি বলিয়াছেন—
“ধর্ম্মেণ পাপমপনুদত্তি” (ক) । অর্থাৎ নিষ্কাম কৰ্ম্মরূপ ধৰ্ম্মমানুষ্ঠান দ্বারা মনের মলিনতা রূপ
পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । নিষ্কামভাবে স্ববর্ণাশ্রমোচিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে

(ক) অথর্ববেদীয়—মহানারায়ণ উপনিষৎ—২২ খণ্ডে ১১২২

নেহাভিক্রমনাশোহিঁস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ভ্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

কর্মজনিত ধর্ম ও অধর্ম (কর্মবন্ধ) নষ্ট হইয়া যায়, এবং চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী বিবেকবৈরাগ্য ও ভগবন্ত্তি লাভে সমর্থ হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥

অনুবোধিনী । ইহ (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভ করিলে বিফলতা) ন স্তি (নাই), প্রত্যবায়ঃ (পাপও) ন বিদ্যতে (হয় না) ; অস্য ধর্মস্য (এই ধর্মের) স্বল্পমপি (অতি অল্পমাত্রও) মহতো ভয়াৎ (মহাভয় হইতে) ভ্রায়তে (রক্ষা করে) ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ । এই নিষ্কাম কর্মযোগের ফল বিনষ্ট হয় না ; ইহাতে প্রত্যবায় নাই ; বরং যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতা মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

শাকরভাষ্যম্ । কিঞ্চানাৎ—নেহেতি । নেহ মোক্ষমার্গে কর্মযোগেহভিক্রম-নাশঃ । অভিক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভঃ । তস্য নাশোহিঁস্তি । যথা কৃষাদেঃ । যোগবিষয়ে প্রারম্ভস্য নানৈকান্তিকফলত্বমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ভবতি । কিন্তু স্বল্পমপ্যস্য যোগধর্মস্যানুষ্ঠিতং ভ্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াজ্জন্মমরণাদি-লক্ষণাৎ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু কৃষাদিবৎ কর্মণাং কদাচিদ্ধিন্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্ধাদ্যবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্মযোগেন কর্মবন্ধপ্রহাণম্ ? তত্রাহ—নেহেত্যাদি । ইহ নিষ্কামকর্মযোগেহভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিঃফলত্বং নাস্তি । প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে । ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিন্ধবৈগুণ্যাদাসম্ভবাৎ । কিঞ্চাস্য ধর্মস্যেত্বরাদানার্থ-কর্মযোগস্য স্বল্পমপ্যপকুশ্চমাত্রমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ভ্রায়তে রক্ষতি । ন তু কাম্যকর্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈঃফল্যমসৌত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্রুতি কহিয়াছেন, যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্মজনিত ফলরাশি ভোগাবসানে বিনষ্ট হইয়া যায় । এই আশঙ্কা, কর্মযোগের কথা উত্থাপন মাত্রই অজ্ঞানের মনে উদিত হইবার সম্ভাবনায় ভগবান্ বলিতেছেন, “অভিক্রম” [অর্থাৎ যজ্ঞদানাদি যে ফলের প্রারম্ভক তাহা] বিনষ্ট হইয়া যায় ইহাই শ্রুতির মত । কিন্তু নিষ্কাম কর্মরূপ যোগের কদাপি সে আশঙ্কা নাই । নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি বাতীত, স্বর্গাদির ক্ষণবিধ্বংসি পদ লব্ধ হয় না । যেমন অগ্নি তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া অবশেষে স্বয়ংও নির্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ নিষ্কাম কর্মরাশিও মনোমালিন্যের বিনাশ করিয়া পরিশেষে নিজেও নিবৃত্ত হইয়া যায় । যজ্ঞদানাদি সকাম কর্ম অনুষ্ঠানের নুনোতিরেকরূপ বৈগুণ্য বশতঃ যে প্রত্যবায় হইয়া থাকে, নিষ্কাম কর্মযোগে তাহার কোন আশঙ্কাই নাই । কেননা, ইহাতে ফলেরও আকাঙ্ক্ষা না থাকায়

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন ।

বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

ফলহানি হইবারও ভয় থাকে না, আবার ঈশ্বরার্থই যে নিষ্কাম কৰ্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অধিকারী পুরুষ জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন । কেননা, অনুষ্ঠানকালে ভগবানে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিনিবেশ হইলে পাপাদির জনক কৰ্মবন্ধন সহজেই বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৪০ ॥

অনুবোধিনী । কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন অর্জুন !) ইহ (এই নিষ্কাম কৰ্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা (কেবল এক পদার্থগত, সুতরাং একই) । অব্যবসায়িনাং (সকামদিগের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি) বহুশাখাঃ (নানাভাগে বিভক্ত) অনন্তাঃ চ (ও অনন্তরূপ) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কুরুনন্দন ! এই নিষ্কাম কৰ্মযোগে কেবলমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই থাকে । আর সকামকৰ্ম-যোগিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট হয়, এবং অনন্তরূপ ধারণ করে ॥ ৪১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যেহং সাংখ্যো বুদ্ধিরুক্তা যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা সা—ব্যবসয়েতি । ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়স্বভাবা একৈব বুদ্ধিরিতরবিপরীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা । সমাক্ প্রমাণজনিতত্বাৎ ইহ শ্রেয়োমার্গে । হে কুরুনন্দন । যাঃ পুনরিতরা বুদ্ধয়ো যাসাং শাখাভেদপ্রচারবশাদনন্তোহপারোহনুপরতঃ সংসারোহপি নিত্যপ্রত্যতো বিস্তীর্ণো ভবতি প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিনিমিত্তবশাচোপরতাস্বনন্তভেদবুদ্ধিষু সংসারোহপ্যুপরমতে তা বুদ্ধয়ো বহুশাখাঃ । বহব্যঃ শাখা যাসাং তা বহুশাখাঃ । বহুভেদা ইতোতৎ । প্রতিশাখাভেদেন হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ঃ । কেষাম্ ? অব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানামিতার্থঃ ॥ ৪১ ॥

ত্ৰীশ্বরস্বামিকৃতটীকা । কুত ইতাপেক্ষায়ামুভয়োর্কেষমামাহ—ব্যবসায়াত্মিকেত্যাদি । ইহেশ্বরাদানলক্ষণে কৰ্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যেব ধ্রুবং তরিয়ামীতি নিশ্চয়াত্মিকৈকৈবৈকনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি । অব্যবসায়িনাং ত্ৰীশ্বরাদানবহির্মুখাণাং কামিনাং—কামানামানন্ত্যাৎ—অনন্তাঃ । তত্রাপি হি কৰ্মফলগুণফলত্বাদিপ্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি । ঈশ্বরাদানার্থং হি নিতাং নৈমিত্তিকং চ কৰ্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যোহপি ন নশ্যতি । যথা শরুয়াৎ তথা কুর্যাদিতি হি তদ্বিধীয়তে । ন চ বৈগুণ্যমপি । ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ । ন তু তথা কামাং কৰ্ম । অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । যজ্ঞদানাদি সকাম কৰ্ম ও ভগবদর্থে নিষ্কাম কৰ্মের প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে । সকাম কৰ্মের অনুষ্ঠানকালে ফলেরই আকাঙ্ক্ষা বশতঃ বুদ্ধি চঞ্চল ও বিবিধ চিন্তায় আকুল হয় । কিন্তু নিষ্কামকৰ্মে ভগবন্নিষ্ঠাবশতঃ বুদ্ধির নিশ্চলতা ও একাগ্রতা

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
 বেদবাদরতাঃ পার্থ নাত্যদন্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
 কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদাম্ ।
 ক্রিয়াবিশেষবহ্লাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
 ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াহপহ্নতচেতসাম্ ।
 ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

বুদ্ধি পায় ; এবং সেই নিম্মলা বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের অনুগামিনী হইয়া থাকে । বস্তুতঃ সকাম ও নিষ্কাম কৰ্ম্মের বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৪১ ॥

অবয়ববোধিনী । পার্থ (হে পার্থ !) অবিপশ্চিতঃ (বিচারবিহীন) বেদবাদরতাঃ (কৰ্ম্মকাণ্ডের কথায় অনুরক্ত) [যাহারা] অনাৎ (স্বর্গাদিফলজনক কৰ্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু) ন অস্তি (নাই) ইতি বাদিনঃ (এইরূপ মতবাদী) কামাত্মানঃ (কামনাযুক্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গাদি লাভই যাহাদের উদ্দেশ্য) জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদাং (জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগৈশ্বর্য্য লাভের উপায়ভূত) ক্রিয়াবিশেষবহ্লাং (ক্রিয়াকলাপবিশিষ্ট) যাম্ (যে) ইমাং (এই) পুষ্পিতাং (প্রশংসাসূচক) বাচং (বাক্য) প্রবদন্তি (বলে), তয়া (সেই বাক্য কর্তৃক) অপরহতচেতসাং (বিমুগ্ধচিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যে অনুরক্ত ব্যক্তিগণের) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) সমাধৌ (সমাধিতে) ন বিধীয়তে (উৎপন্ন হয় না) ॥ ৪২।৪৩।৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । বিচারবিহীন পুরুষগণ যে কৰ্ম্মকাণ্ডের কথা বলিয়া থাকে তাহা বিবেচনা দোষে রমণীয় বলিয়া বোধ হয় । যাহারা বৈদিক ফলশ্রুতির প্রশংসাবাক্যের অনুগামী, বিবিধফলপ্রকাশক শ্রুতিবাক্যাবলি যাহাদের আনন্দের কারণ, তাহারা স্বর্গাদি ফলজনক কৰ্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই অঙ্গীকার করে না, তাহারা কামনাযুক্ত । স্বর্গলাভই যাহাদিগের বোধে পরম পুরুষার্থ তাহারা জন্ম, কৰ্ম্ম ও ফলপ্রদ বেদবাক্য এবং ভোগৈশ্বর্য্য লাভের উপায়ভূত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক বাণী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে । ভোগৈশ্বর্য্যানুরক্ত এবং প্রলোভনকর রমণীয় বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত মুঢ়দিগের পরমেশ্বরে আদৌ একাগ্রনিষ্ঠারূপ সমাধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভ্যুদয় হয় না ॥ ৪২।৪৩।৪৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যেহাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নাস্তি তেষাং—যামিমামিতি । যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিতাং পুষ্পিতো ব্লক্ষ ইব শোভমানাং শ্রুয়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি । কে ? অবিপশ্চিতোহন্নমেধসঃ । অবিবেকিন ইত্যর্থঃ । বেদবাদরতা বহুবর্থা-

বাদফলসাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ । হে পার্থ । নান্যৎ স্বর্গপন্থাদিফলসাধনেভ্যঃ
কর্মভ্যোহস্তীত্যেবংবাদিনো বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তে চ—কামাত্মান ইতি । কামাত্মানঃ কামস্বভাবাঃ । কামপরা
ইত্যর্থঃ । স্বর্গপরাঃ । স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্থো যেমাং তে স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রদানাঃ । জন্মকর্মফল-
প্রদাম্ । কর্মণঃ ফলং কর্মফলম্ । জন্মৈব কর্মণঃ ফলং জন্মকর্মফলম্ । তৎ প্রদদাতীতি
জন্মকর্মফলপ্রদা । তাং বাচম্ । প্রবদন্তীতানুষজাতে । ক্রিয়াবিশেষবহলম্ । ক্রিয়াণাং
বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ । তে বহলা যস্যাং বাচি তাম্ । স্বর্গপশুপুত্রাদ্যর্থা যয়া বাচা বাহুল্যেন
প্রকাশ্যন্তে । ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি । ভোগৈশ্বর্য্যং চ ভোগৈশ্বর্য্যো তয়োগতিঃ প্রাপ্তির্ভোগৈ-
শ্বর্য্যগতিঃ । তাং প্রতি সাধনভূতাস্তে ক্রিয়াবিশেষাঃ । তদ্বহলম্ । তাং বাচং প্রবদন্তো
মুঢ়াঃ সংসারে পরিবর্তন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তেষাং চ—ভোগেতি । ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং । ভোগঃ কর্তব্যঃ ।
ঐশ্বর্য্যং চেতি । ভোগৈশ্বর্য্যায়োরৈব প্রণয়বতাং তদাভ্যুত্তানাম্ । তয়া ক্রিয়াবিশেষবহলয়া
বাচাহপহাতচেতসামাচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাম্ । ব্যবসায়াত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা বুদ্ধিঃ
সমাধৌ । সমাধীয়তেহস্মিন্ পুরুষোপভোগায় সর্ব্বমিতি সমাধিরন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ । তস্মিন্ সমাধৌ
ন বিধীয়তে । স্থিরীভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু কামিনোহপি কণ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব
বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ষন্তি । তত্রাহ—যামিমামিত্যাदि । যামিমাং পুস্পিতাং বিষলতাবদাপাত-
রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিম্ । তেষাং তয়া বাচাহপহাত-
চেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ । ন সমাধৌ বিধীয়তে ইতি । তৃতীয়েনান্বয়ঃ । কিমিতি তথা
বদন্তি ? যতোহবিপশ্চিতো মুঢ়াঃ । তত্র হেতুঃ—বেদবাদরতা ইতি । বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ ।
অক্ষয়াং হ বৈ চাতুর্য্যাসাযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি । তথা—অপাম সোমমমৃতা অভ্রম—ইত্যাদ্যাঃ ।
তেষেব রতাঃ প্রীতাঃ । অত এবাতঃ পরমনাদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্য নাস্তীতিবদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত এব—কামাত্মান ইতি । কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিন্তাঃ ।
অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেমাং তে । জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি
তথা । তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োগতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহলা যস্যাং তাং
প্রবদন্তীতানুষঙ্গঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততশ্চ—ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিত্যাदि । ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ
প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাম্ । তয়া পুস্পিতয়া বাচাহপহাতমাকৃষ্টং চেতো যেমাং তেষাম্ ।
সমাধিশ্চৈকপ্রাপ্যম্ । পরামেশ্বরভিমুখত্বমিতি যাবৎ । তস্মিন্মিশ্রায়াত্মিকা বুদ্ধিস্ত ন বিধীয়তে ।
কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ । সা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

গীতর্থসন্দীপনী । সুবিচার ও সদসদ্বিবেচনাশূন্য মুঢ়ের নিকট বেদোক্ত কর্ম্ম-
কাণ্ডের কথাগুলি গন্ধহীনপল্লবজিশোভিত দূরস্থ পলাশ বৃক্ষের ন্যায় রমণীয় বলিয়া

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিষ্টৈগুণ্যো ভবার্জুন ।

নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বশ্চো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

প্রতীত হয়। কেননা, সেই সকল বাক্য দ্বারা যজ্ঞাদি সাধন ও স্বর্গাদি ফল এবং এই দুইএর পরস্পর সম্বন্ধই বিদিত হওয়া যায়। বস্তুতঃ তদ্বারা কোন বিশেষ নিরতিশয় আনন্দরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ অপূর্ব শরীর ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধরূপ জন্ম, তদনন্তর বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম এবং এতৎ কৰ্ম্মানুগত পুত্র, পশু, স্বর্গাদি রূপ ক্ষণবিধ্বংসি ফল, এই কৰ্ম্মকাণ্ড-রূপ বাক্য অবিচ্ছেদে প্রসব করিতেছে। অমৃতপান, উর্ব্বশী আদি অপ্সরোগণের সহবাস ও বিলাস, পারিজাতরক্ষের সৌগন্ধ্য আদি ভোগ, দেবলোকে প্রভুরূপ ঐশ্বর্য্য আদি লাভের পক্ষে অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্নমাস জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া বিশেষ প্রশস্ত। এই ক্রিয়াকলাপের পুষ্টিটির জন্য বেদে কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বাণী অতি বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহারা সদ্ধিচারজ্ঞানশূন্য, তাহারাই কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বৈদিকবাণীকে স্বর্গাদিফলপরতায়ুক্ত বলিয়া স্বীকার করে। তাহারাই, চাতুৰ্ম্মাসায়জ্ঞকারী পুরুষের অক্ষয় স্বর্গ হয়, এই অর্থবাদপূর্ণবাক্যের নিশ্চয়ে বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট হয়। বস্তুতঃ কৰ্ম্মকাণ্ডের শেষাবস্থাই জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডীয় “তৎ” এই পদই কৰ্ম্মকাণ্ডের “দেবতা”; জ্ঞানকাণ্ডীয় “ত্বং” এই পদই কৰ্ম্মকাণ্ডের কৰ্ম্মকর্ত্তা “যজমান”; এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় “তৎ+ত্বং” পদার্থের অভেদ বোধক বাক্যই কৰ্ম্মকাণ্ডের কৰ্ম্মকর্ত্তা “পুরুষ”—সাক্ষাৎ ঈশ্বর। স্বর্গাদি ভিন্ন আর কিছুই পরম লাভ নাই, সকাম পুরুষগণের এই কল্পনা জ্ঞানকাণ্ডের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কামনাকুলভাবে সর্ব্বদা বিষয়ানুসন্ধানে চিত্তের বহিঃসংকীর্ণতা-প্রযুক্ত সকাম বাস্তবিক মুক্তির বা নিরন্তরিত্তির অভিলাষ হয় না। যাহারা উর্ব্বশী, নন্দনবন, অমৃত আদিপূর্ণ স্বর্গকেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানে, তাহাদের সমক্ষে মুক্তির বিমল প্রতিবিম্ব আদৌ প্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয় না। তাহাদের বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনও সম্ভবে না। সকামের পক্ষে মুক্তির ইচ্ছা হওয়া দূরে থাকুক, মুক্তির কথ্য পর্য্যন্তও অসহনীয় হইয়া উঠে। ভোগৈশ্বর্য্যাদি ক্ষয়শীলপদার্থের প্রতি দোষদৃষ্টিটির অভাবে বেদোক্ত অর্থবাদ বচনের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় সকাম পুরুষের নিশ্চয়ান্বিতিক অর্থাৎ ভগবানে একান্তনিষ্ঠা-বুদ্ধির আদৌ উদয় হয় না। বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ, চিত্তশুদ্ধির জন্যই সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য, স্বর্গাদি ভোগের জন্য নহে। ফলকামনাবর্জিত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদন করিলেই আত্মজানোপযোগী অন্তঃকরণশুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম এবং সকাম পুরুষের কৰ্ম্মানিষ্ঠানে বিষম বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৪২।৪৩।৪৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জুন (হে অর্জুন!) বেদাঃ (কৰ্ম্মকাণ্ডরূপ বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণান্বিত); ত্বং (তুমি) নিষ্টৈগুণ্যঃ (নিষ্কাম) ভব (হও), নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত), নিত্যসত্ত্বঃ (নিত্যসত্ত্বভাবাবস্থিত), নির্যোগক্ষেমঃ (যোগ ও ক্ষেম রহিত), আত্মবান্ (অপ্রমত্ত) [হও] ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই কর্মকাণ্ড রূপ বেদ ত্রিগুণান্বিত অর্থাৎ সকাম পুরুষদিগের জন্য কর্মফলসিদ্ধি প্রতিপাদন করিয়াছেন । তুমি নির্বন্দ, নিত্য সত্ত্বভাবস্থিত, যোগ ও ক্ষেম রহিত এবং আত্মবান্ হইয়া নিকাম হও ॥ ৪৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । য এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাস্তেষাং কামাত্মনাং যৎ ফলং তদাহ—
ত্রৈগুণ্যোতি । ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ । ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেমাং তে
বেদান্তৈগুণ্যবিষয়াঃ । ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবাজ্জুন । নিষ্কামো ভবেত্যর্থঃ । নির্বন্দঃ সুখদুঃখহেতু
সপ্রতিপক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্বশব্দবাচ্যৌ । ততো নির্গতো নির্বন্দো ভব । ত্বং নিত্যসত্ত্বঃ সদা
সত্ত্বঃ সত্ত্বগুণাপ্রীতো ভব । তথা নির্যোগক্ষেমঃ । অনুপাতস্যোপার্জনং যোগঃ । উপাতস্য
রক্ষণং ক্ষেমঃ । যোগক্ষেমপ্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃতির্দুষ্করেতি । অতো নির্যোগক্ষেমো ভব ।
আত্মবান্ প্রমত্তঃ ভব । এষ তবোপদেশঃ স্বধর্মমনুষ্ঠিতঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু স্বর্গাদিকং পরমং ফলং যদি ন ভবতি
তর্হি কিমিতি বৈদেস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি ।
ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেহধিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকো বেদাঃ । ত্বং তু
নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব । তত্রোপায়মাহ—নির্বন্দঃ । সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি ।
তদ্রহিতো ভব । তানি সহস্বৈত্যর্থঃ । কথমিতি ? অত আহ—নিত্যসত্ত্বঃ সন্ । ধৈর্য্যামব-
লম্ব্যেত্যর্থঃ । তথা নির্যোগক্ষেমঃ । অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ । প্রাপ্তপালনং ক্ষেমঃ ।
তদ্রহিতঃ । আত্মবান্ প্রমত্তঃ । ন হি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপ্তস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ
সম্ভবতীতি ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বেদপ্রতিপাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ নিজ নিজ স্বভাব
বশতঃ অবশ্যই কামনানুরূপ ফল প্রসব করিবে ; এবং উহা কর্ম্মানুসারে সকাম বা নিষ্কাম
উভয় পুরুষকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে । ইহা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । অজ্ঞানের এইরূপ
সন্দেহ নিরাকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, সংসার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশস্বরূপ ।
কামনাই সংসারের মূল । কামনায়ুক্ত হইয়া যে পুরুষ কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদের ক্রিয়াবিশেষ
অনুষ্ঠান করিবে, বৈদিক কর্ম্ম তাহার কামনানুরূপ ফলপ্রদান করিবে । কামনা বাতীত
ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায় ? বস্তুতঃ কামনা দ্বারাই ফলের প্রাপ্তি হয় । অতএব হে অজ্ঞুন !
তুমি সুখ দুঃখ, মান অপমান, শত্রু মিত্রাদি দ্বন্দ্বভাব পরিহার কর । বিসৃজ্য সত্ত্বরূপ অচল
ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেই এতদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা তোমার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে ।
শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণু হইলেও ক্ষুত্ৰাফাদির নিরন্তর জন্য অন্নাদির সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অন্নের
রক্ষণাবেক্ষণার্থ চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে । এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যোগ (অপ্রাপ্ত
বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা) রূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ কর । কিন্তু এতৎপ্রযত্নভাবে
জীবননাশের সম্ভাবনায় ভগবান্ অজ্ঞুনকে আত্মবান্ হইতে উপদেশ করিলেন ।

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতাদকে ।

তাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

সৰ্ব্বান্তৰ্যামী পরমেশ্বর সৰ্ব্বত্র নিত্য বিদ্যমান আছেন। তিনিই জগন্নিয়তা ও বিশ্বের ব্যবস্থাপক রূপে আমাতেও বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ যাহার স্থির বিশ্বাস, তিনিই আত্মবান্। সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক ভক্তিযুক্ত চিত্তে যে পরুষ ভগবানের আরাধনা করেন, দেহযাত্রা নিৰ্ব্বাহার্থ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে আর চিন্তা করিতে হয় না। এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা তোমার হৃদয়কে প্রমাদশূন্য কর ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । উদপানে (কৃপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে পরিমাণ) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধ হয়], সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতাদকে (মহাজলাশয়ে) তাবান্ (তদ্রূপ) [অর্থঃ (উদ্দেশ্য) সিদ্ধ হয়] ; [সেই প্রকার] সৰ্ব্বেষু বেদেষু (সকল বেদে) যাবান্ (যে সকল) অর্থঃ (প্রয়োজন), বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের) তাবান্ (সে সমস্ত) [লাভ হয়] ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যেমন অল্পজল-বিশিষ্ট জলাশয়ে স্নান-পানাদিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতি বিস্তীর্ণ ও গভীর জলাশয়েও তদ্রূপ স্নান-পানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই প্রকার বেদোক্ত কাম্য কর্মে যে স্বর্গাদিফলরূপ আনন্দ লব্ধ হইয়া থাকে, ব্রহ্মদীক্ষাংকারবান্ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সে সমস্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । সৰ্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্মসু যানুস্তান্যন্যানি ফলানি তানি নাপেক্ষান্তে চেৎ কিমর্থং তানীধরায়ৈতানুষ্ঠীয়ন্ত ইতি ? উচ্যতে । শূনু—যাবান্নিতি । যথা লোকে কপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্মুদপানে পরিশ্চিন্নোদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নানপানাদিরর্থঃ ফলং প্রয়োজনং স সৰ্ব্বোহর্থঃ সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতাদকে তাবানেব সংপদ্যতে । তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ । এবং তাবাংস্তাবৎপরিমাণ এব সংপদ্যতে সৰ্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্মসু যোহর্থো যৎ কর্মফলম্ । সোহর্থো ব্রাহ্মণস্য সংন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোহর্থো যদ্বিজ্ঞানফলং সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতাদেকস্থানীয়ং তস্মিংশ্তাবানেব সংপদ্যতে । তত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ । “যথা কৃত্যং বিজিতান্নাধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সৰ্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি যন্তদ্বৈদ যৎ স বেদ” ইতি (ক) শ্রুতেঃ । “সৰ্বং কর্ম্মাখিল” মতি চ বক্ষ্যতি । তস্মাৎ প্রাগ্জ্ঞাননিষ্ঠা-ধিকারপ্রাপ্তেঃ কর্ম্মগাধিকৃतेन কপতড়াগাদ্যার্থস্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু বেদোক্তানাং ফলত্যাগেন নিক্রামতয়েশ্বর-
আধনবিষয়া ব্যবসায়াদিকা বুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবান্নিতি । উদকং পীয়তে

কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।

মা কৰ্ম্মফলহেতুভূমি । তে সঙ্জাহন্তু কৰ্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

যজ্ঞিমংস্তদুদপানং বাপীকৃপতড়াগাদি । তস্মিন্ স্বল্পোদক একত্র কুৎসার্থস্যাসম্ভবান্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সৰ্ব্বোহপ্যর্থঃ সৰ্ব্বতঃ সঙ্গ্প্নতোদকে মহাহুদ একত্রৈব যথা ভবতি । এবং যাবান্ সৰ্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকৰ্ম্মফলরূপোহর্থস্তাবান্ সৰ্ব্বোহপি বিজানতো বাবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব । ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ । এতসৌবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি । ইতি (ক) শ্রুতঃ । তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিলে কাম্য কৰ্ম্ম জনিত স্বর্গাদি সুখ লাভে বঞ্চিত হইতে হয় । কেন না, ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, কামনাই তত্তাবতের মূল । এই সন্দেহ নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানবের যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বৃহৎ জলাশয়েও তাহাই সম্পাদিত হয় । ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলের পরিমাণ বৃহৎ জলাশয়ের জলের কিয়দংশ মাত্র । এইরূপ বেদোক্ত অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধাদি কাম্য কৰ্ম্ম সকল সকাম পুরুষকে স্বর্গাদি জনিত যে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তৎসমস্তই সুলভ । কেন না, ভুলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভোগানন্দ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত । যথা শ্রুতি—“এতসৌবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি” ॥ (ক) । ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি-পর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্মানন্দের কণিকা মাত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দপূর্ব্বক জীবনাতিপাত করে । নিষ্কাম হইলেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় । তাহা হইলেই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, এবং আত্মজ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে । হে অর্জুন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, তাঁহার ভোগানন্দের অভাব থাকে না । বরং তাঁহার পক্ষে উহা তুচ্ছাতুচ্ছ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৰ্ম্মণি এব (কৰ্ম্মেই) তে (তোমার) অধিকারঃ (কর্তৃত্ব), কদাচন (কোনও কালে) ফলেষু (কৰ্ম্মফলে) [অধিকার] মা (নাই) । [তুমি] কৰ্ম্মফলহেতুঃ (কৰ্ম্মফলকামী) মা ভূঃ (হইও না) । অকৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মত্যাগে) তে (তোমার) সঙ্গঃ (প্রবৃত্তি) মা অস্ত (না হউক) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । কৰ্ম্মেই তোমার অধিকার আছে; কিন্তু কৰ্ম্মফলে কোনও সময়ে তোমার অধিকার নাই । ফলকামনায় তোমার যেন কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি এবং কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিতেও যেন তোমার প্রীতির উদয় না হয় ॥ ৪৭ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । তব চ—কৰ্মগীতি । কৰ্মগোবাধিকারঃ । ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াং ।
তে তব । তত্র চ কৰ্ম কুৰ্ব্বতো মা ফলেশ্বধিকারোহস্ত । কৰ্মফলতৃষ্ণা মা ভূৎ কদাচন কস্যাং-
চিদপ্যবস্থায়ামিতার্থঃ । যদা কৰ্মফলে তৃষ্ণা তে সাৎ তদা কৰ্মফলপ্ৰাপ্তেহেতুঃ স্যাৎ । এবং মা
কৰ্মফলহেতুৰ্ভূঃ । যদা হি কৰ্মফলতৃষ্ণাপ্ৰযুক্তঃ কৰ্মগি প্রবৰ্ততে তদা কৰ্মফলসৌব জন্মনো
হেতুৰ্ভবেৎ । যদি কৰ্মফলং নেষাতে—কিং কৰ্মগা দুঃখরাপেগেতি—মা তে তব সঙ্গোহস্তকৰ্মগি
অকরণে প্রীতির্মা ভূৎ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তহি সৰ্বগি কৰ্মফলানি পরমেশ্বরাদিধনাদেব
ভবিষ্যন্তীতিভিসন্ধায় প্রবৰ্ততে । কিং কৰ্মগা ? ইত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়ন্নাহ—কৰ্মগোবেতি । তে
তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কৰ্মগোবাধিকারঃ । তৎফলেশ্বধিকারঃ কামো মাহস্ত । ননু কৰ্মগি কৃতে
তৎফলং স্যাদেব । ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবৎ । ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মেতি । মা কৰ্মফলহেতুৰ্ভূঃ
কৰ্মফলং প্রবৰ্ত্তিহেতুৰ্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ । কাম্যমানসৌব স্বৰ্গাদিনিষোজ্যবিশেষণত্বেন
ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিত্যি ভাবঃ । অত এব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি ভয়াদকৰ্মগি
কৰ্মাকরণেহপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাহস্ত ॥ ৪৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । নিষ্কাম কৰ্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা
আত্মজ্ঞানের উদয় হয় ; এবং আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই । এই
সংস্কারের বশীভূত হইয়া পাছে অজ্ঞান মনে করেন যে, তবে কৰ্মরূপ বহিরঙ্গ সাধন বার্থ ও
কেবল বিড়ম্বনা মাত্র । তাই ভগবান্ বলিতেছেন, হে অজ্ঞান ! তুমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী বটে ; কিন্তু
তোমার অন্তঃকরণ এখনও নিৰ্মল হয় নাই । এইজন্য তুমি নিষ্কাম কৰ্মের অধিকারী,
কৰ্মানুষ্ঠান কালে ফলভোগের কথা তুমি আদৌ মনেও করিও না । যদি বল, অনুষ্ঠাতা
ফলকামনা না করিলেও অনুষ্ঠিত কৰ্মের অবশ্যন্তাবি ফল কৰ্মকর্তাকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে ।
এতদুত্তরে ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কামনা ব্যতীত ফলপ্ৰাপ্তি হয় না । ফললাভ করাই যে
কৰ্মাদিগের উদ্দেশ্য, তুমি আপনাকে সে শ্রেণীভুক্ত করিও না । মনে হইতে পারে যে, কৰ্ম যখন
স্বয়ং ফলদানে অসমর্থ, তখন রূথা এই কৃচ্ছ্রসাধ্য কৰ্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি ? তুমি এরূপ
বুদ্ধিতে কৰ্মপরিচ্যোগে প্রীতিযুক্ত হইও না । তোমার স্বৰ্গফলাদির ইচ্ছা না থাকুক, কিন্তু
কৰ্মানুষ্ঠানের স্বভাবগত ধৰ্ম তোমার অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইবে । এইরূপ কৰ্মসাধন ব্যতীত
তত্ত্বজ্ঞানের মূল উপাদান স্বরূপ চিত্তশুদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অশ্বরোধিনী । ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয় !) যোগস্থঃ [সন্] (যোগে অবস্থিত হইয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (কামনা বর্জন পূর্বক) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ ভূত্বা (সমভাবে থাকিয়া) কৰ্ম্মাণি কুরু (কর্ম কর) । [এইরূপ] সমত্বং (সমতা) যোগঃ উচ্যতে (যোগ বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ধনঞ্জয় ! * যোগস্থ হইয়া ফলকামনাবর্জন পূর্বক সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া তুমি কর্মের অনুষ্ঠান কর । (চিত্তের এইরূপ) সমতার নাম যোগ ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । যদি কর্মফলপ্রযুক্তেন ন কর্তব্যং কর্ম কথং তর্হি কর্তব্যমিতি ? উচ্যতে—যোগস্থ ইতি । যোগস্থঃ সন্ কুরু কৰ্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্ । তত্রাপীশ্বরো মে তুষাতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় । ফলতুষাশুনো ন কিয়মাণে কর্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ । তদ্বিপর্যায়জাহসিদ্ধিঃ । তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমন্তলো ভূত্বা কুরু কৰ্ম্মাণি । কোহসৌ যোগো যত্রস্থঃ কৰ্ম্মাণি কুর্ষিত্যুক্তম্ ? ইদমেব তৎ—সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিং তর্হি ?—যোগস্থ ইতি । যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা । তত্র স্থিতঃ কৰ্ম্মাণি কুরু । তথা সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলনীশ্বরপ্রয়োগেণ কুরু । তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যাঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরপূর্ণেনৈব কুরু । যত এবংভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সত্তিঃ । চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

গীতার্থসম্বন্ধিনী । কার্যকালে অহংকর্তৃত্বাভিমান-পরিহারই নিষ্কাম কর্মের মূল । বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলদায়ক কার্যানুষ্ঠানকালে ফলসিদ্ধিতে হর্ষ এবং সুফল প্রাপ্ত না হইলে যেন বিষাদ উপস্থিত না হয় ; কেবল ঈশ্বরারাধনবুদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান কর । ইতিপূর্বে কর্ম যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে । কিন্তু এই শ্লোকে যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইল । যোগশব্দের এই বৈষম্যরূপ আশঙ্কা নিবারণার্থই এখানে ভগবান্ কহিলেন যে, ফলের লাভে সুখ ও অলাভে দুঃখ, এতদুভয়াবস্থারই অভাব অর্থাৎ হর্ষ ও বিষাদের সমতার নামই যোগ । যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ হর্ষ বিষাদের সমতা পূর্বক তুমি কর্মানুষ্ঠান কর ॥ ৪৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । রজস্তমোগুণের ক্ষয়ই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ । যে পর্যন্ত মনুষ্যের কর্তৃত্বাভিমান বিষয়াসক্তি, দ্বেষ, হিংসা, মমতাди বর্তমান থাকে, ততক্ষণ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যিক । চিত্তের নিরুত্তিই শুদ্ধি, অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপ—বহির্মুখ প্রবৃত্তি (রূপ রসাদি গ্রহণের ইচ্ছা) সংযত হইলেই চিত্তের সত্ত্বভাব—নিশ্চলতা বৃদ্ধি পায় । বিবেক,

* অজ্ঞান দিগিজয় কালে পাথিব ও দৈব ধন প্রভূত পরিমাণে অর্জন করিয়াছেন বলিয়া তিনি কামনা বর্জনে সমর্থ ।

দুরেণ হ্যবরং কৰ্ম বুদ্ধিযোগাঙ্কনঞ্জয় । বুদ্ধৌ শরণমন্নিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তির বিকাশ হইতেই চিত্তশুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যতি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগ দ্বারা যেৰূপ চিত্তশুদ্ধি লাভে যত্ন করেন, গৃহস্থগণ শাস্ত্রোক্ত স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কৰ্ত্তব্য সকল নিক্রামভাবে পালন করিতে পারিলেও সেইরূপ চিত্তশান্তি লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভের উপযোগী হইতে পারেন। প্ররতিমার্গে থাকিয়া অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান অপেক্ষা নিক্রাম কৰ্ম্মযোগের অনুষ্ঠানই হিতকর। অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগে বিভূতি লাভের প্রলোভন আছে, এবং যম নিয়মাদি পালনে ক্রটি হইলে প্রাণায়ামের বিঘ্নবশতঃ পীড়াদির ভয়ও আছে। কিন্তু নিক্রাম কৰ্ম্মযোগ ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ অনুষ্ঠিত হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের অনকূল চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনও পীড়ার বা প্রলোভনের আশঙ্কা নাই ॥ ৪৮ ॥

অবয়বোদ্ভিনী । ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) কৰ্ম্ম (কাম্যকৰ্ম্ম) বুদ্ধিযোগাৎ (নিক্রাম কৰ্ম্ম হইতে) দুরেণ হি (অত্যন্তই) অবরং (নিকৃষ্ট); [তুমি] বুদ্ধৌ (পরমাত্মবুদ্ধিতে) শরণম্ (আশ্রয়) অনিচ্ছ (ইচ্ছা কর); ফলহেতবঃ (ফলাকাঙ্ক্ষীগণ) কৃপণাঃ (নিকৃষ্ট) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । কাম্য কৰ্ম্ম নিক্রাম কৰ্ম্ম হইতে নিতান্তই নিকৃষ্ট। তুমি পরমাত্মবুদ্ধির জন্য নিক্রাম কৰ্ম্ম অনুষ্ঠানের ইচ্ছা কর। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষী, সে কৃপণ ॥ ৪৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যৎ পুনঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তমীশ্বরারাধন্যর্থং কৰ্ম্মোক্তমেতন্মাৎ কৰ্ম্মমণঃ—দুরেণেতি। দুরেণাতিবিপ্রকর্ষণে হ্যবরমধমং নিকৃষ্টং কৰ্ম্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কৰ্ম্মণো জন্মমরণাদিহেতুত্বাঙ্কনঞ্জয়। যত এবং ততো যোগবিষয়ায়াং বুদ্ধে তৎপরিপাকজায়াং বা সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণমাত্মমভয়প্রাপ্তিকারণমনিচ্ছ প্রার্থয়ন্ত। পরমার্থ-জ্ঞানশরণো ভবেত্যর্থঃ। যতোহবরং কৰ্ম্ম কুর্বাণাঃ কৃপণা দীনাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তাঃ সন্তঃ। “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।” ইতি (ক) শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কাম্যং তু কৰ্ম্মাতিনিষ্কটমিত্যাহ—দুরেণেতি। বুদ্ধা বাবসায়ান্নিকর্য্য কৃতঃ কৰ্ম্মযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা। তন্মাৎ সকামাদনাৎ সাধনভূতং কাম্যং কৰ্ম্ম দুরেণাবরমত্যন্তমপকৃষ্টম্। হি যস্মাদেবং তস্মাদ বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাত্মমং কৰ্ম্মযোগ-মনিচ্ছানুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাত্মময়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্ত সকামা নরাঃ কৃপণা দীনাঃ। “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।” ইতি (ক) শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

(ক) বু—উ—৩৮।১০।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে ॥

তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ।

গীতার্থসন্দীপনী । নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগের নাম বুদ্ধিযোগ । কামা কৰ্ম্ম, জন্মমরণরূপ-ফলবিড়ম্বনা বশতঃ নিষ্কাম কৰ্ম্ম অপেক্ষা অত্যন্ত অধম । বুদ্ধিযোগপ রম্যাবিষয়ক । এইজন্য কৰ্ম্মযোগ তদপেক্ষা অধম । পরম্যাবিষয়ক বুদ্ধি দ্বারা সকল অনর্থের নিরুত্তি হয় । অতএব তুমি নিষ্পাপচিত্তে নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগের অভিলষী হও । যাহারা স্বর্গাদিফলকামী, তাহারা জন্মমরণরূপ চক্রে সদাই ভ্রাম্যমাণ থাকিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে । শ্রুতি বলিতেছেন—“যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ” (ক) । হে গার্গি ! যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্ম গ্রহণ পূর্বক অক্ষর পরম্যাকে না জানিয়া লোকান্তরে গমন করে, সে কৃপণ (কৃপার পাত্র) । লোকসমাজে যাহারা কৃপণ তাহারা অতিকষ্টে অর্থোপার্জন করে বটে ; কিন্তু নিজসুখভোগার্থ একটি পয়সাও ব্যয় করিতে পারে না । তাহাদের ধনোপার্জন কেবল কষ্টের কারণ হইয়া থাকে । ফলকামী ব্যক্তিগণ কৃচ্ছসাধা কৰ্ম্মসাধন দ্বারা সামান্য স্বর্গাদি ফল লাভ করে মাত্র । কিন্তু ফললাভের সামান্য লোভমাত্র পরিত্যাগ করিতে পারিলেই তাহারা পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হয় । সামান্য ফললাভের লোভ ছাড়িতে পারে না বলিয়াই ভগবান্ সকাম পুরুষগণকে “কৃপণ” (কৃপার পাত্র) বলিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । বুদ্ধিযুক্ত (বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি) ইহ (এই লোকেই) উভে (উভয়) সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য-পাপকে) জহাতি (ত্যাগ করেন) ; তস্মাৎ (সেই জন্য) যোগায় (যোগের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (যত্ন কর), [কেন না] কৰ্ম্মসু (কৰ্ম্মে) কৌশলম্ (কৌশল) যোগঃ (যোগ) ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ । বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি ইহলোক পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন । অতএব সমস্তবুদ্ধিরূপ যোগের নিমিত্ত তুমি নিষ্ঠাবান্ হও । কেন না, কৰ্ম্মসকলের মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত কৰ্ম্মকৌশলই প্রকৃত যোগ ॥ ৫০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সমস্তবুদ্ধিযুক্ত সন্ স্বধৰ্ম্মমনুষ্ঠিতন্ যৎ ফলং প্রাপ্নোতি তচ্ছণু—বুদ্ধীতি । বুদ্ধিযুক্তঃ সমস্তবিষয়া বুদ্ধ্যা যুক্তো বুদ্ধিযুক্তঃ । জহাতি পরিত্যজ-তীহাস্মিল্লোক উভে সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে সত্ত্বগুজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যতঃ । তস্মাৎ সমস্ত-বুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব যত্নস্ব । যোগো হি কৰ্ম্মসু কৌশলম্ । স্বধৰ্ম্মাখ্যে কৰ্ম্মসু বর্তমানস্য যা সিদ্ধাসিদ্ধ্যাঃ সমস্তবুদ্ধিরীশ্বরার্পিতচেতস্তয়া তৎ কৌশলং কুশলভাবঃ । তচ্চি কৌশলং যদ্ বন্ধস্ত্রভাবান্যপি কৰ্ম্মাণি সমস্তবুদ্ধ্যা স্বভাবান্নিবর্ত্তে । তস্মাৎ সমস্তবুদ্ধিযুক্তো ভব ত্বম্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বুদ্ধিযোগযুক্তস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি । সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকম্ । দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকম্ । তে উভে ইহৈব জন্মানি পরমেশ্বর-

কৰ্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্ৱা মনীষিণঃ ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

প্রসাদেন ত্যজতি । তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কৰ্মযোগায় যুজাস্ব । যতঃ কৰ্মসু যৎ কৌশলং—
বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদকচাতুর্যং—স এব যোগঃ ॥ ৫০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সুকৃতি ও দুষ্কৃতিরূপ কৰ্মজাল, বন্ধনের কারণ । এই জন্য সকাম পুরুষগণ সুখদুঃখরূপ বিষম জালে আবদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভে বঞ্চিত হন । তুমি সাবধান হইয়া সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর । কেননা, কৰ্মসকল বন্ধনের কারণ হইলেও, যিনি নিষ্কামভাবে তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহার মুক্তিসাধনের সহায়তা করিয়া থাকে । নিষ্কাম কৰ্মযোগ স্বয়ং কৰ্মরূপ হইয়াও সজাতীয় দুষ্টকৰ্মরাশির মুলোচ্ছেদ করিয়া থাকে । এই পরম কৌশলই কৰ্মযোগ । কিন্তু হে অজ্ঞান ! তুমি চেতনরূপ হইয়াও নিজ সজাতীয় দুৰ্য্যোধনাদি দুষ্টগণকে নষ্ট করিতে পারিতেছ না । অতএব তোমার কৌশল কোথায় ? ॥ ৫০ ॥

অন্বয়বোধিনী । বুদ্ধিযুক্তাঃ (বুদ্ধিযোগপরায়ণ) মনীষিণঃ (জ্ঞানিগণ) কৰ্মজং (কৰ্মজনিত) ফলং (ফল) ত্যক্ত্ৱা (ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ [সন্তাঃ] (জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া) অনাময়ং পদং (পরম পদ) গচ্ছন্তি হি (লাভ করেনই) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ । বুদ্ধিযোগপরায়ণ পুরুষগণ কৰ্মজনিত ফলত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারবান্ হয়েন, এবং জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যস্মাৎ—কৰ্মজমিতি । কৰ্মজং ফলং ত্যক্ত্ৱেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । ইষ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিঃ কৰ্মজং ফলং কৰ্মভোগ্য জাতম্ । বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তো হি যস্মাৎ ফলং ত্যক্ত্ৱা পরিত্যজ্য মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ—জন্মাব বন্ধো জন্মবন্ধঃ । তেন বিনির্মুক্তাঃ । জীবন্ত এব জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ সন্তাঃ । পদং পরমং বিষ্ণো-মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ । সৰ্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ । অথবা বুদ্ধিযোগাঙ্গনজয়েত্যারভ্য পরমার্থদর্শনলক্ষণৈব সৰ্বতঃ সংপ্লুতৌদকস্থানীয়া কৰ্মযোগজসত্ত্বগুণজিনিতা বুদ্ধির্দশিতা সাক্ষাৎ সৰ্বতদুষ্কৃতপ্রহাণাদিহেতুত্বশ্রাবণাৎ ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কৰ্মগাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ—কৰ্মজমিতি । কৰ্মং ফলং ত্যক্ত্ৱা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কৰ্ম কুর্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্মুক্তাঃ সন্তোহনাময়ং সৰ্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিরিশ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ পুরুষগণ ফলকামনা বর্জন পূর্বক কেবল ঈশ্বরারাধনার নিমিত্তই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন । তাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে “তত্ত্বমসি” (ক) আদি বাক্যে আত্মাকার বুদ্ধির উদয় হয় । ঈদৃশ অধিকারী পুরুষ জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অবিদ্যারূপ রোগ ও নানা বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইয়া পরমানন্দ ব্রহ্মরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । শাস্ত্র এই মুক্তিপদকেই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন । অজ্ঞান ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন—“যচ্ছৈয়ং স্যান্নিশ্চিতং ব্রাহ্মি তন্মে” (২৭) ইহাতে অজ্ঞানের মুক্তির ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে । তাই ভগবান্ বলিতেছেন, মুক্তির নিমিত্ত তুমি এই প্রকার যোগ সাধন কর ॥ ৫১ ॥

অন্বয়বোধিনী । যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) মোহকলিলং (অবিবেককলুষ) ব্যতিরিশ্যতি (পরিত্যাগ করিবে), তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের) নির্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে সময়ে তোমার অন্তঃকরণ অবিবেকরূপ কলুষ পরিত্যাগ করিবে, সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্ত্তব্যকালে বৈরাগ্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যোগানুষ্ঠানজনিতসত্ত্বগুণবুদ্ধি জ্ঞানঃ কদা প্রাপ্যত ইতি ? উচ্যতে—যদেতি । যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কলুষম্ । যেনাত্মান্নবিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ততে । তন্তে তব বুদ্ধিব্যতিরিশ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি । শুদ্ধভাবমাপৎসাত ইত্যর্থঃ । তদা তস্মিন্ কালে গন্তাসি প্রাপ্যসি নির্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ । তদা শ্রোতব্যং শ্রুতং চ তে নিষ্ফলং প্রতিপদাতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কদাহং তৎ পদং প্রাপ্যামি ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্ । মোহো দেহাদিষ্মান্নবুদ্ধিঃ । তদেব কলিলং গহনম্ । কলিলং গহনং বিদুরিতাভিধানকৌষলমূতেঃ । ততশ্চায়মর্থঃ—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষণোতিরিশ্যতি । তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চার্চস্য নির্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্যসি । তয়োরনুপাদেয়েহেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিতে করিতে কতকালে বিষ্ণুপদ লাভ হইবে ? এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, ইহার কাল নিরূপিত নাই ।

(ক) ছা—উ—৬।৮।৭ ইত্যাদি ।

শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা তে যদা স্বাস্যতি নিশ্চলা ॥ সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগম্বাপ্যসি ॥ ৫৩ ॥

নিষ্কাম কার্য্য করিতে করিতে যখন তোমার মনে অহং-মমেতি অভিমান রূপ অবিবেকাকার থাকিবে না, অর্থাৎ যখন রজঃ ও তমোগুণরূপ কালিমা তোমার মন হইতে অন্তর্হিত ও শুদ্ধ সত্ত্বভাব অভ্যাদিত হইবে, সেই সময়ে কর্ম্মফলতৃষ্ণার বৈরাগ্য উদয় হইবে। তখন স্বর্গাদি ফল মিথ্যাবোধে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে। শ্রুতি বলিতেছেন—

“পরীক্ষা লোকান্ কর্ম্মচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ” ॥ (ক)

ব্রহ্মলাভেচ্ছা অধিকারী ব্যক্তি কর্ম্মজালবিরচিত স্বর্গাদি লোকসমূহকে অনিত্য দুঃখরূপ জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। অশুদ্ধ অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের আদৌ উদয়ই হয় না। বিষয়সুখে দোষ দৃষ্টি করিতে পারিলেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। এইরূপ বৈরাগ্য হইলেই নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিবে। বিষয়বৈরাগ্যবিহীন চিত্ত অতীব মলিন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥ ৫২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যে সময়ে) শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা (নানা ফলের কথা শ্রবণে সংশয়যুক্ত) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) সমাধৌ (সমাধিতে) নিশ্চলা (নিশ্চল) [হইয়া] অচলা (স্থির) স্বাস্যতি (থাকিবে), তদা (তখন) [তুমি] যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞান) অবাপ্যসি (লাভ করিবে) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইতিপূর্বে নানা ফলের কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি অতিশয় সংশয়যুক্ত হইয়াছে। যখন এই বুদ্ধি পরমাত্মাতে নিশ্চল হইয়া স্থিতি করিবে, সেই সময়ে তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে ॥ ৫৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। মোহকলিলাতায়দ্বারেন লব্ধাঅবিবেকপ্রজ্ঞাঃ কদা কর্ম্মযোগজং ফলং পরমার্থযোগম্বাপ্যস্যামীতি চেৎ? তচ্ছৃণু—শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেতি। শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা—অনেকসাধাসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্বিপ্রতিপত্তা নানা প্রতিপত্তা—অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্ত-শাস্ত্রসোত্যর্থঃ। শ্রুতিবিপ্রতিপত্তা বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা যস্মিন্ কালে স্বাস্যতি স্থিরীভূতা ভবিষ্যতি নিশ্চলা বিক্লেপচলনবর্জিতা সতী সমাধৌ। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাত্মা। তস্মিন্। আত্মনীত্যেতৎ। অচলা তত্রাপি বিকল্পবর্জিতোত্যেতৎ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং। তদা তস্মিন্ কালে যোগম্বাপ্যসি বিবেকপ্রজ্ঞাং সমাধিং প্রাপ্যসি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—শ্রুতীতি। শ্রুতিভিনানালৌকিকবৈদিকার্থ-শ্রবণৈর্বিপ্রতিপত্তা। ইতঃ পূর্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্বাস্যতি। সমাধীয়তে

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

চিন্তামস্মিন্ধিত সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ । তস্মিন্ধিতলা বিষয়াত্তরৈরনাকৃষ্টা । অত এবাচলা ।
অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্সাসি ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । স্বর্গাদি ফলশ্রুতি জন্য চিন্তে নানা প্রকার বিক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় অৰ্জুনের বুদ্ধি সিদ্ধান্তানুগামিনী হইতেই পারিতেছে না । তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে; স্বর্গাদি বিষয়ের দোষ দর্শনে যখন তোমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত একাগ্র হইয়া পরমাত্মায় সমাধি করিবে, যখন জাগরণ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই তোমার চিত্ত বিষয়গ্রহণ্য হইবে, তখনই তোমার জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধির উদয় হইবে ॥ ৫৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটীই বিষয় । স্ত্রী ধনাদি সমস্তই এই পাঁচটীর অন্তর্গত । জাগ্রৎকালে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা ও স্মৃতির সাহায্যে বিষয়জ্ঞান হয়, এবং স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎকালীন মানসিক সংস্কার অভ্যাসবশে উথিত হইয়া থাকে । সুষুপ্তিকালে বিষয়ের অজ্ঞানতা মাত্রেরই বোধ থাকে । চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতিরিক্ত তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাই প্রকৃত যোগ বা সমাধি । তখনই জীবব্রহ্মের একতা বোধ বা স্বরূপতঃ আত্মচৈতন্যের বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । কেশব (হে কেশব !) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) কা ভাষা (কি লক্ষণ) ? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিং প্রভাষেত (কিরূপ কথা বলেন) ? কিম্ আসীত (কিরূপভাবে অবস্থিতি করেন) ? কিং ব্রজেত (কিরূপে বিচরণ করেন) ? ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন বলিলেন, হে কেশব ! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি ? তিনি কিরূপ কথা কহেন ? কি প্রকারে অবস্থান করেন ? এবং কিরূপেই বা বিচরণ করেন ? ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জুন উবাচ—লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞস্য লক্ষণ বৃত্ত্যুৎসয়া—স্থিতপ্রজ্ঞস্যোতি । স্থিতপ্রজ্ঞস্য—স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা—অহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি—প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞঃ । তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ? কিং ভাষণং বচনম্ ? কথমসৌ পরৈর্ভাষাতে ? সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য । হে কেশব । স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত ? কিমাসীত ? ব্রজেত কিম্ ? আসনং ব্রজনং বা তস্য কথমিত্যর্থঃ । স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছতে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সৰ্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আত্মাত্মবান্ তুষ্টিঃ স্থিতপ্রজ্ঞশ্চদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । পূৰ্ব্বশ্লোকোক্তস্যাশ্রিতত্বজস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরজ্জুন উবাচ—
স্থিতপ্রজস্যেতি । স্বভাবিকে সমাধি স্থিতস্য । অত এব স্থিতা নিশ্চল্য প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য
ভাষা কা ? ভাষ্যতেহনয়েতি ভাষা । লক্ষণমিতি যাবৎ । স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ উচ্যত
ইত্যর্থঃ । তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনং চ কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “আমিই ব্রহ্ম” ইত্যাকার স্থিরবুদ্ধি-পুরুষকেই স্থিতপ্রজ বলা
যায় । স্থিতপ্রজ পুরুষ দুই প্রকার ; প্রথম যিনি সমাধিস্থ ; দ্বিতীয় যিনি সমাধি হইতে
উত্থিত হইয়া মনোযুক্ত হয়েন । এই জন্য অজ্জুন স্থিতপ্রজের সাধারণ লক্ষণ জিজ্ঞাসা না
করিয়া “সমাধিস্থ স্থিতপ্রজের” বিশেষ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন । তৎপরে সমাধি হইতে
উত্থিত হইলে, দ্বিতীয়াবস্থাপন্ন চিত্তযুক্ত স্থিতপ্রজ পুরুষ স্তুতি-নিন্দায় হর্ষবিষাদাদিযুক্ত হইয়া
অথবা অন্য কোন ভাবে কথাবার্তা করেন ? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন । ঈদৃশ ব্যুথিত যোগী
চিত্তের শান্তির জন্য বাহ্যেন্দ্রিয়াদির কিরূপ নিগ্রহই বা করিয়া থাকেন ? ইহাই তৃতীয় প্রশ্ন ।
আর তিনি যতক্ষণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি না করেন, ততক্ষণ কিরূপ বিষয়েই বা বিলীন থাকেন ?
ইহাই অজ্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন । সাধারণ লোকের সহিত স্থিতপ্রজের কি বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাই
জানিবার জন্য অজ্জুন সমাধিস্থ স্থিতপ্রজের সম্বন্ধে একটি ও ব্যুথিত স্থিতপ্রজের সম্বন্ধে তিনটি
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । ভগবান্ সৰ্বান্তর্যামী । সৰ্বান্তর্যামী ভিন্ন এ রহস্য কে বলিবে ?
এই জন্য অজ্জুন “কেশব” * এই পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

অম্বয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) । পার্থ (হে পার্থ !)
আত্মনি (আপনাতে) আত্মনা (আপনি) তুষ্টিঃ (তুষ্ট হইয়া) যদা (যখন) সৰ্বান্ (সকল)
মনোগতান্ (নিজ চিত্তস্থিত) কামান্ (কামনাসমূহ) জহাতি (ত্যাগ করেন), তদা (তখন)
[যোগী] স্থিতপ্রজঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ বলিয়া উক্ত হয়েন) ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, যে সময়ে সমাধিস্থ পুরুষ নিজচিত্তনিহিত
সমস্ত কামনা ত্যাগ পূর্বক আত্মার তৃপ্তি সাধন করেন, সেই সময়েই স্থিতপ্রজ নামে উক্ত
হয়েন ॥ ৫৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ । যো হ্যাদিত এব সংন্যাস্য কৰ্ম্মাণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যশ্চ
কৰ্ম্মযোগেন তয়োঃ স্থিতপ্রজস্য প্রজহাতীত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তিপৰ্য্যন্তং স্থিতপ্রজলক্ষণং সাধনং
চোপদিশাতে । সৰ্ব্বত্রৈব হ্যধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তানোব সাধনান্যুপদিশান্তে
যত্সাধাত্মাৎ । যানি যত্সাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি চ ভবন্তি তানি । শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতীতি । প্রজহাতি প্রকর্ষণে জহাতি পরিত্যজতি যদা যস্মিন কালে সর্বান সমস্তান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ মনোগতান্ মনসি প্রবিষ্টান্ হাদি প্রবিষ্টান্ । সর্বকামপরিত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাচ্ছরীরধারণনিমিত্তশেষে চ সত্যান্তপ্রমত্তসোব প্রবৃতিঃ প্রাপ্তেতি । অত উচ্যতে—আত্মনোব । প্রত্যাগাত্মস্বরূপ এবাত্মনা স্বেনৈব বাহ্যভাবনিরপেক্ষস্তুষ্টিঃ পরমার্থ দর্শনামৃতরসলাভেনান্যস্মাদলং প্রত্যয়বান্ । স্থিতপ্রজঃ—স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজা প্রজা যস্য স স্থিতপ্রজো বিদ্বাংস্তদোচ্যতে । তান্তপুত্রবিন্তলোকৈষণঃ সংন্যাসাত্মারাম আত্মকৃষ্ণঃ স্থিতপ্রজ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । অত্র চ যানি সাধকস্যা জ্ঞানসাধনানি তানোব স্বভাবিকানি সিদ্ধস্যা লক্ষণানি । অতঃ সিদ্ধস্যা লক্ষ্যস্যা লক্ষণানি কথয়ন্তেবান্তরঙ্গানি জ্ঞান-সাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তি । তত্র প্রথমপ্রশ্নসোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্ব্যভ্যাম্ । মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষণে জহাতি । ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি । আত্মনোব স্বস্মিন্বেব পরমানন্দরূপ আত্মনা স্বয়মেব তুষ্টি ইত্যাত্মারামঃ সন্ সদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

গীতার্থসম্বোধনী । কামনা সংকল্পাদি মনেরই ধর্ম, এতাবৎকে আত্মার ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করা বিষম ভ্রম । এ সকল আত্মার ধর্ম হইলে অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য বিদ্যমান থাকিত, কদাপি নিরন্ত হইত না । অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে যেমন উষ্ণতার অভাব হওয়া সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ আত্মা বিদ্যমান থাকিতে কামাদি (যদি আত্মার ধর্ম হইত) নিরন্ত হইবে কিরূপে ? এতদ্বারা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত “বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম ও অধর্ম এই আটটি আত্মার ধর্ম” এ মতও খণ্ডিত হইল । সমাধিকালে মনের বিলয় হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কামনাদি মনের ধর্ম আপনা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায় । সমাধিস্থ ব্যক্তির মুখ প্রভাযুক্ত ও প্রসন্ন দৃষ্ট হয় । তাঁহার অন্তরে অন্তরে সন্তোষ না থাকিলে এরূপ প্রসন্নতাব হইবে কেন ? এবং সন্তোষ থাকিলে মনোরত্তির নাশ হইল কৈ ? এই শঙ্কানিবারণার্থ ভগবান্ কহিতেছেন, হে অজ্ঞান ! সমাধিস্থ পুরুষ পরমানন্দ স্বরূপ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ আত্মাতেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া প্রসন্ন থাকেন । তিনি মনোরত্তির বিষয়ভূত কোন পদার্থের জন্য সন্তোষ লাভ করেন না । শ্রুতি বলিতেছেন—

“যদা সর্বেষাং প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হাদি শ্রিতাঃ ।

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতাত্র ব্রহ্ম সমগ্মুতে ॥” (ক)

ইহার মনোগত কাম সংকল্পাদি যখন নিঃশেষ হইয়া নিরন্ত হইয়া যায়, সেই সময় জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং এই দেহেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করেন । কামনার সম্পূর্ণ অভাব ও আত্মানন্দ উপভোগই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ পুরুষের লক্ষণ ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষু দ্বিগ্লমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়াক্রোধঃ স্থিতধীষু নিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অনুবোধিনী । দুঃখেষু (দুঃখসমূহে) অনুদ্বিগ্লমনাঃ (উদ্বিগ্লমনাচিত্ত), সুখেষু (সুখরাশিতে) বিগতস্পৃহঃ (আকাংক্ষাশূন্য), বীতরাগভয়াক্রোধঃ (রাগ, ভয়, ও ক্রোধ বিহীন) মুনিঃ (মননশীল পুরুষ) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহার চিত্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয়সুখে নিঃস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিত-প্রজ্ঞ ॥ ৫৬ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাম্ । কিঞ্চ—দুঃখেষু বিতি । দুঃখেত্বাংখ্যাগ্নিকাদিষু প্রাপ্তেষু নোদ্বিগ্নং ন প্রক্ষুভিতং মনো যস্য সোহয়মনুদ্বিগ্লমনাঃ । তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য—নাগ্নিরিবেকনাদাধানে সুখান্যনুবর্ত্ততে—স বিগতস্পৃহঃ । বীতরাগভয়াক্রোধ ইতি । রাগশ্চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ রাগভয়াক্রোধঃ । বীতা বিগতা রাগভয়াক্রোধা যস্মাৎ স বীতরাগভয়-ক্রোধঃ । স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞো মুনিঃ সংন্যাসী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—দুঃখেষু বিতি । দুঃখেষু প্রাপ্তেষু বপ্যনুদ্বিগ্লমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ । সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ । তত্র হেতুঃ—বীতা অপগতা রাগভয়াক্রোধা যস্মাৎ । তত্র রাগঃ প্রীতিঃ । স মনিঃ স্থিতধীরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এখানে সমাধি হইতে উখিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্ভাষণ, আসন ও গমন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে । দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক । শোক-মোহাদি জনিত মানসিক এবং জ্বর-শূলাদি ব্যাধি জনিত শারীরিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে । ব্যাঘ্র, সর্প, রুশিকাদি জনিত দুঃখ আধিভৌতিক দুঃখ বলিয়া কথিত হয় । অতিবায়, অতিরুশি, অগ্নি আদি জনিত দুঃখের নাম আধিদৈবিক দুঃখ । পাপকলুষিতচিত্ত অবিবেকীর কৰ্ম্মদোষে এই সকল সন্তাপ ভোগ করিতে হয় । কোন মনুষ্যেরই শরীর কেবল পাপ বা কেবল পুণ্য দ্বারা বিরচিত হয় নাই । যোগিগণের শরীরও পাপ-পুণ্য কৰ্ম্মের ফলে উৎপন্ন । কিন্তু সাধারণ লোকে দুষ্পারম্ভজন্য দুঃখভোগে যেমন উদ্বিগ্নিত বা বিকলচিত্ত হয়, তাঁহারা তদ্ভ্রম না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করিয়া থাকেন । দুঃখরূপ ভ্রমবুদ্ধি অজ্ঞানজনিত । স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় দুঃখরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই । সুখও আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তিন প্রকার । প্রিয়বস্তুচিন্তা ও পাণ্ডিত্যাদি অভিমান জনিত সুখের নাম আধ্যাত্মিক সুখ । স্ত্রী, পুত্র, মিত্রাদি হইতে প্রাপ্ত সুখকে আধিভৌতিক সুখ কহে । বসন্তবায়ুসেবাদিজনিত সুখকে আধিদৈবিক সুখ বলা যায় । সুখলাভ পুণ্যকৰ্ম্মের ফল । স্থিতপ্রজ্ঞ নিষ্কাম, সুতরাং কৰ্ম্মজনিত সুখের ইচ্ছা তাঁহার থাকে না । যাঁহার চিত্তরুশি অন্তর্নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রিয়বস্তুতে অনুরাগ

যঃ সৰ্ব্বদ্রাবতিস্নেহশুভং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

থাকিবার সম্ভাবনা কোথায় ? যাঁহার চিত্ত সকলকেই আনন্দব্রক্ষরূপেই দর্শন করিতেছে, কাহাকে দেখিয়া তাঁহার ভয়ের উদ্রেক হইবে ? যিনি সকলকেই আত্মবৎ মনে করিয়া থাকেন তিনি কি কাহারও প্রতি কুদ্বন্দ্ব হইতে পারেন ? এই জন্য রাগ, ভয় ও ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞের অন্তঃকরণে আদৌ স্থান পায় না। তিনি শিষ্যকে উপদেশ কালে নিরুদ্ধিগতা, নিঃস্পৃহতা, রাগ, ভয় ও ক্রোধাদি বিহীনতারূপ সাধুভাবপূর্ণ কথাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যঃ (যিনি) সৰ্ব্বত্র (সৰ্ব্বপদার্থে) অনভিলেহঃ (স্নেহশূন্য) তৎ তৎ (সেই সেই) শুভাশুভং (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়) প্রাপ্য (পাইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না) [অথবা] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষও করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । দেহাদি পদার্থে যাঁহার আদৌ স্নেহ নাই, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে যিনি প্রশংসা বা দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—যঃ সৰ্ব্বত্রৈতি । যো মুনিঃ সৰ্ব্বত্র দেহজীবিতাদিষ্বপান-ভিলেহঃ স্নেহবর্জিতঃ । ততৎ প্রাপ্য শুভাশুভং ততচ্ছুভমশুভং বা লব্ধ্বা নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি । শুভং প্রাপ্য ন তুষ্যতি ন হৃষ্যতি । অশুভং চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টীত্যর্থঃ । তসৌবৎ হর্ষবিষাদবর্জিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কথং ভাষেত ইত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি । যঃ সৰ্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপানভিলেহঃ স্নেহশূন্যঃ । অতএব বাধিতানুরক্ত্যা ততচ্ছুভমশুভমুভয়ং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি । অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি । কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে । তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতত্বার্থঃ ॥ ৫৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি সদাই আত্মাতে রমণ করিয়া থাকেন, তিনি নিজ দেহ বা পুত্র পরিবার আত্মীয়াদির দেহপ্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে স্নেহযুক্ত করেন না। দেহের সংযোগ বা বিয়োগে, জন্ম বা মরণে তাঁহার হর্ষ বা বিষাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানী পুরুষগণ যেমন পুণ্যকর্মরূপ প্রারব্ধ জনিত রূপবতী স্ত্রী, বিপুল ঐশ্বর্যাদি সুখ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়, এবং দুষ্পুণ্যবশাৎ কোন দুর্কিপত্তি সমাগত হইলে সেই অবস্থার কুৎসা কীর্তন করিতে থাকে, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ তাদৃশ সুখ লাভে আনন্দ বা দুঃখ সমাগমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ সর্বাবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন। এইরূপ অবস্থা হইলে মননশীল মহাত্মার প্রজ্ঞা আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।

রসবর্জং রসোহ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥

অনুবোধিনী । কূর্মঃ অগ্নি ইব (কচ্ছপের অঙ্গ সকল আকর্ষণের ন্যায়) যদা (যখন) অয়ং (এই স্থিতিপ্রজ্ঞ) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদি বিষয় হইতে) সর্বশঃ (সমাক্ প্রকারে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন) [তখন] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়) ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । কূর্ম যেমন নিজ শিরঃ-পাদাদি অঙ্গের সঙ্কোচ করিয়া লয়, সেইরূপ যখন মহাত্মা পুরুষ নিজ ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদিবিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৮ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । কিঞ্চ—যদা সংহরতে ইতি । যদা সংহরতে সমাগুপসংহরতে চায়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রযুক্তো যতিঃ কূর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ । যথা কূর্মো ভয়াৎ স্থানান্ত্রান্যুপ-সংহরতে সর্বত এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ববিষয়েভ্যঃ উপসংহরতে । তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতত্বোক্তার্থং বাক্যম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—যদেতি । যদা চায়ং যোগীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতান্যাসেন । সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম ইতি । অগ্নি করচরণাদীনি কূর্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি । তদ্বৎ ॥ ৫৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মাতে রতি করিতে ইচ্ছা হইলেই মনকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় । মন অন্তর্মুখ হইলেই ইন্দ্রিয়সকল রূপ-রসাদি গ্রহণ করিতে পারে না । কেননা, মনের সাহায্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়সকল স্বয়ং কার্য্য করিতে অসমর্থ । চিত্তের বহির্ভুক্তিশীলতা নষ্ট হইলেই মহাত্মা পুরুষের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় । ‘কিমাসীত’ এই প্রশ্নের উত্তর ছয় শ্লোকে বাস্তব হইতেছে ॥ ৫৮ ॥

সন্দীপন-পরিশিষ্ট । বহিরিন্দ্রিয় দমনে বহল আয়াস না করিয়া একান্তে বিবেক-বিচার ও ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা মনের রজস্তমোগুণ ক্ষীণ করিবার চেষ্টা দ্বারা অধিক ফললাভ হইয়া থাকে । মনোনিবৃত্তিই পরম শান্তির কারণ । (২ অঃ, ৬৪ শ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ৫৮ ॥

অনুবোধিনী । নিরাহারস্য (নিরাহার) দেহিনঃ (বাস্তুর) বিষয়াঃ (শব্দাদি পদার্থ) বিনিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়), [কিন্তু] রসবর্জং (তৃষ্ণাকে বাদ দিয়া, অর্থাৎ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না); পরং (ব্রহ্ম) দৃষ্ট্বা (সাক্ষাৎকার করিয়া) [স্থিত্য (অবস্থিত)] অস্যা (এই স্থিতপ্রজ্ঞের) রসঃ অপি (বিষয় বাসনাও) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥ ৫৯ ॥

বজ্রানুবাদ । ইন্দ্রিয়গণের দুর্বলতা প্রযুক্ত পীড়িত ব্যক্তির শব্দাদিগ্রহণ-
শক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায় ; কিন্তু তত্ক্ষণে বাসনার শেষ হয় না । স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের
বুদ্ধীশক্তির দ্বারা সে বাসনা পর্যন্তও নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৫৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । তত্র বিষয়ানাহরত আতুরসাপীড়িয়াণি নিবর্তন্তে কৃশ্মা-
জানীৰ সংহ্রিতে । ন তু তদ্বিশয়ো রাগঃ । স কথং সংহ্রিত ইতি ? উচ্যতে—বিষয়া ইতি ।
যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানীড়িয়ান্যথা বিষয় এব নিরাহারসানাহ্রিয়মাণবিষয়স্য
দেহিনঃ কণ্ঠে তপসি স্থিতস্য মুখস্যপি বিনিবর্তন্তে । দেহিনো দেহবতঃ । রসবজ্জং—রসো
রাগো বিষয়েষু যন্তং বজ্জয়িত্বা । রসশব্দো রাগে প্রসিদ্ধঃ । স্বরসেন প্রবৃত্তো রসিকো রসজ
ইত্যাদিदर्শনাৎ । সোহপি রসো রঞ্জনরূপঃ সূক্ষ্মহস্য যতেঃ পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম দৃষ্টোপ-
লভ্যাহমেব তদিত্যি বর্তমানস্য নিবর্ততে নিবীজং বিষয়বিজ্ঞানং সংপদাতে ইত্যর্থঃ । নাসতি
সমাগ্দর্শনে রসসৌচ্ছদঃ । তস্মাৎ সমাগ্দর্শনাগ্নিকার্যাঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্থৈর্যাৎ কৰ্ত্তব্যমিত্যাভি-
প্রায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু নেদ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য
লক্ষণং ভবিতুমর্হতি । জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাং চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ । তত্রাহ—
বিষয়া ইতি । ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ানাহরণং গ্রহণমাহারঃ । নিরাহারসোদ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্ষ্বতো
দেহিনো দেহাভিমানিনোহজস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্তন্তে । তদনুভবো নিবর্তত ইত্যর্থঃ ।
কিন্তু রসো রাগোহভিলাষঃ । তদ্বজ্জম্ । অভিলাষশ্চ ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ । রসোহপি রাগোহপি
পরং পরমাত্মানং দৃষ্টোহস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ততে । নশ্যতীত্যর্থঃ । যদ্বা নিরাহারসো-
পবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্তন্তে । ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাহতাবাৎ । কিন্তু
রসবজ্জম্ । রসাপেক্ষা তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ । শেষং সমানম্ ॥ ৫৯ ॥

গীতার্থসন্দোপনী । রোগীরও ইন্দ্রিয়বিকলতা প্রযুক্ত শব্দাদিগ্রহণশক্তির
হানি হয় । রোগীর ও স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা, পাছে অজ্ঞান একই রূপ মনে করেন, ভগবান্
তজ্জনা এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন । রোগিগণ দেহাভিমানযুক্ত, সুতরাং মূঢ় ।
তাহাদিগের “ইন্দ্রিয়” শব্দাদি গ্রহণে অসমর্থ হইলেও তাহাদের “মন” তত্তদগ্রহণে পিপাসু
থাকে । কেননা, দেহাভিমानी অজ্ঞানীর চিত্ত অন্তঃস্থ নহে । কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্ত পরব্রহ্মে
সমাহিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির সেবায় আর ধাবিত হয় না । তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি কেবল নিরুদ্ধ
হয় তাহা নহে, তাঁহার মনঃপ্রাণ পরমানন্দরসে নিমগ্ন হওয়ায় বাহ্য বিষয়ের কিছুমাত্র বাসনা
থাকে না ॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথানি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥
 তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
 বশে হি যস্যোদ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) প্রমাথানি (বলবান্) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) যততঃ (যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ (বিবেকী) পুরুষস্য অপি (পুরুষেরও) মনঃ (মনকে) প্রসভং (বলপূর্বক) হরন্তি হি (আকর্ষণ করে ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্তেয়! বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষগণের মনকেও বলপূর্বক বিকারযুক্ত করিয়া দেয় ॥ ৬০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সমাগ্দর্শনলক্ষণং প্রজ্ঞাস্থৈর্যং চিকীর্ষতাদাবিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি । যস্মাত্তদনবস্থাপনে দোষমাহ—যততঃ ইতি । যততঃ প্রযত্নং কুর্ষতোহপি । হি যস্মাদপি কৌন্তেয় । পুরুষস্য বিপশ্চিতো মেধাবিনোহপীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথানি প্রমথনশীলানি বিষয়াভিমুখং হি পুরুষং বিক্লেভয়ন্ত্যাকুলীকুর্ষন্তি । আকুলীকৃত্য চ হরন্তি । প্রসভং প্রসহ্য প্রকাশমেব পশাতো বিবেকবিজ্ঞানযুক্তং মনঃ ॥ ৬০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি । অতঃ সাধক্যবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্তব্য ইত্যাহ—যততো হ্যপীতি দ্বাভ্যাম্ । যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য । বিপশ্চিতো বিবেকিনোহপি । মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি । যত প্রমাথানি প্রমথনশীলানি ক্লেভকাণীতার্থঃ ॥ ৬০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বিবেকিগণ সর্বদা বিষয়ের দোষদর্শন দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আনেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা এমনই পুবল ও পরাক্রমশীল যে, বিবেকশক্তির-পরাত্তব করিয়া মনকে বিকারের মহাদ্বকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । সাধারণ অবিবেকিগণের উপর ইন্দ্রিয়গণের যে কি ভয়ানক দুর্দমা আধিপত্য, তাহা ত কাহারও অগোচর নাই ॥ ৬০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সৎসঙ্গে বাস ও ভগবচ্ছরণাগতিই মনোবিকার দূর করিবার অনায়াসসাধ্য উপায় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে (১৩ অ, ১১ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৬০ ॥

অন্বয়বোধিনী । মৎপরঃ (আমার অনন্যভক্ত) তানি সৰ্ব্বাণি (সেই সকল ইন্দ্রিয়) সংযম্য (সংযত করিয়া) যুক্তঃ (সমাহিত) [হইয়া] আসীত (অবস্থান করেন) ; হি (যেহেতু) যস্য (যাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) বশে (বশীভূত) তস্য (তাহার) প্রজ্ঞা পতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা পতিষ্ঠিত হইয়াছে) ॥ ৬১ ॥

বঙ্গানুবাদ । আগার অনন্যভক্ত ব্যক্তি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া নিগৃহীতচিত্ত হইলেন । যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । তস্মাৎ—তানীতি । তানি সৰ্ব্বাণি সংযমা—সংযমনং বশীকরণং কৃৎস্না—যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্নাসীত । মৎপরঃ । অহং বাসুদেবঃ সৰ্ব্বপ্রতাগাত্মা পরো যস্য স মৎপরঃ । নামোহহং তস্মাদিত্যাসীতেত্যর্থঃ । এবামাসীনস্য যতেৰ্ব্বশে হি যস্যোদ্ভিয়াণি বর্ত্তন্তেহভ্যাসবশাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাদেবং তস্মাৎ—তানীতি । যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযমা মৎপরঃ সন্নাসীত । যস্য বশে বশবর্ত্তানীন্দ্রিয়াণি । এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্যা—বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেতি—উত্তরং ভবতি ॥ ৬১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদিও ইন্দ্রিয়গণ অতীব বলবান্ ও দুর্জয়, কিন্তু যিনি একমাত্র সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মরূপী বাসুদেবের একান্ত ভক্ত, তাঁহার হৃদয়ের সামর্থ্য ও বিবেকের তীব্রতা অতীব অপরিমেয়, এজন্য তিনি ইন্দ্রিয়বর্গের বিপুল বল মর্দন করিতে সমর্থ হইলেন । যাঁহারা কেবল নিজ নিজ বিবেক বিচার ও বিজ্ঞান বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে চাহেন, বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বিবেক-বলকে বিমর্দিত করিয়া থাকে ; কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করে । ভগবানের শরণাগত ব্যক্তি স্বয়ং অতি দুর্বল হইলেও ভগবান্ তাঁহার কামনা সিদ্ধির সহায়তা করেন ।

“জো জাকো শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ ।

উলট্ জলে মছলি চলে বহু যায় গজরাজ ॥” তুলসীদাস ।

যে যাহার শরণাগত হয়, সে তাহার লজ্জা রক্ষা করে । দৃষ্টান্তস্বলে বলিতেছেন—যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎসাগুলি খরতর স্রোতস্বতীর তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে সন্তরণ দিতে থাকে, কিন্তু বলিষ্ঠ গজরাজ সেই নদী পার হইবার সময় কত দূর ভাসিয়া যায় । মৎস্য জলের আশ্রিত—শরণাগত, তজ্জন্য তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে যাইতে পারে, কিন্তু হস্তী নিজ বলে যাইতে চায় বলিয়া দূরে ভাসিয়া যায় । বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তির বলে যে অপরিসীম শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, নিজের চেষ্টায় তাহার কণার্কও হইবার সম্ভাবনা নাই । ভক্তিয়ুক্ত ব্যক্তির বিঘ্নবাধা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায় । “ন বাসুদেবভক্তানাং মণ্ডভং বিদ্যাতে ক্ৰটিৎ ।” বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তির কোন অমঙ্গলই থাকে না । আবার ইহাও দৃষ্ট হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিদের একপক্ষ যদি কোন বিপুল পরাক্রান্ত মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপর পক্ষ অগত্যাই বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয় । তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ যখন দেখে যে, জীব নিজ কুশল কল্যাণ কামনায় সৰ্ব্বশক্তিমান্ অন্তর্যামী পুরুষের শরণাগত হইয়াছে, তখন তাহারা সহজেই সঙ্কুচিত, ভীত ও বশীভূত হইয়া আসে । এইরূপ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইলেন ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গশ্চেষু পজায়তে ।
 সঙ্গাং সংজায়তে কামঃ কামাং ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
 ক্রোধান্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাং স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
 স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাং প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

অর্থবোধিনী । বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (মনুষ্যের) তেষু (তাহাতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়); সঙ্গাং (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়); কামাং (কামনা হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (জন্মে); ক্রোধাং (ক্রোধ হইতে) সংমোহঃ (ভাল মন্দ বিবেচনার অভাবরূপ অবিবেক) ভবতি (জন্মে); সংমোহাং (অবিবেক হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মরণশক্তির ব্যতিক্রম); স্মৃতিভ্রংশাং (স্মৃতিবিভ্রম হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (জ্ঞাননাশ) [জন্মে]; বুদ্ধিনাশাং (বুদ্ধিনাশ হইতে) [মনুষ্য] প্রণশ্যতি (বিনষ্ট হয়) ॥ ৬২।৬৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনা, ও কামনা হইতে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইতে সংমোহ, এবং সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম জন্মিয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মনুষ্য স্বয়ং বিনষ্ট হয় ॥ ৬২।৬৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অথৈদানীং পরাভবিষ্যতঃ সর্বানর্থমূলমিদমুচ্যতে--ধ্যায়ত ইতি । ধ্যায়তশ্চিত্তস্তরতো বিষয়াঙ্গুশদাবিশেষান্ অলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গ আসক্তিঃ প্রাতিস্তেষু বিষয়েষুপজায়ত উৎপদতে । সঙ্গাং প্রীতেঃ সংজায়তে সমুৎপদতে কামতৃষ্ণা । তস্মাৎ কামাং কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ক্রোধাদিতি । ক্রোধান্ভবতি সংমোহঃ । সংমোহোহবিবেকঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিভ্রমঃ । ভবতীতি সংবধাতে । ক্রুদ্ধো হি সংমূঢ়ঃ সন্ গুরুমপ্যাক্রোশতি । সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাদ্বিভ্রমো ভ্রংশঃ স্মৃত্যুৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তাবনুৎপত্তিঃ । ততঃ স্মৃতিভ্রংশাতু বুদ্ধিনাশঃ । কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকা-যোগ্যতাস্তঃকরণস্য বুদ্ধিনাশ উচ্যতে । বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি । তাবদেব হি পুরুষো যাবদন্তঃ-করণং তদীয়ং কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকযোগ্যম্ । তদযোগ্যত্বে নষ্ট এব পুরুষো ভবতি । ততস্তস্যান্তঃকরণস্য বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি । পুরুষার্থযোগ্যো ভবতীতিার্থঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাবাবে দোষমুক্তা মনঃসংযমাবাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্ । গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি । আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি । কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—ক্রোধাদিতি । ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্য-

শ্লোক ৬৪

রাগদ্বেষবিমুক্তস্ত বিষয়ানিদ্ৰি়ৈশ্চরন্ । আত্মবৈশ্যবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

বিবেকাভাবঃ । ততঃ শাস্ত্রাচার্যোপদিষ্টার্থস্মৃতেৰ্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ । ততো বুদ্ধেস্তেচনান্না নাশঃ । বুদ্ধাদিভিব্যভিভবঃ । ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্রোত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া যদি মনে মনে কেহ শব্দাদি বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে বিষয়ের আসক্তি অর্থাৎ তাহা পাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয় । তাহা হইলে উহা কবে পাইব, কোথায় পাইব, কিরূপে পাইব— এইরূপ তৃষ্ণা বা কামনা জন্মে । যদি কেহ এই কামনাসিদ্ধির বিষয় উৎপাদন করে, তাহা হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয় । ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বোধ থাকে না । সুতরাং মোহ উপস্থিত হয় । মোহাচ্ছন্ন পুরুষের গুরু বা শাস্ত্রোপদিষ্ট অর্থানুসন্ধান-রূপ স্মৃতির ভ্রম হয় । এইরূপে স্মৃতিবিভ্রম হইলে অদ্বিতীয় আত্মাকারাকারিত বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ বিপর্য্যায় দশা প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মবুদ্ধিবিহীন পুরুষ অমৃতত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুর করাল কোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে । মন এবং ইন্দ্রিয় উভয় নিগ্রহ না করিতে পারিলে, মনুষ্যের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় না । যদিও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন বিষয় গ্রহণ করিতে থাকে সত্য, কিন্তু মনে কামনার উদয় না হইলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে লিপ্ত হয় না ॥ ৬২।৬৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ তু (রাগদ্বেষবর্জিত) আত্মবৈশ্যৈঃ (আত্ম-বশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) চরন্ (গ্রহণ করিয়া) বিধেয়াত্মা (নিগ্রহীতচিত্ত পুরুষ) প্রসাদম্ (আত্মপ্রসাদ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । একরূপ নিগ্রহীতচিত্ত পুরুষ রাগদ্বেষাদিবর্জিত স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সর্বানর্থস্য মূলমুত্তং বিষয়াভিধানম্ । অথেদানীং মোক্ষ- কারণমিদমুচ্যতে—রাগদ্বেষেতি । রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ—রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ । তৎপুরুঃসরা হীন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী । তত্র যো মুমুক্ষুর্ভবতি স তাভ্যাং বিমুক্তৈঃ শ্রোত্রাদিভি- রিদ্ৰিয়ৈর্কিষয়ানবজ্ঞানীয়াংশ্চরন্ পুনর্ভবান আত্মবৈশ্যৈঃ—আত্মনো বশ্যানি বশীভূতানি তৈরাত্ম- বৈশ্যৈঃ—বিধেয়াত্মা—ইচ্ছাতো বিধেয় আত্মাহন্তঃকরণং যস্য সোহয়ং প্রসাদমধিগচ্ছতি । প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননিদ্ৰিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরুদ্ধমশকাহাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাৎ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্ । রাগদ্বেষরহিতৈর্কিগতদর্পৈরিদ্ৰিয়ৈর্কিষয়াংশ্চরন্ পভুঞ্জানোহপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি । রাগ- দ্বেষরহিত্যমেবাহ—আত্মেতি । আত্মনো মনসো বৈশ্যৈরিদ্ৰিয়ৈর্কিধেয়ো বশবর্ত্যাত্মা মনো যসোতি । অনেনৈব কথং ব্রজেতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিদ্ৰিয়ৈর্কিষয়ান গচ্ছতীত্যন্তরমুত্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সৰ্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে ।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া মনের নিগ্রহ না করিলে যে কি দোষ হয়, তাহা পূর্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এক্ষণে মন নিগৃহীত হইলে পর বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও যে, কোন দোষ হয় না, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ অর্জুনোক্ত “কিং ব্রজেত” (গী ২।৫৪) এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক হইতে আটটি শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

বাহ্য ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইলেও মনের বিষয়চিন্তাসত্ত্বে চিত্তশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই । কিন্তু যিনি চিত্তকে বশীভূত করিয়া রাগদ্বেষাদি শূন্য হইতে পারিয়াছেন, মনের অধীন ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে তাঁহার আর বাকী রহিল কৈ ? ইন্দ্রিয়গণের রাজা মনঃ যাঁহার বশীভূত, ইন্দ্রিয়গণ অগতাই তাঁহার অবিরোধী । নিগৃহীতচিত্তের ইন্দ্রিয় সকল শাস্ত্রবিহিত শব্দাদি ভিন্ন অন্যান্য বার্থ বিষয়গ্রহে তৎপর হয় না । ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বিশুদ্ধ ব্যাপার চিত্তের নিঃস্মলতাই বুদ্ধি করে, ও এইরূপ নিগৃহীতচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের গতি আত্মপুসাদের দিকেই বেগবতী হয় ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । প্রসাদে (এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে) অস্য (ইহার) সৰ্বদুঃখানাং (সমস্ত দুঃখের) হানিঃ (বিনাশ) উপজায়তে (হয়) ; হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) আশু (শীঘ্র) পর্যাবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়) ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । এইরূপ প্রসাদ লাভ করিলে সমস্ত দুঃখের শান্তি হয়, এবং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬৫ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । পুসাদে সতি কিং স্যাদিতি ? উচ্যতে—পুসাদ ইতি । পুসাদে সৰ্বদুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনাং হানির্বিনাশোহস্য যতেরূপজায়তে । কিঞ্চ—পুসন্নচেতসঃ স্বস্থাতঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্যাবতিষ্ঠতে । আকাশমিব পরি সমস্তাদবতিষ্ঠতে । আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ । এবং পুসন্নচেতসোহবস্থিতবুদ্ধেঃ কৃতকৃত্যতা যতন্তস্মাদ্রাগদ্বেষবিমুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধৈর্ববজ্ঞানীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রসাদে সতি কিং স্যাদিতি ? অত্রাহ—পুসাদ ইতি । পুসাদে সতি সৰ্বদুঃখানাশঃ । ততশ্চ পুসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । চিত্ত নিঃস্মল হইলে সকল বস্তুরই প্রকৃত প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয় । যাহা সত্য, যাহা মিথ্যা, যাহা হিতকারী, যাহা অপকারী, চিত্ত তখন এ সমস্তই উত্তমরূপে বুঝিতে পারে । যাহা দুঃখকর অথবা সুখকর, তাহাও চিত্তের বুঝিবার বাকি থাকে না । মলিনচিত্ত ব্যক্তি অনেক দুঃখকর বিষয়কে সুখের সামগ্রী বোধে গ্রহণ করিয়া

৬৬ শ্লোক

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চায়ুক্তস্য ভাবনা ।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অনেক দুঃখ বোধ করিয়া থাকে । নিশ্চলচিত্ত ব্যক্তির এরূপ ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই ।
এজন্য কোন প্রকার দুঃখ তাঁহাকে আশ্রয় করে না । নিশ্চলচেতার ব্রহ্মবোধিনী বুদ্ধি মায়িক
পদার্থমাত্রই অনতিরূচিবশতঃ আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে ॥ ৬৫ ॥

অনয়বোধিনী । অযুক্তস্য (অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) নাস্তি (নাই) ;
অযুক্তস্য (যোগবিহীন পুরুষের) ভাবনা চ (আত্মচিন্তাও) ন (নাই) ; অভাবয়তঃ চ
(আত্মভাবনাশূন্য ব্যক্তির) শান্তিঃ (শান্তি) ন (নাই) ; অশান্তস্য (অশান্তচিত্ত পুরুষের)
সুখং কুতঃ (সুখ কোথায় ?) ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি আপনার চিত্তকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার
বুদ্ধিও নাই, ভাবনাও নাই । ভাবনাশূন্য ব্যক্তির শান্তিও নাই । শান্তিবিহীন পুরুষের
সুখ কোথায় ॥ ৬৬ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । সেয়াং প্রসন্নতা স্তুয়তে—নাস্তীতি । নাস্তি ন বিদাতে ন
ভবতীত্যর্থঃ । বুদ্ধিরাত্মস্বরূপবিষয়া । অযুক্তস্যাসমাহিতান্তঃকরণস্য । ন চায়ুক্তসোতি । ন
চাস্যায়ুক্তস্য ভাবনাআজ্ঞানাভিনিবেশঃ । তথা ন চাভাবয়তঃ । আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ষতঃ
শান্তিরূপশমো ন বিদাতে । অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ । ইন্দ্রিয়াণাং হি বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিরুতিয়া
তৎ সুখম্ । ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা । দুঃখমেব হি সা । ন তৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধ-
মাত্রমপ্যুৎপদাত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেক-
মুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি । অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যা-
মাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজৈব নোৎপদাতে । কুতস্তস্যঃ প্রতিষ্ঠার্বর্তেতি ? অত্রাহ—ন চেতি ।
ন চায়ুক্তস্য ভাবনা ধ্যানম্ । ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি । সা চায়ুক্তস্য যতো
নাস্তি । ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ষতঃ শান্তিরাত্মনি চিন্তোপরমঃ । অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ?
মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । মনকে জয় করিতে না পারিলে শ্রবণ-মনরূপ বেদান্তবিচার-
দ্বারা আত্মবোধিনী বুদ্ধির উদয় হয় না । যাঁহার ঈদৃশী বুদ্ধি নাই, তাঁহার নিদিধ্যাসনরূপ
ভাবনারও সম্ভাবনা নাই । সেই নিদিধ্যাসনশূন্য ব্যক্তির অবিদ্যারোধক তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্ত-
বাক্য প্রতিপাদ্য জীব ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধির প্রেরক আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ শান্তির উদয় হয় না ।
শান্তিবর্জিত পুরুষের মোক্ষানন্দরূপের আশ কোথায় ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্নানোহনুবিধীয়তে ।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । বিষয় ভোগ তৃষ্ণার নিরুত্তিই সুখ, ভোগ্যবিষয়ের প্রাপ্তিতে তৃষ্ণার সাময়িক নিরুত্তিবশতঃ ক্লমিক সুখ বোধ হয় মাত্র ; কিন্তু, তৃষ্ণার কারণ মনের রজস্তমোগুণ প্রবল থাকায় শীঘ্রই আবার অন্য বিষয়ের বাসনা হয় । যেমন রোগের যখন যে উপসর্গটি প্রবল থাকে, সেইটাই অনুভূত হয়, এবং তাহা নিরুত্ত হইলে অপর একটি উদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মনের মলিনতা (রজস্তমোগুণ)-রূপ রোগ নিঃশেষ না হইলে বিষয় ভোগের তৃষ্ণা উদয় হইতে থাকিবে । একমাত্র আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই এই বিষয়-পিপাসার শান্তি হইতে পারে । (২য় অ, ৫৯ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । হি (যেহেতু) মনঃ (মন) চরতাম্ (অবশীভূত) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের) যৎ (যেটিকে) অনুবিধীয়তে (লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়), তৎ (সেই ইন্দ্রিয়) বায়ুঃ অন্তসি নাবম্ ইব (বায়ু যেমন জলের উপর নৌকাকে বিচলিত করে সেইরূপ) অস্য (ইহার) প্রজ্ঞাং (বিবেকবুদ্ধি) হরতি (হরণ করে) ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । বিষয়বিলাসী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটি মাত্রকেও যখন লক্ষ্য করিয়া মন ধাবিত হয়, জলের উপর ভাগমান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যেমন বিচলিত করে, তদ্রূপ সেই একটি ইন্দ্রিয়ই সাধকের প্রজ্ঞা হরণ করে ॥ ৬৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অমৃতস্যা কাস্মাদবুদ্ধির্নাশ্তীতি । উচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণামিতি । ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাক্চরতাং স্ববিষয়েষু প্রবর্তমানানাম্ । যন্নানোহনুবিধীয়তেহনুপ্রবর্ততে । তদিন্দ্রিয়বিষয়-বিকল্পনে প্রবৃত্তং মনোহস্য যতেরহরতি নাশয়তি । প্রজ্ঞামান্নান্নাবিবেকজাম্ । কথং ? বায়ুর্নাবমিবাস্তসি । উদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ভুতোন্ন্যার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্তয়ত্যেবমান্নাবিষয়াং প্রজ্ঞাং হস্তা মনো বিষয়বিষয়াং করোতি ॥ ৬৭ ॥

শ্রীপরমহংসমুকুতগীতা । নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তসোত্তম হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি । ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মথো যদৈবৈকমিদ্ভিষং মনোহনুবিধীয়তেহবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি । তদৈবৈকমিদ্ভিষমস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং হরতি বিষয়বিক্রিপতাং করোতি । কিমুত বক্তব্যং বহুনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি । যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমদ্রে সর্বতঃ পরিভ্রময়তি তদ্বদिति ॥ ৬৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অবশীভূত মন যদি অবশীভূত একটি মাত্র ইন্দ্রিয়কেও অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা হইলেই প্রজ্ঞা বহির্মুখ-পথে পরিচালিত হয় । প্রতিকূল বায়ুর ন্যায় মন ইন্দ্রিয়চঞ্চলতা-রূপ জলে ভাসমান নৌকা-রূপ প্রজ্ঞাকে তাহার আত্মসামাধান-রূপ গম্য পথে যাইতে

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ ।

ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সৰ্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগৰ্ভি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনঃ ॥ ৬৯ ॥

দেয় না । একটি ইন্দ্রিয় অবশীকৃত থাকিলে যদি অবশীভূত মনের দ্বারা এই দুর্দশা উপস্থিত হয়, তবে যাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন অবশীভূত, না জানি তাহাদের কি সৰ্ব্বনাশই হইয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়বোধিনী ।

মহাবাহো (হে মহাবাহো !) তস্মাৎ (সেই নিমিত্ত) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেভাঃ (বিষয়সমূহ হইতে) সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিবৃত্ত হইয়াছে) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, হে মহাবাহো ! তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরভাবাপন্ন ॥ ৬৮ ॥

শাক্তরশ্মিশ্রুতম্ ।

যততো হীতু্যপনাস্তস্যার্থস্যানেকধোপপত্তিমুক্তা তং চার্খমুপপাদ্যোপ-
সংহরতি—তস্মাদিতি । ইন্দ্রিয়ানাং প্রবৃত্তৌ দোষ উপপাদিতো যস্মাত্তস্মাৎ । যস্য যতেঃ হে
মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বপ্রকারৈর্মানসাদিভেদৈরিন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভাঃ শব্দাদিভ্যন্তস্য
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

ইন্দ্রিয়সংযমসা স্থিতপ্রজ্ঞত্বৈ সাধনত্বং লক্ষণত্বং চোক্তমুপ-
সংহরতি—তস্মাদিতি । সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ । লক্ষণত্বোপসংহারে
তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যোত্যর্থঃ । মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবান্নাপি
সামর্থ্যং ভবেদिति সূচয়তি ॥ ৬৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখবর্তী থাকিলে প্রজ্ঞাও চঞ্চল ও বহির্মুখ হইয়া
যায় । যাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ নিগৃহীত হইয়াছে, সেই তত্ত্ববেত্তা সিদ্ধ পুরুষের অথবা মুমুক্শু
সাধকের আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা স্থির হইয়া থাকে । হে “মহাবাহো” এইরূপ সম্বোধন দ্বারা ভগবান্
ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে তুমি যেমন বাহিরের বৈরিবর্গদমনে সমর্থ, দুর্নিবার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগ্রহ
করিতেও তুমি তদ্রূপ পারগ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়বোধিনী ।

সৰ্ব্বভূতানাং (সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে) যা (যাহা) নিশা
(রাত্রিস্বরূপ) তস্যাং (সেই রাত্রিতে) সংযমী (জিতেন্দ্রিয় যোগী) জাগৰ্ভি (জাগ্রৎ থাকেন) ;

যস্যাং (যাহাতে) ভূতানি (সাধারণ ব্যক্তিগণ) জাগ্রতি (জাগিয়া থাকে) পশ্যতঃ মুনৈঃ (স্থিত-
প্রজ্ঞের) সা (তাহা) নিশা (রাত্রিস্বরূপ) ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

অল্পসাক্ষাৎকার-রূপ প্রজ্ঞা অজ্ঞান * পুরুষগণের পক্ষে
রাত্রিস্বরূপ । দৈর্ঘ্য রাত্রিতে সংবতেন্দ্রিয়গণ জাগ্রৎ থাকেন, এবং যে অবিদ্যায় অজ্ঞান
পুরুষগণ জাগ্রৎ, অল্পসাক্ষাৎকারবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের সেই অবিদ্যা রাত্রিস্বরূপ ॥ ৬৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

যোহয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ স সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য
স্থিতপ্রজ্ঞস্যাবিদ্যাকার্য্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ততে । অবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যাবিরোধান্নিবৃত্তিরিতি ।
এতমর্থং স্ফুটীকুর্কন্নাহ—যা নিশেতি । যা নিশা রাত্রিঃ সর্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাবত্বাৎ
সর্কেষাং ভূতানাং সর্বভূতানাম্ । কিং তৎ ? পরমার্থতত্ত্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ঃ । যথা নন্তং-
চরণামহরেব সদনোষাং নিশা ভবতি তদ্ব্যবহৃত্ত্বং চরস্থানীয়ানামজ্ঞানাং সর্বভূতানাং নিশেব নিশা
পরমার্থতত্ত্বম্ । অগোচরত্বাদতদ্বুদ্ধীনাম্ । তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়ামজ্ঞাননিশায়াং প্রবুদ্ধৌ
জাগতি সংযমী সংযমবান্ । জিতেন্দ্রিয়ো যোগীত্যাৰ্থঃ । যস্যাং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদলক্ষণায়ামবিদ্যানিশায়াং
প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতীত্যাচ্যতে । যস্যাং নিশায়াং প্রসুপ্তা ইব স্বপ্নদুঃ সা নিশা—অবিদ্যা-
রূপত্বাৎ—পরমার্থতত্ত্বং পশ্যতো মুনৈঃ ।

অতঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যতে । ন বিদ্যাবস্থায়াম্ । বিদ্যায়াং হি সত্যামুদিতে
সবিতরি শাক্ষরমিব তমঃ প্রণাশমুপগচ্ছত্যবিদ্যা । প্রাগুদ্যোৎপত্তেরবিদ্যা প্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণা
কিয়াকারকফলভেদরূপা সতী সর্বকৰ্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে । নাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণায়াঃ কৰ্ম্মহেতুত্বো-
পপত্তিঃ । প্রমাণভূতেন বেদেন মম চোদিতং কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্মেতি হি কৰ্ম্মণি কৰ্ত্তা প্রবর্ততে—
নাবিদ্যামাত্রমিদং সৰ্বং নিশেবেতি । যস্য তু পুনর্নিশেবাবিদ্যামাত্রমিদং সৰ্বং ভেদজাতমিতি
জ্ঞানং তস্যাঅজ্ঞস্য সর্বকৰ্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ । ন প্রবৃত্তৌ । তথা চ দর্শয়িষ্যতি—তদ্বুদ্ধয়ন্তদাঙ্গান
ইত্যাদিনা—জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তস্যাধিকারম্ ।

তত্রাপি প্রবর্তকপ্রমাণাভাবে প্রবৃত্তেরনুপপত্তিরিতি চেৎ ? ন । স্বাভাবিকত্বাদাঙ্গজ্ঞানস্য ।
ন হ্যাঙ্গনঃ স্বাঙ্গনি প্রবর্তকপ্রমাণাপেক্ষতা । আঙ্গত্বাদেব । তদন্তত্বাচ্চ সর্বপ্রমাণানাম্ ।
প্রমাণত্বস্য ন হ্যাঙ্গরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি । প্রমাতৃত্বং হ্যাঙ্গনো
নিবর্তয়ত্যন্তং প্রমাণম্ । নিবর্তয়দেব চাপ্রমাণীভবতি স্বপ্নকালপ্রমাণমিব প্রবোধে ।
লোকে চ বস্তুধিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাদর্শনাৎ প্রমাণস্য । তস্মান্নাঙ্গবিদঃ কৰ্ম্মণ্যধিকার ইতি
সিদ্ধম্ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

ননু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিবা্যপারশূন্যঃ সৰ্ব্বাঙ্গানা
নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে । অতোহসম্ভাবিতমিদং । লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি ।
সর্কেষাং ভূতানাং যা নিশা । নিশেব নিশাঙ্গনিষ্ঠা । অজ্ঞানধ্বান্তারতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিবা-
পারাভাবাৎ । তস্যমাঙ্গনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্তি প্রবৃধ্যতে । যস্যাং তু বিষয়-

৬৯ শ্লোক

নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুদ্ধান্তে সাত্বতত্ত্বং পশ্যতো মুনেশা। তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তসা
নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—যথা দিবাক্কানামুলুকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে।
এবং ব্রহ্মজ্ঞসোমীলিতাক্ষস্যপি ব্রহ্মণোব দৃষ্টিঃ। ন তু বিষয়েষু। অতো নাসম্ভাবিতমিদং
লক্ষণমিতি ॥ ৬৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীব ও ব্রহ্মে অভেদবোধই প্রজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়। এই প্রজ্ঞা
অজ্ঞান ব্যক্তির চক্ষে অপ্রকাশিত। সাধারণতঃ রাগি বলিলে যেমন লোকে অপ্রকাশ—অন্ধকারময়
বলিয়া বোধ করে, অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে এই প্রজ্ঞাও সেইরূপ। অজ্ঞান ব্যক্তির এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ
মহানিশাতে মনের ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহশীল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া
চেতন থাকেন, আর দ্বৈতদৃষ্টিরূপ নিদ্রায় বিমোহিত হইয়া অজ্ঞান পুরুষগণ স্বপ্নবৎ বিবিধ ব্যবহার
করে। এই অবিদ্যা আবার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সম্মুখে অপ্রকাশ রাগিস্বরূপ। স্থিতপ্রজ্ঞ
জাগ্রৎ। জাগ্রতের সংসাররূপ স্বপ্নদর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? অজ্ঞানরূপ ভ্রমকালে বস্তুর
প্রকৃত তত্ত্ব বা স্বরূপের আদৌ অনুভবই হয় না। রজ্জুর সমস্ত লক্ষণ বা স্বরূপ উত্তমরূপে
নয়নগোচর হইলে তাহাতে সর্বভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সেইরূপ মনুষ্য যদি আত্মার
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে এক আত্মাতে দ্বৈত সংসার দৃষ্ট হইত না। আত্মাতে
সমস্ত রহিয়াছে। আত্মাই সমস্ত। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাই আত্মজ্ঞ পুরুষের
চরম সিদ্ধান্ত।

“যত্র বান্যাদিব স্যাত্ত্রানোহন্যাৎ পশ্যেৎ”। (ক) ॥

“যত্র ত্বস্য সর্বমাঐবাত্ততৎ কেন কং পশ্যেৎ”। (খ) ॥

যে অবিদ্যার প্রভাবে এই অদ্বিতীয় আত্মা দ্বৈতবৎ প্রতীত হয়েন, সেই অবিদ্যার জন্যই
জীব আপনাকে অন্য পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। যখন বিদ্যার পুভাবে সমস্তই
আত্মময় বলিয়া প্রতীত হয়, তখন কিরূপে ও কি পদার্থই বা দৃষ্টি করিবে? ॥ ৬৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বেদান্ত-বিচারজাত সংস্কারসহ নিদিধাসন দ্বারা চিত্তবৃত্তির
নিরোধ হইলে যে আত্মচৈতন্যের বিকাশ হয়, বিষয়াকুল (রূপরসাদির ভোগে বা চিন্তায় ব্যাপ্ত)
চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, নিবিষয় চিত্তেই আত্মস্বরূপের আভাস অনুভূত হইতে পারে।
জাগ্রদাদি কালে ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব গৃহীত হইতেছে বলিয়া উহা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ
জড় বিষয়রূপে প্রতীত হইতেছে। বিষয় হইতে পুত্যাভ্যাস মন নিশ্চল হইলেই আত্ম-চৈতন্যের
নিত্য প্রকাশের কোন বাধা থাকে না। মনের বিষয়-গ্রহণ পুর্তিই জীবকে আত্ম-সাক্ষাৎকারে
অসমর্থ করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য বিষয়ী মনুষ্যেরা এ জীবনে ভগবদর্শন অসম্ভব ভাবিয়া
সংসারের সুখভোগেই পরিতৃপ্ত হইতেছে। জীবব্রহ্মের অভেদ বোধ অর্থাৎ অদ্বৈতভাব
বিষয়ী মনুষ্যের বিচারে কল্পনা মাত্র, এই জন্য বিষয়-সেবাতেই তাহার সুখবোধ হইতে থাকে।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ ।

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সৰ্ব্বে

স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

বিষয়াক্রম অনুযায়ী সাত্ত্বিক বুদ্ধির অভাব বশতঃ কোন ক্রমেই অতি সত্য আত্মতত্ত্বের পরিস্ফুট ধারণা করিতে পারে না ॥ ৬৯ ॥

অর্থবোধিনী ।

যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (বারিসমূহ) আপূর্য্যমাণম্ (পরিপূর্ণ) অচলপ্রতিষ্ঠং (অতল গভীর) সমুদ্রং (সাগরে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে), তদ্বৎ (সেইরূপ) সৰ্ব্বে (সকল) কামাঃ (বিষয়রাশি) যং (যাঁহাতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ পূর্ব্বক লীন হয়), সঃ (তিনি) [বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া] শান্তিম্ আপ্নোতি (শান্তি লাভ করেন); কামকামী (বিষয়কামী পুরুষ) ন (শান্তি পায় না) ॥ ৭০ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

যেমন সমস্ত নদ নদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয় সকল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সে মহাত্মা কখনও বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া বরং শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়কামী পুরুষের পক্ষে এই শান্তি দুর্লভ ॥ ৭০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

বিদুষন্তস্তেষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যতেরেব মোক্ষপ্রাপ্তিঃ । ন হুসংন্যাসিনঃ কামকামিন ইতি । এতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যাম্—আপূর্য্যোতি । আপূর্য্যমাণমন্তিঃ । অচলপ্রতিষ্ঠম্ অচলতয়া প্রতিষ্ঠাহবস্থিতির্যস্য তমচলপ্রতিষ্ঠম্ । সমুদ্রমাপঃ সৰ্ব্বতো গতাঃ প্রবিশন্তি স্বাত্মস্থমবিক্রিয়মেব সত্ত্বং যদ্বৎ । তদ্বৎ কামা বিষয়সন্নিধাবপি সৰ্ব্বত ইচ্ছাবিশেষা যং মুনিং সমুদ্রমিবাপৌহবিকুর্বন্তঃ প্রবিশন্তি সৰ্ব্ব আত্মন্যোব প্রলীয়ন্তে ন স্বাত্মবশং কুর্বন্তি স শান্তিং মোক্ষমাপ্নোতি । নেতরঃ কামকামী । কামান্ত ইতি কামা বিষয়াঃ । তান কামস্নিতুং শীলং যস্য স কামকামী । স নৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

ননু বিষয়েষু দৃষ্টান্তাবে কথমসৌ তান ভুঙক্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি । নানানদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপাচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপান্যা আপো যথা প্রবিশন্তি তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্তদৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারবধকশ্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি । ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী ।

সমস্ত প্রবাহিনীর জলে সমুদ্র পরিপূর্ণ । তাহাতে বর্ষাকালে

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ । নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

পুষ্টির ধারা পড়িলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না । সমুদ্র সমানভাবেই অচল ও গভীর থাকে ।
নির্বিষ্কারচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রারম্ভ জনিত শব্দাদি বিষয় প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার অটল হৃদয়
বিক্ষুব্ধ হয় না । তিনি সর্বথা শান্তিভোগই করিতে থাকেন । যেমন মহৎ অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন
নিষ্কিপ্ত হইলে তাহাও অচিরেই অগ্নিরই পুষ্টি বর্দ্ধন করে, সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞের অটল জ্ঞানাগ্নিকুণ্ডে
শব্দাদি সামান্য বিষয় সকল তাঁহার শক্তির বিষয় উৎপাদন করিতে পারে না । ফলতঃ শান্তিই
অবিচ্ছেদ্যে তাহাতে বিরাজ করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

অনুব্যবোধিনী । যঃ (যে) পুমান্ (পুরুষ) সর্বান কামান্ (সকল কামনা) বিহায়
(ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ নিঃস্পৃহঃ (নির্মম, নিরহঙ্কার এবং নিঃস্পৃহ) [হইয়া]
চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (তিনি) শান্তিং (শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৭১ ॥

বঙ্গাববাদ । যে ব্যক্তি কামনা ত্যাগপূর্বক নিঃস্পৃহ, নির্মম ও
নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই শান্তি লাভ করিয়া
থাকেন ॥ ৭১ ॥

শাক্তরত্নায্যম্ । যস্মাদেবং তস্মাৎ—বিহায়েতি । বিহায় পরিত্যজ্য । কামান্
যঃ সংন্যাসী পুমান্ সর্বানশেষতঃ কাৎক্ষ্যেন চরতি । জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতীতার্থঃ ।
নিঃস্পৃহঃ শরীরজীবনমাত্রহপি নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিঃস্পৃহঃ সন্ । নির্মম ইতি মমত্ববর্জিতঃ
শরীরজীবনমাত্রাক্ষিপ্তপরিগ্রহহপি মমেদমিত্যভিনিবেশবর্জিতঃ । নিরহঙ্কারঃ—বিদ্যাবাদ্যাদি-
নিমিত্তাশ্রয়সম্ভাবনারহিত ইত্যর্থঃ । স এবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রহ্মবিচ্ছান্তিং সর্বসংসারদুঃখো-
পরমলক্ষণং নির্বাণাখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাদেবং তস্মাৎ—বিহায়েতি । প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায়
তাত্ত্বোপেক্ষ্য । অপ্রাপ্তেষু চ নিঃস্পৃহঃ । যতো নিরহঙ্কারোহত এব তত্ত্বোগসাধনেষু নির্মমঃ
সম্ভবদৃষ্টিভ্রুত্বা যশ্চরতি প্রারম্ভবশেন ভোগান্ ভুঙ্তে । যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা । স শান্তিং
প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি মনোবিলাসের কোন বস্তুরই কামনা রাখেন না,
যিনি ব্রহ্মপদকেও তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে পারেন, যাহার শরীর থাকিলে বা নষ্ট হইলে ভ্রক্ষেপ
নাই, যাহার কুল শীল বিদ্যাাদি জন্য অভিমান নাই, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত দেহে যাহার আত্মাভিমান
নাই, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই সর্বদুঃখময়ী অবিদ্যার নিরন্তররূপ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ।
স্থিতপ্রজ্ঞের সকল লক্ষণই মুমুক্শুবাতির সাধন করা কর্তব্য ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিভায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অস্থয়বোধিনী । পার্থ (হে পার্থ!) এষা (এইরূপ) ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থাতে স্থিতি), এনাং (ইহাকে) প্রাপ্য (পাইয়া) [কেহ] ন বিমুহ্যতি (বিমুগ্ধ হন না) । অন্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) অস্যাং (এই অবস্থায়) স্থিত্বা (থাকিয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ (ব্রহ্ম নির্বাণ) মুচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭২ ॥

বদ্ধানুবাদ । হে পার্থ! এইরূপ অবস্থাই ব্রাহ্মী স্থিতি (ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা) ইহা লাভ করিলে কেহই সংসারমায়ায় বিমুগ্ধ হন না । মৃত্যুকালেও যিনি (ক্ষণকালের জন্য) এই অবস্থায় স্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ পাইয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

শাকরভাষ্যম্ । সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা স্তুয়তে—এষা ব্রাহ্মীতি । এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ । সর্বং কৰ্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ । হে পার্থ নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহ্যতি । ন মোহং প্রাপ্নোতি । স্থিত্বাহস্যং স্থিতৌ ব্রাহ্মাং যথোক্তায়াম্ । অন্তকালেহপ্যন্তে বয়স্যপি । ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মনির্হৃতিং মোক্ষমুচ্ছতি গচ্ছতি । কিমু বস্তব্যং ব্রহ্মচর্যাদেব সংন্যস্য যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণোবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতীতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শাকরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তবনুপসংহরতি—এযেতি । ব্রাহ্মী স্থিতিব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষেবংবিধা । এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি । যতোহন্তকালে মৃত্যুসময়েহপ্যস্যাং ক্ষণমাত্রমপি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মণি নির্বাণং লয়মুচ্ছতি প্রাপ্নোতি । কিং পুনর্বস্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২ ॥

শোকপঙ্ক নিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ ।

উজ্জ্বলারাজ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াম্ ভগবদগীতাটীকায়াম্ সুবোধিন্যাং দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ ক্রমশঃ চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া এই শ্লোকে আপনার মন্তব্যের উপসংহার করিতেছেন । আত্মা ও ব্রহ্মে অভেদদৃষ্টিই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইবার

মূলভিত্তি। ইহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি। যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ এই স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানের পুনরুদ্ভাবের আশঙ্কা নাই। যেমন সূর্য্যের প্রকাশসত্ত্বে অন্ধকার আসিবার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ নিষ্পন্ন প্রতিভার সম্মুখে অজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। “নির্বাণং”—“নির্গতং বানং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্তে ব্রহ্মণি তন্নির্বাণম্” অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ করিয়া জন্ম মরণ রূপ গতি নিবৃত্তির নাম নির্বাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

“ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যতি” ॥ (ক) ॥

মৃত্যুকালে অজ্ঞান পুরুষের প্রাণ যেমন শরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়া যায়, ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানী পুরুষের প্রাণ তদ্রূপ করে না। উহা শরীর মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। বাহ্য বিষয়ের চিন্তা বিদূরিত হইয়া যাঁহার চিন্তা আত্মাভিমুখেই অন্তঃপ্রবাহিত হয়, যাঁহার প্রাণবায়ু অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা নাসারন্ধ্র পথে বিচরণ না করিয়া কেবল মেরুমধ্যস্থ সুষুন্না পথে মূলধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অনিবার্য্য গতিতে নিত্য প্রবাহিত থাকে, সেই জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মরূপ হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন। যিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত এই সাধনার অভ্যাস করিতে থাকেন তাঁহার কথা ত দূরে থাকুক, যিনি মরণ মুহূর্ত্তেও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রজাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিও নির্বাণ পাপ্ত হইলেন। রাজসি খট্টার মরণকাল জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের উপদেশে শেষমুহূর্ত্তের যত্ন মাত্রেই মুক্তি লাভ করেন।

“জ্ঞানং তৎসাধনং কৰ্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্ ।

তৎফলং জ্ঞাননিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েষ্মিন্ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥”

আত্মজ্ঞান, তাহার পরম্পরা সাধনরূপ নিষ্কাম কৰ্ম্ম, নিষ্কাম কৰ্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইতে জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকল কথিত হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট ।

অদ্বৈতভাবের সাধনাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানী পুরুষের আর পৃথক্ জীবভাবের সংস্কার থাকে না। সুতরাং প্রারব্ধক্ময়ের সঙ্গে তাঁহার দেহাবসান হইলে তাঁহার সূক্ষ্মশরীর ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হইয়া যায়। ভোগবাসনার অভাববশতঃ উহা ইহপরলোকে কোথাও গমন করে না। সমুদ্রে তরঙ্গের লয় যেমন তাহার বিনাশ নহে, সেই ব্রহ্মসত্তায় জীবভাবের লয়রূপ নির্বাণে জীবের নাশ হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া জীবরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মসত্তা ভ্রুমাবস্থায়—স্বস্বরূপে স্থিত হয়। (১৫ অঃ। ৭ম শ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত

গতার্থসন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণাস্তে মতা বুদ্ধিজ'নাদ্দন ।

তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) । জনাদ্দন (হে জনাদ্দন !) চেৎ (যদি) কৰ্ম্মণঃ (নিষ্কাম কৰ্ম্ম অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (আত্মজ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ) তে (তোমার) মতা (মত হয়), তৎ (তাহা হইলে) কেশব (হে কেশব !) কিং (কি জন্য) ঘোরে কৰ্ম্মণি (হিংসাজনক কার্য্যে) মাং (আমাকে) নিয়োজয়সি (প্রেরণা করিতেছ ?) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন, হে জনাদ্দন! আত্মজ্ঞানই যদি তোমার নতে নিকাম কৰ্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল, তবে হে কেশব! এই ঘোরতর হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য আমাকে প্রেরণা করিতেছ কেন? ॥ ১ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে দ্বে বুদ্ধী ভগবতা নিদ্দিষ্টে সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে বুদ্ধিরিতি চ । তত্র প্রজহাতি যদা কামানিত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সাংখ্যাবুদ্ধ্যাপ্রিতানাং সংন্যাসকর্তৃবাতামুক্তা তেষাং তন্নিষ্ঠতয়ৈব চ কৃতার্থতোক্তা এষা ব্রাহ্মী স্থিতিরিতি । অৰ্জুনায় চ কৰ্ম্মণোবাধিকারস্তে—মা তে সপোহস্তকৰ্ম্মণীতি কশ্মৈব কৰ্ত্তব্যমুক্তবান্ যোগবুদ্ধিমাপ্রিত্য । ন তত এব শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিমুক্তবান্ ।

তদেতদালক্ষ্য পর্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিরৰ্জুন উবাচ—কথং ভক্ত্যয় শ্রেয়োহর্থিনে যৎ সাক্ষা-
চ্ছেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনং সাংখ্যাবুদ্ধিনিষ্ঠাং শ্রাবয়িত্বা মাং কৰ্ম্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্য্যোণাপা-
নৈকান্তিকশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিফলে নিযুজ্যাদিতি । যুক্তঃ পর্য্যাকুলীভাবোহৰ্জুনস্য । তদনুরূপশ্চ প্রশ্নো
জ্যায়সী চেদিত্যাदिঃ । প্রশ্নাপকরণবাক্যং চ ভগবতোক্তং যথোক্তবিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে ।

কেচিৎকৃত্বাৰ্জুনস্য প্রশ্নার্থমনাথা কল্পয়িত্বা তৎপ্রতিকূলং ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়ন্তি । যথা
চান্দ্রনা সম্বন্ধগ্রন্থে গীতার্থো নিরূপিতস্তৎপ্রতিকূলং চেহ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োর্থং নিরূপয়ন্তি ।
কথং? তত্র সম্বন্ধগ্রন্থে তাবৎ সৰ্ব্বেষামাশ্রমিণাং জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিরাপিতোহর্থ
ইত্যুক্তম্ । পুনর্বিশেষিতং চ যাবজ্জীবশ্রুতিচৌদিতানি কৰ্ম্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব
জ্ঞানান্নোক্ষঃ প্রাপাত ইত্যোতদেকালন্তেনৈব প্রতিষিদ্ধমিতি । ইহ ত্বাশ্রমবিকল্পং দর্শয়তা
যাবজ্জীবশ্রুতিচৌদিতানামেব কৰ্ম্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ । তৎ কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থমৰ্জুনায়
শ্রুয়ান্তগবান্? শ্রোতা বা কথং বিরুদ্ধমর্থমবধারণেৎ? তন্মতঃ সাৎ—গৃহস্থানামেব শ্রৌতকৰ্ম্ম-
পরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্নোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে । ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি । এতদপি

১ শ্লোক

পূর্বোত্তরবিরুদ্ধমেব । কথং ? সৰ্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকৰ্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতোহর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায়েহ কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানান্নোক্ষং ব্রূয়াদাশ্রমান্তরাণাম্ ?

অথ মতং শ্রৌতকৰ্ম্মাপেক্ষয়েতদ্বচনং কেবলাদেব জ্ঞানান্নোক্তকৰ্ম্মরহিতাদ্গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধাত ইতি ? তত্র গৃহস্থানাং বিদ্যমানমপি স্মার্তং কৰ্ম্মাবিদ্যমানবদুপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেবলাদিদ্ব্যুচ্যাত ইতি ? এতদপি বিরুদ্ধম্ । কথং ? গৃহস্থস্যেব স্মার্তকৰ্ম্মণা সমুচ্চিতাজ্ জ্ঞানান্নোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে । ন দ্ব্যশ্রমান্তরাণামিতি কথং বিবেকিভিঃ শক্যমবধারণিতুম্ ? কিঞ্চ যদি মোক্ষসাধনত্বেন স্মার্তানি কৰ্ম্মাণ্যর্দ্ধরেতসাং সমুচ্চীয়ন্তে তথা গৃহস্থস্যাপীষাতাং স্মার্তৈরেব সমুচ্চয়ো ন শ্রৌতৈঃ ।

অথ শ্রৌতৈঃ স্মার্তৈশ্চ গৃহস্থস্যেব সমুচ্চয়ো মোক্ষায় । উর্দ্ধরেতসাং তু স্মার্তকৰ্ম্মমাত্র- সমুচ্চিতাজ্ জ্ঞানান্নোক্ষ ইতি । তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াসবাহল্যান্নোক্তোং স্মার্তং চ বহদুঃখরূপং কৰ্ম্ম শিরসারোপিতং স্যাৎ ।

অথ গৃহস্থস্যেবায়াসবাহল্যান্নোক্ষঃ স্যাৎ । নাশ্রমান্তরাণাম্ । শ্রৌতনিত্যকৰ্ম্মরহিতত্বাদিতি ? তদপ্যসৎ । সৰ্ব্বোপনিষৎস্বিতীহাসপুৰাণযোগশাস্ত্রেষু চ জ্ঞানাত্ত্বেন মুমুক্শোঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাস- বিধানাৎ । আশ্রমবিকল্পসমুচ্চয়বিধানাচ্ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ।

সিদ্ধান্ত ইহ সৰ্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ঃ ? ন । মুমুক্শোঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ “পুণ্ড্রিষণায়াশ্চ বিষ্ণুেষণায়াশ্চ লৌকেষণায়াশ্চ বুধায়াশ্চ ভিক্ষাচর্যাং চরন্তি ।” (ক) ॥ “তস্মান্ন্যাসমেঘাৎ তপসামতিরিক্তমাহঃ ।” (খ) ॥ “ন্যাস এবাতারেচয়দি”তি । (গ) ॥ “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনে ন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানুগুরি”তি চ । (ঘ) ॥ “ব্রহ্মচর্যা দেব প্রব্রজেৎ ।” (ঙ) ॥ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ ।

“তাজ ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মং চ উভে সত্যানুতে তাজ ।

উভে সত্যানুতে তান্ত্রা যেন তাজসি তৎ তাজ ॥

সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্টা সারদিদৃক্ষয়া ।

প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্ধাঃ পরং বৈরাগ্যমাপ্রিতাঃ ॥” ইতি বৃহস্পতিঃ ।

“পরমান্নি যো রক্তো যো রক্তোহপরমান্নি ।

সৰ্বৈষণাবিনিশ্ৰুতঃ স ভৈক্ষ্যং ভোক্তু মৰ্হতি ॥

কৰ্ম্মণা বধাতে জন্তুর্বিদ্যায়া চ বিমুচাতে ।

তস্মাৎ কৰ্ম্ম ন কুৰ্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥” ইতি শুকানুশাসনম্ ॥ (চ)

ইহাপি চ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংন্যাসোত্যাди । মোক্ষস্য চাকার্য্যত্বান্নুমুক্শোঃ কৰ্ম্মানর্থক্যাম্ । নিত্যানি প্রত্যাবায়পরিহারার্থানীতি চেৎ ? ন । অসংন্যাসিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যাবায়প্রাপ্তেঃ । ন হাগ্নিকার্য্যাদাকরণাৎ সংন্যাসিনঃ প্রত্যাবায়ঃ কল্পয়িতুং শক্যো যথা ব্রহ্মচারিণামসংন্যাসিনামপি

(ক) বৃ-উ-৩৫১১

(খ) মহানারায়ণ-২৪১১

(গ) মহানারায়ণ-২১১২

(ঘ) মহানারায়ণ-১০১৫

(ঙ) জা-উ-৪

(চ) মহা, শাস্তি-২৪১১৭

কৰ্মিণাম্ । ন তাবন্নিত্যানাং কৰ্মণামভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং
শক্যা । “কথমসতঃ সজ্জায়েত” (ক)—ইত্যাসতঃ সজ্জান্নাসংভবশ্রুতেঃ ।

যদি বিহিতাকরণাদসত্ত্বাবামপি প্রত্যবায়ং শ্রুয়াদ্বেদস্তদানর্থকরো বেদোহপ্রমাণমিত্যুক্তং
স্যাৎ । বিহিতস্য করণাকরণয়োঃখমাত্রফলত্বাৎ । তথা চ কারকং শাস্ত্রং ন জাপকমিত্যা-
নুপপন্নার্থং কল্পিতং স্যাৎ । ন চৈতদিষ্টম্ ! তস্মান্ন সংন্যসিনাং কৰ্ম্মাণি । অতো জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ
সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ । জ্ঞায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যজ্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেঃ চ ।

যদি হি ভগবতা দ্বিতীয়েহধ্যায়ে জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ সমুচ্চয়েন ত্রয়ো কেনানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তং স্যাৎ
ততোহজ্জুনস্য প্রশ্নোহনুপপন্নঃ —জ্ঞায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিতি । অজ্জুনায় চেদ্বুদ্ধিকৰ্ম্মণী
ত্ৰয়োহনুষ্ঠেয়ে ইত্যুক্তে যা চ কৰ্ম্মণো জ্ঞায়সী বুদ্ধিঃ সাপুণ্ডেবেতি । তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে
মাং নিয়োজয়সি কেশবেতুপালন্তো বা প্রশ্নো বা ন কথঞ্চনোপপদ্যতে । ন চাজ্জুনস্যেব জ্ঞায়সী
বুদ্ধির্নানুষ্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূৰ্ব্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তম্ । যেন জ্ঞায়সী চেদिति বিবেকতঃ
প্রশ্নঃ স্যাৎ ।

যদি পুনরেকস্য পুরুষস্য জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃস্বিরোধাদ্ যুগপদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতীতি ভিন্নপুরুষানু-
ষ্ঠেয়ত্বং ভগবতা পূৰ্ব্বমুক্তং স্যাৎ ততোহয়ং প্রশ্ন উপপন্নো জ্ঞায়সী চেদিত্যাদিঃ । অবিবেকতঃ
প্রশ্নকল্পনায়ামপি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে । ন চাজ্ঞাননিমিত্তং
ভগবৎপ্রতিবচনং কল্পনীয়ম্ । অস্মাক্ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকৰ্ম্মনিষ্ঠয়োৰ্ভগবতঃ প্রতিবচনদৰ্শনাজ্
জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ ।

তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্নোক্ত ইতোষোহর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সৰ্ব্বোপনিষৎসু চ ।

জ্ঞানকৰ্ম্মণোরেকং বদ নিশ্চিতোতি চৈকবিষয়েব প্রার্থনানুপপন্নোভয়োঃ সমুচ্চয়সম্ভবে ।
কুরু কৰ্ম্মেব তস্মাক্তমিতি চ জ্ঞাননিষ্ঠাহসম্ভবমজ্জুনস্যাবধারণেন দৰ্শয়িষ্যতি—জ্ঞায়সী চেদिति ।
জ্ঞায়সী শ্রেয়সী চেদ্যদি কৰ্ম্মণঃ সকাশান্তে তব মতাহভিপ্ৰেতা বুদ্ধিৰ্জ্ঞানং হে জনাৰ্দ্দন ।
যদি বুদ্ধিকৰ্ম্মণী সমুচ্চিতো ইষ্টে তদৈকং শ্রেয়ঃসাধনমিতি কৰ্ম্মণো জ্ঞায়সী বুদ্ধিরিতি কৰ্ম্মণোহ-
তিরিক্তকরণং বুদ্ধিরনুপপন্নমজ্জুনেন কৃতং স্যাৎ । ন হি তদেব তস্মাৎ ফলতোহতিরিক্তং স্যাৎ ।
তথা চ কৰ্ম্মণঃ শ্রেয়স্করী ভগবতোক্তা বুদ্ধিরশ্রেয়স্করং চ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বিতি মাং পুতিপাদয়তি ।
তৎ কিংকারণমিতি ভগবত উপালন্তমিব কুৰ্ব্বৎস্তৎ কিং কস্মাৎ কৰ্ম্মণি ঘোরে কুরে হিংসালক্ষণে
মাং নিয়োজয়সি কেশবেতি চ যদাহ তচ্চ নোপপদ্যতে ।

অথ স্মাৰ্ত্তেনৈব কৰ্ম্মণা সমুচ্চয়ঃ সৰ্ব্বেষাং ভগবতোক্তোহজ্জুনেন চাবধারিতশ্চেৎ তৎ কিং
কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যাদি কথং যুক্তং বচনম্ ? ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

সাংখ্যে যোগে চ বৈশ্বমাং মত্ৰা মুখ্যায় জিষ্ণবে ।

তয়োৰ্ভেদ-নিরাসায় কৰ্ম্মযোগ উদীয়তে ॥

১ শ্লোক

এবং তাবদশোচ্যানুশোচস্তমিত্যাदिना प्रथमं मोक्षसाधनत्वेन देहाद्यविवेकबुद्धिरुक्ता । तदनन्तरमेवा तेहतिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे द्विमां शुणित्यादिना कर्म चोक्तम् । न च तयोर्गुणप्रधानभावः स्पष्टं दर्शितः । तत्र बुद्धियुक्त्या स्थितप्रज्ञस्या निष्कामद्वयनियतेन्द्रिय- निरहङ्कारश्चादाभिधानादेवा ब्रह्मी स्थितिः पार्थेति सप्रशंसमुपसংहराच्च बुद्धिकर्मणोश्मयो बुद्धेः श्रेष्ठं भगवतोहतिप्रेतं मनूनाहङ्गुन उवाच—ज्यायसी चेदिति । कर्मणः सकाशान्मोक्षान्तरसत्त्वेन बुद्धिर्ज्यायसाधिकतरा श्रेष्ठा चेन्न सन्मता तर्हि किमर्थं तस्माद् युधान्वेति तस्मादुक्तिरिति च वारं वारं वदन् घोरे हिंसायां कर्मणि मां निषोजयसि प्रवर्तयसि ॥ १ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতার বক্তব্য বিষয়ের সূত্র স্বরূপ । বক্তব্য বিষয় যথা—তত্ত্বজ্ঞানাদিকারীর প্রথম নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠা উৎপন্ন হইবে । তৎপরে অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তদনন্তর শমদমাদি সাধন পূর্বক সর্বকর্মের সন্ন্যাস, ও তাহার পর বেদান্ত-বাক্যবিচারযুক্ত ভগবদ্ভক্তিनिষ্ঠা জন্মিবে । ভক্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাহা হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তি পূর্বক জীবন্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি লাভ হইবে । জীবন্মুক্ত প্রারম্ভফল ভোগ করেন, কিন্তু পরম পুরুষার্থ বশতঃ পরবৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবেন । শুভ বাসনা এই বৈরাগ্যের মূল । অশুভ বাসনা বৈরাগ্যের বিরোধী । সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দ্বারা শুভ বাসনা লব্ধ হয় । রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধাই অশুভ বাসনার বীজভূমি । এতাবৎ দ্বিতীয়াধ্যায়ে বাস্তব হইয়াছে ।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে “যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি” (গী ২।৪৮) এতদ্বচন দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির সাধন রূপ নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠার উল্লেখ হইয়াছে । ইহাই সামান্য ও বিশেষভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে নিরূপিত হইবে । তদনন্তর “বিহায় কামান্ যঃ সৰ্ব্বান্” (গী ২।৭১) বচন দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ অধিকারী ব্যক্তি শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া সর্বকর্মসন্ন্যাস করিবেন, ইহাই সূচিত হইয়াছে । এই সর্বকর্মসন্ন্যাস-নিষ্ঠার বিষয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে, এবং এতদ্বারা “ত্বং” পদার্থও নিরূপিত হইয়া যাইবে । তৎপরে “যুক্ত আসীত মৎপরঃ” (গী ২।৬১) বচন দ্বারা বেদান্তবাক্যবিচারের সহিত ভগবদ্ভক্তিनिষ্ঠার সূচনা হইয়াছে । ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ—এই ছয় অধ্যায়ে ভক্তির নিগূঢ়মর্ম ব্যাখ্যাত হইবে, এবং এতদ্বারা “তৎ” পদার্থও নিরূপিত হইয়া যাইবে । তাহার পর “বেদাবিনাশিনং নিত্যং” (গী ২।২১) বচন দ্বারা “ত্বৎ”, ও “তৎ”, পদার্থের অভেদ জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে । উহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতিপুরুষবিবেক দ্বারা নিরূপিত হইবে । তদনন্তর “ত্রেণুগ্যবিষয়া বেদাঃ” (গী ২।৪৫) বচন দ্বারা ত্রেণুগ্যানিবৃত্তিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠার ফল সূচিত হইয়াছে । ইহা চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে । তৎপরে “তদা গন্তাসি নির্বেদম্” (গী ২।৫২) এতদ্বচনে পরবৈরাগ্যনিষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে । ইহা পঞ্চদশাধ্যায়ে সংসাররূপ বন্ধোচ্ছেদন দ্বারা নিরূপিত হইবে । তাহার পর “দুঃখেত্বনুদ্বিগ্নমনাঃ” (গী ২।৫৬) বচন দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ করিয়া পরবৈরাগ্যোপযোগী দৈবী সম্পৎ—শুভবাসনার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং “যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং”

ব্যামিশ্রেণেব ব্যাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে । তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

(গী ২।৪২) বচন দ্বারা পরবৈরাগ্যবিরোধী আসুরী সম্পৎ বা অশুভবাসনা যে পরিত্যাজ্য ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাবদ্বার্তা মোড়শাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে। তৎপরে “নির্দম্বো নিতাসত্ত্বঃ” (গী ২।৪৫) বচন দ্বারা দৈবীসম্পদের অসাধারণ কারণ রূপ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সচিত হইয়াছে। উহা সপ্তদশ অধ্যায়ে রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধার নিরুত্তি দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। তৎপশ্চাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব কথিত সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করিয়াছেন।

ভগবান্ সাংখ্যবুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক দ্বিতীয় অধ্যায়ে “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যো” (গী ২।৩৯) বচন দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া “যোগে স্থিমাং শৃণু” (গী ২।৩৯) শ্লোক হইতে “কৰ্ম্মণোবাধিকারন্তে” (গী ২।৪৭) শ্লোক পর্যন্ত কৰ্ম্মনিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “দুরেণ হাবরং কৰ্ম্ম” (গী ২।৪৯) বচন দ্বারা জ্ঞান অপেক্ষা কৰ্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হইয়াছে। “এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ” (গী ২।৭২) বচন দ্বারা প্রশংসাপূর্বক জ্ঞানফলের উপসংহার করিয়াছেন। কৰ্ম্মীর জ্ঞানে এবং জ্ঞানীর কৰ্ম্মে অধিকার নাই, ইহা স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৰ্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে ভগবান্ এক ব্যক্তিকেই (অজ্ঞানকে) কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ করিলেন কেন, এবং আত্মজ্ঞানই যদি শ্রেষ্ঠ হইল, তবে কৃষ্ণসাধ্য কৰ্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যের প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন, এইরূপে ব্যাকুলিতচিত্ত অজ্ঞান ভগবান্কে বলিতেছেন।

অজ্ঞান শিষ্য—ভক্ত হইয়া ভগবানের নিকট নিজ শ্রেয়ঃ উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপদেশের অবতারণায় অজ্ঞান দেখিলেন যে, নিকাম কৰ্ম্ম অপেক্ষা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাই কাতরভাবে ভগবান্কে “জনার্দন” সম্বোধন করিলেন। “সর্বৈর্জনৈর্দর্দাতে যাচ্যতে স্বাভিলষিতসিদ্ধয় ইতি জনার্দনঃ।” নিজ নিজ বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য সকলে যাঁহার নিকট যাচঞা করে, তাঁহার নাম জনার্দন। অথবা “জনং জননং তৎকারণমজ্ঞানং চ স্বসাক্ষাৎকরণৈর্দর্দয়তি হিনস্তীতি জনার্দনঃ”। জন্ম এবং জন্মের কারণ অজ্ঞানকে যিনি নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা বিনাশ করেন, তিনি জনার্দন। আমি যখন তোমার শরণাগত, তখন হে ভক্তবৎসল! তুমি যাহা ভাল—শ্রেষ্ঠ বুঝিয়াছ, আমাকে তাহা না বলিয়া বারংবার যুদ্ধার্থে প্রবর্তনা দিতেছ কেন? ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। ব্যামিশ্রেণ ইব (মিশ্রিতের ন্যায়) ব্যাক্যেন (কথাদ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) মোহয়সি ইব (যেন মুগ্ধ করিতেছ, যেন (যাহা দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াম্ (লাভ করিতে পারি) তৎ (সেই) একং (একটী) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া) বদ (বল) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। কখন কৰ্ম্মের কখন বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া তুমি বিমিশ্রিত বচন পরম্পরায় আমার বুদ্ধিকে যেন মোহবিভ্রান্ত করিতেছ। যাহাতে

২ শ্লোক

আমার শ্রেয়ঃ বা মুক্তি লাভ হয়, তুমি নিশ্চয় করিয়া তাহারই উপদেশ কর ॥ ২ ॥

শাক্তপ্রভাষ্যম্ । কিঞ্চ — ব্যামিশ্রেণেতি । ব্যামিশ্রেণেব—যদ্যপি বিবিক্তাভিধায়ী ভগবাংস্তথাপি মম মন্দবুদ্ধৈর্ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যং প্রতিভাতি । তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি । মম মন্দবুদ্ধৈর্ব্যামোহাপনয়্য হি প্রবৃত্তত্বং তু কথং মোহয়সি ? অতো ব্রবীমি বুদ্ধিং মোহয়সীব মে মমেতি । ত্বং তু ভিন্নকর্তৃকয়োজ্ঞানকর্মণোরেকপুরুষানুষ্ঠানাসম্ভবং যদি মন্যসে তত্রৈবং সতি তত্ত্বোরেকং—বুদ্ধিং কর্ম বা—ইদমেবাজ্জুনস্য যোগাৎ বুদ্ধিশক্তাবস্থানুরূপমিতি নিশ্চিত্য বদ ক্রহি । যেন জ্ঞানেন কর্মণা বাহন্যতরেণ শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ।

যদি হি কর্মনিষ্ঠায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগবতোক্তং স্যাৎ কথং—তয়োরেকং বদেতি— একবিয়য়েবাজ্জুনস্য শুশ্রূষা স্যাৎ ? ন হি ভগবতোক্তমন্যতরদেব জ্ঞানকর্মণোরেকমিতি । নৈব দ্বয়মিতি । যেনোভয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনো মন্যমান একমেব প্রার্থয়েৎ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা । ননু ধর্ম্যাঙ্নি যুদ্ধাচ্ছেয়োহনাৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদাত ইত্যাদিনা কর্মণোহপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি ! ঋচিৎ কর্মপ্রশংসা ঋচিজ্ জ্ঞান-প্রশংসতোবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন মে মম বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাৎ কুর্কন্ মোহয়সীব । পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব । তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতীতীবশদেনোক্তম্ । অত উভয়োর্মধ্যে যন্তদ্বং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি । যদ্বা—ইদমেব শ্রেয়ঃসাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেতার্থঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । প্রথমোক্তিতে পাছে ভগবান্ বলেন যে আমি জগতের কাহারও বাঞ্ছিত ফলদানে বিমুখ নহি, এবং কাহাকেও বঞ্চনা করি না ; তুমি পরম ভক্ত, তোমায় বঞ্চনা করিব কেন ? এইজন্য অজ্জুন বলিতেছেন হে ভগবন্ ! “ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিষ্টৈগুণ্যো ভবাজ্জুন” (গী ২।৪৫) ইত্যাদি বাক্যে কোন স্থানে বৈদিক নিষ্ঠার লাঘব করিয়াছ, আবার কোথাও বা “কর্মণো-বাধিকারন্তে” (গী ২।৪৭) ইত্যাদি বাক্যে বেদনিষ্ঠাত্বের করিয়াছ । কোথাও বা “নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ” (গী ২।৪৫) ইত্যাদি বাক্যে নিরুত্তি-মার্গের উপদেশ করিয়াছ, কোথাও বা “ধর্ম্যাঙ্নি যুদ্ধাচ্ছেয়োহনাৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদাতে” (গী ২।৩১) ইত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্তি-মার্গের উপদেশ দিয়াছ । তোমার অভিপ্রায় যাহাই হউক, এই উপদেশগুলি আমার পক্ষে বড়ই গোলযোগ-পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে । আমার মন্দবুদ্ধিই ইহার কারণ হইবে । নতুবা তোমার ন্যায় ভ্রান্তির শান্তিবিধাতা উপদেষ্টাকে পাইয়াও আমার এ মোহ সমুৎপন্ন হইল কেন ? কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই অধিকারী কি এক ব্যক্তি ? একই সময়ে একই ব্যক্তি বিরুদ্ধ ধর্মের দুইটী কার্য্য কেমন করিয়া সাধন করিবে ? ইহা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না । ইহাই আমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াইনম ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অনুবোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) । অনঘ (হে পুত্ৰান্) । অস্মিন্ লোকে (এই সংসারে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠা) ময়া (মৎকর্তৃক) পুরা (পূর্বে) প্রোক্তা (কথিত হইয়াছে) ; জ্ঞানযোগেন (আত্মজ্ঞানযোগের দ্বারা) সাংখ্যানাং (জ্ঞানাদিকারীদের), কৰ্ম্মযোগেন (নিষ্কামযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (কৰ্ম্মীদের) [নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে] ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ বলিলেন, হে অনঘ ! ব্রহ্মনিষ্ঠা ইহলোকে দুই প্রকার আছে, ইহা আমি পূর্বে বলিয়াছি ; অর্থাৎ জ্ঞানাদিকারীদের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ এবং কৰ্ম্মীদের জন্য কৰ্ম্মযোগ ॥ ৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । প্রশ্নানুরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ--লোকেহস্মিন্নিতি । অস্মিন্ন্লোকে শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাদিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিরনুষ্ঠেয়-তাৎপর্যাৎ পুরা পূর্বং সর্গাদৌ প্রজ্ঞাঃ সৃষ্টা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থ-সংপ্রদায়মাবিকৃষ্টতা প্রোক্তা ময়া সর্বজ্ঞেনেধ্বরেণ । হে অনঘ অপাপ । তত্র কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠেতি ? আহ--জ্ঞ নেতি । তত্র জ্ঞানযোগেন--জ্ঞানমেব যোগঃ । তেন সাংখ্যানামাত্মানাত্ম-বিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদেব কৃতসংন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যোবাসিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা । কৰ্ম্মযোগেন--কৰ্ম্মমেব যোগঃ । তেন কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাং কৰ্ম্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতার্থঃ । যদি চৈকেন পুরুষেণৈকস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কৰ্ম চ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাসু বেদেষু চোক্তং কথমিহাজ্জুন্যোপসন্নায় প্রিয়ায় বিশিষ্টভিঃপুরুষকর্তৃকে এব জ্ঞানকৰ্ম্মনিষ্ঠেই শ্রদ্ধাৎ ? যদি পুনরজ্জুনো জ্ঞানং কৰ্ম চ দ্বয়ং শ্রুত্বা স্বয়মেবানুষ্ঠাস্যতি । অনোষাৎ তু ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়তাং বক্ষ্যামীতি মতং ভগবতঃ কল্লোত তদা রাগদ্বেষবানপ্রমাণভূতো ভগবান্ কল্পিতঃ সাৎ । তচ্চাযুক্তম্ । তস্মাৎ কয়পি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ--লোকেহস্মিন্নিতি । অয়মর্থঃ--যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কৰ্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যান্তিহি দ্বয়োশ্রমধো যন্তব্রং স্যান্তদেকং বদেতি হৃদীয় প্রশ্নঃ সংগচ্ছতে । ন তু ময়া তথোক্তম্ । কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা । গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ । একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি । অস্মিগ্ধুচ্ছান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেহধিকারি-জনে--দ্বৈ বিধে প্রকারৌ যস্যঃ সা--দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পরা পূর্বাধায়ে ময়া সর্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা । প্রকারদ্বয়মেব নির্দিশতি জ্ঞানযোগেনেত্যাদি । সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং

জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরিতোস্তা—তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর ইত্যাদিনা । সাংখ্যভূমিকামারূঢ়ানাং তন্তঃকরণশুদ্ধিদ্ধারা তদারোহণার্থং তদুপায়ভূতকর্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা—ধর্ম্যাদ্বি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যত ইত্যাদিনা । অত এব তব চিত্তশুদ্ধিশুদ্ধিপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা—এষা তেহতিহিতা সাংখ্যো বুদ্ধিযোগে দ্বিমাং শৃণুতি ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শুদ্ধচেতন ব্যক্তিগণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং মলিনান্তঃকরণ মানব-গণের জন্য কর্মযোগ । এই দ্বিবিধ অধিকারীর দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে । “অনঘ” সম্বোধন দ্বারা অজ্ঞানের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রদর্শিত হইল । কেন না, “জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্রয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ ।” পাপকর্ম ক্ষয় পাইলেই মনুষ্য জ্ঞানাদিকারী হয় । হে অজ্ঞান, তুমি জ্ঞানাদিকারী ; তবে বৃথা ধ্যানযুক্ত হইতেছে কেন ? আত্মা ও পরমাত্মায় যাঁহার অভিন্ন বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহারই জন্য জ্ঞানযোগ—নিরুত্তিমার্গ । আর যাহাদের অন্তঃকরণ দ্বৈতবুদ্ধিবিকারযুক্ত, তাহাদিগকেই জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় করিবার জন্য কর্মযোগ—প্রবৃত্তিমার্গ । যে উপায়ে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হয় তাহার নাম যোগ । নিষ্কাম কর্ম দ্বারা মনোমালিন্য বিদূরিত হয়, এইজন্য ইহার নাম কর্মযোগ । অবস্থাভেদে দ্বিবিধ যোগই একই ব্যক্তির জন্য নিদিষ্ট হইয়াছে । জ্ঞান ও কর্ম বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও পরস্পরা সম্বন্ধে উভয়েরই লক্ষ্য এক । ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক হইতে তেরটি শ্লোকে চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্মের কর্তব্যতা ব্যাখ্যা করিবেন । জ্ঞানীর যে কর্ম নিষ্পয়োজন, তৎপরে ইহাও প্রদর্শিত হইবে । কর্ম, বন্ধনের হেতু হইলেও ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জন জন্য উহা দ্বারা অন্তঃকরণশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তি হয় এবং তাহাতে মুক্তির পথ প্রস্তুত হয় ; তাহাও তদনন্তর দেখাইবেন । পরিশেষে অজ্ঞানের প্রমোত্তরে ইহাই বুঝাইয়া দিবেন যে, কামনার জন্যই কাম্যকর্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না । তুমি কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম কর, তাহা হইলেই জ্ঞানের অধিকারী হইবে ॥ ৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । যোগ—চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগের মুখ্যার্থ । নিষ্কামভাবে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে বিষয়প্রবৃত্তির ক্ষয়, এবং মন নিশ্চল হইয়া আইসে, এইজন্য নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানও যোগের অন্তর্ভুক্ত । রাজঃ ও তগোশুণই অন্তঃকরণের মলিনতা । রাজস্তুমের প্রাবল্য থাকিতে চিত্তের স্থিরতা লাভ হয় না । সুতরাং বৈরাগ্যাদির অভাব বশতঃ প্রবৃত্তি-পীড়িত ব্যক্তি কিরূপে জ্ঞান-যোগের অধিকারী হইবে ? অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারাই প্রধানতঃ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় । কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে থাকিলে এই দুইটির কোনটাই সুদৃঢ় হইতে পারে না । এইজন্য সম্যাস গ্রহণের পূর্বে কতক পরিমাণে চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের জন্য স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্মযোগ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করা উচিত । (৬৩৫, ১৫১১ (শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৩ ॥

ন কর্মণামনারস্তানৈক্ষমাং পুরুষোহশ্নুতে ।
ন চ সংতুসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অশ্রয়বোধিনী । পুরুষঃ (পুরুষ) কর্মণাম্ (নিকাম কর্মের) অনারস্তাৎ (অনুষ্ঠান না করিলে) নৈক্ষমাং (নিষ্ক্রিয় ভাব) ন অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় না) ; সংতুসনাৎ এব চ (এবং সন্মাস গ্রহণ করিলেই) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অর্জুন! নিকাম কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে, নিষ্ক্রিয় ভাবের উৎপত্তি হয় না । সন্মাস গ্রহণ করিলেই, জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৪ ॥

শাক্তব্যাখ্যাম্ । যদর্জুনেনোক্তং কর্মণো জ্যায়ত্ত্বং বুদ্ধেঃ । তচ্চ স্থিতমনিরাকরণাৎ । তস্মাচ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংন্যাসিনামেবানুষ্ঠেয়ত্বং ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্ববচনাচ্চ । ভগবত এবমেবানুমতমিতি গম্যতে । মাং চ বন্ধকারণে কর্মণ্যেব নিয়োজয়সীতি বিষগমনসমর্জুনং কর্ম নারভ ইত্যেবং মনুনামালক্ষ্যাহ ভগবান্ ন কর্মণামনারস্তাদিতি । অথবা জ্ঞানকর্মনিষ্ঠোঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ যুগপদনুষ্ঠাতুমশক্যত্বে সতীতরেতরানপেক্ষ্যোরিব পুরুষার্থহেতুত্বে প্রাপ্তে কর্মনিষ্ঠায়া জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বম্ ; ন স্বাতন্ত্র্যেণ । জ্ঞাননিষ্ঠা তু কর্মনিষ্ঠোপায়লব্ধাশ্চিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরন্যাহনপেক্ষেতি । এতমর্থং দর্শয়িষ্যামাহ ভগবান্—ন কর্মণামনারস্তাদিতি । ন কর্মণামনারস্তাদপ্রাপ্তাৎ কর্মণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনামিহ জন্মানি জন্মান্তরে বাহনুষ্ঠিতানাযুপান্তদুরিতক্লয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধিকারণানাং তৎকারণত্বেন চ জ্ঞানোৎপত্তিধ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুনাম্—

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্লয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ ।

যথাদর্শতলপ্রথ্যে পশ্যত্যাশ্বানমাশ্বানি ॥

ইত্যাদি স্মরণাদনারস্তাদনুষ্ঠানাৎ নৈক্ষমাং নিষ্ক্রম্যভাবং কর্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং—নিষ্ক্রিয়ান্ধরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ—পুরুষো নাম্নুতে ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ।

কর্মণামনারস্তানৈক্ষমাং নাম্নুত ইতি বচনান্তদ্বিপর্য়ায়াৎ তেষামারস্তানৈক্ষমাম্নুত ইতি গম্যতে । কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্মণামনারস্তানৈক্ষমাং নাম্নুত ইতি ? উচ্যতে কর্ম্মারস্তস্যৈব নৈক্ষম্যোপায়ত্বাৎ । ন হ্যপায়মন্তরেণোপেয়প্রাপ্তিরস্তি । কর্ম্মযোগোপায়ত্বং চ নৈক্ষম্যলক্ষণস্য জ্ঞানযোগস্য শ্রুতাবিহ চ প্রতিপাদনাৎ । শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতস্যাশ্বলোকস্য বেদাস্য বেদনোপায়ত্বেন “তমেতৎ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন” (ক) ইত্যাদিনা কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতম্ ইহাপি চ—

সংন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।

যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি সসং তাত্ত্বাশুদ্ধয়ে ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

ইত্যাদি প্রতিপাদয়িষ্যতি । ননু চ “অভয়ং সৰ্বভূতেভ্যো দত্ত্বা নৈকশ্মমাচরেৎ” (ক) ইত্যাদৌ কৰ্তব্যকৰ্মসংন্যাসাদপি নৈকশ্মমাপ্রাপ্তিং দৰ্শয়তি । লোকে চ কৰ্মণামনারস্তানৈকশ্মমামিতি প্রসিদ্ধ-
তরম্ । অতশ্চ নৈকশ্মমার্থিনং কিং কৰ্ম্মারন্তেগেতি প্রাপ্তম্ । অত আহ—ন সংন্যাসনাদেবেতি ।
নাপি সংন্যাসনাদেব কেবলাৎ কৰ্ম্মপরিতাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈকশ্মমালক্ষণং
জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । অতঃ সম্যক্চিত্তশুদ্ধার্থং জ্ঞানোৎপত্তিপৰ্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি
কৰ্ম্মাণি কৰ্তব্যানি । অনাথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তিরিত্যাহ—ন কৰ্ম্মণামিতি ।
কৰ্ম্মণামনারস্তাদননুষ্ঠানানৈকশ্মমং জ্ঞানং নানুতে ন প্রাপ্নোতি । ননু চ “এতমেব প্রব্রাজিনো
লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী” তি (খ) শ্রুত্যা সংন্যাসস্য মোক্ষাস্ত্রশ্রুতেঃ সংন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি ।
কিং কৰ্ম্মভিঃ ? ইত্যাক্ষেপ্যাত্তং—ন চেতি । চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সংন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ
সিদ্ধিং মোক্ষং ন সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি যজ্ঞেন দানেন
তপসাহনাশকেন” শ্রুতি (খ) । নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি
নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া যিনি নিক্রম হইয়া অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার অন্তকরণশুদ্ধি
হয় না । চিত্তশুদ্ধি বাতীত আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে কোথা হইতে ? যদি বল, সৰ্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসও
কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানলাভের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে । যথা “এতমেব প্রব্রাজিনো
লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” ইতি । (খ) । “ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব-
মানসঃ” (গ) । সন্ন্যাসিগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন ; ব্রহ্মলাভেচ্ছ ব্যক্তিগণ
সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন । অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের দ্বারা, পুত্র বা ধনাদির দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করা
মায় না, কেবল ত্যাগই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র কারণ । অতএব সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক কৰ্ম্মত্যাগই
কৰ্তব্য । অজ্ঞানের এই শঙ্কা নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, কৰ্ম্মানুষ্ঠানপূর্বক চিত্তশুদ্ধি সাধন
বাতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও জীব মুক্তিভাগী হয় না । চিত্তশুদ্ধি বাতীত সন্ন্যাসই অসম্ভব ।
“যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ” (ঘ) । অর্থাৎ মনুষ্যের যখন সমস্ত বিষয়সুখে বৈরাগ্য
হইবে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে । অশুদ্ধ চিত্তের বৈরাগ্য কোথায় ? “দশুগ্রহণমাত্রেন নরো
নারায়ণো ভবেৎ” অর্থাৎ দশুচিহ্নধারী হইলেই মনুষ্য নারায়ণের স্বরূপ হয়—এই রোচক বাক্যের
বশবর্তী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, প্রত্যাবায়ই হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ *

(ক) প্রাণাগ্নি—২। (খ) বৃ-উ-৪।৪।২২। (গ) অথর্ববেদীয় মহানারায়ণ-১০।৫ কৃষ্ণযজুঃ মহানারায়ণ,
১০।১০। (ঘ) জা-উ-৪

* “ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা পুত্রজেৎ, ব্রহ্মচর্য্যাব্যাহ, গৃহাভ্য, বনাদেব বা, যদহরেব

ন হি কশ্চিৎ ক্ৰণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ।

কার্যাতে হ্যবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈঃ ॥ ৫ ॥

অম্বয়বোধিনী । জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ৰণমপি (ক্ৰণকালও) অকৰ্ম্মকৃৎ (কৰ্ম্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না), হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (গুণরাশি কর্তৃক) অবশঃ (বাধ্য হইয়া) সৰ্ব্বঃ (সকল ব্যক্তি) কৰ্ম্ম কার্যাতে (কৰ্ম্ম করিতে বাধ্য হয়) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । কোন ব্যক্তিই কৰ্ম্ম না করিয়া ক্ৰণকালও থাকিতে পারে না । প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণরাশি মনুষ্যগণকে অবশ করিয়া আপনা আপনিই কর্ম্মে প্রবর্তিত করে ॥ ৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কৰ্ম্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কৰ্ম্মসংন্যাসমাত্রাদেব কেবলাজ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈকৰ্ম্মজলক্ষণং পুরুষো নাধিগচ্ছতীতি হেত্বাকাংক্ষায়ামাহ—ন হীতি । ন হি যস্মাৎ ক্ৰণমপি কালং জাতু কদাচিদপি কশ্চিৎতিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ সন্ । কৰ্ম্মাৎ ? কার্যাতে হি যস্মাদবশ এব কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রাণী প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিগুণৈঃ । অজ্ঞ ইতি বাক্যশেষঃ । যতো বক্ষ্যতি--গুণৈর্যো ন বিচালাত ইতি । সাংখ্যানাং পৃথক্করণাদজ্ঞানামেব কৰ্ম্মযোগঃ । ন জ্ঞানিনাম্ । জ্ঞানিনাং তু গুণৈরচালায়মানানাং স্বতশ্চলনাবাবাৎ কৰ্ম্মযোগো নোপপদ্যতে । তথা চ ব্যাখ্যাতং বেদাধিনাশিনমিত্যত্র ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কৰ্ম্মণাং চ সংন্যাসস্তত্ত্ববনাসস্তিমাত্রম্ । ন তু স্বরূপেণ । অশক্যাদিতি । আহ--ন হি কশ্চিদিতি । জাতু কস্যাংচিদপ্যবস্থায়ান্ ক্ৰণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞান্যজ্ঞানো বাহকৰ্ম্মকৃৎ কৰ্ম্মান্যকুৰ্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি । তত্র হেতুঃ—প্রকৃতিজৈঃ ভাবপ্রভবৈ রাগদ्वेषাদিভিগুণৈঃ সৰ্ব্বোহপি জনঃ কৰ্ম্ম কার্যাতে । কৰ্ম্মণি প্রবর্ত্যতে । অবশোহি স্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপন । যাহার চিত্ত অবশীকৃত, সে গুণব্রজের অধীন হইয়া পান-ভোজনাদি লৌকিক এবং অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া না করিয়া স্থির থাকিতেই পারে না । অতএব মলিনচিত্তের সন্ন্যাস সম্ভবে না । সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—প্রাকৃতিক এই গুণব্রজ হইতেই রাগ দ্বেষাদির উৎপত্তি হয় । এই গুণপ্রেরণাপরতন্ত্রতা বশতঃই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ হয় । সুতরাং গুণবিকারবশংবদ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কৰ্ম্মের হাত এড়াইতে পারে না । অতএব অশুদ্ধচিত্ত পুরুষের কৰ্ম্মসন্ন্যাস কিরূপে হইবে ? জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যে একেবারে ক্রিয়াশূন্য, তাহাও নহে । কিন্তু কৰ্ম্মফলে অনুরাগ না থাকায় অর্থাৎ ফলোদ্দেশে কৰ্ম্ম-প্রবর্তনা না থাকায়, তাঁহাকে কৰ্ম্মজন্য দোষ স্পর্শ করে না । কৰ্ম্মানুরাগরহিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষই সন্ন্যাসী ॥ ৫ ॥

বিরজ্জেন তদহরেব প্রব্রজেৎ ।” প্রকৃত বৈরাগ্য সহসা হয়না, ক্রটিং কাহারও কোনও জন্মে হয়; যাহার প্রকৃত বৈরাগ্য যখনই জন্মিবে, সে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্য না জন্মিলে যথাক্রমে বুদ্ধার্চ্যাদি তিনটি আশ্রম পালনাতে চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করাই বিধেয় । এইরূপে ক্রম-সন্ন্যাস-গ্রহণ দ্বারা বহু জন্মে সংস্কার উপচিত হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণের প্রকৃত ফল—মুক্তি পাওয়া যায় । ইহাই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত ।

কর্মেদ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।
 ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥
 যস্ত্বিদ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্জুন ।
 কর্ম্মেদ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অনুবোধিনী । যঃ (যে) বিমূঢ়াত্মা (আত্মজ্ঞানহীন) কর্ম্মেদ্রিয়াণি (কর্ম্মেদ্রিয় সমূহ) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়াদির বিষয়) স্মরন্ (স্মরণ পূর্বক) আস্তে (অবস্থিতি করে), সঃ (সে ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারী) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে মূঢ় ব্যক্তি বাগাদি কর্ম্মেদ্রিয়কে সংযত করিয়া মনে মনে শব্দরসাদির স্মরণ পূর্বক অবস্থিতি করে, তাকে মিথ্যাচার বলা হয় ॥ ৬ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । যন্তুনাত্মজ্ঞেচোদিতং কর্ম্ম নারভত ইতি তদসদেবেত্যাহ—
 কর্ম্মেদ্রিয়াণীতি । কর্ম্মেদ্রিয়াণি হস্তাদীনি সংযম্য সংহত্য য আস্তে তিস্ততি মনসা স্মরণশ্চিত্তয়মি-
 দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়াত্তঃকরনো মিথ্যাচারো মৃষাচারঃ পাপাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অতোহজ্জং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি—কর্ম্মেদ্রিয়াণীতি ।
 বাক্পাণাদীনি কর্ম্মেদ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ব্যনাম্বলেনেন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্
 স্মরন্নাস্তে । অবিশুদ্ধতয়া মনস আত্মনি স্থৈর্যাভাবাৎ । স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাস্তিক
 উচ্যত ইত্যর্থঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । কেবল কর্ম্মেদ্রিয়সংযম করিলেই সন্ন্যাস হয় না। মনের
 সহিত জ্ঞানেদ্রিয়সমূহকেও নিগ্রহ করিতে হয়। বাহিরের কর্ম্মত্যাগের নাম কর্ম্মসন্ন্যাস
 নহে। কর্ম্ম “অনুরাগ” না থাকাই প্রকৃত সন্ন্যাস। বাহিরে ক্রিয়াত্যাগ, অথচ অন্তরে
 ক্রিয়ার প্রবাহ, এ অবস্থায় সন্ন্যাস হয় না—এ অবস্থায় চিত্তশুদ্ধিই হয় নাই বলিতে হইবে।
 যে ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল আগ্রহ পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে ব্রহ্মবিচারে অসমর্থ
 হইয়া বহিঃসমুখ সন্ন্যাস জন্য পতিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

“ত্বংপদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।

শ্রুতোহ বিহিতো যস্মাত্তত্ত্বাগী পতিতো ভবেৎ ॥”

অতএব অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সন্ন্যাসী হইলেও শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

অনুবোধিনী । অজ্জুন (হে অজ্জুন!), যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়াণি
 (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনসা (মনের দ্বারা) নিয়ম্য (সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া)
 কর্ম্মেদ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেদ্রিয়ার দ্বারা) কর্ম্মযোগম্ আরভতে (অনুষ্ঠান করেন) সঃ (তিনি)
 বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া কথিত হন) ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কৰ্ম ত্বং কৰ্ম জ্যায়ো হ্যকৰ্মণঃ ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকৰ্মণঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অৰ্জুন! কিন্তু যে ব্যক্তি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ পূর্বক ফলবাঞ্ছাবজ্জিতচিত্তে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি [অশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসী অপেক্ষা] শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যন্তুতি । যন্ত পুনঃ কর্মণাধিকৃতোহভো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্জুন । কর্মেন্দ্রিয়ৈর্বা কৃপাণাদিভিঃ । কিমারভত ইতি ? আহ—কর্মযোগম্ । অসত্ত্বঃ ফলাভিসন্ধিবজ্জিতঃ সন্ । স বিশিষ্যত ইতরস্মান্নিখ্যাচারাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এতদ্বিপরীতঃ কর্মকর্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ— যন্তুদ্রিয়াণীতি । যন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যোশ্বরপরাণি কৃৎস্না কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মরূপং যোগ-মুপায়মারভতেহনুতিষ্ঠতি । অসত্ত্বঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্ । স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি । চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মনের বাসনা বা সঙ্কল্পের দ্বারা পরমপুরুষার্থ বা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয় । বাহিরে কিয়া করিতেছি, অন্তরে তাহার ভাবনা বা ফলকামনা নাই—এইটী মহাত্মার লক্ষণ । বাহিরের কর্ম মনুষ্যকে বন্ধন করে না, কিন্তু মনের বৃত্তিপ্রবাহই জীবের সুখ, দুঃখ বা বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে । নিকাম হইয়াই হউক অথবা স্পৃহামুক্ত হইয়াই হউক, কর্মের অনুষ্ঠানকালে কর্মেন্দ্রিয়গণের সমানই পরিশ্রম । কিন্তু মনের কেবল শুদ্ধ বা অশুদ্ধ অবস্থানুসারেই পুরুষের মুক্তি বা বন্ধন হইয়া থাকে । অতএব যিনি কৌশলক্ৰমে মনকে কর্মসন্ন্যাসী করিতে পারিয়াছেন, তিনি সুচতুর ও মহান্ ॥ ৭ ॥

অম্বয়বোধিনী । ত্বং (তুমি) নিয়তং (নিত্য) কর্ম (কার্য) কুরু (কর), হি (যেহেতু) অকর্মণঃ (কর্ম না করা অপেক্ষা) কর্ম (কর্মকরণ) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ) । অকর্মণঃ (কর্ম না করিলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রা অপি চ (শরীরধারণ-ব্যাপারও) ন প্রসিধ্যোৎ (নির্বাহিত হইবে না) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । তুমি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর; কেননা, কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ । বিশেষতঃ কর্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাই নির্বাহিত হইবে না ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যতঃ এবমতঃ—নিয়তমিতি । নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টম্ । যো যস্মিন্ কর্মণাধিকৃতঃ ফলায় চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম । তৎ কুরু ত্বম্ । হে অৰ্জুন । যতঃ কর্ম জ্যায়োহধিকতরং ফলতঃ । হি যস্মাদকর্মণোহকরণাদনারস্তাৎ । কথং ? শরীরযাত্রা

৮ শ্লোক

শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যোৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেদকৰ্ম্মণোহকরণাৎ । অতো দৃষ্টঃ
কৰ্ম্মাকৰ্ম্মণোরর্থবিশেষো লোকে ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । নিয়তমিতি । যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কৰ্ম্ম
সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু । হি যস্মাদকৰ্ম্মণঃ সৰ্বকৰ্ম্মণোহকরণাৎ সকাশাৎ কৰ্ম্মকরণং জ্যায়োহধি-
কতরম্ । অনাথাহকৰ্ম্মণঃ সৰ্বকৰ্ম্মণূন্যাস্য তব শরীরযাত্রা শরীরনিৰ্ব্বাহোহপি ন প্রসিধ্যোন্ন
ভবেৎ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ বলিতেছেন, যতদিন তোমার চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততদিন
তুমি স্বর্গাদিফলকামনাশূন্য হইয়া শ্রুতিস্মৃতিপ্রদীপাদিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কৰ্ম্ম এবং শ্রাদ্ধাদি
নৈমিত্তিক ক্রিয়া, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত কৰ্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান কর । ধর্ম, সত্য, তপ, দম, শম,
দান, প্রজ্ঞান, আহিত্যগ্নিহ, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও মানস এই একাদশ সাধন, সন্ন্যাসের অধিকার-
মূলক ; ইহা আত্মপুরাণে ১০ম অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে কথিত হইয়াছে । এতাবৎ উত্তমরূপ অভ্যাস
না হইলে কেহই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে না । বিশেষতঃ কাহারও কাহারও মতে,
সন্ন্যাসাশ্রমে তোমার অধিকার নাই । কেহ কেহ বলেন, “চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য । ব্রয়ো রাজন্যস্য ।
দ্বৌ বৈশ্যস্য ।” ইতি । ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে ব্রাহ্মণের অধিকার ;
ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই আশ্রমত্রয়মাত্রে ক্ষত্রিয়ের অধিকার ; এবং ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য
এই আশ্রমদ্বয়ে বৈশ্যের অধিকার । অতএব তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া সন্ন্যাসী কিরূপে হইবে ? তুমি
যদি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি না কর এবং সন্ন্যাসীর ভিক্ষারূপেও যখন তুমি অনধিকারী, তখন
দেখিতেছি তোমার জীবিকানির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন । এরূপ ইঙ্গিতে পাছে অজ্ঞান বলেন যে,
ব্রাহ্মণ ব্যতীত যে অন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে নাই তাহা নহে, তবে “দণ্ডাদিনিপ্পহারণং ক্ষত্রিয়-
বৈশ্যয়োনিষিদ্ধম্” অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইতে কাহারও নিষেধ নাই, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের পক্ষে
“দণ্ডী” হওয়া নিষিদ্ধ । কেননা স্মৃত্যন্তরে ইহা স্পষ্টই লিখিত আছে যে—

“ঋণব্রহ্মমপাকৃত্য নিশ্চর্ম্মো নিরহংকৃতিঃ ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ॥”

ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া নিশ্চর্ম্ম ও নিরহংকৃত হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও
বৈশ্য গৃহত্যাগপূর্ব্বক পরিব্রাজক হইবেন । অতএব আমি ক্ষত্রিয় হইলেও সন্ন্যাসগ্রহণে আমার
সম্পূর্ণ অধিকার আছে । তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, তুমি মহাবীর রাজতনয়, পরকে দান
করা তোমার অভ্যাস আছে, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা করা তোমার অভ্যাস নাই । সন্ন্যাসী
হইলেও তুমি অন্যান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় যাচঞা করিতে পারিবে না, সুতরাং তোমার উদরান্ন নির্ব্বাহ
হওয়াই ভার হইবে ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । বৈদিক কালে তমঃপ্রধান শূদ্রের জন্য সন্ন্যাস আশ্রমের
ব্যবস্থা ছিল না ; কিন্তু কালক্রমে অনুলোম বিবাহ জন্য গুণবত্তির তারতম্যে শূদ্রাদির মধ্যে
সাত্ত্বিকগুণের বিকাশ দেখিয়া নারদপঞ্চরাত্র ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রাদিতে শূদ্রাদিকেও সন্ন্যাসের

যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মণোহনৃত্র লোকোহয়ং কৰ্ম্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কৰ্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অধিকার দেওয়া হইয়াছে । কলিযুগে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক বিধি অনেক স্থলে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে । স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধুদিগের কোন কোন কর্ম্ম সাধারণতঃ অনধিকার শাস্ত্রে উক্ত হইলেও, বিশেষ স্থলে তাহার বাতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায় । বৈদিক কালেও গাঙ্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন । সুতরাং প্রকৃত বৈরাগ্যোদয় হইলে, স্ত্রী-শূদ্রাদিরও সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা নাই । বিশেষতঃ সন্ন্যাস জীবনে লৌকিক ও সমাজিক সম্বন্ধ না থাকায় জাতিগত ভেদদৃষ্টি ত্যাগপূর্ব্বক কেবল সন্ন্যাসোচিত বিবেক-বৈরাগ্যাদির প্রতিই লক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য । এইজন্য আৰ্য্যশাস্ত্রে বৈরাগ্যবান্ শূদ্রাদিকেও কলিযুগে সন্ন্যাসাধিকার দান করিয়াছেন ।

কলিযুগে সর্ব্ববর্ণের সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার থাকিলেও ব্রাহ্মণাদির পক্ষেও দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে :—

যতিধৰ্ম্মবিবেকে পদ্মপুরাণম্—

“ন হি ভিক্ষুশ্রমে ধার্ম্ম্যী কনৌ দণ্ডকমণ্ডলু ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামেষ ধৰ্ম্মো বিশাম্পতে ॥”

হে রাজন্ ! কলিযুগে ভিক্ষুশ্রমে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিবেন না । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এই ধৰ্ম্ম ।

আবার, কলিযুগের ৪৪০০ বৎসর অতীত হইলে ব্রাহ্মণও সন্ন্যাসী হইয়া দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিতে পারিবেন না, যথা পদ্মপুরাণে :—

চত্বার্ব্বাদ-সহস্রাণি চত্বার্ব্বাদ-শতানি চ ।

কল্যেদা গমিষ্যন্তি তদা সৌহপি ন ধারয়েৎ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে (৮ম উল্লাসে) এবং নারদ-পঞ্চরাত্রে (২য় রাত্রে) ও কলিযুগে সন্ন্যাসীকে দণ্ডধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । যজ্ঞার্থাৎ (ঈশ্বরারাধনার্থ) কৰ্ম্মণঃ (কৰ্ম্ম হইতে) অনাত্র (অন্য কৰ্ম্মানুষ্ঠানে) অয়ং লোকঃ (মনুষ্যাগণ) কৰ্ম্মবন্ধনঃ (বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়) ; কৌন্তেয় (হে কুন্তী-নন্দন !) [তুমি] মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম হইয়া) তদর্থং (ভগবানের উদ্দেশ্যে) কৰ্ম্ম সমাচর (কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কর) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । মনুষ্যাগণ ভগবদারাধনার্থ কৰ্ম্ম না করিয়া অন্যথা অনুষ্ঠান করায় বন্ধনদশাগ্রস্ত হয় । হে কৌন্তেয় ! তুমি সেইজন্য ফলকামনারহিত হইয়া ভগবদুদ্দেশ্যে কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেয বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যচ্চ মন্যাসে বন্ধার্থত্বাৎ কৰ্ম ন কৰ্তব্যমিতি—তদপাসৎ । কথম?—যজ্ঞার্থাদিতি । “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু”রিতি (ক) শ্রুতৈর্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ । তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্ যজ্ঞার্থং কৰ্ম । তন্মাৎ কৰ্মগোহনাত্রান্যোন কৰ্মগা লোকোহয়মধিকৃতঃ কৰ্মকৃৎ কৰ্মবন্ধনঃ । কৰ্ম বন্ধনং যস্য সোহয়ং কৰ্মবন্ধনো লোকঃ । ন তু যজ্ঞার্থাৎ । অতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কৰ্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ কৰ্মফলসঙ্গ বর্জিতঃ সন্ সমাচর নির্বর্তয় ॥ ৯ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । সাংখ্যান্ত সৰ্বমপি কৰ্ম বন্ধকত্বান কার্যামিত্যাহঃ । তন্নিরাকুৰ্ব্বমাহ—যজ্ঞার্থাদিতি । যজ্ঞোহত্র বিষ্ণুঃ । “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু”রিতি (ক) শ্রুতেঃ । তদারাধনার্থাৎ কৰ্মগোহনাত্র তদেকং বিনা লোকোহয়ং কৰ্মবন্ধনঃ কৰ্মভিৰ্বধাতে । ন ত্রিধরারাধনার্থেন কৰ্মগা । অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীতার্থং মুক্তসঙ্গো নিক্রামঃ সন্ কৰ্ম সমাগাচর ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “কৰ্মগা বধাতে জন্তুর্বিদ্যায়া তু বিমুচ্যতে” (খ) । কৰ্মের দ্বারাই জীব সংসারবন্ধনদশাপ্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যা দ্বারা তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে । ইহাতে কৰ্মতাগ করাই বিধেয় । এই শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত-শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, যে কৰ্ম ভগবানের [যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ (ক)] উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহাতে জীবের বন্ধন হয় না । অতএব তুমি কেবল ভগবদুপাসনার্থ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক আশ্রমোচিত কৰ্মাদির অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

অন্নয়বোধিনী । পুরা (পূর্বে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ (জীব সকল) সৃষ্টা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—অনেন যজ্ঞেন (এই যজ্ঞের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও) ; এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদ) অন্ত (হউক) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । কল্পপারস্তে প্রজাপতি যজ্ঞাধিকারী জীবগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ; এই যজ্ঞই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ইতচ্চাধিকৃতেন কৰ্ম কৰ্তব্যং—সহযজ্ঞা ইতি । সহযজ্ঞা যজ্ঞসহিতাঃ । প্রজান্তয়ো বর্ণাঃ । তাঃ সৃষ্টোৎপাদা । পুরা পূর্বে সর্গাদৌ । উবাচোক্তবান্ । প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা । অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বম্ । প্রসবো বৃদ্ধিরূপপত্তিঃ । তাং বৃদ্ধধ্বম্ । এষ যজ্ঞো বো যুগ্মাকমস্ত ভবত্তিষ্টকামধুক্ ! ইষ্টানভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোষীতীষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

(ক) কৃষ্ণযজুর্বেদ, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ১৭।৪।৪ । (খ) মহাভারত, (বদ্বাসী সং) শান্তিপর্ব, ২৪০।৭ ।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ ।

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমব্যাপ্যথ ॥ ১১ ॥

শ্রীপরমহংসমুখ্যতীকা । প্রজাপতিবচনাদপি কৰ্ম্মকৰ্ত্তেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুৰ্ভিঃ । যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদাঃ । প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্টেদমুবাচ ব্রহ্ম—অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বম্ । প্রসবো হি বৃদ্ধিঃ । উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিং লভ্যধ্বমিতার্থঃ । তত্র হেতুঃ—এস যজ্ঞো বো যুস্মাকমিষ্টকামধুক্ । ইষ্টান্ কামান্ দোধীতি তথা । অভীষ্টভোগপ্রদোহস্তিতার্থাঃ অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যাককৰ্ম্মোপলক্ষণার্থম্ । কামাকৰ্ম্ম-প্রশংসা তু প্রকরণেহসঙ্গতাহপি সামান্যতোহকৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থোক্তাদোষঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসলীপনী । “সহযজ্ঞ” অর্থাৎ কৰ্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কৰ্ম্মেরই উদ্ঘোষণা হইল । কিন্তু “মা কৰ্ম্মফলহেতুৰ্ভুঃ” এই বচনে কাম্য কৰ্ম্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্য কৰ্ম্মের প্রশংসা নাই । এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এস্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে । কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে । “প্রজাগণ! তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও” ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই; কর্তব্যানুরোধে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য; কিন্তু এই কৰ্ম্মসাধন মধ্যো যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই পোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও, তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে । লোকে আশ্রয়লেনের জন্যই যেমন আশ্রয়স্থল রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সঙ্গক তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্তব্যের অনুরোধেই কৰ্ম্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফলকামনা না করিলেও উহা স্বতঃই প্রাপ্ত হইবে । ফলের ইচ্ছা না থাকিলেও কৰ্ম্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে । স্মৃতিতে বিহিত আছে—

“সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিতব্রতাঃ ।

বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥” (ক)

যাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক নিয়মিত সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহারা সৰ্বপাপপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন । ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি “প্রার্থনার” বশবর্ত্তী হইয়া তুমি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিও না । কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া তুমি নিয়মিত রূপে করিতে থাকিলে কৰ্ম্মের স্বভাবগুণে তুমি ব্রহ্মলোক আপনা আপনিই প্রাপ্ত হইবে ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী । অনেন (এই যজ্ঞের দ্বারা) [তোমরা] দেবান্ (দেবতা-গণকে) ভাবয়ত (সন্তুষ্ট কর); তে দেবাঃ (সেই দেবতাগণ) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্ত

(ক) ব্রাহ্মণসবস্বধৃত যবচন ।

১২ শ্লোক

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়িত্যো যো ভুঙক্তে শ্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

(সংবর্দ্ধিত করুন) ; [এইরূপে] পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (পরস্পরের সন্তোষ সাধন দ্বারা) [তোমরা]
পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্সাথ (লাভ করিবে) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে প্রজাগণ !] এই যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা তোমরা দেবগণকে
সন্তুষ্ট কর, এবং দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। এইরূপে পরস্পরের সন্তোষ
সাধন দ্বারা কল্যাণ লাভ কর ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথম্ ? দেবানিতি । দেবানিদ্ভাদীন ভাবয়ত বর্দ্ধয়ত । অনেন
যজ্ঞেন । তে দেবা ভাবয়ত্বাপায়য়ন্ত বৃষ্টাদিনা বো যুস্মান্ । এবং পরস্পরমনোনাং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ
পরমপি মোক্ষলক্ষণং জ্ঞানপ্রাপ্তিকুম্ভেণাবাপ্সাথ । স্বর্গং বা পরং শ্রেয়োহবাপ্সাথ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কথমিষ্টকামদোষা যজ্ঞো ভবেদিতি ? অত্রাহ—দেবানিতি ।
অনেন যজ্ঞেন যুগ্মং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত । তে চ দেবা বো যুস্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্ত
বৃষ্টাদিনাহনোৎপত্তিধারেন । এবমনোনাং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যুগ্মং চ পরস্পরং শ্রেয়োহভীষ্ট-
মর্থমবাপ্সাথ প্রাপ্সাথ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে তুষ্ট করিলে, তাঁহাদের জল-
বর্ষণাদি দ্বারা পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে ; তাহাতে তোমরা তুষ্ট হইবে । এইরূপে তোমাদের কার্যো
দেবতাগণের এবং দেবতাগণের কার্যো তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে । ইন্দ্রাদি দেবতার সেবা
করিলে তোমরা স্বর্গলাভ করিবে ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী । দেবাঃ (দেবতাগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া) ইষ্টান্
(বাঞ্ছিত) ভোগান্ (ভোগ্য বস্তু সমূহ) বঃ (তোমাদিগকে) দাস্যন্তে (দিবেন) ; হি (যেহেতু)
তৈঃ (তাঁহাদিগের কত্ব) দত্তান্ (প্রদত্ত) [ভোগ] অভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) অপ্রদায় (প্রদান
না করিয়া) যঃ ভুঙক্তে (যে ভোগ করে) সঃ (সে) শ্তেন এব (নিশ্চয় চৌর) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তোমাদের মনো-
বাঞ্ছিত ভোগ দান করিবেন । এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে
প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে, সে নিশ্চয় চৌর ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—ইষ্টান্ ভোগানিতি । ইষ্টানভিপ্রেতান্ ভোগান্ হি বো
যুস্মাং দেবা দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি স্ত্রীপুংপুত্রাদীন । যজ্ঞভাবিতা যজ্ঞৈর্বর্দ্ধিতাঃ । তোষিতা ইত্যর্থঃ ।
তৈর্দেবৈর্দত্তান্ ভোগানপ্রদাদত্বা—আন্যমকুত্বার্থঃ—এভ্যো দেবেভ্যঃ । যো ভুঙক্তে
স্বদেহেন্দ্রিয়ান্যেব তর্পয়তি । শ্তেন এব তক্ষর এব স দেবাদিস্বাপহারী ॥ ১২ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্বকল্লিষৈঃ ।

ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব স্পষ্টীকুৰ্বন্ কৰ্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি । যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা যজ্ঞাদিদ্ধারেণ বো যুগ্মভাং ভোগান্ দাসান্তে হি । অতো দেবৈর্দত্তা-
নন্মাদীনেভ্যা দেবেভ্যাঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্তা যো ভুঙ্তে স তু স্তেনশেচীর এব জেয়ঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেবতাগণ সমুচ্চ হইলে, মনুষ্য অন, পশু ও সুবর্ণ আদি মনোবাহিত
ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয় । এতাবৎ দেবদত্ত খণ স্বরূপ জানিতে হইবে ! দেবতাদিগের তৃপ্তির
জন্য ব্রীহিবাদির দ্বারা বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র ও জাতেষ্টি ইত্যাদি দেবোদ্দেশে যাগ করিবে । যে
ব্যক্তি এরূপ না করিয়া কেবল নিজে ভোগ করিতে থাকে, সে পরস্বাপহারী কৃতম্ন চৌরের ন্যায়
কার্য্য করে বলিতে হইবে ॥ ১২ ॥

অনুবোধিনী। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশেষভোজী) সন্তঃ (সৎপুরুষগণ) সৰ্বকল্লিষৈঃ
(সকল পাপ কর্তৃক) মুচ্যন্তে (মুক্ত হইবেন) ; যে তু পাপাঃ (কিন্তু যে পাপাত্মা পুরুষগণ)
আত্মকারণাৎ (আপনাদিগের জন্য) পচন্তি (পাক করে), তে (তাহারা) অঘং (পাপ) ভুঞ্জতে
(ভোজন করে) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অনু ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ
হইতে মুক্ত হইবেন । যে পাপাত্মা পুরুষগণ কেবল আপনাদিগের জন্যই [অনু] পাক
করিয়া থাকে, তাহারা পাপ মাত্র ভোজন করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। যে পুনঃ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি । দেবযজ্ঞাদীনির্কর্তব্য তচ্ছিষ্টমশন-
মমৃতাত্মমশিতুং শীলং যেমাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্বকল্লিষৈঃ সৰ্বৈঃ পাপৈশ্চ ব্রাদি-
পঞ্চসূনাকৃতৈঃ । প্রমাদকৃতহিংসাদিজনিতৈশ্চান্যৈঃ । যে দ্বাত্মন্তরয়ো ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপম্ ।
স্বয়মপি পাপাঃ । যে পচন্তি পাকং নিৰ্ব্বর্তয়ন্তি । আত্মকারণাদাত্মহেতোঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতশ্চ যজ্ঞত এব শ্রেষ্ঠতাঃ । নেতর ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন
ইতি । বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেহুগ্ধন্তি তে পঞ্চসূনাকৃতৈঃ সৰ্বৈঃ কল্লিষৈর্মুচ্যন্তে । পঞ্চসূনাশ্চ
স্মৃতাবুক্তা—কণ্ডনী পেষনী চুল্লী চোদকুন্তী চ মার্জ্জনী । পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন
গচ্ছতি ॥ ইতি । দ্বাত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি—ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং—তে পাপা
দুরাচারো অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক যাঁহারা বেদবিহিত কার্য্য করেন, তাহারা
নিষ্পাপ হইবেন । দেব-নিবেদিত প্রসাদ ভোজন করিলে মনুষ্য পবিত্র হইয়া থাকে । যাঁহারা

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ভবতি পৰ্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

কেবল মাত্র নিজ উদর ভরণার্থই ভোজনের আয়োজন করে, তাহারা পঞ্চসূনাদি পাপ হইতে নিস্তার পায় না ।

“কণ্ডনী পেষণী চুল্লী চোদকুন্তী চ মার্জ্জনী ।

পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বৰ্গং ন বিন্দতি ॥

পঞ্চসূনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈৰ্য্যপোহতি ।”

গৃহস্থদিগের উদখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুন্তী ও বাঁটা এই পাঁচপ্রকার জীবহিংসার স্থান আছে । ইহাদিগকে সূনা বলে । “সূনা” শব্দের অর্থ বধস্থান । এই হিংসার জন্য স্বৰ্গলাভের সম্ভাবনা নাই । পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পঞ্চ পাপের নিরুত্তি হয় ।

“ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সৰ্ব্বদা

নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥” (ক)

বেদাধ্যায়ন ও সন্ধ্যা-উপাসনাদির নাম ঋষিযজ্ঞ । অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ । বলিবৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ । অন্নাদির দ্বারা অতিথি-সৎকারের নাম নৃযজ্ঞ । শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ভোজন করিলে সে অন্ন পাপস্তুপ মাত্র ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শূদ্রগৃহস্থও এই পঞ্চমহাযজ্ঞের নিয়মিত অনুষ্ঠান করিবেন ;

ইহাই শাস্ত্রের আদেশ । মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

ধৰ্ম্মেপ্সবন্ত ধৰ্ম্মজ্ঞাঃ সতাং ব্রহ্মিনুষ্ঠিতাঃ ।

মন্তবর্জ্জং ন দুযান্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ১০ । ১২৭

ধৰ্ম্মজ্ঞ শূদ্রগণ ধৰ্ম্মলাভেচ্ছায় দ্বিজাতিগণের আচার ব্যবহারের (পঞ্চমহাযজ্ঞাদি কৰ্ম্মের) অমন্তক অনুষ্ঠান করিলে কোনও প্রত্যাবায় নাই, বরং তাহাতে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন । (শূদ্রের সাত্বিক ধৰ্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে ১৮ অঃ ৪১, ৪২ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ১৩ ॥

অন্নবোধিনী । অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভূতানি (প্রাণিগণ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ; পৰ্জ্জনাৎ (মেঘ হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের জন্ম হয়,) ; যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) পৰ্জ্জনাঃ (মেঘ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ; যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ (কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন) ॥ ১৪ ॥

বজ্রানুবাদ । অন্ন হইতে শরীর উৎপন্ন হয় ; মেঘের বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে ; এবং যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কৰ্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

কৰ্ম ব্রক্ষোত্ত্বং বিদ্ধি ব্রক্ষাক্ষরসমুত্ত্বম্ ।
তস্মাৎ সৰ্বগতং ব্রক্ষ নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

শীত্বভাষ্যম্ । ইতচ্চাধিকৃতেন কৰ্ম কৰ্ত্তব্যম্ । জগচ্চকুপ্রবৃত্তিহেতুহি কৰ্ম ।
কথমিতি ? উচ্যতে—অনাত্তবত্তীতি । অনাত্তুক্তলোহিতরেতঃপরিণতাৎ প্রত্যক্ষং ভবতি
জায়ন্তে ভূতানি । পৰ্জ্জ্যাদ্ব্যপ্তেরনস্য সম্ভবোহনসম্ভবঃ । যজ্ঞাত্তবতি পৰ্জ্জ্যঃ । “অগ্নৌ প্রাত্তাহতিঃ
সমাগাদিতামুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে রুষ্টির্প্ৰণ্টেরনং ততঃ প্রজাঃ ॥” ইতি স্মৃতেঃ (ক) ।
যজ্ঞোহপূৰ্ব্বম্ । স চ যজ্ঞঃ কৰ্মসমুত্ত্বম্ । ঋত্বিগ্ণযজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কৰ্ম । ততঃ সমুত্ত্বো যস্য
যজ্ঞস্যাপূৰ্ব্বস্য স যজ্ঞঃ কৰ্মসমুত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । জগচ্চকুপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কৰ্ম কৰ্ত্তব্যমিত্যাহ—অনাদিতি
ব্রিডিঃ । অনাত্তুক্শোণিতরূপেণ পরিণতাভূতান্যুৎপদান্তে । অনস্য চ সম্ভবঃ পৰ্জ্জ্যাদ্ব্যপ্তেঃ । স চ
পৰ্জ্জ্যনো যজ্ঞাত্তবতি । স চ যজ্ঞঃ কৰ্মসমুত্ত্বম্ । কৰ্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সমাণ্ণিপ্পদ্যত ইত্যর্থঃ ।
অগ্নৌ প্রাত্তাহতিঃ সমাগাদিতামুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে রুষ্টির্প্ৰণ্টেরনং ততঃ প্রজাঃ (ক) ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্ধিপনী । স্ত্রী-পুরুষের অনজাত শুক্ল-শোণিতসংযোগে শরীর উৎপন্ন হইয়া
থাকে । যদি রুষ্টি না হয়, তাহা হইলে ব্রীহিষবাদের উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে ? ধৰ্মসাধন-
শক্তিজনিত অপূৰ্ব বা অদৃষ্টই যজ্ঞস্বরূপ । এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না হইলে, মন্ত্ৰপুত ঘৃতাতির
পুষ্টিকর কণিকাবাহী ও বিশুদ্ধ বৈদিকমন্ত্ৰে নিৰ্মলীভূত দিব্যশক্তি-সম্পন্ন ধুমরাশি উথিত হইয়া
সারগৰ্ভ জলভারে আক্লান্ত মেঘরাশি রচনা করিবে কিরূপে ?

“অগ্নৌ প্রাত্তাহতিঃ সমাগাদিতামুপতিষ্ঠতে ।

আদিত্যাজ্জায়তে রুষ্টির্প্ৰণ্টেরনং ততঃ প্রজাঃ ॥” (ক)

বৈদিক অগ্নিতে প্রাতঃকালে ও সায়াংকালে শ্রদ্ধা-ভক্তি পূৰ্বক যে ঘৃতাতি পদার্থের আহতি
প্রদত্ত হয়, সেই দিব্যশক্তি-সম্পন্ন আহতির আকর্ষক আদিত্য হইতে মেঘ দ্বারা জলবর্ষণ হয় ।
এই জলের গুণেই পুষ্টিগৰ্ভ ব্রীহিষবাদি জন্মে, এবং এই অন্ন হইতেই মনুষ্যাদির শরীর উৎপন্ন হয় ।
পূৰ্ব্বোক্ত ধৰ্মরূপ যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, কারারী (যজ্ঞ বিশেষ), ইষ্টি (যাগ) আদি কৰ্ম হইতে উৎপন্ন
হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অম্বয়বোধিনী । কৰ্ম (কৰ্মকে) ব্রক্ষোত্ত্বং (বেদোৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিও) ; ব্রক্ষ
(বেদ) অক্ষরসমুত্ত্বং (পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন) ; তস্মাৎ (অতএব) সৰ্বগতং (সৰ্বত্র অবস্থিত)
ব্রক্ষ (পরব্রক্ষ) যজ্ঞে (যজ্ঞে) নিত্যং (সদা) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছেন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । অগ্নিহোত্র আদি কৰ্মসকল বেদ হইতে উৎপন্ন, এবং

(ক) মনু, ৩।৭৬ ।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ ।

অঘায়ুরিঞ্জিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব সর্বগত অবিনাশি পরব্রহ্ম ধর্মরূপ যজ্ঞাদিতে সদাই প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তচ্চৈবংবিধং কৰ্ম্ম কুতো জাতমিতি ? আহ—কৰ্ম্মমিতি । তচ্চ কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্ । ব্রহ্ম বেদঃ । স উদ্ভবঃ কারণং যস্য তৎ কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি জানীহি । ব্রহ্ম পুনর্বেদাখ্যমক্ষরসমুদ্ভবম্ । অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুদ্ভবো যস্য তদক্ষরসমুদ্ভবং ব্রহ্ম । বেদ ইত্যর্থঃ । যস্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাখ্যাদক্ষরাৎ পুরুষনিঃশ্বাসবৎ সমুদ্ভুতং ব্রহ্ম তস্মাৎ সর্বার্থ-প্রকাশকত্বাৎ সর্বগতমপি সন্নিতাং সদা যজ্ঞবিধিপ্রধানত্বাদ্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিততম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তথা কৰ্ম্মমিতি । তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কৰ্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি । ব্রহ্ম বেদঃ । তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি । তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্মাক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভুতং জানীহি । “অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বাসিতমেতদুবেদো যজুর্বেদঃ সামবেদ” ইতি (ক) শ্রুতঃ । যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞঃ—তস্মাৎ সর্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিতাং সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিততম্ । যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপাত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যত ইতি । উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীরিতিবৎ । যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চকুস্য মূলং কৰ্ম্ম তস্মাৎ সর্বগতং মন্ত্রার্থবানৈদঃ সর্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য-রূপেণ প্রতিষ্ঠিততম্ । অতো যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ব্রহ্ম বেদের একটী নামান্তর মাত্র । সূতরাং বেদবিহিত কৰ্ম্ম মাত্রই ব্রহ্মোদ্ভব বলা যায় । এতাবৎ কৰ্ম্মের দ্বারা অপূর্বরূপ ধর্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে । বেদবিরুদ্ধশাস্ত্রকথিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে ধর্মলাভ হয় না । বেদ অপৌরুষেয় ; সূতরাং ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সাদি কোন প্রকার দোষ নাই । ইহা অক্ষর পরব্রহ্মের নিঃশ্বাসরূপ, অর্থাৎ বিনা চেষ্টা ও উদ্যমে অপৌরুষেয় ভাবে ইহা নির্গত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । পার্থ (হে পার্থ !) যঃ (যে) এবং (এই প্রকারে) প্রবর্তিতং (প্রবর্তিত) চক্রম্ (কৰ্ম্মচক্র) ইহ (এই লোকে) ন অনুবর্তয়তি (অনুবর্তন না করে), সঃ অঘায়ুঃ (সেই পাপাত্মা) ইন্দ্రిয়ারামঃ (ইন্দ্రిয়াসক্ত) [পুরুষ] মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অর্জুন ! যে ব্যক্তি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই প্রবর্তিত কৰ্ম্মচক্রের অনুবর্তন না করে, সেই ইন্দ্రిয়াসক্ত পাপযুক্ত পুরুষের জীবন বৃথা ॥ ১৬ ॥

যস্তাত্মব্রতিবেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মাত্মেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এবমিতি । এবমীশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূৰ্ব্বকং জগদ্ভকং প্রবর্তিতং যো নানবর্তয়তীহ লোকে কৰ্ম্মণাধিকৃতঃ সন্ । অঘায়ুঃ—অঘং পাপমায়ুর্জীবনং যস্য সোহঘায়ুঃ । পাপজীবন ইতি যাবৎ । ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রিয়ৈরারাম আরমণ্যমাকীড়া বিষয়েষু যস্য স ইন্দ্রিয়ারামঃ । মোঘং বথা হে পার্থ স জীবতি ।

তস্মাদজ্ঞেনাধিকৃतेन कर्तव्यमेव कर्मेति प्रकरणात् । प्रागात्माननिष्ठायोग्याता-
प्राप्तेश्चादर्थेन कर्मयोगानुष्ठानमधिकृतेनानाज্ঞेन कर्तव्यमित्येत-
आरभ्य शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धोदकर्मण इत्येवमन्तेन—प्रतिपादा—यजार्थां कर्मणोहना-
त्रेत्यादिना मोघं पार्थ स जीवतीत्येवमन्तेनापि ग्रन्थेन—प्रासजिकमधिकृतसनात्प्रविदः कर्मनानुष्ठाने
बह कारणमुक्तम् । तदकरणे च दोषसंकर्तनं कृतम् ॥ १७ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কৰ্ম্মাদি-
চকং প্রবর্তিতং তস্মাদ্তদকুৰ্ব্বতো রথৈব জীবতিমিত্যাহ—এবমিতি । পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্বেদাখ্যাদ-
ক্ষণঃ পুরুষাণাং কৰ্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ । ততঃ কৰ্ম্মনিষ্পত্তিঃ । ততঃ পঙ্কজাঃ । ততোহন্নম্ । ততো
ভূতানি । ভূতানাং পুনস্তথৈব কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিরিতি । এবং প্রবর্তিতং চকুং যো নানুবর্তয়তি
নানুতীৰ্ণতি সোহঘায়ুঃ ! অঘং পাপরূপমায়ুৰ্যস্য সঃ । যত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষু বারমতি । ন
ঈশ্বরারাদনর্থং কৰ্ম্মণি । অতো মোঘং বার্থং স জীবতি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সৰ্ব্বজ্ঞে পরমেশ্বর হইতে সৰ্ব্বার্থপ্রকাশক বেদের প্রাদুর্ভাব হয় ।
বেদ হইতে কৰ্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তি হয় । সেই কৰ্ম্মসকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অপূৰ্ব্বরূপ ধৰ্ম্মের
উৎপত্তি । ধৰ্ম্ম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্যাদি, শস্যাদি হইতে মনুষ্যাদি ভূতসকল, এবং তদন-
ন্তর মনুষ্যসকলের দ্বারা পুনঃ কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে । এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্তনের নাম
কৰ্ম্মচক্ৰ । যে মনুষ্য এই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না করে তাহার মনুষ্যত্বহানি হয় ; এবং তজ্জন্য সে
কুমশঃ নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া চিরযাতনা ভোগ করিতে থাকে । কিন্তু কৰ্ম্মতাগী ব্রহ্মবিদগণ এ
শ্রেণীভুক্ত নহেন । যে সকল মনুষ্য ইন্দ্রিয়াসক্ত ও বিষয়সেবায় নিযুক্ত হইয়াও কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না
করে, তাহাদের জীবন পাপযুক্ত ও ব্যর্থ । জীবন্তু বিদ্যাবান্ পুরুষগণ “ইন্দ্রিয়ারাম” নহেন । এজন্য
তাহারা প্রত্যাবার্তাগী হয়েন না । কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরারাদনা পূৰ্ব্বক জীবন সার্থক করাই
মনুষ্যের কর্তব্য ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । তু (কিন্তু) যঃ (যে) মানবঃ (ব্যক্তি) আত্মব্রতিঃ এব (অত্যা-
তেই প্রীত), আত্মতৃপ্তঃ চ (আত্মাতেই তৃপ্ত), আত্মনি এব (আত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ চ (সন্তুষ্ট)
স্যাৎ (হন), তস্য (তাহার) কার্যং (কর্তব্য) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। এবং স্থিতে কিমেবং প্রবর্তিতং চক্ৰং সৰ্ব্বেগানুবর্তনীয়ম্ ? আহোস্থিৎ পূৰ্ব্বোক্তকর্ম্মযোগানুষ্ঠানোপায়প্রাপ্যমনাবিধা জ্ঞানযোগেনৈব নিষ্ঠামাত্রবিভিঃ সাংখ্যেরনুষ্ঠেয়ামপ্রাপ্তেনৈব ? ইত্যেবমর্থমজ্জুনস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থস্য বিবেক-প্রতিপত্তার্থম্ এতৎ বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা নিরন্ত্রমিথ্যাজ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবন্দিরবশাং কর্তব্যোভাঃ পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যাখ্যাযাথ ভিক্ষাচর্য্যাং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তং চরন্তি (ক) । ন তেষামাত্রজ্ঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যাৎ কার্য্যমস্তীত্যেবং শ্রুতার্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদয়ি মিতমাবিক্ষুর্ক্বন্নাহ ভগবান্—যস্তিতি । যন্ত সাংখ্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠঃ । আত্মরতিঃ—আত্মনোব রতিনি বিষয়েষু যস্য স আত্মরতিরিব স্যান্তবেৎ । আত্মতৃপ্তশ্চ । আত্মনৈব তৃপ্তো নাম্রসাদিনা । স মানবো মনুষ্যঃ সংন্যাসী । আত্মনোব চ সন্তুষ্টঃ । সন্তোষো হি বাহ্যার্থলাভে সর্ব্বস্য ভবতি । তমনপেক্ষাত্মনোব চ সন্তুষ্টঃ । সৰ্ব্বতো বীততৃষ্ণ ইত্যোতৎ য ঈদৃশ আত্মবিস্তস্য কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে । নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনাহজস্যাত্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্তা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ—যস্তিতি দ্বাভ্যাম্ । আত্মনোব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ ততশ্চাত্মনোব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ । অত এবাত্মনোব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যন্তস্য কর্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। “ইন্দ্রিয়ারাম”, বিষয়লম্পট পুরুষ, ব্রহ্মচন্দনবনিতাদি ভোগ্য বিষয়ে রতি করিয়া থাকে । উত্তম অন্নপানাদিই তাহার তৃপ্তিকর । ধন, পুত্র, পণ্ড আদি পাইলেই এবং শরীর নীরোগ থাকিলেই তাহার পরম তুষ্টি । রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি মনের বৃত্তি । বিশেষতঃ মনের প্রবাহ সত্ত্বে কখনও পরমানন্দ লাভের সম্ভাবনা নাই । এই জন্য পরমার্থবিদ মহাশ্রগণ বিষয়াদিকে তুচ্ছ করিয়া আনন্দস্বরূপ আত্মাতেই রতি করিতে থাকেন । যদি বল, আত্মাতে প্রাণিমাত্রেরই তো প্রীতি আছে ; এবং স্ত্রী-পুত্রাদিতে যে অনুরাগ করে তাহাও আত্মপ্রীত্যর্থ । তবে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীতে প্রভেদ কি ? তজ্জন্যই ভগবান্ ইতিপূর্বে অজ্ঞানিগণের কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা দেখাইয়া জ্ঞানীর তাহাতে অনাবশ্যকতা দেখাইতেছেন । অজ্ঞানিগণ মনোবিলাসের দ্রব্য ব্যতীত রতি, তৃপ্তি বা তুষ্টি লাভ করিতে পারে না । কিন্তু জ্ঞানিগণ অদ্বৈতবুদ্ধিতে একমাত্র আনন্দস্বরূপ আত্মাকেই বিদিত হইয়া তাঁহাতেই রমণ করিতে থাকেন— তাঁহাতেই শান্তি ও সন্তোষ লাভ করেন । যথা শ্রুতি—

“আত্মকীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ” । (খ)

যিনি আত্মাতেই কীড়া করেন, আত্মাতেই রতি করেন, সমস্ত ক্রিয়ার গতি ও সমাপ্তি

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—৩।৫।১ ও ৪।৪।২২ দ্রষ্টব্য । (খ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।৪ ।

নৈব তস্য কৃতং নার্যো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।
ন চাস্য সৰ্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

যাঁহার আত্মাতে, তিনিই ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাঁহার কৰ্ম্মনুষ্ঠানের কিছুমাত্র কারণ দেখা যাইতেছে না । যিনি স্বয়ং কৃতকৃত্য, তাঁহার আবার কৰ্ম্মের প্রয়োজন কি ? ॥ ১৭ ॥

অনুবোধধিনী । ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁহার) কশ্চিৎ (কোনও) অর্থঃ (প্রয়োজন) ন এব (নাই) ; অকৃতেন চ (কৰ্ম্ম না করিলেও) কশ্চন (কোনও) [প্রত্যবায়] ন (নাই) ; সৰ্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) অস্য (ইহার) কশ্চিৎ (কোন) অর্থব্যাপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজনসম্বন্ধও) ন (নাই) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অথবা না করিলে জ্ঞানী ব্যক্তির পুণ্য বা প্রত্যবায় কিছুই হয় না । প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির কাহারও নিকট কোনও সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—নৈবেতি । নৈব তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কৰ্ম্মণাহর্থঃ প্রয়োজনমস্তি । অস্ত তর্হাকৃতেনাকরণেন প্রত্যবায়ার্থোহনর্থঃ । নাকৃতেনেহ লোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপ আত্মহানিলক্ষণো বা নৈবাস্তি । ন চাস্য সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্বাবরাভেষু ভূতেষু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ । প্রয়োজননিমিত্তকিয়াসাধ্যো ব্যাপাশ্রয়ো ব্যাপাশ্রয়ণমালম্বনম্ । কঞ্চিভূতবিশেষমাপ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোহস্তি । যেন তদর্থা ক্ৰিয়ানুষ্ঠেয়া স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্মাধিকৃতটীকা । তত্র হেতুমাং—নৈবেতি । কৃতেন কৰ্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি । ন চাকৃতেন কশ্চন কোহপি প্রত্যবায়োহস্তি । নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ তথাপি—“তস্মাদেমাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্ননুষ্যা বিদ্যারি”তি (ক) শ্রুতেশ্বর্মাঙ্কে দেবকৃতবিল্লসম্বাৎ তৎপরিহারার্থং কৰ্ম্মভির্দেবাঃ সেবা ইত্যাক্ষোক্তাং সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্বাবরাভেষু ন কশ্চিদপার্থ-ব্যাপাশ্রয়ঃ । আশ্রয় এব ব্যাপাশ্রয়ঃ । অর্থো মোক্ষ আশ্রয়ণীয়োহস্য নাস্তীতিার্থঃ । বিল্লাভাবস্য শ্রুতীব্যোক্তত্বাৎ । তথাচ শ্রুতিঃ—“তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভুত্যা ঈশতে । আত্মা হোমাং স ভবতী”তি (খ) । চনেত্যাব্যয়মপার্থে । দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞাস্যভূতৌ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শকুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ । দেবকৃতান্ত বিল্লাঃ সমাগ্জানোৎপত্তেঃ প্রাগেব । যদেতদ্বন্ধ মনুষ্যা বিদ্যাস্তদেমাং দেবানাং ন প্রিয়মিতি ব্রহ্মজ্ঞানসৌবাশ্রয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিল্লকর্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মারাম পুরুষ স্বর্গাদিরূপ অভ্যুদয়ের কামনা করেন না, সুতরাং পুণ্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার নিষ্প্রয়োজন । কৰ্ম্মের দ্বারা তাঁহার অভীপ্সিত মুক্তি লব্ধ হয় না । শ্রুতি বলিয়াছেন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।

অসক্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

“পরীক্ষ্য লোকান্ কৰ্ম্মচিহ্নান্ ব্রহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যাকৃতঃ কৃতেন” ইতি ॥ (ক)

মোক্ষাধিকারী ব্রাহ্মণ পুণ্যকৰ্ম্ম বিরচিত স্বর্গাদিলোকের অনিত্যতা, সাতিশয়তা আদি দোষ দর্শন পূর্বক তাহাতে বীতরাগ হয়েন। নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়, ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে; কিন্তু তাহা ব্রহ্মবিদগণের প্রতি লক্ষিত হয় নাই। কেননা, আত্মবিদগণ ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কোনও সাহায্যের আশা করেন না। দেবতাগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষীগণের বিবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। এতাবৎ বিঘ্নবিনাশের জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তাহাও জ্ঞানীদের জন্য নহে। কেননা, জ্ঞানলাভের পূর্বেই এই সকল বিঘ্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান লাভ করিলে এতাবতের আর প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানিগণ সাধনকালে সপ্ত জ্ঞানভূমিকা [শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সন্তাপ্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবনা ও তুর্য্যাবস্থা *] অতিক্রম করিয়া পূর্ণানন্দ স্বরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিনাশ ও অভ্যুদয় শূন্য অবস্থায় কৰ্ম্ম কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । (১) সাধুসঙ্গে থাকিয়া মনুষ্য-জীবনের লক্ষ নির্ণয় পূর্বক

(২) আত্মানাত্ম বিচারের অনুকূল উপদেশ লাভ করিতে হয়, পরে সদৃগুরূপদিষ্ট সাধনাভ্যাস দ্বারা (৩) মনের তনুতা (সূক্ষ্মতা—রজস্তমঃশূন্যতা—নিশ্চলতা বা আত্মচৈতন্য-ধারণায় সামর্থ্য) বা চিত্তশুদ্ধি লাভ, ক্রমে (৪) সত্ত্বগুণাধিকাবশতঃ বিবেকখ্যাতি বা অন্তঃকরণাদি হইতে পৃথক-রূপে আত্মচৈতন্যের উপলব্ধি; অনন্তর (৫) অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপের বিকাশ, এবং সমাধি গাঢ়তর হইলে (৬) শরীর ও সংসারের অনস্তিত্বের নিশ্চয়তা, ও অবশেষে (৭) পরমাত্মস্বরূপে নিত্যস্থিতিরূপ তুর্য্যাবস্থা লাভ হয়। ইহাই সপ্তজ্ঞানভূমিকার সাধন। প্রথম তিনটি ভূমিকা জ্ঞানলাভের সাধন মধ্যে পরিগণিত, চতুর্থ ভূমিকায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়, এবং অপর তিন ভূমিকায় জীবনমুক্তি সাধনার ফলরূপে কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

অবয়বোদ্ভিনী । তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [হইয়া] সততং (সর্বদা) কার্য্যং (কর্তব্য) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান কর); হি (যেহেতু) পুরুষঃ (লোক) অসক্তঃ (নিষ্কাম হইয়া) কৰ্ম্ম আচরন্ (কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ পদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । অতএব ফলকামনাবর্জিত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান কর। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হইয়া কৰ্ম্ম করিলে পুরুষ মুক্তি লাভ করে ॥ ১৯ ॥

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ—১১২১২২ । * এতাবতের বিশেষ বিবরণ যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তি প্রকরণ, ১৮৮ অধ্যায়, ৫১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কৰ্ত্তুমহঁসি ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ন ভ্রমেতন্মিন্ সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতৌদকস্থানীয়ে সম্যগ্দর্শনে বৰ্ত্তসে । যত
এবং—তস্মাদিতি । তস্মাদসত্ত্বঃ সঙ্গবজ্জিতঃ । সততং সৰ্ব্বদা । কাৰ্য্যাং কৰ্ত্তব্যং নিতাং কৰ্ম্ম
সমাচর নিৰ্ব্বৃত্তয় । অসন্তো হি যস্মাৎ সমাচরনীধরার্থং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ পরমাপ্নোতি পুরুষঃ । মোক্ষ-
মাপ্নোতি পুরুষঃ । সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণেতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যজ্ঞাদেবং ভূতস্য জ্ঞানিন এব কৰ্ম্মানুপযোগো নানাসা
তস্মাত্ত্বং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বিতাহ—তস্মাদিতি । অসত্ত্বঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কাৰ্য্যামবশাকৰ্ত্তব্যতয়া বিহিতং
নিতানৈমিত্তিকং কৰ্ম্ম সমাগাচর । হি যস্মাদসত্ত্বঃ কৰ্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধি-
জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । হে অজ্ঞান! তুমি জ্ঞানলাভ কর নাই, সুতরাং কৰ্ম্মের
অধিকারী । বেদবিহিত কৰ্ম্মসকল নিক্রাম হইয়া অনুষ্ঠান করিলে তোমার আত্মজ্ঞান দ্বারা
মুক্তিলাভের পথ পরিষ্কার হইবে ॥ ১৯ ॥

অম্বয়বোধিনী । জনকাদয়ঃ (জনকাদি) [মহাভাগ] কৰ্ম্মণা এব হি (কৰ্ম্মানুষ্ঠান
দ্বারা) সংসিদ্ধি (জ্ঞান লাভ) আশ্রিতাঃ (করিয়াছিলেন) ; [তোমারও] লোকসংগ্রহম্
এব অপি (লোক সংগ্রহেই) সংপশ্যন্ (দুষ্টি রাখিয়া) কৰ্ত্তুম অহঁসি (কৰ্ম্ম করা কৰ্ত্তব্য) ॥ ২০ ॥

বক্তাব্যবাদ । জনকাদি মহাভাগ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই জ্ঞান লাভ
করিয়াছিলেন । অতএব তোমারও (তাঁহাদিগের ন্যায়) লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান
করা কৰ্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যস্মাচ্চ—কৰ্ম্মণৈবেতি । কৰ্ম্মণৈব হি যস্মাৎ পূৰ্বে ক্ষত্রিয়া বিদ্বাংসঃ
সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তুমাশ্রিতাঃ প্রবৃত্তাঃ । কে ? জনকাদয়ো জনকাস্থপতিপ্রভৃতয়ঃ ।
যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্দর্শনান্ততো লোকসংগ্রহার্থং প্রারম্ভকৰ্ম্মত্বাৎ কৰ্ম্মণা সহৈবাসংন্যাসৈব
কৰ্ম্মসংসিদ্ধিমাশ্রিতা ইত্যর্থঃ । অথাপ্রাপ্তসম্যগ্দর্শনা জনকাদয়স্তদা কৰ্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতেন
ক্লমেণ সংসিদ্ধিমাশ্রিতা ইতি ব্যাখ্যায়ঃ শ্লোকোহয়ম্ ।

অথ মন্যসে পূৰ্ব্বেরপি জনকাদিভিরপ্যজ্ঞানন্তিরেব কৰ্ত্তব্যং কৰ্ম্ম কৃতম্ । তাবতা
নাবশ্যমেনান কৰ্ত্তব্যং সম্যগ্দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি । তথাপি প্রারম্ভকৰ্ম্মায়ত্তত্ত্বং লোক-
সংগ্রহমেবাপি—লোকসোন্মার্গপ্রবর্ত্তিনিবারণং লোকসংগ্রহঃ—তমেবাপি প্রয়োজনং সংপশ্যন্
কৰ্ত্তুমহঁসি ॥ ২০ ॥

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতারো জনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কৰ্ম্মণিবেতি । কৰ্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সত্ত্বঃ সংসিদ্ধিং সমাগ্জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । যদ্যপি হুং সমাগ্জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে তথাপি কৰ্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহমিত্যাদি । লোকস্য সংগ্রহং স্বধৰ্ম্মে প্রবর্তনম্ । ময়া কৰ্ম্মণি কৃতে জনঃ সৰ্ব্বোহপি করিষ্যতি । অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাত্মো নিজ-ধৰ্ম্মং নিত্যং কৰ্ম্ম ত্যজন্ পতেৎ । ইতোবাং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কৰ্ম্ম কৰ্ত্ত্বমেবাহসি । ন তাত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জুন মনে করেন যে, জ্ঞানিগণের যেমন কৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ আমার ন্যায় জ্ঞানলাভেচ্ছুগণেরও কৰ্ম্মের প্রয়োজন নাই ; সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, রাজা জনক, অজাতশত্রু, অশ্বপতি, ভগীরথ আদি মহাত্মগণ কৰ্ম্মানুষ্ঠান পূর্বক চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারা কৰ্ম্ম ত্যাগ করেন নাই । তুমি তাঁহাদের পথ অনুসরণ কর । তুমি কৰ্ম্মের অধিকারী । আবার রাজসূয় আদি যজ্ঞসকল ক্ষত্রিয়েরাই অনুষ্ঠান করিবেন—ইহাও শাস্ত্রোক্ত । তুমি ক্ষত্রিয়, কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । লোকসকলকে নিজ নিজ ধৰ্ম্মে প্রবর্তিত করা এবং তাহাদিগকে অধৰ্ম্ম হইতে রক্ষা করার নাম “লোকসংগ্রহ” । এই লোকসংগ্রহার্থ তুমি ধৰ্ম্মরক্ষক রাজা—ক্ষত্রিয় হইয়া জনকাদির ন্যায় স্বধৰ্ম্ম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ২০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। মহারাজ জনক প্রভৃতি চিত্তশুদ্ধি জন্য কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভের পরও লোকসংগ্রহার্থ কৰ্ম্মরত থাকিলেও, উহাতে তাঁহাদের আসক্তি ছিল না । গৃহস্থশ্রমে কৰ্ত্তব্য বলিয়াই তাঁহারা কৰ্ম্ম করিতেন, নতুবা জ্ঞানীর কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই । শাস্ত্রে সন্ন্যাস গ্রহণের পরই গৃহস্থশ্রমোচিত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে । জ্ঞানের উচ্চ ভূমিকায় অধিরূঢ় হইলে বিদ্বৎসন্ন্যাসে স্বতঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে । জনক রাজার উপদেশটা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তজ্জনাই গৃহস্থশ্রম ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এবং স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকেও সন্ন্যাসধৰ্ম্মে স্বয়ং দীক্ষিত করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

অনুবোধিনী। শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (অনুষ্ঠান করেন) ইতরঃ (অন্যান্য সাধারণ) তৎ তৎ এব (তত্ত্বৎসমস্তেরই) [অনুসরণ করে] ; সঃ (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহা) প্রমাণং কুরুতে (প্রামাণিক মনে করেন) লোকঃ (অন্যান্য লোক) তৎ (তাহার) অনুবর্ততে (অনুসরণ করে) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য

ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥ ২২ ॥

সাধারণ ব্যক্তিও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠগণ যাহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্যান্য লোকে তাহারই মৰ্য্যাদা করে ॥ ২১ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। লোকসংগ্রহঃ কিমর্থং কৰ্ত্তব্য ইতি ? উচ্যতে—যদ্যদিতি । যদ্যৎ কৰ্ম্মাচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধানন্তদেব কৰ্ম্মাচরতীতরো জনস্তদনুগতঃ । কিঞ্চ স শ্রেষ্ঠো যৎ প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা লোকস্তদনুবর্ত্ততে । তদেব প্রমাণী করোতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কৰ্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যানুদাহ—যদিতি । ইতরঃ প্রাকৃতোহপি জনস্তদেবাচরতি । স শ্রেষ্ঠো জনঃ কৰ্ম্মশাস্ত্রং তন্নিরুত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যত তদেব লোকোহপানুসরতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজা মহারাজাদি প্রধান পুরুষগণের আচরিত কৰ্ম্মই সাধারণ লোকের অনুকরণীয় হয়। শাস্ত্রীয় উপদেশাদির দিকে না তাকাইয়া প্রধান পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার কারণ এই যে, রাজা মহারাজগণ বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, ক্ষমতাবান, এবং সৰ্ব্বদা বিদ্বান্‌গুনীপরিবৃত। অতএব তাঁহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহাদের কার্য্যে সন্দেহ করে না; এবং তাঁহারা যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাই যে শাস্ত্রের শেষ সমাধান, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করে। হে অর্জুন! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একটী অন্যায় করিলেও সাধারণ লোকে তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া সাধন করে। তুমি রাজা, তুমি কৰ্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্যান্য লোকেও তোমার দৃষ্টান্ত অনুসারে অনধিকারেই কৰ্ম্ম ত্যাগ করিবে। তুমি লোকের আদর্শস্থানীয় হও ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ !) ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোক মধ্যে) মে (আমার) কিঞ্চন (কিঞ্চিন্মাত্র) কৰ্ত্তব্যং (করণীয়) নাস্তি (নাই); অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্য) ন (নাই); [তথাপি] অহং (আমি) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মমানুষ্ঠানে) বৰ্ত্তে এব চ (ব্যাপ্তই রহিয়াছি) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! ত্রিলোকমধ্যে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কৰ্ত্তব্য কার্য্য নাই; কেননা, কোন দ্রব্যই আমার অপ্রাপ্ত ও অভীষ্টদায়ক নাই; কিন্তু তথাপি আমি কৰ্ম্ম করিয়াই থাকি ॥ ২২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। যদ্যত্র লোকসংগ্রহকৰ্ত্তব্যাত্মনাং বিপ্রতিপত্তিস্তর্হি মাং কিং ন পশ্যসি ?—নেতি । হে পার্থ মে মম নাস্তি ন বিদ্যতে কৰ্ত্তব্যং ত্রিষুপি লোকেষু কিঞ্চন

২৩ শ্লোক

যদি হাহং ন বর্তেয় জাতু কৰ্ম্মণ্যতদ্বিতঃ ।
মম বন্ধানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চিদপি । কস্মাৎ ? নানবাপ্তমপ্রাপ্তম্ । অবাপ্তবাং প্রাপণীয়ম্ । তথাপি বর্ত এব চ
কৰ্ম্মণ্যাহম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—ন ম ইতি ত্রিভিঃ । হে
পার্থ মে কর্তব্যং নাস্তি । যতস্ত্রিভবপি লোকেষ্বনবাপ্তমপ্রাপ্তং সদবাপ্তবাং প্রাপ্যং নাস্তি । তথাপি
কৰ্ম্মণি বর্ত এব । কৰ্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । লোকশিক্ষার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠানের যে নিত্য প্রয়োজন, তাহা ভগবান্
নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বলিতেছেন । আমি জগতের একমাত্র স্বামী ; সুতরাং আমার কোন
বিষয়েরই অভাব নাই, আবশ্যকতাও নাই তথাপি আমি বেদবিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া
থাকি । আমি যদি কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করি, তবে সেই দৃষ্টান্তে আন্যান্য লোক কৰ্ম্ম ত্যাগপূৰ্ব্বক
দ্রষ্টাচারী হইয়া পড়িবে । “পার্থ” এই সম্বোধনবাক্যে নিজ পিতৃষস্পুত্র বলিয়া আত্মীয়তা
জ্ঞাপন করিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, তুমি আমারই আচরণের অনুসরণ কর ॥ ২২ ॥

অনুবোধিনী । পার্থ (হে পার্থ !), যদি অহং জাতু (যদি আমি কদাচিৎ)
অতদ্বিতঃ (অনলস হইয়া) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্ম) ন বর্তেয় (প্রবৃত্ত না হই) ; [তাহা হইলে]
মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম বন্ধা হি (আমার অনুসৃত পথেরই) সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব্বপ্রকারে) অনুবর্তন্তে
(অনুগমন করিবে) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যদি আলস্যবর্জিত হইয়া আমি শুভ কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত না হই,
তবে কৰ্ম্মের অধিকারী মনুষ্যগণ সৰ্ব্বথা আমারই অনুগমন করিবে ॥ ২৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যদীতি । যদি হি পুনরহং ন বর্তেয় জাতু কদাচিৎ কৰ্ম্মণ্যতদ্বিতোহ-
নলসঃ সন্ । মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বন্ধা মার্গমনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ । হে পার্থ সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অকরণে লোকসা নাশং দর্শয়তি—যদি হাহমিতি । জাতু
কদাচিদতদ্বিতোহনলসঃ সন্ যদি কৰ্ম্মণি ন বর্তেয় কৰ্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ম্ । তহি মমৈব বন্ধা মার্গং
মনুষ্যা অনুবর্তন্তে । অনুবর্তেন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদি চ আমার কোনও কৰ্ম্মেরই প্রয়োজন নাই বটে ; কিন্তু
লোকে ভাবিবে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৰ্ব্বজ্ঞ, তিনি যখন কৰ্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না,
তবে আমরা রথা পণ্ড্রম করিয়া মরি কেন ? যাহা উপাদেয় ও উত্তম, ভগবান্ অবশ্য তাহাই
করিতেছেন । অতএব আমরাও তাহাই করিব । এইরূপ আচরণে লোকে ধৰ্ম্মদ্রষ্ট ও
বিপথগামী হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

উৎসাদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কৰ্ম চৈদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কৰ্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । চেৎ (যদি) অহং (আমি) কৰ্ম ন কুর্য্যাং (কৰ্ম না করি), [তবে] ইমে (এই) লোকাঃ (লোকসমূহ) উৎসাদেয়ুঃ (উৎসন্ন হইয়া যাইবে) ; [তাহা হইলে আমি] সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কৰ্তা স্যাম্ (কারণ হইবে) ; চ (এবং) [আমি] ইমাঃ (এই) প্রজাঃ উপহন্যাম্ (লোকসমূহের বিনাশ করিব) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি যদি কৰ্ম না করি, তবে সকল লোকই উৎসন্ন হইয়া যাইবে ; বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া প্রজা বিনষ্ট হইবে ; এবং আমি তৎসমস্তের কারণ হইয়া উঠিব ॥ ২৪ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । তথা চ কো দোষ ইতি ? আহ—উৎসাদেয়ুরিতি উৎসাদেয়ুর্বি-
নশ্যেয়ুরিমে সৰ্ব্বে লোকাঃ । লোকস্থিতিনিমিত্তস্য কৰ্মগোহভাবাৎ । ন কুর্য্যাং কৰ্ম চৈদহম্ ।
কিঞ্চ সঙ্করস্য চ কৰ্তা স্যাম্ । তেন করণেনোপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ । প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তস্তদু-
পহতিং কুর্য্যামিতি মমেশ্বরসানুরূপমাপদ্যেত ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততঃ কিম্ ? অত আহ—উৎসাদেয়ুরিতি । উৎসাদেয়ুঃ-
ধর্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ । ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেত্স্যাপাহমেব কৰ্তা স্যাৎ ভবেয়ম্ । এবমহমেব
প্রজা উপহন্যাম্ মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আমার কৰ্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লোকসকল ক্রিয়াহীন হইলে
জগতে যাগযজ্ঞাদি ধর্ম কৰ্ম নষ্ট হইবে । সঙ্গে সঙ্গে লোকসকলও ভ্রষ্ট হইতে থাকিবে,
বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে । অতএব আমি জগৎরক্ষাকর্তা হইয়া কিরূপে সর্বলোকের হানিকারক
হইব ? অথবা হে অর্জুন ! তুমি যদি লোকসংগ্রহার্থে কৰ্ম না কর, শ্রেষ্ঠদিগের আচরিত
কৰ্মের তো অনুসরণ করিবে ? আমি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও যখন কৰ্ম প্রবৃত্ত আছি, তখন
ইহার অনুগমন করা তোমার একান্তই কর্তব্য ॥ ২৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ভগবদবতার হইয়াও শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ গৃহস্থাত্মমোচিত
সমস্ত কৰ্তব্য কৰ্মেরই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে তাঁহাদিগকে যুদ্ধও করিতে
হইয়াছে । মহারাজ যদ্বিধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক ব্রাহ্মণগণের পদধৌত
করিবার কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

সত্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্যাংসো যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত ।
কুর্যাদ্বিদ্যাংস্তথাসত্তাশ্চিকীৰ্ষুঃ লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত !) অবিদ্যাংসঃ (অজ্ঞান পুরুষগণ) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মে) সত্তাঃ (আসক্ত হইয়া) যথা (যেরূপ) কুৰ্ব্বন্তি (অনুষ্ঠান করে), বিদ্বান্ (বিদ্বান্ পুরুষ) অসত্তাঃ (অনাসক্ত) [হইয়া] লোকসংগ্রহং চিকীৰ্ষুঃ (লোকরক্ষার ইচ্ছায়) তথা (সেইরূপ) কুর্যাৎ (অনুষ্ঠান করিবেন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত ! অজ্ঞানী পুরুষগণ যেমন আসক্ত চিত্তে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, লোক-শিক্ষার ইচ্ছায় বিদ্বান্ পুরুষও অনাসক্ত চিত্তে সেইরূপ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । যদি পুনরহমিবাং কৃতার্থবুদ্ধিরাঅবিদন্যো বা । তস্যাপ্যত্মনঃ কৰ্ত্তব্যভাবেহপি পরানুগ্রহ এব কৰ্ত্তব্য ইত্যাহ—সত্তা ইতি । সত্তাঃ কৰ্ম্মণি—অস্য কৰ্ম্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি । কেচিদিবিদ্যাংসঃ । যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত । কুর্যাদ্বিদ্বান্অবিদ্বাতা তদ্বদসত্তাঃ সন্ । কিমর্থং তদ্বৎ কৰোতি ? তচ্ছৃণু—চিকীৰ্ষুঃ কৰ্ত্তুমিচ্ছুঃলোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তস্মাদাঅবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কৰ্ম্ম কার্য্য-মেবেতুপসংহরতি—সত্তা ইতি । কৰ্ম্মণি সত্তা অভিিনিবিষ্টাঃ সত্তো যথাজ্ঞাঃ কৰ্ম্মণি কুৰ্ব্বন্তি । অসত্তাঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কৰ্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অকৰ্ত্তা এবং অনাসক্ত হইয়া অনায়াসে কার্য্য করিতে পারেন । কিন্তু আমার [অজ্ঞানের] ন্যায় একজন মনুষ্য লোকসংগ্রহার্থ কার্য্য করিতে গিয়া “আমি কৰ্ত্তা” এইরূপ অভিমানের বশবর্তী হইবার সম্ভাবনা । পাছে অজ্ঞান এইরূপ আশঙ্কা করেন তৎপরিহারার্থ ভগবান্ কহিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানবর্জিত অজ্ঞানী পুরুষ অভিমানী ও স্বর্গকামী হইয়া যেরূপ যাগযজ্ঞাদি করে, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক কৰ্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনাবর্জিত হইয়া কেবল লোকসংগ্রহার্থ তত্তাবতের অনুষ্ঠান কর । “ভা” শব্দের অর্থ জ্ঞান, “রত” আসক্ত । জ্ঞানমার্গে যাহার ঐকান্তিকী প্রীতি, তিনি “ভারত” বলিয়া আখ্যাত হইবেন । অজ্ঞানকে “ভারত” পদদ্বারা সম্বোধনপূর্বক ভগবান্ তাঁহাকে ঈদৃশ কার্য্যের উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন । তুমি জ্ঞানেচ্ছ, অতএব এরূপ নিষ্কাম ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা, তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ।

যোজয়েৎ * সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ (কৰ্ম্মে আসক্ত) অজ্ঞানাং (অজ্ঞানিগণের) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিভেদ) ন জনয়েৎ (জন্মাইবে না) ; [বরং] বিদ্বান্ (তত্ত্ববিৎ) যুক্তঃ (অবহিত হইয়া) সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি (সকল কৰ্ম্ম) সমাচরন্ (সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া) যোজয়েৎ (তাহাদিগকে কৰ্ম্ম-মার্গে নিযুক্ত রাখিবেন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । বিদ্বান্ পুরুষ কৰ্ম্মপরায়ণ অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের কখনও বুদ্ধিভেদ করিবেন না । বরং তিনি স্বয়ং আদর পূর্বক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কৰ্ম্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন ॥ ২৬ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । এবং লোকসংগ্রহং চিকীৰ্ষোর্মমাত্মবিদো ন কৰ্ত্তব্যমস্তি । অন্যস্য বা লোকসংগ্রহং যুক্তা । ততস্তস্যাত্মবিদ ইদমুপদিশাতে—নেতি । বুদ্ধেৰ্ভেদো বুদ্ধিভেদঃ । ময়েদং কৰ্ত্তব্যং ভোক্তব্যং চাস্য কৰ্ম্মণঃ ফলমিতি নিশ্চয়রূপায় বুদ্ধেৰ্ভেদনং চালনং বুদ্ধিভেদঃ । তং ন জনয়েন্নোৎপাদয়েৎ । অজ্ঞানামবিবেকিনাম্ । কৰ্ম্মসঙ্গিনাং কৰ্ম্মণ্যাসক্তানামাসঙ্গবতাম্ । কিং নু কুর্যাৎ ? যোজয়েৎ কারয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ম্ । তদেবাভিযুগ্মং কৰ্ম্ম যন্তোহভি-যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু কুপায় তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেশটং যুক্তম্ । নেতাহ--ন বুদ্ধিভেদমিতি । অজ্ঞানামত এব কৰ্ম্মসঙ্গিনাং কৰ্ম্মসক্তানামকৰ্ম্মোপদেশেন বুদ্ধেৰ্ভেদমনাত্মহং ন জনয়েৎ । কৰ্ম্মণঃ সকাশাদ্ভুদ্ধিবিচালনং ন কুর্যাৎ । অপি তু জোযয়েৎ সেবয়েৎ । অজ্ঞান্ কৰ্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ । কথম্ ? যুক্তোহবহিতো ভূত্বা স্বয়মাসচরন্ সন্ । বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কৰ্ম্মসু শ্রদ্ধানিরন্তেজ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেজামুভয়দ্বংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদি মনে কর, লোকসংগ্রহার্থ শুভ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করিলে ক্ষতি কি ? তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন যে, ফলকামনার আশায় যাহারা কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ অর্থাৎ তুমি [আত্মা] অকর্ত্তা, অভোক্তা ইত্যাদি শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের মন বিচালিত করিবে না । কেননা, কৰ্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাহাদিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, এইরূপ উপদেশ দ্বারা সেই মলিনচিত্তগণ কৰ্ম্ম ও জ্ঞান, উভয় পথ হইতেই দ্রষ্ট হয় । তাহাতে তাহারা ভোগ ও মোক্ষ উভয় হইতেই বঞ্চিত হয় ।

“অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সৰ্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ ।

মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ ॥”

* জোযয়েদिति শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অশুদ্ধচিত্ত, বিষয়াসক্ত, কৰ্ম্মের অধিকারী, অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিই অজ্ঞানী পুরুষ । তাহাকে যে বিদ্বান্ ব্যক্তি “তুমি, আমি এবং এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ”—এই উপদেশ দান করেন, তিনি ঐ অজ্ঞানী পুরুষকে মহারোরব নরকে নিপাতিত করেন । অতএব এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে কৰ্ম্মানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অজ্ঞানী পুরুষকে কৰ্ম্মেই প্রবর্তিত রাখিবে ॥ ২৬ ॥

অদ্বয়বোধিনী । প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণৈঃ (গুণরাশি দ্বারা) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) কর্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহ) ক্রিয়মাণানি (সম্পন্ন হইতেছে), [কিন্তু] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্মা পুরুষ) অহং কর্তা (আমি কর্তা) ইতি (ইহা) মন্যতে (মনে করে) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের মূল । অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে, আমিই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অবিদ্বানজঃ কথং কৰ্ম্মসু সজ্জত ইতি ? আহ—প্রকৃতিরিতি । প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা । তস্যাঃ প্রকৃতেগুণৈর্বিকারৈঃ কার্যাকরণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ । সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ । অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—কার্যাকরণসংঘাতান্নপ্রত্যয়োহহঙ্কারঃ । তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ় আত্মান্তঃকরণং যস্য সৌহৃদ্যং কার্যাকরণধৰ্ম্মা কার্যাকরণাভিমান্যবিদ্যায়া কৰ্ম্মাণ্যাত্মনি মন্যমানস্তত্ত্বকৰ্ম্মণামহং কর্তেতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু বিদুষাপি চেৎ কৰ্ম্ম কর্তব্যং তহি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষঃ ? ইত্যাহঙ্ক্যাভয়োৰ্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতিরিতি দ্বাভ্যাম্ । প্রকৃতেগুণৈঃ প্রকৃতি-কার্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি । তানাহমেব কর্তা করোমীতি মন্যতে । অত্র হেতুঃ—অহঙ্কারেতি । অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিত্বাভ্যাধাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদি বল, জ্ঞানিগণও কৰ্ম্মের অনষ্ঠান করিলে তাঁহাদিগের সহিত অজ্ঞানিদিগের প্রভেদ রহিল কি ? তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন যে, অনাদ্যা মায়ার (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আদি গুণসকলের) দ্বারাই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় । এই ময়াপ্রকৃতির বিকারস্বরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণাদি কার্যাকরণরূপ গুণ বলিয়া কথিত হয় । সুতরাং প্রকৃতির গুণরাশিই লৌকিক ও বৈদিকাদি কার্যের অনুষ্ঠাতা । নিঃসঙ্গ আত্মা কোন কার্যই করেন না । তথ্যচ কার্যাকরণসংঘাতে আত্মবুদ্ধি-রূপ অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হইয়া মোহান্ধগণ আপনাকেই কর্তা বলিয়া স্বীকার করে । বস্তুতঃ প্রকৃতির গুণ ভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানে সামর্থ্য কাহারও নাই । আত্মা নিষ্ক্রিয় ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অম্বয়বোধিনী । মহাবাহো (হে মহাবাহো !) গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণ-কৰ্ম্ম বিভাগের) তত্ত্ববিৎ (যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (গুণসমূহ) গুণেষু (গুণসমূহে) বর্তন্তে (প্রবৃত্ত রহিয়াছে) ইতি (এই রূপ) মত্বা (জানিয়া) ন সজ্জতে (কর্তৃত্বাভিমান করেন না) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মহাবাহো ! গুণকৰ্ম্মবিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ, প্রকৃতির গুণরাশি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা রূপ-রসাদি কার্য সাধন করিয়া থাকেন। আত্মা নিঃসঙ্গ—এইরূপ জানিয়া তিনি কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়েন ॥ ২৮ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । কিং পুনৰ্মনাতে বিদ্বান্ ? আহ—তত্ত্ববিদিতি । তত্ত্ববিত্ত্ব মহাবাহো । কস্য তত্ত্ববিৎ ? গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ । গুণবিভাগস্য কৰ্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিতার্থঃ । গুণাঃ করণাত্মকাঃ । গুণেষু বিষয়াত্মকেষু বর্তন্তে । নাত্মা । ইতি মত্বা ন সজ্জতে সন্তিঃ ন করোতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বিদ্বাংস্ত ন তথা মন্যত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি । নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ । ন মে কৰ্ম্মাণীতি কৰ্ম্মভ্যোহপ্যাত্মনো বিভাগঃ তয়োঃ গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ স্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি । তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি । গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বর্তন্তে । নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “অহম্” অভিমানের বিষয়রূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অহঙ্কারের নাম গুণ । “মম” অভিমানের বিষয়রূপ দেহ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যাপারের নাম কৰ্ম্ম । এবং যাহা সৰ্ব্ব জড়বিকারের প্রকাশক হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্, তাহার নাম বিভাগ । তিনিই স্বপ্রকাশক, জ্ঞানরূপ, নিঃসঙ্গ আত্মা । এই প্রকৃতি এবং চেতন তত্ত্বের জ্ঞাতা বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহা বিদিত আছেন যে, প্রকৃতির গুণ-বিকাররূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা রূপাদি প্রতিভাসিত করে । নিষ্করকার আত্মা তত্ত্বাবৎ ব্যাপারে লিপ্ত নহেন । আত্মা শ্রবণ করেন না দর্শন করেন না । তিনি কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে তুষীভাবে স্থিতি করেন । বিদ্বান্ পুরুষগণ এইরূপ বিদিত থাকিয়া “অহং” “মম” আদি অভিমানের বশীভূত হয়েন না । ভগবান্ অজ্ঞানকে মহাবাহ অর্থাৎ আজানুলম্বিতবাহ, সামুদ্রিক মতে শ্রেষ্ঠ পুরুষের এই লক্ষণের উল্লেখ করিয়া অজ্ঞানকে ইঙ্গিত করিলেন যে, তুমি অবিবেকীদিগের ন্যায় কার্য্য করিও না, অর্থাৎ অভিমান-শূন্য হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাক ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতেণ্ড সংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু ।

তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণসংমূঢ়াঃ (গুণে বিমোহিত পুরুষগণ) গুণকর্ম্মসু (গুণ ও তজ্জনিত কর্ম্মসমূহে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়) ; কৃৎস্নবিৎ (সর্বজ্ঞ ব্যক্তি) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (সেই অল্পজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দবুদ্ধিদিগকে) ন বিচালয়েৎ (বিচালিত করিবেন না) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে সকল অজ্ঞানী জীব প্রকৃতির গুণে বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত, আত্মবেত্তা বিদ্বান্ ব্যক্তি শুভকর্ম্ম হইতে তাহাদিগের শ্রদ্ধা বিচালিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । প্রকৃতেরিতি । যে পুনঃ প্রকৃতেণ্ডগৈঃ সমাঙ্মূঢ়াঃ সংমোহিতাঃ সন্তঃ সজ্জন্তে গুণানাং কর্ম্মসু গুণকর্ম্মসু বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মঃ ফলায়েতি । তান্ কর্ম্মসঙ্গিনোহকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনো মন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান্ কৃৎস্নবিদাশ্চবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ । বুদ্ধিভেদকরণমেব চালনম্ । তন্ন কুর্যাদিতার্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । ন বুদ্ধিভেদমিত্যুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি । যে প্রকৃতেণ্ডগৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তঃ । গুণেণ্ডিবদ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে । তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ মন্দমতীন কৃৎস্নবিৎ সর্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতির বিকাররূপ গুণরাশিতে সত্যতার ভ্রম থাকে, ততক্ষণ স্বরূপের উপলব্ধি হয় না । শুভকর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের ক্রমশঃ নিঃশ্রম বিকাশ ও আত্মার স্ফুরণ হইয়া থাকে । এইজন্য যতদিন আত্মজ্ঞানের উদয় না হয় ততদিন বিদ্বান্গণ সেই অনাশ্রবেত্তাদিগকে কর্ম্মত্যাগের পরামর্শ দিবেন না । শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেই জ্ঞানের উদয় আপনিই হইয়া থাকে । যাহা জানিলে তাহা ভিন্ন অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় না । এবং যাহা না জানিলেও অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহার নাম “অকৃৎস্ন” । যেমন তোমার, ঘটজ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু পটজ্ঞান নাও থাকিতে পারে ; কিন্তু ঘটজ্ঞান যদি নাও থাকে, তাহাতে পটজ্ঞানের বাধা হয় না । যে এক বস্তুর জ্ঞান হইলে সকল বস্তুই জানা যায়, এবং যাহা না জানিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, তাহার নাম “কৃৎস্ন” । এক অদ্বিতীয় আত্মার তত্ত্ব জানিলে সমস্ত অনাশ্রপদার্থেরই তত্ত্ব জানা যায় । আবার আত্মাকে না জানিতে পারিলে কোন পদার্থেরই স্বরূপ জ্ঞানোদয় হয় না । এইজন্য আত্মা “কৃৎস্ন” বলিয়া কথিত হইল ।

‘মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্ ।’ (ক) শ্রুতি ।

(ক) রহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৪।৫ ।

ময়ি সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্ৰয়স্যাপ্যত্নচেতসা ।
নিরাশীনিৰ্দ্ধমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

হে মৈত্রেয়ি ! অধিষ্ঠানরূপ আত্মার দর্শন দ্বারা, শ্রবণ দ্বারা, মনন দ্বারা, ও বিজ্ঞান দ্বারা
অনাত্ম সমস্ত জগৎই জ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ২৯ ॥

অন্যবোধিনী । [তুমি] সৰ্বাণি (সকল) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম) ময়ি (আমাতে)
সংশ্রয়স্য (সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্মচেতসা (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নিৰ্ম্মমঃ
বিগতজ্বরঃ চ ভূত্বা (এবং মমতা ও শোকশূন্য হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ । তুমি বিবেকবুদ্ধি দ্বারা কৰ্ম্মরাশি আত্মাতে সমর্পণ পূর্বক
কামনা, মমতা ও শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কথং পুনঃ কৰ্ম্মণ্যধিকৃতেনাজেন মুমুক্শুণা কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিতি ? উচ্যতে—
ময়ীতি । ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সৰ্ব্বজ্ঞে সৰ্ব্বাত্মনি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্রয়স্য নিষ্কিপাধ্যাত্মচেতসা
বিবেকবুদ্ধ্যা—অহং কৰ্ত্তেশ্বরায় ভূতাবৎ করোমীতানয়া বুদ্ধ্যা । কিঞ্চ নিরাশীস্ত্যক্তাশীঃ ।
নিৰ্ম্মমঃ—মমভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বম্ । নিৰ্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব । বিগতজ্বরো বিগতসন্তাপো
বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং তত্ত্ববিদ্যাপি কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যম্ । ত্বং তু নাদ্যাপি
তত্ত্ববিৎ । অতঃ কশ্মৈব কুর্বিত্যাহ—ময়ীতি । সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রয়স্য সমর্পণ । অধ্যাত্ম-
চেতসা—অন্তর্যামীনোহহং কৰ্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা । নিরাশীনিষ্কামঃ । অত এব মৎফলসাধনং
মদর্থমিদং কৰ্ম্মতোবং মমতাসূন্যশ্চ ভূত্বা । বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা । যুধ্যস্ব ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । প্রথম অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর কৰ্ম্মের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে ।
অজ্ঞানী কৰ্ত্তৃত্বাভিমান পূর্বক এবং জ্ঞানী নিরভিমান হইয়া কৰ্ম্ম করে । উভয়ের মধ্যে এই
প্রভেদও ভগবান্ দেখাইয়াছেন । এক্ষণে অজ্ঞানীদিগকে মুমুক্শু ও মোক্ষেচ্ছাবর্জিত এই
দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অমুমুক্শু হইতে মমুক্শুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্বক অজ্ঞানকে মুমুক্শু
অজ্ঞানীর মধ্যে গণনা করিয়া বলিতেছেন—হে অজ্ঞান ! সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্বজগন্নিয়ন্তা বাসুদেবরূপ
আত্মাতে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা সমর্পণ কর । আত্মপ্রতিপাদক
উপনিষৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রের নাম আধ্যাত্মশাস্ত্র । তত্ত্বৎ শাস্ত্রার্থবিচারতৎপর চিত্তের নাম
অধ্যাত্মচেতঃ । এতদ্বারা আত্মানাত্মজ্ঞানের উদয় হয় । অধ্যাত্মভাবে অর্থাৎ “আমি কৰ্ত্তা
নহি, অন্তর্যামী পরমেশ্বরের অধীন থাকিয়া ভূতাবৎ কার্য্য করিতেছি, সমস্ত কৰ্ম্মই তাহারই
জনা সম্পাদিত হইতেছে” এইভাবে পুত্রদারাদিতে মমতাভিমানবিহীন এবং শোকাদিরূপ-জ্বরবর্জিত
হইয়া তুমি স্বধৰ্ম্ম কার্য্যে অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।

শ্রদ্ধাবন্তোহনসূযন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কৰ্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ঔষধ তিত্ত কষায় যেমনই হউক, আরোগ্যের নিমিত্ত তাহা যেমন চিকিৎসকের উপদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেবন করা রোগীর কর্তব্য, সেইরূপ সংসারাসক্তি নিবৃত্তির জন্য গৃহস্থ-জীবনে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ । তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা শ্রুতিসিদ্ধ মোক্ষলাভার্থ রজস্তমোগুণের ক্ষয় জন্য প্রত্যেকের স্বভাবানুকূল যে যে কৰ্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বৈরাগ্যোদয় এবং নিবৃত্তি-লাভের বাসনা বলবতী হইবে, তখনই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত । প্রব্রুতিমার্গে থাকিয়াও যাঁহারা শাস্ত্রাচার উল্লংঘনপূর্ব্বক নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে থাকেন, সেই নিষিদ্ধমার্গগামীদিগের কখনও চিত্তশুদ্ধি বা বিবেকজাত বৈরাগ্য লাভ হইতে পারে না, তাহাদের ক্রমে অধোগতিই হয় । সংসারে তীব্র আসক্তি সত্ত্বেও কোনও কোনও বিষয়ে বৈরাগ্য হইলেও শাস্ত্রানুসারে নিক্রমভাবে আশ্রমধৰ্ম্ম পালন করিতে থাকিলে ক্রমে প্রব্রুতিজাত সকল কার্য্যই দুঃখরূপতা অনুভব হইতে থাকিবে, তখনই নিব্রুতিমার্গ-গমনে—সন্ন্যাস-গ্রহণে অধিকার হইবে, অন্যথা সন্ন্যাসী হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না । যাঁহার ভোগপিপাসা আছে অথচ আর্থোপার্জ্জনে প্রব্রুতি নাই, অথবা যাঁহার মাংসাহারে রুচি আছে কিন্তু পশু-হননে ক্লেষ হয়, তাঁহাদের বিবেকজাত প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই; তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় বিধিতে সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক দানাদি দ্বারা ত্যাগ শিক্ষা করিতে হইবে । তাঁহাদিগের ভোগ-পিপাসা ও মাংসাহারের প্রব্রুতি ক্রমশঃ সংযত করিবার নিমিত্তই শাস্ত্রে যজ্ঞার্থ বৈধহিংসা করিবার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

অনুবোধিনী । যে মানবাঃ (যে মনুষ্যেরা) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূযন্তঃ (অসূয়াবর্জিত) [হইয়া] মে (অমার) ইদং (এই) মতং (মতের) নিতাং (সর্ব্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ করে), তে অপি (তাহারাও) কৰ্ম্মভিঃ (কৰ্ম্মসমূহ কর্তৃক) মুচ্যন্তে (মুক্ত হয়) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবর্জিত হইয়া আমার এই মতের অনুগমন করে, তাঁহারাও কৰ্ম্মজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । যদেতন্মম মতং কৰ্ম্ম কর্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তত্তথা—যে ম ইতি । যে মে মদীয়মিদং মতং নিত্যমনুতিষ্ঠন্ত্যনুবর্তন্তে । মানবাঃ মনুষ্যাঃ । শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্ধাধনাঃ । অনসূযন্তঃ—অসূয়াং চ ময়ি পরমগুরৌ বাসুদেবেহকুর্ষন্তঃ । মুচ্যন্তে তেহপ্যেবংভূতাঃ । কৰ্ম্মভিঃ কৰ্ম্মমাধৰ্ম্মাখৈঃ ॥ ৩১ ॥

যে ত্বতদভ্যাস্থ্যন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

এবং কৰ্ম্মনুষ্ঠানে গুণমাহ—যে ম ইতি । মদ্বাকো
শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তঃ—দুঃখাত্মকে কৰ্ম্মণি প্রবর্তয়তীতি—দোষদৃষ্টিমকুৰ্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং
মতমনুতিষ্ঠন্তি তেহপি শনৈঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বাণাঃ সমাগ্জ্ঞানিবৎ কৰ্ম্মভিমূঢ়ান্তে ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

ঈশ্বরে ফলার্পণ পূৰ্ব্বক বেদবিহিত শুভকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করাই
আমার মত । ইহা অনাদি পরম্পরাসিদ্ধ নিত্য । আমাকে বলপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মে প্রবর্তিত
করিতেছেন, ইহা না ভাবিয়া যাহারা শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক এই নিত্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের
অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং জ্ঞানের উদয় হইয়া পুণ্য ও পাপ কৰ্ম্মের ক্ষয় হয়, এবং জ্ঞানরূপ
অগ্নিদাহে সঞ্চিত কৰ্ম্মরাশি দগ্ধ হইয়া যায় । যে প্রারম্ভকৰ্ম্মে এই শরীর গঠিত হইয়াছে, তাহাও
ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যায় ।

“অস্য পুত্রা দায়মুপয়ান্তি । সুহাদঃ সাধুরূতাং । দ্বিষন্তঃ পাপকৃতাম্ ॥” শ্রুতি ।

জ্ঞানবান্ পুরুষের ধনাদি যাহা থাকে, তাহা পুল ও শিষ্যাদিতে লইয়া যায় ; তৎকর্তৃক
নিঃস্পৃহভাবে যে পুণ্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার ফল তাঁহার সেবক ভক্তগণ গ্রহণ করে ; এবং
যে পাপকৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল তাঁহার নিন্দাকারী দুষ্টিগণ লাভ করিয়া থাকে । সুতরাং
জ্ঞানী ব্যক্তি কৰ্ম্ম করিয়াও নিষ্কিয় ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী ।

যে তু (আর, যাহারা) মে (আমার) এতৎ (এই) মতম্
অভ্যসূয়ন্তঃ (মতের নিন্দা করিয়া) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ না করে), তান্ (তাহাদিগকে)
অচেতসঃ (অজ্ঞানী) সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়) নষ্টান্ (পুরুষার্থভ্রষ্ট) বিদ্ধি
(জানিও) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

আর, যে সকল ব্যক্তি অসূয়াপরবশ হইয়া আমার পূৰ্ব্বোক্ত
মতের অনুসরণ না করে, তাহাদিগকে দুৰ্বুদ্ধি সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ় ও পুরুষার্থভ্রষ্ট বলিয়া
জানিও ॥ ৩২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।

যে স্থিতি । যে তু তদ্বিপরীতা এতন্মে মম মতমভ্যাসূয়ন্তো নিন্দন্তো
নানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্তন্তে সৰ্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মুঢ়ান্তে সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি জানীহি ।
নষ্টান্ নাশং গতান্ । অচেতসোহবিবেকিনঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি । যে তু মে মতমীশ্বরার্থং
কৰ্ম্ম কর্তব্যমিতানুশাসনমভ্যাসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান্ । অত এব
সৰ্বস্মিন্ কৰ্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্ঞ জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ামষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

যাহারা গুরুশাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন ও অসূয়াপরবশ

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

চিত্তে কর্মরাশির অনুষ্ঠান না করে, তাহারা প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতেই দ্রষ্ট হইয়া পড়ে । ভগবদ্বাক্যের অবহেলন বশতঃ সমস্ত পুরুষার্থের হানি হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । নিষ্কামভাবে শাস্ত্রানুমোদিত সংকল্পের অনুষ্ঠান না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না । সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অনুমান, আগমাদি প্রমাণ সাপেক্ষ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সমূহ ধারণা করিতে পারে না, এবং অশুদ্ধ চিত্তে প্রমেয় (প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চয়যোগ্য) আত্মারও কোন জ্ঞান হয় না । আত্মোপলব্ধিই যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র প্রয়োজন তাহাও অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বুঝিতে না পারিয়া ‘ইতো দ্রষ্টবন্ততো নষ্ট’ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অবয়বোধিনী । জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ (নিজ) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য্য করেন), [সুতরাং] ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির বশীভূত হয়), নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে?) ॥ ৩৩ ॥

বজ্রানুবাদ । জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন । যখন সকল প্রাণীই প্রকৃতির বশীভূত, তখন আমার শাসন তাহাদিগকে কি করিতে পারে? (কেননা, স্বভাবই বলবান্) ॥ ৩৩ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ হৃদীয়ং মতং নানুতিষ্ঠন্তঃ পরধর্মাননুতিষ্ঠন্তি? স্বধর্ম্মং চ নানুবর্ত্তন্তে? ত্বৎপ্রতিকৃলাঃ কথং ন বিভাতি ত্বচ্ছাসনাতিকুমদোষাৎ? তত্রাহ—সদৃশমিতি । সদৃশমনুরূপম্ । চেষ্টতে চেষ্টাং কৰোতি । কস্যাঃ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ । প্রকৃতিনাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিষাক্তঃ । সা প্রকৃতিঃ । তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বো জন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে । কিং পুনর্মূর্থঃ? তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্তানুগচ্ছন্তি ভূতানি । নিগ্রহো নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি? মম চান্যস্য বা ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু তর্হি মহাফলত্বাদিদ্ভিয়াপি নিগূহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেহপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি? তত্রাহ—সদৃশমিতি । প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ । স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে । কিং পুনর্ব্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি? যস্মান্ভূতানি সর্ব্বেহপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তানুবর্ত্তন্তে । এবং চ সত্যিদ্ভিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? প্রকৃতের্ব্বলীয়স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যে ত্বতদভ্যাস্থ্যন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্ ।

সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

এবং কৰ্ম্মনুষ্ঠানে গুণমাহ—যে ম ইতি । মদ্বাকো
শ্রদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তঃ—দুঃখাত্মকে কৰ্ম্মণি প্রবর্তয়তীতি—দোষদৃষ্টিমকুৰ্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং
মতমনুতিষ্ঠন্তি তেহপি শনৈঃ কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বাণাঃ সমাগ্জ্ঞানিবৎ কৰ্ম্মভিমূঢ়ান্তে ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

ঈশ্বরে ফলার্ণ পূৰ্ব্বক বেদবিহিত শুভকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করাই
আমার মত । ইহা অনাদি পরম্পরাসিদ্ধ নিত্য । আমাকে বলপূৰ্ব্বক কৰ্ম্মে প্রবর্তিত
করিতেছেন, ইহা না ভাবিয়া যাহারা শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক এই নিত্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের
অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং জ্ঞানের উদয় হইয়া পুণ্য ও পাপ কৰ্ম্মের ক্ষয় হয়, এবং জ্ঞানরূপ
অগ্নিদাহে সঞ্চিত কৰ্ম্মরাশি দগ্ধ হইয়া যায় । যে প্রারম্ভকৰ্ম্ম এই শরীর গঠিত হইয়াছে, তাহাও
ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যায় ।

“অস্য পুত্রা দায়মুপয়ান্তি । সুহাদঃ সাধুবৃত্তাঃ । দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যম্ ॥” শ্রুতি ।

জ্ঞানবান্ পুরুষের ধনাদি যাহা থাকে, তাহা পুত্র ও শিষ্যাদিতে লইয়া যায় ; তৎকর্তৃক
নিঃস্পৃহভাবে যে পুণ্যকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার ফল তাঁহার সেবক ভক্তগণ গ্রহণ করে ; এবং
যে পাপকৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল তাঁহার নিন্দাকারী দুষ্টিগণ লাভ করিয়া থাকে । সুতরাং
জ্ঞানী ব্যক্তি কৰ্ম্ম করিয়াও নিষ্কিয় ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী ।

যে তু (আর, যাহারা) মে (আমার) এতৎ (এই) মতম্
অভ্যসূয়ন্তঃ (মতের নিন্দা করিয়া) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ না করে), তান্ (তাহাদিগকে)
অচেতসঃ (অজ্ঞানী) সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়) নষ্টান্ (পুরুষার্থভ্রষ্ট) বিদ্ধি
(জানিও) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

আর, যে সকল ব্যক্তি অসূয়াপরবশ হইয়া আমার পূৰ্ব্বোক্ত
মতের অনুসরণ না করে, তাহাদিগকে দুৰ্বুদ্ধি সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ় ও পুরুষার্থভ্রষ্ট বলিয়া
জানিও ॥ ৩২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

যে ত্বিতি । যে তু তদ্বিপরীতা এতন্মৈমম মতমভ্যাসূয়ন্তো নিন্দন্তো
নানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্তন্তে সৰ্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মুঢ়ান্তে সৰ্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি জানীহি ।
নষ্টান্ নাশং গতান্ । অচেতসোহবিবেকিনঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেদিতি । যে তু মে মতমীশ্বরার্থং
কৰ্ম্ম কৰ্ত্তব্যমিতানুশাসনমভ্যাসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান্ । অত এব
সৰ্বস্মিন্ কৰ্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্ঞ জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ামষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

যাহারা গুরুশাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন ও অসূয়াপরবশ

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

চিত্তে কর্মরাশির অনুষ্ঠান না করে, তাহারা প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতেই দ্রষ্ট হইয়া পড়ে । ভগবদ্বাক্যের অবহেলন বশতঃ সমস্ত পুরুষার্থের হানি হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । নিষ্কামভাবে শাস্ত্রানুমোদিত সংকল্পের অনুষ্ঠান না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না । সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অনুমান, আগমাদি প্রমাণ সাপেক্ষ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সমূহ ধারণা করিতে পারে না, এবং অশুদ্ধ চিত্তে প্রমেয় (প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চয়যোগ্য) আত্মারও কোন জ্ঞান হয় না । আত্মোপলব্ধিই যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র প্রয়োজন তাহাও অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বুঝিতে না পারিয়া ‘ইতো দ্রষ্টস্ততো নষ্ট’ হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী । জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ (নিজ) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য্য করেন), [সুতরাং] ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির বশীভূত হয়), নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে?) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন । যখন সকল প্রাণীই প্রকৃতির বশীভূত, তখন আমার শাসন তাহাদিগকে কি করিতে পারে? (কেননা, স্বভাবই বলবান্) ॥ ৩৩ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ হৃদীয়ং মতং নানুতিষ্ঠন্তঃ পরধর্মাননুতিষ্ঠন্তি? স্বধর্ম্মং চ নানুবর্তন্তে? ত্বৎপ্রতিকৃলাঃ কথং ন বিভাতি ত্বচ্ছাসনাতিকুমদোষাৎ? তত্রাহ—সদৃশমিতি । সদৃশমনুরূপম্ । চেষ্টতে চেষ্টাং কৰোতি । কস্যাঃ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ । প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিবাঙ্কঃ । সা প্রকৃতিঃ । তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বো জন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে । কিং পুনর্মূর্খঃ? তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্তানুগচ্ছন্তি ভূতানি । নিগ্রহো নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি? মম চান্যস্য বা ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু তর্হি মহাফলত্বাদিদ্ভিয়াপি নিগূহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেহপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি? তত্রাহ—সদৃশমিতি । প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ । স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে । কিং পুনর্ব্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি? যস্মাভূতানি সর্ব্বেহপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তানুবর্ত্তন্তে । এবং চ সত্যিদ্ভিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? প্রকৃতের্ব্বলীয়স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্ৰিয়স্যোন্দ্ৰিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ ।

তযোঁ বশমাগচ্ছৎ তৌ হ্যস্যা পরিপস্থিতৌ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । রাজবিধি না মানিলে দণ্ডিত হইতে হয়, সকল লোকের মনে এই আশঙ্কা আছে । তখাচ তাহারা বিধিবিগর্হিত কার্যা করে । ভগবানের আজ্ঞা উল্লংঘন করিলে মহাসঙ্কটে পড়িতে হয় ; ইহা জানিয়াও লোকে কেন ভগবদ্বাক্যের অনুসরণ করে না ? অজ্ঞানের এই আশঙ্কা নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, হে অজ্ঞান ! পূর্বজন্মকৃত ধর্ম ও অধর্ম, জ্ঞান ও ইচ্ছাদির যে সংস্কার তাহা বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়, এবং এই অভিব্যক্ত সংস্কারের নাম প্রকৃতি । এই প্রকৃতি অতীব প্রবল, জ্ঞানিপুরুষগণও এই প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারে না । পানভোজনাদি প্রাকৃতিক ব্যবহার কালে পশু, পক্ষী ও বিদ্বান্ পুরুষ একই প্রকৃতির বশীভূত হইয়া থাকে । গুণদোষাদির তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানিগণ নিজ নিজ প্রকৃতিরই বশীভূত হইয়া কার্যা করেন । এই প্রকৃতি অবিবেকিগণকে পুরুষার্থব্রশ্ট করিতেছে দেখিয়াও লোকে তাহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারে না । প্রকৃতির এমনই প্রবল প্রেরণা যে, জীব কুকর্ম করিয়া উৎকট দণ্ড পাইবে, ইহা জানিয়াও তাহা ছাড়িতে চায় না । ইহাতে রাজদণ্ডের ন্যায় তাহারা ভগবদাজ্ঞা ভয় করিবে কোথা হইতে ? ॥ ৩৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । এতৎ শ্লোকে প্রকৃতির প্রবল প্রাদুর্ভাব বর্ণিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু প্রকৃতি কর্তৃক অন্তঃকরণাদি নিয়মিত হইলেও অচেতন প্রকৃতির অন্তরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য পুরুষের প্রভাব অপ্রতিহত । জন্মে জন্মে নানা ক্লেশ পাইয়া প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইতে থাকিলেই পুরুষের প্রভাব লক্ষিত হয় । তখনই আত্মজ্ঞানের জন্য পুরুষার্থ হইয়া থাকে । যাহাদের সহজে সংপ্রবৃত্তি হয় না, তাহাদের জীবনে নানা ক্লেশভোগ অনিবার্য্য । প্রবৃত্তির পথ ক্লেশকর বোধ হইলেই নিরুত্তির দিকে মনোবেগ বদ্ধিত হয় । সংসঙ্গ বা শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণে যাহাদের সুযোগ হয় না বা তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, তাহাদের জীবনে পুরুষার্থ-প্রকাশ তীব্রাতিতীব্র ক্লেশসাপেক্ষ । কুপথ্য-সেবন পীড়াদায়ক জানিয়াও অজ্ঞ রোগী লোভ সংবরণ করিতে পারে না ; কিন্তু, রোগের অসহ্য যন্ত্রণা কুপথ্য সেবারই ফল বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহা স্বতঃই ত্যাগ করিতে যত্নবান্ হয় । এইরূপে গুরুশাস্ত্রোপদেশে কার্যা করিলেই পুরুষার্থ সাধিত হয়, ইহাই পর শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । ইন্দ্ৰিয়স্য ইন্দ্ৰিয়স্য (সকল ইন্দ্ৰিয়ের) অর্থে (বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (নিদিষ্ট আছে) ; তযোঃ (সেই উভয়ের) বশং (বশীভূততা) ন আগচ্ছৎ (প্রাপ্ত হইবে না) ; হি (যেহেতু) তৌ (তাহারা) অস্যা (জীবের) পরিপস্থিতৌ (পরম শত্রু) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় ভেদে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে ; এ উভয়ই জীবের পরম শত্রু । অতএব কদাচ উহাদের বশীভূত হওয়া কর্তব্য নহে ॥ ৩৪ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । যদি সর্বো জন্তুরাত্মনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে । ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি । ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থকাপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে—ইন্দ্রিয়সোতি । ইন্দ্রিয়সোদ্রিয়স্যার্থে সর্বোদ্রিয়াণামর্থো শব্দাদিবিষয়ে । ইণ্ডে শব্দাদৌ রাগোহনিটে দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীদ্রিয়ার্থে রাগদ্বৈষাববশাংভাবিনৌ । তত্রায়ং পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্য চ বিষয় উচ্যতে । শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্তঃ পূর্বমেব রাগদ্বৈষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ । যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বৈষ-পূরঃসরৈব স্বকার্যো পুরুষং প্রবর্তয়তি যদা তদা স্বধর্মপরিত্যাগঃ পরধর্মমার্শানং চ ভবতি । যদা পূনা রাগদ্বৈষৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি । ন প্রকৃতিবশঃ । তস্মাত্তয়ো রাগদ্বৈষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ । যতস্তৌ হাস্য পুরুষস্য পরিপস্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিয়কর্তারৌ তৎকরাবিব পথীতার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । ননুবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থাং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্কাহ ইন্দ্রিয়সোতি । ইন্দ্রিয়সোদ্রিয়সোতি বীপ্সয়া সর্বোদ্রিয়াণামর্থো প্রত্যেকমিত্যুক্তম্ । অর্থে স্ববিষয়েহনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বৈষো ব্যবস্থিতাববশাংভাবিনৌ । ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ । তথাপি তয়োর্ব্বশবত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়মাতে । হি যস্মাদস্য মুমুক্শস্তৌ পরিপস্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ । অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বৈষাবুৎপাদ্যানবহিতং পুরুষমনর্থোহতিগন্তীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্তয়তি । শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বৈষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্তয়তি । ততশ্চ গন্তীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্বমেব নাবমাপ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতি । তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্যাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং তাস্ত্ৰা ধর্মো প্রবৃত্তিব্যামিত্যুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা, ঘ্রাণ এবং বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু—এই দশ ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, আদান, গমন, আনন্দ ও মলত্যাগ দশটী বিষয় বলিয়া কথিত হয় । এই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়গণের প্রকৃতির অনুকূল । যদি কদাচিৎ তত্তাবৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধও হয়, তথাচ জীবগণের তাহাতেই অনুরাগ থাকে । আবার যদি কোন বিষয় ইন্দ্রিয়প্রকৃতির বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রবিহিত হইলেও জীবের তাহাতে বিদ্বেষ-বুদ্ধিরই উদয় হয় । রাগ ও দ্বেষ—এই উভয়ই পরিহার করা মানুষের কর্তব্য । পরস্পরীগমনে মহাপাপ এবং অনিষ্ট হয় জানিয়াও ইন্দ্রিয়সুখসাধক বলিয়া উহাতে অনুরাগ জন্মে । এই অনুরাগই পরনারীগমনে প্রবৃত্তি দেয় । আবার সন্ধ্যাবন্দনাদি কন্ম স্বর্গফলাদিপ্রদ হইলেও ইন্দ্রিয়সুখসাধক নয় বলিয়া উহাতে বিদ্বেষ বা বিরাগ উৎপন্ন হয় । ইন্দ্রিয়ের রাগ ও দ্বেষ—এই দুই বুদ্ধির উপশম করিতে পারিলেই জীব যথাবৎ নিজ কল্যাণ সাধন করিতে পারে ।

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মাঃ । বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাঃ স্বনুষ্ঠিতাঃ ।
স্বধৰ্ম্মা নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধৰ্ম্মাঃ ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

তখন শাস্ত্রবিহিত উপদেশের মৰ্যাদা লঙ্ঘন করে না। তখন আপনা আপনিই পরদারাবি-
গমনে, নিরুত্তি ও সন্ধ্যাবন্দনাদিতে প্ররুত্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিচারজদিত জ্ঞানপ্রভাবে
কুমণঃ স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষের শান্তি হইয়া থাকে। যে পৰ্যন্ত এই স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষ
বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্যান্ত মুমুকুর সাধু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। এই রাগদ্বৈষরূপ বিষম
দৃষ্টিই জীবকে বহুবিঘ্নবিড়ম্বিত করে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাগ-দ্বেষকে অবশ্যই বিদূরিত
করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অনুবোধিনী । স্বনুষ্ঠিতাঃ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধৰ্ম্মাঃ (পরধৰ্ম্ম হইতে)
বিগুণঃ (অস্বাভাবিক) স্বধৰ্ম্মঃ (স্বধৰ্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) । স্বধৰ্ম্মে (স্বধৰ্ম্ম-পালনে) নিধনঃ
(নিধন) শ্রেয়ঃ (কল্যাণকর), পরধৰ্ম্মঃ (পরধৰ্ম্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । সম্পূর্ণরূপে পরধৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ-অঙ্গহানি
সত্ত্বেও স্বধৰ্ম্মসাধন শ্রেষ্ঠ । পরধৰ্ম্ম-অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল । স্বধৰ্ম্ম-পালনে দেহান্ত হইলেও
কল্যাণলাভ হয় ॥ ৩৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তত্র রাগদ্বৈষপ্রযুক্তো মনতে শাস্ত্রার্থমপানাতা—পরধৰ্ম্মোহপি
ধৰ্ম্মত্বাদনুষ্ঠেয় এবতি । তদসৎ—শ্রেয়ানিতি । শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধৰ্ম্মঃ স্বকীয়ো ধৰ্ম্মো
বিগুণোহপানুষ্ঠীয়মানঃ পরধৰ্ম্মাঃ স্বনুষ্ঠিতাঃ সাদৃগুণেন সম্পাদিতাদপি । স্বধৰ্ম্মে স্থিতস্য নিধনঃ
মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধৰ্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ । কস্মাৎ ? পরধৰ্ম্মো ভয়াবহঃ । নরকাদিলক্ষণং
ভয়মাবহতি যতঃ ॥ ৩৫ ॥

ত্রিধরমামিকৃতটীকা । তহি স্বধৰ্ম্মস্য যুদ্ধাদেদুঃখরূপস্য যথাবৎ কৰ্ত্তুমশক্যত্বাৎ
পরধৰ্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদধৰ্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি ।
কিঞ্চিদসহীনোহপি স্বধৰ্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ । স্বনুষ্ঠিতাঃ সকলান্সংপূর্ণা কৃতাদপি পরধৰ্ম্মাৎ
সকাসাৎ । তত্র হেতুঃ—স্বধৰ্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ ।
পরধৰ্ম্মস্ত পরস্য ভয়াবহো নিমিষদ্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতি রাগদোষাদিযুক্ত । যুদ্ধ
করিলে মনের এই হীন প্ররুত্তিগুলিই অধিক উত্তেজিত হইবে। যদি কৰ্ম্মের দ্বারাই প্রকৃতি
গুণ্ড করিতে হয়, তবে সন্ন্যাস গ্রহণ পূৰ্ব্বক অহিংসাসুলভ ভিক্ষান্ন ভোজন আদি কৰ্ম্মের দ্বারা
জীবনাবিবাহন করা ভাল । অজ্ঞানের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি বর্ণ ও

অৰ্জুন উবাচ ।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চ্যে য় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

চারি আশ্রম বিহিত ধর্মই মনুষ্যের নিজনিজোচিত “স্বধর্ম”। তপশ্চর্যা ব্রাহ্মণের “স্বধর্ম” উহা ক্ষত্রিয়ের “স্বধর্ম” নহে। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের “স্বধর্ম” কিন্তু ব্রাহ্মণের “পরধর্ম”। কেবল ঈশ্বরের নামস্মরণাদি সাধারণ ধর্ম—মনুষ্যমাত্রেরই স্বধর্ম। বর্ণাশ্রমোচিত মন্ত্র, দেবতা, প্রভৃতি কর্মাস্রসকল পরিহার পূর্বক যে ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা “বিগুণ”। স্বধর্ম বিগুণ হইলেও সম্যকপ্রকারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এজন্য স্বধর্মসাধনপূর্বক প্রকৃতি নির্মল করিতে করিতে মৃত্যু হইলেও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কেননা, স্বকর্তব্যপালন জন্য স্বর্গাদি লাভ হয়। পরধর্ম উত্তম হইলেও তোমার প্রকৃতির বিরুদ্ধতা বশতঃ তাহা শুভফলদায়ী হইবে না। যে ঔষধটী একজন রোগীর ধাতুবিশেষে উপকার করিল, তাহা তাহারই পক্ষে অত্যাৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যরূপ ধাতুবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি তাহা সেবন করিলে তাহাতে শুভ ফল ফলিবার আশা নাই। ঔষধ উৎকৃষ্ট বা মূল্যবান হইলেই যে উপকারী হইবে, তাহা নহে। মনে কর, বাতব্যাধির ঔষধ মূল্যবান, কিন্তু তুমি আমাশয় রোগগ্রস্ত। যদি নিজ ধনাভিমানে মত্ত হইয়া মনে কর যে, আমি স্বল্প মূল্যের ঔষধ কেন সেবন করিব? বাতব্যাধির যে মূল্যবান ঔষধ আছে, উহাই ব্যবহার করি। উহাতে তোমার ব্যাধির শান্তি হইবে না, বরং উৎকট ও ভয়ানক শারীর বিকার উৎপন্ন হইতে পারে। যে ধর্ম সত্ত্বগুণীর অনুষ্ঠেয়, রজোগুণী তাহার আচরণ করিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এইজন্য রজোগুণী রজোগুণোপযোগী ধর্মের অনর্ধান অসম্পূর্ণ ভাবে করিলেও তাহাতে সুফল ফলিবে ॥ ৩৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভগবান্ অৰ্জুনকে ক্ষত্রিয়োচিত উপদেশই দিয়াছিলেন। এই জন্য ধর্মযুদ্ধে প্রাণিহিংসা যে পাপজনক নহে, তাহাই বুঝাইয়াছিলেন; কিন্তু উহা ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যাদির স্বধর্ম নহে, সুতরাং আপৎকাল ব্যতীত ব্রাহ্মণের এবং ক্ষত্রিয়ের জাতির যুদ্ধ করা ধর্মবিরুদ্ধ, তাহাতে পাপই হয়, চিত্তশুদ্ধি হয় না। যাহারা মাংসলোলপ তাহাদের জন্যই যজ্ঞে বৈধী হিংসার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যাঁহারা নিরস্ত্রের পক্ষপাতী, তাঁহারা বৈধী হিংসাও করিবেন না, যথা মনু—

“বৈধী হিংসা ন কৰ্তব্য্যা বৈধী হিংসা তু রাজসী।” ॥ ৩৫ ॥

অশ্বষবোধিনী। অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)। বাঞ্চ্যেয় (হে রক্ষিবংশসমুত্ত!) অথ (তবে) কেন (কাহার দ্বারা) প্রযুক্তঃ (প্রেরিত হইয়া) অয়ং (এই)

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রাজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

পুরুষঃ (মনুষ্য) অনিচ্ছনপি (ইচ্ছা না করিলেও) বলাৎ ইব (যেন বলপূর্ব্বক) নিয়োজিতঃ
(নিযুক্ত হইয়া) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে) ॥ ৩৬ ॥

বজ্রানুবাদ । অর্জুন কহিলেন, হে বাৰ্হেয়! পুরুষ পাপাচরণে ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপে প্রেরণা করে? ॥ ৩৬ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যদ্যপ্যনর্থমূলং ধ্যায়তো বিষয়ান্—রাগদ্বেষ্টৌ পরিপত্তিনাবিতি চোক্তম্ । বিক্লিপ্তমনবধারিতং চ যদুত্তং তৎ সংক্লিপ্তং নিশ্চিতং চেদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্নর্জুন উবাচ । জ্ঞাতে হি তস্মিংস্তদুচ্ছেদায় যত্ত্বং কুর্য্যামিতি—অথেতি । অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ সন্—রাজেব ভূত্যঃ—অয়ং পাপং কৰ্ম চরত্যাচরতি পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছনপি । হে বাৰ্হেয়! রক্ষিকুলপ্রসূত । বলাদিব নিয়োজিতো রাজেবেত্যুক্তো দৃষ্টান্তঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তয়োঁর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তম্ । তদেতদশক্যং মনুনোহর্জুন উবাচ—অথেতি । রক্ষিবংশেহবতীর্ণো বাৰ্হেয়ঃ । হে বাৰ্হেয়! অনর্থরূপং পাপং কৰ্ত্তু'মনিচ্ছনপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোহয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি? কামক্ৰোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোহপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ । অন্যোহপি তন্মো'লভ্যতঃ কশ্চিৎ প্রবর্তকো ভবেদिति সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পরদারাভিগমন আদি নিষিদ্ধ কৰ্ম অথবা শত্রুনাশার্থ শোন যজ্ঞাদি কাম্য কৰ্ম নিন্দিত, এবং হে ভগবন্! তুমি যেরূপ কৰ্মের ব্যাখ্যা করিলে তাহা সর্ব্বশ্রুত, ইহা জানিয়াও মনুষ্য শ্রেষ্ঠকার্য্য ছাড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কেন নিন্দিত কৰ্মের প্রবৃত্ত হয়? মনুষ্যকে স্ব-তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না । স্ব-তত্ত্ব হইলেই মনুষ্য ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিত । তোমার আজ্ঞাপালনে ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না কেন? কোন্ অদৃশ্য হেতু বলাৎকার পূর্ব্বক আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছে? ইহা তুমি ব্যাখ্যা কর । আমিও রক্ষিকুলে* জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তুমি সেই কুলের কুলপাবন দেবতা । অতএব আমার সংশয় ভঞ্জন কর ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) । রাজোগুণসমুদ্ভবঃ (রাজোগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়) মহাপাপনা (অতিশয় উগ্র) এষঃ (এই) কামঃ

* অর্জুনের মাতা কুন্তী রক্ষিবংশপ্রসূতা; এখানে অর্জুনের মাতৃকুল গ্রহণ করিয়া এরূপ বলা হইয়াছে ।

(কাম), এষঃ ক্রোধঃ (ইহাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়); ইহ (মোক্ষমার্গে) এনং (ইহাকে) বৈরিণং (শত্রু) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, এই কামই ক্রোধস্বরূপ ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। ইহা দুষ্করণীয় ও অতিশয় উগ্র। এই কামকেই বিষম বৈরী জানিবে ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্বানর্থকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি । শ্রীভগবানুবাচ । ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ প্রিয়ঃ । বৈরাগ্যসাথ মোক্ষস্য যথ্যং ভগ ইতীশনা (ক) ॥ ঐশ্বর্যাদিষট্ কং যচ্চিন্ম বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবন্ধহেন সামন্তোচ বর্ততে । উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ । বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি (খ) ॥ উৎপত্তাদি-বিষয়ং চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবো বাচ্যো ভগবানিতি । কাম ইতি । কাম এষ সর্বলোকশত্রুঃ । যন্নিমিত্তা সর্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাম্ । স এষঃ কামঃ প্রতিহতঃ কেনচিৎ ক্রোধহেন পরিণমতে । অত ক্রোধোহপোষ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ । রজশ্চ তদুৎপত্তেতি রজোগুণঃ । স সমুদ্ভবো যস্য স কামো রজোগুণসমুদ্ভবঃ । রজোগুণস্য বা সমুদ্ভবঃ । কামো হাদুতো রজঃ প্রবর্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্তয়তি । তৃষ্ণয়া হাহঙ্কারিত ইতি দুঃখিতানাং রজঃকার্যো সেবাদৌ প্রবর্ত্তানাং প্রলাপঃ শ্রুয়তে । মহাশনো মহদশনমসোতি মহাশনঃ । অতএব মহাপাপা । কামেন হি প্রেরিতো জন্তুঃ পাপং কৰোতি । অতো বিদ্বানং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত্রোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি । যন্তুয়া পৃষ্ঠো হেতুরেষ কাম এব । ননু ক্রোধোহপি পূর্বং ত্বয়োক্ত ইন্দ্রিয়সৌন্দর্যসার্থ ইত্যত্র । সত্যম্ । নাসৌ ততঃ পৃথক্ । কিন্তু ক্রোধোহপোষঃ । কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধান্না পরিণমতে । পূর্বং পৃথক্ ক্রোধোহপি ক্রোধঃ কামজ এবোত্যভিপ্রায়েণৈকীকৃত্যোচ্যতে । রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা । অনেন সত্ত্বরূপা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামো ন জায়ত ইতি সূচিতম্ । এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি । অয়ং চ বক্ষ্যমাণকুমেণ হন্তব্য এব । যতো নাসৌ দানেন সদ্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনঃ । মহদশনং যস্য সঃ । দুষ্কর ইত্যর্থঃ । ন চ সামনা সদ্ধাতুং শক্যঃ । যতো মহাপাপাত্যগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কামই সকল কার্যের প্রবর্তক । কামের দ্বারাই প্রাণীর বিষম অনর্থপাত হইয়া থাকে । যদি বল কামের ন্যায় ক্রোধও অনর্থকারী । তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন, কামই ক্রোধের রূপ ধারণ করে । জীব যে বস্তুর কামনা করে তাহা প্রাপ্তির বিষয় হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয় । এই কামের নিরুত্তি হইলেই পুরুষার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে । দুঃখরাশি রজোগুণ হইতে উৎপত্তি হয় । কাম রজোগুণজ, সুতরাং দুঃখদায়ী । সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের নিরুত্তি হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাম আপনিই বিনষ্ট হইয়া

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃখাদর্শো মলেন চ ।

যথোল্বেনাবৃতো গৰ্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যায় । নিরুত্তি ব্যতীত কামরূপ বৈরিনিপাতের উপায়ান্তর নাই । কাম অপরিমিতভোজী (মহাশয়) । যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু পাইলেও উহার পুষ্টি বা তৃপ্তি হইবার সম্ভবনা নাই ।

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শামাতি ।

হবিষা কৃষ্ণবর্জ্যে ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিষবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।

একসাপি ন পর্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষং তাজেৎ ॥” (ক)

ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না । ঘৃত-কাষ্ঠাদি দ্বারা যেমন অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বহু পদার্থ ভোগে কামও সেইরূপ বর্দ্ধিত হয় । যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্রীহি-ষবাদি অন্ন, সুবর্ণাদি ধন, গো-অশ্বাদি পশু, পরমসুন্দরী স্ত্রী আদি ভোগ্য পদার্থ কামী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না । তবে অল্পভোগে কিরূপে শান্তি হইবে ? এতদ্বিচার পূর্বক কামনা পরিত্যাগ করিবে । কামই তাবৎ দুঃখকর কার্যের প্রবর্তক ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) আব্রিয়তে (আবৃত হয়) ; যথা (যেমন) আদর্শ (দর্পণ) মলিন (ময়লা দ্বারা) [আবৃত হয়] ; যথা (যেমন) উল্বেন (জরায়ু দ্বারা) গৰ্ভঃ আবৃতঃ (গৰ্ভ আবৃত থাকে), তথা (সেইরূপ) তেন (সেই কামের দ্বারা) ইদম্ (এই জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হয়) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । যেমন ধূম অগ্নিকে, ও রজোরূপ মল দর্পণকে আবৃত করে, এবং যেমন জরায়ুচর্শ গৰ্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আবৃত করে ॥ ৩৮ ॥

শাস্ত্ররত্নাশয়ম্ । কথং বৈরীতি ? দৃষ্টান্তৈঃ প্রত্যায়য়তি—ধূমেনেতি । ধূমেন সহজেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ প্রকাশাদ্ব্যকোহপ্রকাশাদ্ব্যকেন । যথা বাদর্শো মলেন চ । যথোল্বেন গৰ্ভবেষ্টেনে জরায়ুণা আবৃত আচ্ছাদিতো গৰ্ভঃ । তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কামস্য বৈরিভ্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি । ধূমেন সহজেন যথা বহ্নিরাব্রিয়ত আচ্ছাদাতে । যথা চাদর্শো মলেনাগন্তকেন । যথা ঢোল্বেন গৰ্ভবেষ্টেনচর্শমাণা গৰ্ভঃ সর্বতো নিরুদ্ধ আবৃতঃ । তথা প্রকারভ্রম্মেণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অন্তঃকরণ স্থল শরীরের দ্বারা আবৃত । এই অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত কাম বারংবার বিষয়চিন্তন বশতঃ ক্রমশঃ স্থল হইতেও স্থলতর হইয়া (ক) মনু—২।৯৪ ; মহাভারত, আদিপর্ব—৭৩ অঃ ১২—১৩ ; এবং বিষ্ণুপুরাণ—৪।১০।১৬-১০ ।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা ।

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

উঠে । ধুম যেমন অগ্নিকে মলিন করে, ধূলি যেমন দর্পণের স্বচ্ছতার হানি করে, জরায়ু যেমন জীবের স্বরূপ দেখিতে দেয় না, সেইরূপ কাম প্রথমাবস্থায় জ্ঞানের তেজ মলিন করে, দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞানের প্রতিভার হানি করে, তৃতীয় অবস্থায় জ্ঞানকে আদৌ প্রকাশিত হইতেই দেয় না । অতএব কামই জীবের প্রধান বৈরী ॥ ৩৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । কাম (কামনা) জয় করিতে পারিলেই সমস্ত দুঃখের শান্তি হইয়া থাকে । রজোগুণাত্মক কামনা, বিচার-ধ্যান দ্বারাই নিবৃত্ত হয় । কামনার বশীভূত হইলে জীব জ্ঞানশূন্য হইয়া ধর্মাধর্মের বিচারে অসমর্থ হইয়া পড়ে, এবং ইহপরলোকে ক্লেশ ও জন্মমরণরূপ দুঃখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে বাধ্য হয় । কামের দোষ ও তজ্জনিত দুঃখ সর্বদা স্মরণ থাকিলে কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ পাইতে হয় না ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) কামরূপেণ (কামরূপ) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয় অনলেন চ (অগ্নির দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হইয়া থাকে) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্তেয় ! জ্ঞানীর চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনলোপম কাম, জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কিং পুনস্তদিদংশবদবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিতি ? উচ্যতে—আবৃত-মিতি । আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা । জ্ঞানী হি জানাতি—অনেনাহমনথে প্রযুক্তঃ পূর্বমেবেতি । অতো দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব । অতোহসৌ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরী । ন তু মুখ্যস্য । স হি কামং তৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্যাৎস্তৎকার্যো দুঃখে প্রাপ্তে জানাতি—তৃষ্ণয়াহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি । ন পূর্বমেব । অতো জ্ঞানিন এব নিত্যবৈরী । কিংরূপেণ ? কামরূপেণ । কাম ইচ্ছৈব রূপমসোতি কামরূপঃ । তেন । দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমসোতি দুষ্পূরঃ । তেন । অতন্তেনানলেন নাস্যালাং পর্যাপ্তির্বিদ্যাত ইত্যানলঃ । তেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদংশবদনির্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি । ইদং বিবেকজ্ঞানমেতেনাবৃতম্ । অজস্য খলু ভোগসমন্যে কামঃ সুখহেতুরেব । পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে । জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপানর্থানুসন্ধানাদুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্ । কিঞ্চ বিষয়েঃ পূর্যমাণোহপি যো দুষ্পূরঃ । আপূর্যমাণস্ত শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলত্বাৎ, অনেন সর্বান প্রতি নিত্যবৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

ইन्द्रিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্মাধিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কাম বিবেকশক্তিকে প্রকাশিত হইতে দেয় না । কাম যদিচ অবিচারসিদ্ধ বহু সুখের হেতুস্বরূপ, তথাচ উহা পরিহার্য্য । অবিবেকগণ বিষয়ভোগকালে কামকে মিত্র বলিয়া জ্ঞান করে বটে, কিন্তু পরিণামে তজ্জনা দুঃখ ভোগ করিতে হয় । কামের এই পরিণামবিরস প্রকৃতি জানিয়া জ্ঞানিগণ তাহাকে নিতাবৈরী মনে করিয়া থাকেন । কাম ইচ্ছা ও তৃষ্ণারূপে জীবগণকে শত্রুর নায় সদাই উত্তেজিত করে । কাষ্ঠ-মৃতাদির আহতি দ্বারা অগ্নি যেমন উত্তেজিতই হয়, নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ কামনা অশেষবিধ ভোগ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করে না (৩৩৭ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) । ভোগ-ত্যাগই কাম-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় ॥ ৩৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রণীত সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসারসংগ্রহে কাম-জয়ের উপায়—

সংকল্পানুদয়ে হেতুর্থথাভুতার্থদর্শনম্ ।

অনর্থচিন্তনং চাভ্যাং নাবকাশোহস্য বিদাতে ॥ ৬৮

বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বোধ তাহা হইতে অনিষ্টপাতের চিন্তা—এই দুইটী জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে মনে কামসংকল্পের উদয় হইতে পারে না ।

মথার্থদর্শনং বস্তুনানর্থস্যাপি চিন্তনম্ ।

সংকল্পস্যাপি কামস্য তদ্বোধোপায় ইষাতে ॥

এই জন্য ভোগ্য বিষয়ে যথাদৃষ্টি, এবং উহা হইতে অনর্থপাতের চিন্তা—এই উভয়ই বাসনা ও কামের বোধোপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

অবয়ববোধিনী । ইन्द्रিয়াণি (ইन्द्रিয়সমূহ) মনঃ বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি) অস্যা (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়) উচ্যতে (কথিত হয়) ; এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইহাদিগের দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) দেহিনং (দেহাভিমাত্রী জীবকে) বিমোহয়তি (মোহাভিভূত করে) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ । ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিনটি কামের অধিষ্ঠানভূমি । এতাবতের দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহাভিমাত্রী জীবকে মোহাভিভূত করে ॥ ৪০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো জনসাবরণত্বেন বৈরী সর্বস্যো-
তাপেক্ষায়ামাহ—জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন নিবহ্নং কৰ্ত্তুং শক্যমিতি—ইন্দ্রিয়া-

তস্মাৎ ত্বমিन्द्रিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ ।

পাপানং প্রজহিহ্যনং * জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

গীতি । ইन्द्रিয়াণি মনো বুদ্ধিষ্ঠাস্য কামস্যাধিষ্ঠানমাশ্রয় উচ্যতে । এতৈরিन्द्रিয়াদিভিরশ্রয়ৈর্কিমোহয়তি বিবিধং মোহয়তোষ কামো জ্ঞানমারুত্যাচ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইन्द्रিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্ । বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সংকল্পেনাধাবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিन्द्रিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিষ্ঠাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে । এতৈরিन्द्रিয়াদিভির্দর্শনাদিবিপারবস্তিরাশ্রয়ভূতৈর্কিবেকজ্ঞানমারুত্যা দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । রূপরসাদির আশ্রয়স্বরূপ চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেन्द्रিয়, এবং হস্তপদাদি কর্মেन्द्रিয়গণ, এবং সংকল্পস্বরূপ মন ও নিশ্চয়াগ্নিকা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কাম জ্ঞানকে আরুত, এবং দেহাভ্রবুদ্ধি জীবকে মুগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

অনুবোধিনী । হে ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ !), তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) ইन्द्रিয়াণি (ইन्द्रিয়সমূহকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিনাশকারী) পাপানং (পাপস্বরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহিহি (পরিত্যাগ কর) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভরতর্ষভ ! তুমি প্রথমতঃ ইन्द्रিয়সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব পাপের মূলভূত ও জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশকারী এই কামকে পরিত্যাগ কর ॥ ৪১ ॥

শাস্ত্ররভাষ্যম্ । যত এবং—তস্মাদিতি । তস্মাত্ত্বমিन्द्रিয়াণ্যাদৌ পূর্বে নিয়ম্য বশীকৃত্য ভরতর্ষভ পাপানং পাপাচারং কামং প্রজহিহি পরিত্যজ । এনং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ । জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্যাতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ । বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবঃ । তয়োজ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোর্নানো নাশকঃ । তং নাশনং প্রজহিহ্যজ্ঞানং পরিত্যজেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাদেবং—তস্মাদিতি । তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্বেমেবেन्द्रিয়াণি মনো বুদ্ধিং চ নিয়ম্য পাপানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি হ্যাতয় । যদ্বা প্রজহিহি পরিত্যজ । জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্ । বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্ । তয়োর্নাশনম্ । যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশজম্ । বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজম্ । “তমেব ধীরো বিজায় প্রজ্ঞাং কুর্ক্বীতে” তি শ্রুতেঃ(ক) ॥৪১॥

* প্রজহি হ্যেনমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ ।

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।২১

ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণ্যাহুরিদ্ভিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যেমন পর্বত, দুর্গ আদি রাজাদিগের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, সেইরূপ ইন্দ্ৰিয়াদিও কামের প্রশস্ত আশ্রয়স্থান । ইন্দ্ৰিয়গুলি স্ববশে থাকিলেই কাম স্বত এবং বিনষ্ট হইয়া যাইবে । ইন্দ্ৰিয় বশীভূত হইলেই মন বুদ্ধিও কুমশঃ বশীভূত হইয়া আসে । কেননা, বাহ্যেইন্দ্ৰিয়-রুত্তি দ্বারাই মন ও বুদ্ধি মলিন হইয়া অনর্থপাত করে । “ভরতর্ষভ” সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ অজ্জুনকে মহাশৌর্যাবীর্যবৎ-কুলসম্ভূত বলিয়া রিপুদমনে উৎসাহিত করিলেন । জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন পুরুষ সমস্ত পাপেরই অনুষ্ঠান করিতে পারে । শাস্ত্রোক্ত “বিজ্ঞান” শব্দে কেহ যেন অধুনাতন বাস্তিদিগের ন্যায় ‘সায়েন্স’ (Science) বুঝিবেন না । শাস্ত্রোপদেশ জনিত আত্মবোধের নাম “জ্ঞান”, এবং নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আত্মার অনুভব বা বিশেষজ্ঞানের নাম “বিজ্ঞান” । কামই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়া প্রধানরূপে পাপরাশির সূচনা করিয়া থাকে । অতএব কামকে মহা অনর্থকারী অপরাধীর ন্যায় দণ্ড-দান ও বিনাশ করা কর্তব্য ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী । ইন্দ্ৰিয়াণি (ইন্দ্ৰিয়গণকে) [দেহাদি হইতে] পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহঃ (কহিয়া থাকেন), ইন্দ্ৰিয়েভ্যঃ (ইন্দ্ৰিয়গণ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে) বুদ্ধিঃ পরা (বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ); যঃ তু (যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) পরতঃ (অন্তরে) সঃ (তিনিই আত্মা) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ । স্থূল শরীর হইতে ইন্দ্ৰিয়গণ শ্রেষ্ঠ । ইন্দ্ৰিয় হইতে মন এবং মন-অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ । এবং বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ আত্মার) তিনিই আত্মা ॥ ৪২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ইন্দ্ৰিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহীহীতুম্ । তত্র কিমশ্রয়ঃ কামং জহাদিতি ? উচ্যতে—ইন্দ্ৰিয়াণীতি । ইন্দ্ৰিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ । দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্ষ্য সৌক্ষ্মাত্তরস্থং স্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহঃ পণ্ডিতাঃ । তথৈন্দ্ৰিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকম্ । তথা মনসস্ত পরা বুদ্ধিনিশ্চয়াত্মিকা । তথা যঃ সর্বদুশোভ্যো বুদ্ধ্যন্তেভ্য আভ্যন্তরঃ । যং দেহিনমিন্দ্ৰিয়াদিভিরাত্মশৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তী-ত্যন্তম্—বুদ্ধেঃ পরতস্ত স বুদ্ধের্দৃষ্টা পরমাত্মা ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যত্র চিত্তপ্রণিধানেনৈন্দ্ৰিয়াণি নিয়ন্তং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্ৰিয়াণীতি । ইন্দ্ৰিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহঃ । সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ । অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপার্থাদুক্তং ভবতি । ইন্দ্ৰিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরম্ । তৎপ্রবর্তকত্বাৎ । মনসস্ত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা । নিশ্চয়পর্বকত্বাৎ সংকল্পস্য ।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা। সংসৃত্যাত্মানমাত্মনা ।

জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি

শ্রীভগবদগীতাঃ সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগাশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কৰ্ম্মযোগো নাম

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

যন্ত বুদ্ধেঃ পরতন্তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সৰ্ব্বান্তরঃ স আত্মা । তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি
দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ইন্দ্রিয়গণের চেণ্টা ব্যতীত শরীর কোন কার্যাই করিতে পারে না । মনের উত্তেজনা ও প্রেরণা ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যচেণ্টা উৎপন্ন হয় না । আবার বুদ্ধির সহায়তা ভিন্ন মনের সক্ষমরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না কেননা, সক্ষম নিশ্চয়াত্মক, এবং আত্মার সত্তা ও প্রকাশ ভিন্ন বুদ্ধিরও বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই । এইজন্য এতাবতের ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । শ্রুতিও বলিয়াছেন, “পুরুষান পরং কিঞ্চিৎ” (ক) —পরমাত্মা হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই ॥ ৪২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শ্রীভগবান্ সংক্ষেপে এই শ্লোক মধ্যে আত্মদর্শনের উপায় বিবৃত করিয়াছেন । স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংঘাতরূপ সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিত । ইহার পর পর সূক্ষ্ম । মন ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়গ্রহণ-ব্যাপার হইতে প্রত্যাহত হইয়া অন্তরে স্থিত ও অহংবুদ্ধিতে একাগ্র হইলে যোগশাস্ত্রীয় সানন্দ ও সাক্ষিমিতা সমাধি লাভ হইয়া থাকে । অবশেষে অন্তঃকরণ বাহ্য বা আন্তর বিষয় (চিত্তা) গ্রহণে নিরন্ত হইলে (অর্থাৎ তমঃ ও রজঃ গুণের ক্ষয়বশতঃ চিত্তশুদ্ধি হইলে) মন আত্মসংস্থ হয় (৬২৫ শ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) । তখনই বুদ্ধাদির প্রেরক (চৈতন্যকারক) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয় ॥ ৪৩ ॥

অনুবোধিনী । মহাবাহো (হে মহাবাহো!) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) পরং (শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধা (জানিয়া) আত্মনা (বুদ্ধির দ্বারা) আত্মানং (চিত্তকে) সংসৃত্য (স্থির করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুর্জয়) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (নাশ কর) ॥ ৪৩ ॥

বদ্ধানুবাদ । হে মহাবাহো ! তুমি আত্মাকে এইরূপ বিদিত হইয়া, এবং নিশ্চয়াত্মিকতা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া, এই তৃষ্ণারূপ দুর্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ কর ॥ ৪৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ততঃ কিম্ ?—এবমিতি । এবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা । সংসৃত্তা সম্যক্ স্তম্ভনং কৃৎস্না স্বেনৈবাশ্রিতা সংস্কৃতেন মনসা সম্যক্ সমাধায়েত্যর্থঃ । জহোন্ম শত্রুম্ । হে মহাবাহো । কামরূপং দুরাসদম্ । দুঃখেনাসদ আসদনং প্রাপ্তিত্যস্য তং দুরাসদম্ । দুর্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শাক্তরে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । উপসংহরতি—এবমিতি । বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ । আত্মা তু নির্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বদ্ধান্বনৈবংভূতয়া নিশ্চিয়াত্মিকয়া বুদ্ধাত্মানং মনঃ সংসৃত্তা নিশ্চলং কৃৎস্না কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয় । দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বধর্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ ।

তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্বকর্মভিত্তিঃ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতাত্মাং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিনাং কর্মমযোগো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । নির্মল বুদ্ধির নিশ্চয় সঙ্কল্প দ্বারা মন ক্রমশঃ অবিচলিত হইয়া আসে । মন যতদিন বিচলিত থাকে, ততদিন তৃষ্ণারূপ তরঙ্গ ব্যাকুল হইয়া নানা দুঃখ ক্লেশ ও অনর্থের ভাগী হয় । বিচলিত মন ভগবদ্দর্শনাভিমুখ হয় না । এই কামরূপ মহাশত্রু বিনষ্ট না হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র আশা নাই । “মহাবাহো” এই সম্বোধনের দ্বারা ভগবান্ অর্জুনকে তেজস্বী বলিয়া বৈরিনিপাতে উৎসাহিত করিলেন ।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার এই—

‘উপায়ঃ কর্মনিষ্ঠাত্র প্রাধান্যেনোপসংহতা ।

উপেয়ো জ্ঞাননিষ্ঠা তু তদ্গুণত্বেন কীর্তিতা ॥’

জ্ঞাননিষ্ঠার উপায় স্বরূপ কর্মনিষ্ঠাকে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রধানরূপে, এবং কর্মনিষ্ঠার ফল স্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে গৌণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদবধুতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত

গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য ব্যাখ্যার

তৃতীয় অধ্যায় সামাপ্ত ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অনুবোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) । অহম্ (আমি) ইমম্ (এই) অব্যয়ং (অব্যয়) যোগং (যোগ) বিবস্বতে (সূর্য্যাকে) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম) ; বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন) ; মনুঃ (মনু) ইক্ষাকবে (ইক্ষাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ বলিলেন, এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম । সূর্য্য [নিজ পুত্র] মনুকে বলিয়াছিলেন, এবং মনু [স্বকীয় পুত্র] ইক্ষাকুর নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । যোগঃ যোগোহধ্যায়দ্বয়েনোক্তো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ সংন্যাসঃ । স কৰ্ম্মযোগোপায়ঃ । যস্মিন্ বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ । গীতাসু চ সৰ্ব্বাশ্রয়মেব যোগো বিবক্ষিতো ভগবতা । অতঃ পরিসমাপ্তং বেদার্থং মনুনিষ্ঠং বংশকথনেन স্তোতি ভগবান্—ইমমিতি । ইমমধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং বিবস্বত আদিত্যায় সৰ্গাদৌ প্রোক্ত-বানহমব্যয়ং জগৎপরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায় । তেন যোগবলেন যুক্তান্তে সমর্থ্য ভবন্তি ব্রহ্ম পরিরক্ষিতুম্ । ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎ পরিপালয়িতুমলম্ । অব্যয়মব্যয়ফলকত্বাৎ । ন হাস্য সমাপদর্শননিষ্ঠালক্ষণস্যা মোক্ষাখ্যাং ফলং বোতি । স চ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ । মনুরিক্ষাকবে স্বপুত্রাদিরাজ্যাব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

আবির্ভাবতিরোভাবাবিষ্কৃত্ত্বং স্বয়ং হরিঃ ।

তত্ত্বংপদবিবেকার্থং কৰ্ম্মযোগং প্রশংসতি ॥

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কৰ্ম্মযোগোপায়কজ্ঞানযোগো মোক্ষসাধনত্বেনোক্তঃ । তমেবং ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন তত্ত্বংপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরা-প্রাপ্তত্বেন শ্রবন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইমমিতি ত্রিভিঃ । অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্ । ইমং যোগং পুরাহং বিবস্বত আদিত্যায় কথিতবান্ । স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ । স চ মনুঃ স্বপুত্রায়ৈক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত জ্ঞানযোগ 'কৰ্ম্ম-নিষ্ঠারূপ কৰ্ম্মযোগ দ্বারা লাভ করা যায় । এই জ্ঞানযোগের সনাতনত্ব প্রমাণ করিবার

এবং পরস্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ* ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

জনা সূর্য্য ও মনু আদি পুরুষপরস্পরাগত উপদেশের উল্লেখ করিলেন । সূর্য্য ক্ষত্রিয়কুলের বীজস্বরূপ । এই জনযোগই প্রথমাবস্থা হইতে ক্ষত্রিয়দিগকে পুষ্ট ও বলবান করিয়া আসিতেছে । জ্ঞানযোগের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্, এইজনা উহা অব্যয়, এবং উহার মোক্ষরূপ ফলও অব্যয় । এই অব্যয় শক্তির সেবা করিয়াই ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে । অর্জুনকে ভগবান্ ইহাই সঙ্কেত করিলেন ॥ ১ ॥

অনুবোধিনী । পরন্তপ (হে পরন্তপ !) ; এবং (এইরূপ) পরস্পরাপ্রাপ্তম্ (পুরুষ-পরস্পরাগত) ইমং (এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (বিদিত ছিলেন) ; ইহ (এই লোকে) স যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন (দীর্ঘ কালে) নষ্টঃ (বিলুপ্ত হইয়াছে) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পরন্তপ ! রাজর্ষিগণ এই যোগ পুরুষপরস্পরাগত উপদেশ দ্বারা বিদিত হইতেন । কালক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এবমিতি । এবং ক্ষত্রিয়পরস্পরাপ্রাপ্তমিমং । রাজর্ষয়ো রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ । বিদুরিমং যোগম্ । স যোগঃ কালেনেহ মহতা দীর্ঘেণ নষ্টো বিচ্ছিন্ন-সংপ্রদায়ঃ সংরুতঃ । হে পরন্তপ ! আত্মনো বিপক্ষভূতাঃ পরা উচ্যন্তে । তাপ্তোহ্যাতোজো-গভস্তিভির্ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ । শত্রুতাপন ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবমিতি । এবং রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি । অন্যোহপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ । স্বপিত্তাদিভিরিক্ষাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম । অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ শত্রুতাপন । স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এই সূক্ষ্ম ও গুহ্য জ্ঞানযোগ নিমি, জনক কৈকয়্য আদি রাজর্ষিগণ নিজ নিজ আচার্য্য পিত্তাদির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন । ‘রাজর্ষি পদটী রাজা ও ঋষি উভয়তঃ গৃহীত হইলে সনক, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবেন । যখন সর্ব্বাসসৌষ্ঠবের সহিত ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, তখনই মহাভগবান্ এই জ্ঞানযোগ শিক্ষার অধিকারী হইয়া থাকেন । কালক্রমে সেই ধর্ম্মভাবের দুর্ব্বলতা, অজিতেন্দ্রিয়তা এবং কাম-ক্ৰোধাদির বশবর্ত্তিতা জন্য, জীবগণ অধুনা তাহার অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছে । কিন্তু “হে পরন্তপ”—ভগবান্ অর্জুনকে এই সম্বোধনে জিতেন্দ্রিয় ও যোগ্যাধিকারী বলিয়া এই জ্ঞানযোগের সাধনে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন । স্বর্গে উর্ব্বশী আদি অঙ্গসরার সঙ্গ উপেক্ষা করায় অর্জুনের জিতেন্দ্রিয়ত্ব শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ । অর্জুন জ্ঞানযোগের যোগ্যাধিকারী ॥ ২ ॥

*এস্থলে “রাজর্ষয়োহবিদুঃ” এইরূপ পাঠ হইলে “অবিদুঃ” পদটি অতীতকাল-বোধক হশ । শ্রীধরস্বামী বর্ত্তমানকালবোধক “বিদুঃ” পদটির “জানন্তি স্ম” এইরূপ অতীতকালই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

স এবায়ং ময়া তেহি যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্টে । ব্রহ্মচর্যা ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমধর্ম যথাযথ পালনপরায়ণ ব্যক্তিগণই জ্ঞান-যোগের অধিকারী হইতে পারেন। অধুনা ব্রহ্মচর্যা ব্রতানুষ্ঠান না করিয়াই শাস্ত্রালোচনা ও যোগাসের অভ্যাস করিতে গিয়া অনেকেই বিফল মনোরথ হয়েন। কিন্তু যথানিয়মিত আশ্রমধর্ম ও তদনুকূল কর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধির পর জ্ঞানযোগের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে। কেবল প্রাণায়াম করিয়া অথবা জ্ঞানশাস্ত্রের চর্চায় কোনও বিশেষ উপকারের আশা নাই ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী । [তুমি] মে (আমার) ভক্তঃ সখা চ অসি (ভক্ত ও মিত্র) ইতি (এই জন্য) অয়ং (এই) সঃ পুরাতনঃ (সেই পরাতন) যোগঃ (জ্ঞানযোগ) অদা (আজ) ময়া (মৎকর্তৃক) তে এব (তোমাকেই) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) ; হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমং রহস্যম্ (অতি গূঢ় রহস্য) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই অনাদিসিদ্ধ জ্ঞানযোগ এক্ষণে আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। কেননা, তুমি আমার ভক্ত ও সখা। তজ্জন্য আমি তোমাকে এই গূঢ় রহস্য কহিলাম ॥ ৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । দুর্বলানজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য নষ্টং যোগমিমমুপলভ্য লোকং চাপুরুষার্থ-সম্বন্ধিনং—স এবায়মিতি । স এবায়ং ময়া তে তুভ্যমদ্যদানীং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ । ভক্তোহসি মে সখা চাসীতি । রহস্যং হি যস্মাদেতদুত্তমং যোগজ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । স এবায়মিতি । স এবায়ং যোগোহদ্য বিচ্ছিন্নে সংপ্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ । যতন্তুং মম ভক্তোহসি সখা চ । অনাস্মৈ ময়া নোচ্যতে । হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এই জ্ঞানযোগ অনধিকারীকে বলিতে নাই। শিষ্য উপযুক্ত হইলেই গুরু তাহাকে এই যোগরসান্ত বলিবেন। আমি পূর্বে সূর্যাদিকে বলিয়াছিলাম ; এবং আপাততঃ তোমার প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলাম। নতুবা এ উপদেশ আর কাহাকেও দান করি নাই। তুমি শরণাগত ভক্ত ও অনুগত। এই জানই তোমাকে বলিলাম। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

“বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমা জগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেহহমস্মি ।

অসূয়কায়ান্জবেহযতায় মা মা শ্রুয়াদীর্ঘাবতী তথা স্যাম্ ॥” (ক)

(ক) মুক্তিকোপনিষৎ—১ অঃ, উপসংহারংশ

অৰ্জুন উবাচ ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

এক সময়ে ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! তোমরা আমাকে অতি গোপনে রক্ষা কর । আর যদি কখন অন্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া গোপনে রক্ষা করিতে না পার, তবে বিবেকবৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন অধিকারী ব্যক্তিকে আমার উপদেশ করিও । অসূয়াযুক্ত, কুটিলপ্রকৃতি, অসংযতমনা ব্যক্তিকে উপদেশ করিও না । কেননা, তাহা হইলে আমি (ব্রহ্মবেত্তা) শুভফলপ্রসূ হইতে পারিব না ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) । ভবতঃ (তোমার) জন্ম অপরং (জন্ম পরে), বিবস্বতঃ (সূর্য্যের) জন্ম পরং (জন্ম পূর্বে হইয়াছে), ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) প্রোক্তবান্ (কহিয়াছিলে) এতৎ (ইহা) কথম্ (কিরূপে) বিজানীয়াম্ (জানিব?) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্ ! তোমার জন্মবার বছদিন পূর্বে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; তবে তুমি যে ঋষ্টির প্রারম্ভকাল সূর্য্যকে এই জ্ঞান-যোগের বৃত্তান্ত কহিয়াছিলে, তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারি ? ॥ ৪ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তমিতি । মা ভূৎ কস্যাচিদ্ধিকিরিতি পরিহারার্থং চোদ্যমিব কুর্ক্সম্ অৰ্জুন উবাচ—অপরমিতি অপরমর্কাগুসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম । পরং পূর্বে সর্গাদৌ জন্মোৎপত্তির্বিবস্বত আদিতাস্য । তৎ কথমেতদ্বিজানীয়ামবিরুদ্ধার্থতয়া—যন্তুমেবাদৌ প্রোক্তবানিমং যোগং । স এব ত্বমিদানীং মহাং প্রোক্তবানসীতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ভগবতো বিবস্বতং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যাম্ অৰ্জুন উবাচ—অপরমিতি । অপরমর্কাচীনং তব জন্ম । পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম । তস্মাত্তবাপুনাং তদ্ব্যচিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি—এতৎ কথমহং জানীয়াং জ্ঞাতুং শরুণাম্ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবানের মুখে অৰ্জুন ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন যে, “ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিত্”—আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, বা মরেন না । কিন্তু শরীরের জন্ম আছে ও মরণ আছে জানিয়া ভগবানের বাসুদেবদেহ পরিগ্রহ অল্পদিনের এবং সূর্য্যের প্রকাশ সৃষ্টির আদিকালে, এইজন্য অৰ্জুনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । বাসুদেবদেহে সূর্য্যকে উপদেশ দান করা সম্ভব নহে । যদি পূর্বে কোন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন,

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।

তানাহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

তাহাই বা বর্তমান দেহে স্মরণ থাকিবে কিরূপে? কেননা, জন্মান্তরকৃত কার্যাবৃত্তান্ত দেহীর স্মরণ থাকা সম্ভবই নহে । কারণ, দেহধারী জীবমাত্রই অসৰ্বজ্ঞ ॥ ৪ ॥

অনুবোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) । অর্জুন (হে অর্জুন !) মে (আমার) তব চ (এবং তোমার) বহনি (বহ) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে) ; অহং (আমি) তানি (সেই) সৰ্ব্বাণি (সমস্ত) বেদ (বিদিত আছি), [কিন্তু] পরন্তপ (হে পরন্তপ !), ত্বং (তুমি) [তাহা] ন বেথ (অবগত নও) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন হে অর্জুন ! আমার এবং তোমার বহবার জন্ম হইয়া গিয়াছে । হে পরন্তপ ! আমি সে সমস্তই বিদিত আছি, তুমি তত্তাব-জন্মবৃত্তান্ত অবগত নও ॥ ৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যা বাসুদেবেহনীধরত্বাসৰ্বজ্ঞত্বাশঙ্কা মুখ্যাণাং তাং পরিহরন্ ভগবানুবাচ—যদর্থো হার্জুনস্য প্রশ্নঃ—বহুনীতি । বহুনি মে মম ব্যতীতান্যতিকৃত্তানি জন্মানি তব চ । হে অর্জুন । তানাহং বেদ জানে সৰ্ব্বাণি । ত্বং ন বেথ ন জানীষে । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদি-প্রতিবন্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ । অহং পুনর্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুত্তমভাবত্বাদনাবরণজ্ঞানশক্তিরিতি বেদাহং । হে পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—বহুনীতি । তানাহং বেদ বেদ্বি । অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ । ত্বং তু ন বেথ ন বেৎসি অবিদ্যাবৃত্তত্বাৎ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সৰ্বদা বিদ্যমান সূর্য্যের যেমন লোকজগতে উদয় ও অস্ত স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি অজ ও অমর হইলেও লোকদৃষ্টিতে পূর্বে আমার অনেক দেহ পরিগৃহীত হইয়াছে । সেইরূপ তোমারও অনেক দেহ গত হইয়াছে । আমার আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞান অবিচলিত থাকায় আমি চিরদিন ভ্রমপ্রমাদশূন্য, সেইজন্য আমার এবং তোমার সকল জন্মেরই কথা আমি অবগত আছি । তুমি অজ্ঞানজালে অভিভূত হইয়া বারংবার দেহান্ধবুদ্ধির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছ । এইজন্য অন্তর্ভুক্তি-প্রবাহের নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ধারা খণ্ডিত হওয়ায় অনাদিকালসিদ্ধ জ্ঞানসূত্র ছিল ভিন্ন হইয়া গিয়াছে । তাই তোমার কিছুই স্মরণ নাই । রোগ, শোক, ভয়, জরা প্রভৃতি স্মরণশক্তিহানির প্রধান কারণ । একজন লোক ক্রমাগত ১০১০৫ দিন উপবাসী থাকিলে সে পূর্বাভাস্ত অনেক বিষয় বিস্মৃত

অজোহপি সন্নব্যাত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ । প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

হইয়া যায় । রোগবিকারযুক্ত হইলে মস্তিষ্কের জড়তা ও বুদ্ধিবিকারের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণশক্তিরও যথেষ্ট হানি হয় । তাড়িত বা ভয়বিহ্বল হইলে লোকের চিরাভ্যন্ত বিষয়ও স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া থাকে । বহু গুরুতর বিষয় চিন্তনদ্বারা মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইলে, লোকে স্বভাবতঃ পর্বেের অনেক কথা ভুলিয়া যায় । এইরূপ এক একটী সাধারণ কারণেই যখন স্মৃতিশক্তি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন মৃত্যুকালে এই সমস্ত ও অন্যান্য নানাবিধ স্মৃতিভ্রংশকর হেতুসমূহের একশেষ ও সমভাৎ আবির্ভাব হইলে এবং বিশেষ বিপ্লবরূপ দেহের পরিবর্তন ঘটিলে পূর্বকৃত কার্যকলাপের কিছুমাত্র স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই । তবে যাঁহাদিগের বুদ্ধিস্থান এই সকল বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থার বিষম তাড়ানায় বিচলিত না হয়, তাঁহাদিগের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয় না । তাঁহাদিগকে “জাতিস্মর” কহে । জড়ভরত ও লীলাসরস্বতী আদির বৃত্তান্তে* ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । আত্মজ্ঞানপ্রভাবে যাঁহার অন্তঃকরণ অজ্ঞানাবিভূত না হয়, তিনি সর্বজ্ঞ । এইজন্য ভগবান্ বাসুদেব পূর্বকৃত কোন কথাই বিস্মৃত হয়েন নাই । অজ্ঞানের জীবনস্বভাবসুলভ অজ্ঞানারত চিত্তে পূর্বকৃত কোন কার্যেরই স্বরূপ প্রতিবিম্ব পড়িতেছে না ॥ ৫ ॥

অনুবোধিনী । [আমি] অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও), অব্যাত্মা (অবিনশ্বর) [হইয়াও], ভূতানাং (প্রাণিসকলের) ঈশ্বরঃ সন্ অপি (প্রভু হইয়াও), স্বাং (নিজ) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (বশীভূত করিয়া) আত্মমায়য়া (নিজ মায়্যা দ্বারা) সন্তবামি (জন্মগ্রহণ করি) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি জন্মসরণরহিত এবং সর্বভূতেশ হইয়াও নিজ মায়াকে অবলম্বন পূর্বক জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যে । কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্মাদধর্মাতাবেহপি জন্মেতি ? উচ্যতে—অজোহপীতি । অজোহপি জন্মরহিতোহপি সন্ । তথা—অব্যাত্মাক্ষীগজানশস্তিস্বভাবোহপি সন্ । তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপর্যাত্তানামীশ্বর ঈশনশীলোহপি সন্ । প্রকৃতিং স্বাং বৈষ্ণবীং মায়্যাং ত্রিগুণাঙ্ঘিকাম । যস্য বশে সর্বং জগৎ বর্ততে । যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি । তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য । সন্তবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাশ্রমায়য়া । ন পরমার্থতো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননুদৈন্তব কুতো জন্ম ? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জন্ম—যেন বহুনি মে ব্যতীতানীত্বাচ্যতে ? ঈশ্বরস্য তব পণাপাবিহীনস্য কথং জীব-বজ্জন্মেতি ? অত আহ—অজোহপীতি । সত্যমেবম্ । তথাপ্যাজোহপি জন্মশুন্যোহপি সন্নহম্ ।

* যোগবাশিষ্ঠ দ্রষ্টব্য ।

তথাবায়াদ্রাপানস্বরস্বভাবোহপি সন্ । তথা—ঈশ্বরোহপি কৰ্মপারতন্ত্ৰ্যরহিতোহপি সন্
স্বমায়য়া সন্তবামি সমাগপ্রচ্যুতজ্ঞানবসবীৰ্য্যাদিশঙ্কাব ভবামি । ননু তথাপি ষোড়শ-
কলাত্মকলিপদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্মেতি ? অত উক্তং—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকং প্রকৃতিমধিষ্ঠায়
স্বীকৃত্য । বিশুদ্ধোজ্জ্বলিতসত্ত্বমূৰ্ত্ত্য স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি অনাদি, তাঁহার জন্ম নাই । যিনি অবিনাশী, তাঁহার
মরণ হইবে কিরূপে ? এবং পুণ্য, পাপাদি সকাম কিয়া অনুষ্ঠিত না হইলে ফলভোগায়তন-
স্বরূপ দেহই বা রচিত হইবে কোথা হইতে ? ভগবান্ বাসুদেবের কথিত—“আমার
বহবার জন্ম মরণ হইয়াছে” একথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় না । আবার
তাঁহাকে জীব বলিয়া মানিলে তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ হইবেন কিরূপে ? ব্যক্তি উপাধিযুক্ত জীব পরিচ্ছিন্ন
জ্ঞান বশতঃ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান বেত্তা হইতে পারে না । সমষ্টি উপাধিযুক্ত বিরাট্ বা
হিরণ্যগৰ্ভ মূর্তিতে সমস্ত জগৎ অন্তর্নিহিত থাকায় তাঁহার পৃথক্ দেহ পরিগ্রহ এবং তাহা-
হইতে বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে । অতএব ভগবান্ বাসুদেব ইতিপূৰ্বে
বহু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বামদেবাদি জাতিস্মর যোগীদিগের ন্যায় পূৰ্ব্বকথা সমস্ত
স্মরণ রাখিয়াছেন, ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি ? অজ্ঞানের এই বিষম সন্দেহ অপসারণার্থ
ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন ।

অদৃষ্টজন্য দেহ-ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণের নাম জন্ম এবং ভোগবসানে তত্ত্বাবৎ বিয়োগের নাম
মরণ । ধৰ্ম্ম এবং অধৰ্ম্মই জীবের জন্ম-মরণের হেতু । দেহাভিমानी অজ্ঞানীর অনুষ্ঠিত
কৰ্ম্ম-স্বভাববশতঃই এই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের উৎপত্তি হয় । এই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের অধীন হইয়া ঈশ্বরের জন্ম
পরিগ্রহ করা সম্ভব নহে । হে অজ্ঞান ! আমার কৰ্ম্মফল জন্য জন্ম-মরণ আদৌ নাই । ব্রহ্মা
হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের আমিই একমাত্র অধীশ্বর । আমার জন্ম ও মরণ না থাকিলেও
অঘটনঘটনপটীয়াসী ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বকীয় চিদাভাসযোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায়
আবির্ভূত হই । এই অনাদ্যা মায়া আমার উপাধি মাত্র, বাবহার কাল পর্য্যন্ত উহা আমাতে
থাকিয়া জগতের কার্য্য সম্পাদন করে । এই মায়া দ্বারাই আমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্তি প্রকাশিত
হয় । কার্য্যশেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া যায় । এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরোভাবের
নাম আমার জন্ম ও মরণ । আমাকে যে সাধারণ জীবের ন্যায় স্থলশরীরধারী ও কার্য্যানিশ্চ
দেখিতেছ, তাহা লোকানুগ্রহার্থ আমারই বিশুদ্ধ মায়ার বিজুগল মাত্র জানিবে । শাস্ত্রে
উক্ত হইয়াছে—

“মায়া হোষা ময়া সৃষ্টা যন্নাং পশাসি নারদ ।

সৰ্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥” (ক)

হে নারদ ! তুমি চৰ্ম্ম চক্ষুতে আমার যে শরীর দেখিতেছ, উহা মায়ারচিত । এই মায়িক
শরীরাত আমার স্বরূপ তুমি চৰ্ম্ম চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছ না । এই স্বরূপ দেখতে

যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য গ্লানিৰ্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধৰ্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

হইলে সৎ-চিত্ত-আনন্দ-ঘন শরীরে সমাধি করিতে হইবে । মায়ার বিচিত্র মহিমাতেই স্থলদর্শিগণ ভগবান্কে স্থলরূপেই দর্শন করে ।

কৃষ্ণমেনমবেহি দ্ৰুমান্মানমথিলাত্মনাম্ ।

জগদ্ধিতায় সৌহপাত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াও ভক্তগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজ মায়ায় দেহী জীবের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন । সাধারণ জীবগণ মায়ার আধিপত্যে অভিভূত হইয়া ভৌতিক দেহ ধারণে বাধ্য হইয়া থাকে । কিন্তু ঈশ্বরের দেহ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ । মায়্যা তাঁহার আজ্ঞাকারিণী হইয়া তাঁহার সাময়িক কার্য সাধনোপযোগী দেহ রচনা করিয়া দেয় । জীব মায়ার অধীন, এবং ঈশ্বর মায়ার অধিনায়ক । ঈশ্বর ও জীব ইহাই বিষম প্রভেদ ॥ ৬ ॥

অবয়ববোধিনী । ভারত (হে ভারত !) যদা যদা হি (যে যে সময়ে) ধৰ্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গ্লানিঃ (হানি) [এবং] অধৰ্ম্মস্য (অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানং (প্রাদুর্ভাব) ভবতি (হয়), তদা (সেই সময়ে) অহম্ (আমি) আত্মানং (আপনাকে) সৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত ! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি বা হানি হইয়া থাকে এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি দেহ রচনা করিয়া লই ॥ ৭ ॥

শাক্তবিশেষ । তচ্চ জন্ম কদেতি ? উচ্যতে—যদেতি । যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য গ্লানির্হানির্কর্ণাপ্রমাদিলক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্যাভাবো ভবতি । হে ভারত । অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোহধৰ্ম্মস্য । তদাত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি । গ্লানির্হানিঃ । অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বুঝিলাম, সচ্চিদানন্দ পুরুষের স্বেচ্ছাপূর্বক দেহ ধারণ করা তৎপ্রকৃতিসিদ্ধ । কিন্তু কি জন্য ও কি অবস্থায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, অজ্ঞানের এই ঔৎসুক্য নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যখন অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্তিধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্যাди আশ্রমধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়-দমনাদি নিবৃত্তিধর্ম্ম ও ভগবন্তৃষ্টি গুরুজনে শ্রদ্ধা আদি উপাদেয় ধর্ম্মের ধারা ক্ষীণবল হইয়া আসে, এবং পাপাচার ও পাপবুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই আমি নিজ মায়্যা প্রভাবে আমার নিত্য সিদ্ধ শরীর ধারণ করিয়া থাকি ।

ভগবান্, “ভারত” সম্বোধন বাক্যে অজ্ঞানের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিবার অধিকার জ্ঞাপন করিয়াছেন । “ভা”=জ্ঞান এবং “রত”=প্রীতিযুক্ত ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ । ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । সাধুনাং (সাধুদিগের) পরিত্রাণায় (রক্ষার জন্য), দুষ্কৃতাং (দুষ্কৃতিদিগের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত,) ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত) [আমি] যুগে যুগে সন্তবামি (প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । সাধুদিগের রক্ষা দুষ্কৃতিদিগের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিমর্থম্ ?—পরিত্রাণায়েতি । পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধুনাং সন্নাগস্থানাম্ । বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং পাপকারিণাম্ । কিঞ্চ ধর্মসংস্থাপনার্থায়—ধর্মসা সম্যক্ স্থাপনং ধর্মসংস্থাপনম্ । তদর্থম্ । সন্তবামি—যুগে যুগে প্রতিযুগম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরিত্রাণায়েতি । সাধুনাং স্বধর্মবর্তিনাং রক্ষণায় । দুষ্কৃৎ কন্ম কুর্ক্বন্তীতি দুষ্কৃতঃ । তেষাং বধায় চ । এবং ধর্মসংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্কৃতবধেন চ ধর্মং স্থিরীকর্তুম্ । যুগে যুগে তত্তদবসরে সন্তবামীত্যর্থঃ । ন চৈবং দুষ্কৃতিগ্রহং কুর্ক্বতোহপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্ যথাহঃ—লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথাভকৈ । তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুগ্গদোষয়োঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাহারা বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠানে রত এবং প্রাণান্তেও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাঁহারা সাধু, আর যাহারা বিষয়-বिलासे উন্মত্ত হইয়া অথবা দুর্বুদ্ধি-দোষে অভিভূত হইয়া ধর্মনিষিদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা দুষ্কৃৎ । সাধুদিগকে রক্ষা করা ও দুষ্কৃৎ-সমূহকে বিনাশ করা এবং এতদ্বারা ধর্মকে প্রকৃতিস্থ করাই ভগবানের অবতার হওয়ার বিশেষ কারণ । অল্পবুদ্ধি লোকে মনে করিয়া থাকে যে, সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ সঙ্কল্প করিলেই ক্ষণ মধ্যে শতকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিলয় করিতে পারেন, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্থ দুষ্কৃতিগকে দমন করিতে অস্ত্রাদি ধারণ করেন কেন ? অথবা মনুষ্য বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণাদিকে ভগবানের অবতার বলা দূরে থাকুক, সাধু পুরুষ বলিতেও তাহাদের চিত্ত সঙ্কুচিত হয় । কেননা, সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারাই দুষ্কৃৎগকে বশীভূত করিয়া থাকেন । শ্রীকৃষ্ণাদি ঈশ্বরের অবতারসমূহ সাধুদিগের সংগস্থা অবলম্বন না করিয়া দুষ্কৃৎদিগের “বিনাশ” রূপ গর্হিতাচরণ করিলেন কেন ? ভগবান্ কোন কার্য কি জন্য করেন, তাহা মায়ামুক্ত স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন মায়্যভিভূত জীব সহজে বুঝিতে পারে না । ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ, তবে তাঁহার আবার কোন অভাব পূরণার্থ তিনি এই জগদ্গুপ কার্যের সূত্রপাত করিলেন ? তিনি দয়াময়, তাই জীবের ব্যাধিশান্তির জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন । আমি বলি, তিনি রোগ সৃষ্টি পূর্বক ঔষধ বিধান না করিয়া, যদি আদৌ রোগেরই সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে অধিক দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইত । এইরূপ এ পর্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্বের গুহ্য রহস্যরাশি ভেদ করিতে কেই সমর্থ হয়েন নাই । বস্তুতঃ এতাবৎ

তাঁহার অলৌকিকী মায়ার লীলামাত্র । “কেন” ও “কিরাপে” তিনি করিলেন ? মায়াবরণ ভেদ না করিতে পারিলে তাহার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না । এই মাত্র যাহাকে “কার্য্য” বলিয়া স্থির করিলে, ক্ষণবিলম্বেই দেখিবে যে উহাই আবার অন্য একটী কার্য্যের “কারণ” রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে । এইরূপ কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলায় অনাদি কাল হইতে জগতের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে । “অভাব” হইলেই ভাব-শক্তি স্বতঃই আকর্ষিত হইয়া থাকে । তাই অধর্মের বৃদ্ধি—ধর্মের অভাব হইলেই মায়োপহিত চৈতন্য—ঈশ্বরের অনাদ্য প্রকৃতি নিহিত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী শক্তি পৃথিবীর কল্যাণসাধনার্থ আকর্ষিত হইয়া থাকেন । ঐ চৈতন্যপ্রিতা নির্মলা শক্তি পার্থিব প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক দেহীর ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন । “অভাব” পরিপূর্ণ হইয়া গেলেই সেই ময়াবিগ্রহ জগৎ হইতে তিরোহিত হইলেন । মহামায়ার অনন্ত লীলাপট এইরূপেই চিত্রিত ।

দুষ্টদিগের বিনাশ-রূপ গর্হিত কার্য্যের জন্য ভগবানে যে দোষারোপ করা যায়, তাহা নিতান্ত ভ্রম । তাঁহার সমক্ষে একটী কীটাপুর নাশ ও বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সংহার একই কথা । তুমি জুরবিকারে গতাসু হও, বা অস্ত্রাঘাতে মরিয়া যাও, এ দুইটী তোমার দৃষ্টিতে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু আত্মদর্শীর চক্ষে উহা একই ঘটনা, একই নিয়মে সাধিত বলিয়া বোধ হয় । মান্বিক উপাদানে গঠিত তোমার অন্তকরণ ও চক্ষু বিবিধ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে । কিন্তু পরমাত্মরূপী ভগবানে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত সামগ্রীই একমাত্র আত্মসত্তা রূপে প্রবিবিস্থিত হইয়া থাকে । উহা অজ ও অমর । বস্তুতঃ ঈশ্বরের সম্মুখে “বিনাশ” বলিয়া একটা ঘটনা আদৌই নাই । সূর্য্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও লোকের উদয় ও অস্ত কল্পনার ন্যায় দৃষ্টি-দিগের বিনাশ একটী কল্পনামাত্র । ভগবান্ নিজ রূপাণ্ডে আত্মার মলিনপরিচ্ছদ-রূপ পাপদেহগুলিকে মোচন করিয়া দিয়া থাকেন মাত্র । তাহাতে আত্মার উদ্ধৃগতি ভিন্ন অধোগতি হয় না । স্বভাবকৌশলেই ভগবানের দেহধারণ, এবং স্বভাবের কুশলরক্ষণই সে দেহের একমাত্র কার্য্য ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ‘দুষ্টদিগের বিনাশ’ও তাহাদের কল্যাণপ্রদ । যে সমস্ত পাপকর্ম্মের ফলে দুষ্পুত্রতির বিকাশ হইয়াছে, ক্লেশভোগ দ্বারাই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে । ভগবানের শক্তি-প্রভাবেই জীবগণ পাপ ও পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হয় । ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণা ভিন্ন পাপ বা পুণ্যকর্ম্ম কোনও ফল প্রদান করিতে পারে না । প্রত্যেক জীবের কর্ম্মফল ঈশ্বর প্রেরণায় অন্য কাহাকেও নিমিত্ত করিয়া জীবনে সুখ ও দুঃখের কারণ হয় । স্বার্থ বুদ্ধিতে কেহ কাহারও ক্লেশের নিমিত্ত হইলে পাপভাগী হইতে হয় ; কিন্তু, নির্লিপ্ত ঈশ্বরে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না । এইজন্য দুষ্টগণকে বিনাশ করিয়া ভগবান তাহাদের কল্যাণসাধনই করেন ॥ ৮ ॥

জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
 ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥ ৯ ॥
 বীতরাগভয়ক্ৰোধা মন্বয়া মানুপাশ্রিতাঃ ।
 বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী । অর্জুন (হে অর্জুন), যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এই প্রকারে) জন্ম দিব্যং কৰ্ম চ (জন্ম এবং অলৌকিক কৰ্ম) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) দেহং ত্যক্ত্বা (শরীর ত্যাগ করিয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্বার জন্ম) ন এতি (গ্রহণ করেন না) : [কিন্তু] মাম্ (আমাকেই) এতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অর্জুন ! যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কৰ্মবৃত্তান্ত যথাবৎ বিদিত হয়েন তাঁহার দেহান্ত হইলে পুনর্জন্ম হয় না । তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । জন্মেতি । তজ্জন্ম মায়াৰূপম্ । কৰ্ম চ সাধুনাং পরিভ্রাণাদি । মে মম । দিব্যমপ্রাকৃতমৈশ্বর্যম্ । এবং যথোক্তং যো বেত্তি তত্ত্বতস্তত্ত্বেন যথাবৎ । ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি । মামেত্যাগচ্ছতি । স মুচ্যতে । হে অর্জুন ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবংবিধানামীশ্বরজন্মকৰ্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি । স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম কৰ্ম চ ধর্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি । স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম সংসারং নৈতি ন প্রাপ্নোতি । কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ সৎ-চিৎ-আনন্দঘনস্বরূপ । তিনি অজ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ নিজ মায়াবস্তিত দেহ ধারণ দ্বারা জন্ম-মরণাধীন জীবের ন্যায় যে প্রকাশিত হয়েন, ও বেদবিহিত ধর্মের স্থাপন পূর্বক সংসার রক্ষার জন্য যে কৰ্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্তই অলৌকিক । ভগবানকে মনুষ্যের ন্যায় উৎপন্ন, বর্জিত, কৰ্মানুষ্ঠানরত ও মৃত না জানিয়া যিনি তাঁহার লীলা অলৌকিক বলিয়া নিশ্চয় অবগত হয়েন, অর্থাৎ আত্মাকে যিনি সমস্ত লৌকিক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত ও অকর্তা বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, তিনি সংসারবন্ধন-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । বীতরাগভয়ক্ৰোধাঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধহীন) মন্বয়াঃ (আমাতে একাগ্রচিত্ত পুরুষগণ) মাম্ (আমাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় পূর্বক) বহবঃ (অনেকে)

জ্ঞানতপসা (জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা) পূতাঃ (পবিত্র হইয়া) মন্ডাবম্ (আমার স্বরূপ)
আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত, আসাতে একাগ্রচিত্ত এবং
আমার শরণাগত বহু ব্যক্তি জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপ লাভ
করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । নৈষ মোক্ষমার্গ ইদানীং প্রবৃত্তঃ । কিং তহি ? পূর্বমপি
—বীতরাগেতি । বীতরাগভয়ক্ৰোধাঃ । রাগশ্চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্ৰোধাঃ । বীতা
বিগতা রাগভয়ক্ৰোধা যেষামন্তে বীতরাগভয়ক্ৰোধাঃ । মনুষ্যা ব্রহ্মবিদ ঈশ্বরভেদদর্শিনঃ ।
মামেব পরমেশ্বরমুপাশ্রিতাঃ । কেবলজ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যর্থঃ । বহুবোহনেকে জ্ঞানতপসা—জ্ঞানমেব
চ পরমাত্মবিষয়ং তপঃ । তেন জ্ঞানতপসা । পূতাঃ পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্তঃ । মন্ডাবমীশ্বরভাবং
মোক্ষমগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ ইতরতপোনিরপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যস্যা লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি
বিশেষণম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কথং জন্মকর্মজ্ঞানেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাदिति ? অত
আহ—বীতরাগেতি । অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈর্দৈর্ঘ্যপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং
জ্ঞাহ্বা । বীতা বিগতা রাগভয়ক্ৰোধা যেষামন্তে । চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মনুষ্যা মদেকচিন্তা ভূত্বা ।
মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তঃ । মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্মজ্ঞানং চ তপশ্চ । তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্মঃ ।
তয়োদ্বৈতৈকবত্ত্বাঃ । তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধা নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্যামলাঃ । মন্ডাবং মৎসায়ুজাং
প্রাপ্তা বহবঃ । ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোহয়ং মন্ডস্তিমার্গ ইত্যর্থঃ । তদেবং তানাহং বেদ
সর্বগীত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শোশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবে
নিত্যশুদ্ধত্বাজীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানোজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য সতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্ত-
মিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবানের অলৌকিক দেহ ধারণাদির তত্ত্ব জানিলেই
মুক্তিলাভ হয়, ইহা পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই শ্লোকে মুক্তিলাভের বিশেষ
বিবরণ কথিত হইয়াছে । অন্তঃকরণকে বিষয়বাসনাদিবর্জিত নিশ্চল করিয়া, যিনি “তৎ”
রূপ ব্রহ্ম ও “ত্বং” রূপ জীবকে অভিন্ন বোধে দেখেন, অথবা একমাত্র ভগবানেই মন সমর্পণ
করেন, ও অনন্যপ্রেমভক্তিসহ ভগবানেরই শরণাগত হইয়ন এবং আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা
আপনাকে নিশ্চল করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মরূপ পরমভাব লাভকরতঃ স্বাত্মানন্দ
উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বন্ধানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

অনুবোধিনী । পার্থ (হে পার্থ !), যে (যাহারা) যথা (যে ভাবে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (উপাসনা করে), অহং (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথা এব (সেই ভাবেই) ভজামি (অনুগ্রহ করিয়া থাকি ; মনুষ্যাঃ (মনুষ্যাগণ) সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব্ব প্রকারে) মম (আমারই) বন্ধা (পথের) অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করে) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কৰ্ম্মাধিকারী মনুষ্যাগণ নানা প্রকারে পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস । তব তর্হি রাগদ্বেষ্টৌ স্তঃ । যেন কেভাশ্চিদেবাত্মভাবং প্রযচ্ছসি । ন সৰ্ব্বভা ইতি । উচ্যতে—যে যথেন্তি । যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া । মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব তৎফলদানেন । ভজাম্যহমনুগৃহ্ণাম্যহমিত্যেতৎ । তেষাং মোক্ষং প্রত্যর্থিত্বাৎ । ন হোকস্য মুমুক্ষুস্ত্বং ফলার্থিত্বং চ যুগপৎ সম্ভবতি । অতো যে যৎফলার্থিনস্তাংস্তৎফলদানেন । যে যথোক্তকারিণস্তৎফলার্থিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ জ্ঞান-প্রদানেন । যে জ্ঞানিনঃ সংন্যাসিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ মোক্ষপ্রদানেন । তথা আৰ্ত্তানার্তিহরণে-নেতি । এবং যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে যে তাংস্তথৈব ভজামীত্যর্থঃ । ন পুনা রাগদ্বেষ্টনিমিত্তং মোহনিমিত্তং বা কংচিদ্ ভজামি । সৰ্ব্বথাপি সৰ্ব্বাবস্থাসা মমেশ্বরস্যা বন্ধা মার্গমনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ । যৎফলার্থিতয়া যস্মিন কৰ্ম্মণ্যাধিকৃতা যে প্রযতন্তে তে মনুষ্যা অত্রোচ্যন্তে হে পার্থ সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু তর্হি কিং ত্রয়্যপি বৈষম্যমস্তি ? যস্মাদেবং ত্রদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি । নানোষাং সকামানামিতি ? অত আহ—য ইতি । যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তে । তানহং তথৈব তদপেক্ষিত-ফলদানেন । ভজাম্যনুগৃহ্ণামি । ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্ৰাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্ । যতঃ সৰ্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্ৰাদিসেবকা অপি মমৈব বন্ধা ভজনমার্গমনুবর্তন্তে ইন্দ্ৰাদিরূপেণাপি মমৈব সেবাত্মাৎ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বাসুদেব কেবলমাত্র নিজ নিষ্কাম ভক্তগণকেই মুক্তি দান করেন, সকাম ব্যক্তিগণের প্রতি কি তিনি দয়া করেন না? অজ্ঞানের এই সংশয় ভক্তনের জন্য ভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! কি শোক-দুঃখে কাতর, কি ধনাদি লাভের অভিলাষী, কি আত্মজ্ঞানপিপাসু জিজ্ঞাসু, কি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, সকাম বা নিষ্কাম হইয়া যে যে ভাবেই

কাঙ্ক্ষন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্ম্মজা ॥ ১২ ॥

আমার অশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই ভাবেই তাহাদের বাঞ্ছিত পূর্ণ করিয়া থাকি । দুঃখীর দুঃখভঞ্জনকর্তা আমিই, ধনাকাঙ্ক্ষীর ধনদাতাও আমি, নিষ্কাম ভক্তের আত্মজ্ঞানোপদেশটাও আমি, এবং তত্ত্ববেত্তার মুক্তিদাতাও আমি । ভগবান্ ভাবময়, যে ভাবে যে ডাকে, ভাবসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সেই ভাবেই সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন । যাহারা সকাম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কালে, ইন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি আদির উপাসনা করে, তাহারা তাঁহাকেই ইন্দ্রাদিরূপে পূজা করিয়া থাকে । তিনিই ইন্দ্রাদি উপাসকের সম্মুখে ইন্দ্রাদি রূপেই ফল দান করিয়া থাকেন । তিনিই ইন্দ্রাদি নানারূপে লীলা করিয়া থাকেন । সাধকের ভাবেরও সীমা নাই, তাঁহার রূপেরও সীমা নাই । একমাত্র তিনিই অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া সকাম, নিষ্কাম, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন । যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে, তিনি তাহার নিকট মা অন্নপূর্ণা ; যে শত্রুভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাঁহার শরণাগত হয়, তাহার কার্যার্থ তিনি উগ্রচণ্ডা, মহাকালী, দশভুজা, গদাধর, চকুপাণি ; যে তাঁহাকে বাৎসল্য ভাবে আদর করিতে চায়, তিনি তাহার সম্মুখে বালগোপাল ; যে জ্ঞানলাভার্থ ভিক্ষা করে, তিনি তাহার নিকট মহাযোগেশ্বর মহাদেব । যেমন, তোমার পুত্র পিতা বলিয়া ডাকিলে, স্ত্রী নাথ বলিয়া ডাকিলে, ভ্রাতা দাদা বলিয়া ডাকিলে পিতা পুত্র বলিয়া ডাকিলে, দাস প্রভু বলিয়া ডাকিলে একমাত্র তুমিই উত্তর দাও, ও তাহাদের সম্বন্ধান-রূপ ব্যবহার কর, সেইরূপ যে যে ভাবেই উবাসনা করুক না কেন, সকাম, নিষ্কাম, সগুণ নিগুণ সকল অবস্থাতেই তিনিই একমাত্র ফলদাতা । একমাত্র তাঁহাকেই মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে, ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে, এবং ভিন্ন ভিন্ন উপচারে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী । ইহ (ইহলোকে) কৰ্ম্মণাং (কৰ্ম্ম সকলের) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (কামনাকারিণ) দেবতাঃ (দেবতাদিগকে) যজন্তে (পূজা করিয়া থাকে) ; হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (মনুষ্যালোকে) কৰ্ম্মজা (কৰ্ম্মজনিত) সিদ্ধিঃ (ফল) ক্ষিপ্ৰং (শীঘ্র) ভবতি (হয়) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । ইহলোকে কৰ্ম্ম জন্য ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া, সকাম পুরুষবর্গ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । যদি তবেশ্বরস্য রাগাদিদোষাভাবস্তদা সৰ্ব্বপ্রাণিত্ববনুজিঘৃক্ষায়াং তুল্যায়াং সৰ্ব্বফলপ্রদানসমর্থো চ হ্রয়ি সতি বাসুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি জ্ঞানেনৈব মুমক্ষবঃ সন্তঃ কস্মাভ্যামেব সৰ্ব্ব ন প্রতিপদ্যন্ত ইতি ? শূণু তত্র কারণম্—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি । কাঙ্ক্ষন্তঃ

চাতুর্কর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অভীপ্সন্তঃ কর্মমাং সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিম্ । যজন্ত ইহাস্মিন্ লোকে দেবতা ইন্দ্রাদ্যাদাঃ ।
অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেহসাবনোহমস্মীতি ন স বেদ । যথা পশুরেবং স
দেবানামিতি শ্রুতেঃ (ক) । তেষাং হি ভিন্নদেবতাজানাং ফলকাণ্ডিগ্ণাং ক্ষিপ্ৰং
শীঘ্ৰং হি যস্মান্মানুষে লোকে । মনুষ্যালোকে হি শাস্ত্রাধিকারঃ । ক্ষিপ্ৰং হি মানুষে লোকে
ইতি বিশেষণাদনোত্বপি কর্মফলসিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান্ । মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্মমাণীতি
বিশেষঃ । তেষাং চ বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারিণাং কর্মমাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্ৰং ভবতি । কর্মমাণো
জাতা ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তহি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীতি ?
অত আহ—কাণ্ডকন্ত ইতি । কর্মমাং সিদ্ধিং কর্মফলং কাণ্ডকন্তঃ প্রায়েণেহ মনুষ্যালোকে
ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে । ন তু সাক্ষান্মামেব । হি যস্মাৎ কর্মজা সিদ্ধিঃ কর্মজং ফলং শীঘ্ৰং
ভবতি । ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যম্ । দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্ জ্ঞানসা ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদি ভগবান্ই সর্ব্বপ্রকার ফলদাতা, তবে লোকে তাঁহার
আত্মস্বরূপের উপাসনা না করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রাদি রূপে পূজা করে কেন ? অজ্ঞানের এই সংশয়
দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, ধনপুল্লাদি ফল কামনা পূর্ব্বক যজ্ঞাদির বিধিবিহিত
অনুষ্ঠান করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় ; এই জন্য সকাম বাক্তিবর্গ ইন্দ্রাদি দেবতারই পূজা করে
অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও চিত্ত নিষ্কাম না হইলে আত্মজ্ঞানবোধে অধিকার হয় না ; এতৎসাধন দীর্ঘদিনসাধা
বলিয়া সকল লোকে উহার চেষ্টা করে না ॥ ১২ ॥

অব্যয়বোধিনী । ময়া (মৎকর্তৃক) গুণকর্মবিভাগশঃ (গুণকর্ম-বিভাগ অনুসারে)
চাতুর্কর্ণ্যং (চারি বর্ণ) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে), তস্য (তাহার) কর্তারম্ অপি (কর্তা হইলেও)
অব্যয়ম্ (অব্যয়) অকর্তারং (অকর্তা) [বলিয়া] মাং (আমাকে) বিদ্বি (জানিও) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি গুণকর্মবিভাগানুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি ।
আমি তাহার সৃষ্টা হইলেও, আমাকে অকর্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । মানুষ এব লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্মমাধিকারো নান্যসু লোকেষু
নিয়মঃ কিংনিমিত্ত ইতি ? অথবা বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগোপেতা মনুষ্যা মম বর্জ্যানুবর্ত্তন্তে
সর্ব্বশ ইত্যুক্তম্ । কস্মাৎ পুনঃ কারণান্নিয়মেন তবৈব বর্জ্যানুবর্ত্তন্তে ? নান্যসোতি ? উচ্যতে—

চাতুর্বর্ণ্যমিতি । চাতুর্বর্ণ্যং—চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্বর্ণ্যম্ । ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতম্ ।
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ (ক) । গুণকর্মবিভাগশঃ—গুণবিভাগশঃ কর্মবিভাগশঃ ।
গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি । তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমো দমস্তপ (গীতা ১৮।৪২) ইত্যাদীনি
কর্ম্মাণি । সত্ত্বোপসর্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি । তমউপসর্জন-
রজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি । রজউপসর্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম ।
ইতোবং গুণকর্ম্মবিভাগশ্চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ । তচ্চেদং চাতুর্বর্ণ্যং নান্যেযু লোকেযু ।
অতো মানুষে লোক ইতি বিশেষণম্ । হন্ত তহি চাতুর্বর্ণ্যসর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কত্ত্বাহন্তৎফলেন
ষজ্যসে । অতো ন হং নিতামুক্তো নিত্যেশ্বর ইতি । উচ্যতে—যদ্যপি মায়াসংবাবহারেণ
তস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমপি সত্ত্বং মাং পরমার্থতো বিদ্ধাকর্ত্তারম্ । অত এবাবায়মসংসারিণং চ মাং
বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

নন কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে । কেচিন্নিকামতয়া ।
ইতি কর্ম্মবৈচিত্র্যম্ । তৎকত্ত্বং চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং
বৈষম্যং নাস্তি ? ইত্যশঙ্ক্যাহ চাতুর্বর্ণ্যমিতি । চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্বর্ণ্যম্ । স্বার্থে
ষাণ্ণপ্রত্যয়ঃ । অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ । তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি । সত্ত্বরজঃ-
প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ । তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি । রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ । তেষাং
কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি । তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ । তেষাং শ্রৈবণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণি ।
ইতোবং গুণানাং কর্ম্মনাং চ বিভাগৈশ্চাতুর্বর্ণ্যং ময়েব সৃষ্টমিতি সত্যম্ । তথাপোবং
তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোহকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি । তত্র হেতুঃ—অবায়ম্ আসক্তিরাহিত্যেন
শ্রমরহিতম্ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

পূর্ব্বশ্লোকে সকাম ও নিকাম ভেদে অধিকারের ভিন্নতা
প্রদর্শিত হইয়াছে । আবার দেহের মূলতত্ত্ব—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ ভেদে অধিকার
ভেদ কথিত হইতেছে । অনেকের সংস্কার এই যে, ভগবান্ সকলকে সমান করিয়া মনুষ্য-
জাতি সৃষ্টি করিলেন । কালকূমে জনসমাজ গঠিত হইল । পরে যে যেমন কর্ম্ম করিতে
লাগিল তাহার সেইরূপ উপাধি হইল । যথা—যিনি কেবল পজা পাঠ করিতেন, তিনি
ব্রাহ্মণ হইলেন, যিনি যুদ্ধাদিতে বল বিকুম দেখাইলেন তিনি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি । এরূপ বাক্যের
দার্শনিক, ঐতিহাসিক বা সাংকেতিক কোন প্রমাণই নাই ; বস্তুতঃ ইহা কল্পনামূলক । যদি
বল, দীক্ষার সমদর্শী, নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়াদিকে ক্রমানুসারে নিকৃষ্ট
করিবেন, ইহা সম্ভব নহে । তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা । বস্তুতঃ
এতাবৎ প্রকৃতির স্ফুরিত উচ্ছ্বাস মাত্র । প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ও অনাদ্য । সত্ত্বগুণের
প্রাধান্যাধিকারে প্রকৃতিসন্তাসাগর হইতে যে মনুষ্যের বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, তাহাতে শম, দম,
উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাদি বৃত্তির বিকাশ হয় । এই বৃত্তিগুলি সত্ত্বগুণের কর্ম্ম ।

১৩ শ্লোক

এই “গুণকর্ম” অনুসারে পূর্বোক্ত শ্রেণীর মানব “ব্রাহ্মণ” বলিয়া অভিহিত হইলেন। সত্ত্বগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে প্রকৃতিসত্তাসমুদ্র হইতে যে শ্রেণীর মনুষ্যরূপ বৃদ্ধবৃদ্ধ সঞ্চারিত হয়, তাহাতে শৌর্যাবীর্যাদির বিকাশ হয়। এতাবৎ রজোগুণের কর্ম। এই “গুণকর্ম” অনুসারে মানব “ক্ষত্রিয়” নাম ধারণ করে। এইরূপ তমোগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তিশীল “বৈশ্য”, এবং তমোগুণের মুখ্যধিকারে দ্বিজাতি-শুশ্রূষ “শূদ্র” জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই “গুণকর্মবিভাগ” অনাদিকালসিদ্ধ। সুতরাং “বর্ণভেদও” অনাদিকালসিদ্ধ। তবে বর্ণধর্মী মানবে স্ব স্ব বৃত্তিগুলি মলিন হইলে তাহাদের প্রতিভাহানি বা পতন হয়। ব্রাহ্মণ মলিনবৃত্তি হইলে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ, শূদ্র-ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ আদিতে পরিণত হইলেন*। এই বৃত্তির গুণতারতম্যে ব্রাহ্মণ “শুদ্ধ” ও শূদ্র “ব্রাহ্মণত্ব” প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু “ব্রাহ্মণ” কখন “শূদ্র”, ও “শূদ্র” কখন “ব্রাহ্মণ” হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম, সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব, বেদপাঠ পূর্বক বিপ্রত্ব ও ব্রহ্মবোধ-যুক্ত পুরুষই সর্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। এতাবতের শেষ দিক হইতে যেমন এক একটীর ক্রটি হয়, তেমনি ব্রাহ্মণের হীনত্ব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুলজাত, উপনীত ও বেদাধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন; ব্রাহ্মণকুলজাত ও দ্বিজ ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন; এবং কেবল ব্রাহ্মণকুলজাত অনুপনীত ব্রাহ্মণ, দ্বিজব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সহিত যে সম্বন্ধ গুরু ও শিষ্যের সহিত যে সম্বাব ও সম্বন্ধ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সহিত সেই সম্বন্ধ। কেহ মনে করিবেন না যে, শূদ্র ব্রাহ্মণের কৃতদাস। বস্তুতঃ কনিষ্ঠ যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করে, শিষ্য যেমন গুরুর শুশ্রূষা করে, সেইরূপ শূদ্র দ্বিজাতিগণের সেবা করিবে। যেমন সকল ভাইই জ্যেষ্ঠ হইতে পারে না, তদ্রূপ সকল বর্ণই একরূপ হয় না। ঈশ্বর কাহাকেও পক্ষপাতপূর্বক ছোট-বড় করেন নাই, প্রকৃতির “গুণকর্ম-বিভাগে” এরূপ হইয়াছে মাত্র ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সেবা বলিলেই লোক সাধারণতঃ পদ-সেবা মনে করিরা বিষম ভ্রমে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্রহ্মচর্যা, পার্হস্থাদি আশ্রমোচিত কর্তব্য কার্যে যথাযথ সহায়তা করাই সেবা। দেশ কাল পাত্রাদি ভেদে—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শরীর দ্বারা বা অর্থাদির দ্বারাও সেবা হইতে পারে। পুত্র কি পিতা-মাতার সেবা কেবল শরীর দ্বারা করিয়া থাকে? অবস্থানুসারে সেবা ও সহায়তা একই। ধনী শূদ্র স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে অর্থসাহায্য করিলে তাহাও সেবা মধ্যোই পরিগণিত হইবে।

অহিংসা, সত্য অস্তেয়, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ চতুর্কর্ণেরই পালনীয় ধর্ম বলিয়া মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন। গৃহস্থ শূদ্রও পঞ্চমহাযজ্ঞ করিতে পারেন। প্রাচীন কালেও সূত, বিদুর প্রভৃতি সত্ত্বগুণপ্রধান শূদ্রগণ বিদ্যাবান্ ও ধর্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। কলিযুগে বৈরাগ্যবান্ শূদ্রকেও তজ্ঞানুসারে সম্মানগ্রহণের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণোচিত শমদমাদি গুণসম্পন্ন

* ১৮৪১ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী মধ্যে ইহার বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

শুদ্র মোক্ষের অধিকার লাভ করিলেও সমাজে ব্রাহ্মণ জাতির কন্যা বিবাহ বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রহ্মভোজন করিতে পারেন না, এবং হিন্দু-সমাজে সকল জাতির মধ্যেই এই নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে । কেবল ব্রাহ্মণেরই যে অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ ও আহার সম্বন্ধ নাই এরূপ নহে ; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র সমাজেও শ্রেণী-ভেদে পরস্পরের মধ্যে আহার ও বিবাহের নিয়ম নাই । আবার বিভিন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর (বাঙ্গলার রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক ; অথবা ভারতের বঙ্গ, পশ্চিমোত্তর, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের) মধ্যেও পরস্পর বিবাহ ও ভোজন সম্বন্ধ না থাকিলেও কেহই অন্যাপেক্ষা উচ্চ বা নীচ নহেন । ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র-দিগের বিভিন্ন শ্রেণীমধ্যেও এইরূপ ব্যবহার ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত আছে, সুতরাং একত্র আহার ও বিবাহই যে তুল্যতার পরিচায়ক, তাহা কেহই বলিতে পারেন না । সদৃশ্যলাভই শ্রেষ্ঠতার পরিমাণ । ব্রাহ্মণের জাতীয় কোন কোনও ব্যক্তি সাত্ত্বিকগুণ সম্পন্ন হইয়া নিজেকে কখনই হীন মনে করেন না, এবং তিনি ব্রাহ্মণকে মর্যাদা দানেও কুণ্ঠিত হয়েন না ; ব্রাহ্মণ-সমাজেও তাঁহার গৌরব বৃদ্ধিই হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ হইলেও তাহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না বলিয়া, ব্যক্তিবিশেষের জন্য সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম করিলে সমাজবন্ধন অতীব শিথিল হইয়া ভ্রষ্টাচার বৃদ্ধি হয় মাত্র । এইজন্য সামাজিক পার্থক্য সত্ত্বেও বৈরাগ্যবান্ শুদ্রকে সম্মানসম্বোধনের অধিকার দিয়া শাস্ত্র তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন । [৩ অঃ । ৮, ১৩ এবং ১৮ অঃ । ৪৪ শ্লোকের “সন্দীপনী-পরিশিষ্ট”ও দ্রষ্টব্য] ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মরাশি) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (স্পর্শ করে না) কৰ্ম্মফলে (কৰ্ম্মফলে) মে (আমার) স্পৃহা ন (স্পৃহা নাই), ইতি (এইরূপে) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কৰ্ম্মভিঃ (কৰ্ম্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (অবদ্ধ হন না) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । কৰ্ম্মরাশি আমাকে স্পর্শ করে না, কৰ্ম্মফলের বাসনাও আমার নাই । এইরূপে আমাকে যিনি বিদিত করেন, কৰ্ম্মজালে তিনি আবদ্ধ করেন না ॥ ১৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যেহাং তু কৰ্ম্মমাং কৰ্ত্তারং মাং মনাসে পরমার্থতন্তেষামকর্ত্তেবাহম্ । যতঃ—ন মামিতি । ন মাং তানি কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেন । অহঙ্কারাভাবাৎ । ন চ তেষাং কৰ্ম্মমাং ফলে মে মম স্পৃহা তৃষ্ণা । যেহাং তু সংসারিণামহং কৰ্ত্তেত্যভিমানঃ কৰ্ম্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ তান্ কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তম্ । তদভাবান্ মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তীতি ।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম পূৰ্বেৱপি মুমুক্শুভিঃ ।
কুরু কৰ্ম্মেৱ তস্মাদ্ভ্যং পূৰ্বেঃ পূৰ্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এবং যোহনোহপি মামান্নত্বেনাভিজানাতি—নাহং কৰ্ত্তা—ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহেতি—স কৰ্ম্মভিন্ন বধ্যতে । তস্যাপি ন দেহাদ্যারম্ভকাণি কৰ্ম্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেব দৰ্শয়ন্নাহ—ন মামিতি । কৰ্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্টা-
দীনাপি মাং ন লিম্পন্ত্যাসক্তং ন কুৰ্ব্বন্তি । নিরহঙ্কারত্বাৎ মম কৰ্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ ।
মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যম্ ? যতঃ কৰ্ম্মলেপরাহিতেন মাং যোহভিজানাতি সোহপি
কৰ্ম্মভিন্ন বধ্যতে । মম নির্লেপত্বে কারণং নিরহঙ্কারত্বনিঃস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপাহঙ্কারাদি-
শৈথিল্যাৎ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ নিরহঙ্কার—কৰ্ত্তৃত্বাভিমানরহিত, সুতরাং কার্য্য
করিয়াও তিনি অকৰ্ত্তা । “আমি করিতেছি” এরূপ বুদ্ধির উদয় না হইলে কাহাকেও “কৰ্ত্তা”
বলা যায় না । ব্যবহার দৃষ্টিতে লোকে তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কৰ্ত্তা বলিয়া থাকে, কিন্তু তিনি
নির্লিপ্ত । “আপ্তকামস্যা কা স্পৃহা”—শ্রুতি (ক) । সৰ্ব্বাত্মদৃষ্টিতে সমস্তই যাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান
রহিয়াছে, সেই আপ্তকাম পুরুষের আবার কোন্ বস্তুর কামনা হইবে ? কোন উদ্দেশ্য সাধনের
জন্য তিনি জগৎ রচনাদি করেন নাই । এতাবৎ তাঁহার প্রকৃতিসুলভ জলতরঙ্গ লীলা মাত্র ।
এইরূপ আত্মতত্ত্ব জানিলে জীবের মুক্তি হয় ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূৰ্বেঃ (প্রাচীন) মুমুক্শুভিঃ
অপি (মুমুক্শুগণ কৰ্ত্তৃকও) কৰ্ম্ম কৃতম্ (কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল) ; তস্মাৎ (অতএব) ত্বং
(তুমি) পূৰ্বেঃ (প্রাচীনগণ কৰ্ত্তৃক) পূৰ্বতরং (পূৰ্বপূৰ্বযুগে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) কৰ্ম্ম এব কুরু
(কৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । আত্মাকে এইরূপ [অকৰ্ত্তা ও অভোক্তা] জানিয়া প্রাচীন
মুমুক্শুগণ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন ; যুগযুগান্তর পূৰ্ববর্ত্তী মুমুক্শুগণও সেইরূপ কৰ্ম্ম করিয়া
গিয়াছেন । অতএব তুমিও তাঁহাদের ন্যায় কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ১৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । নাহং কৰ্ত্তা—ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহেতি—এবমিতি । এবং জ্ঞাত্বা
কৃতং কৰ্ম্ম পূৰ্বেৱপ্যতিক্রান্তমুমুক্শুভিঃ । কুরু তেন কৰ্ম্মেৱ ত্বম্ । ন তুষ্ণীমাসনম্ । নাপি
সংন্যাসঃ কৰ্ত্তব্যঃ । তস্মাৎ ত্বং পূৰ্বেৱপানুষ্ঠিতত্বাৎ । যদান্নাত্মজন্তুং তদাত্মশুদ্ধার্থম্ । তত্ত্ববিচ্ছেদলোক-
সংগ্রহার্থম্ । পূৰ্বের্জনকাদিভিঃ পূৰ্বতরং কৃতম্ । নাধুনাতনং কৃতং নিৰ্ব্বর্ত্তিতম্ ॥ ১৫ ॥

কিং কৰ্ম কিমকৰ্মেতি কবায়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তাভে কৰ্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জাত্বা মোক্ষ্যসেহুভাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যে যথা মামিত্যাদিচতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষমাং পরিহৃত্য পূর্বোক্তমেব কর্মম্বোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি—এবমিতি । অহঙ্কারাদিরাহিতান কৃতং কর্ম বন্ধকং ন ভবতি । ইতোবাং জাত্বা পর্বেজ্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধার্থং পূর্বতরং যুগান্তরেন্বপি কৃতম্ । তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্মেব কুরু ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দ্বাপরযুগে যযাতি, যদু প্রভৃতি মহারাজগণ আত্মাকে অকর্তা অভোক্তা জানিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎপূর্ব যুগেও জনকাদি রাজগণ ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন । ইহার দ্বারা ভগবান দেখাইলেন যে হে অজ্ঞান ! তাঁহারা তোমার ন্যায় সম্যাসী হইতে ইচ্ছা করেন নাই । তুমিও সেই মহাত্মাদিগের পথানুসরণ পূর্বক নিজ বর্ণাশ্রমধর্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান কর । ইহাতে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । কিং কর্ম (কর্তব্য কর্ম কি ?) কিম্ অকর্ম (অকর্তব্য কর্ম কি ?) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন); [এইজন্য] যৎ (যাহা) জাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) তৎ কর্ম (সেই কর্ম) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । কর্তব্য কর্ম কি এবং অকর্তব্য কর্ম কি, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এইজন্য আমি তোমাকে কর্ম ও অকর্ম বিষয়ে উপদেশ করিতেছি; উহা বিদিত হইলে তুমি সংসারমুক্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্ররভাষ্যম্ । তত্র কর্ম চেৎকর্তব্যং ত্বদ্বচনাদেব করোম্যহম্ । কিং বিশেষিতেন—পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতমিতি ? উচ্যতে । যস্মান্নহদ্বৈষমাং কর্মণি । কথম্ ?—কিং কর্মেতি । কিং কর্ম কিঞ্চাকর্মেতি কবয়ো মেধাবিনোহপ্যাত্মস্মিন্ কর্মাদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহং গতঃ । অতস্তে তুভ্যমহং কর্মাকর্ম চ প্রবক্ষ্যামি । যজ্জাত্বা বিদিত্বা কর্মাদি । মোক্ষ্যসেহুভাৎ সংসারাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তচ্চ তত্ত্ববিভিঃ সহ বিচায়া কর্তব্যম্ । ন লোকপরম্পরা-মাত্রাণেতি । আহ—কিং কর্মেতি । কিং কর্ম ? কীদৃশং কর্মকরণম্ ? কিমকর্ম ? কীদৃশং কর্মাকরণম্ ? ইত্যস্মিন্নর্থং বিবেকিনোহপি মোহিতাঃ । অতো যজ্জাত্বা যদনুষ্ঠান্যশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি । তৎ কর্মাকর্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দ্রুতগামী নৌকায় গমনকালে তীরস্থ বৃক্ষমালাকে গতিশীল ও

কৰ্ম্মণো হুপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকৰ্ম্মণঃ । অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনং কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

নৌকাকে একস্থানে স্থির বলিয়া বোধ হয় । এইরূপ লৌকিক ক্রিয়াস্থলেও বুদ্ধিমান্গণের যখন ভ্রম হইয়া থাকে, তখন পারমাথিক কৰ্ম্মসমূহে যে বিশেষ ভ্রম হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? শাস্ত্র যাহা অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন তাহাই কৰ্ম্ম এবং তত্তাবতের ত্যাগ বা সন্ন্যাস ও তদ্বিরুদ্ধাচরণই অকৰ্ম্ম । যে কৰ্ম্ম করিলে জীবের সংসার-পাশ মোচন হয়, শাস্ত্র তাহারই অনুষ্ঠান করিতে জীবসকলকে উপদেশ দিয়াছেন । ভগবান্মুখনির্গলিত কৰ্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলে ভববন্ধন অনায়াসেই মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৰ্ম্মণঃ অপি (বিহিত কৰ্ম্মের) [তত্ত্ব] বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) ; বিকৰ্ম্মণঃ চ (নিষিদ্ধ কৰ্ম্মেরও তত্ত্ব) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) ; অকৰ্ম্মণঃ চ (ও অকৰ্ম্মের তত্ত্বও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) ; হি (কেননা) কৰ্ম্মণঃ (কৰ্ম্মের) গতিঃ (তত্ত্ব) গহনং (দুর্জ্ঞেয়) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । বিহিত কৰ্ম্ম, নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মেরই তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক । কেননা, এতাবত্তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ন চৈবং ভ্রয়া মন্তব্যং । কৰ্ম্ম নাম দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধম্ । অকৰ্ম্ম নাম তদক্রিয়া তৃষ্ণীমাসনম্ । কিং তত্র বোদ্ধব্যমিতি ? কস্মাৎ ? উচ্যতে—কৰ্ম্মণ ইতি । কৰ্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য । হি যস্মাৎ । অপাস্তি বোদ্ধব্যম্ । বোদ্ধব্যং চাস্ত্যেব বিকৰ্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য । তথা—অকৰ্ম্মণশ্চ তৃষ্ণীস্তাবস্য চ বোদ্ধব্যমন্তীতি । গ্রন্থবপাধ্যাহারঃ কর্তব্যঃ । যস্মাদ্গহনং বিষমং দুর্জ্ঞেয়ং । কৰ্ম্মণ ইতুপলক্ষণার্থম্ । কৰ্ম্মাদীনাং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকণাম্ । গতির্থাথাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু লোকপ্রসিদ্ধমেব কৰ্ম্ম দেহাদিব্যাপারাত্মকম্ । অকৰ্ম্ম চ তদব্যাপারাত্মকম্ । অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োহুপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি ? তত্রাহ—কৰ্ম্মণ ইতি । কৰ্ম্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমন্তি । ন তু লোকসিদ্ধমাত্রমেব । অকৰ্ম্মণোহবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমন্তি । বিকৰ্ম্মণো নিষিদ্ধব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমন্তি । যতঃ কৰ্ম্মণো গতির্গহনং । কৰ্ম্মণ ইতুপলক্ষণার্থম্ । কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকৰ্ম্মণাং তত্ত্বং দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম কৰ্ম্ম, এবং তত্তাবতের সন্ন্যাসের নামই অকৰ্ম্ম, ইহাতে আমি বিদিত আছি । তবে ভগবান্ নূতন আর আমাকে কি বুঝাইবেন ? অজ্ঞানের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, শ্রুতিস্মৃত্যন্ত বিধানবিহিতার্থের নামই কৰ্ম্ম ; ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানা আবশ্যিক । নতুবা তুমি তাহার অনুষ্ঠান করিবে কিরূপে ? শাস্ত্রনিষিদ্ধ অর্থই বিকৰ্ম্ম । তাহারও স্বরূপ-তত্ত্ব তোমার জানা আবশ্যিক । অন্যথা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে কিরূপে ? আর সমস্ত কৰ্ম্মসন্ন্যাসের নাম অকৰ্ম্ম । তাহারও বিশেষ

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

বিবরণ না জনিলে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা । লৌকিক স্থল দৃষ্টির দ্বারা যে বস্তুকে যেরূপ বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে হয়তো তাহা সেরূপ নহে । স্থল দৃষ্টিতে সূর্যকে একখানি রূপার থানার ন্যায় দেখায়, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উহা পৃথিবী অপেক্ষাও একটী প্রকাণ্ড গ্রহ ইত্যাদি । বস্তুতঃ স্থল দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিষম প্রভেদ ॥ ১৭ ॥

অবয়বোদ্ধি। যঃ (যিনি) কৰ্মণি (কৰ্মের মধ্যে) অকৰ্ম (কৰ্মাভাব) অকৰ্মণি চ (এবং অকৰ্মের মধ্যে) যঃ (যিনি) কৰ্ম পশ্যেৎ (কৰ্ম দর্শন করেন), সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যদিগের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান্); সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগযুক্ত) [এবং] কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ (সর্ব কৰ্মের অনুষ্ঠাতা) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি কৰ্মের মধ্যে অকৰ্ম ও অকৰ্মের মধ্যে কৰ্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগযুক্ত ও তিনি সর্বকৰ্মের অনুষ্ঠাতা ॥ ১৮ ॥

শাক্তরভাস্যম্। কিং পুনস্তত্ত্বং কৰ্মাদেবদ্বৈতব্যাং—বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতম্? উচ্যতে—কৰ্মণীতি । কৰ্মণি—কিয়ত ইতি কৰ্ম ব্যাপারমাত্রম্ । তস্মিন্ কৰ্মণি । অকৰ্ম কৰ্মাভাবঃ যঃ পশ্যেৎ । অকৰ্মণি চ কৰ্মাভাবে কতৃত্ত্বাৎ প্রতিনিবৃত্ত্যাকর্ষপ্রাপ্যেব হি সর্ব এব ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারোহবিদ্যাভ্রমাবেব কৰ্ম যঃ পশ্যেৎ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু । স যুক্তো যোগী চ । কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ সমস্তকৰ্মকৃচ্চ সঃ । ইতি স্ত্যতে কৰ্মাকৰ্মগোরিতরেতরদর্শী । ননু কিমিদং বিরুদ্ধমুচ্যতে—কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদিতি—অকৰ্মণি চ কৰ্মেতি । নহি কৰ্মাকৰ্ম সাৎ । অকৰ্ম বা কৰ্ম । তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেদতী ?

ননুকৰ্মের পরমার্থতঃ সৎকৰ্মবদবভাসতে মূঢ়দৃষ্টেলৌকস্য । তথা কৰ্মবাকৰ্মবৎ । তত্র যথাত্তদর্শনার্থমাহ ভগবান্—কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি । অতো ন বিরুদ্ধম্ । বুদ্ধিমত্ত্বাদ্যাপপত্তেঃ । বুদ্ধিব্যমিতি (গীতা ৪।১৭) চ যথাত্ততং দর্শনমুচ্যতে । ন চ বিপরীতজ্ঞানাদশুভান্যোক্ষণং স্যাৎ । যজ্ জাহ্না মোক্ষসেহশুভাদিতি (গীতা ৪।১৬) চোক্তম্ । তস্মাৎ কৰ্মাকৰ্মণী বিপর্যায়ণ গৃহীতে প্রাণিত্ত্বদ্বিপর্যায়গ্রহণনিরন্ত্যর্থং ভগবতো বচনং—কৰ্মণ্যকৰ্ম য ইত্যাদি । ন চাত্র কৰ্মাধিকরণমকৰ্মাস্তি—কুণ্ডে বদরাণীব । নাপাকৰ্মাধিকরণং কৰ্মাস্তি । কৰ্মাভাবত্বাদকৰ্মণঃ । অতো বিপরীতগৃহীতে এব কৰ্মাকৰ্মণী লৌকিকৈঃ । যথা মৃগতৃষ্ণিকায়াম দকং । শুস্তিকায়ং বা রজতম্ ।

ননু কৰ্ম কৰ্মের সর্বেষাম্ । ন কুচিদ্ভাষিতরতি ।

তন্ম । নৌস্থস্য নাবি গচ্ছন্ত্যং তটস্থেবগতিকেষু নগেষু প্রতিকুলগতিদর্শনাৎ । দুরেষ

চক্ষুষ্যেহসংনিষ্কৃষ্টেষু গচ্ছৎসু গত্যভাবদর্শনাৎ । এবমিহাপ্যকর্মণ্যহং করোমীতি কর্মদর্শনং কর্ম্মণি চাকর্ম্মদর্শনং বিপরীতদর্শনম্ । যেন তন্নিরাকরণার্থমুচ্যতে—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাदि ।

তদেতদুস্তপ্রতিবচনমপ্যস্বদতাত্ত্ববিপরীতদর্শনভাবিততয়া মোহুহ্যমানো লোকঃ শ্রুতমপ্যস্ব-
ত্বং বিস্মৃতা মিথ্যাপ্রসঙ্গমবতার্য্যাবত্যা চোদয়তীতি পুনঃপুনরুত্তরমাহ ভগবান্—দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং চালক্ষ্য
বস্তুনঃ । অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়ং (গীতা ২২৫) ন জায়তে ম্রিয়তে বা (গীতা ২২০) ইত্যাদিনা-
অনি কর্ম্মাভাবঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধ উক্তো বক্ষ্যমাণশ্চ । তস্মিন্মান্ননি কর্ম্মাভাবেহকর্ম্মণি
কর্ম্মবিপরীতদর্শনমত্যন্তনিরাটম্ । যতঃ—কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ (গীতা
৪।১৬) । দেহাদ্যশ্রয়ং কর্ম্মাভ্যন্যাদ্যারোপ্যাহং কর্তা—মমৈতৎ কর্ম্ম—মায়াসা কর্ম্মণঃ ফলং ভোক্ত-
ব্যমিতি চ । তথাহং তৃষ্ণীং ভবামি । যেনাহং নিরায়াসোহকর্ম্মা সুখী স্যামিতি কার্য্যকরণাশ্রয়-
ব্যাপারোপরমং তৎকৃতং চ সুখিত্বমাভ্যন্যাদ্যারোপ্য ন করোমি কিঞ্চিৎ তৃষ্ণীং সুখমাস ইত্যভিমনাতে
লোকঃ । তত্রৈদং লোকস্য বিপরিতদর্শনাপনয়নায়াহ ভগবান্—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাदि ।

অথ চ কর্ম্ম কশ্মৈব সৎ কার্য্যকরণাশ্রয়ং কর্ম্মরহিতেহবিক্রিয় আত্মনি সর্বৈরধ্যন্তম্ । যতঃ
পণ্ডিতোহপ্যহং করোমীতি মন্যতে । অথ আত্মসমবেততয়া সর্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্ম্মণি নদীকূলস্থেতিব
রুক্ষেযু গতিঃ প্রাতিলোম্যেন । অতোহকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যথাভূতং গত্যাভাবমিব রুক্ষেযু যঃ পশ্যেৎ ।
অকর্ম্মণি চ কার্য্যকরণব্যাপারোপরমে কর্ম্মবদাভ্যন্যাদ্যারোপিতে তৃষ্ণীমকুর্ব্বন্ সুখমাসে—ইত্যহঙ্কারাভি-
সন্ধিহেতুত্বাৎস্মিন্নকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ । য এবং কর্ম্মাকর্ম্মবিভাগজঃ স বদ্ধিমান্ পণ্ডিতো
মনুষ্যশ্চ । স যুক্তো যোগী কৃৎস্নকর্ম্মকৃচ্চ । সোহশুভান্মোক্ষিতঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ।

অয়ং শ্লোকোহন্যথা ব্যাখ্যাতঃ কৈশিচৎ । কথম্ ? নিত্যানাং কিল কর্ম্মণামীশ্বরার্থেহনুষ্ঠীয়-
মানানাং তৎফলাভাবাদকর্ম্মাণি তান্যুচ্যন্তে—গৌণা বৃত্তা । তেষাং চাকরণমকর্ম্ম । তচ্চ
প্রত্যবায়ফলত্বাৎ কাস্মৈচাতে গৌণৈব বৃত্তা । তত্র নিত্যে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ফলাভাবাৎ ।
যথা ধেনরপি গৌরগৌরুচ্যতে ক্ষীরাত্যং ফলং ন প্রযচ্ছতীতি । তদ্বৎ । তথা নিত্যাকরণে ত্বকর্ম্মণি
কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ নরকাদিপ্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতীতি ।

নৈতদ্যুক্তং ব্যাখ্যানম্ । এবং জ্ঞানাদশুভান্মোক্ষানুপপত্তেঃ—যজ্জ্ঞাহা মোক্ষাসেহকৃত্বাদিতি
ভগবতোক্তং বচনং বাধোত । কথম্ ? নিত্যানামনুষ্ঠানাদশুভাৎ স্যান্নাম মোক্ষণম্ । ন তু
তেষাং ফলাভাবজ্ঞানাৎ । ন হি নিত্যানাং ফলাভাবজ্ঞানমশুভমুক্তিফলত্বেন চোদিতম্ । নিত্য-
কর্ম্মজ্ঞানং বা । ন চ ভগবতৈবেহোক্তম্ । এতেনাকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং প্রত্যুক্তম্ । ন হ্যকর্ম্মণি
কর্ম্মেতি দর্শনং কর্তব্যাতয়েহ চোদ্যতে । নিত্যাস্য তু কর্তব্যাতামাত্রম্ । ন চাকরণান্নিত্যস্য প্রত্যবায়ো
ভবতীতি বিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলং স্যাৎ । নাপি নিত্যাকরণং জ্ঞেয়ত্বেন চোদিতম্ । নাপি
কর্ম্মাকর্ম্মেতি মিথ্যাদর্শনাদশুভান্মোক্ষণম্ । ন চ বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্ততা কৃৎস্নকর্ম্মকৃত্বাদি চ ফলমুপপদ্যতে ।
স্তুতির্বা । মিথ্যাজ্ঞানমেব হি সাক্ষাদশুভরূপম্ কুতোহন্যস্মাদশুভান্মোক্ষণম্ ? ন হি তমস্তমসো
নিবর্ত্তকং ভবতি ।

ননু কর্ম্মণি যদকর্ম্মদর্শনমকর্ম্মণি বা কর্ম্মদর্শনং ন তন্মিথ্যাজ্ঞানম্ । কিং তহি ? গৌণং

ফলভাবাবিনিমিত্তম্ । ন । কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিজ্ঞানাদপি গোণাৎ ফলস্যাশ্রবণাৎ । নাপি
শ্রুতহান্যশ্রুতপৰিকল্পনয়া কশ্চিদ্বিশেষো লভাতে । স্বশব্দেনাপি শকাৎ বক্তুং—নিত্যকৰ্ম্মণাং ফলং
নাস্তি । অকরণাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ সাদিতি । তত্র ব্যাজেন পরবামোহরাপেন কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম
যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা কিম্ ? তত্রৈবং ব্যাচক্ষাণেন ভগবতোক্তং বাক্যং লোকবামোহার্থমিতি
বাক্যং কল্পিতং স্যাৎ । ন চৈতচ্ছদ্যরাপেণ বাকোন রক্ষণীয়ং বস্তু । নাপি শব্দান্তরেণ পুনঃ
পুনরুচ্যমানং বস্তুতত্ত্বং সুবোধং সাদিত্যেব বক্তুং যুক্তম্ । কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারন্তে (গীতা ২।৪৭)—
ইত্যত্র হি স্ফুটতর উক্তোহর্থো ন পুনৰ্ব্তব্যো ভবতি । সৰ্ব্বত্র চ প্রশস্তং বোদ্ধব্যং চ কৰ্ত্তব্যমেব ।
ন নিম্পয়োজনং বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে । ন চ মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং ভবতি । তৎপ্রভৃদাপস্থাপিতং
বা বস্তুভাসম্ । নাপি নিত্যানামকরণাদভাবাৎ প্রত্যবায়ভাবোৎপত্তিঃ । নাসতো বিদ্যাতে ভাব
(গীতা ২।১৬) ইতি বচনাৎ । কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি (ক) চ দশিতম্ । অসতঃ
সজ্জনপ্রতিষেধাৎ । অসতঃ সদুৎপত্তিং শ্রুতবাসদেব সম্ভবেৎ সচ্চাপাসম্ভবেদিত্যুক্তং স্যাৎ ।
তচ্চাপায়ুক্তং সৰ্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ । ন চ নিষ্ফলং বিদধ্যাৎ কৰ্ম্মশাস্ত্রং দুঃখস্বরূপত্বাৎ । দুঃখস্য
চ বুদ্ধিপূৰ্ব্বকতয়া কার্য্যস্থানুপপত্তেঃ । তদকরণে চ নরকপাতাত্ম্যপগমেহনর্থায়ৈব । উভয়থাপি
করণেহকরণে চ শাস্ত্রং নিষ্ফলং কল্পিতং স্যাৎ । স্বাত্ম্যপগমবিরোধচ নিত্যং নিষ্ফলং কৰ্ম্মেতাত্ম্যপগম্য
মোক্ষফলায়েতি শ্রুতবতঃ ।

তস্মাদ্ যথাস্রুত এবার্থঃ কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম য ইত্যাদেঃ । তথা চ ব্যাখ্যাতোহয়মস্মাভিঃ শ্লোকঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

তদেব কৰ্ম্মাদীনাং তুর্কির্জ্ঞেয়ত্বং দর্শয়নান্ন—কৰ্ম্মণীতি ।

পরমেশ্বরাদিধনলক্ষণে কৰ্ম্মণি কৰ্ম্মবিষয়ে । অকৰ্ম্ম কৰ্ম্মদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ । তস্য
জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ । অকৰ্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কৰ্ম্ম যঃ পশ্যেৎ প্রত্যবায়োৎ-
পাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ । মনুষ্যেষু কৰ্ম্ম কুর্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ বাবসায়াকবুদ্ধিমত্বাচ্ছেষ্টঃ ।
তং শ্রোতি—স যুক্তো যোগী । তেন কৰ্ম্মণা জ্ঞানযোগাপ্তেঃ । স এব কৃৎস্নকৰ্ম্মকর্ত্তা
চ । সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তন্মিন্ কৰ্ম্মণি সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ তদেবমারুৰক্ষাঃ
কৰ্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং—ন কৰ্ম্মণামনারস্তাদিত্যাদিনোক্ত এব কৰ্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতঃ । তৎপ্রপঞ্চ-
রূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ । অনেনৈব যোগারাঢ়াবস্থায়াং যন্তুত্বরতির্যেব
সাদিত্যাদিনা যঃ কৰ্ম্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যার্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃতো বেদিতব্যঃ । যদারুৰক্ষোরপি
কৰ্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি তদারাঢ়স্য কৃতো বন্ধকং স্যাৎ—ইত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে । যদা কৰ্ম্মণি
দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেহপ্যাছানো দেহাদিবাতিরেকানুভবেনাকৰ্ম্ম স্বাভাবিকং নৈককৰ্ম্মমেব
যঃ পশ্যেৎ তথাকৰ্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কৰ্ম্মণাং তাগে কৰ্ম্ম যঃ পশ্যেৎ প্রযত্নসাধাত্বেন
মিথ্যাচারত্বাৎ । তদুক্তং—কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযমোত্যাদিনা । য এবংভূতঃ স তু সৰ্ব্বেষু মনুষ্যেষু
বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ । তত্র হেতুঃ—যতঃ কৃৎস্নানি সৰ্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানাহারাদীনী কৰ্ম্মাণি
কুর্ব্বন্নপি স মুক্ত এব । অকর্ত্ত্বীহজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবত্যর্থঃ । অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বাভাবাদাপন্নং

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।২।২ ।

কলজভক্ষণাদিকং ন দোষায় । অজস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়ৈতি বিকৰ্মণোহপি তত্ত্বং নিরূপিতং
দৃষ্টব্যম্ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । যেমন নদীতীরস্থ বৃক্ষের গতি না থাকিলেও নৌকারোহী ব্যক্তি
বৃক্ষে গমনক্ৰিয়ার এবং নৌকাতে গতির অভাব আরোপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কৰ্ম্ম-অকৰ্ম্মাদি
ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইলেও মূঢ় জীব ভ্রমবশতঃ তত্ত্বাৎ “অহং করোমি” বুদ্ধিতে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয়
আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে এবং দেহেন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়ার অভাব অনুমান করে । আকাশের
চন্দ্র তারা আদির গতি থাকিলেও দূরত্ব দোষে তাহাদিগকেও যেমন একস্থলেই স্থায়ী বলিয়া
বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রমক্ৰমে সৰ্ব্বদাই ক্রিয়াশীল দেহেন্দ্রিয় আদিকে অকর্তা ও বস্তুতঃ ক্রিয়ানির্লিপ্ত
অকর্তা আত্মাকে কর্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয়াদিতে মিথ্যারূপে আরোপিত “অকৰ্ম্ম”
মধ্যে যিনি “কৰ্ম্ম” দেখিতে পান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকেই “কর্তা” বলিয়া বুঝিতে পারেন, এবং
আত্মাতে রথারোপিত “কৰ্ম্ম” মধ্যে যিনি অকৰ্ম্ম বা ক্রিয়ার অভাব বুঝিতে পারেন, তিনিই
সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান । যিনি আত্মাকে অহংকর্তৃত্বাভিমান হইতে পৃথক্ দেখিয়াছেন তিনিই
যোগযুক্ত ।

পক্ষান্তরে এ শ্লোকের এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, প্রকৃতি-বিরচিত এই প্রপঞ্চ জগৎই
“কৰ্ম্ম”, ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মা “অকৰ্ম্ম” । যিনি জগতে (কৰ্ম্ম) ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন আর কিছুই
দেখেন না, এবং আত্মাতে (অকৰ্ম্ম) সমস্ত জগতেরই স্ফুরণ (কৰ্ম্ম) দেখিতে পান, তিনিই
শ্রেষ্ঠ ও মহাযোগী । আবার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, শাস্ত্রীয় অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের বৈধতা
প্রযুক্ত উহাতে বন্ধনভয়-রূপ দোষ নাই । বরং তত্ত্বাবতের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় আছে ।
অগ্নিহোত্রাদি “কৰ্ম্ম” হইলেও বন্ধনের কারণ নহে বলিয়া উহা “অকৰ্ম্ম”, এবং তাহার তাগ রূপ
“অকৰ্ম্ম” প্রত্যবায় জন্য বন্ধনের কারণ থাকায় উহা “কৰ্ম্ম” । এইরূপ কৰ্ম্ম মধ্যে অকৰ্ম্ম ও
অকৰ্ম্ম মধ্যে কৰ্ম্ম যিনি দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান ও কৰ্ম্মকর্তা । কৰ্ম্ম-বিকৰ্ম্মের বিচার
করিতে গিয়া অনেক বুদ্ধিমানই ভ্রমচক্রে বিঘৃণিত হইলেন । মনে কর, পশু হিংসা করা নিতান্ত
অন্যায় বা “বিকৰ্ম্ম”, কিন্তু সকাম যজ্ঞকারীর পক্ষে উহাই আবার “অগ্নীষোমীয়ং পশুমাণভেত”
ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “কৰ্ম্ম” বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । ভোজন করিবার জন্য হিংসারত্নির বশীভূত
হইয়া পশুবধ করিলে উহা “বিকৰ্ম্ম” হইত । কিন্তু যজ্ঞসঙ্কল্পে পশুবধ করিলে উহাকে আর
“বিকৰ্ম্ম” বলা যায় না । কাহারও প্রতি দ্বেষবুদ্ধি পরতন্ত্র হইয়া উচ্ছেদসাধনের নামই হিংসা ।
কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত প্রবৃত্তিমাগীয় যজ্ঞানুষ্ঠানকালে অথবা আত্মরক্ষা বা ধৰ্ম্মযুদ্ধকালে প্রাণিহানি
করা হিংসা বলিয়া কথিত হয় না । সত্য-কথন অতি উত্তম, এজন্য উহা “কৰ্ম্ম” মধ্যে পরিগণিত ।
কিন্তু যদি সত্য কথায় অন্যের প্রাণহানি বা অন্য কোন গুরুতর অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, তবে উহা
“বিকৰ্ম্ম” হইবে । আবার মিথ্যা-কথন “বিকৰ্ম্ম” হইলেও, যদি গো-ব্রাহ্মণ-মহাত্মাদির
প্রাণরক্ষার জন্য উহা আবশ্যক হয়, তবে উহা “কৰ্ম্ম” বলিয়া গণ্য হইবে । অসৎ-সঙ্কল্পে সত্যকথা
বলিলে উহা অসত্য-কথনেরই ফলদান করে, আবার সৎ-সঙ্কল্পে অসত্য কহিলেও উহা সত্য-কথনেরই

যস্য সৰ্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবজ্জিতাঃ ।

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

শুভফল প্রসব করিয়া থাকে। এতাবতের গুহা রহস্য উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলে অনেক সময়েই মনুষ্য ভ্রমে পতিত হয়। কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম বিচার করা কেবল লৌকিক দৃষ্টিতে হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন সুবর্ণনির্মিত কুণ্ডলে বুদ্ধিমান পুরুষ সুবর্ণকে কুণ্ডলরূপে ও কুণ্ডলকে সুবর্ণময় দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম উভয়ের আদর্শ দেখিতে পান, তিনিই বুদ্ধিমান, যোগী ও কৰ্ম্মকর্ত্তা ॥ ১৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট।

সকাম পুরুষই বৈধিংসার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে কামনানুরূপ ফল ও হিংসা নিমিত্ত পাপ উভয়ই উৎপন্ন হয়। কামনাসক্ত লোকের প্ররৃত্তিকে নিয়মিত করিবার জন্যই শাস্ত্রে হিংসাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। নতুবা হিংসাময় কৰ্ম্ম করিতে বলা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। কেননা, শাস্ত্রের বিধি (যেমন, নিত্যকৰ্ম্ম—সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান) লঙ্ঘন করিলে প্রতাবায় হয়, কিন্তু কাম্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কোনও পাপ হয় না, কেবল সেই কৰ্ম্মের ফল মাত্র হইবে না। এই জন্য হিংসাত্মক কৰ্ম্মাদির ব্যবস্থা “পরিসংখ্যা” মাত্র, “বিধি” নহে, অর্থাৎ সকাম ব্যক্তির যথেষ্টাঙ্কে সংযত করিবার নিমিত্তই শাস্ত্রে বৈধিংসাজনক কৰ্ম্মের উপদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাভারতের টীকাকার পণ্ডিত নীলকণ্ঠও অনুশাসন পর্বের, ১৫৫ অঃ। ১৮ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

“ন হি কৃৎস্নো বেদস্তথা তদ্বোধিতা যজ্ঞাশ্চ পুরুষং হিংসায়াং প্রবর্ত্তয়ন্তি। কিন্তু পরিসংখ্যা-বিধয়া নিরুত্তিমৈব বোধয়ন্তীত্যর্থঃ”—সমস্ত বেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞসমুদয় পুরুষকে হিংসা কার্যো প্রেরণা করিতেছেন না; কিন্তু পরিসংখ্যা-বিধি দ্বারা নিরুত্তিরই উপদেশ প্রদান করিতেছেন, অর্থাৎ যজ্ঞে পশুবধ করিবার বিধি বেদে উপদিষ্ট হয় নাই, কিন্তু আমিষাশী লোকের যথেষ্ট মাংসাহার প্ররুতি সংযত করিবার উদ্দেশ্যেই বৈধিংসার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র ॥ ১৮ ॥

অম্বয়বোধিনী। যস্য (যাঁহার) সৰ্বে (সমস্ত) সমারম্ভাঃ (কৰ্ম্ম) কামসংকল্পবজ্জিতাঃ (কামসংকল্পবজ্জিত), বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মাণং (জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মাণ) তং (তঁাহাকে) পণ্ডিতম্ (পণ্ডিত) আহঃ (বলেন) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার সমস্ত কৰ্ম্মই কামসংকল্পবজ্জিত, এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানিগণ তঁাহাকে পণ্ডিত বলেন ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাস্যম্। তদেতৎ কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্মাদিদর্শনং সূত্র্যতে—যস্যোতি। যস্য যথোক্তদর্শনঃ। সৰ্বে যাবন্তঃ। সমারম্ভাঃ কৰ্ম্মাণি। সমারম্ভন্ত ইতি সমারম্ভাঃ। কামসংকল্পবজ্জিতাঃ—কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সংকল্পবজ্জিতাঃ। মুধৈব চেষ্টামাত্রা অনুষ্ঠীয়ন্তে। প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থম্। নিবৃত্তেন চেজ্জীবনযাত্রার্থম্। তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মাণম্ কৰ্ম্মাদাবকৰ্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানম্।

তাত্ত্ব্য কৰ্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তা নিরাশ্রয়ঃ । কৰ্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ ॥ ২০

তদেবাগ্নিঃ । তেন জ্ঞানাগ্নিনা দণ্ডানি শুভাশুভলক্ষণানি কৰ্ম্মাণি যস্য তন্ম । আহঃ পরমার্থতঃ
পণ্ডিতং বুধা ব্রহ্মবিদঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্রুতার্থার্থাপত্তিভাং যদুক্ত-
মর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ । সমাগারভাস্ত ইতি সমারভাঃ কৰ্ম্মাণি । কাম্যত
ইতি কামঃ ফলম্ । তৎসংকল্পেন বর্জিতা যস্য ভবন্তি তং পণ্ডিতমাহঃ । তত্র হেতুঃ—যতন্তৈঃ
সমারন্তৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দণ্ডান্যকৰ্ম্মতাং নীতানি কৰ্ম্মাণি যস্য তন্ম ।
আরাঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ । তদর্থমিদং কৰ্ত্তব্যমিতি কৰ্ত্তব্যবিষয়ঃ সংকল্পঃ । তাভ্যাং
বর্জিতাঃ । শেষং স্পষ্টটম্ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সঙ্কল্পই মনুষ্যের জন্মজন্মান্তর ভোগরূপ সংসারপাশের বীজস্বরূপ ।
ফলকামনা দ্বারা ইহা আরও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । যিনি স্বর্গাদি ফলকামনা ও অহংকর্তৃত্বাভিমান-
মূলক সঙ্কল্প পরিহার পূর্বক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং সমস্ত প্রপঞ্চজগৎই ব্রহ্মময় এইরূপ
জ্ঞানাগ্নিশিখায় শুভ এবং অশুভ কৰ্ম্মের ফলরাশি দগ্ধ করিয়াছেন, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ তাঁহাকে
পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করেন । অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা সর্বত্র ব্রহ্মচৈতন্যোপলব্ধি হয় সেই
বৃত্তির নাম পণ্ডা ; তাদৃশ বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত ॥ ১৯ ॥

অনুবোধিনী । সঃ (তিনি) কৰ্ম্মফলাসঙ্গং (কৰ্ম্মফলে আসক্তি) তাত্ত্ব্য (পরিত্যাগ
পর্বক) নিত্যতৃপ্তঃ (সর্বদা তৃপ্ত) [এবং] নিরাশ্রয়ঃ (নিরবলম্ব) [হইয়া] কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্ম)
অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (প্রবৃত্ত থাকিয়াও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন কৰোতি (করেন না) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি কৰ্ম্ম ও ফলের আগক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সদাই সন্তুষ্টান্তঃ-
করণ ও নিরবলম্ব থাকেন, তিনি কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যন্তুকৰ্ম্মাদিদর্শী সৌহকৰ্ম্মাদিদর্শনাদেব নিষ্কৰ্ম্মা সংন্যাসী জীবনমাত্রা-
র্থচেষ্টঃ সম কৰ্ম্মাণি ন প্রবর্ততে—যদপি প্রাগ্ভবেকতঃ প্রবৃত্তঃ । যন্ত প্রারম্ভকৰ্ম্মা সন্মুত্তরকাল-
মুৎপন্নাত্মসম্যগদর্শনঃ স্যাৎ স কৰ্ম্মাণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কৰ্ম্ম পরিত্যজ্যেতাব । স কুতশ্চি-
ন্নিমিত্তাৎ কৰ্ম্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি কৰ্ম্মাণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া স্বপ্রয়োজনাভাবালোকসংগ্র-
হার্থং পূর্ববৎ কৰ্ম্মাণি প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি । জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মত্বাৎ তদীয়ং কৰ্ম্মা-
কৰ্ম্মৈব সম্পদ্যত ইতি । এতমর্থং দর্শয়িষ্যামাহ—তাত্ত্ব্যেতি । তাত্ত্ব্য কৰ্ম্মস্বভিমানং ফলাসঙ্গং চ ।
যথোক্তেন জ্ঞানেন নিত্যতৃপ্তঃ । নিরাকাক্ষেপা বিষয়েতিব্যর্থঃ । নিরাশ্রয় আশ্রয়রহিতঃ ।

নিরাশীৰ্যতচিন্তায়া ত্যক্তসৰ্ব্বপরিগ্রহঃ ।

শারীরং কেবলং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

আশ্রয়ো নাম যদাপ্রিত্য পুরুষার্থং সিধ্যায়িষতি । দৃষ্টাদৃষ্টেটফলসাধনাশ্রয়রহিত ইত্যর্থঃ । বিদুষা ক্রিয়মাণং কৰ্ম পরমার্থতোহকৰ্মৈব । তস্য নিজিয়াত্বদর্শনসম্পন্নত্বাৎ । তেনৈবংভূতেন প্রয়োজনাভাবাৎ সসাধনং কৰ্ম পরিত্যক্তব্যমেবেতি প্রাপ্তে ততো নির্গমাসম্ভবাৎ লোকসংগ্রহচিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হণাপরিজিহীৰ্ষয়া বা পূৰ্ব্ববৎ কৰ্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নিজিয়াত্বদর্শনসম্পন্নত্বান্নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিংচ—তাত্ত্ব্যেতি । কৰ্মণি তৎফলে চাসক্তিং তাত্ত্ব্য নিতান নিজানন্দেন তৃপ্তঃ । অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ । এবংভূতো যঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কৰ্মণ্যভিতঃ প্রবৃত্তোহপি কিঞ্চিদপি নৈব কৰোতি । তস্য কৰ্মাকৰ্মতামাপদাত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানকালে যে অহংকর্তৃত্বাভিমান হয় তাহার নাম “কৰ্মাসঙ্গ” ও তজ্জন্য স্বর্গাদি ফলকামনার নাম “ফলাসঙ্গ” । যিনি এতদাসঙ্গদ্বয় ত্যাগ করিয়া আত্মাকে অকর্তা, অভোক্তা ও অসঙ্গ জানিয়া সদাই পরিতৃপ্ত বা পরমানন্দযুক্ত থাকেন এবং যিনি আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদি কাহারও আশ্রিত মনে করেন না, তিনি লোকদৃষ্টিতে কার্য্য করিলেও সে কার্য্য তাঁহার অদৃষ্ট রচনা করিতে পারে না । ফলাসঙ্গ নিবৃত্তি জন্য তিনি সদাই “তৃপ্ত” ও কৰ্মাসঙ্গের অভাব প্রযুক্ত তিনি সদাই “নিরাশ্রয়” । আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান থাকিলেই কৰ্মফলানুরূপ অদৃষ্ট রচিত হইয়া জীবকে আশ্রয় করে ; জীবও তদনুসারে শুভাশুভ কৰ্মের সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিতে বাধ্য হয় । অন্যথা পরমানন্দময় পুরুষকে কার্য্য ও ফল কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

অবয়বোদ্ধিনী। নিরাশীঃ (নিষ্কাম) যতচিন্তায়া (সংযতচিন্ত) ত্যক্তসৰ্ব্বপরিগ্রহঃ (সৰ্ব্বপ্রকারপরিগ্রহত্যাগী ব্যক্তি) কেবলং (কেবলমাত্র) শারীরং (শারীরিক) কৰ্ম কুৰ্ব্বন্ (কৰ্ম করিয়া) কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন না) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি তৃষ্ণারহিত, যাঁহার আত্মা ও চিত্ত সংযত হইয়াছে, সৰ্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত হইয়া কেবল শরীর দ্বারা কৰ্মানুষ্ঠান করিয়া পাপভাগী হয়েন না ॥ ২১ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্। যঃ পুনঃ পূৰ্ব্বোক্তবিপরীতঃ প্রাগেব কৰ্ম্মারম্ভাদ্বক্ষণি সৰ্ব্বান্তরে প্রত্যাগাত্মনি নিজিয়ে সংজাতাত্মদর্শনঃ । স দৃষ্টাদৃষ্টেটবিষয়াশীর্ষ্বর্জিততয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কৰ্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কৰ্ম্ম সংন্যস্য শরীরষাত্রামাত্রচেটো যতিজ্ঞাননিষ্ঠো মুচ্যত ইতি । এতমর্থং দর্শয়িতুমাং—নিরাশীৰ্যিতি । নিরাশীঃ নির্গতাঃ আশিষো যস্মাৎ স নিরাশীঃ । যতচিন্তায়া—

চিত্তমন্তঃকরণম্ । আত্মা বাহ্যঃ কার্যাকরণসংঘাতঃ । তাবুভাবপি যতৌ সংঘতৌ যেন স যতচিত্তাত্মা ।
 ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ—তাত্ত্বঃ সৰ্ব্বঃ পরিগ্রহো যেন স ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহঃ । শারীরং শরীরস্থিতিমাত্র-
 প্রয়োজনং কেবলং—তত্রাপাভিমানবজ্জিতং—কৰ্ম কুৰ্বন্ । নাপোতি ন প্রাপোতি কিল্বিষমনিষ্ট-
 রূপং পাপং ধৰ্মং চ । ধৰ্মোহপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপং কিল্বিষমেব । বন্ধাপাদকত্বাৎ । কিঞ্চ
 শারীরং কেবলং কৰ্মেত্যত্র কিং শরীরনিৰ্বৰ্ত্তাং শারীরং কৰ্মাভিপ্রেতম্ ? আহোস্থিচ্ছরীরস্থিতিমাত্র-
 প্রয়োজনং শারীরং কৰ্মেতি । কিঞ্চাতো যদি শরীরনিৰ্বৰ্ত্তাং শারীরং কৰ্ম ? যদি বা শরীর-
 স্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরমিতি ? উচ্যতে—যদা শরীরনিৰ্বৰ্ত্তাং কৰ্ম শারীরমভিপ্রেতং স্যান্তদা
 দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কৰ্ম প্রতিষিদ্ধমপি শরীরেণ কুৰ্ব্বন্নাপোতি কিল্বিষমিতি ক্রবতো বিরুদ্ধাভিধানং
 প্রসজ্যেত । শাস্ত্রীয়ং চ কৰ্ম দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং শরীরেণ কুৰ্ব্বন্নাপোতি কিল্বিষমিত্যপি
 শ্রুতবতোহপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গঃ । শারীরং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নिति বিবেচনাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ
 বাঙমনসনিৰ্বৰ্ত্তাং কৰ্ম বিধিপ্রতিষেধবিষয়ং ধৰ্মাধৰ্মশব্দবাচ্যং কুৰ্ব্বন্নাপোতি কিল্বিষমিত্যুক্তং
 স্যাৎ । তত্রাপি বাঙমনসাভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানপক্ষে কিল্বিষপ্রাপ্তিবচনং বিরুদ্ধমাপদ্যেত । প্রতিষিদ্ধসে-
 বাপক্ষেহপি ভুতানুবাদমাত্রমনর্থকং স্যাৎ । যদা তু শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কৰ্মাভিপ্রেতং
 ভবেদদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কৰ্ম বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রগম্যং শরীরবাঙমনসনিৰ্বৰ্ত্তামনাদকুৰ্ব্বংস্তৈরেব
 শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলশব্দপ্রয়োগাদহং করোমীত্যভিমানবজ্জিতং শরীরাদি-
 চেষ্টামাত্রং লোকদৃষ্ট্যা কুৰ্ব্বন্নাপোতি কিল্বিষম্ । এবংভূতস্য পাপশব্দবাচ্যকিল্বিষপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ
 কিল্বিষং সংসারং নাপোতি । জ্ঞানাগ্নিদগ্ধসৰ্বকৰ্মদ্বাদপ্রতিবন্ধেন মুচ্যত এবৈতি । পূৰ্ব্বোক্ত-
 সমাগদৰ্শনফলানুবাদ এবৈষঃ । এবং শারীরং কেবলং কৰ্মেত্যস্যার্থস্য পরিগ্রহে নিরবদ্যং ভবতি ॥২১॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা । কিংচ—নিরাশীরিতি । নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ । যতং
 নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরং চ যস্য । তাত্ত্বঃ সৰ্ব্বঃ পরিগ্রহা যেন । স শারীরং শরীরমাত্রনিৰ্বৰ্ত্তাং
 কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কুৰ্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন প্রাপোতি । যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনিৰ্ব্বাহমাত্রো-
 পযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটিনাদি কুৰ্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপোতি ॥ ২১ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । স্বর্গাদিতে যাঁহার কামনা নাই, অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ চিত্ত এবং
 বাহ্যেন্দ্রিয় সহিত দেহরূপ আত্মাকে যিনি নিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি সহজেই সৰ্ব্বতাগী, কোন
 বস্তু গ্রহণেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, কেবল প্রারম্ভভোগার্থ শরীরের দ্বারা কৰ্ম করেন মাত্র ।
 যে শুভ ও অশুভ কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালে মনের আসক্তি আকৃষ্ট না হয়, সে কৰ্ম্মের জন্য অনুষ্ঠাতা
 পাপপুণ্যরূপ ফলভাগী হয়েন না ॥ ২১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শুভাশুভ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানকালে তাহাতে প্রকৃত আসক্তি
 আছে কি না, শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক । নতুবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে
 কেবল কার্যকালে অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছি এইরূপ মনে করিলেই নিষ্কামভাবে
 কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে না । কৰ্ম্ম ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ না হইয়া তাহাতে অনুষ্ঠাতার স্বার্থ থাকিলে
 বা নিজ মনের তৃপ্তিমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য হইলে, কৰ্ম্মের ফলভোগ অবশ্যস্তাবী ॥ ২১ ॥

অব্যবোধিনী । যদুচ্ছানাভসম্ভটঃ (অনায়াসলভ্য দ্রব্যে সম্ভট), দ্বন্দ্বতীতঃ (দ্বন্দ্বসহিষ্ণু),
বিমৎসরঃ (মাৎসর্যবজ্জিত), সিকৌ (লাভে) অসিকৌ চ (ও অলাভে) সমঃ (সমভাবাপন্ন)
[পুরুষ] কৃত্বা অপি (কর্ম করিয়াও) ন নিবধাতে (বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ২২ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । ত্যক্তসৰ্বপরিগ্রহস্য যতেরনাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ পরিগ্রহস্যা-

ভাবাদ্যাচনাদিনা শরীরস্থিতিকর্তৃবাতায়াং প্রাপ্তাত্যাম্ অযাচিতমসংকল্পতমুপপন্নং যদৃচ্ছয়েত্যাদিনা
(ক) বচনেনানুজ্ঞাতং যতেঃ শরীরস্থিতিহেতোরনাদেঃ প্রাপ্তিদ্ধারমাবিক্কুর্কন্নাহ—যদৃচ্ছতি ।
যদৃচ্ছালাভসম্ভূতঃ—অপ্রার্থিতোপনতো লাভো যদৃচ্ছালাভঃ । তেন সম্ভূতঃ সংজাতালংপ্রত্যয়ঃ ।
দ্বন্দ্বাতীতঃ—দ্বন্দ্বেঃ শীতোষ্ণাদিভির্হন্যমানোহপ্যবিষয়গচিভ্যো দ্বন্দ্বাতীত উচ্যতে । বিমৎসরো বিগত-
মৎসরো নিবৈরবুদ্ধিঃ । সমস্তল্যো যদৃচ্ছয়া লাভস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ । য এবংভূতো যতিরনাদেঃ
শরীরস্থিতিহেতোর্লাভালাভয়োঃ সম্যে হর্ষবিষাদবজ্জিতঃ কৰ্ম্মাদাবকৰ্ম্মাদিদর্শী যথাভূতান্দ্ৰদর্শননিষ্ঠঃ
শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদিকৰ্ম্মণি শরীরাদিনির্ব্বর্ত্তো নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমাহং (গীতা ৫।৮)
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত (গীতা ৩।২৮) ইত্যেবং সদা সংপরিচক্ষাণ আত্মনঃ কৰ্ত্তৃত্বাভাবং পশ্যন্ নৈব
কিঞ্চিভিক্ষাটনাদিকং কৰ্ম্ম কৰোতি । লোকব্যবহারসামান্যদর্শনেন তু লৌকিকৈরোরোপিতকৰ্ত্তৃত্বে
ভিক্ষাটনাদৌ কৰ্ম্মণি কৰ্ত্তা ভবতি । ভিক্ষাটনাদিচেষ্টাস্বপাকৰ্ত্তৃত্বাদ্যনুসন্ধানমেব বিদুষঃ । স্বানুভবেন
তু শাস্ত্রপ্ৰমাণাদিজনিতেনাকৰ্ত্তেব । স এবং পরাধ্যারোপিতকৰ্ত্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং
ভিক্ষাটনাদিকং কৰ্ম্ম কৃৎসাপি ন নিবধ্যতে । বন্ধহেতোঃ কৰ্ম্মণঃ সহৈতুকস্য জ্ঞানাগ্নিনা
দগ্ধত্বাদিত্যন্তানবাদ এবৈষঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—যদুচ্ছানাভেতি । অপ্রার্থিতোপস্থিতো নাভো
যদুচ্ছানাভঃ । তেন সম্ভটঃ দ্বন্দ্বানি শীতোক্ষাদীনাতীতোহতিক্রান্তঃ । তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ ।
বিমৎসরো নিৰ্ভৈরঃ যদুচ্ছানাভস্যপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ । য এবংভূতঃ স
পূর্বোত্তরভূমিকয়োর্থযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কৰ্ম কুত্ৰাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা-না করিয়াও যাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, “অযাচিতমসংকল্পতমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া” (ক)—প্রার্থনা ও উদ্যম ব্যতীত যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই যিনি সমন্তট থাকেন, যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা আদি দ্বন্দ্বের মধ্যে স্থিরভাবে অবিচলিত চিত্তে ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন, যিনি অন্যের মঙ্গল এবং নিজের মঙ্গলেও একভাবে পন্ন অর্থাৎ অন্যকে এবং আপনাকে একভাবে দেখিয়া থাকেন, এবং

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞাযাচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীযতে ॥ ২৩ ॥

কার্যকালে ফললাভ হইলে অথবা না হইলেও যাঁহার চিত্তে বিকার জন্মে না, তিনি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়েন না ॥ ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শরীরযাত্রামাত্র নির্বাহার্থ এইরূপ নির্লিপ্তভাবে কৰ্ম্মানুষ্ঠান আদর্শ সন্ন্যাসজীবনেই সম্ভবপর । মুমুকু গৃহস্থগণেরও এই অদর্শানুরূপ জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যাস করা উচিত ॥ ২২ ॥

অনুবোধিনী । গতসঙ্গস্য (নিষ্কাম) মুক্তস্য (রাগবর্জিত) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবিচলিতচিত্ত) যজ্ঞায় কৰ্ম্ম আচরতঃ (যজ্ঞের জন্য কৰ্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির) সমগ্রং (সমস্ত কৰ্ম্ম) প্রবিলীযতে (বিনষ্ট হয়) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি ফলকামনাবিহীন ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাধ্যাসবর্জিত, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধে অবিচলিত ভাবে স্থিতি করিতেছে, তিনি যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সকলকে রক্ষা করিবার জন্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সেই কৰ্ম্মসকল ফলসহিত বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তাত্ত্বা কৰ্ম্মফলাসঙ্গমিত্যনেন শ্লোকেন (গীতা ৪।২০) যঃ প্রারম্ভকৰ্ম্মা সন্ যদা নিষ্কিয়ব্রহ্মানুদর্শনসম্পন্নঃ স্যাৎ তদা তস্যাত্মনঃ কৰ্ত্তৃকৰ্ম্মপ্রয়োজনাভাবদশিনঃ কৰ্ম্মপরিত্যাগে প্রাপ্তে কুতশ্চিন্মিত্তাত্তদসম্ভবে সতি পূৰ্ব্ববৎ তস্মিন্ কৰ্ম্মণাভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ (গীতা ৪।২০) ইতি কৰ্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিতঃ । যসৌবং কৰ্ম্মাভাবো দর্শিতস্তসৌব—গতসঙ্গসোতি । গতসঙ্গস্য সর্বতো নিরুভাসস্তেঃ । মুক্তস্য নিরুত্ত্বধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিবন্ধনস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ । জ্ঞান এবাবস্থিতং চেতো যস্য সৌহয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতাঃ । তস্য । যজ্ঞায় যজ্ঞনিব্বৃত্তার্থমাচরতো নিব্বর্ত্তয়তঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং । সহাগ্রাণ কৰ্ম্মফলেন বর্ত্তত ইতি সমগ্রং কৰ্ম্ম । তৎ সমগ্রং প্রবিলীযতে বিনশাতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—গতসঙ্গসোতি । গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগাদিভিমুক্তস্য । জ্ঞানেহবস্থিতং চেতো যস্য তস্য । যজ্ঞায় পরমেশ্বরার্থং কৰ্ম্মাচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কৰ্ম্ম প্রবিলীযতে । অকৰ্ম্মভাবমাপদাতে । আরাঢ়যোগপক্ষে—যজ্ঞায়েতি । যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থমেব কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহার ফলভোগে বাসনা নাই; “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা” এ অধ্যাসও যাঁহার নাই; “তত্ত্বমসি” (ক) মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আত্মায় অভেদ

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হৃতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার চিন্তাবৃত্তি আত্মবৃত্তিতে বিলীন হইয়াছে ; তিনি যদি প্রারম্ভবশাৎ অথবা লোকানুগ্রহার্থ জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সমগ্র বিনষ্ট হইয়া যায় । “সমগ্র” এই শব্দের “অগ্র” পদের অর্থ “ফল” । অর্থাৎ ফল সহ কৰ্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায় । “তদ্ব্যতীতকাতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদুয়েতৈবং হাস্য সর্বে পাপানঃ প্র দূয়ন্তে” (ক) ইতি শ্রুতি । যেমন ইষীকা তুল (কেশো ঘাসের তুলার নায় ফুল) প্রজুলিত অগ্নিতে ইষীকার সহিত বিদগ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞানগ্নিদীপ্ত ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের নিকট ফল সহিত কৰ্ম্মরাশি তদ্রূপ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

অবয়বোদ্ভিনী । অৰ্পণং (আহতি দানের শ্রুতাদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), হবিঃ (ঘৃতও) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), [এবং] ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা কর্তৃক) হৃতং (হোম) [ব্রহ্ম] ;—[এইরূপ যিনি দেখেন], তেন (সেই) ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা (কৰ্ম্মে ব্রহ্মবদ্ধি-পরায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যম্ (লব্ধ হয়েন) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্পণ [আহতি দানের শ্রুতাদি] ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ম রূপ হোতা যে হোম করিতেছেন তাহাও ব্রহ্ম এবং যজ্ঞাদি দ্বারা লভ্য স্বর্গাদিও ব্রহ্ম, এইরূপ কর্ণে যাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কৰ্ম্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ক্রিয়মাণং কৰ্ম্ম স্বকার্যারম্ভমকুৰ্ব্বৎ সমগ্রং প্রবিলীযত ইতি ? উচ্যতে যতঃ--ব্রহ্মৈতি । ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন ব্রহ্মবিক্রিয়বিশ্রবায়িত তদ্ব্রহ্মৈবেতি পশ্যতি । তস্যাভ্যবতিরেকেণাভাবং পশ্যতি । যথা শুক্তিকায়ানং রজতাভাবং পশ্যতি । তদুচ্যতে ব্রহ্মৈবার্পণমিতি । যথা যদ্রজতং তচ্ছুক্তিকৈবেতি । ব্রহ্ম অৰ্পণমিত্যসমস্তে পদে যদৰ্পণবুদ্ধ্যা গৃহাতে লোকে তদস্য ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । ব্রহ্ম হবিঃ—তথা যদ্বিব্রহ্মবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণং তদ্ব্রহ্মৈবাস্য । তথা ব্রহ্মাগ্ন্যবিত্তি সমস্তং পদম্ । অগ্নিরপি ব্রহ্মৈব যত্র হুয়তে ব্রহ্মণা কৰ্ত্তা । ব্রহ্মৈব কৰ্ত্তেত্যর্থঃ । যন্তেন হৃতং হবনক্রিয়া তদ্ ব্রহ্মৈব । যন্তেন গন্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব । ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা । ব্রহ্মৈব কৰ্ম্ম ব্রহ্মকৰ্ম্ম । তস্মিন্ সমাধিৰ্যস্য স ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিঃ । তেন ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যম্ । এবং লোকসংগ্রহং চিকীৰ্ষুণাপি ক্রিয়মাণং কৰ্ম্ম পরমার্থতোহ-কৰ্ম্ম । ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমুদিত্বাৎ । তদেবং সতি নিরুক্তকৰ্ম্মগোহপি সৰ্বকৰ্ম্মসংন্যাসিনঃ সমাগদর্শনস্তার্থং যজ্ঞত্বসম্পাদনং জ্ঞানস্য সূতরানুপপদ্যতে । যদৰ্পণাদাধিযজ্ঞে প্রসিদ্ধং তদস্যাদ্যাভ্যং ব্রহ্মৈব পরমার্থদর্শিন ইতি । অন্যথা সৰ্বস্য ব্রহ্মত্বৈর্পর্ণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানামনর্থকং স্যাৎ । তস্মাদব্রহ্মৈবেদং সৰ্বমিত্যতিজ্ঞানতো বিদুষঃ সৰ্বকৰ্ম্মাভাবঃ । কারকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ । ন হি

কারকবুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাখ্যং কৰ্ম্ম দৃষ্টম্ । সৰ্ব্বমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কৰ্ম্ম শব্দসমর্পিতদেবতাবিশেষ-
সম্পদানাদিকারকবুদ্ধিমৎ কৰ্ত্তাভিমানফলাভিসন্ধিমচ্চ দৃষ্টম্ । নোপমুদিতক্ৰিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিমৎ
কৰ্ত্তৃত্বাভিমানফলাভিসন্ধিরহিতং বা । ইদং তু ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমুদিতার্পণাদিকারকক্ৰিয়াফলভেদবুদ্ধি
কৰ্ম্ম । অতোহকৰ্ম্মেব তৎ । তথা চ দৰ্শিতম্—কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেৎ (গীতা ৪।২৮)
কৰ্ম্মণ্যভিপ্রব্রতোহপি নৈব কিঞ্চিৎ কৰোতি সঃ (গীতা ৪।২০) । গুণা গুণেষু বৰ্ত্তন্তে (গীতা ৩।২৮)
নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মনোত তত্ত্ববিৎ (গীতা ৫।৮) ইত্যাদিভিঃ । তথা চ দৰ্শয়ন্তব্র
তঃ ক্ৰিয়াকারকফলভেদবুদ্ধ্যুপমদং কৰোতি । দৃষ্টা চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদৌ কামোপমদেন কাম্যাগ্নি-
হোত্রাদিহানিঃ । তথা মতিপূৰ্ব্বকামতিপূৰ্ব্বকাদীনামেবংবিধানাং কারকাঅনা কৰ্ম্মণাং কার্যা-
বিশেষসারস্তুকত্বং দৃষ্টম্ । তথেষাপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমুদিতার্পণাদিকারকক্ৰিয়াফলভেদবুদ্ধেৰ্বাহচেষ্টা-
মাত্রণ কৰ্ম্মাপি বিদুষোহকৰ্ম্ম সম্পদাতে । অত উক্তং—সমগ্রং প্রবিলীয়ত (গীতা ৪।২৩) ইতি ।

অত্র কেচিদাহঃ—যদ্ব্যক্ত তদর্পণাদীনি । ব্রহ্মৈব কিলার্পণাদিনা পঞ্চবিধেন কারকাঅনা
বাবস্থিতং সত্তদেব কৰ্ম্ম কৰোতি । তত্র নার্পণাদিবুদ্ধির্নিবর্ত্ততে । কিন্তুর্পণাদিশু ব্রহ্মবুদ্ধি-
রাধীযতে । যথা প্রতিমাদৌ বিষ্মাদিবুদ্ধিঃ । যথা বা নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরিতি । সতাম্—এবমপি
স্যাৎযদি জ্ঞানযজ্ঞস্তত্বার্থং প্রকরণং ন স্যাৎ । অত্র তু সমাগদর্শনং জ্ঞানযজ্ঞশব্দিতমনেকান্
যজ্ঞশব্দিতান্ ক্ৰিয়াবিশেষানুপনাস্য শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞ (গীতা ৪।৩৩) ইতি জ্ঞানং
স্তোতি । অত্র চ সমর্থমিদং বচনং ব্রহ্মার্পণমিত্যাди জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনে । অন্যথা সৰ্ব্বস্য
ব্রহ্মত্বৈর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ যে তু—অর্পণাদিশু প্রতিমায়াং
বিষুবুদ্ধিবদ্ব্যবুদ্ধিঃ ক্ষিপাতে নামাদিষ্টিবব চ—ইতি ক্রবতে ন তেষাং ব্রহ্মবিদ্যোক্তেহ বিবক্ষিতা
স্যাৎ । অর্পণাদিবিষয়ত্বাজ্জ্ঞানস্য । ন চ দৃষ্টিসম্পাদনজ্ঞানেন মোক্ষফলং প্রাপাতে । ব্রহ্মৈব
তেন গন্তবামিতি চোচাতে । বিরুদ্ধং চ সমাগদর্শনমন্তরেণ মোক্ষফলং প্রাপাত ইতি । প্রকৃত-
বিরোধশ্চ । সমাগদর্শনং চ প্রকৃতম্ । কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেৎ (গীতা ৪।২৮) ইত্যাত্তে চ
সমাগদর্শনং তসৌবোপসংহারেৎ । শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ (গীতা ৪।৩৩) ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ (গীতা ৪।৩৯) ইত্যাদিনা সমাগদর্শনস্ততিমেব কুৰ্ব্বন্মুপক্ষীণোহধ্যায়ঃ ।
তত্রাকস্মাদর্পণাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরপ্রকরণে প্রতিমায়ামিব বিষুবুদ্ধিরুচাত ইতানুপপন্নম্ । তস্মাদ্যথা-
বাখ্যাতার্থ এবায়ং শ্লোকঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং পরমেশ্বরারাদনলক্ষণং কৰ্ম্ম জ্ঞানহেতুত্বেন ব্রহ্মকর্ত্তা-
ভাবদকৰ্ম্মেব । আরাঢ়াবস্থায়াং ত্বকর্ত্তাঅজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কৰ্ম্মাকৰ্ম্মেবেতি
কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম পশ্যেদিতানেনোক্তঃ কৰ্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ । ইদানীং কৰ্ম্মণি তদঙ্গেষ চ
ব্রহ্মৈবানুসৃতং পশাতঃ কৰ্ম্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মার্পণমিতি । অর্পাতেহনেনেতাৰ্পণং সূত্রবাদি । তদপি
ব্রহ্মৈব । অর্পণমাগং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব । ব্রহ্মৈবাগ্নিঃ । তস্মিন্ ব্রহ্মণা কৰ্ত্তা হতং
হোমঃ । অগ্নিশ্চ কৰ্ত্তা চ ক্ৰিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । এবং ব্রহ্মণেব কৰ্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিৎকৈকাগ্রাং
যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তবাং প্রাপ্যম্ । ন তু ফলান্তরমিতার্থঃ ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পশু পাসতে ।
ব্রহ্মান্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কর্তা, কৰ্ম্ম, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ এই পাঁচ প্রকার কারকে যজ্ঞরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি ত্যাগের নাম “স্নাগ”; ঘৃতাদি দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে “হোম” নামে কথিত হয়। যে ইন্দ্রাদি দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ঘৃতাদি দান করা যায়, তাঁহাদের নাম “সম্প্রদান”; যজ্ঞের ঘৃতাদি “হবিঃ” শব্দে প্রসিদ্ধ। ঘৃতাদি প্রক্ষেপই “কৰ্ম্ম”, জুহু আদি “করণ”, অধ্বৰ্য্য “কর্তা” আহবনীয়াগ্নি “অধিকরণ”। এইরূপ কৰ্ম্মেতে ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ সমাধি হইলে অনুষ্ঠাতার ব্রহ্মত্বই লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । যজ্ঞের প্রত্যেক অঙ্গে--কর্তা-কৰ্ম্মাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি হইলে আসক্তির উদ্বেক হয় না। সুতরাং যজ্ঞকর্তা কৰ্ত্তৃত্বাভিমান-বর্জিত হইয়া ক্রমে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মানুজ্ঞান লাভ করেন। (অথবা, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি লোকসংগ্রহার্থ যে কিছু কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা ব্রহ্মবুদ্ধিতে করেন বলিয়া, তাঁহার কোন কার্যই বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। এই শ্লোকে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন জন্য জ্ঞানীর কার্যকে যজ্ঞরূপে স্তুতি করা হইয়াছে) ॥ ২৪ ॥

অধ্বয়বোধিনী । অপরে (কোন কোন) যোগিনঃ (কৰ্ম্মযোগিণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং (দৈব যজ্ঞই) পর্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন); অপরে (অন্য কেহ কেহ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (ব্রহ্মার্ণবরূপ যজ্ঞের দ্বারাই) যজ্ঞম্ (আত্মাকে) উপজুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । কতকগুলি যোগী পূর্বোক্ত প্রকারে দৈব যজ্ঞই করিয়া থাকেন, অপর তত্ত্ববেত্তা যোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ । তত্রাত্মনা সমাঙ্গদর্শনসা যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য তৎস্তুতার্থমন্যোহপি যজ্ঞা উপক্ষিপ্যন্তে-দৈবমেবেত্যাদিনা। দৈবমেব-দেবা ইজান্তে যেন যজ্ঞেনাসৌ দৈবো যজ্ঞঃ। তমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ কৰ্ম্মিণঃ পর্যুপাসতে। কুর্ক্বেন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মাগ্নৌ-সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (ক)। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (খ)। যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ভূতং য আত্মা সর্বান্তরং (গ) ইত্যাদিবচনোক্তমশনায়াদিসর্বসংসারধৰ্ম্মবর্জিতং নেতি নেতীতি (ঘ) নিরস্ত্রাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। ব্রহ্ম চ তদগ্নিস্ত স হোমাধিকরণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিঃ। তন্নিম্নং ব্রহ্মান্নাব-

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১।

(খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৯।২৮।

(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৪।১।

(ঘ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।২।৪।

শ্রোত্রাদীনৌদ্ভিয়াণ্যন্তে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।

শব্দাদীন্ বিষয়ানন্ত ইন্দ্ৰিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

পরেহনো ব্রহ্মবিদো যজ্ঞম্ । যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা । আত্মানামসু যজ্ঞশব্দস্য পাঠাৎ । তমাত্মানং যজ্ঞং পরমার্থতঃ পরমেব ব্রহ্ম সন্তং বুদ্ধাদ্যুপাধিসংযুক্তমধ্যস্তসর্বোপাধিধর্মকমাহিতিক্রুপং যজ্ঞেনৈবাত্মনৈবোক্তলক্ষণেনোপজুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি ; সোপাধিকস্যাত্মানো নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মরূপেণৈব যদর্শনং ন তস্মিন্ হোমঃ । তং কুর্ষন্তি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিন ইত্যর্থঃ । সোহয়ং সম্যাদর্শনলক্ষণো যজ্ঞো দৈবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষুপক্ষিপাতে—ব্রহ্মার্গমিতাদি শ্লোকৈঃ—শ্রোত্রান্ দ্রবাময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ইত্যাদিনা স্ত্যত্বার্থম্ ॥ ২৫ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এতদেব যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্ত্যাৎ সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেব স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়-ভূতান্ বহুন্ যজ্ঞানাহ—দৈবমিত্যাদিভিরণ্ডিতিঃ । দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্ । এবকারণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যাৎ দর্শিতম্ । তং দৈবমেব যজ্ঞমপরে কর্মযোগিণঃ পর্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি । অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেহগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্গমিত্যাদুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি । যজ্ঞাদিসর্বকর্ম্যাগ্নি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ । সোহয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ । ২৫ ।

গীতার্থসন্দীপনী । দর্শ, পূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টিটামাদি যে সকল যজ্ঞে ইন্দ্র, অগ্নি বায়ু আদির তৃপ্তি সাধন করা হয়, তাহার নাম দৈব যজ্ঞ; আর ব্রহ্ম বা “তৎ” রূপ জুলন্ত অনলে “ত্বং” রূপ জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম “জ্ঞানযজ্ঞ” । সম্যাসিগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

অনুবোধিনী । অন্যে (অন্যান্য লোকে) শ্রোত্রাদীনি (শ্রোত্রাদি) ইন্দ্ৰিয়াগ্নি (ইন্দ্ৰিয়গণকে) সংযমাগ্নিষু (সংযমরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন) । অন্যে (অপরে) ইন্দ্ৰিয়াগ্নিষু (ইন্দ্ৰিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । অন্যান্য কতকগুলি পুরুষ শ্রোত্রাদি ইন্দ্ৰিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে, আর কতিপয় পুরুষ শব্দাদি বিষয়রাশিকে শ্রোত্রাদি ইন্দ্ৰিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাকরভাষ্যম্ । শ্রোত্রাদীনীতি । শ্রোত্রাদীনৌদ্ভিয়াণ্যন্তো যোগিনঃ সংযমাগ্নিষু প্রতীক্ষিৎ সংযমো ভিদ্ভাত ইতি বহুবচনম্ । সংযমা এবাগ্নয়ঃ । তেষু জুহ্বতি । ইন্দ্ৰিয়সংযমমেব কুর্ষন্তীত্যর্থঃ । শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্ৰিয়াগ্নিষু জুহ্বতি । ইন্দ্ৰিয়াণোবাগ্নয়ঃ । তেতিবিন্দ্ৰিয়াগ্নিষু জুহ্বতি । শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং হোমং মনান্তে ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । শ্রোত্রাদীনীতি । অনো নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়-
সংযমরূপেণৈব শ্রোত্রাদীনী জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি । ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানান্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ।
ইন্দ্রিয়ান্যেবাগ্নয়ঃ । তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি । বিষয়ভোগসময়েহপানাসক্তাঃ
সন্তোহগ্নিত্বেন ভাবিতেষ্বিন্দ্রিয়েষু হবিশ্টেন ভাবিতাঙ্কদাদীন প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সাধন পূর্বক প্রত্যাহার-পরায়ণ
পুরুষ শ্রোত্রাদি পঞ্চ ভ্রোত্রেন্দ্রিয়কে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সংযমরূপ অগ্নিতে
হোম করেন । “ব্রহ্মমেকত্র সংযমঃ” (ক) । ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি একমাত্র বস্তুর
ধারণা, ধ্যান, ও সমাধিকে সংযম বলিয়াছেন । হৃদয়কমলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবচলিত ভাবে
মনঃসংস্থাপনের নাম ধারণা । এই রূপ ধারণাযুক্ত চিত্তে উত্তরোত্তর বিজাতীয় বৃত্তিসমূহকৃত
বাবধানের সহিত ভগবদাকারে সজাতীয় বৃত্তিপ্রবাহের নাম “ধ্যান” । এইরূপ ধ্যানযুক্ত
চিত্তের বিজাতীয় বৃত্তি সমূহের বাবধান বিনষ্ট হইয়া যে কেবল মাত্র ভগবদাকারে সজাতীয়
বৃত্তিপ্রবাহ হয় তাহার নাম “সমাধি” । চিত্তের অবস্থা (ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ,
এই পাঁচ প্রকার) ভেদানুসারে, সমাধি “সম্পূজাত” ও “অসম্পূজাত” এই দুই ভাগে বিভক্ত ।
রাগদ্বেষাদিদূষিত বিষয়ান্ধিনিবিষ্ট চিত্ত “ক্ষিপ্ত” । নিদ্রাতন্দ্রাদিযুক্ত চিত্ত “মূঢ়” । বিষয়াসক্ত
হইয়াও যে চিত্ত দৈবাৎ কোন কোন সময়ে ধ্যাননিষ্ঠ হয়, সে চিত্ত “বিক্ষিপ্ত” । চিত্তের প্রথম
দুই অবস্থাতে সমাধি আদৌ হইতে পারে না । বিক্ষিপ্তাবস্থায় কখন কখন সমাধি হইলেও
উহা যোগমধ্যে পরিগণিত হয় না । এ সমাধি আপনি হইয়া আপনিই ভঙ্গ হইয়া যায় ।
চিত্তের এক বস্তুর ধারাবাহিক বৃত্তিপ্রবাহের নাম “একাগ্রাবস্থা” এই অবস্থায় সত্ত্ব গুণের
বৃদ্ধি বশতঃ তমোগুণজনিত নিদ্রাতন্দ্রাদির এবং রজোগুণকৃত চাঞ্চল্যরূপ বিক্ষেপাদির অভাব
হওয়ায় “সম্পূজাত সমাধি” হইয়া থাকে । এই সম্পূজাত সমাধির অবস্থায় আপনাকে
ধোয়াকারাকারিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে । কিন্তু যখন ঈদৃশ প্রতীতিরূপ বৃত্তিরও অভাব হয়,
তখন চিত্তের “নিরুদ্ধাবস্থা” । এই অবস্থায় “অসম্পূজাত” সমাধি হইয়া থাকে । এইরূপে
যোগশাস্ত্রে ধারণাদি সংযমের বিষয় উক্ত হইয়াছে । এই সংযমরূপ অগ্নিরাশিতে কেহ কেহ
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দান করেন ; অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধির জন্য
ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন । আবার কোন কোন যোগী সমাধি
অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের নিরোধরূপ যজ্ঞও করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ২৬, ২৭, ২৯ শ্লোকে যে সমস্ত ক্রিয়াযোগের ইঙ্গিত আছে,
যোগসূত্রের সাধন পাদে তাহাই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সৰ্বাণীন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণি চাপরে ।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । অপরে (অন্য কেহ কেহ) সৰ্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি (ইন্দ্রিয়-গণের কৰ্ম্ম) প্রাণকৰ্ম্মাণি চ (ও প্রাণাদির কৰ্ম্মরাশিকে) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানকর্তৃক প্রদীপিত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (হোম করিয়া থাকেন) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । অপর কোন কোন যোগী ইন্দ্রিয়গণের কৰ্ম্ম ও প্রাণাদির কৰ্ম্ম-রাশিকে জ্ঞানদীপিত আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাষ্য । কিঞ্চ—সৰ্বাণীতি । সৰ্বাণীন্দ্রিয়কৰ্ম্মাণি—ইন্দ্রিয়াণাং কৰ্ম্মাণীন্দ্রিয়-কৰ্ম্মাণি । তথা প্রাণকৰ্ম্মাণি । প্রাণো বায়ুরাধ্যাত্মিকঃ । তৎকৰ্ম্মাণ্যাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি । তানি চাপর আত্মসংযমযোগাগ্নৌ । আত্মনি সংযম আত্মসংযমঃ । স এব যোগাগ্নিঃ । তস্মিন্ আ-সংযমযোগাগ্নৌ । জুহ্বতি প্রক্ষিপতি । জ্ঞানদীপিতে স্নেহেনেব প্রদীপিতে বিবেকবিজ্ঞানোজ্জ্বল-ভাবমাপাদিতে । জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—সৰ্বাণীতি । অপরে ধ্যাননিষ্ঠাঃ । বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কৰ্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি । কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্পাণ্যাদীনাং কৰ্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি । প্রাণানাং চ দশানাং কৰ্ম্মাণি । প্রাণস্য বহির্গমনম্ । অপানস্যোধনয়নম্ । ব্যানস্য ব্যানয়ন-মাকুঞ্চনপ্রসারণাদি । সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্ । উদানস্যোর্দ্ধনয়নম্ । “উৎগারে নাগ আখাতঃ কৃশ্ম উন্নীলনে স্মৃতঃ । কুরঃ ক্ষুৎকরো জ্যৈয়ো দেবদত্তো বিজুস্তণে । ন জহতি মৃতং চাপি সৰ্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয় ।” ইত্যেবংরূপাণি জুহ্বতি । আত্মনি সংযমো ধ্যানকাগ্রাম্ । স এব যোগঃ । স এবাগ্নিঃ । তস্মিন্ । জ্ঞানেন ধোয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্জ্বলিতে ধোয়ং সমাগ্জাহ্না তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণুপরময়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । সমাধি দ্বিবিধ—লয়পূৰ্ব্বক সমাধি ও বাধপূৰ্ব্বক সমাধি । লয়পূৰ্ব্বক সমাধিতে বাষ্টি-কার্য্যকে সমষ্টিরূপ কারণে ; সমষ্টিরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য্য, অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতরূপ কারণে ; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-যুক্ত পৃথিবী, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-যুক্ত জলে ; জল, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-যুক্ত তেজে ; তেজ, শব্দ-স্পর্শ-যুক্ত বায়ুতে ; বায়ু, শব্দগুণ-বিশিষ্ট আকাশে ; আকাশ, মহাকাশে ; মহাকাশ, সংকল্পরূপ অহঙ্কারে ; অহঙ্কার, মহত্ত্ব ; মহত্ত্ব, মায়াতে ; এবং মায়া, চৈতন্যে লয় করিতে হয় । এই লয়সমাধিতে অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না, সুতরাং তত্ত্বমস্যাди (ক) মহাবাক্যপ্রতিপাদিত ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই । তত্ত্বসাক্ষাৎকারানন্তর অবিদ্যার পূর্ণ নিরুত্তি হইয়া গেলে নিৰ্ব্বীজ বাধসমাধি প্রাপ্ত হয় । এই অবস্থায় অবিদ্যার পনর্দিক্রমের সম্ভাবনা নাই । ভগবান্ এই শ্লোকে বাধসমাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশাত্মক সূক্ষ্মশরীর অন্য কোন

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতযঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

কোন যোগী আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন । নিরোধসমাধি রূপ যোগের নাম আত্মসংযম । “বুখাননিরোধসংস্কারয়োরভিব্যপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিন্তানুয়ো নিরোধপরিণামঃ” (ক.) । ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, এই তিন অবস্থার নাম বুখান । ইহা যোগের বিরোধী, এবং জীব ক্ষণে ক্ষণে ইহাতে অভিভূত হইয়া থাকে । বুখানা সংস্কারের বিরোধী নিরোধ সংস্কারের দ্বারা জীব দিন দিন ও ক্ষণে ক্ষণে প্রাদুর্ভাব লাভ করিয়া থাকে । তদনন্তর নিরোধমাত্রক্ষণের সহিত চিন্তের অনুয়ের নাম নিরোধপরিণাম । এই নিরোধপরিণামের পর প্রশান্ত অবস্থা উপস্থিত হয় । এইরূপ আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নি যখন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা উদ্দীপিত হয়, তখন কোন কোন যোগী তাহাতে লিঙ্গশরীরকে আহুতি দিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । লয়পূর্বক সমাধিতে ব্রহ্মবিচারের অভাববশতঃ জীবাত্মা প্রকৃতিলীন হইয়া থাকে মাত্র । ইহাতে অবিদ্যার মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়সহ চৈতন্যরূপে জীবব্রহ্মের অভিন্নতার সংস্কার হয় না বলিয়া জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা নাই । বাধপূর্বক সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে মহাবাক্য বিচার দ্বারা আত্মানাত্ম-বিবেকের সংস্কার সুদৃঢ় করিয়া নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিতে হয়, সুতরাং দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি আদিতে (অর্থাৎ কোন মায়িক বিষয়েই) আত্মভ্রম হয় না, এবং কেবল ব্রহ্মচৈতন্যেই জীবচৈতন্য (প্রত্যক্ চৈতন্য) সমাহিত হয় । ‘বাধ’ অর্থাৎ মায়ার মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় । নানারূপময় দৃশ্যজগৎ জলে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করাই বাধ । যেমন প্রতিবিম্বগ্রহণ জলেরই গুণ, কেননা অস্বচ্ছপদার্থে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেইরূপ জগদৃশ্য মায়ারই ক্রিয়া, উহার সত্যত্ব সাই । জল শুষ্ক হইলে যেমন প্রতিবিম্বের অভাব হয়, কেবল সূর্য্যই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ বাধপূর্বক মায়াজ্ঞান তিরোহিত হইলে, একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকাশিত থাকেন । (গীঃ সংঃ ১৩।৩২) ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । [কোন কোন ব্যক্তি] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগযজ্ঞপরায়ণ), তথা (আর) অপর (অন্য কেহ কেহ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (বেদাভ্যাস ও জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ) চ (এবং) [কোন কোন] যতযঃ (যত্নশীল পুরুষ) সংশিতব্রতাঃ (অত্যন্ত দৃঢ়ব্রতরূপ যজ্ঞপরায়ণ) [হয়েন] ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । কোন কোন ব্যক্তি দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি তপোরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি যোগরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি বেদাভ্যাসরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানরূপ যজ্ঞ এবং কোন কোন যত্নশীল পুরুষ অত্যন্ত দৃঢ়ব্রতরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।
প্রাণাপানগতি রুদ্ধা । প্রাণায়ামপরাযণাঃ ॥ ২৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । দ্রবোতি । দ্রব্যযজ্ঞাঃ—তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্বন্তি যে তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ । তপোযজ্ঞাঃ—তপো যজ্ঞো যেষাং তপস্বিনাং তে তপোযজ্ঞাঃ । যোগযজ্ঞাঃ—প্রাণায়ামপ্রত্যাহারাদিলক্ষণো যোগো যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ । তথাপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ । স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদাভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ । জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ—জ্ঞানং শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ । স্বাধ্যায়যজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাঃ । যতনো যতনশীলাঃ । সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শিতানি তনুকৃতানি তীক্ষ্ণীকৃতানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি । দ্রব্যাদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ । কৃচ্ছ্রচন্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তপোযজ্ঞাঃ । যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ-লক্ষণঃ সমাধিঃ । স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ । স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যন্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ । যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধাঃ । যতনঃ প্রযত্নশীলাঃ । সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কূপ-তড়াগ খনন, দেবমন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান ধৰ্ম্মশালা নিৰ্ম্মাণ, শরণাগত জীবের রক্ষণ এবং শ্রৌতিবিধানোক্ত বিবিধ দানের নাম দ্রব্যযজ্ঞ । কৃচ্ছ্র চন্দ্রায়ণাদি সাধনের ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-উষ্ণ সহিষ্ণুতার নাম তপোযজ্ঞ । চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম যোগযজ্ঞ । অষ্টাঙ্গ যোগ যথা,—যম—যোগশাস্ত্র মতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (ক), এবং পুরাণের মতে অস্তেয়, করুণা, আর্জব, শান্তি, শৌচ, ধৃতি, মিতাহার, সত্যভাষণ, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্য—যম বলিয়া কথিত হয় ; নিয়ম—যোগশাস্ত্র মতে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান (খ), এবং পৌরাণিক মতে আন্তিকত্ব, হর্ষ, তপঃ দেবার্চনা, দান, লজ্জা, সৎ জ্ঞান, হোম, সৎকথা শ্রবণ ও জপ—নিয়ম বলিয়া কথিত হয় ; আসন—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদি ; প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ) ধারণ করিয়া গুরুশ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ঋগাদি বেদাভ্যাসের নাম বেদযজ্ঞ (স্বাধ্যায়) । গুটার্থযুক্তিপূর্ব্বক বেদার্থ নিশ্চয়াবধারণের নাম জ্ঞানযজ্ঞ । কোন নিয়মের কিঞ্চিদংশেরও ত্রুটি না হয় তাহার নাম দৃঢ়ব্রতযজ্ঞ । এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

অন্যবোধিনী । তথা (আবার) অপরে (অন্যান্য যোগিগণ) অপানে (অপান বায়ুতে প্রাণং (প্রাণকে), প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) অপানং (অপান বায়ুকে) জুহবতি (হোম করেন) ;

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ২।৩০ ।

(খ) পাতঞ্জলসূত্র, ২।৩২ ।

অপরে (অনা কেহ কেহ) প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপানের গতি) রুদ্ধা (রোধ পূর্বক) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ) [হইয়া থাকেন] ॥ ২১ ॥

বজ্রানুবাদ। অন্যান্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণের আহতি প্রদান করেন, অপর কেহ কেহ প্রাণে অপানের হোম করেন, এবং অন্যান্য কোন কোন সংযতাহারী যোগী প্রাণ ও অপানের গতি রোধ পূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কৰ্ণেন্দ্রিয়কে আহতি দিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। কিঞ্চ-অপান ইতি। অপানেহপানরতৌ জুহবতি প্রক্ষিপতি প্রাণং প্রাণরত্তিম্। পুরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ষ্বতীত্যর্থঃ। প্রাণেহপানং তথাপরে জুহবতি। রেচকাখ্যং চ প্রাণায়ামং কুর্ষ্বতীত্যেতৎ। প্রাণাপানগতী-মূথনাসিকাভ্যাং বায়োনির্গমনং প্রাণস্য গতিঃ। তদ্বিপৰ্য্যয়েণাধোগমনমপানস্য। তে প্রাণাপানগতী। এতে রুদ্ধা নিরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামতৎপরঃ কুন্তকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ষ্বতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ-অপান ইদ্রি। অপানেহধোরতৌ প্রাণমুর্দ্ধরত্তিঃ পুরকেন জুহবতি। পুরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ষ্বতি। তথা কুন্তকেন প্রাণাপানয়োরাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেহপানং প্রাণে জুহবতি। এবং পুরককুন্তকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপার ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ-অপর ইতি। অপরে দ্বাহারসঙ্কোচমভ্যাসন্তঃ স্বয়মেব জীৰ্যমাণেত্বেন্দ্রিয়েষু তত্তদ্বিত্তিয়রত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা-অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপর ইত্যনেন পুরকরেচকয়োরাবর্তমানয়োহংসঃ সোহহমিতানুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিযাজ্যমানেনাজপামস্তেন তত্ত্বং পদার্থৈক্যং বাতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে--সকারণে বহির্হ্যতি হংকারেণ বিশেষ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইতানুচিন্তয়েৎ ॥ ইতি। প্রাণাপানগতী রুদ্ধোক্ত্যনেন তু শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞো অপরেঃ কথ্যন্তে। তত্রায়মর্থঃ--দ্বৌ ভাগৌ পুরয়েদনৈর্জ্জলেনৈকং প্রপুরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥ ইতি (ক)। এবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে। কুন্তকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিদ্ৰিয়াগি প্রাণেষু জুহবতি। কুন্তকে হি সর্বৈ প্রাণা একীভবন্তীতি তত্রৈব লীলমাণেত্বেন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে--যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা ॥ ইতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেহ কেহ অপান বায়ুর প্রশ্বাসরূপ রুত্তিতে প্রাণবায়ুর শ্বাসরূপ রুত্তিকে আহতি দান করেন, অর্থাৎ বাহ্য বায়ুকে শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া পুরক অভ্যাস করেন, এবং প্রাণের শ্বাসরূপ রুত্তিতে অপানের প্রশ্বাসরূপ রুত্তির হোম অর্থাৎ রেচক করিয়া থাকেন। এতদ্বারা ভগবান্ অন্তরকুন্তক ও বাহ্যকুন্তক এই দ্বিবিধ কুন্তকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। যথাসক্তি বাহ্যবায়ুকে নাসিকা দ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশপূর্বক শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করার নাম অন্তরকুন্তক। আর শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে যথাসক্তি নাসা দ্বারা নির্গত করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধের নাম

(ক) পুরাণ ও আয়ুর্বেদের বহুগ্রহে এইরূপ উক্তি আছে।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহবতি ।
 সর্কেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ * ॥ ৩০ ॥
 যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
 নায়ং লোকোহস্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

দ্বাহাকুস্তক । প্রাণ ও অপানের গতির নাম শ্বাস ও প্রশ্বাস । পুরকের দ্বারা অপানের, এবং রেচকের দ্বারা প্রাণবায়ুর গতি নিরুদ্ধ হয় । কুস্তককালে প্রাণ ও অপানের গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায় । এই শুন্তনরূপ কুস্তক অত্যন্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্రిয়গণকে সেই নিগৃহীত প্রাণবায়ুতে লয় করিয়া থাকেন । প্রাণায়াম বাহারতি বা পুরক, আন্তরহতি বা রেচক, শুন্তহতি বা কুস্তক ও তুরীয় এই চারিভাগে বিভক্ত । কোন কোন যোগী অজপা মন্ত্রের অনুলোম বিলোমে হংসঃ ও সোহমিতি দ্বারা তত্ত্বমসীতি বাক্যে জীবব্রহ্মের একতানুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । তুরীয় কুস্তক বা কেবল কুস্তক চিন্তহতির নিরোধ দ্বারাই সাধিত হয়, ইহাতে বায়ুসংযমের আবশ্যকতা নাই । মন আত্মচৈতন্যে নিরুদ্ধ হইলেই এই তুরীয় কুস্তক সাধিত হয় । বৈরাগ্যসহ ঈশ্বর প্রণিধানই ইহার প্রধান সাধন । ইহাতেও ক্রমে ক্রমে প্রাণগতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অথচ হঠযোগের প্রাণায়াম জন্য ক্লেশাদির আশঙ্কা ইহাতে নাই ॥ ২৯ ॥

অম্বয়বোধিনী । অপরে (অন্য কোন কোন) নিয়তাহারাঃ (সংযতাহারী) প্রাণান্ (বায়ু সকলকে) প্রাণেষু (বায়ুসমূহে) জুহবতি (হোম করেন) । এতে সর্কে অপি (এই সকল) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞকারিগণ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক নিষ্পাপ হইয়া) যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজঃ (এবং যজ্ঞশেষ অমৃতভোজনশীল হইয়া) সনাতনং ব্রহ্ম (নিত্য ব্রহ্মলোকে) যান্তি (গমন করেন) । কুরুসত্তম (হে কুরুসত্তম !), অযজস্য (যজ্ঞানুষ্ঠানশূন্য ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ (এই লোক) ন অস্তি (নাই) ; অন্যঃ (অন্য লোক) কুতঃ (কোথায় ?) ॥ ৩০।৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন । এইরূপ, যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীন মনুষ্যগণ এই মনুষ্য লোকই প্রাপ্ত হয় না, স্বর্গাদিলাভ তো দূরের কথা ॥ ৩০।৩১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—অপর ইতি । অপরে নিয়তাহারাঃ—নিয়তঃ পরিমিত আহারো যেমাং তে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ । প্রাণান্ বায়ুভেদান্ প্রাণভেদেষু জুহবতি । যস্য যস্য বায়োর্জয়ঃ ক্রিয়ত ইতরান্ বায়ুভেদাংস্তস্মিন্ তস্মিন্ জুহবতি । তে তত্র প্রবিষ্টা ইব ভবন্তি । সর্কেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ । যজ্ঞৈর্যথোক্তৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যেমাং তে যজ্ঞক্ষয়িত-কল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।

কৰ্মজান্ বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বান্বেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । এবং যথোক্তান্ যজ্ঞান্ নির্বর্ত্য—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজ ইতি । যজ্ঞশিষ্টা-মৃতভুজঃ—যজ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং । যজ্ঞশিষ্টং চ তদমৃতং চেতি যজ্ঞশিষ্টামৃতম্ । তদুৎপত্ত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ । যথোক্তান্ যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথাবিধিচৌদিতমন্নমমৃতাত্ম্যং ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ । যান্তি গচ্ছন্তি । ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনম্ । মুমুক্ষবশ্চেৎ কালান্তি-কুমাপেক্ষয়েতি শব্দসামর্থ্যাদবগম্যতে । নায়ং লোকঃ সৰ্ব্বপ্রাণিসাধারণোগ্যপ্যন্তি । যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোহপি যজ্ঞো যস্য নাস্তি সোহযজ্ঞঃ । তস্য । কুতোহন্যো বিশিষ্টসাধনসাধাঃ । হি কুরুসন্তম ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সৰ্ব ইতি । যজ্ঞান্ বিন্দতি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদঃ । যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা । যজ্ঞেঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈন্তে ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজ ইতি । যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টং কালেহনিষিদ্ধ-মন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা । তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি । তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি । অন্নমন্নসুখোহপি মনুষ্যালোকোহযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি । কুতোহন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ । অতো যজ্ঞাঃ সৰ্ব্বথা কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পূৰ্ব্বোক্ত দ্বাদশ * প্রকার যজ্ঞ যিনি গুরুশাস্ত্রোপদেশে বিদিত আছেন, অথবা তত্ত্বাৎ শ্রদ্ধাপূৰ্বক সম্পন্ন করেন তিনিই যজ্ঞবিৎ । যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজ্ঞবিৎ ও যজ্ঞ-জন্য নিষ্পন্ন মহাভগবৎ অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভ করেন । কিন্তু যাহারা যজ্ঞ-ব্রত করে না, তাহাদের মুক্তি ও স্বর্গাদি সুখ-সম্পৎ লাভ তো দূরের কথা, সামান্য সুখসাধক মনুষ্যালোক লাভও দুষ্কর হয় ॥ ৩০।৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী । ব্রহ্মণঃ (বেদের) মুখে (দ্বারা) এবং (এইরূপ) বহুবিধাঃ (বহু প্রকার) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) বিততাঃ (বিস্তৃত হইয়াছে), তান্ (সেই) সৰ্বান্ (সকলকে) কৰ্মজান্ (কৰ্মজ) বিদ্ধি (জানিবে), এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তি লাভ করিবে) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ । এইপ্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত হইয়াছে, তুমি তৎসমস্ত যজ্ঞকে “কৰ্মজন্য” বিদিত হইয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ কর ॥ ৩২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । এবমিতি । এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞাঃ । বিততা বিস্তীর্ণাঃ । ব্রহ্মণো বেদস্য । মুখে দ্বারে । বেদদ্বারেণাবগম্যামানা ব্রহ্মণো মুখে বিততা উচ্যন্তে ।

* ২৪—২৭ শ্লোকে চারিটী, ২৮ শ্লোকে ছয়টী এবং ২৯ ও ৩০ শ্লোকে দুইটী যজ্ঞের বিষয় কথিত হইয়াছে ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যমযাদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।

সৰ্ব্বং কল্পাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

তদ্ব্যথা—বাচি হি প্রাণং জুহম ইত্যাদয়ঃ । কৰ্মজান্ কায়িকবাচিকমানসকৰ্মোক্তবান্ । বিদ্ধি তান্ সৰ্বাননাশ্রয়ান্ । নিৰ্ব্যাপারো হ্যাত্মা । অত এবং জ্ঞানো বিমোক্ষাসেহশুভাৎ । ন মদ্ব্যাপারো ইমে—নিৰ্ব্যাপারোহমুদাসীন ইতোবাং জ্ঞানো বিমোক্ষাসেহশুভাৎ সমাগদর্শনাৎ । মোক্ষাসে সংসারবন্ধনাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধা ইতি । ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততাঃ । বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ । তথাপি তান্ সৰ্বান্ বাহ্মনঃকায়কৰ্মজনিতানাশ্রয়রূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি । আশ্রয়ঃ কৰ্ম্মাগোচরত্বাৎ । এবং জ্ঞানো জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন সংসারাদিমুক্ত্যে ভবিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

পাছে অর্জুন মনে করেন, ভগবান্ এই যজ্ঞবৃত্তান্ত নূতন কল্পনা করিয়া বলিলেন, তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে ঋগাদি বেদে এরূপ অনেক যজ্ঞের বিবরণ লিখিত হইয়াছে ; এতাবৎ কল্পনামূলক নহে । কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া হইতে এই সকল যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে । ইহাতে আত্মার কৰ্ত্তৃত্বভাবাদি নাই, এইরূপ স্থির জানিয়া তুমি মুক্ত হও ॥ ৩২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট ।

পূর্বকথিত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের সমস্তই—অষ্টাঙ্গযোগের প্রাণায়ামাদিও—কৰ্ম্মযোগের অন্তর্গত, সুতরাং নিজ নিজ প্রকৃতিজাত প্রকৃতির অনুকূলে উহাদের যে কোনটী কৰ্ত্তৃত্বাভিমান-ত্যাগপূর্বক অনুষ্ঠান করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধির পর বৈরাগ্য ও আত্ম-জ্ঞান বা মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী ।

পরন্তপ (হে পরন্তপ !), দ্রব্যমযাৎ (দ্রব্যসাধিত) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ অপেক্ষা) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), [কেন না] পার্থ (যে পার্থ !) সৰ্ব্বম্ অখিলং কৰ্ম্ম (সমস্তনিরবশেষ কৰ্ম্ম) জ্ঞানে (জ্ঞানে) পরিসমাপ্যতে (পর্য্যবসিত হইয়াছে) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

হে পার্থ ! দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ; কেননা, ফলসহ সমস্ত নিরবশেষ কৰ্ম্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

ব্রহ্মপার্শ্বম্ (গীতা ৪।২৪) ইত্যাদিগ্নোকেন সমাগদর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদিতম্ । যজ্ঞাচ্চানেকবিধা উপদিষ্টাঃ । তৈঃ সিদ্ধপুরুষার্থপ্রয়োজনৈর্জ্ঞানং স্তুয়তে । কথম্ ?—শ্রেয়ানিতি । শ্রেয়ান্ দ্রব্যমযাদ্দ্রব্যসাধনসাধ্যাদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ । হে পরন্তপ । দ্রব্যমযো হি যজ্ঞঃ ফলসারম্বকঃ । জ্ঞানযজ্ঞো ন ফলসারম্বকঃ । অতঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ । কথম্ ? যতঃ সৰ্ব্বং কৰ্ম্ম সমস্তমখিলমপ্রতিবন্ধম্ । হে পার্থ । জ্ঞানে মোক্ষসাধনে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতৌদক-স্থানীয়ে পরিসমাপ্যতে । অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ । যথা কৃত্য বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্তৌবমেনং সৰ্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্কন্তি । যন্তদ্বৈদ যৎ স বেদেতি শ্রুতঃ (ক) ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিক্তি প্রাণিপাতেন পরিপ্রমেন সেবয়া ।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কৰ্ম্মযজ্ঞজ্ঞানযজ্ঞস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেনানিতি । দ্রব্য-
ময়াদনাঅব্যাপারজন্যাদৈবদিযজ্ঞজ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়াগ্ধেষ্ঠঃ । যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপার-
ধীনত্বমন্ত্যেব তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃপরিণামেহভিবাঙ্কিতমাত্রম্ । ন তজ্জ্ঞানাত্মমিতি ।
দ্রব্যময়াদিশেষঃ । শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ—সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।
অন্তর্ভবতীত্যর্থ । সৰ্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুৰ্ব্বন্তীতি শ্রুতং (ক) ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্রুতি বলিয়াছেন, “জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্” জ্ঞানের দ্বারাই কৈবল্য
মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । সোমযজ্ঞ, চয়নযজ্ঞ ও উপাসনাদি সমস্ত কৰ্ম্মই আত্মজ্ঞানে পর্যাবসিত
হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । নিকাম কৰ্ম্ম, তপসা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, উপাসনা, যোগাভ্যাস প্রভৃতি
সমস্তই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ’ শ্রদ্ধাসহ ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ যে কোনও শুভকৰ্ম্ম
করিতে পারিলে তাহা পরম্পরাক্রমে জ্ঞানলাভেরই সহায়তা করিবে । ৯।৩১ গীঃ সং দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩ ॥

অবয়বোদ্ধি । প্রণিপাতেন (প্রণামদ্বারা) পরিপ্রমেন (প্রশ্নদ্বারা) সেবয়া [চ]
(ও সেবা করিয়া) তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) বিক্তি (শিক্ষা কর) ; তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী)
জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ করিবেন) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । [ব্রূহবেত্তা গুরুর চরণে] প্রণাম পূর্বক প্রশ্ন ও সেবা করিয়া
আত্মজ্ঞান শিক্ষা কর । তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ । তদেতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রমাণেন প্রাপ্যত ইতি ? উচ্যতে
তদ্বিক্তীতি । তদ্বিক্তি বিজানীহি । যেন বিধিনা প্রাপ্যত ইতি । আচার্য্যানভিগম্য । প্রণিপাতেন
প্রকর্ষণে নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারঃ । তেন । কথং বন্ধঃ ? কথং মোক্ষঃ ? কা
বিদ্যা ? কা চাবিদ্যা ? ইতি পরিপ্রমেন । সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া । এবমাদিনা প্রশ্নোণাবজ্জিতা
আচার্য্যা উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি তে জ্ঞানং যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানিনঃ । জ্ঞানবন্তোহপি কেচিদ্
যথাবত্তত্ত্বদর্শনশীলাশ্চ ন ভবন্তি । অপরে তু ভবন্তি । অতো বিশিনষ্টি—তত্ত্বদর্শিন ইতি । যে
সম্যগ্দর্শিনস্তৈরুপদিশ্যন্তং জ্ঞানং কার্য্যাক্রমং ভবতি । নেতরদিতি ভগবতো মতম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবংভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি । তজ্জ্ঞানং বিক্তি
জানীহি প্রাপুহীত্যর্থঃ । জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবন্দনমস্কারেণ । ততঃ পরিপ্রমেন । কুতোহয়ং
মম সংসারঃ ? কথং বা নিবর্তেত ? ইতি পরিপ্রমেন । সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ । জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ ।
তত্ত্বদর্শিনোহপ্যরোক্ষানুভবসম্পন্নাস্চ । তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

৩৫ শ্লোক

যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।

যেন ভূতানাশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যান্নতথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

গীতार्थসন্দীপনী। গুরুসেবা না করিলে, গুরুমুখে উপদেশ না শুনিলে, কেবল নিজ-বুদ্ধিবিচারে কিংবা জ্ঞানগ্রন্থ পাঠ করিলে তত্ত্বজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। আমি কে? কিরূপে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইলাম? কি উপায়েই বা মুক্তি পাইব? শ্রদ্ধাপূর্বক করষোড়ে গুরুকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হয়। যে সে গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভগবান্ তত্ত্বদর্শী আত্মসাক্ষাৎকারবান্ গুরুর নিকট উপদেশ লইতে আজ্ঞা করিলেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্” (ক) ইতি; অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (অর্থাৎ যথাসাধ্য উপটৌকন লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবে ॥ ৩৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ব্রহ্মনিষ্ঠ (তত্ত্বজ্ঞ) না হইলে কেহ অপরোক্ষ জ্ঞানের উপদেশ করিতে পারেন না; এবং শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে শিষ্যের সমস্ত সন্দেহ দূর করিতেও কেহ সমর্থ হয়েন না। এইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মবেত্তা পুরুষই প্রকৃত সৎগুরু ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং (এই প্রকার) মোহং (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না), যেন (যদ্বারা) অশেষেণ (অশেষপ্রকারে) ভূতানি (সর্বপ্রাণীকে) আত্মনি (আত্মাতে) অথো (অনন্তর) ময়ি (আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিবে) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি আর মোহাভিভূত হইবে না, এবং যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব প্রাণীতে স্বীয় আত্মা ও আমার (পরমাত্মার) সহিত অতিনি-রূপ দর্শন করিবে ॥ ৩৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। তথা চ সতীদমপি সমর্থং বচনং—যদিতি। যজ্ঞ জ্ঞাত্বা যজ্ঞ জ্ঞানং তৈরুপদিষ্টমধিগম্য প্রাপ্য পুনর্ভূয়ো মোহমেবং যথেন্দানীং মোহং গতোহসি পুনরেবং ন যাস্যসি। হে পাণ্ডব কিঞ্চ যেন জ্ঞানেন ভূতানাশেষেণ ব্রহ্মাদীনি স্বষপর্যন্তানি দ্রক্ষ্যসি সাক্ষাদাত্মনি প্রত্যগাত্মনি মৎসংস্থানীমানি ভূতানীতি। অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চেমানীতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রৈকত্বং সর্বোপনিষৎসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীতার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জ্ঞানফলমাহ—যজ্ঞ জ্ঞাত্বেতি সাক্ষৈস্তিভিঃ। যজ্ঞ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি। তত্র হেতুঃ—যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতা-পুত্রাদীনি স্বাবিদ্যাবিজুস্তিতানি স্বাত্মন্যোবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো—অনন্তরমাত্মানং ময়ি পরমাশ্রন্য-ভেদেন দ্রক্ষ্যসীতার্থঃ ॥ ৩৫ ॥

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সৰ্বং জ্ঞানপ বো নৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এত যত্ত ও পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানশিক্ষা করিলে কি লাভ হইবে ? অজ্ঞানের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, গুরুপদিস্ট আত্মজ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে পাইবে যে, ব্রহ্মা হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই এক আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন লীলাময় বিকাশ মাত্র । তুমি ও অন্যান্য সমস্তই আমারই নিত্য সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছ । এতদ্বারা তোমাকে বন্ধুবধাদি রূথা পাপভয়ে ভীত ও মোহিত হইতে হইবে না ॥ ৩৫ ॥

অবয়বোধিনী । চেৎ (যদি) সৰ্বেভ্যঃ (সকল) পাপেভ্যঃ অপি (পাপিগণ হইতেও) পাপকৃত্তমঃ (অতিশয় পাপাচারী) অসি (হও), [তথাপি] জ্ঞানপ্ৰবৈনৈব (জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারাই) সৰ্বং (সকল) বৃজিনং (পাপ) সংতরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যদি তুমি অন্যান্য পাপী সকল হইতে অধিকতর পাপাচারীও হও, তথাপি সেই পাপরূপ সমুদ্র এই জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । কিঞ্চৈতসা জ্ঞানসা মহাত্ম্যম্—অপীতি । অপি চেদসি পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ সৰ্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকৃত্তমঃ পাপকৃত্তমঃ । সৰ্বং জ্ঞানপ্ৰবৈনৈব । জ্ঞানমেব প্ৰবং বৃদ্ধা । বৃজিনং বৃজিনার্গবং পাপং সংতরিষ্যসি । ধৰ্ম্মোহপীহ মুমুক্ষোঃ পাপমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অপি চেদিতি । সৰ্বেভ্যঃ পাপকারিভ্যো যদ্যপাতি-শয়েন পাপকারী ত্বমসি । তথাপি সৰ্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্ৰবৈনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সমাগনান্নাসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অজ্ঞান পাপাচারী নহেন ; তথাপি ভগবান্ আত্মজ্ঞানের আশ্চর্য্য সামর্থ্য বুঝাইবার জন্য “অপি চেৎ” পদ দ্বারা অজ্ঞানকে বলিতেছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তির নিস্তারের তো কোন আশঙ্কাই নাই, তুমি পাপী হইতে মহাপাতকী হইলেও অনায়াসে জ্ঞানবলে পাপপয়োধি পার হইয়া যাইবে ॥ ৩৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । নিষ্পাপ না হইলে আত্মজ্ঞান-লাভের প্রবৃত্তি হয় না, সাত্ত্বিক বুদ্ধিতেই বিষয়-বৈরাগ্য ও মুক্তির ইচ্ছা হইয়া থাকে । সুতরাং আত্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার অকর্তৃত্বাদি নিশ্চয় হইলে আর কোনরাপেই অন্তঃকরণে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না । আত্মার অপরোক্ষজ্ঞান হইলে আর কিরাপে পাপের প্রবৃত্তি হইবে ? (৩৭ শ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিভ'স্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন ।

জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ।

তং স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । অজ্জুন (হে অজ্জুন !) যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ (প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (বহি) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানাগ্নি) সৰ্বকৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অজ্জুন ! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কৰ্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । জ্ঞানং কথং নাশয়তি পাপমিতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে—যথেনিতি । যথৈধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ সমাগ্নিক্তো দীপ্তোহগ্নিভ'স্মসাৎ ভস্মীভাবং কুরুতে । অজ্জুন । এবং জ্ঞানমেবাগ্নি-জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা । নিবীজীকরোতীত্যর্থঃ । ন হি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণীকনবভস্মীকৰ্ত্ত্বং শক্নোতি । তস্মাৎ সমাগদর্শনং সৰ্বকৰ্ম্মাণাং নিবীজত্বে কারণমিত্যভি প্রায়ঃ । সামর্থ্যাদ্ যেন কৰ্ম্মাণা শরীরমারব্ধং তং প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে । অতো যানাপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তানোব কৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্যাতিলঙঘনমাত্রম্ । ন তু পাপস্যা নাশঃ । ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি । এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোহগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি তথাজ্ঞানস্বরূপোহগ্নিঃ প্রারব্ধকৰ্ম্মফলবাতিরিক্তানি সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ভস্মীকরো-তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতাসন্দীপনী । আত্মজ্ঞানরূপ নৌকারোহণে পুণ্যপাপকৰ্ম্মরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে কৰ্ম্মরূপ সমুদ্র তো বিনষ্ট বা শুষ্ক হয় না । অজ্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, জ্ঞানবলে তুমি স্বয়ং তো উত্তীর্ণ হইবেই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জুলন্ত অনলস্পর্শে কাষ্ঠরাশিদহনের ন্যায় জ্ঞানাগ্নিতে তোমার পূর্বসঞ্চিত কৰ্ম্মরাশিও বিদগ্ধ হইয়া যাইবে । “তদধিগম উত্তরপূর্বাঘোরয়োগেশ্বিনাশৌ তদ্বাপদেশাৎ” (ক) । আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পূর্বকৃত কৰ্ম্মরাশি নষ্ট হইয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে যে যে পুণ্যপাপরূপ কার্য্য করিতে থাকেন তাহা পশ্চাদ্ভূত জলের ন্যায় তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না । কেবল প্রারব্ধ কৰ্ম্মানুসারে তিনি শরীরযাত্রা নিৰ্ব্বাহ করিয়া থাকেন মাত্র । বস্তুতঃ তিনি কোন কৰ্ম্মেরই কৰ্ত্তা রূপে পরিগণিত হইবেন না ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের ন্যায়) পবিত্রং (পবিত্রতা-কারক) ন হি বিদ্যতে (আর কিছুই নাই), [মুমুকু] কালেন (কালসহকারে) যোগসংসিদ্ধঃ

শ্রদ্ধাবাল্লভাত জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেজ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

(কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া) স্বয়ং আত্মনি (আপনি আপনাতে) তৎ (সেই জ্ঞান) বিন্দতি (লাভ করেন) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রতাকারক আর কিছুই নাই। কর্মযোগ দ্বারা কালসহকারে মনুষ্যগণ আপনা আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। যত এবমতঃ—ন হীতি । ন হি জ্ঞানেন সদৃশং তুল্যং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমিহ বিদাতে তজ্জ্ঞানং স্বয়মেব যোগসংসিদ্ধো যোগেন কর্মযোগেন চ সংসিদ্ধো সংস্কৃতো যোগাত্মাপনো মুমক্ষুঃ কালেন মহতাত্মনি বিন্দতি । লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাং—ন হীতি । পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ । ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব । তর্হি সর্বত্রাপি কিমিত্যাশঙ্ক্যমানমেব নাভ্যাসাত ইতি ? অত আহ—তৎ স্বয়মিতি সাক্ষ্যেন । তদাত্মনি বিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্মযোগেণ সংসিদ্ধো যোগাত্মাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানার্যাসেন লভতে । ন তু কর্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত সাধনের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কেননা কর্ম উপাসনাদি দ্বারা পাপ আদি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তদ্বারা পাপাদির মলভিত্তি স্বরূপ অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় না, সতরাং পুনঃ পাপাচারের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞান সেই অজ্ঞানরূপ মূল কারণ সহিত পাপাদি কার্যের বিনাশ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় যদি বল, সকল লোকে অন্যান্য সাধন ছাড়িয়া কেবল আত্মজ্ঞানেরই সাধনা করে না কেন? তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে কর্মযোগাদিসিদ্ধিসম্পন্ন না হইলে আত্মজ্ঞানে অধিকার হয় না। এই জন্য আত্মজ্ঞান-পিপাসু পুরুষগণ অবশ্য অবশ্য নিকাম কর্মযোগ বা ভক্তিযোগ সাধনা করিবেন, এবং তদ্বারা ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইবে ॥ ৩৮ ॥

অম্বয়বোধিনী। শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠ) সংযতেজ্রিয়ঃ (জিতেজ্রিয় পরুষ) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন); জ্ঞানং (জ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (শীঘ্র) পরাং শান্তিম্ (মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হইবেন) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি শ্রদ্ধাবান্, গুরুশুশ্রূষা ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্র কৈবল্যমুক্তি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। যেনেকান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্ভবতি স উপায় উপদিশাতে—শ্রদ্ধাবানিতি । শ্রদ্ধাবান্ দ্বাল্লভতে জ্ঞানম্ । শ্রদ্ধালুত্বেহপি ভবতি কপিচন্দ্রপ্রস্থানঃ । অত আহ—তৎপরঃ ।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ।

নায়ং লোকোহস্তুি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

গুরূপাসনাদাবভিযুক্তঃ । জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ে শ্রদ্ধাবাস্তবং পরোহ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদिति । অত আহ—
সংযতেন্দ্রিয়ঃ । সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্তিতানি যস্যোন্দ্রিয়াণি স সংযতেন্দ্রিয়ো যোগী । য এবংভূতঃ
শ্রদ্ধাবাস্তবং পরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সৌবশ্যং জ্ঞানং লভতে । প্রণিপাতাদিস্ত বাহ্যোহনৈকান্তিকোহপি
ভবতি । মায়াবিহ্বাদিসম্ভবাৎ । ন তু তথা তচ্ছ্রদ্ধাবত্বাদাবিতোকান্ততো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ঃ । কিং
পুনর্জানলাভাৎ স্যাদिति ? উচ্যতে—জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং শাস্তিমুপরতিমচিরেণ ক্ষিপ্ৰমে-
বাধিগচ্ছতি । সমাগদর্শনাৎ ক্ষিপ্ৰমেব মোক্ষো ভবতীতি সর্বশাস্ত্রন্যায়প্রসিদ্ধঃ সুনিশ্চিতোহর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—শ্রদ্ধাবানিতি । শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টেহর্থ আন্তিক্য-
বুদ্ধিমান্ । তৎপরস্তুদেকনিষ্ঠঃ । সংযতেন্দ্রিয়শ্চ । তজ্ জ্ঞানং লভতে । নান্যঃ । অতঃ
শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কৰ্ম্মযোগ এব শুদ্ধার্থমনুষ্ঠেয়ঃ । জ্ঞানলাভানন্তরং তু ন তস্য
কিঞ্চিৎ কৰ্ত্তব্যম্—ইত্যাং জ্ঞানং লব্ধ্বা তু মোক্ষমচিরেণ প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । ব্রহ্মবেত্তা গুরুর বাক্যে ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে যাঁহার স্থির বিশ্বাস,
এবং বিশ্বাসযুক্ত চিত্তে জ্ঞানলাভের উদ্দেশে যিনি গুরূসেবায় তৎপর থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে যিনি
আপনার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিজসাধনানুকূল করিয়া আনিতে পারেন, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ ।
যেমন অন্ধকার-বিনাশ-কালে দীপশিখাকে অন্যের সাহায্য লইতে হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা-বিনাশের
জন্য আত্মজ্ঞানকে অন্য সাধনের অপেক্ষা করিতে হয় না ॥ ৩৯ ॥

অর্থবোধিনী । অজ্ঞঃ চ (অজ্ঞানী) অশ্রদ্ধধানঃ (শ্রদ্ধাহীন) সংশয়াত্মা চ (এবং
সংশয়যুক্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়) ; সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং লোকঃ (ইহলোক)
ন অস্তি (নাই), ন পরঃ (পরলোক নাই), ন সুখম্ (সুখও নাই) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ । অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয় । সংশয়াত্মার
ইহলোক বা পরলোক কোথায়ও সুখ নাই ॥ ৪০ ॥

শাকরভাষ্যম্ । অত্র সংশয়ো ন কৰ্ত্তব্যঃ । পাপিষ্ঠো হি সংশয়ঃ । কথমिति ? উচ্যতে—
অজ্ঞশ্চেতি । অজ্ঞশ্চানাত্মজঃ । অশ্রদ্ধধানশ্চ । সংশয়াত্মা চ । বিনশ্যতি । অজ্ঞাশ্রদ্ধাধানে
যদাপি বিনশ্যতস্তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা । স তু পাপিষ্ঠঃ সৰ্ব্বেষাম্ । কথম্ ? নায়ং
সাধারণোহপি লোকোহস্তুি । তথা পরো লোকো ন । তথা ন সুখম্ । তত্রাপি সংশয়োপপত্তেঃ
সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্য । তস্মাৎ সংশয়ো ন কৰ্ত্তব্যঃ ॥ ৪০ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । জ্ঞানাদিকারিণমুক্তা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি ।
অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ । কথঞ্চিজ্ঞানে জাতেহপি তত্রাশ্রদ্ধধানশ্চ । জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং
মমেদং সিধ্যম্ বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি । স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি । এতেষু ত্ৰিষুপি সংশয়াত্মা
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

যোগসংন্যস্তকস্মাৎ জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ আত্মবন্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবধ্বন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

সৰ্ব্বথানশাতি । যতস্তস্যায়ং লোকে নাস্তি ধনাজ্ঞানবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ । ন চ পরলোকো ধৰ্ম্মস্যা-
নিপ্পত্তেঃ । ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপাসস্তবাৎ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে ব্যক্তি বেদান্তাদি-শাস্ত্রাধ্যয়নবিহীন হওয়ায় আত্মজ্ঞান লাভ
করিতে পারে না সেই অজ্ঞ । গুরুকথিত শাস্ত্রার্থের প্রতি যাহার অনাস্থা সে ব্যক্তি অশ্রদ্ধাধান ।
লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কোন বিষয়েই যাহার চিত্ত স্থিরনিশ্চয় করিতে পারে না সে ব্যক্তি সংশয়াত্মা ।
এই তিনপ্রকার ব্যক্তিই সাধন হইতে দ্রষ্ট হইয়া থাকে । বিশেষতঃ যে ব্যক্তি সদা সংশয়যুক্ত,
তাহার ইহ পরলোকে অশান্তি । মনের দোষে সে মিত্রকে শত্রু মনে করিয়া ব্যাকুল হয়, কখন
নিজ সাক্ষী নারীকে কুলটা বোধে ক্ষিপ্তবৎ হয়, কখন ভোজনদ্রব্য বিষমিশ্রিত বা দোষাপ্রিত বলিয়া
ভাল করিয়া আহারও করিতে পারে না । এইরূপে লৌকিক সুখে সে বঞ্চিত থাকে । আবার
গুরুবাক্য ও শাস্ত্রাদিতে সংশয় হওয়ায় স্বর্গাদিফলসাধন ধৰ্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না । সুতরাং
তাহার পারলৌকিক সুখের আশাও নাই । অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীনের পারলৌকিক সুখ না হইলেও
ঐহিক সুখে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না । শাস্ত্রবিদগণ বলেন যে অজ্ঞের গতিলাভ সুসাধা, অশ্রদ্ধাধানের
গতিলাভ যত্নসাধা, কিন্তু সংশয়াত্মার গতিলাভ অসাধা ॥ ৪০ ॥

অত্মবোধিনী । ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয় !) যোগসংন্যস্তকস্মাৎ (যিনি যোগ দ্বারা ভগবানে
কৰ্ম্ম অর্পণ করিয়াছেন) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে)
আত্মবন্তং (সেই আত্মজ্ঞকে) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মরাশি) ন নিবধ্বন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

বক্তাবুবাদ । হে ধনঞ্জয় ! সমস্তবুদ্ধিরূপ যোগ দ্বারা যিনি সমস্ত কৰ্ম্ম
ভগবান্কে অর্পণ করিয়াছেন, এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে,
কৰ্ম্মরাশি সেই আত্মজ্ঞকে আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কস্মাৎ ?—যোগেতি । যোগসংন্যস্তকস্মাৎ পরমার্থদর্শনলক্ষণেন
যোগেন সংন্যস্তানি কৰ্ম্মাণি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাখ্যানি যেন তং যোগসংন্যস্তকস্মাৎ । কথং যোগসংন্যস্ত-
কৰ্ম্মেতি আহ—জ্ঞানেনান্বেষত্বৈকত্বদর্শনলক্ষণেন সংছিন্নঃ সংশয়ো যস্য স জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ ।
য এবং যোগসংন্যস্তকস্মা তমাত্মবন্তমপ্রমত্তং গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কৰ্ম্মাণি ন নিবধ্বন্তি ।
অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভন্তে । হে ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূৰ্ব্বাপরভূমিকাব্যভেদেন কৰ্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং
ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্ । যোগেন পরমেধরারাদনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি
সমপিতানি কৰ্ম্মাণি যে তং পুরুষং কৰ্ম্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্বন্তি । ততশ্চ জ্ঞানোকত্রাব্যবধেন

তস্মাদজ্ঞানসমুত্তং হ্রৎস্থং জ্ঞানাসিনাম্বনঃ ।
 ছিত্ত্বনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
 শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যো যোগশাস্ত্রে
 শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম
 চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সংহিংঃ সংশয়ো দেহাদাভিমানলক্ষণো যস্য তম্ । আত্মবস্তুমপ্রমাদিনম্ । কৰ্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি
 স্বাভাবিকানি বা ন নিবপ্তন্তি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভক্তিপূর্বক ভগবদারাধনা বা পরমার্থদর্শন দ্বারা কৰ্ম্মবাসনা ক্ষয়
 হইয়া যায়, অথবা কৰ্ম্ম করিয়াও তৎফলরাশি ভগবদর্থে সমর্পিত হয় এবং যখন নিজ কৰ্ত্তৃত্ববুদ্ধি
 সমূলে বিনষ্ট হইয়া সমস্তই আত্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, সে অবস্থায় বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ভিক্ষাটনাদি কৰ্ম্মরাশি
 বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত !) তস্মাৎ (অতএব) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গ
 দ্বারা) আত্মনঃ (নিজের) অজ্ঞানসমুত্তং (অজ্ঞানজাত) হ্রৎস্থম্ (হৃদয়স্থিত) এনং (এই)
 সংশয়ং (সংশয়কে) ছিত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (যোগকে) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর), উত্তিষ্ঠ
 (যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ । অতএব হে ভারত ! তুমি জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা হৃদয়স্থিত
 অজ্ঞানসমুত্ত সংশয়রাশিকে ছেদন করিয়া কৰ্ম্মযোগ আশ্রয় কর ও যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান
 হও ॥ ৪২ ॥

শাকুরভাষ্যম্ । যস্মাৎ কৰ্ম্মযোগানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্রয়হেতুকজ্ঞানসংহিংসংশয়ো ন নিবধ্যতে
 কৰ্ম্মভিঃ । জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মভাদেব । যস্মাচ্চ জ্ঞানকৰ্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্যতি—তস্মাদিতি ।
 তস্মাৎ পাপিষ্ঠমজ্ঞানসংভূতমজ্ঞানাদবিবেকাজ্জাতং হ্রৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতম্ । জ্ঞানাসিনা—
 শৌকমোহাদিদৌষহরং সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানম্ । তদেবাসিঃ খড়্গঃ । তেন জ্ঞানাসিনা । আত্মনঃ স্বস্যা ।
 আত্মবিষয়ত্বাৎ সংশয়স্য । ন হি পরস্য সংশয়ঃ পরেণ ছেদ্যতাং প্রাপ্তঃ । যেন স্বস্যাতি বিশেষ্যেত ।
 অত আত্মবিষয়েহপি স্বসৈব ভবতি । জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বনং সংশয়ং স্ববিনাশহেতুভূতম্ । যোগং
 সম্যগ্দর্শনোপায়ং কৰ্ম্মানুষ্ঠানমতিষ্ঠ । কুর্কিতার্থঃ । উত্তিষ্ঠ চেদানীং যুদ্ধায় ভারতেতি ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তস্মাদিতি । যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোহজ্ঞানেন সংভূতং হাদি
স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তম্ । দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখঞ্জনং হিষ্টা । পরমাত্মজানোপায়ভূতং
কৰ্ম্মযোগমতিষ্ঠাশ্রয় । তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ । হে ভারতেতি ক্ষত্রিয়স্বেন যুদ্ধসা
ধৰ্ম্ম্যস্বং দর্শিতম্ ॥ ৪২ ॥

পূমবস্থাভিভেদেন কৰ্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা ।

নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতাত্মাং ভগবৎগীতাটীকাত্মাং সুবোধিন্যাং জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । সংশয়ই সমস্ত অনর্থের মূল, কেননা উহা অবিবেকসম্প্রদ। হে
অজ্ঞান! তুমি আত্মজ্ঞানলাভপূর্বক দৃঢ়নিশ্চয়বুদ্ধি দ্বারা নিঃসন্দেহ হও, এবং নিকাম-কৰ্ম্মযোগের
অনুষ্ঠান কর । হৃদয়ে রাখা সংশয় পোষণ করিও না । নিকামচিত্তে যুদ্ধরূপ স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত
হও । উঠ উঠ, শীঘ্র প্রস্তুত হও । তুমি ভারতবংশাবতংস হইয়া অবিবেকীর ন্যায় ধৰ্ম্মম্রপট হইও না ।

‘স্বস্যানীশত্ববোধেন ভক্তিপ্রদে দৃঢ়ীকৃতে ।

ধীহেতুঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠা চ হরিণেহোপসংহতা ॥’

চতুর্থাধ্যায়ে ভগবান্ নিজ ঈশ্বরত্ব স্থাপন পূর্বক আপনাতে অজ্ঞানের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দৃঢ় করিলেন,
এবং আত্মজ্ঞানের বীজস্বরূপ কৰ্ম্মনিষ্ঠার উপসংহার করিলেন ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদবধুতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত

“গীতার্থ-সন্দীপনী” নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সংন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি ।

যাচ্ছ্যয় এতযোরেকং তন্মে ব্রাহ্মি স্থনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অশ্বম্বোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) কৰ্ম্মণাং (কৰ্ম্মসমূহের) সংন্যাসং (ত্যাগ) পুনঃ (আবার) যোগং চ (কৰ্ম্মযোগ) শংসসি (বলিতেছ) ; এতযোঃ (এই উভয়ের) যৎ (যাহা) মে (আমার পক্ষে) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ একং (সেই একটা) স্থনিশ্চিতং (নিশ্চয় করিয়া) ব্রাহ্মি (বল) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! কৰ্ম্মযোগ ও কৰ্ম্মসংন্যাস তুমি এ উভয়েরই ব্যাখ্যা করিলে । কিন্তু আমার পক্ষে এই দুইটির মধ্যে যাহা শ্রেয় তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যৎ (গীতা ৪।২৮) ইত্যারভ্য স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ (গীতা ৪।২৮) । জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকৰ্ম্মাণম্ (গীতা ৪।২৯) । শারীরং কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ (গীতা ৪।২৯) । যদৃচ্ছালাভসম্ভটঃ (গীতা (৪।২২) । ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ (গীতা ৪।২৪) । কৰ্ম্মজান্ বিদ্ধিতান্ সৰ্ব্বান্ (গীতা ৪।৩২) । সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ (গীতা ৪।৩৩) । জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি (গীতা ৪।৩৭) । যোগসংন্যাস্তকৰ্ম্মাণম্ (গীতা (৪।৪১) ইত্যন্তৈব্বচনৈঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসমবোচঙগবান্ । ছিতৈশ্বনং সংশয়ং যোগমতিষ্ঠ (গীতা ৪।২২) ইত্যনেন বচনেন যোগং চ কৰ্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণমনুতিষ্ঠে-তুজ্জবান্ । তয়োরুভয়োশ্চ কৰ্ম্মানুষ্ঠানকৰ্ম্মসংন্যাসয়োঃ স্থিতিগতিবৎ পরস্পরবিরোধাদেকেন সহ কৰ্ত্তুমশক্যত্বাৎ কালভেদেন চানুষ্ঠানবিধানাভাবাদর্থাদেতয়োরন্যতরকৰ্ত্তব্যতাপ্রাপ্তৌ সত্যাত্ যৎ প্রশস্যতরমেতয়োঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠানকৰ্ম্মসংন্যাসয়োস্তৎ কৰ্ত্তব্যম্ । নেতরদিতি । এবং মন্যমানঃ প্রশস্যতরবুভুংসযার্জুন উবাচ--সংন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ (গীতা ৫।১) ইত্যাদিঃ ।

ননু চান্নবিদো জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপাদয়িষ্যন্ পূৰ্ব্বোদাহৃতৈব্বচনৈর্ভগবান্ সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সংন্যাসমবোচৎ । ন স্বান্নজ্ঞস্য । অতশ্চ কৰ্ম্মানুষ্ঠানকৰ্ম্মসংন্যাসয়োভিনু পুরুষবিষয়ত্বাদন্যতরস্য প্রশস্যতরবুভুংসয়া প্রশ্নোহনুপপন্নঃ ।

সত্যমেব হৃদভিপ্ৰায়েণ প্রশ্নো নোপপদ্যতে । প্রষ্টুঃ স্বাভিপ্ৰায়েণ পুনঃ প্রশ্নো যুক্ত্যত এবতি বদামঃ । কথম্ ?

পূৰ্ব্বোদাহৃতৈব্বচনৈর্ভগবতা কৰ্ম্মসংন্যাসস্য কৰ্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাৎ প্রাধান্যম্ । অন্তরেণ চ কৰ্ত্তারং তস্য কৰ্ত্তব্যত্বাসম্ভবাৎ । অনান্নবিদপি কৰ্ত্তা পক্ষে প্রাপ্তোহনুদ্যত এব । ন পুনরাশ্ব-বিৎকৰ্ত্তৃকত্বমেব সংন্যাসস্য বিবক্ষিতমিতি । এবং মন্যমানস্যার্জুনস্য কৰ্ম্মানুষ্ঠানকৰ্ম্মসংন্যাসয়োঃ পুরুষকৰ্ত্তৃকত্বমপ্যস্তুতি পূৰ্ব্বোক্তেন প্রকারেণ তয়োঃ পরস্পরবিরোধাদন্যতরস্য

কর্তব্যত্বে প্রাপ্তে প্রশস্যতরং চ কর্তব্যং নেতরদিতি প্রশস্যতরবিবিদিষয়া প্রশ্নো নানুপপন্নাঃ ।
প্রতিবচনব্যাক্যার্থনিরূপণেনাপি প্রষ্টুরভিপ্রায় এবমেবেতি গম্যতে । কথং ?

সংন্যাসকৰ্ম্মযোগী নিঃশ্রেয়সকরো । তয়োস্ত কৰ্ম্মসংন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে
(গীতা ৫।২) ইতি প্রতিবচনম্ । এতন্নিরূপ্যং—কিমেনান্নবিৎকর্তৃকরোঃ সংন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োঃ—
নিঃশ্রেয়সকরত্বং প্রয়োজনমুক্ত্বা তয়োরেব কুতশ্চিদ্বিশেষাৎ কৰ্ম্মসংন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগস্য
বিশিষ্টত্বমুচ্যতে ? আহোষ্বিদান্নবিৎকর্তৃকরোঃ সংন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত ইতি ?
কিঞ্চাতো যদান্নবিৎকর্তৃকরোঃ সংন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োনিঃশ্রেয়সকরত্বং তয়োস্ত কৰ্ম্মসংন্যাসাৎ
কৰ্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে ? যদি বানান্নবিৎকর্তৃকরোঃ সংন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত
ইতি ?

অত্রোচ্যতে । আন্নবিৎকর্তৃকরোঃ সংন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োঃসম্ভবাত্তয়োনিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং
তদীয়াচ্চ কৰ্ম্মসংন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মনুপপন্নম্ । যদান্নবিদঃ
কৰ্ম্মসংন্যাসস্তৎপ্রতিকূলশ্চ কৰ্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণং কৰ্ম্মযোগঃ সম্ভবেতাং তদা তয়োনিঃশ্রেয়সকর-
ত্বোক্তিঃ কৰ্ম্মযোগস্য চ কৰ্ম্মসংন্যাসাদ্বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মুপপদ্যেত । আন্নবিদস্ত
সংন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োঃসম্ভবাত্তয়োনিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কৰ্ম্মসংন্যাসাচ্চ কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যত
ইতি চানুপপন্নম্ ।

অত্রাহ । কিমান্নবিদঃ সংন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োঃপ্যসম্ভবঃ ? আহোষ্বিদন্যতরস্যাসম্ভবঃ ? যদা
চান্যতরস্যাসম্ভবস্তদা কিং কৰ্ম্মসংন্যাসস্য ? উত কৰ্ম্মযোগস্যেতি ? অসম্ভবে কারণং চ বক্তব্য-
মিতি ।

অত্রোচ্যতে । আন্নবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বাদ্বিপৰ্যায়জ্ঞানমূলস্য কৰ্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ
স্যাৎ । জ্ঞাদাদিসৰ্ব্ববিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন যো বেত্তি তস্যান্নবিদঃ
সম্যগ্দর্শনোপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্য নিষ্ক্রিয়ান্নস্বরূপাবস্থানলক্ষণং সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসমুক্ত্বা
তদ্বিপৰীতস্য মিথ্যাজ্ঞানমূলককর্তৃত্বাভিধানপূরঃসরস্য সক্রিয়ান্নস্বরূপাবস্থানরূপস্য কৰ্ম্মযোগ-
স্যেহ গীতাশাস্ত্রে তত্র তত্রান্নস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্য বিরোধাদ-
ভাবঃ প্রতিপাদ্যতে যস্মাত্তস্মাদান্নবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানস্য বিপর্যায়জ্ঞানমূলঃ কৰ্ম্মযোগো ন
সম্ভবতীতি যুক্ত মুক্তং স্যাৎ ।

কেষু কেষু পুনরান্নস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষ্বান্নবিদঃ কৰ্ম্মাভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইতি ?

অত্রোচ্যতে অবিনাশি তু তৎ (গীতা ২।১৭) ইতি প্রকৃত্য য এনং বেত্তি হস্তারং (গীতা
২।১৯) বেদাবিনাশিনং নিত্যম্ (গীতা ২।১১) ইত্যাদৌ তত্র তত্রান্নবিদঃ কৰ্ম্মাভাব উচ্যতে ।
ননু চ কৰ্ম্মযোগোহপ্যান্নস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু তত্র তত্র প্রতিপাদ্যত এব । তদ্যথা—
তস্মাদ্যুধ্যাস্ত ভারত (গীতা ২।১৮) । স্বধৰ্ম্মমপি চাবেক্ষ্য (গীতা ২।৩১) । কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে
(গীতা ২।৪৭) ইত্যাদৌ । অতশ্চ কথমান্নবিদঃ কৰ্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাদিতি ?

অত্রোচ্যতে । সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাৎ । জ্ঞানযোগেন সাংখ্যান্যম্
(গীতা ৩।৩) ইত্যনেন সাংখ্যান্যমাত্মতত্ত্ববিদ্যমানান্নবিৎকর্তৃককৰ্ম্মযোগনিষ্ঠাতো নিষ্ক্রিয়ান্নস্ব-
রূপাবস্থানলক্ষণায়া জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়া পৃথক্করণাৎ কৃতকৃত্যত্বেনান্নবিদঃ প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ ।
তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে—

১ শ্লোক

(গীতা ৩।১৭) ইতি কর্তব্যান্তরাভাববচনাচ্চ । ন কর্মণামনারম্ভাৎ (গীতা ৩।৪) সংন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ (গীতা ৫।৬)—ইত্যাদিনা চাত্ত্বজ্ঞানাদ্রব্ধেন কর্মযোগস্য বিধানাৎ । যোগাক্রান্তস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে (গীতা ৬।৩) ইত্যনেন চোৎপন্নসম্যগ্দর্শনস্য কর্ম-যোগাভাববচনাৎ । শারীরং কেবলং কর্ম কুর্ব্বনাপ্নোতি কিল্বিষ্ম (গীতা ৪।২১) ইতি চ শরীরস্থিতিকারণাতিরিক্তস্য কর্মণো নিবারণাৎ । নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ (গীতা ৫।৮) ইত্যনেন চ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তেষুপি দর্শনশ্রবণাদিকর্মস্বাত্মযাথাত্ম্য-বিদঃ করোমীতি প্রত্যয়স্য সমাহিতচেতস্তয়া সদাকর্তব্যত্বোপদেশাদান্নতত্ত্ববিদঃ সম্যগ্দর্শন-বিরুদ্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কর্মযোগঃ স্বপ্নেহপি ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে যস্মাত্তস্মাদান্ন-বিৎকর্তৃকয়োরেব সংন্যাসকর্মযোগয়োনিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্মসংন্যাসাং পূর্ব্বোক্তা-ভ্রবৎকর্তৃকসর্ব্বকর্মসংন্যাসবিলক্ষণাৎ সত্যেব কর্তৃত্ববিজ্ঞানে কল্মষকদেববিষয়াদ্যমনিয়মাদি-সহিতত্বেন চ দূরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ অকরত্বেন চ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানম্—ইত্যেবং প্রতিবচন-বাক্যার্থনিক্রপণেনাপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রষ্টুরভিপ্রায়ো নিশ্চীয়ত ইতি স্থিতম্ ।

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে (গীতা ৩।১ ইত্যত্র জ্ঞানকর্মণোঃ সহাসম্ভবে যচ্ছেহুয় এতয়োস্তন্মে ব্রুহি (গীতা ৫।১)—ইত্যেবং পৃষ্টোহর্জুনেন ভগবান্ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং সংন্যাসিনাং নিষ্ঠা পুনঃ কর্মযোগেণ যোগিনাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতি নির্ণয়ং চকার । ন চ সংন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি (গীতা ৩।৪) ইতি বচনাজ্ঞানসহিতস্য তস্য সিদ্ধিসাধনত্বমিষ্টম্ । কর্মযোগস্য চ বিধানাৎ ।

জ্ঞানরহিতস্য সংন্যাসঃ শ্রেয়ান্ ? কিং বা কর্মযোগঃ শ্রেয়ান্ ? ইত্যেতয়োঃ স্ত্রিণেষু বভূবুঃ সয়া অর্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি । সংন্যাসং পরিত্যাগং কর্মণাং শাস্ত্রীরাণামনুষ্ঠানবিশেষাণাং শংসসি প্রশংসসি । কথয়সীতোতং । পুনর্যোগং চ তেষামেবানুষ্ঠানমবশ্যকর্তব্যং শংসসি । অতো মে কতরচ্ছেয় ইতি সংশয়ঃ । কিং কর্মানুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ । কিং বা তদ্ধানমিতি ? প্রশস্যতরং চানুষ্ঠেয়ম্ । অতশ্চ যচ্ছেয়ঃ প্রশস্যতরং তয়োঃ কর্মসংন্যাসকর্মানুষ্ঠানয়োর্বদনুষ্ঠানাচ্ছে-য়োহবাশ্চির্মমস্যাংসি মন্যাসে তদেকমন্যতরং সত্বেকপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভাবান্মে ব্রুহি স্ত্রনিশ্চিতমভিপ্রেতং তবেতি ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

নিবার্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্মসংন্যাসযোগয়োঃ ।

জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমববীৎ ॥

অজ্ঞানসংভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্বা কর্মযোগমতিষ্ঠেত্যুক্তম্ । তত্র পূর্ব্বাপরবিবোধং মন্বানোহর্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি । যস্তাত্ত্বরতিরেব স্যাদিত্যাদিনা সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থেত্যা-দিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্মসংন্যাসং কথয়সি । জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্বা যোগমতিষ্ঠেতি পুনর্যোগং চ কথয়সি । ন চ কর্মসংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চকটৈক্যকদৈব সংভবতঃ । বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ । তস্মাদেতয়োর্মধ্য একস্মিনানুষ্ঠাতব্যে সতি মম যচ্ছেয়ঃ স্ত্রনিশ্চিতং তদেকং ব্রুহি ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মের ও জ্ঞানের তত্ত্ব নিক্রপিত হইয়াছে । পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম ও কর্মত্যাগ রূপ সংন্যাসতত্ত্ব নির্ণীত হইবে ।

অলপাধিকারীর কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যিকতা ও আত্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তাহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা তৃতীয়াধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন তিমির ও রৌদ্র একত্র থাকে না, তদ্রূপ জ্ঞান ও কর্ম একসঙ্গে থাকিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি কর্মের ভিত্তিভূমি ও অভেদ-ভাবই জ্ঞানলাভের লক্ষ্য ও ফল। সুতরাং দুইটি বিপর্যয় একত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। আবার চতুর্থাধ্যায়ে ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, জ্ঞানীর কর্মে ও কর্মীর জ্ঞানে অধিকার নাই। জ্ঞানিগণ প্রারম্ভ কর্মরাশি ভোগ করিয়া থাকেন মাত্র। তাঁহাদের কর্মপ্রবৃত্তি বা কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা নাই। অজ্ঞানগণ কর্মদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া তবে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইবে। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই কর্মসন্ন্যাস করিবে। শ্রুতি বলিতেছেন—

“এতমেব প্রবৃজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি।” (ক)

“শাস্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাহ্বন্যেবান্মানং পশ্যতি ॥” (খ)

সন্ন্যাসিগণের উপযোগী আত্মরূপ লোক লাভের ইচ্ছা হইলে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে হয়। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ষট্‌সম্পত্তি-সম্পন্ন হৃদয়ে প্রত্যগাত্মার দর্শন হয়। বস্তুতঃ কর্মানুষ্ঠান ও কর্মসন্ন্যাস একাধিকারে কখনই থাকিতে পারে না। যদি বল কর্ম ও কর্মত্যাগ, এতদুভয়ের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে উভয়ের একত্র সংস্থানের অসম্ভাবনা নাই। তাহাতে এই মাত্র বক্তব্য যে, পাপার্দি কর্ম আত্মবোধের বিরোধী; এই পাপনাশার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রয়োজন। লৌকিক ও বৈদিক কর্মাদির অনুষ্ঠানে যাঁহার চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তিনি আত্মজ্ঞানের অনধিকারী। কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই উক্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয়। কর্ম ও কর্মসন্ন্যাস আত্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ হইলেও কর্মে চিত্তবিক্ষেপ ও সন্ন্যাসে বিক্ষেপনিবৃত্তি রূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায়, উভয়ই একাধিকারে বর্তমান থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম করা ও সম্ভব নহে; কেননা, ত্যাগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যদি কর্মই করিবেন, তবে সন্ন্যাসাশ্রম লওয়াই ব্যর্থ হইল। আশ্রমধর্ম প্রতিপালন না করা বেদবিরুদ্ধ ও প্রত্যাবাজনক। প্রথমে বৃক্ষচর্যা, পরে গাঁইস্থ্য, তদনন্তর বানপ্রস্থ ও সর্বশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহা “ক্রম সন্ন্যাস” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর যদি কাহারও প্রথমেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে তিনি বৃক্ষচর্যা হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞানগণ ক্রমানুসারে নিক্রম কর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। অবিরক্ত অবস্থা ও বৈরাগ্যাবস্থাভেদে কর্ম ও সন্ন্যাসের কর্তব্যতা ভগবান্ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিবেন। অর্জুন দেখিলেন, ভগবান্ আত্মজ্ঞানেচ্ছুর জন্য কর্ম ও সন্ন্যাস উভয়ই ব্যবস্থা করিলেন, অথচ কর্ম ও সন্ন্যাস তেজ-তিমিরবৎ পৃথক্ দেখাইলেন। এইক্ষেণে আমার পক্ষে কর্মের অনুষ্ঠান বা সন্ন্যাস কর্তব্য?

এই সংশয় দূর করিবার জন্য অর্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল! এক ব্যক্তির একই সময়ে বসিয়া থাকা ও দাঁড়াইয়া থাকা যেমন সম্ভব নহে, সেইরূপ তোমার কথিত

শ্রীভগবানুবাচ।

সংন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।

তাহ্যাস্ত কৰ্ম্মসংন্যাসাং কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

কৰ্ম্মযোগ ও সন্যাস উভয়ই একজন অধিকারী এক সময়ে কখনও সাধন করিতে পারে না । অতএব এতদ্বয়ের মধ্যে যে সাধনটি আমার পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ, তাহাই আমাকে উপদেশ কর ॥ ১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । কৰ্ম্মফলে আসক্তিবশতঃ সকাম বৈদিক ও লৌকিক কৰ্ম্মে চিত্ত বিক্ষেপ হয় বলিয়া নিকামভাবে উহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হইলে ক্রম-সন্যাস উপেক্ষাপূৰ্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, অথবা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই সন্যাস গ্রহণ করিতে পারা যায় । জাবালোপনিষদে মহারাজ জনক সন্যাসগ্রহণরবিষয়ক প্রশ্ন করিলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দান করিয়াছিলেন, যথা—

“ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ । গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ । বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ । যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহদ্বা বনদ্বা । অথ পুনর্ব্রতী বা অব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ।”—জাবালোপনিষৎ ।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, পরে বানপ্রস্থ ধৰ্ম্ম পালন পূৰ্ব্বক সন্যাস গ্রহণ করিবে ; কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে অধিকারী পুরুষ ক্রম-সন্যাসের নিয়ম অতিক্রমপূৰ্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্য বা সন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন । তিনি অব্রতীই (অসমাপ্তাধ্যয়ন) হউন বা ব্রতীই হউন, স্নাতকই (ব্রহ্মচর্য্যান্তে কৃতস্নান) হউন বা অস্নাতকই হউন অথবা উৎসন্নাগ্নিকই (মৃতদার) হউন বা অনগ্নিকই (অগৃহীতান্নিক) হউন, তাঁহার যে দিনই বিষয়ে বৈরাগ্য হইবে, সেই দিনই অন্যান্য আশ্রমের সম্বন্ধ ত্যাগ পূৰ্ব্বক সন্যাস গ্রহণ করিবেন, ইহাই শ্রুতির আদেশ ॥ ১ ॥

অথ্যবোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) । সংন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগঃ চ (সন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ) উভৌ (উভয়ে) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মুক্তির হেতু) ; তয়োঃ তু (কিন্তু তন্মধ্যে) কৰ্ম্মসংন্যাসাং (কৰ্ম্মত্যাগ হইতে) কৰ্ম্মযোগঃ (কৰ্ম্মযোগ) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, সন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির হেতু ; কিন্তু তন্মধ্যে কৰ্ম্মসন্যাস অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

শাকরভাষ্যম্ । স্বাভিপ্রায়মাচক্ষাণো নির্ণয়—শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাস ইতি । সংন্যাসঃ কৰ্ম্মণাং পরিত্যাগঃ । কৰ্ম্মযোগশ্চ তেষামনুষ্ঠানম্ । তাবুতাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং যোক্ষ্য কুৰ্ব্বাতে । জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন । উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি তয়োস্ত নিঃশ্রেয়সহেত্বোঃ কৰ্ম্মসংন্যাসাং কেবলাং কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি কৰ্ম্মযোগং স্তোতি ॥২॥

জ্যেঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বৈষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো স্ত্বং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত্রোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাস ইতি । অয়ং ভাবঃ—ন হি বেদান্তবেদান্ততত্ত্বজ্ঞং প্রতি কৰ্ম্মযোগমহং ব্রবীমি । যতঃ পূৰ্বেভ্যেন সংন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ । অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং হ্যাং বন্ধুবন্ধাদিনিমিত্তশোকমোহাদি কৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা চিহ্না পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কৰ্ম্মযোগমতিষ্ঠেতি ব্রবীমি । কৰ্ম্মযোগেণ শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাদ্বয়েন সংন্যাসঃ পূৰ্ব্বমুক্তঃ । এবং সত্যপ্রধানয়োঃ কল্পপাযোগাৎ সংন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাত্তেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ । তথাপি তু তয়োঃ যদ্বো কৰ্ম্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অৰ্জুনের সংশয়াপনোদনার্থ ভগবান্ বলিলেন, সংন্যাস ও কৰ্ম্ম উভয়ই মুক্তির কারণ হইলেও যাহা সৰ্বসাধারণের বা সামান্যাধিকারীর উপযোগী সেই নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগই তোমার পক্ষে বিশেষ অনুকূল । কেননা, অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি না হইলে সংন্যাস কিছুমাত্র ফলদান কতি পারে না, অধিকন্তু হানি করিয়া থাকে । সুতরাং উহা আপাততঃ তোমার কল্যাণকরক নহে ॥ ২ ॥

অম্বয়বোধিনী । মহাবাহো (হ মহাবাহো!) যঃ (যিনি) ন দ্বৈষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), সঃ (তিনি) নিত্যসংন্যাসী (নিত্যসংন্যাসী) জ্যেঃ (জানিবে); নির্দ্বন্দ্বোহি (সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষই) স্ত্বং (অনায়াসে) বন্ধাৎ (বন্ধন হইতে) প্রমুচ্যতে (মুক্তিলাভ করেন) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মহাবাহো ! যাঁহার দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও স্বর্গাদি সুখকামনা রহিত, তিনিই নিত্যসংন্যাসী । কেননা তাদৃশ পুরুষই অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ । কস্মাদিতি ? আহ—জ্যে ইতি । জ্যেয়ো জ্ঞাতব্যঃ । স কৰ্ম্মযোগী নিত্যসংন্যাসীতি । যো ন দ্বৈষ্টি কিঞ্চিৎ । ন কাঙ্ক্ষতি স্ত্বদুঃখে তৎসাধনে চ । এবংবিধো যঃ কৰ্ম্মণি বর্তমানোহপি স নিত্যসংন্যাসীতি জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ । নির্দ্বন্দ্বো হৃদ্ববজ্জিতো হি যস্মান্মহাবাহো স্ত্বং বন্ধাদনায়াসেন প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কুত ইত্যপেক্ষায়াং সংন্যাসিহ্মেন কৰ্ম্মযোগিণং স্তবংস্তয়া শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্যে ইতি । রাগদ্বेषাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কৰ্ম্মাণি যোহনুতিষ্ঠতি স নিত্যং কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালেহপি সংন্যাসীত্যেবং জ্যেঃ । তত্র হেতুঃ—নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিহৃদ্ব-শূন্যো হি শুদ্ধ চিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব বন্ধাৎ সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সাংখ্যযোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভায়োবিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সমস্ত কৰ্ম্মকর ভগবানে অর্পণ পূর্বক যিনি ফলকামনাবর্জিত এবং আত্মানুজ্ঞান-বিচারের দ্বারা আত্মাকে রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বেশভূষা বা আশ্রম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস হয় না ; কিন্তু আত্মা যে “অহং মমেতি” বোধরূপ আবরণে আবদ্ধ আছে, সেই মলিন আবরণ ত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। ফলতঃ নিকাম কৰ্ম্মসাধন ও সন্ন্যাস একই পদার্থ ॥ ৩ ॥

• **সন্দীপনী-পরিশিষ্ট ।** যাঁহার প্রবৃত্তিবেগ সংযত হয় নাই, এবং সংসারে আসক্তি আছে, তাঁহারই পক্ষে নিকাম কৰ্ম্মসাধন কল্যাণকর ; কেননা, রজস্তমোগুণের প্রাবল্য থাকিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শান্তি লাভ হয় না। কিন্তু যিনি বিবেক-বিচারসহ নিবৃত্তিই প্রকৃত সূখ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারই জন্য শাস্ত্রে সন্ন্যাস-গ্রহণ বিহিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । বালাঃ (অজ্ঞানগণ) সাংখ্যযোগো (সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগকে) পৃথক্ (ভিন্ন) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকে)। [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) ন (তাহা বলেন না) ; একম্ অপি (একটিরও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ (উভয়ের) ফলং (ফল) বিন্দতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । অজ্ঞানগণ বলে সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগের ফল ভিন্ন, কিন্তু পণ্ডিতগণ কৰ্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসের একই ফল कहিয়া থাকেন। কেননা একতরেরও অনুষ্ঠানকারী উভয়েরই (নিঃশ্রেয়সরূপ) ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ননু সংন্যাসকৰ্ম্মযোগয়োভিন্নাপুরুষানুষ্ঠেয়য়োবিরুদ্ধয়োঃ ফলেহপি বিরোধো যুক্তঃ । ন ভূতয়োনিঃশ্রেয়সকরত্বমেব - ইতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে - সাংখ্যযোগাবিতি । সাংখ্যযোগো পৃথগ্ বিরুদ্ধভিন্নফলো বালাঃ প্রবদন্তি । ন পণ্ডিতাঃ । পণ্ডিতাস্ত জ্ঞানিন একং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি । কথম্ ? একমপি সাংখ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিতঃ - সম্যগনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ - উভয়োবিন্দতে ফলম্ । উভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেয়সং ফলম্ । অতো ন ফলে বিরোধোহি স্তি ।

ননু সংন্যাসকৰ্ম্মযোগশব্দেন প্রস্তুত্যা সাংখ্যযোগশব্দয়োঃ ফলেকত্বং কথমিহাপ্রকৃতং বুঝীতি ? নৈম দোষঃ । যদ্যপ্যর্জুনেন সংন্যাসং কৰ্ম্মযোগং চ কেবলমভিপ্রেত্যা প্রশ্নঃ কৃতঃ । ভগবাংস্ত তদপরিত্যাগে নৈব স্বাভিপ্রেতং চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তরবাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ - সাংখ্যযোগাবিতি । তাবৎ সংন্যাসকৰ্ম্মযোগো জ্ঞানতদুপায়সমবুদ্ধিাদিসংযুক্তৌ সাংখ্যযোগশব্দবাচ্যাবিতি ভগবতো মতম্ । অতো নাপ্রকৃতপ্রক্ৰিয়েতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটিকা । যস্মাদেবমজ্ঞপ্রধানত্বেনোভয়োবস্বভেদেন ক্রমসমুচ্চয়ঃ -

যং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।

এক সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্যোভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোহজ্ঞানামেবোচিতঃ । ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাংখ্যযোগাবিতি । সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সংন্যাসং লক্ষয়তি । সংন্যাস-কৰ্ম্মযোগাবেকফলো সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি । ন তু পণ্ডিতাঃ । তত্র হেতুঃ—অন্যোরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োরপি ফলমাপ্নোতি । তথা হি কৰ্ম্মযোগং সম্যগনুষ্ঠিত্ব দ্ব্যুচ্চিভঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতি । সংন্যাসং সম্যগু-স্থিতোহপি পূৰ্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কৰ্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ফলভ্রমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দোপনী । সংশয় ও বিপরীত ভাবনা বজ্জিত আত্মাকার বুদ্ধিযোগের নাম সাংখ্যযোগ । এই আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনের নাম সন্ন্যাস । মূঢ়গণ অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করে, সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগের ফল ভিন্ন ভিন্ন । কিন্তু পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ নিজ অধিকার অনুসারে কৰ্ম্মযোগ বা সন্ন্যাস যাহাই কেন সাধন কর না, উভয়ের সমানই ফল লাভ হইবে । নিকাম কৰ্ম্মযোগ কৰ্ম্মসন্ন্যাসের প্রকারান্তর মাত্র ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক) যং স্থানং (যে স্থান) প্রাপ্যতে (লব্ধ হয়), যোগৈঃ অপি (কৰ্ম্মযোগিগণ কর্তৃকও) তং (সেই স্থান) গম্যতে (লব্ধ হয়) ; যঃ (যিনি) সাংখ্য চ (সন্ন্যাস) যোগং চ (ও কৰ্ম্মযোগ) একং (একরূপ) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করেন) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । সাংখ্য পুরুষ (সন্ন্যাসী) গণ যে স্থান লাভ করেন কৰ্ম্ম-যোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যিনি সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই এইরূপ দেখেন; তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । একস্যাপি সম্যগনুষ্ঠানাৎ কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দত ইতি ? উচ্যতে—যদ্বিতি । যং সাংখ্যজ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং তদ্যোগৈরপি । জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনেশ্বরে সমর্প্য কৰ্ম্মাণ্যাত্মনঃ ফলমনভিসম্ভাবানুষ্ঠিত্তি যে তে যোগিনঃ । তৈরপি পরমার্থজ্ঞানসংন্যাসপ্রাপ্তিস্বারেণ গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ । অত একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি ফলৈকত্বাৎ স সম্যক্ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এতদেব স্ফুটয়তি—যং সাংখ্যৈরিত্যিতি । সাংখ্যজ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভির্ষং স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষণে সাঙ্গদবাপ্যতে । যোগৈরিত্যর্থাদিত্যন্বস্বার্থীয়োহহ-
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

সংন্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ॥

যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ । কর্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেহব্যাপ্যতে । অতঃ সাংখ্যং চ যোগং চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যোগ এবং সন্ন্যাস এতদ্বয়ের একতরের অনুষ্ঠানকারী কিরূপে উভয়ের অনুষ্ঠানস্বলভ ফল লাভ করিবেন, অর্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, সন্ন্যাসিগণ পূর্বজন্মকৃত কর্মের প্রভাবে ইহজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন এবং এবার শ্রবণ মননাদি জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা মুক্তি লাভ করিবেন । এই কৈবল্যস্থান (একত্ব) প্রভাবে তাঁহাদের কখনও পুনরাবৃত্তি হইবে না । আর ফলকামনাবর্জিত অর্থাৎ ভগবদর্পণবুদ্ধিতে যিনি কর্ম-সাধন করিয়া থাকেন, সেই কর্মযোগীই এজন্মে না হউক, পরজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া জ্ঞানবলে মুক্তি লাভ করিবেন । সুতরাং কর্মী ও সন্ন্যাসী উভয়েই সমফলভোগী । যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহারা ই তত্ত্বদর্শী ॥ ৫ ॥

সন্দীপনী-পরিণিষ্ট । যিনি যথাবিহিত উপায়ে নিকাম-কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, এবং মোক্ষাশ্রমের শ্রবণ দ্বারা সংসারে আসক্তিশূন্য হইবার জন্য নিয়মিত চেষ্টা করেন, তিনি এই জন্মেই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া নিদিধ্যাসনরূপ ব্রহ্মভ্যাসের অধিকার লাভ করিতে পারেন । সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন হইতে পারিলে যথাসময়ে বিবেকজনিত বৈরাগ্যোদয় হইবেই । এইরূপে ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের প্রবৃত্তি স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অম্বয়বোধিনী । মহাবাহো (হে মহাবাহো !) অযোগতঃ (কর্মযোগব্যতীত) সংন্যাসঃ তু (কেবল কর্মত্যাগ) দুঃখম্ আপ্তুং (দুঃখ পাইবার নিমিত্ত) । যোগমুক্তঃ মুনিঃ (কর্মযোগী) না চিরেণ (শীঘ্রই) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (ব্রহ্ম লাভ করেন) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিতান্ত দুঃখজনক । কর্মযোগিগণ সিদ্ধ হইয়া শীঘ্রই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন ॥ ৬ ॥

শাক্তবিশ্বাস্যম্ । এবং তর্হি যোগাং সংন্যাস এব বিশিষ্যতে । কথং তর্হীদমুক্তং— তয়োস্ত কর্মসংন্যাসাং কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি ? শৃণু তত্র কারণম্ । ত্বয়া পৃষ্টং কেবলং কর্মসংন্যাসং কর্মযোগং চাভিপ্রেতা তয়োরন্যতরঃ শ্রেয়ানিতি ? তদনুরূপং প্রতিবচনং ময়োক্তং কর্মসংন্যাসাং কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানমনোপেক্ষা । জ্ঞানোপেক্ষস্ত সংন্যাসঃ সাংখ্যমিতি ময়াভিপ্রেতঃ । পরমার্থযোগশ্চ স এব । যস্ত কর্মযোগো বৈদিকঃ স তাদর্থ্যাদ্ যোগঃ সংন্যাস ইতি চোপচর্য্যতে । কথং তাদর্থ্যমিতি ?—উচ্যতে—সংন্যাস ইতি । সংন্যাসস্ত পারমাথিকো হে মহাবাহো দুঃখমাপ্তুং প্রাপ্তুম্ । অযোগতো যোগেন বিনা । যোগযুক্তো বৈদিকেণ কর্মযোগেনেশ্বরসমপিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ যুক্তঃ । মুনিঃ—মননাদীশ্বর-সুরূপস্য মুনিঃ । ব্রহ্ম-পদার্থোপলব্ধিঃ প্রাপ্ত্যেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপলব্ধিঃ সংন্যাস ইতি ব্রহ্মা ।

বুদ্ধা হি পর ইতি শ্রুতে: (ক) । বুদ্ধা পরমার্থসংন্যাসং পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ন চিরেণ
ক্ষিপ্ৰমেবাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি । অতো ময়োক্তং—কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যত (গীতা ৫।২)
ইতি ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যদি কৰ্ম্মযোগিণোহপ্যন্ততঃ সংন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা
তর্হ্যাদিত এব সংন্যাসঃ কৰ্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্বানং প্রত্যাহ—সংন্যাস ইতি । অযোগতঃ
কৰ্ম্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুঃ । অশক্য ইত্যর্থঃ । চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞান-
নিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ । যোগযুক্তস্ত শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সংন্যাসী ভূত্বাচিরেণৈব বুদ্ধাধিগচ্ছতি ।
অপরোক্ষং জানাতি । অতশ্চিত্তশুদ্ধে: প্রাক্ কৰ্ম্মযোগ এব সংন্যাসাদিশিষ্যত ইতি পূৰ্ব্বোক্তং
সিদ্ধম্ । তদুক্তং বাত্বিককৃষ্টিঃ—প্রমাদিনো বহিষ্চিত্তা: পিশুনা: কলহোৎস্রুকা: । সংন্যাসি-
নোহপি দৃশ্যস্তে দৈবসংদূষিতাশয়া: ॥ (খ) ইতি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত-ব্যক্তিগণ যখন জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ
করেন, তখন অশুদ্ধান্তঃকরণ-ব্যক্তিও জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস কেন না গ্রহণ করিবে?
অর্জুনের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, কৰ্ম্মযোগ সাধন ব্যতীত অন্তঃকরণের
শুদ্ধি হয় না । অসিদ্ধকৰ্ম্মা, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি হঠপূর্বক সন্ন্যাসী হইলে তাহার ক্রেশমাত্রই
সার হয় । শুদ্ধান্তঃকরণমূলভ নির্মল আনন্দ তাহার ভাগ্যে ঘটয়া উঠে না । কৰ্ম্মের দ্বারা
চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া যিনি সন্ন্যাসী হয়েন, তিনিই সম্বর বৃক্ষ লাভ করেন ॥ ৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ
করিলে সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না । এইজন্য অধুনা অনেকে অসময়ে সন্ন্যাস ধারণ পূর্বক
আবার কৰ্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । ইহাতে সন্ন্যাসাশ্রমের অমর্যাদা মাত্র হয়, এবং সন্ন্যাস
গ্রহণের শাস্ত্রীয় উদ্দেশ্য—আত্মজ্ঞান লাভও হয় না । লোকের দেহসেবারূপ ব্রত সন্ন্যাসি-
জীবনের কৰ্ম্ম নহে, উহা গৃহস্থের কর্তব্য । মনুষ্যজীবনের বিশেষ লক্ষ্য বৃক্ষজ্ঞান লাভের
উপদেশসহ তদনুরূপ আদর্শ দ্বারা উপকারই সন্ন্যাসিগণ করিতে পারেন । স্মরণ্য প্রথমে
সমাজে থাকিয়া সদাচার ও সংকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্বক শ্রোত্রিয় বৃক্ষনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর নিকট মোক্ষো-
পদেশ শ্রবণ করিলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে । পরে বিবেক-বিচারসহ বৈরাগ্যোদয় হইলে
সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত । সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

“ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা ।

যতেশ্চত্বারি কৰ্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে ॥”

আত্মধ্যান, শরীর ও মনের শুদ্ধিসাধন, ভিক্ষানুভোজন এবং একান্ত বাস—এই চারিটি
ব্যতীত সন্ন্যাসীর পক্ষে পঞ্চম (অতিরিক্ত) বলিয়া কোনও কার্য নাই ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেन्द्रিয়ঃ ।

সৰ্বভূতান্নভূতাত্মা কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিং কারোমীতি যুক্তো মন্থেত তদ্ধাবৎ ।

পশ্যঙ্গুধন্ স্পৃশ্যঞ্জিষন্নশ্বন্ গচ্ছন্ স্বপঙ্কসন্ ॥ ৮ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুশ্মিষন্নিমিষন্নপি ।

ইन्द्रিয়াণীन्द्रিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । যোগযুক্তঃ (কৰ্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত) বিজিতাত্মা (বিজিত-
দেহ) জিতেन्द्रিয়ঃ (ইन्द्रিয়জয়ী) সৰ্বভূতান্নভূতাত্মা (সৰ্বভূতের আত্মায় নিজ আত্মভাবদর্শী)
কুৰ্ব্বন্ অপি (কৰ্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ ॥ যিনি যোগযুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, বিজিতদেহ, জিতেन्द्रিয় এবং
সৰ্বভূতের আত্মায় যাহার নিজাত্মভাব, তিনি কৰ্ম করিলেও নির্লিপ্ত ॥ ৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যদা পুনরয়ং সম্যগদর্শনপ্রাপ্ত্যপায়ত্বেন—যোগযুক্ত ইতি । যোগেন
যুক্তো যোগযুক্তঃ । বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধচিত্তঃ । বিজিতাত্মা বিজিতদেহঃ । জিতেन्द्रিয়শ্চ ।
সৰ্বভূতান্নভূতাত্মা—সৰ্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্বল্পপর্যায়ানাং ভূতানামান্নভূত আত্মা প্রত্যক্চেতনো
যস্য স সৰ্বভূতান্নভূতাত্মা । সম্যগদর্শীত্বার্থঃ । স তত্রৈব বর্ত্তমানো লোকসংগ্রহায় কৰ্ম
কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে । যোগযুক্তো ন কৰ্মভিৰ্বধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কৰ্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কৰ্মণা
বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাপেক্ষ্যাহ—যোগযুক্ত ইতি । যোগেন যুক্তঃ । অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য ।
অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন । অত এব জিতানীन्द्रিয়াণি যেন । ততশ্চ সৰ্বেষাং
ভূতানামান্নভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে । তৈর্ন
বধ্যতে ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কৰ্মের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়, অতএব কৰ্মযোগী কিরূপে ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন ? অভ্যাসের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—
যিনি ফলকামনাবঞ্চিত ও কৰ্ম্মানুষ্ঠানশীল, তাঁহার অন্তঃকরণ প্রথমে রজস্তমোগুণবঞ্চিত হয়,
শরীর বশীভূত হয়, ইन्द्रিয়সকল তাঁহার আয়ত্তাধীন হয়, অর্থাৎ তিনি মনোদগু, কায়দগু, ও
বাগদগু যুক্ত হইয়া ত্রিদগুী হয়েন । এখানে বাক্শব্দ বাগাদি সমস্ত ইन्द्रিয়েরই উপলক্ষক
বুঝিতে হইবে । ব্রহ্মা হইতে স্বল্প পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থেই নিকাম-কৰ্ম্মীর আত্মবুদ্ধির উদয় হয় ।
দৃশ্য কৰ্ম্মযোগীর কৰ্ত্তৃত্বাভিমানাদি না থাকায় কোন কৰ্ম্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।
অতএব কৰ্ম্ম বন্ধনের কারণ হইলেও উহা নিকাম কৰ্ম্মযোগীকে বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । যুক্তঃ (যোগযুক্ত) তত্ৰবিৎ (পরমার্থদর্শী পুরুষ) পশ্যন্ (দর্শন

করিয়া) শৃণুন্ (শ্রবণ করিয়া) স্পৃশন্ (স্পর্শ করিয়া) জিহ্বন্ (ঘ্রাণ করিয়া) অশ্নন্ (ভোজন করিয়া) গচ্ছন্ (গমন করিয়া) স্বপন্ (শয়ন করিয়া) শ্বসন্ (নিঃশ্বাসগ্রহণ করিয়া) প্রলপন্ (কথন করিয়া) বিস্রজন্ (ত্যাগ করিয়া) গৃহ্ণন্ (গ্রহণ করিয়া) উন্মিষন্ (উন্মেষ করিয়া) নিমিষন্ অপি (নিমেষ করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে) বর্ভন্তে (প্রবৃত্ত হইতেছে) ইতি (ইহা) ধারয়ন্ (নিশ্চয় করিয়া) (আমি) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি (করিতেছি না) ইতি (ইহা) মন্যেত (মনে করেন) ॥৮।৯ ॥

বজ্রালুবাদ । পরমার্থদর্শী কর্মযোগিগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, নিঃশ্বাসগ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিতেছি না, এ সমস্তই ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্য ॥ ৮।৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ন চাসৌ পরমার্থতঃ করোতি । অতঃ—নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি । যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ মন্যেত চিন্তয়েৎ তত্ত্ববিৎ । আত্মনো যাথাত্ম্যং তত্ত্বং বেত্তীতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থ-দর্শীত্যাঃ । কদা কথং বা তত্ত্বমবধারণন্ মন্যেতেতি ? উচ্যতে—পশ্যন্নিতি । মন্যেতেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । তস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্বকার্য্যকরণচেষ্টাস্থ কর্মস্বকর্ম্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্দেশিনঃ সর্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ । কর্ম্মণোহভাবদর্শনাৎ । ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানেহপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৮ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কর্ম্ম কুর্ব্বন্পি ন লিপ্যতে ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কৰ্ত্তৃত্বা-ভিমানাভাবান্ন বিরুদ্ধমিত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্ । কর্ম্মযোগেণ যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদুত্বা দর্শন-শ্রবণাদীনী কুর্ব্বন্পি জিহ্বাণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ভন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিনন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত, মন্যেত তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ । গতিঃ পাদয়োঃ । স্বাপো বুদ্ধেঃ । শ্বাসঃ প্রাণস্য । প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য । বিসর্গঃ পায়ুপস্থয়োঃ । গ্রহণং হস্তয়োঃ । উন্মেষণনিমেষণে কুর্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ । এতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্পি-প্যভিমানাভাবাহুন্ধবিন্ লিপ্যতে । তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—তদধিগম উত্তরপূর্বাঘ্যোরশ্লেষ-বিনাশৌ তদ্যপদেশাদিতি (ক) ॥ ৮।৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি নিরুদ্ধচিত্ত (সর্বত্র বুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত) কর্ম্মযোগী, যিনি তত্ত্ববেত্তা, যিনি পরমার্থদর্শী, অথবা যিনি প্রথমতঃ নিকাম-কর্ম্ম করিয়া তদনন্তর শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, তিনি সমস্ত কর্ম্মরাশিকেই চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কন্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ-প্রাণের ও বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণবৃত্তিচতুষ্টয়ের কার্য্য বলিয়া মনে করেন, এবং আত্মাকে অসঙ্গ নিষ্ক্রিয় বলিয়া জ্ঞানেন ॥ ৮।৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কৰোতি যঃ ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ ॥

অম্বয়বোধিনী । যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (ঈশ্বরে) (ফল) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ পূর্বক) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহ) কৰোতি (করেন), সঃ (তিনি) অস্তসা (জলদ্বারা) পদ্মপত্রম্ ইব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন (পাপ দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া কৰ্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ পূর্বক কৰ্ম্মানুষ্ঠান করেন, জলে কমলপত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হয়েন না ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যন্ত পুনরতঃ প্রবৃত্ত্য চ কৰ্ম্মযোগে—ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণীশ্বরে আধায় নিক্ৰিয় । তদর্থং কৰোগীতি ভূত ইব স্বার্থং সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি—মোক্ষেহপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা—কৰোতি যঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি । লিপ্যতে ন স পাপেন ন সংবধ্যতে । পদ্মপত্র-মিবাস্তসোদকেন ॥ ১০ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা । তহি যস্য কৰোগীত্যভিমানোহস্তি তস্য কৰ্ম্মলেপো দুৰ্ব্বারঃ । তথাবিভুক্তচিত্তত্বাৎ সংন্যাসোহপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপনুমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য । তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা । যঃ কৰ্ম্মাণি কৰোতি । অসৌ পাপেন বদ্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাব্রকেন কৰ্ম্মণা ন লিপ্যতে । যথা পদ্মপত্রমস্তসি স্থিতমপি তেনাস্তসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । জল প্রায় সকল বস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্দ্র করে, কিন্তু পদ্মপত্রের উপরে জলের সে শক্তি কার্যকরী হয় না । এইরূপ কৰ্ম্ম, অনুষ্ঠানকারীমাত্রকেই বন্ধন করে, কেবল ফলকামনাবর্জিত কৰ্ম্মানুষ্ঠাতাকে লিপ্ত করিতে পারে না ॥ ১০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । লোকসমাজে থাকিয়া নিকামভাবে বিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করাও সহজসাধ্য নহে । এইজন্য যিনি সমাজে লোকব্যবহারের বিড়ম্বনায় বিব্রত হইয়া জীবনের লক্ষ্য সাধনে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন না, তাঁহারই জন্য পরিণতবয়সে শাস্ত্রে বিবিদিষা সন্ন্যাসের (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছায় সন্ন্যাস) ব্যবস্থা আছে । বিবিদিষা-সন্ন্যাস ধারণপূর্বক চিত্তমল দূর করিবার জন্য লৌকিক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না । ভগবান্ ১৮।৫২ শ্লোকে এইরূপ সন্ন্যাসের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিবেন । আচার্য্য শঙ্করও শ্রীচৈতন্যদেব নিজ নিজ সম্প্রদায়ে বিভিন্নভাবে এই সন্ন্যাস ধারণেরই প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন । সন্ন্যাসের সংস্কার দূচ করিবার জন্য এখনও দাক্ষিণাত্যে কেহ কেহ মুমূর্ষু অবস্থাতেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিদ্রিয়ৈরপি ।

যোগিনঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি সঙ্গং তাত্ত্বান্নশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।

অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সন্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

অর্থবোধিনী । যোগিনঃ (কৰ্মযোগিগণ) সঙ্গং (ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) আশ্রমশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত) কায়েন (শরীরদ্বারা) মনসা (মনদ্বারা) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) কেবলৈঃ (কেবল) ইদ্রিয়ৈঃ অপি (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) কৰ্ম কুৰ্বন্তি (কৰ্ম করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । কৰ্মযোগিগণ ফলকামনা পরিত্যাগ পূৰ্বক অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কৰ্ম করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শাক্তবিশয়ম্ । কেবলং সত্ত্বশুদ্ধিমাশ্রয়মেব তস্য কৰ্মণঃ স্যাৎ । যস্মাৎ—কায়েনেতি । কায়েন দেহেন । মনসা । বুদ্ধ্যা চ । কেবলৈরিদ্রিয়ৈশ্চৈবজ্ঞিতৈরীশ্বরায়ৈব কৰ্ম করোমীতি ন মম ফলায়েতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈরিদ্রিয়ৈরপি । কেবলশব্দঃ কায়াদিতিরপি প্রত্যেকং সংবধ্যতে । সৰ্বব্যাপারেষু মমতাবর্জনায়া । যোগিনঃ কৰ্মিণঃ । কৰ্ম কুৰ্বন্তি । সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলবিষয়ম্ । আশ্রমশুদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধয় ইত্যর্থঃ । তস্মাত্তত্রৈব তবাধিকার ইতি । কুরু কঠৈব ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি—কায়েনেতি । কায়েন স্নানাদি । মনসা ধ্যানাদি । বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি । কেবলৈঃ কৰ্ম্মাভিনিবশরহিতৈরিদ্রিয়ৈশ্চ । শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণং কৰ্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কৰ্ম্মযোগিণঃ কৰ্ম কুৰ্বন্তি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহারা নিকাম, তাঁহাদের কৰ্ম্মানুষ্ঠানের অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও অন্তঃকরণবৃত্তিকে নির্মল করিবার জন্য তত্তাবৎ অনুষ্ঠান করিতে হয় । ফলকামনা না থাকায় তাঁহাদিগের “অহং কৰ্ত্তেতি” অভিমান হয় না । বস্ত্ততঃ তাঁহারা সমস্ত কৰ্ম্মই ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

অর্থবোধিনী । যুক্তঃ (কৰ্মযোগী) কৰ্মফলং (কৰ্মফল) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ পূৰ্বক) নৈষ্ঠিকীং (আত্মাত্তিক) শান্তিম্ (শান্তি) আশ্নোতি (লাভ করেন) । অযুক্তঃ (অ-যোগী) কামকারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে (ফললাভে) সন্তোঃ (আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । যুক্ত অর্থাৎ কৰ্মযোগী কৰ্মফল পরিত্যাগপূৰ্বক মোক্ষ-রূপ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, এবং অযুক্ত ব্যক্তি কামনাবশতঃ ফললাভে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশাগ্রস্ত হয় ॥ ১২ ॥

পুরমিব পুরমাত্মৈকস্বামিকম্ । তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈরনেকফলবিজ্ঞানস্যাং-
পাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতম্ । তস্মিন্নবদ্বারে পুরে দেবী সৰ্বং কৰ্ম সংন্যাস্যাস্তে ।

কিং বিশেষণেন? সৰ্ব্বা হি দেহী সংন্যাস্য সংন্যাসী বা দেহ এবাস্তে । তত্রানর্থকং বিশেষণমিতি? উচ্যতে—যস্ত্বজ্জো দেহী দেহেচ্চিয়সংঘাতমাত্রাদ্বন্দ্বী স সৰ্ব্বোহপি গেহে ভূমাবাসনে বাস ইতি মন্যতে । ন হি দেহমাত্রাদ্বন্দ্বীনো গেহ ইব দেহ আস ইতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবতি । দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাদ্বন্দ্বিশিনস্ত দেহ আস ইতি প্রত্যয় উপপদ্যতে । পরকৰ্ম্মণাং চ পরস্মিন্ভাবন্যাবিদ্যাধ্যারোপিতানাং বিদ্যায়া বিবেকজ্ঞানেন মনসা সংন্যাস উপপদ্যতে । উৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানস্য সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসিনোহপি গেহ ইব দেহ এব নবদ্বারে পুর আসনম্ । প্রারন্ধফলকৰ্ম্মসংস্কারশেষানুবৃত্তা দেহ এব বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ । দেহ এবাস্ত ইত্যস্তেব বিশেষণফলং । বিহদবিহংপ্রত্যয়ভেদাপেক্ষাং ।

যদ্যপি কার্য্যকরণকৰ্ম্মাণ্যবিদ্যাভ্যন্যধ্যারোপিতানি সংন্যাস্যাস্ত ইত্যুক্তং তথাপি কৃতসংন্যাসস্যাত্মসমবায়ি তু কৰ্ত্ত্বং কারয়িত্বং চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈব কুৰ্ব্বন্ স্বয়ং । ন চ কার্য্যকরণানি কারয়ন্ ক্রিয়াস্ব প্রবর্তয়ন্ । কিং যৎ তৎ কৰ্ত্ত্বং কারয়িত্বং চ দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সৎ সংন্যাসান্ সম্ভবতি—যথা গচ্ছতো গতির্গমনব্যাপারপরিত্যাগে ন স্যাৎ তদ্বং? কিং বা স্তত এবান্ননো নাস্তীতি?

অত্রোচ্যতে । নাস্ত্যাত্মনঃ স্ততঃ কৰ্ত্ত্বং কারয়িত্বং চ । উক্তং হি—অবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে (গীতা ২।১৫) । শরীরস্থেহপি কৌন্তেয় ন কৰোতি ন লিপ্যতে (গীতা ১।৩৩) ইতি । ধ্যায়তীব লেলায়তীবতি শ্রুতেঃ (ক) ॥ ১৩ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং তাবচ্ছিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সংন্যাসাৎ কৰ্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্ । ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সংন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণীতি । বশী সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যাস্য স্মৃৎ যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ যতচিত্তঃ । সন্নাস্তে । ক্লাস্ত ইতি? অত আহ—নবদ্বারে । নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখং চেতি সপ্ত শিরোগতান্যধোগতে হে পায়ুপস্থরূপে ইতি? এবং নব দ্বারাণি যস্মিন্শুস্মিন্ পুরে পুরবদ হঙ্কারশূন্যে দেহে দেহ্যবতিষ্ঠতে । অহঙ্কারভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুৰ্ব্বন্ । মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্—ইত্যবিশুদ্ধচিত্তাভ্যাবৃতিরুক্তা । অশুদ্ধচিত্তো হি সংন্যাস্য পুনঃ কৰোতি কারয়তি চ । ন স্বয়ং তথা । অতঃ স্মৃমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মস্বরূপদর্শী সন্যাসী অহংকর্ভেতি বুদ্ধির পরিহার করায় নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কোন কৰ্ম্মেরই তিনি কৰ্ত্তা নহেন । ইন্দ্রিয়গণ কৰ্ম্ম করিতে পায় না বলিয়া, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ দুঃখও হয় না ; কেননা, তত্ত্বাবৎ তাঁহার বশীভূত । দুই নেত্র, দুই শ্রোত্র, দুই নাসারন্ধ্র, এক মুখ—এই সপ্ত উর্দ্ধদ্বার, এবং পায়ু ও উপস্থরূপ নিম্নদ্বারদ্বয়-বিশিষ্ট স্থূলশরীররূপ পুরমধ্যে সন্যাসী বিরাজ করিয়া থাকেন । দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র এই জ্ঞান

ন কৰ্ত্ত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্য স্বজতি প্রভুঃ ।

ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

থাকায় সন্ন্যাসী প্রবাসীর ন্যায় যেন কোন বাসা বাটীতে কিয়ৎকালের জন্য নিবাস করিতেছেন এইরূপ অনুভব করেন । গৃহের রোগ, বিকার বা পতনে তিনি বিষণ্ণ বা প্রসন্ন হইবেন না । কিন্তু বিষয়িগণ “দেহই আমি” এই অজ্ঞান দোষে আপনাকে পুরমধ্যবাসী পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে না । সন্ন্যাসী নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন বলিয়া দেহাদির কার্য্য তাঁহার কৰ্ত্ত্ব্যধীনে নহে এবং কাহারও কোন কার্য্যের প্রবর্তকও তিনি নহেন ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । যিনি অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতার নিশ্চয় তাঁহারই হইয়া থাকে । যাঁহারা শাস্ত্রীয় যুক্তিমাত্র জানিয়া অনুমান দ্বারা আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাঁহাদের কৰ্ত্ত্ব্যবুদ্ধিও যায় না, ভোগবাসনারও ক্ষয় হয় না, স্তত্রাং জীবন্মুক্তির শান্তিই বা কোথায় ? ॥ ১৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (লোকের) কৰ্ত্ত্বং (কৰ্ত্ত্ব্য) ন (উৎপন্ন করেন না), কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহ) ন স্বজতি (উৎপন্ন করেন না), কৰ্ম্মফলসংযোগং (কৰ্ম্মফল-সম্বন্ধ) ন (রচনা করেন না) । তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (অজ্ঞান রূপ মায়াই) প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । জগৎপ্রভু লোকের দেহাদি কৰ্ত্ত্ব্য বা কৰ্ম্ম উৎপন্ন করেন না, অথবা কৰ্ম্মফল সম্বন্ধও রচনা করেন না । অজ্ঞান রূপ মায়াই সমস্ত কার্য্যে কৰ্ত্তাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । ন কৰ্ত্ত্ব্যমিতি । ন কৰ্ত্ত্বং স্বতঃ কুৰ্ব্বতি—নাপি কৰ্ম্মাণি রথঘট-প্রাসাদাদীনীপিসততমানি লোকস্য স্বজত্যুৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা । নাপি রথাদি কৃতবতস্তৎফলেন সংযোগং কৰ্ম্মফলসংযোগম্ । যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়তি চ দেহী কস্তর্হি কুৰ্ব্বন্ কারয়ৎচ প্রবর্ততে ইতি ? উচ্যতে—স্বভাবস্ত প্রবর্ততে । স্বে ভাবঃ স্বভাবোহবিদ্যা-লক্ষণা প্রকৃতিমায়া প্রবর্ততে—দৈবী হি (গীতা ৭।১৪) ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণা ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু—এষ হ্যেবৈনং সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিগীষতে । এষ উ এবৈনমসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং কারয়তি তং যমমো নিনীষতে ॥ (ক) ইত্যাদিশ্রুতঃ পরমেশুরেণৈব শুভাশুভফলেষু কৰ্ম্মসু কৰ্ত্ত্ব্যেন প্রযুজ্যমানোহস্বতন্ত্রঃ পুরুষ কথং তানি কৰ্ম্মাণি ত্যজেৎ ? ঈশুরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ত্যতীতি চেৎ ? এবং সতি বৈষম্যনৈর্ধূগ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রয়োজককৰ্ত্ত্ব্যং পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ—ন কৰ্ত্ত্ব্যমিতি দ্ব্যভ্যাম্ । প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কৰ্ত্ত্ব্যাদিকং ন স্বজতি । কিন্তু

নাদন্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব স্মৃতং বিভূঃ ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

জীবস্য স্বভাবোহবিদ্যেব কৰ্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ততে । অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রকৃতিস্বভাবং জীবলোকমীশ্বরঃ কৰ্ম্মসু নিযুক্তে । ন তু স্বয়মেব কৰ্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদি আত্মা নিলিপ্ত হওয়ায় কৰ্ত্তৃত্বদোষে দূষিত না হয়েন, দেহাদি জড়স্থ প্রযুক্ত যদি কৰ্ত্তা না হইল, তবে সৰ্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্কেই পাপপুণ্যের বিধাতা, ফলদাতা ও ভোক্তা বলিতে হইবে । অজ্ঞানের এই বিষম সংশয় অপনোদনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, আত্মা স্বয়ং কৰ্ম্মের উৎপাদক নহেন, প্রেরকও নহেন, জীবের কৰ্ম্মসম্বন্ধ-বন্ধনের নিয়ামকও নহেন । তিনি ফলদাতাও নহেন, ফলভাগীও নহেন । অনাদি অবিদ্যাই জীবের পূৰ্ব্বকৰ্ম্মসংস্কারানুরূপ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্তিত হইয়া থাকেন । প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল । চৈতন্যের সহিত কার্য্যের কিছুমাত্র আপেক্ষিক সম্বন্ধই নাই ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । বিভূঃ (পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ) ন আদন্তে (গ্রহণ করেন না), স্মৃতং চ এব (এবং পুণ্যও) ন (গ্রহণ করেন না) । অজ্ঞানেন (অজ্ঞানের দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত) ; তেন (সেই জন্য) জন্তবঃ (জীবগণ) মুহ্যন্তি (মুগ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না । অবিগ্নাকৃত জ্ঞানে জীব মোহমুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । পরমার্থতন্ত্ৰ—নেতি । নাদন্তে ন চ গৃহীতি ভক্তস্যাপি কস্যচিৎ পাপম্ । ন চৈবাদন্তে স্মৃতং ভক্তেঃ প্রযুক্তং বিভূঃ । কিমর্থং তর্হি ভক্তেঃ পূজাদিলক্ষণং যাগদানহোমাদিকং চ স্মৃতং প্রযুক্ত্যত ইতি ? আহ—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং বিবেকবিজ্ঞানম্ । তেন মুহ্যন্তি কেরামি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামীত্যেবং মোহং গচ্ছন্ত্যবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

ত্রিধরস্বামীকৃতটীকা । যস্মাদেবং তস্মাৎ—নাদন্তে ইতি । প্রয়োজকোহপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং স্মৃতং চ নৈবাদন্তে ন ভজতে । তত্র হেতুঃ—বিভূঃ পরিপূর্ণঃ । আপ্তকাম ইত্যর্থঃ । যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ । ন স্মেতদস্মি । আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্য-নিজমায়য়া তত্তৎপূৰ্ব্বকৰ্ম্মানুসারেণ প্রবর্তকত্বাৎ । ননু ভজ্ঞাননুগৃহীতোহভজ্ঞানিগৃহীতঃ চ বৈষম্যোপলভ্যতঃ কথমাপ্তকামত্বমিতি ? অত আহ—অজ্ঞানেনেতি । নিগ্রহোহেহপি দণ্ডরূপোনিগ্রহ এবেতি । এবমজ্ঞানেন সৰ্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবংভূতং জ্ঞানমাবৃতম্ । তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি । ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ প্রকৃতির স্বন্ধে কৰ্ত্তৃত্বের ভার বিন্যস্ত করিয়া আত্মাকে

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।

তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥১৬॥

অকর্তা করিলেন বটে, কিন্তু অর্জুনের মনে এখনও সন্দেহ রহিল। তিনি শ্রুতিতে অবগত হইয়াছেন যে, “এষ হ্যেবৈনং সাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেভো লোকেভ্য উন্নি নীষতে। এষ উ এবৈনমসাধু কৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেভো নিনীষতে।” (ক)। যাহাকে ভগবান্ স্বর্গলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে এখানে পুণ্যকৰ্ম্মে প্রবর্তিত করেন, আর যাহাকে নরকাদি নীচ লোকে পাঠাইতে চাহেন, তাহাকে পাপকৰ্ম্মে প্রবর্তিত করেন। আবার স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে—

“অজ্ঞো জন্তরনীশৌহয়মান্ননঃ সুখদুঃখয়োঃ ।

ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শুব্রমেব বা ॥”

অজ্ঞানী জীব নিজ সুখ-দুঃখ সাধনে স্বয়ং অসমর্থ; কেননা ভগবৎপ্রেরণাতেই জীব পুণ্যপাপকৰ্ম্ম দ্বারা স্বর্গে বা নরকে গমন করে। ঈশ্বরের প্রতি কর্তৃত্বারোপ করিয়া অর্জুন সন্ধিগুচিভ রহিলেন, তাই ভগবান্ কহিতেছেন যে, যখন পরমার্থদৃষ্টিতে জীবের পুণ্য-পাপের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না, তখন সর্বত্রব্যাপী নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বরে কর্তৃত্বারোপ করিবে কিরূপে? তিনি বস্তুতঃ পাপ-পুণ্যের উৎপাদক বা ফলভাগী নহেন। আবরণ-বিক্ষেপাদি শক্তিবৃত্তি অবিদ্যাভালে নিত্য প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান মেঘাচ্ছন্নবৎ আবৃত থাকায় জীব নিজ স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হয়, এবং মায়ার মোহনমন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া জীব এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। শ্রুতিবচনে যে ঈশ্বরের “ইচ্ছা” কথিত হইয়াছে, উহা প্রকৃতির নামান্তর, এবং স্মৃতিতে যে “ঈশ্বর-প্রেরণা” উক্ত হইয়াছে, উহাও প্রকৃতির উপলক্ষক। অতএব আত্মরূপ পরমেশ্বরে কর্তৃত্বারোপ করা বিষম ভ্রম ॥ ১৫ ॥

অম্বয়বোধিনী । যেষাং তু (যাঁহাদিগের) তৎ অজ্ঞানং (সেই অজ্ঞান) আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মবিচার দ্বারা) নাশিতং (বিনষ্ট হইয়াছে) তেযাং (তাঁহাদের) তৎ জ্ঞানং (সেই আত্মজ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্য্যবৎ) পরং (পরব্রহ্মকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহাদের সেই অজ্ঞানতা আত্মবিচার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্য্যবৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয় ॥ ১৬ ॥

শাকরভাষ্যম্ । জ্ঞানেনেতি । জ্ঞানেন তু যেনাজ্ঞানেনাবৃত্তা মুহ্যন্তি জন্তবস্তদ-জ্ঞানং যেষাং জন্তুনাং বিবেকজ্ঞানেনাত্মবিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষামাদিত্যবদ্ যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতমবভাসয়তি তদজ্জ্ঞানং চ বস্তু সর্বং প্রকাশয়তি । তৎ পরং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা । জ্ঞানিনস্ত ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি । আত্মনো ভগবতো

(ক) কৌষীতকিরাম্ভণ, ৩৮ ।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানেন যেমাং তদ্বৈষম্যোপলব্ধকমজ্ঞানং নাশিতম্ । তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎ পরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি । যথা দিত্যন্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যেমন অন্ধকার যে গৃহের আশ্রিত, সেই আশ্রয়দাতা গৃহকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ অনাদি অজ্ঞান যে আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাঁহাকেই অবাধে আবৃত করে । কিন্তু সাধনমূলভ জ্ঞানের উদয় হইলে সূর্য্যোদয়ে তিমির-তিরোভাবের ন্যায় সেই ঘোর আবরণ বিদূরিত হয় । আলোকে যেমন সমস্ত বস্তু সুন্দররূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানালোকে পরমাত্মাও অনুভূত হইয়া থাকেন । ভগবান্ অজ্ঞানকে আবরণশক্তি বলিয়া অজ্ঞানের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল । নৈয়ায়িকদিগের “জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান” একথা খণ্ডিত হইল ; কেনন অভাব বস্তু আবরণরূপ ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট হইতে পারে না । পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ । অবাস্তুর বাক্য জনিত জ্ঞানই পরোক্ষ জ্ঞান । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (ক)—ইহা পরোক্ষ জ্ঞান ; কেননা ইহাতে পরমাত্মার আভাস বুঝিলাম বটে, কিন্তু তবু যেন তৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, যেন মাঝে কি একটি আবরণ রহিল । পক্ষান্তরে “তত্ত্বমসি” (খ)—এই মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যে একটি অপূর্ব্ব—অনুভবাত্মক জ্ঞানের উদয় হয়, উহা অপরোক্ষ । এ অবস্থায় আমি ও ব্রহ্মে যেন কোন ব্যবধান থাকিল না, যেন গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সব একাকার হইয়া গেল । এই অপরোক্ষ জ্ঞানেই জীব বুদ্ধ-দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । তদ্বুদ্ধয়ঃ (যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ) তদাত্মানঃ (পরব্রহ্মেই যাঁহাদের আত্মভাব) তন্নিষ্ঠাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত) তৎপরায়ণাঃ (ব্রহ্মপরায়ণ) জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ নিবৃত্ত হইয়াছে) [সেই সন্ন্যাসিগণ] অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তিপদ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরব্রহ্মেই যাঁহাদের আত্মভাব, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ, এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের পাপপুণ্য নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই বিদ্বান্ সন্ন্যাসিগণ অপুনরাবৃত্তিরূপ মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং—তদ্বুদ্ধয় ইতি । তস্মিন্ গতাবুদ্ধির্যেমাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ । তদাত্মানঃ—তদেব পরং ব্রহ্মাত্মা যেমাং তে তদাত্মানঃ । তন্নিষ্ঠাঃ—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

নিষ্ঠাভিনিবেশস্তাৎপর্যম্ । সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংন্যস্য তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেবাবস্থানং যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ । তৎপরায়ণাশ্চ । তদেব পরময়নং পরা গতির্যেষাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ । কেবলান্নরতয় ইত্যর্থঃ । তে গচ্ছন্ত্যেবংবিধা অপুনরাবৃত্তিম্ পুনর্দেহসম্বন্ধং ন গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ । জ্ঞাননির্ভূতকল্যাণাঃ—যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্ভূতো নিবৃত্তো নাশিতঃ কল্যাণঃ পাপাদিসংসার-কারণদোষো যেষাং তে জ্ঞাননির্ভূতকল্যাণাঃ । যতয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদ্বুদ্ধয় ইতি । তস্মিন্গৌববুদ্ধিনিশ্চয়ান্নিকা যেষাম্ । তস্মিন্গৌবান্না মনো যেষাম্ । তস্মিন্গৌব নিষ্ঠা তাৎপর্যং যেষাম্ । তদেব পরময়নমাত্মনো যেষাম্ । ততশ্চ তৎপ্রসাদলক্কেনাত্মজ্ঞানেন নির্ভূতং নিরন্তং কল্যাণং যেষাম্ । তেহপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিবেকবিচার দ্বারা ঐহাদের বুদ্ধি বাহ্য বিষয়-ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তর্মুখ বৃত্তিপ্রবাহে ব্রহ্মপদার্থেই স্থির হইয়াছে, অর্থাৎ ঐহারা নিষ্কিবল সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐহাদের আত্মা পরমাত্মায় ভেদবুদ্ধি যুচিয়া বোদ্ধ ও বোদ্ধব্য এ ভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ঐহারা সমস্ত কার্য্যকালেই একমাত্র আত্মার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াই অনুর্তান করেন, কৰ্ম্মের ফলরূপ স্বর্গাদিতে ঐহারা আস্বা না করিয়া একমাত্র ব্রহ্মলাভেই তৎপর, তাঁহাদের আর জন্ম-মরণ হয় না । কেননা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের পুণ্যপাপরূপ জন্মজন্মান্তরের মূলসূত্র বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥

অবয়ববোধিনী। পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়-যুক্ত) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণে), গবি (গোব্রতে), হস্তিনি (হস্তীতে), শুনি (কুকুরে), শ্বপাকে চ (ও চণ্ডালে) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী) [হইয়া থাকেন] ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ, বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী কুকুর ও চণ্ডাল, সকলেতেই সমদৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

শাকরভাষ্যম্। যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোহজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তত্ত্বং পশ্যন্তীতি? উচ্যতে—বিদ্যাবিনয়সম্পন্না ইতি । বিদ্যাবিনয়সম্পন্না—বিদ্যা চ বিনয়শ্চ বিদ্যাবিনয়ো। বিদ্যান্নো বোধঃ । বিনয় উপশমঃ । তাভ্যাং বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্না বিদ্যাবিনয়সম্পন্নাঃ । বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণঃ । তস্মিন্ গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ । বিদ্যাবিনয়সম্পন্না উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে । মধ্যমায়াং চ রাজস্যাং গবি । সংস্কারহীনায়ামত্যন্তমেব কেবলতামসে হস্ত্যাদৌ চ । সত্বাদিগুণৈস্তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈস্তথা রাজসৈস্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেযাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কীদৃশান্তে জ্ঞানিনো যেহ পুনরাবৃত্তিঃ গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ইতি । বিষমেষুপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেযাং তে পণ্ডিতাঃ । জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ । তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ । শুনো যঃ পচতি তস্মিঞ্চ পাকে চেতি কৰ্ম্মণা বৈষম্যম্ । গবি হস্তিনি শুনি চেতি জ্ঞাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মবিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞান-জনিত নিরহঙ্কৃতিযুক্ত সঙ্কণ্ডগমসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণ হইতে মধ্যম ও সংস্কারবর্জিত রজোগুণযুক্ত গো, এবং সর্ববনিকৃষ্ট তমোগুণ-যুক্ত হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল—অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও অধম অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস সকল প্রকার প্রাণীই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের চক্ষে সমান । ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মের নাম “সম” । যেমন কূপ, নদী বা পুরিরণীতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য চক্ষুগান্ ব্যক্তির সম্মুখে একই প্রকার প্রতিভাত হয়, নদী-কূপাদি ভেদে ভিন্না ভিন্না বোধ হয় না ; তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সকল প্রকার প্রাণীতেই একই “সম”—ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন ; কুক্কুর বা যোগীর আশ্রয় কোন তারতম্য দৃষ্টি করেন না ॥ ১৮ ॥

অবয়ববোধিনী। যেযাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (ব্রহ্মভাবে) স্থিতম্ (অবস্থিত), ইহ এব (এই লোকেই) তৈঃ (তাঁহাদের কর্তৃক) সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (জিত হয়) ; হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমং নির্দোষং চ (সম ও নির্দোষ স্বরূপ) ; তস্মাৎ (অতএব) তে (সেই সমদর্শী পুরুষগণ) ব্রহ্মণি এব (ব্রহ্মেই) স্থিতাঃ (অবস্থিতি করেন) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের মন ব্রহ্মভাবে অবস্থিত, জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা দ্বৈতপ্রপঞ্চ অতিক্রম করেন ; কেননা ব্রহ্ম নির্দোষ ও সম স্বরূপ ; সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। নম্রভোজ্যান্নাস্তে দোষবন্তঃ । “সমাসমভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ” (ক) ইতি স্মৃতেঃ । ন তে দোষবন্তঃ । কথম্ ?—ইহেতি । ইহৈব জীবন্তিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈর্জিতো বশীকৃতঃ সর্গো জন্ম । যেযাং সাম্যে সর্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলী-ভূতং মনোহন্তঃকরণম্ । নির্দোষং—যদ্যপি দোষবৎস্ত শূপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্বৈদোষৈর্দোষবদিব বিভাব্যতে তথাপি তাদ্বৈদৈরস্পষ্টমিতি নির্দোষং দোষবর্জিতম্ । হি যস্মাৎ নাপি স্বগুণ-ভেদভিগ্নম্ । নিগুণত্বাচ্চৈতন্যস্য । বক্ষ্যতি চ ভগবান্ ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মম্ । অনাদিস্বাৎ । নিগুণস্বাৎ (গীতা—১৩।৩২) ইতি চ । নাপ্যাস্ত্যা বিশেষা আশ্রনো ভেদকাঃ সন্তি । প্রতিশরীরং তেষাং সত্রে প্রমাণানুপপত্তেঃ । অতঃ সমং ব্রহ্মৈকং চ । তস্মাদ্ ব্রহ্মণ্যেব তে স্থিতাঃ । তস্মান্ দোষগন্ধমাত্রমপি তান্ স্পৃশতি । দেহাদিসংস্রাতাঃ সর্বদর্শনাভিমানাভাবাৎ তেষাম্ । দেহাদিসং-স্রাতাঃ সর্বদর্শনাভিমানবর্ষিয়ং তু তৎ সূত্রং “সমাসমভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ” (ক) ইতি

ন প্রহ্মাষ্যং প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজং প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

পূজাবিষয়ত্বেন বিশেষণাৎ । দৃশ্যতে হি—ব্রহ্মবিৎ যদ্বদ্বিচ্ছতুর্বেদবিদিত পূজাদানাদৌ
গুণবিশেষস্বরূপঃ কারণম্ । ব্রহ্ম তু সর্বগুণদোষস্বরূপবজ্জিতমিতি । অতো ব্রহ্মণি তে স্থিতা
ইতি যুক্তম্ । কর্ণবিষয়ং চ সমাসমাত্ম্যামিত্যাদি (ক) । ইদং তু সর্বকর্ষসংন্যাসিবিষয়ং
প্রস্তুতম্ । “সর্বকর্মাণি মনসা” (গীতা—৫।১৩) ইত্যারভ্য আ অধ্যায় পরিসমাপ্তেঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । ননু বিষয়েষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুবর্বন্তোহপি কথং তে
পণ্ডিতাঃ ? যথাহ গোতমঃ—সমাসমাত্ম্যং বিষয়সমে পূজাতঃ (ক) ইতি । অস্যার্থঃ—সমায়
পূজয়া বিষয়ে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ
পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি । তত্রাহ—ইহৈবেতি । ইহৈব জীবন্তিরেব তৈঃ । স্বজ্যতে ইতি সর্গঃ
সংসারঃ । জিতো নিরন্তঃ । কৈঃ ? যেষাং মনঃ সাম্যে সমস্তে স্থিতম্ । তত্র হেতুঃ—হি যস্মাদ্ভ্রুক
সমং নিদোষং চ । তস্মাভ্যে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ । ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । গোত-
মোক্তস্ত দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্বমেব । পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহাদিগের মন ব্রহ্মমনন-বিশিষ্ট তাঁহারা বিপুল বৈষম্যময়
পঞ্চভূতাত্মক জগতের অণু-পরমাণু মধ্যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টি করেন না । এইজন্য
জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা মায়ামুক্ত হয়েন । রূপ, গুণ, অবস্থা ও উপাধি—এতৎ চতুষ্টয়ের ভিন্নতা
বশতঃ দ্বৈতবুদ্ধির লীলাভিনয় হইয়া থাকে । কিন্তু সকলের অতীত কেবলমাত্র আত্মার মনোবৃত্তি-
প্রবাহ পর্য্যবসিত হইলে দ্বৈতবুদ্ধির প্রকাশ হইতেই পারে না । আত্মা দ্বৈতবোধাদি দোষ-
বজ্জিত—তাঁহাতে বৈষম্যের বিকৃত ছায়া পড়িতেই পায় না । সুতরাং সমদর্শী বা ব্রহ্মদর্শী
পুরুষগণ, নিরন্তর ব্রহ্মরতি দ্বারা ব্রহ্মেই স্থিতি করিয়া থাকেন । অবোধ ব্যক্তিগণ স্বর্ণসিংহাসনের
উপর স্বর্ণপ্রতিমা দর্শনকালে প্রতিমা ও সিংহাসন দুইটি পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করে, কিন্তু
বুদ্ধিমান ব্যক্তির চক্ষে উভয়ই ধাতুগত এক, অর্থাৎ দুইটিই একমাত্র স্বর্ণ বলিয়া প্রতীত হয় ।
সেইরূপ অজ্ঞানীর চক্ষে দ্বৈতপ্রপঞ্চ, এবং তত্ত্বজ্ঞের সম্মুখে সমস্তই একমাত্র অদ্বিতীয় ॥ ১৯ ॥

অন্যবোধিনী । ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতঃ (অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরজ্ঞান) অসংমূঢ়ঃ
(মোহবজ্জিত) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞ) [ব্যক্তি] প্রিয়ং (প্রিয়বস্তু) প্রাপ্য (পাইয়া) ন প্রহ্মাষ্যং
(হুষ্ট হন না), অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য (অপ্রিয়বস্তু পাইয়াও) ন উদ্বিজং (উদ্বিগ্ন হন না) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । বিদ্যাবান ব্যক্তি প্রিয়বস্তুলাভে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয়সমাগমে

বাহ্যস্পর্শেষু সজ্ঞাত্বা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।

স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥

উদ্বিগ্ন হয়েন না। কেননা তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহবর্জিত; ব্রহ্মবেত্তা এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যস্মান্নির্দোষং সমং ব্রহ্মাত্মা তস্মাৎ—নেতি । ন প্রহৃষ্যেত্য়া প্রহর্যং কুর্যাৎ প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা ।। নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যৈব চাপ্রিয়মনিষ্টং লব্ধ্বা ।। দেহমাত্রাদ্বদশিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্যবিষাদৌ কুর্বাতে । ন কেবলাত্মদর্শিনঃ । তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ । কিঞ্চ সর্বভূতেষু কঃ সমো নির্দোষ আত্মেতি স্থিরা নিব্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্যস্য স স্থিরবুদ্ধিঃ । অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জিতশ্চ স্যাৎ । যথোক্তব্রহ্মবিদব্রহ্মণি স্থিতোহকর্ষক্ৎ সর্বকর্ষসংন্যা-সীতার্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি । ব্রহ্মবিদ্বত্ত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ প্রকৃষ্টহর্ষবান্ স্যাৎ । অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ । ন বিঘীদতীত্যর্থঃ । যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ । স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য । তৎ কুতঃ ? যতোহসংমূঢ়ো নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্বত্র সমদর্শী, সুতরাং তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় ভাব নাই, ভাল মন্দ বিচার নাই, ছোট বড় জ্ঞান নাই, সকলই তাঁহার সমান । এজন্য একটির লাভে প্রীতি ও অন্যটির জন্য ক্রোধ ভোগ করিতে হয় না । সর্ব্বথা যাঁহার এক দৃষ্টি, সংশয়রহিত যাঁহার বিচারজ্ঞান, সেই স্থিরবুদ্ধি মোহমুক্ত ব্যক্তির অস্থির জগতে ভ্রম হইবে কেন ? এবং “অহং ব্রহ্মস্মি” (ক) এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি, তাঁহার আবার প্রিয় ও অপ্রিয় ভাবনার বিকার হইবে কোথা হইতে ? ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী । বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যশব্দাদিতে) অসজ্ঞাত্বা (আসক্তিশূন্য ব্যক্তি) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ (যে) সুখং (সুখ) বিন্দতি (অনুভব করেন), সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (সেই ব্রহ্মযোগযুক্ত ব্যক্তি) অক্ষয়ং সুখম্ (অক্ষয় সুখ) অশ্নুতে (লাভ করেন) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । বাহ্য শব্দাদিতে আসক্তিশূন্য ব্যক্তি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন ; তৎপরে ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতঃ—বাহ্যস্পর্শেষু স্থিতি । বাহ্যস্পর্শেষু—বাহ্য্যচ তে স্পর্শাশ্চ বাহ্যস্পর্শাঃ । স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ । তেষু বাহ্যস্পর্শেষু সন্ত আত্মান্তঃ-করণং যস্য সোহয়মসজ্ঞাত্বা । বিষয়েষু প্রীতিবর্জিতঃ সন্ । বিন্দতি লভতে । আত্মনি যৎ সুখং তদ্বিন্দতীত্যেতৎ । স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিব্রহ্মযোগঃ । তেন ব্রহ্মযোগেণ

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখাযোনয় এব তে ।

আত্মতত্ত্বঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

যুক্তঃ সমাহিতস্তস্মিন্ ব্যাপ্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য স বুদ্ধযোগযুক্তাত্মা । সুখমক্ষয়মশ্নুতে প্রাপ্নোতি । তস্মাদ্ভ্যাহ্যবিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকায় ইন্দ্রিয়াণি নিবর্তয়েদাত্মন্যক্ষয়সুখার্থীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । মোহনিবৃত্ত্য বুদ্ধিস্তৈষ্যে হেতুমাহ—বাহ্যস্পর্শেঘৃতি । ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ । বাহ্যেদ্রিয়বিষয়েঘৃসক্তাত্মানাসক্তচিত্তঃ । আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিনতি লভতে । স চোপশমসুখং লব্ধ্ব বুদ্ধাণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য মোহক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সংসারের বাহ্য বিষয়ে আসক্তি থাকিলে মন সনাই বহির্মুখ ও বিচলিত হইয়া থাকে । মন যখন বাহ্য বিষয়সুখে অনাসক্ত হইয়া প্রত্যাহৃত ও নিশ্চল হয়, সে সময় তাহার শান্তিসুখের সীমা থাকে না । কেননা কামনায়ুক্তচিত্ত সদাই অসুখী । চিত্ত নিকাম হইলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করে । বাহ্যবিষয়চিত্তাবজ্ঞিত চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হইলে যে অবস্থার উদয় হয় তাহার নাম বুদ্ধযোগ । এই বুদ্ধযোগকালে “তৎ” ও “ত্বং” পদার্থ একীভূত হইয়া যায় । এই অবস্থায় অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হয় ; অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখও নিশ্চল হয় এবং যোগী কেবল পরম আনন্দই ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । তৎ = বিশুদ্ধ বুদ্ধচৈতন্য, এবং ত্বং—বিশুদ্ধ জীবচৈতন্য (অন্তঃকরণবিযুক্ত কূটস্থ চৈতন্য) । মায়োপাধির অতীত বুদ্ধ ও অবিদ্যারহিত জীব স্বরূপতঃ অভিনা ও এক ॥ ২১ ॥

অম্বয়বোধিনী । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) যে ভোগাঃ (যে সুখভোগ সমূহ) সংস্পর্শজাঃ (ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে উৎপন্ন) তে (তৎসমুদায়) দুঃখাযোনয়ঃ এব (নিশ্চয়ই দুঃখের কারণ), আদ্যন্তবন্তঃ (আদি ও অন্তযুক্ত), তেষু (তাহাতে) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ন রমতে (প্রীতি লাভ করেন না) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়বিষয়সমুৎপন্ন ভোগ-সুখে আসক্ত হয়েন না ; কেননা তত্ত্বাবং দুঃখকর ও ক্ষণবিধ্বংসী ॥ ২২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ইতচ্চ নিবর্তয়েৎ—যে হীতি । যে হি—যস্মাৎ সংস্পর্শজাঃ—বিষয়েদ্রিয়সংস্পর্শেভ্যো জাতা ভুক্তয়ঃ । দুঃখাযোনয় এব তে । অবিদ্যাকৃতত্বাৎ । দৃশ্যন্তে হ্যাধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্তান্যেব । যথৈহ লোকে তথা পরলোকহপীতি গম্যতে এবশব্দাৎ । ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায় ইন্দ্রিয়াণি নিবর্তয়েৎ । ন কেবলং দুঃখাযোনয়ঃ । আদ্যন্তবন্তশ্চ । আদিবিষয়েদ্রিয়সংযোগো ভোগানাম্ । অন্তশ্চ তদ্বিযোগ এব । অত আদ্যন্তবন্তোহনিত্যাঃ । মধ্যক্ষণভাবিত্যর্থঃ । হে কৌন্তেয় ন তেষু ভোগেষু রমতে বুধো বিবেক্যবগতপরমার্থতত্ত্বঃ । অত্যন্তমতানামেব হি বিষয়েষু রতির্দৃশ্যতে । যথা পশুপ্রভৃতীনাম্ ॥ ২২ ॥

শকোতীহিব যঃ সোচ্ছুঃ প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ ।

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স স্তখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ? তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শ। বিষয়াঃ। তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ স্তখানি। তে হি বর্তমানকালেহপি স্পর্কাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ। তথা দিমন্তোহন্তবন্তশ্চ। অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শব্দরূপাদি-সংস্পর্শে শ্রোত্ৰেনেত্রাদি-জনিত স্তখ সদাই চঞ্চল ও মনোবিকারজনক। ইহা পণ্ডিতগণের দ্বৈপ্সিত নহে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

“যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।

তাবন্তোহস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥” (ক)

জীব যতই বাহ্য বিষয় ভালবাসিবে, ততই শোকরূপী শঙ্কু তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে। অনুরাগবশতঃ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আসক্ত হয়। ভোগ্য বিষয় লাভ করিতে পারিলে জীবের আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু বিষয় লাভে বাধা জন্মিলে আবার দুঃখের একশেষ হয়। এই জন্য সাধুগণ একরূপ দুর্দর্শন্য প্রীতি লাভ করেন না। বিষয়ে প্রতি অনুরাগই দুঃখের কারণ ও এই অনুরাগের নিবৃত্তিই পরম স্তখ। বিষয়-ভোগ করিতে করিতে জীবের ভোগপিপাসার বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের শ্রোতও বেগে বহিতে থাকে। অবিদ্যাই এই দুঃখের কারণের মূল কারণ। স্বপ্নাবং কণোৎপত্তিবিনাশযুক্ত সংসারে অনুরাগ, মৃগমরীচিকায় জলবোধের ন্যায় অনিত্য বিষয়ে বিশ্বাস, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় সংসারে সত্যবোধ, শুভিকায় রজত-ব্রহ্মের ন্যায় মায়ায় সংসারের নিত্যত্ব জ্ঞানই অনন্ত দুঃখের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। বুধগণ এই দুঃখময় বিষয়রাজ্যে প্রবেশ করেন না ॥ ২২ ॥

অম্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহত্যাগ করিবার পূর্বেই) কামক্রোধোদ্ভবং (কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন) বেগম্ (বেগকে) ইহ এব (এই লোকেই) সোচ্ছুঃ (সহ্য করিতে) শকোতি (সমর্থ হয়েন) সঃ যুক্তঃ (তিনি যুক্ত), সঃ স্তখী নরঃ (সেই ব্যক্তি স্তখী) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্বেই কামক্রোধাদির বেগ বাহেন্দ্রিয়ে প্রবর্তিত হইতে না হইতেই সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যুক্ত ও তিনিই স্তখী পুরুষ ॥ ২৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। অয়ং চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমো দোষঃ সর্বানর্থপ্রাপ্তিহেতুর্দু-নিবারশ্চেতি তৎ পরিহারে যত্নাধিক্যং কর্তব্যমিত্যাহ ভগবান্—শকোতীতি। শকোত্যুৎসহতে।

ইহৈব জীবনৌব । যঃ সোচ্চুং, প্রসহিতুম্ । প্রাক্ পূৰ্বং শরীরবিমোক্ষণাদামরণাৎ । মরণসীমা-
করণং—জীবতোহবশ্যং ভাবী হি কামক্ৰোধোত্তরো বেগঃ । অনন্তনিমিত্তবান্ হি স ইতি ।
যাবন্মরণং তাবন্নিবিশ্রুতীয় ইত্যর্থঃ । কামঃ—ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্ত ইষ্টে বিষয়ে শ্রুতমাণে
স্মৰ্যমাণে বানুভূতে স্মৃতহেতৌ যা তৃষ্ণা স কামঃ । ক্রোধশ্চ—আত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুসু
দৃশ্যমানেষু শ্রুতমাণেষু স্মৰ্যমাণেষু বা যো ঘেষঃ স ক্রোধঃ । তৌ কামক্ৰোধবুদ্ধিবো যস্য বেগস্য
স কামক্ৰোধোত্তরো বেগঃ । রোমান্বনহৃষ্টেনত্রবদনাদিলিঙ্গোহন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপঃ কামোত্তরো
বেগঃ । গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসংদষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোত্তরো বেগঃ । তং কাম-
ক্রোধোত্তরং বেগং য উৎসহতে সোচ্চুং প্রসহিতুম্ । স যুক্তো যোগী স্মৃখী চেহ লোকে
নরঃ ॥২৩॥

ত্রীধরস্মিকৃতটীকা । যস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পুরুষার্থঃ । তস্য চ কামক্ৰোধ-
বেগোহতিপ্রতিপক্ষঃ । অতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যহ—শক্লোতীতি । কামাৎ
ক্রোধোচ্চোত্তরো বেগো মনোনেত্রাদিলিঙ্গোভাদিলিঙ্গঃ । তমিহৈব তদুত্তরসংযম এব যো নরঃ
সোচ্চুং প্রতিরোদ্ধুং শক্লোতি । তদপি ন ক্ষণমাত্রম্ । কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ । যাবদ্দেহ-
পাতমিত্যর্থঃ । য এবমভূতঃ এব যুক্তঃ সমাহিতঃ স্মৃখী চ ভবতি । নান্যঃ । যদ্বা মরণাদুচ্ছ্রং
বিলপন্তীভির্যুবতিতীরালিঙ্গ্যমানোহপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোহপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্ৰোধবেগঃ
সহতে তথা মরণাৎ প্রাণপি জীবনৌব যঃ সহতে স এব যুক্তঃ স্মৃখী চেত্যর্থঃ । তদুচ্ছ্রং বশিষ্ঠেন
—প্রাণে গতে যথা দেহঃ স্মৃখদুঃখে ন বিন্দতি । তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহপি স কৈবল্যাশ্রয়ো
ভবেৎ ॥ (ক) ইতি ॥ ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ লাভ করিবার জন্য যে লোভ ও তীব্র
তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহারই নাম 'কাম' । কামপূতির জন্য বাধা সমুৎপন্ন হইলে মনের যে উত্তেজনা
হয়, তাহারই নাম 'ক্রোধ' । এই দুইটি বৃত্তির বেগ নিত্যস্ত দুর্নিবার্য ও জ্ঞানের প্রতিকূল । যেমন
বর্ষাকালীন প্রবল নদীর বেগ মনুষ্যকে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও
দুস্তর গহন গর্ভ মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ কামক্ৰোধাদির বেগ রোধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও,
মানব স্বভাবের দৌর্বল্য প্রযুক্ত তাহার অধীন হইয়া পড়ে । কিন্তু যিনি নিজ বিচারশক্তির দ্বারা
ভোগ-স্বখের অনিত্যতা ও অসারতা বুঝিতে পারিয়াছেন, বৈরাগ্যের প্রবল তাড়নায় তাহারই
মনোবেগরাশি বিষয়বিমুখ হইয়া অন্তর্মুখ হয় । কোন কোন ব্যক্তি এই বেগ রোধ করিবার জন্য
বাহ্যতঃ চক্ষুকর্ণনাঙ্গাদির ক্রিয়াপথ রুদ্ধ করিয়া দেয় । কিন্তু ইহাতে সাধকের শুভাভিপ্রায়
সিদ্ধ হয় না । কেননা, মনোবেগ ইন্দ্রিয়াভিমুখে ধাবিত ও তৎসহ সংযুক্ত হইলেই আধ্যাত্মিক
বল বিনষ্ট হয় । সুন্দরী স্ত্রী দেখিতে যদি মনে বেগের সঞ্চার হয়, এবং যদি সেই বেগ চাক্ষুষী
বৃত্তিকে অবলম্বন করে, তাহা হইলে, তুমি স্ত্রী দর্শন করিতে পাও বা নাই পাও, তোমার
আধ্যাত্মিক শক্তি নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে । তাই ভগবান্ বলিতেছেন, মনোবেগ ইন্দ্রিয়শক্তিতে
সঞ্চারিত হইবার পূর্বেই যিনি সেই বেগ সংবরণ করিতে পারেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভিমুখী গতিকে
আত্মার দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন, তিনিই যোগযুক্ত ও স্মৃখী । দুঃখের আশ্রয়ভূমি ভোগবাসনা

যোহন্তঃস্বখোহন্তরারামস্তথাস্তর্জ্যোতিরেব যঃ ।

স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতাহংগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

হইতে যিনি যতই দূরে থাকিবেন, তিনি ততই সুখী হইবেন। ‘প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ’—কোন কোন টীকাকার “শরীরত্যাগের পূর্বে” এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে—শরীরত্যাগের পূর্বে অর্থাৎ দেহোহং ভাব (দেহে অহংভাব) পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্বে—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, যিনি মনোবেগরাশির ক্রিয়ানিপত্তি না করিয়া মনোমধ্যে বিলীন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সাধু ॥ ২৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । যঃ (যিনি) অন্তঃস্বখ (আত্মাতেই সুখী) অন্তরারামঃ (আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত), তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্যোতিঃ (আত্মদৃষ্টিযুক্ত), সঃ এব যোগী (সেই যোগীই) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ (মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হইয়েন) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম, আত্মাতেই যাঁহার প্রকাশ, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী পুরুষ ব্রহ্মে লয় (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়েন ॥ ২৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথংভূতচব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি ? আহ ভগবান্—য ইতি । যোহন্তঃস্বখঃ অন্তরাশ্রয়নি স্বখং যস্য সোহন্তঃস্বখঃ । তথাস্তরেবান্যারাম আক্ৰীড়া যস্য সোহন্তরারামঃ । তথৈবান্তরাশ্রয়ৈব জ্যোতিঃ প্রকাশো যস্য সোহন্তর্জ্যোতিরেব । যঃ ঈদৃশঃ স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মণি নির্বৃতিং মোক্ষমিহ জীবনৌব ব্রহ্মভূতঃ সন্মুখিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেন মোক্ষং প্রাপ্নোতি । অপি তু—যোহন্তঃস্বখ ইতি । অন্তরাশ্রয়ৈব স্বখং যস্য । ন বিষয়েষু । অন্তরেবারাম আক্ৰীড়া যস্য । ন বহিঃ । অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টিব্য । ন গীতনৃত্যাদিষু । এব স ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্মুখিগচ্ছতি নির্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া যিনি স্বরূপানুভূতিতে সুখী হইয়েন, যিনি বাহ্য বিষয়সুখ ভুলিয়া অন্তরারাম হইয়েন, যিনি বাহ্য পদার্থে দৃষ্টি না রাখিয়া বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেই জ্যোতিঃ বিলীন করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সমাহিত হইয়া মনকে বাহ্য জগৎ হইতে—অবিদ্যার রাজ্য হইতে—আকর্ষণ করিয়া আত্মাতেই স্থাপিত করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া জন্মমরণাতীত ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । জ্যোতিঃ শব্দে স্বপ্রকাশ চৈতন্য মাত্রই বুঝিতে হইবে । বাহ্য বা অন্তর আলোকাদির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই । চৈতন্য ব্যতীত অন্য সমস্ত জ্যোতিঃই জড় । অন্তরজ্যোতিঃ-বিশেষকে চৈতন্যস্বা বলিয়া ধারণা করা নিতান্তই ভ্রম । বিশুদ্ধ চৈতন্য অন্তঃকরণগ্রাহ্যও নহেন, কেননা বুদ্ধাদিও তাঁহারই প্রভাবে চেতনবৎ প্রতীত হয় মাত্র । আত্মা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ংপ্রকাশ ।

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ৰীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সৰ্ব্বভূতহিতৈ রতাঃ ॥ ২৫ ॥

কামাক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্ ।

অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥

অম্বয়বোধিনী । ক্ৰীণকল্মষাঃ (নিপ্পাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়বর্জিত) যতাত্মানঃ (একাগ্রচিত্ত) সৰ্ব্বভূতহিতৈ রতাঃ (সৰ্ব্বভূতহিতৈষী) ঋষয়ঃ (সম্যগ্দর্শী সন্ন্যাসিগণ) ব্রহ্মনির্বাণং (মোক্ষ) লভন্তে (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহারা নিপ্পাপ, সন্ন্যাসযুক্ত, সংশয়বর্জিত একাগ্র-
চিত্ত ও ঐ সৰ্ব্বভূতহিতৈষী তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ—লভন্ত ইতি । লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষম্ । ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ সন্ন্যাসিনঃ । ক্ৰীণকল্মষাঃ ক্ৰীণপাপাদিদোষাঃ । ছিন্নদ্বৈধাঃ ছিন্নসংশয়াঃ । যতাত্মানঃ সংযতে-
ন্দ্রিয়াঃ । সৰ্ব্বভূতহিতৈ রতাঃ সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং হিত আনুকূল্যে রতাঃ । অহিংসকা ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ত্ৰীধরশ্রাবিকৃতটীকা । কিঞ্চ—লভন্ত ইতি । ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ । ক্ৰীণং কল্মষং যেষাম্ । ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাম্ । যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাম্ । সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং হিতৈ রতাঃ কৃপালবঃ । যে তে ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ভগবান্ অনেক সাধনের কথা পূর্বেই বলিয়াছেন । এক্ষণে অন্যরূপ সাধনের কথা বলিতেছেন । যাঁহারা যজ্ঞ-দানাদি নিকামকর্ম করিয়া কলুষ ধ্বংস করিয়াছেন, যাঁহারা অস্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া বিবেক-বিচার দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহাদের বেদান্ত-শাস্ত্র শ্রবণ-মনন দ্বারা দ্বিধা-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, নিদিধ্যাসনের পরিপাক বশতঃ যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র হইয়াছে এবং অদ্বৈত-বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা সৰ্ব্বভূতেই সমান প্রীতিযুক্ত, তাঁহারাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ । শ্রুতিও বলিয়াছেন—

“যস্মিন্ সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাত্মবুদ্বিজানতঃ ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ” ॥ (ক)

যে সময় সৰ্ব্বভূতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তখন জ্ঞানীর মোহ-শোকাদি কিছুই থাকে না । সমস্তই একরূপ দৃষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

অম্বয়বোধিনী । কামাক্রোধবিযুক্তানাং (কামাক্রোধাদি হইতে বিযুক্ত) যতচেতসাং (সংযতচেতা) বিদিতাত্মনাং (আত্মজ্ঞ) যতীনাম্ (সন্ন্যাসীদিগের) অভিতঃ (উভয়ত্রই) ব্রহ্ম-
নির্বাণং (নির্বাণপদ) বর্ততে (হইয়া থাকে) ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃতা বহির্বাহ্যাস্চক্ষুশ্চবাস্তরে ভ্রুবোঃ ।

প্রাণাপানৌ সমৌ কৃতা নাসাত্ত্বস্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মৈত্রিপরাযণঃ ।

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ ॥ যাঁহাদিগের হৃদয়ে কাম-ক্রোধাদি উৎপন্ন হয় না, যাঁহারা সংযতচেতা, এবং যে সম্যাসিগণ আত্মসাক্ষাৎকারবান্, তাঁহারা সর্বাবস্থাতেই নিৰ্বাণপদ পাইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ—কামেতি । কামক্রোধবিযুক্তানাং—কামশ্চ ক্রোধশ্চ কামক্রোধৌ । তাভ্যাং বিযুক্তানাম্ । যতীনাং সংন্যাসিনাম্ । যতচেতসাং সংযতান্তঃকরণানাম্ । অতিত উভয়তঃ । জীবতাং মৃতানাং চ । বুদ্ধিনিৰ্বাণং মোক্ষো বর্ততে । বিদিতাশ্বনাং—বিদিতো জ্ঞাত আত্মা যেষাং তে বিদিতাশ্বনাং । তেষাং বিদিতাশ্বনাম্ । সম্যগদর্শিনামিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—কামেতাদি । কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং । যতীনাং সংন্যাসিনাং । সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্ত্বতত্ত্বানামতিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাং চ । ন দেহান্ত এব তেষাং বুদ্ধি লয়ঃ । অপি তু জীবতামপি বর্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহাদের হৃদয় হইতে কাম-ক্রোধের বীজ বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের সম্মুখে কাম-ক্রোধের সামগ্রী সত্ত্বেও কামক্রোধাদির উৎপত্তি হয় না, এবং তজ্জন্য যাঁহাদের চিত্ত সংযত হইয়াছে ; এবং যাঁহাদের আত্মা ও পরমাত্মায় একত্ব বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাঁহারা জীবনেনমরণে সর্বথা মুক্ত ॥ ২৬ ॥

অম্বয়বোধিনী । বাহ্যান্ (বাহ্য) স্পর্শান্ (বিষয় সমূহ) বহিঃ কৃতা (বিদূরিত করিয়া) চক্ষুঃ চ (এবং চক্ষুকে) ভ্রুবোঃ (ভ্রু-যুগলের) অন্তরে এব (মধ্যেই) [সংস্থাপন পূর্বক] নাসাত্ত্বস্তরচারিণৌ (নাসাত্ত্বস্তরবিহারী) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ কৃতা (স্থির করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযম পূর্বক) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া) যঃ (যিনি) মোক্ষপরাযণঃ (বিষয়বিরাগী) সঃ মুনিঃ এব (সেই মননশীল পুরুষই) সদা মুক্তঃ (সর্বদা মুক্ত) ॥ ২৭।২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । মন হইতে বাহ্যবিষয়চিন্তাসকল বিদূরিত করিয়া চক্ষুর যকে ভ্রমধ্যে সংস্থাপন পূর্বক প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসানধ্যে অবরোধ করতঃ যিনি ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা ভয়, ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছেন ও যিনি বিষয়বিরাগী, সেই মননশীল সম্যাসীই সর্বদা মুক্ত ॥ ২৭।২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । সম্যগদর্শিনাম্—সংন্যাসিনাং সদস্য বুদ্ধিবান্—কর্মযোগশ্চস্বরাপিত-

সর্বভাবেনশ্বরে ব্রহ্মণ্যাদ্যায় ক্রিয়মাণঃ সম্বুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্বকর্মসংন্যাসক্রমেণ মোক্ষায়েতি ভগবান্ পদে পদেহব্রবীৎ । বক্ষ্যতি চ । অথেনাদানীং ধ্যানযোগং সংন্যাদর্শনস্যান্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্ম ভগবান্ বাসুদেবঃ—স্পর্শানিতি । স্পর্শাঙ্ঘ্রাদীন কৃৎস্না বহির্ব্বাহ্যান্—শ্রোত্রাদিহ্মারেণান্তর্ব্বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ । তানচিস্তরতঃ শব্দাদয়ো বাহ্য্য বহিরেব কৃতা ভবন্তি । তানেবং বহিঃ কৃৎস্না চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রাবোঃ কৃত্তেতানুঘজ্যতে । তথা প্রাণাপানৌ নাগাভ্যন্তরচারিণৌ সমৌ কৃৎস্না ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যতেদ্রিয় ইতি । যতেদ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ—যতানি সংযতানীন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ যস্য স যতেদ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ । মননান্মুনিঃ সংন্যাসী । মোক্ষপরায়ণঃ—এবংদেহসংস্থানঃ । মোক্ষপরায়ণঃ—মোক্ষ এব পরময়নং পরা গতির্যস্য সৌহৃৎ মোক্ষপরায়ণো মুনির্ভবেৎ । বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধঃ—ইচ্ছা চ ভয়ং চ ক্ৰোধশ্চৈবভয়ক্ৰোধাঃ । তে বিগতাস্যমাং স বিগতেচ্ছাভয়ক্ৰোধাঃ । য এবং বর্ত্ততে সদা সংন্যাসী মুক্ত এব সঃ । ন তস্য মোক্ষান্যায়ঃ কর্তব্যোহস্তু ॥ ২৮ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতভটীকা । স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাदिষু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতীত্যুক্তম্ । তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্ । বাহ্য্য এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিস্তিতাঃ সম্বোহন্তঃ প্রবিশন্তি । তাংস্তচ্চিস্তাত্যাগেন বহিরেব কৃৎস্না । চক্ষুর্ভুবোরন্তরে ভ্রামধ্য এব কৃৎস্নাত্যন্তং নেত্রয়োনিমীলনে । নিদ্রয়া মনো লীয়তে । উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি । তদুভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রামধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ । উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসরূপেণ নাগিকরোরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবুদ্ধীধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃৎস্না । কুন্তকং কৃত্তেত্যর্থঃ । যদ্বা প্রাণোহয়ং যথা ন বহিনিযাতি । যথা চাপানোহন্তরং প্রবিশতি । কিন্তু নাগামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাম্ সমৌ কৃত্তেতি ॥ ২৭ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতভটীকা । যতেতি । অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য । মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য । অত এব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্ৰোধা যস্য । এবংভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবনুপি মুক্ত এবত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বাহ্যব্যাপারনিরত । ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই মনোমধ্যে বাহ্য বিষয়ের ভাবরাশি প্রবিষ্ট হয়, এবং তত্ত্বাবৎ মনোমধ্যে সংস্কারবৎ রহিয়া যায় । এই সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তির ব্যাপারপ্রবাহসম্বন্ধে আত্মজ্ঞানের উদয় হওয়া কঠিন । এই জন্য ভগবান্ এস্থানেমুক্তিলাভের আর এক উপায়-স্বরূপ ধ্যানযোগের কথা বলিতেছেন । উর্দ্ধনেত্রে স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রূষয়ের সন্ধিস্থানে দৃষ্টি স্থির করিতে পারিলে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি হয় ; এই সঙ্গে সঙ্গে কুন্তক অভ্যাসপূর্ব্বক বায়ুর সমতা সাধন করিতে পারিলে চিত্তবৃত্তি শান্ত হয় । ধীরে ধীরে যোগী পুরুষের ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ তিরোহিত হইয়া যায় । এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৭।২৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । এই শ্লোকদ্বয়ে ভগবান্ চিত্তেকাগ্রতার জন্য একটা বহিরঙ্গ সাধনের উল্লেখ করিয়াছেন । এই সাধনের পক্ষে সহ বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, তাহাদের এইরূপ

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ ।

সুহৃদং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বয়সিক্যাং ভীষ্মপর্বণি

শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সংন্যাসযোগো নাম

পঞ্চমোহধ্যায় ।

অভ্যাসে কথঞ্চিং সহায়তা হইতে পারে । হঠযোগোক্ত দ্বিধা উপায় ক্রিয়াযোগের অন্তর্ভুক্ত । যাঁহারা ভক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া অন্তঃপ্রাণায়াম সহ রাজযোগোক্ত নিয়মে চিত্তনিরোধের অভ্যাস করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে বাহ্যবায়ু স্তম্ভনরূপ কুস্তক করিতে হয় না । চিত্ত-নিরোধের সঙ্গে স্বতঃই তুরীয় (কেবল কুস্তক) অভ্যাস হইয়া থাকে । (৪।২৯ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ২৭।২৮॥

অম্বয়বোধিনী । (মানবগণ) মাং (আমাকে) যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যার) ভোক্তারং (ভোক্তা) সৰ্বলোকমহেশ্বরং (সৰ্বলোকের মহেশ্বর) সৰ্বভূতানাং (সৰ্বভূতের) সুহৃদং (সুহৃৎ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) শান্তিম্ (মুক্তি) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সৰ্বলোক-মহেশ্বর এবং সকলের সুহৃৎ জানিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিতি ? উচ্যতে—ভোক্তারমিতি । ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং যজ্ঞানাং তপসাং চ কর্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ । সৰ্বলোকমহেশ্বরং—সৰ্ব্বেষাং লোকানাং মহাস্তমীশ্বরং সৰ্বলোকমহেশ্বরম্ । সুহৃদং সৰ্বভূতানাং সৰ্বপ্রাণিনাং প্রতাপকারনিরপেক্ষতরোপকারিণম্ । সৰ্বভূতানাং হৃদয়েণ সৰ্বকল্মষলাভ্যক্ষং সৰ্বপ্রত্যয়-সাক্ষিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সৰ্বসংসারোপরতিমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শাক্তরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননুবমিদ্ভিয়াদিসংযমমাত্রেন কথং মুক্তিঃ স্যাৎ ? ন তাবন্মাত্রেন । কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি । যজ্ঞানাং তপসাং চৈব—মম ভক্তেঃ সমর্পিতানাং—যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা । সৰ্ব্বেষাং লোকানাং মহাস্তমীশ্বরম্ । সৰ্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণম্ । অন্তর্য্যামিণং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষ-মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং সাংখ্যযোগয়োঃ ।

সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সৰ্ব্বজ্ঞং নৌমি তং হরিম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতভাষ্যে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাছে অর্জুন মনে করেন যে মনুষ্যগণ যোগ, ধ্যান, ব্রত ইত্যাদি করিয়া কি অপূর্ব ফল লাভ করেন যে, মুক্তিপদ তাঁহাদের এত স্থলভ হয়? তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, কৃচ্ছুচাত্রায়ণাদি তপস্যা এবং তত্তাবতের যজমান আদি কর্তা এবং ইন্দ্রাদি দেবতারূপ ভোক্তা—সমস্তই “আমি” (ভগবান্) । মহাভাগ ইহা জানিয়া এবং আমি যে ত্রিলোকের বিধাতা ও আশ্রয়রূপে সকল প্রাণীর একমাত্র স্রষ্টা, ইহা সাধুগণ বিদিত হইয়া সংসার পাশ হইতে বিমুক্ত হইবেন । শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ ভগবান্কে সম্মুখে দর্শন করিয়াও অর্জুন যে অজ্ঞানপাশ হইতে বিমুক্ত হইবেন নাই, সেইজন্য “যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্বলোকমহেশ্বরং সর্বভূতানাং স্রষ্টাং” বিশেষণে ভগবান্ আপনার গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলেন । কেননা, ভগবান্কে এইরূপে বিদিত না হইয়া কেবল তাঁহার স্থলভাব দর্শন করিলে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে না ।

“অনেকসাধনাভ্যাসানিষ্পন্নঃ হরিণেরিতম্ ।

স্বস্বরূপপরিজ্ঞানং সর্বেষাং মুক্তিসাধনম্ ॥”

অনেক প্রকার সাধন অভ্যাস করিয়া মুক্তিলাভের জন্য আধিকারিগণের যে স্বস্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইল ॥ ২৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে মাত্র, এবং তাহাতে ব্রহ্মলোকাদি লাভ হয় । যাঁহারা নিকাম উপাসনার ফলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা বুদ্ধির আয়ুষ্কাল তল্লোকে নির্গুণব্রহ্মস্বরূপের সাধনাভ্যাস পূর্বক মুক্তি লাভ করেন, নতুবা ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে । আর ইহলোকেই যিনি বিবেক-বৈরাগ্যাদি সহ নিদিধ্যাসন দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে নিজের অভিনূতনার নিশ্চয় করিতে পারেন, তাঁহার এই জন্মেই অদ্বৈতবোধের বিকাশ হয়, এবং জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । (৫।১৬ শ্লোকের গীতার্থ সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয়-প্রণীত

“গীতার্থ-সন্দীপনী” নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম কৰোতি যঃ ।

স সংত্ৰাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নিন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অশ্রয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) । যঃ (যিনি) কৰ্ম্মফলম্ (কৰ্ম্মফলে) অনাশ্রিতঃ (আশা না রাখিয়া) কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম (কর্তব্য কৰ্ম্ম) কৰোতি (করেন), ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসংস্পর্শত্যাগী না হইলেও) ন চাক্রিয়ঃ চ (এবং কৰ্ম্মত্যাগী না হইলেও) সঃ চ (তিনিই) সংত্ৰাসী যোগী চ (সন্ত্ৰাসী ও যোগী) ॥ ১ ॥

বজ্রানুবাদ । ভগবান্ বলিলেন, যিনি কৰ্ম্মফলের আশা না রাখিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরগ্নি এবং নিষ্ক্রিয় না হইলেও সন্ত্ৰাসী---তিনিই যোগী ॥ ১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সম্যগদর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য সুত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ—স্পর্শান্ কৃৎস্না বহিরিত্যাদয়ঃ—উপদিষ্টাঃ । তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োহয়ং ষষ্ঠোহধ্যায় আরভ্যতে । তত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কৰ্ম্মেতি যাবদ্ব্যানযোগারোহণাসমর্থস্তাবদ্ গৃহস্থেনাধিকৃतेন কর্তব্যং কৰ্ম্মেতি । অতস্তৎ স্তোতি—অনাশ্রিত ইতি ।

ননু কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণসীমাকরণম্ ? যাবতানুষ্ঠেয়মেব বিহিতং কৰ্ম্ম যাবজ্জীবম্ । ন । “আরুরুক্ষোর্মুনেৰ্যোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে”(গীতা ৬।৩) ইতি বিশেষণাৎ । আরুঢ়স্য চ শমেনৈব সম্বন্ধকরণাৎ । আরুরুক্ষোরারুঢ়স্য চ শমঃ কৰ্ম্ম চোভয়ং কর্তব্যত্বেনাভিপ্রেতং চেৎ স্যান্তদারুরুক্ষোরারুঢ়স্য চেতি শমকৰ্ম্মবিষয়ভেদেন বিশেষণং বিভাগকরণং চানর্থকং স্যাৎ ।

তত্রাশ্রমিণাং কশ্চিদ্যোগমারুরুক্ষুর্ভবতি । আরুঢ়শ্চ কশ্চিৎ । অন্যে নারুরুক্ষবো ন চারুঢ়াঃ । তানপেশ্যারুরুক্ষোরারুঢ়স্য চেতি বিশেষণং বিভাগকরণং চোপপদ্যত এবেতি চেৎ ?

ন । তস্যৈবেতি বচনাৎ । পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ যোগারুঢ়স্যেতি য আসীৎ পূৰ্ব্বং যোগমারুরুক্ষুস্তস্যৈবারুঢ়স্য শম এব কর্তব্যঃ কারণং যোগফলং প্রত্যুচ্যত ইতি । অতো ন যাবজ্জীবং কর্তব্যত্বপ্রাপ্তিঃ কস্যচিদপি কৰ্ম্মণঃ ।

যোগবিষষ্টবচনাচ্চ গৃহস্থস্য চেৎ কশ্চিণো যোগো বিহিতঃ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ? স যোগবিষষ্টোহপি কৰ্ম্মগতিং কৰ্ম্মফলং প্রাপ্নোতীতি তস্য নাশাশঙ্কানুপপন্না স্যাৎ । অবশ্যং হি কৃতং কৰ্ম্ম কাম্যং নিত্যং বা—মোক্ষস্য নিত্যত্বাদনারভ্যত্বে—স্বং কলমারভত এব । নিত্যস্য চ কৰ্ম্মণো বেদপ্রমাণা-

১ শ্লোক

বুদ্ধত্বাৎ ফলেন ভবিতব্যমিত্যবোচাম । অন্যথা বেদস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি । ন চ কর্ম্মণি
সত্যভয়বিষষ্টবচনমর্থবৎ । কর্ম্মণো বিদ্বংশকারণানুপপত্তেঃ ।

কর্ম্ম কৃতমীশ্বরে সংন্যাস্যেত্যতঃ কর্ত্তরি কর্ম্মফলং নারতত ইতি চেৎ ?

ন । ঈশ্বরে সংন্যাসস্যাদিকতরফলহেতুত্বোপপত্তেঃ ।

মোক্ষায়ৈবেতি চেৎ ?

স্বকর্ম্মণাং কৃতানামীশ্বরে ন্যাসো মোক্ষায়ৈব । ন ফলাস্তুরায় ।

যোগসহিতো যোগাচ্চ বিদ্বষ্টঃ—ইত্যতস্তং প্রতি নাশাশঙ্কা যুক্তৈবেতি চেৎ ?

ন । একাকী যতচিত্তায়া নিরাশীরপরিগ্রহঃ । (গীতা ৬।১০) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (গীতা
৬।১৪) ইতি কর্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ । ন চাত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহায়তাশঙ্কা যেনৈকাকিঙ্কং বিধীয়তে ।
ন চ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদি বচনমনুকূলম্ । উভয়বিদ্বষ্টপ্রশ্নানুপপত্তেঃ চ ।

অনাশ্রিত ইত্যনেন কর্ম্মিণ এব সংন্যাসিহং যোগিহং চোক্তম্ । প্রতিষিদ্ধং চ নিরঞ্গুর-
ক্রিয়স্য চ সংন্যাসিহং যোগিহং চেতি চেৎ ?

ন । ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্য সতঃ কর্ম্মণঃ ফলাকাঙ্ক্ষাসংন্যাসস্ততিপরত্বাৎ । ন
কেবলং নিরঞ্জুরক্রিয় এব সংন্যাসী যোগী চ । কিং তহি ? কর্ম্ম্যপি । কর্ম্মফলাসঙ্গং সংন্যাস্য
কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠন্ সঙ্কল্পদ্ব্যর্থং সংন্যাসী যোগী চ ভবতীতি স্ত্যুতে । ন চৈকেন বাক্যেন
কর্ম্মফলাসঙ্গসংন্যাসস্ততিশ্চতুর্থাশ্রমপ্রতিষেধশ্চোপপদ্যতে । ন চ প্রসিদ্ধং নিরঞ্জুরক্রিয়স্য
পরমার্থসংন্যাসিনঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেষু বিহিতং সংন্যাসিহং যোগিহং চ
প্রতিষেধতি ভগবান্ । স্ববচনবিরোধাচ্চ । সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যাস্য নৈব কুর্ব্বন্ কায়মনোবাক্যৈঃ
(গীতা ৫।১৩) মোনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ । অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ । (গীতা ১২।১৯) বিহায়
কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ । (গীতা ২।৭১) সর্ব্বারম্ভপরিতাগী । (গীতা
১২।১৩) ইতি চ—তত্র তত্র ভগবতা স্ববচনানি দর্শিতানি । তৈবিরুদ্ধেয়ত চতুর্থাশ্রমবি-
প্রতিষেধঃ । তস্মান্মুনের্বোগমারুরুক্ষোঃ প্রতিপন্নাগাহঁস্থ্যস্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ফলনিরপেক্ষ-
মনুষ্টীয়মানং ধ্যানযোগারোহণসাধনস্বং সঙ্কল্পদ্বিধারেণ প্রতিপদ্যত ইতি স সংন্যাসী চ যোগী
চেতি স্ত্যুতে—অনাশ্রিত ইতি ।

অনাশ্রিতো নাশ্রিতোহনাশ্রিতঃ । কিং ? কর্ম্মফলম্ । কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলং যতদনাশ্রিতঃ ।
কর্ম্মফলতৃষ্ণারহিত ইত্যর্থঃ । যো হি কর্ম্মফলে তৃষ্ণাবান্ স কর্ম্মফলমাশ্রিতো ভবতি ।
অয়ং তু তদ্বিপরীতঃ । অতোহনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলম্ । এবংভূতঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যং
নিত্যং কাম্যবিপরীতমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম কৰোতি নিব্বর্ত্তয়তি । যঃ কশ্চিদদৃশ্যঃ
কর্ম্মী স কর্ম্মান্তরেভ্যো বিশিষ্যত ইতি । এবমর্থমাহ—স সংন্যাসী চ যোগী চেতি । সংন্যাসঃ
পরিতাগ্যঃ । স যস্যাস্তি স সংন্যাসী । যোগী চ । যোগশ্চিহ্নসমাধানম্ । স যস্যাস্তি স যোগী
চ । ইত্যেবংগুণসম্পন্নোহয়ং মন্তব্যঃ । ন কেবলং নিরঞ্জুরক্রিয় এব সংন্যাসী যোগী চেতি
মন্তব্যঃ । নির্গতা অংগুরঃ কর্ম্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ স নিরঞ্জুরিঃ । অক্রিয়শ্চ । অনগ্নিসাধনা অপ্যবিদ্য-
মানাঃ ক্রিয়াস্তপোদানাদিকা যস্যাসাবক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা ।

চিন্তে শুদ্ধেহপি ন ধ্যানং বিনা সংন্যাসমাত্রতঃ ।

মুক্তিঃ স্যাদিতি যষ্ঠেহস্মিন্ ধ্যানযোগা বিতন্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ । তত্র তাবৎ সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যোত্যারভ্য সংন্যাসপুষ্কিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্যোণাভিধানাদুঃখরূপত্বাচ্চ কর্মণঃ সহসা সংন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সংন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্মযোগং স্তোতি—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্ । কর্মফলমনাশ্রিতোহনপেক্ষমাণঃ সন্মুখ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম যঃ করোতি স এব সংন্যাসী যোগী চ । ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যোষ্টাখ্যকর্মত্যাগী । ন চাক্রিয়োহনগ্নিসাধ্য-পূর্ত্বাখ্যকর্মত্যাগী চ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

“যোগসূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চমাস্তে যদীরিতম্ ।

ষষ্ঠ আরভ্যতেহধ্যায়স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ ॥”

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ যে তিনটি শ্লোকের দ্বারা যোগসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের অবতারণা করিলেন ।

হে অর্জুন! যিনি কর্মফলবাসনা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্ৰাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্মী হইয়াও যোগী ও সন্ন্যাসী । ত্যাগী পুরুষই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যাঁহার মন বিক্ষেপবিহীন তিনিই প্রকৃত যোগী । তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, নিকামকর্মী পুরুষ ফলকামনাত্যাগ ও ত্যাগজন্য মনের বৃথা বিক্ষেপে উদ্বেজিত হয়েন না ; এই জন্য তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী । কর্মরাশির সহিত ফলকামনাত্যাগ ও কামনাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনের নাশরূপ সন্ন্যাসী ও যোগীর মুখ্য সাধনও নিকাম-কর্মীর শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া আসে । এই শ্লোকে যে “নিরগ্নি” ও “অক্রিয়” শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে দোষ বলিয়া বোধ হয় । কেননা, অগ্নিরক্ষণাদি কর্ম শ্রীত ক্রিয়া বলিয়াই নির্দিষ্ট আছে । “অক্রিয়” বলাতেই অগ্নিরক্ষণাদি শ্রীত ও শাস্ত্রবিহিত সমস্ত ক্রিয়াই বুঝাইল । তবে আবার পৃথক্ করিয়া “নিরগ্নি” পদ-প্রয়োগের প্রয়োজন কি ? ইহাতে বক্তব্য এই যে, অগ্নিরক্ষণাদি ক্রিয়ার দ্বারা ভগবান্ বহিরনুষ্ঠানযোগ্য সমস্ত কার্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং “অক্রিয়” পদ দ্বারা মনের সংকল্প-বিক্ষেপাদি ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন । শ্রীত অগ্নি রক্ষিত না হইলে সন্ন্যাস হয় না এবং নিষ্ক্রিয় না হইলেও যোগী হওয়া যায় না । নিকাম-কর্মী এতলক্ষণযুক্ত না হইলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতে হইবে ॥ ১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । চিন্তবৃত্তির নিরোধই যোগ বা সমাধি । সমাধিলাভ করিতে হইলে চিন্তাচাক্ষল্য নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যিক । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি অষ্টযোগাঙ্গের সাধন দ্বারাও চিত্ত নিরুদ্ধ হয়, এবং ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ নিকামভাবে সংকল্পের অনুষ্ঠান করিতে করিতেও সংসারাসক্তি শিথিল হইয়া চিত্ত অন্তর্মুখী হয় । এইজন্য যোগাঙ্গের সাধন ও নিকাম কর্মের

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুযো গং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।

ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

অনুষ্ঠান, উভয়ই কর্মযোগের অন্তর্গত । নিকাম-কর্ম দ্বৈশ্বরপ্রীতিার্থ করিলে সহজেই বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে ; কিন্তু অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগে সমাধি হইতেও বৈরাগ্যের অভাববশতঃ সিদ্ধিলাভের প্রলোভন আছে । দ্বৈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগের অঙ্গ মাত্র ; কিন্তু নিকামকর্মানুষ্ঠানে উহাই মুখ্য । এইজন্য নিকাম-কর্ম দ্বারা আসক্তি ত্যাগ পূর্বক দ্বৈশ্বরে চিত্তনিরোধ করিবার অভ্যাস অধিক কল্যাণপ্রদ । গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্মফলে বৈরাগ্যপূর্বক কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তনিরোধের অভ্যাস উপদিষ্ট হইয়াছে । শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ে যে সারোপদেশ দিয়াছেন, যোগসূত্রের সমাধি ও সাধনপাদে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । নিকাম-কর্মযোগে ভগবৎসাক্ষাৎকার ও কৈবল্যমুক্তি লাভই প্রধান লক্ষ্য, ইহাতে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানজনিত বিভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া সহজেই ভগবন্নিষ্ঠা স্ফূট হইয়া থাকে । নিকাম-কর্মী দ্বৈশ্বরে একনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার কর্মফলে আসক্তি থাকে না, এবং তাঁহার চিত্তও ভগবচ্চরণে একাগ্র হইতে থাকে । সুতরাং তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ এবং অষ্টাঙ্গ যোগসাধন না করিলেও সন্ন্যাসী ও যোগিরূপে অভিহিত হইলেন । (পরশ্রোকের গীতার্থ-সন্দীপনী মধ্যে এ বিষয়টি বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে) ॥ ১ ॥

অর্থবোধিনী । পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) (শ্রুতি সকল) যং (যাহাকে) সংন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস) প্রাহুঃ (বলেন) তং (তাহাকেই) যোগং (যোগ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ; হি (কেননা) অসংন্যস্তসংকল্পঃ (সংকল্পত্যাগী না হইলে) কশ্চন (কেহই) যোগী ন ভবতি (যোগী হইতে পারে না) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পাণ্ডুপুত্র ! শ্রুতি যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই যোগ । কেননা, সংকল্প ত্যাগ না করিলে কখনই যোগী হওয়া সম্ভব নহে ॥ ২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ননু চ নিরঞ্গেরক্রিয়সৈব শ্রুতিস্মৃতিযোগশাস্ত্রেষু সংন্যাসিহং যোগিহং চ প্রসিদ্ধম্ । কথমিহ সাগ্ধেঃ সক্রিয়স্য সংন্যাসিহং যোগিহং চাপ্রসিদ্ধমুচ্যতে ইতি ? নৈষ দোষঃ । কয়াচিদ্গুণবৃত্তোভয়স্য সংপিপাদয়িষিতত্বাৎ । তৎ কথম্ ? কর্মফলসংকল্পসংন্যাসাৎ সংন্যাসিহং যোগাঙ্গত্বেন চ কর্মানুষ্ঠানাৎ কর্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্ যোগিহং চেতি গোণমুভয়ম্ । ন পুনর্মুখ্যং সংন্যাসিহং যোগিহং চাভিপ্রেতমিতি । এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—যং সংন্যাসমিতি । যং সর্বকর্মতৎফলপরিত্যাগলক্ষণং পরমার্থসংন্যাসং প্রাহুঃ শ্রুতিস্মৃতিবিদো যোগং কর্মানুষ্ঠানলক্ষণং তং পরমার্থসংন্যাসং বিদ্ধি জানীহি । হে পাণ্ডব । কর্মযোগস্য প্রবৃত্তিলক্ষণস্য তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থসংন্যাসেন কীদৃশং সামান্যমঙ্গীকৃত্য তস্তাব উচ্যতে ইত্যপেক্ষায়ামিদমুচ্যতে—অস্তি হি পরমার্থসংন্যাসেন সাদৃশ্যং

কর্তৃদ্বারকং কর্মযোগস্য । যো হি পরমার্থসংন্যাসী স ত্যক্তসর্বকর্মসাধনতয়া সর্বকর্মতৎফল-
বিষয়ং সংকল্পং প্রবৃত্তিহেতুকামকারণং সংন্যস্যতি । অয়মপি কর্মযোগী কর্ম কুর্বাণ এব
ফলবিষয়ং সংকল্পং সংন্যস্যতীতি । এতমর্থঃ দর্শয়নুহ—ন হি যস্মাদসংন্যস্তসংকল্পঃ—
অসংন্যস্তোহপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়ঃ সংকল্পোহভিসন্ধির্যেন সোহংসংন্যস্তসংকল্প কশ্চন
কশ্চিদপি কর্মী যোগী সমাধানবান্ ভবতি । ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । ফলসংকল্পস্য
চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ । তস্মাদ্যঃ কশ্চন কর্মী সংন্যস্তফলসংকল্পো ভবেৎ স যোগী সমাধানবান-
বিক্ষিপ্তচিত্তো ভবেৎ । চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফলসংকল্পস্য সংন্যস্তত্বাৎ—ইত্যভিপ্রায়ঃ ।
যোগীক্বেন কর্মানুষ্ঠানাৎ কর্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্ যোগিভ্যঃ
চেতি সংন্যাসিভ্যঃ চেতাভিপ্রেতমুচ্যতে । এবং পরমার্থসংন্যাসকর্মযোগয়োঃ কর্তৃদ্বারকং
সংন্যাসসামান্যমপেক্ষ্য যং সংন্যাসমিতি প্রাহর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেতি কর্মযোগস্য স্তূত্যর্থঃ
সংন্যাসত্বমুক্তম্ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্মযোগসৈব সংন্যাসত্বং প্রতিপাদয়নুহ—
যমিতি । যং সংন্যাসমিতি প্রাহঃ প্রকর্ষণেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহঃ । ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ (ক) ইত্যাদি-
শ্রুতেঃ । কেবলাৎ ফলসংন্যাসনান্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি । কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি-
শব্দোক্তো হেতুর্যোগেহপ্যস্তুত্যাহ—ন হীতি । ন সংন্যস্তঃ ফলসংকল্পো যেন স কর্মনিষ্ঠো
জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী হি ন ভবতি । অতঃ ফলসংকল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসী চ
ফলসংকল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাদ্ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২ ।

গীতার্থসন্দীপনী । কামনা-ত্যাগই সন্ন্যাসের প্রধান লক্ষণ । নিকাম-কর্মযোগী
যখন ফলকামনাত্যাগী, তখন তাঁহাতেও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ কি ? কর্ম ও ফল উভয়ই যিনি ত্যাগ
করিয়াছেন, তিনিই মুখ্যতঃ সন্ন্যাসী । কিন্তু কর্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্মফলবাসনাত্যাগই পরমার্থতঃ
শ্রেষ্ঠ । এই জন্য নিকাম কর্মযোগী সর্বতোভাবে সন্ন্যাসলক্ষণযুক্ত না হইলেও কামনাত্যাগ জন্য
তিনি পরমার্থতঃ সন্ন্যাসী । আবার মনোবৃত্তি নিরোধ করিবার সামর্থ্যই যোগীর প্রধান লক্ষণ ।
ফলকামনা না থাকা বশতঃ নিকাম কর্মযোগীর কিছুতেই প্রবৃত্তি থাকে না, অর্থাৎ মনোবেগের
বশবর্তী হইয়া তিনি কোন কার্যই করেন না, বা কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না । এই জন্য
কামনাবিহীন কর্মী যোগীর সমান বলিতে হইবে । মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথমেই
বলিয়াছেন—“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ” (খ)—মনের সমস্ত বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ । চিত্তবৃত্তি-
নিরোধের নাম যোগ । চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি । ১—
ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মনের অনুভববিশেষের নাম প্রমাণ । ২—অবিদ্যা, অস্মিতা,
রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তিভেদে মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্যয় । ৩—শব্দ শ্রবণপূর্বক বিশেষ
অর্নবাদশূন্য চিন্তাবিশেষের নাম বিকল্প । যেমন বক্ষ্যার পুত্র, ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি শব্দ শ্রবণে
তত্ত্বাবত্তের প্রকৃত্যর্থ অভাবে যথার্থ কোন অনুভূতি না হওয়ায় একটী অলীক চিন্তা মাত্র উদয়
হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প । ৪—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, ও স্মৃতি এই বৃত্তিনিচয়
যে তমোগুণের গভীর আবেশে স্ফুরিত হয় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা । ৫—পূর্বানুভূত

আরুরুক্ষোন্মুনোযোগং কৰ্ম্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগাক্রুতস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহার নাম স্মৃতি । এইরূপ তাবৎ চিত্তবৃত্তি যিনি নিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই যোগী । নিকাম-কৰ্ম্মী ও সংকল্পাদিত্যাগ জন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ সমর্থ, এই জন্য তিনিও যোগী নামের যোগ্য ॥ ২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্টে । চিত্তবৃত্তিগুলি চিত্তের পরিণাম বা চিন্তাতরঙ্গ মাত্র । নিদ্রাও অভাবজ্ঞানের চিন্তা, অর্থাৎ কোন জ্ঞানই নাই এইরূপ অসফুট চিন্তা । একটা চিন্তা থাকিলে যেমন অন্য চিন্তার উদয় হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণে কোনও রূপ চিন্তা থাকিলে আত্মচৈতন্যের জ্ঞান হয় না । চিত্তের বৃত্তিনিরোধই চিত্তশুদ্ধি । ঈশ্বরার্থ কৰ্ম্ম করিতে করিতে রজস্তমোগুণের ক্ষয় হইলেই চিত্ত সত্ত্বপ্রধান ও শান্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

অম্বয়বোধিনী । যোগম্ আরুরুক্ষোঃ (যোগাক্রুত হইতে ইচ্ছুক) মুনোঃ (মুনির) কৰ্ম্ম কারণম্ (কৰ্ম্মই সাধনের কারণ-স্বরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়) । যোগাক্রুতস্য (যোগাক্রুত হইলে) তস্য (তাঁহার) শমঃ এব (কৰ্ম্মত্যাগই) কারণম্ (সাধনের কারণ-স্বরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৩ ॥

বজ্রানুবাদ । যে মুনি যোগাক্রুত হইতে চাহেন, যোগসাধনের পক্ষে কৰ্ম্মই তাঁহার কারণ-স্বরূপ এবং যিনি যোগাক্রুত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কৰ্ম্ম-সম্যাসই পরম সাধন ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ধ্যানযোগস্য ফলনিরপেক্ষঃ কৰ্ম্মযোগো বহিরঙ্গঃ সাধনমিতি তং সংন্যাসত্বেন স্তম্ভাবুনা কৰ্ম্মযোগস্য ধ্যানযোগসাধনত্বং দর্শয়তি—আরুরুক্ষোরিতি । আরুরুক্ষো-রারোচুমিচ্ছতঃ । অনাক্রুতস্য ধ্যানযোগেহবস্থাতুমশক্তস্যেবেত্যর্থঃ । কস্যারুরুক্ষোঃ ? মুনোঃ—কৰ্ম্মফলসংন্যাসিন ইত্যর্থঃ । কিমারুরুক্ষোঃ ? যোগম্ । কৰ্ম্ম কারণং সাধনমুচ্যত ইত্যর্থঃ । যোগাক্রুতস্য পুনস্তস্যৈব শম উপশমঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণং যোগাক্রুতস্য ইত্যর্থঃ । যাবদ্যাবৎ কৰ্ম্মভ্য উপরমতে তাবত্তাবন্নিরাসস্য জিতেজ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে । তথা সতি স ঋটিতি যোগাক্রুতো ভবতি । তথা চোক্তং ব্যাসেন—নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ । শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥ (ক) ইতি ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তাই যাবজ্জীবং কৰ্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাক্ষ্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি । জ্ঞানযোগমারোচুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কৰ্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ । জ্ঞানযোগমাক্রুতস্য তু তস্যৈব ধ্যাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপক-কৰ্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অন্তঃকরণশুদ্ধিজ্ঞানিত বিষয়স্বখে তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ । যিনি

যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্মস্বল্পযজ্জতে ।

সৰ্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

এইরূপ যোগে আরূঢ় হইতে চাহেন, তিনি আরুরুক্ষু নামে অভিহিত হয়েন। ফলকামনাত্যাগী আরুরুক্ষু ব্যক্তিই এ শ্লোকে মুনি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বেদবিহিত কৰ্মের অনুষ্ঠান পূর্বক চিত্তশুদ্ধি হইলেই সাধু যোগারূঢ় হয়েন। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় পরিপক্ক হইলে তাঁহাকে আর কৰ্ম করিতে হয় না। কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবনই কৰ্মানুষ্ঠান করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে কৰ্ম কখনই ত্যাগ করিতে নাই ॥ ৩ ॥

অহম্বোধিনী । যদা (যখন) সৰ্বসংকল্পসংন্যাসী (সৰ্বসংকল্পত্যাগী ব্যক্তি) ন ইদ্রিয়ার্থেষু (না ইদ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) ন কৰ্মস্ব (এবং না কৰ্মসমূহে) অনুযজ্জতে (আসক্ত হন), তদা (তখন) (তাঁহাকে) যোগারূঢ় (যোগারূঢ়) উচ্যতে (বলা যায়) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । যখন মানব শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত, কৰ্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত, এবং সমস্ত প্রকার সঙ্কল্প-বর্জিত হয়েন, তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায় ॥ ৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । অথদানীং কদা যোগারূঢ়ো ভবতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা সমাধীয়ামানচিত্তো যোগী হীদ্রিয়ার্থেষু—ইদ্রিয়াণামাঃ শব্দাদয়ঃ। তেষু। কৰ্মস্ব চ নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু চ। প্রয়োজনাতাববুদ্ধ্যা নানুযজ্জতেহনুষঙ্গং কৰ্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন কৰোতীত্যর্থঃ। সৰ্বসংকল্পসংন্যাসী-সৰ্বান্ সংকল্পানিহামুদ্রার্থকামহেতুন সংন্যাসিতুং শীল-মস্যেতি সৰ্বসংকল্পসংন্যাসী। যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যেতৎ। তদা তস্মিন্ কাল উচ্যতে। সৰ্বসংকল্পসংন্যাসীতি বচনাৎ সৰ্বাংশ্চ কামান্ সৰ্বাণি চ কৰ্মাণি সংন্যাসেদিত্যর্থঃ। সংকল্প-মূলা হি সৰ্ব্ব কামাঃ। “সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ” ॥ (ক) “কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ *কিল জায়সে। ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো † ন ভবিষ্যসি ॥ (খ) ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ সৰ্বকামপরিত্যাগে চ সৰ্বকৰ্মসংন্যাসঃ সিদ্ধো ভবতি। স যথাকামো ভবতি তৎকৃতুর্ভবতি। যৎকৃতুর্ভবতি তৎকৰ্ম কুরুতে। (গ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ ॥ “যদ্যদ্বি কুরুতে কিঞ্চিদ্ভক্তং কামস্য চেষ্টিতম্।” (ঘ) ইত্যাদিস্মৃতিভ্যাশ্চ। ন্যায়াচ্চ। ন হি সৰ্বসং-কল্পসংন্যাসে কশিচৎ স্পন্দিতুমপি শক্তঃ। তস্মাৎ সৰ্বসংকল্পসংন্যাসীতি বচনাৎ সৰ্বান কামান্ সৰ্বাণি কৰ্মাণি চ ত্যাজয়তি ভগবান্ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কীদৃশোহয়ং যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণমুচ্যত ইতি?

(ক) মনু ২।৩। (খ) মহাভারত, শান্তিপর্ব (বঙ্গবাসী সং) ১৭৭।২৫। (গ) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৫।

(ঘ) মনু, ২।৪। * সংকল্পাঙ্ঘ্রং হি ইতি পাঠান্তরম্। † তেন মে ইতি পাঠান্তরম্।

উদ্ধারদান্নান্নানং নান্নানমবসাদয়েৎ ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৰাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অত্রাহ—যদেতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিসু তৎসাধনেষু চ কৰ্ম্মস্ব যদা নানুষজ্জত আসক্তিং ন কৰোতি । তত্র হেতুঃ —আসক্তিমূলভূতান্ সৰ্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কৰ্ম্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পান্ সংন্যাসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য সং । তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যখন মানবের সাধনগুণে জগৎ মিথ্যা জ্ঞান হওয়ার মনোবেগ ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ে ধাবিত হয় না, যখন নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ কোন প্রকার কৰ্ম্মেই চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নিজ কোন প্রয়োজন সিদ্ধিরই আবশ্যকতা থাকে না, এবং “অমুক কার্য্য করিতে হইবে,” “অমুক কার্য্য করিলে অমুক ফল হইয়া থাকে,” মনোবৃত্তির অন্তর্মুখতা বশতঃ অন্তঃকরণে যাঁহার এরূপ সংকল্পের তরঙ্গ উদ্ভিত না হয়, তিনিই সমাধিস্থ, তিনিই যোগারূঢ় ॥ ৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । (১) বুদ্ধগতাই সত্য, এবং নামরূপময় জগৎ তাহাতে কল্পিত মাত্র, অর্থাৎ বুদ্ধচৈতন্য ব্যতীত জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই । নিরুদ্ধচিত্তেই বুদ্ধচৈতন্য স্বতঃ প্রকাশিত হয়েন ; কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্তে চৈতন্যস্বরূপ বুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দস্পর্শাদিময় স্থাবর-জঙ্গম জগৎরূপে প্রতীত হইতেছেন ।

(২) সংকল্প হইতেই কামনার উৎপত্তি হইয়া থাকে । এইজন্য সর্বসংকল্প-তাগ করিলেই কামনার শান্তি হইতে পারে । মহাভারতেও আছে—

“কাম জানামি তে মূলং সংকলপাৎ কিল জায়সে ।

ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি ॥” (ক)

হে কাম, আমি তোমার উৎপত্তির কারণ অবগত আছি, তুমি সংকল্প হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাক । স্তবরাং আর তোমার সংকল্প করিব না । তাহা হইলেই তুমি আর উৎপন্ন হইতে পারিবে না । (৩।৩৯ শ্লোকের সন্দীপনী-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ।) ॥ ৪ ॥

অষয়বোধিনী । আত্মনা (বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে) ; আত্মানং (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (অবসন্ন করিবে না) । হি (কেননা) আত্মা এব (এই আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ (বন্ধু), আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । জীবাত্মা আপনিই আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে ; আত্মাকে কখন অবসন্ন করিবে না । কেননা, আত্মাই আত্মার সুহৃৎ, আত্মাই আত্মার শত্রু ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মানন্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ ।

অনাত্মনস্ত শত্রুস্তে বর্তেতাশ্চৈব শত্রবং ॥ ৬ ॥

শাকরভাষ্যম্ । যদৈবং যোগীক্লৃপ্তদা তেনাত্মাননোদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থজাতাৎ । অতঃ উদ্ধরেদিতি । উদ্ধরেৎ সংসারসাগরে নিমগ্নাত্মানম্ । তত উৎ উদ্ধং হরেদুদ্ধরেৎ । যোগী-ক্লৃপ্ততামাপাদয়েদিত্যর্থঃ । নাত্মানমবসাদয়েন্নীধোগময়েৎ । আত্মৈব হি যস্মাদাত্মনো বন্ধুঃ । ন হন্যাৎ কশ্চিদ্বন্ধুৰ্যঃ সংসারযুক্তয়ে ভবতি । বন্ধুরপি তাবন্মোক্ষং প্রতি প্রতিকূল এব । স্নেহাদিবন্ধনায়তনত্বাৎ । তস্মাদ্যুক্তমবধারণম্—আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরিতি । আত্মৈব রিপুঃ শত্রুঃ । যোহন্যোহপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সোহপ্যত্মপ্রযুক্ত এবেতি যুক্তমেবধারণমাশ্চৈব রিপু-রাত্মন ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি । আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন স্ববসাদয়েদধো ন নয়েৎ । হি যত আত্মৈব মনঃসঙ্গাদ্যুপরত আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরপকারকঃ । রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সম্পত্তি আদি—নক্র-আবর্তাদি-যুক্ত সংসার-রূপ সমুদ্র পার হইবার জীবের অপর কেহ সহায় নাই । আপনিই বস্তুবিবেকবিচারাদি-রূপ নৌকাবলম্বনে পার হইতে হইবে । আপনি ভিন্ আপনার প্রিয় বন্ধু আর কেহ নাই । আপনার হিতার্থ আপনি যত্ন না করিলে অন্যের দ্বারা কিছুই হইবে না । আপনি আপনাকে সাবধানে না চালাইলে তুমিই তোমার শত্রু হইবে । অমুক আমাকে কুপথে লইয়া গেল, নরকে ডুবাইল বলিয়া অন্যের গ্লানি করা ব্যর্থ ॥ ৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । নিজের পরম কল্যাণ—মুক্তির জন্য নিজেই চেষ্টা করিতে হইবে । গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে বিবেক-বিচারসহ মুক্তির পথে নিজেই অগ্রসর হইতে হইবে । মনুষ্যজীবন বৃথা ব্যয়িত হইলে শীঘ্র আর মুক্তি লাভের আশা নাই । স্বর্গলোকেও সাময়িক সুখভোগ ব্যতীত নিত্য শান্তির সম্ভাবনা নাই । পুত্রাদিকৃত শ্রদ্ধা তর্পণ অক্ষয় সুখদানে অসমর্থ, কেননা স্বর্গাদিও ক্ষয়শীল । এই নিমিত্ত নিজের উদ্ধারের উপায় নিজেই করিতে হইবে, পুত্র-পৌত্রাদির পিণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া কোনই লাভ নাই ॥ ৫ ॥

অম্বয়বোধিনী । যেন আত্মনা এব (যে আত্মা কর্তৃক) আত্মা জিতঃ (আত্মা বশীভূত হইয়াছে) [সঃ] আত্মা (সেই আত্মা) তস্য আত্মনঃ (সেই আত্মার) বন্ধুঃ (হিতকর) ; অনাত্মনঃ তু (অজিতাত্মার) আত্মা এব (আত্মাই) শত্রুস্তে (শত্রুতা করিতে) শত্রবং (শত্রুর ন্যায়) বর্তেত (অবস্থান করে) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার

জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।

শীতোষ্ণস্বখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

বন্ধু এবং যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ, সেই আত্মাই বাহ্য শত্রুর ন্যায় আত্মার শত্রু ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । আত্মৈবাত্মনো বন্ধুঃ । আত্মৈব রিপুর্নাত্মন ইত্যুক্তম্ । তত্র কিংলক্ষণ আত্মাত্মনো বন্ধুঃ ? কিংলক্ষণো বাত্মাত্মনো রিপুরিতি ? উচ্যতে—বন্ধুরিতি । বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য । তস্যাত্মনঃ স আত্মা বন্ধুর্ধেনাত্মনাত্মৈব জিতঃ । আত্মা কার্যকরণসংঘাতো যেন জিতো বশীকৃতঃ । জিতেদ্রিয় ইত্যর্থঃ । অনাত্মনস্তজিতাত্মনস্ত শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ । যথানাত্মা শত্রুরাত্মনোহপকারী তথাাত্মনোহপকারে বর্তেতেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কথংভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ ? কথংভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষামাহ—বন্ধুরিতি । যেনাত্মনৈবাত্মা কার্যকারণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ । অনাত্মনোহজিতাত্মনস্তাত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারকারিত্বে বর্তেত ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে বিজ্ঞানময়াখ্য আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি প্রভাবে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবে প্রকাশিত এই শরীর-রূপ আত্মা বশীভূত হয় সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু । আর বিবেক-বিচারহীন অবিদ্যাকীভূত আত্মাই শত্রুর ন্যায় মহা অপকারী হইয়া জীবকে জন্ম, মরণ, জরা শোকাদি অন্ধরূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । চিত্তবৃত্তি নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে দেহাত্মবুদ্ধি দূর করিবার নিমিত্ত আত্ম-অনাত্ম বিচারতৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যিক । আত্মা যে স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর (ইন্দ্রিয়-শক্তিসহ অন্তঃকরণ) এবং অজ্ঞানরূপ কারণ শরীরের অতীত, বিবেক-বিচার দ্বারা এই সংস্কার সূদৃঢ় না হইলে আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না । স্মৃতাং শরীরের জন্ম-মরণাদিও নিবৃত্ত হয় না ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । শীতোষ্ণস্বখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ স্বখ-দুঃখে) তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) প্রশান্তস্য (রাগদ্বेषশূন্য) জিতাশ্বনঃ (জিতাত্মার) [হৃদয়ে] পরমাত্মা (পরমাত্মা) সমাহিতঃ (নিশ্চলভাবে বিরাজ করেন) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । শীতোষ্ণস্বখদুঃখ-সহিষ্ণু হইয়া ও মানাপমান সমান বোধ করিয়া যে আত্মা জিতাত্মা ও প্রশান্ত হইয়াছেন, সেই আত্মাতেই পরমাত্মা সমাহিত অর্থাৎ নিশ্চলভাবে বিরাজিত থাকেন ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । জিতাশ্বন ইতি । জিতাশ্বনঃ—কার্যকরণাদিসংঘাত আত্মা জিতো

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্চকাক্ষনঃ ॥ ৮ ॥

যেন স জিতাত্মা । তস্য জিতাত্মনঃ । প্রশান্তস্য প্রশান্তঃকরণস্য সতঃ সংন্যাসিনঃ । পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্তত ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানেহবমানে চ মানাবমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ । সমঃ স্যাদিত্যাধ্যাহারঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুহং স্পষ্টয়তি—জিতাত্মন ইতি । জিতাত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতসৈব । পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সংস্বপি সমাহিতঃ স্বাত্মনিষ্ঠো ভবতি । নান্যস্য । যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসঙ্কীপনী । চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইলেই জীব শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্য হয় । এইরূপ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষের পক্ষে স্তুতি ও নিন্দা, মান ও অপমান সকলই সমান । ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে মন ধাবিত না হইলেই মানব প্রশান্ত হইয়েন । নির্দ্বন্দ্ব ও প্রশান্তাত্মা হইলেই পরমাত্মানুভূতি নিত্য নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় আত্মাতে প্রকটিত হয় ॥ ৭ ॥

অবয়বোধিনী । জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত) কূটস্থঃ (বিকারশূন্য) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্টাশ্চকাক্ষনঃ (মৃৎ, শিলা ও সূর্যের সমদর্শী) যোগী (যোগী পুরুষ) যুক্তঃ ইতি (যোগাক্রুত) উচ্যতে (কথিত হইয়েন) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । ষাঁহার চিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয়, এবং মৃৎ, শিলা ও সূর্যের ষাঁহার সমান জ্ঞান, সেই যোগী পুরুষই যোগাক্রুত বলিয়া কথিত হইয়েন ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । জ্ঞানেতি । জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানম্ । বিজ্ঞানং তু শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্থানুভবকরণম্ । তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাত্মাং তৃপ্তঃ সংজাতালংপ্রত্যয় আত্মাস্তঃকরণং যস্য স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা । কূটস্থোইপ্রকম্পেয়া ভবতীত্যর্থঃ । বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ । য ইদৃশো যুক্তঃ সমাহিত ইতি স উচ্যতে কথ্যতে । স যোগী সমলোষ্টাশ্চকাক্ষনঃ । লোষ্টাশ্চকাক্ষনানি সমানি যস্য স সমলোষ্টাশ্চকাক্ষনঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যোগাক্রুতস্য লক্ষণং শ্রেষ্ঠ্যং চোক্তমুপসংহরতি—জ্ঞানেতি । জ্ঞানমোপদেশিকং । বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ । তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাক্ষণ আত্মা চিত্তং যস্য । অতঃ কূটস্থো নিব্বিকারঃ । অত এব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন । অত এব সমানি লোষ্টাদীনি যস্য । মৃৎপিণ্ডপাষণসূর্যেণ হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ । স যুক্তো যোগাক্রুত ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

গীতার্থসঙ্কীপনী । গুরুপদেশমাজ্জিত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ বুঝিবার নির্মলা বুদ্ধির নাম জ্ঞান, এবং সেই দিব্যবুদ্ধিবৃত্তির অনুমোদিত অপ্রামাণ্যশঙ্কা-নিবারণক্ষম বিচারদ্বারা শাস্ত্রোক্ত

সুহৃন্নিদ্রার্থ্যদাসীনমধ্যস্থদেহ্যবন্ধুযু ।

সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

পদার্থানুভব-রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান । এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিতৃপ্ত আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ অবিচলিত । ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ সম্মুখে থাকিতেও যাঁহার মন বিচলিত হয় না, যিনি রাগদ্বेषাদি বঞ্চিত, তিনিই বিজিতেন্দ্রিয় । জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্পৃহ পুরুষের তীব্র বৈরাগ্য জন্য মৎকাঞ্চনাদিতে সমজ্ঞান হয় । এই অবস্থাতে সাধু যোগীকৃত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

অম্বয়বোধিনী । সুহৃন্নিদ্রার্থ্যদাসীনমধ্যস্থদেহ্যবন্ধুযু (সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দেহ্য ও বন্ধুতে) সাধুষু (সাধুতে) পাপেষু অপি চ (এবং অসাধু পুরুষেও) সমবুদ্ধিঃ (সমজ্ঞান ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়েন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দেহ্য ও বন্ধুতে এবং সাধু, অসাধু ও অন্য সর্ব প্রাণীতে যাঁহার সমবুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—সুহৃদিতি । সুহৃদিত্যাদিশ্লোকাকার্মেকং পদম্ । সুহৃদিতি প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্যপকর্তা । মিত্রং স্নেহবান্ । অরিঃ শত্রুঃ । উদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে । মধ্যস্থো যো বিরুদ্ধয়োরুভয়োহিতৈষী । দেহ্য আত্মনোহপ্রিয়ঃ । বন্ধুঃ সম্বন্ধী । ইত্যেতেষু । সাধুষু শাস্ত্রানুবত্তিষু অপি চ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু । সর্বেষুতেষু সমবুদ্ধিঃ । কঃ কর্তা কিং কৰ্ত্তেত্যব্যাপ্তবুদ্ধিরিত্যর্থঃ । বিশিষ্যতে । বিমুচ্যত ইতি বা পাঠান্তরম্ । যোগীকৃতানাং সর্বেষামরমুত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সুহৃন্নিদ্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্ত ততোহপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি । সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী । মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ । অরির্ঘাতকঃ । উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োপ্যপেক্ষকঃ । মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োহপি হিতাশংসী । দেহ্যো দেহ্যবিষয়ঃ । বন্ধুঃ সম্বন্ধী । সাধবঃ সদাচারঃ । পাপা দুরাচারঃ । এতেষু সমা রাগদ্বেষাদিশূন্যা বুদ্ধির্ঘন্য স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্জসল্লীপনী । (১) যিনি উপকারের আশা না রাখিয়া অন্যের উপকার করেন, (২) যিনি নিজ উপকারের আশা রাখিয়া অন্যের উপকার করেন, (৩) যে নিজ অপকার না হইতেই অন্যের অপকার করে, (৪) যিনি লোকের হিত বা অহিত সাধনের কিছুতেই প্রবৃত্ত নহেন, (৫) যিনি বিবদমান ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন, (৬) যে অন্য অপকার করিবে বলিয়া তাহার অপকার করে, ও (৭) কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া যিনি উপকার করেন—এইরূপ (১) সুহৃৎ, (২) মিত্র, (৩) অরি, (৪) উদাসীন, (৫) মধ্যস্থ, (৬) দেহ্য ও (৭) বন্ধুকে, এবং শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্মের অনষ্ঠানকর্তাকে ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মনং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশৌরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।

নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

কর্ণের অনুষ্ঠাতাকে, এবং সর্ববিধ প্রাণীকেই রাগদ্বেষাদিবজ্জিত চিত্তে যিনি সমান জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ॥ ৯ ॥

অম্বয়বোধিনী । যোগী (যোগারূঢ় ব্যক্তি) সততং (নিরন্তর) রহসি (নিজ্জন্ম স্থানে) স্থিতঃ (থাকিয়া) একাকী (সঙ্গশূন্য হইয়া) যতচিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহ সংযম পূর্বক) নিরাশীঃ (নিরাকাঙ্ক্ষ) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্য) (হইয়া) আত্মনং (চিত্তকে) যুঞ্জীত (সমাহিত করিবেন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর নিজ্জন্ম স্থানে থাকিয়া দেহ ও অন্তঃকরণের সংযম এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্বক চিত্তকে সমাহিত করিবেন ॥ ১০ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অত এবমুত্তমফলপ্রাপ্তয়ে—যোগীতি । যোগী ধ্যায়ী । যুঞ্জীত সমাদধ্যাত্য । সততং সর্বদা । আত্মনমন্তঃকরণম্ । রহস্যেকান্তে গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্ । একাক্যসহায়ঃ । রহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাৎ সংন্যাসং কৃত্বৈত্যর্থঃ । যতচিত্তাত্মা—চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতো यस্য স যতচিত্তাত্মা । নিরাশীর্বাঁততৃষ্ণঃ । অপরিগ্রহশ্চ পরিগ্রহরহিত ইত্যর্থঃ । সংন্যাসিত্বেহপি সতি ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ । সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্তেদানীং তস্য সাক্ষং যোগং বিধতে—যোগীত্যাदिना स योगी परमो मत इत्यन्तेन গ্রহেণ । যোগীতি । যোগী যোগারূঢ়ঃ । আত্মনং মনঃ । যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ । সততং নিরন্তরং । রহস্যেকান্তে স্থিতঃ সন্ । একাকী সঙ্গশূন্যঃ । যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ यस্য । নিরাশীনিরাকাঙ্ক্ষঃ । অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসলীপনী । যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে যোগাঙ্গলক্ষণ বলিতেছেন । ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া চিত্তের একাগ্রনিরোধের নাম চিত্তসমাধান । এইরূপ চিত্তসমাধান করিতে হইলে গৃহ, পরিবার ও কোলাহলপূর্ণ জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নিজ্জন্ম পর্বতগুহা বা বিজন বনে একাকী বাস করিতে হয় ; অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণসহ শরীরকে যোগবিরোধি-কার্য্য হইতে বিমুক্ত করিতে হয়, বিষয়ে দোষদর্শন করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত হইতে হয় ও যোগের প্রতিবন্ধক-রূপ পদার্থসংগ্রহে বিরত হইতে হয় ॥ ১০ ॥

অম্বয়বোধিনী । শুচৌ (পবিত্র) দেশে (স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অত্যুচ্ছ্রিতং

(অতি উচ্চ নয়) ন অতিনিচং (অতি নিম্ন নয়) চৈলাজিনকুশোত্তরং (ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা রচিত) আত্মনঃ (নিজের) আসনং (আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (সংস্থানপূর্বক) [যোগ অভ্যাস করিবেন] ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । পবিত্র স্থানে নিজ আসন নিশ্চল রাখিতে হয়, এই আসন যেন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয় । প্রথমে কুশাসন, তদুপরি যুগাজিন ও বস্ত্র আচ্ছাদন করিতে হয় ॥ ১১ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অথেনাদানীং যোগং যুক্তত আসনাহারবিহারাদীনাং যোগসাধনত্বেন নিয়মো বক্তব্যঃ । প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং তৎফলাদি চেত্যত আরভ্যতে । তত্রাসননামেব তাবৎ প্রথমমুচ্যতে—শুচাবিতি । শুচৌ শুদ্ধে বিবিভক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা । দেশে স্থানে । প্রতিষ্ঠাপ্য । হিরমচলমাত্মন আসনম্ । নাত্যুচ্ছিতং নাতীবোচ্ছিতং । নাপ্যতিনিচম্ । তচ্চ চৈলাজিনকুশোত্তরম্ । চৈলমজিনং কুশাশ্চোত্তরে যস্মিন্মাসনে তদাসনং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ । পাঠক্রমাদ্বিপরীতোহত্র ক্রমশ্চৈলাদীনাম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীদরশ্বামিকৃষ্ণটীকা । আসননিয়মং দর্শয়ন্বাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্ । শুদ্ধে স্থানে । আত্মনঃ স্বদ্যাসনং স্থাপয়িত্বা । কীদৃশং ? হিরমচলং । নাত্যুচ্ছিতং নাতীবোচ্ছিতম্ । ন চাতিনীচম্ । চৈলং বস্ত্রম্ । অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম । চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য । কুশানামুপরি চর্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্যোত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

গীতार्থসন্দীপনী । যেখানকার স্থানীয় প্রকৃতি স্বাভাবিক শুদ্ধ [গোময় মৃত্তিকাদি-লেপনের দ্বারা স্থান শুদ্ধ করিয়া লইলেও হয়], যেখানে ভয় কোলাহলাদি নাই, এইরূপ নির্মল ও নিৰ্জর্জন স্থানে যোগার্থী আসন স্থাপন করিবেন । কাষ্ঠাদির উপর আসন না করিয়া মৃত্তিকা বা শিলাদির উপর আসন করিবেন । আসন সমতল স্থান হইতে অধিক উচ্চ বা নিম্ন না হয় । আসন উচ্চ হইলে পড়িয়া যাইবার এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে বর্ষাদি কালে ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা । প্রথমে মৃত্তিকা সমান করিয়া তাহার উপর কুশাসন, কুশাসনের উপর কোমল মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম, তাহার উপরে কোমল বস্ত্র বিছাইয়া যোগী উপবেশন করিবেন । গৃহস্থদিগের পক্ষে বস্ত্রাসন নিষিদ্ধ । যোগী অন্যের আসনে কখনও উপবেশন করিবেন না ; এবং যোগীর বা সন্ন্যাসীর আসনেও অন্যের বসিতে নাই ॥ ১১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । স্বাভাবিক নিয়মে মৃত মৃগাদির চর্মই ব্যবহার করা উচিত । কৃতবধ-ব্যাঘ্রাদির চর্ম আসনরূপে ব্যবহার করিলে হিংসাজনিত দোষ স্পর্শ করিবে । প্রাচীন-কালে স্বয়ংমৃত ব্যাঘ্রাদির অজিন সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না । রেশমী বস্ত্রের ব্যবহারেও কোষ-কীট-বিনাশের জন্য দোষ দৃষ্ট হয় । অধুনা কষলাসন ব্যবহার করিলে ব্যাঘ্রচর্মাসন অথবা কৌষেয় বস্ত্রাসন ব্যবহারের ন্যায় কোনরূপ বিশেষ দোষস্পর্শ হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

তৌত্রকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।

উপবিশ্যাসনে যুগ্মাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

সমং কাযশিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।

সংপ্রক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । তত্র (সেই আসনে) উপবিশ্য (বসিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া সংযম পূর্বক) [যোগী] মনঃ (মনকে) একাগ্রং কৃৎস্না (এক পদার্থে স্থাপন করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত) যোগং (সমাধি) যুগ্মাৎ (অভ্যাস করিবেন) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । এইরূপ আসনে বসিয়া জিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রিয় পুরুষ নিজ মনকে একাগ্র করিয়া অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত সমাধি অভ্যাস করিবেন ॥ ১২ ॥

শাক্তরহস্যম্ । প্রতিষ্ঠাপ্য কিম্?—তত্রৈতি । তত্র তস্মিন্মাসনে উপবিশ্য যোগং যুগ্মাৎ । কথম্? সৰ্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যেকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না । যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ—চিত্তং চেন্দ্রিয়াণি চ চিত্তেন্দ্রিয়াণি । তেষাং ক্রিয়া সংযতা যস্য স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ । স কিমর্থং যোগং যুগ্মাদিতি? আহ—আত্মবিশুদ্ধয়ে । অন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধার্থমিত্যেতৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্রৈতি । তত্র তস্মিন্মাসনে উপবিশ্যেকাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃৎস্না যোগং যুগ্মাদভ্যাসেৎ । যতঃ সংযতশ্চিত্তস্যোদ্রিয়াণাং চ ক্রিয়া যস্য সং । আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয় উপশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসকলকে যোগবিরুদ্ধ পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে শিখিয়াছেন, তিনিই ঈদৃশ আসনের অধিকারী । যোগাসনোপবিষ্ট মহাত্মা প্রত্যাহত চিত্তকে আত্মসাক্ষাৎকারার্থ অন্তর্গতিশীল করিতে চেষ্টা করিবেন । এই সময়ে মনের বিজাতীয় বৃত্তি সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে । এই ক্রিয়াকৌশলে চিত্তের একাগ্রতাবুদ্ধির নিমিত্ত, সম্পূর্ণতঃ সমাধির অভ্যাস হইবে । এই বুদ্ধিকার মনোবৃত্তিপ্রবাহকেই নিদিধ্যাসন কহে ॥ ১২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । “বিজাতীয়বৃত্তিঃ তিরস্কৃত্য স্বজাতীয়বৃত্তিপ্রবাহীকরণঃ নিদিধ্যাসনম্”—অন্যবিষয়ক চিন্তাত্যাগ পূর্বক চিত্তকে একাগ্র করিয়া বুদ্ধচৈতন্যে নিবিষ্ট করাই নিদিধ্যাসন । বিবেক, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর-প্রতিপাদন দ্বারাই এইরূপ সাধনে অভ্যাস সুদৃঢ় হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী । কাযশিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গলদেশকে) সমম্ (সরল) অচলং (নিশ্চলভাবে) ধারয়ন্ (রাখিয়া) স্থিরঃ (স্থির) [হইয়া] স্বং (নিজ) নাসিকাগ্রং (নাসাগ্র)

প্রশান্তায়া বিগতভীৰ্বক্ষচারিব্রতে স্থিতঃ ।

মনঃ সংযম্য মচ্ছিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

সংপ্ৰেক্ষ্য (দর্শন করতঃ) দিশঃ চ (ও দিক্‌সমূহ) অনবলোকয়ন্ (অবলোকন না করিয়া)
[যোগাভ্যাসী পুরুষ অবস্থিতি করিবেন] ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । [যোগাভ্যাসী ব্যক্তি] যত্ন পূর্বক কায়, শির ও গ্রীবা
সমান ও অচল ভাবে রাখিয়া স্থিরতার সহিত নাসাগ্র দর্শন করিবেন, অন্য
কোন দিকে তাকাইবেন না ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । বাহ্যমাসনমুক্তম্ । অধুনা শরীরস্য ধারণং কথমিতি ? উচ্যতে—
সমমিতি । সমং কায়শিরোগ্রীবং—কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্ । তৎ সমং
ধারণম্ । অচলং চ । সমং ধারণতশ্চলনং সংভবতি । অতো বিশিনষ্টি—অচলমিতি ।
স্থিরঃ স্থিরো ভূত্বৈত্যর্থঃ । স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্ৰেক্ষ্য সম্যক্ প্ৰেক্ষণং দর্শনং কৃৎস্নবেতীব-
শবেদা লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ । ন হি স্বনাসিকাগ্রসংপ্ৰেক্ষণমিহ বিধিস্থিতম্ । কিং তহি ?
চক্ষুযোদৃষ্টিসন্নিপাতঃ । স চাস্তঃকরণসমাধানাপেক্ষো বিবক্ষিতঃ । স্বনাসিকাগ্রসং-
প্ৰেক্ষণমেব চেদ্বিবক্ষিতং মনস্তত্রৈব সমাধীয়েত নাস্বনি । আস্বনি হি মনসঃ সমাধানং
বক্ষ্যতি—আস্বসংস্থং মনঃ কৃৎস্নেতি । তস্মাদিবশবদলোপেনাক্ষোদৃষ্টিসন্নিপাত এব সংপ্ৰেক্ষ্যে-
ত্যুচ্যতে । দিশশ্চানবলোকয়ন । দিশাং চাবলোকনমন্তরাকুর্ব্বন্নিত্যেত্যৎ ॥ ১৩ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । চিত্তৈকাগ্ৰ্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণং দর্শয়নুহ—সমমিতি
দ্ব্যভ্যাম্ । কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ । কায়শ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্ ।
মূলধারানারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমবক্রং । অচলং নিশ্চলম্ । ধারণম্ । স্থিরো দৃঢ়-
প্রযত্নো ভূত্বৈত্যর্থঃ । স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সংপ্ৰেক্ষ্য চাক্ষুর্নির্মীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ । ইত্যন্ততো
দিশশ্চানবলোকয়নাসীতেত্যন্তরেণানুয়ঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আসনস্থ যোগাভ্যাসী কটিদেশ, মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক দণ্ডবৎ
সরল রাখিবে । বামে, দক্ষিণে বা সম্মুখে দৃষ্টি না পড়ে, এই জন্য নিজ নাসাগ্রবর্তী
আকাশে দৃষ্টি স্থির রাখিবে । নাসাগ্র শব্দে নাসার অগ্রভাগ দর্শন করিতে বলা
ভগবানের উদ্দেশ্য নহে । চাক্ষুষী বৃত্তির দ্বারা মন নাসাগ্রে নিবিষ্ট হইলে উহা ব্রহ্মা-
কারাকারিত না হইয়া নাসাগ্রাকারাকারিত হইয়া যাইবে । ইহাতে যোগসিদ্ধির বিপর্যায়
হইতে পারে । এই জন্য ভগবান্ নাসার অগ্র আকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাক্ষুষী
বৃত্তিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । প্রশান্তায়া (প্রশান্তচেতাঃ) বিগতভীঃ (ভয়বর্জিত) ব্রক্ষচারিব্রতে
স্থিতঃ (ব্রক্ষচার্য্যশীল) মনঃ সংযম্য (মনঃসংযম পূর্বক) মচ্ছিত্তঃ (মদগতচিত্ত) মৎপরঃ
(মৎপরায়ণ) [হইয়া] যুক্তঃ (যোগাভ্যাসী পুরুষ) আসীত (অবস্থিতি করিবেন) ॥ ১৪ ॥

যুঞ্জান্নেবং সদান্মাং যোগী নিয়তমানসঃ ।

শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । তৎপরে প্রশান্তাত্মা, ভয়বর্জিত, ব্রহ্মচর্য্যশীল, নিগৃহীত-
মনাঃ, মদগতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাসী পুরুষ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে
অবস্থিতি করিবেন ॥ ১৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ—প্রশান্তেতি । প্রশান্তাত্মা—প্রকর্ষণে শান্ত আত্মান্তঃকরণং
যস্য সোহয়ং প্রশান্তাত্মা । বিগতভীবিগতভয়ঃ । ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ । ব্রহ্মচারিণো ব্রতং
ব্রহ্মচারিব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং গুরুশুশ্রূষাভিক্ষাতুভ্যাদি । তস্মিন্ স্থিতঃ । তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ ।
কিঞ্চ মনঃ সংযম্য । মনসো বৃত্তীরূপসংহৃত্যোত্যেৎ । মচিত্তঃ—ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং
যস্য সোহয়ং মচিত্তঃ । যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্যাসীতোপবিশেৎ । মৎপরঃ—অহং পরো
যস্য সোহয়ং মৎপরঃ । ভবতি কশিচদ্রাগী স্ত্রীচিত্তঃ । ন তু স্ত্রিয়মেব পরম্ভেদং গৃহ্নাতি ।
কিং তহি? রাজানং মহাদেবং বা । অয়ং তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রশান্তেতি । প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য । বিগতভীভয়ং
যস্য । ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ । মনঃ সংযম্য প্রত্যাহত্যা । ময্যেব চিত্তং
যস্য । অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ । এবং যুক্তো ভূত্বাসীত তিষ্ঠেৎ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যোগাভ্যাসীর আসন স্থির হইলে রাগ-দ্বেষাদি পরিহার করিয়া
শাস্ত্রসিদ্ধ নিশ্চয় বুদ্ধির দ্বারা সর্বপ্রকার কৰ্ম্ম ত্যাগ করা উচিত কিনা এই ভয়ের হস্ত
হইতে মুক্ত হইয়া গুরুশুশ্রূষা ও ভিক্ষানুভোজী হইয়া, বিষয়-বৈরাগ্য পূর্বক ভগবান্নিষ্ঠা-
যুক্ত হইয়া, এবং কোন ভোগ স্নেহের আশা না করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রেমাসক্ত হইয়া
যোগাধিকারী সমাধি অভ্যাস করিবেন ॥ ১৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ আসন প্রাণায়ামাদি দ্বারা
চিত্তনিরোধ অভ্যাস করিলে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়, তাহাতে পরবৈরাগ্যের অভাব-
বশতঃ ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশ না হইয়া বিভূতি লাভ হইতে পারে, বৈরাগ্যসহ ঈশ্বর
প্রতিধান—ঈশ্বরে সর্ব কৰ্ম্ম সমর্পণ পূর্বক তাঁহার শরণাগত না হইলে আত্ম-চৈতন্য
প্রকাশিত হয় না । “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ” (ক)—তিনি (ব্রহ্ম) স্বয়ং যঁাহাকে
কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন ।

সন্যাসধারণই এইরূপ যোগসাধনের অনুকূল । স্তবরাং আত্মানুসন্ধান ব্যতীত নিত্য-
নৈমিত্তিকাদি অন্য কোনও কৰ্ম্মই তখন অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না । এই জন্য যোগা-
ভ্যাসীর অন্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনও প্রকার ভয়ের আশঙ্কা নাই ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । এবং (উক্তপ্রকারে) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী (যোগাভ্যাসী)

নাত্যশ্বতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্বতঃ ।
ন চাতিশ্বপশোলশ্চ জাগ্রতো নৈব চাজ্জুন ॥ ১৬ ॥

সদা (সর্বদা) আত্মানাং (মনকে) যুগ্ম (নিরোধ করিয়া) মৎসংস্থাং (আমার স্বরূপভূত) নিৰ্বাণপরমাং (নিৰ্বাণরূপ পরম) শান্তি (শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । উক্ত প্রকারে যথোক্তবিধানে সংযতচিত্ত যোগাভ্যাসী পুরুষ সর্বদা মন নিরোধ করিয়া আমার স্বরূপভূত নিৰ্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । অথেদানীং যোগফলমুচ্যতে—যুগ্মন্থিতি । যুগ্ম সমাধানং কুৰ্বন । এবং যথোক্তেন বিধানেন । সদাশ্রম । যোগী । নিয়তমানসঃ—নিয়তং সংযতং মানসং মনো यस্য সোহয়ং নিয়তমানসঃ । স শান্তিমুপরতিং নিৰ্বাণপরমাং । নিৰ্বাণং মোক্ষঃ । তৎপরমা নির্ভা यस্যাঃ শান্তেঃ সা নিৰ্বাণপরমা । তাং নিৰ্বাণপরমাং । মৎসংস্থাং মদধীনাম্ । অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যোগাভ্যাসফলমাহ—যুগ্মন্থিবমিতি । এবমুক্তপ্রকারেণ সদাশ্রমং মনো যুগ্ম সমাহিতং কুৰ্বন । নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং यस্য সঃ । শান্তিঃ সংসারোপরমং প্রাপ্নোতি । কথংভূতাম্? নিৰ্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাম্ । মৎসংস্থাং মদদুপেণাবস্থিতাম্ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পূৰ্বোক্ত রীতিতে যোগীর চিত্ত সংযত এবং আত্মাতে সমাহিত হইলে মনের আর বহিঃবিষয়ে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি হয় না । মনের এইরূপ বৃত্তি-সমূহের বিনিবৃত্তি হইলে যোগীর পরম শান্তি লাভ হয় । ঈদৃশী শান্তির কালে কামনা, কৰ্ম ও অবিদ্যার সম্পূর্ণ তিরোভাব হয় । সেই সময়েই যোগী একমাত্র আনন্দস্বরূপে বিরাজ করিতে থাকেন । অনাত্মবস্তুরোধক ঐশ্বর্যাদির দিকে ঈদৃশ যোগী দৃষ্টিপাতও করেন না । ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ঐশ্বর্য্যাসিদ্ধিসকল বুদ্ধসমাধিমার্গের উপ-সর্গস্বরূপ (ক) । ঐশ্বর্য্যাসিদ্ধি কালে দেবত্ব, দেবকন্যা, অতুল বিভব, বিমান আদি যোগীর সেবা ও অভিরমণার্থ উপস্থিত হইতে থাকে । বিষয়সুখী চিত্ত তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া আপনাকে সাধু ও সিদ্ধ মনে করিতে পারে বটে; কিন্তু নিরুদ্ধচিত্ত যোগী পুরুষ তত্ত্বাৎ তৎতৎ তুচ্ছ করিয়া, বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণায় বিমুগ্ধ না হইয়া, একমাত্র স্বরূপানু-ভূতিতেই নিমগ্ন হইয়া যান । যে অনিৰ্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের বাসনা-বিকাশের বীজ বিদগ্ধ হইয়া যায়, তাহারই নাম পরম নিৰ্বাণ । সেই নিৰ্বাণ, সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । অজ্জুন (হে অজ্জুন!) অত্যশ্বতঃ তু (অতিভোজীর) যোগঃ

(সমাধি) ন অস্তি (হয় না) ; একান্তম্ (নিতান্ত) অনশ্নাতঃ (অনাহারীরও) ন চ (হয় না) ; অতিস্বপ্নশীলস্য চ (অত্যন্ত নিদ্রালুরও) ন (হয় না) ; জাগ্রতঃ এব চ (অনিদ্রাভ্যাসীরও) ন (হয় না) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে ব্যক্তি অধিকভোজী বা নিতান্ত অনাহারী, এবং যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিদ্রালু বা নিতান্ত অনিদ্রাভ্যাসী, হে অর্জুন ! তাহার যোগ-সমাধি হয় না ॥ ১৬ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । ইদানীং যোগিন আহারাদিনিয়ম উচ্যতে—নাত্যশ্নাত ইতি । নাত্যশ্নাত আত্মসংমিতমনঃপরিমাণমতীত্যশ্নাতো ন যোগোহস্তুি । ন চৈকান্তমনশ্নাতো যোগোহস্তুি । যদু হ বা আত্মসংমিতমনঃ তদবতি । তন্না হিনস্তি । যদ্ব্যয়ো হিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়ঃ । ন তদবতীতি শ্রুতেঃ । তস্মাদ্ যোগী আত্মসংমিতাদানাদধিকং ন্যূনং বাপ্নীয়ৎ । অথবা যোগিনা যোগশাস্ত্রে পরিপঠিতদ্রপরিমাণাদতিমাত্রশ্নাতো যোগো নাস্তুি । উক্তং হি—“অর্দ্ধং সব্যঞ্জনানুস্য তৃতীয়মুদকস্য তু । বারোঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ” (যোগশাস্ত্রে) ইত্যাদি পরিমাণম্ । তথা ন চাতিস্বপ্নশীলস্য যোগো ভবতি । নৈব চাতিমাত্রং জাগ্রতো যোগো ভবতি চ । অর্জুন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাত্যশ্নাত ইতি দ্ব্যভ্যাস । অত্যন্তমধিকং ভুজানসৈকান্তমত্যন্তমভুজানস্যাপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি । তথাতি-নিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তুি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অতি ভোজনে শারীর ধাতুর বিকার উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র শক্তির হানি হওয়ায় যোগী সমাধি করিতে সমর্থ হন না ; আবার নিতান্ত অনাহারে থাকিলে ক্ষুধার তাড়নায় চিত্তবৃত্তি একাগ্র হইতে পারে না, ও শারীর রস ধাতু আদির পুষ্টি না হওয়ায় শরীর দুর্বল হয় ও যোগাভ্যাসে অসামর্থ্য জন্মে । যথেষ্ট-ভোজন না করিয়া স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত আত্মসংমিত—অষ্টগ্রাসপরিমাণ—অন্ন ভোজন করা আবশ্যিক (ক) । শ্রুতিও বলিয়াছেন—“যদু হ বা আত্মসংমিতমনঃ তদবতি তন্না হিনস্তি । যদ্ব্যয়ো হিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়োহনুং । ন তদবতি ॥” (খ) । যিনি আত্মসংমিত অন্ন ভোজন করেন, তাহাতে সেই অন্ন বোধার্থানুষ্ঠানযোগ্য শক্তির সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে । অতএব ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যোগী অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত অন্ন যথা পরিমাণে ভোজন করিবেন । যোগী পাকস্থলীর দুই ভাগ অনেক দ্বারা, ও এক ভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন, অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ বায়ুর সরল গতিবিধির জন্য খালি রাখিবেন । অতিনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হয়, তাহাতে যোগসাধনের সামর্থ্য থাকে না । আবার সর্বদা জাগ্রৎ থাকিলে যোগাভ্যাস কালে নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা । এই জন্য যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অতি নিদ্রা বা অনিদ্রা এতদুভয়েরই পরিহার করিবেন । দিবাভাগে জাগরণের ও রাত্রিকালে নিদ্রার সময় ।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কৰ্মস্ব ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে আবার রাত্রির প্রথম ও চতুর্থ প্রহর জাগ্রৎ থাকিয়া ভগবদারাধনা করিবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর নিদ্রা যাইবে ॥ ১৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ তুরীয় বা চতুর্থাবস্থায় বুদ্ধ-চৈতন্য প্রকাশিত হন। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্মৃপ্তিতে চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, স্মৃতরাং চিৎ-স্বরূপের বিকাশ হয় না। তুরীয় অবস্থায় বুদ্ধস্বরূপতা—নির্বাক লাভ হয়। ‘নির্বাক’ অবস্থা বিশেষ বা অচেতন শূন্য নহে, ইহা বিষয়াকার-বৃত্তি-শূন্য অদ্বৈতজ্ঞান বা বিশুদ্ধ চৈতন্য। (গীঃ সংঃ ২।৭১ দ্রষ্টব্য) ॥ ১৬ ॥

অনয়বোধিনী । যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিত আহারবিহারকারী) কৰ্মস্ব যুক্তচেষ্টস্য (কৰ্মসমূহে নিয়মিতচেষ্ট) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির) যোগঃ (সমাধি) দুঃখহা (দুঃখহরণক্ষম) ভবতি (হয়) ॥ ১৭ ॥

বজ্রানুবাদ । যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন, প্রণব-জপাদিতে যাহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে, যিনি নিয়মপূর্বক নিদ্রিত ও জাগ্রৎ থাকেন, সমাধিরূপ যোগ তাঁহারই দুঃখ-নিবারণক্ষম হয় ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথং পুনর্যোগো ভবতীতি? উচ্যতে—যুক্তেতি। যুক্তাহার-বিহারস্য। আক্ৰিয়ত ইত্যাহারোহনুম্। বিহারং বিহারঃ পাদক্রমঃ। তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য স যুক্তাহারবিহারঃ। তস্য। তথা যুক্তচেষ্টস্য যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য কৰ্মস্ব। তথা যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যুক্তৌ স্বপ্নাচাববোধচ তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য। যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কৰ্মস্ব যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগিনো যোগো ভবতি দুঃখহা। দুঃখানি সৰ্ব্বাণি হন্তীতি দুঃখহা। সৰ্ব্বসংসারদুঃখক্ষয়কৃৎ যোগো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তর্হি কথংভূতস্য যোগো ভবতীতি? অত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য। কৰ্মস্ব কার্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য। যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য। তস্য দুঃখহা দুঃখ-নিবর্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি অনিয়মিত ভোজন ও অনিয়মিত বিচরণ বর্জিত, প্রণবাত্ম্যাসে বা উপনিষদাদি পাঠে যাহার নিয়মের ক্রটি নাই, যিনি অযথা কালে নিদ্রা বা জাগরণ করেন না, সেই সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিরই যোগসিদ্ধি হয়। এই সমাধিসিদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার বিকাশ হয়—অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবের সকল দুঃখই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যবাবতিষ্ঠতে ।

নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেদ্ব্যতে সোপমা স্মৃতা ।

যোগিনো যতচিত্তস্য যুক্তো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । যদা (যখন) বিনিয়তং (সংযত) চিত্তং (মন) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (স্থিতি করে), তদা (তখন) সর্বকামেভ্যঃ (সর্ব কামনা হইতে) নিঃস্পৃহঃ (বিরত) পুরুষ (সেই যোগী পুরুষ) যুক্তঃ (যোগসিদ্ধ) ইতি উচ্যতে (বলিয়া উক্ত হন) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । চিত্ত সংযত হইয়া যখন আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে, কোন বিষয়েই যখন স্পৃহা থাকে না, তখনই যোগীর যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অখাধুনা কদা যুক্তো ভবতীতি ? উচ্যতে—যদেতি যদা বিনিয়তং চিত্তং বিশেষণ নিয়তং সংযতমেত্ৰতাপনুং চিত্তং । হিঙ্গা বাহ্যার্থচিত্তামাত্মন্যাব কেবলেহবতিষ্ঠতে । স্বাত্মনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ । নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো নির্গতা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা यस্য যোগিনঃ । স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে । তদা তস্মিন্ কালে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কদা নিস্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি । বিনিয়তং বিশেষণ নিরুদ্ধং সচ্চিত্তমাত্মন্যাব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি । কিঞ্চ সর্বকামেভ্য ঐহিকামুখিকভোগেভ্যো নিঃস্পৃহো বিগততৃষ্ণো ভবতি । তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যখন অন্তঃকরণের সকল বৃত্তিই অন্তর্নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে সমাহিত হয়, তখন বৃত্তিসমূহের বহির্ব্যাপারে “চেষ্টা” বা “উদ্যম” না থাকিলেও স্পৃহা বা প্রবৃত্তি-রূপ বীজ থাকা অসম্ভব নহে । এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, যখন পূর্ণ বৈরাগ্য জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির ক্রিয়া, চেষ্টা ও অন্তর্নিহিত স্পৃহা—সমস্তেরই শেষ হইয়া যাইবে, তখনই যোগী যোগসম্পত্তি লাভে সমর্থ হইবেন ॥ ১৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । যোগ-সম্পত্তি বা যোগ-সিদ্ধি বলিলে কেহ বিভূতি বিশেষ বুঝিবেন না । বৈরাগ্যসহ আত্মানাত্মের বিচার পূর্বক চিত্তনিরোধ অভ্যাস হইলে কোনও রূপ প্রাকৃতিক বিভূতি লাভ হয় না, উহাতে আত্মচৈতন্যের বিকাশরূপ পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে । আত্মবোধ হইলে আর কোন সিদ্ধিলাভে প্রবৃত্তিই হয় না ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ (নির্বাত স্থানে স্থিত) দীপঃ (দীপশিখ) ন ইদ্ব্যতে (বিচলিত হয় না), আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগঃ (যোগ) যুক্তঃ (অনুষ্ঠানশীল) যতচিত্তস্য (একগ্রচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) [পক্ষে] সা (সেই) উপমা (দৃষ্টান্ত) স্মৃতা (জানিবে) ॥ ১৯ ॥

যাত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবান্নান্নানং পশ্যান্নান্নানি তুষ্যাতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । নিরুদ্ধচিত্ত যোগানুষ্ঠানশীল পুরুষের অন্তঃকরণবৃত্তি নিবাতস্থানস্থিত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল থাকে ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তস্য যোগিনঃ সমাহিতং যচ্চিত্তং তস্যোপমোচ্যতে—যথেতি । যথা দীপঃ প্রদীপঃ । নিবাতস্থঃ—নিবাতে বাতবর্জিতে দেশে স্থিতঃ । নেদ্রতে ন চলতি । সোপমা । উপমীয়তেহনয়েতু্যপমা । যোগজৈশ্চিত্তপ্রচারদর্শিভিঃ । স্মৃতা চিন্তিতা । যোগিনো যতচিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য যুগ্মতো যোগমনুতিষ্ঠতঃ । আত্মনঃ সমাধিসমনুতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ব্রীধরস্বামিকৃতটীকা । আত্মৈক্যাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি । বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেদ্রতে ন বিচলিত । সোপমা দৃষ্টান্তঃ । কস্য ? আত্মবিষয়ং যোগং যুগ্মতোহভ্যাস্যতো যোগিনঃ । যতং নিয়তং চিত্তং यस্য তস্য নিরুদ্ধতয়া প্রকাশকতয়া চাচঞ্চলং তচ্চিত্তং । তদ্ব্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বায়ুর তাড়নায় সরল দীপশিখা বক্র বা বিচলিত হয় । কিন্তু যেখানে বায়ুর গতি নাই, সেস্থানে দীপশিখা অচঞ্চল থাকে । সেইরূপ বাহ্যবিষয়সংসর্গের অভাব জন্য যোগীর অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না । সদাই নিশ্চলভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করে ॥ ১৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্টে । দীপশিখার দৃষ্টান্ত হইতে কেহ অন্তঃকরণকে কোনও রূপ আকারবিশিষ্ট মনে করিবেন না । চিন্তাত্রোত সংযত হইলেই অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের পৃথক অস্তিত্ব অনায়াসে ধারণা হইতে পারে । অন্তঃকরণ আত্মচৈতন্যের প্রভাবে জ্ঞানযুক্ত ও অহংবৎ প্রতীত হয় বলিয়াই দীপ-শিখার উপমা প্রদত্ত হইয়াছে, নতুবা উহা জ্যোতির্বিশেষ নহে । অন্তঃকরণে কোন বিষয়াকার বৃত্তি অর্থাৎ চিন্তার উদয় না হইলেই উহা নিশ্চল থাকে । চিত্ত নির্বিষয় আত্মচৈতন্যে নিরুদ্ধ হইলে উহা নির্বৃত্তিক হইয়া যায় ; কেননা, বিষয় সংগ্রহেই চিত্তের বিক্ষেপ বা চিন্তারূপ বৃত্তির উদয় হয় ॥ ১৯ ॥

অবস্থাবোধিনী । যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসের দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তং (নিরুদ্ধ চিত্ত) উপরমতে (উপশম প্রাপ্ত হয়) ; যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্ (সাক্ষাৎ করিয়া) আত্মনি (আত্মাতে) তুষ্যাতি (তুষ্ট লাভ করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া আত্মতুষ্ট লাভ করে ॥ ২০ ॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্, বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীজ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

শান্তরভাষ্যম্ । এবং যোগাভ্যাসবলাদেকাগ্রীভূতং নিবাতপ্রদীপকল্পং সৎ—
যত্রেতি । যত্র যস্মিন্ কালে । উপরমতে চিত্তমুপরতিং গচ্ছতি । নিরুদ্ধং সৰ্ব্বতো
নিবারিতপ্রচারম্ । যোগসেবয়া যোগানুষ্ঠানেন । যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে । আত্মন
সমাধিপরিশুদ্ধেনান্তঃকরণেন । আত্মনাং পরং চৈতন্যং সৰ্ব্বতো জ্যোতিঃস্বরূপম্ ।
পশ্যানুপলভমানঃ । স্ব এবাত্মনি । তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যং সংন্যাসমিতি প্রাহর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেত্যাদৌ কৰ্শ্বেব
যোগশব্দেনোক্তম্ । নাত্যশ্রুতস্ত যোগোহস্তীত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তঃ । তত্র
মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেষ স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ
ইত্যাহ—যত্রেতি সাধৈক্যমিতি । যত্র যস্মিন্াবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্ত-
মুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপলক্ষণমুক্তম্ । তথা চ পাতঞ্জলং সূত্রম্—যোগশ্চিত্ত-
বৃত্তিনিরোধঃ (ক) ইতি । ইষ্টপ্ৰাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি । যত্র চ
যস্মিন্াবস্থাবিশেষে । আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মনসেব পশ্যতি ন তু দেহাদি ।
পশ্যাংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি । ন তু বিষয়েষু । যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং তং যোগ-
সংজিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেন শ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্নিপনী । যেমন অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন নিক্ষেপ না করিলে উহা ক্রমশঃ নিৰ্ব্বাপিত
হইয়া যায়, সেইরূপ যোগাভ্যাস বশতঃ বাহ্য বিষয়ের সংসর্গ না হওয়ায় যোগীর চিত্তবৃত্তি
উপশম প্রাপ্ত হয় । এইরূপ চিত্তের উপরতি হইলে, রজঃ ও তমোগুণের তিরোভাব
বশতঃ শুদ্ধস্ব-ভাবে উদ্রেক হয় । চিত্তের এই নির্মল স্বচ্ছাবস্থায় সৎ চিৎ আনন্দ ঘন
পরমাত্মার প্রকাশ অনুভব হয় ; এবং সেই সময়ে যোগী আত্মানন্দ লাভ করেন ॥ ২০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । রজঃ ও তমোগুণই অন্তঃকরণের মলিনতা । উহাদের ক্ষয়েই
সত্ত্বভাবের অর্থাৎ চিত্তের নিশ্চলতা লাভ হয় । চিত্তে বাহ্য ও আন্তর কোনও বিষয়ের
চিন্তা না থাকিলে, এমন কি “আমি চিন্তা করিতেছি” এইরূপ চিন্তাও নিবৃত্তি হইলে,
পরমাত্মা স্বতঃই প্রকাশিত থাকেন । তিনি সৎ (নিত্য), চিৎ (চৈতন্যস্বরূপ), আনন্দ
(আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রিয়তম), এবং তাঁহার তুরীয়-স্বরূপ জাগ্রদাদির বিষয়-জ্ঞান
দ্বারা খণ্ডিত নহে বলিয়া তাহা সচ্চিদানন্দঘন । যোগীর আত্মানন্দ বিষয়জন্য সুখ নহে,
কেননা উহা মন ও বুদ্ধির অতীত ॥ ২০ ॥

অবয়ববোধিনী । যত্র এব (যে অবস্থায়) অয়ং (এই যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্
শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য) অতীজ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অতীত) আত্যন্তিকং (অত্যন্ত) যৎ সুখং (যে সুখ)

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

তৎ (তাহা) বেত্তি (অনুভব করেন) ; স্থিতঃ চ (এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে) তত্বতঃ (আত্মস্বরূপভাব হইতে) ন চলতি (বিচলিত হয়েন না) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত ও কেবল শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য অত্যন্ত সুখের অনুভব করেন, এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আত্মস্বরূপভাব হইতে কিছুতেই বিচলিত হয়েন না ॥ ২১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—সুখমিতি । সুখমাত্যন্তিকম্ । অত্যন্তমেব ভবতীত্যাত্যন্তিকম্ । অনন্তমিত্যর্থঃ । যত্ত্ববুদ্ধিগ্রাহ্যং । বুদ্ধ্যৈবেন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ । অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গোচরাতীতং । অবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ । বেত্তি তদীদৃশং সুখমনুভবতি । যত্র যস্মিন্ কালে । ন চৈবাং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিতঃ । তস্মান্নৈব চলতি তত্বতঃ । তত্বস্বরূপান্ প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । আত্মন্যেব তোষে হেতুমাং—সুখমিতি । যত্র যস্মিন্ অবস্থা-
বিশেষে যত্ত্ব কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি । ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়-
সম্বন্ধাভাবং কুতঃ সুখং স্যাৎ ? তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতম্ । কেবলং
বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্ । অত এব চ যত্র স্থিতঃ সংস্কৃত আত্মস্বরূপান্ চ চলতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বিষয়াস্বাদে যত দূর সুখ হওয়া সম্ভব, আত্মানন্দ তৎসর্বপেক্ষা
অধিক ও অবর্ণনীয় । চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বা মলিন বুদ্ধি দ্বারা সে আনন্দ গ্রহণ বা
অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই, এবং সেই আনন্দ অনুভব কালে “আমি আনন্দ অনুভব
করিতেছি”—এরূপ বোধ হয় না । কেননা, এ অবস্থায় অন্তঃকরণ-বৃত্তি আত্মা হইতে
কিঙ্কিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী । যং চ (এবং যে অবস্থা বিশেষ) লব্ধা (লাভ করিয়া)
[যোগী] অপরং লাভং (অন্য লাভকে) ততঃ (তাহা হইতে) অধিকং (অধিক বলিয়া) ন
মন্যতে (বোধ করেন না) ; যস্মিন্ (যে অবস্থা বিশেষে) স্থিতঃ (অবস্থিতি করিয়া) গুরুণা
(দুঃসহ) দুঃখেন অপি (দুঃখের দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হয়েন না) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভকে অধিক
বলিয়া বোধ করেন না, এবং যে অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া কোন দুঃসহ
দুঃখেই বিচলিত হয়েন না ॥ ২২ ॥

তং বিদ্বাদ্‌দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চায়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিঘ্নচেতসা ॥ ২৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—যং লঙ্ঘেতি । যং লঙ্ঘা—যমাত্মলাভং লঙ্ঘা প্রাপ্য চাপরং লাভমন্যল্লাভান্তরং ততোহধিকমস্তুীতি ন মন্যতে ন চিন্তয়তি । কিঞ্চ যস্মিন্মাত্মতত্ত্বে স্থিতে দুঃখেন শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণেন গুরুণা মহতাপি ন বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি । যমাত্মস্বরূপং লঙ্ঘা ততোহধিকমপরং লাভং ন মন্যতে । তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ । যস্মিন্‌শ্চ স্থিতে মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে । এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যোগী যখন এই আত্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার স্বর্গভোগ, অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় । এই আত্ম-সংস্থিতিকালে শীত, আতপ, বায়ু, মশক, দংশকাদির উপদ্রব যোগীকে অনুভব করিতে হয় না । কেননা, যে অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে সুখ-দুঃখ অনুভব হয়, তাহা নিরুদ্ধ ও আত্মাতে সমাহিত থাকায় যোগীর বাহ্য কোন ক্রেশাদি হইলেও তাহা তিনি জানিতে পারেন না, এবং তজ্জন্য তিনি বিচলিত ও হয়েন না ॥ ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিণিষ্ট । মনোনাশের (চিত্তের বিক্ষেপ ক্ষয় পাইলে) সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাক্ষয় হইতে থাকে, এবং আত্মজ্ঞানের উদয় হয় । সুতরাং আত্মবোধ হইলে আর কোনও সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা থাকে না । সিদ্ধিতে বৈরাগ্য হইলেই কৈবল্য মুক্তি লাভ হয়, এবং কোনও সিদ্ধি না হইলেও চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই আত্মজ্ঞান হইবে । কিন্তু সিদ্ধিতে বৈরাগ্যবুদ্ধি না হইলে আত্মজ্ঞান লাভের আশা নাই (যোগদর্শন, বিভূতিপাদ, ৫৫ সূত্র) । বৈরাগ্য সহ ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ভক্তিযোগই আত্মজ্ঞানলাভের সুগম উপায় ॥ ২২ ॥

অম্বয়বোধিনী । তৎ (সেই) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থা বিশেষকে) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে) । অনির্বিঘ্নচেতসা (অবসাদশূন্য হৃদয়ে) সং যোগঃ (সেই যোগ) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) যোক্তব্যঃ (অভ্যাস করা কর্তব্য) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই অবস্থার নামই যোগ । এ অবস্থায় দুঃখের লেশ মাত্রও নাই ইহা স্থির জানিবে, এবং নির্বৈদশূন্য হৃদয়ে ইহা অভ্যাস করা কর্তব্য ॥ ২৩ ॥

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংশ্চাত্ত্বা সৰ্ব্বানশেষতঃ ।

মনসৈবেচ্ছিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

শাক্তব্রহ্মবিষয়ম্ । যত্রোপরমতে (গীতা ৬।২০) ইত্যাদ্যরভ্য যাবন্তি বিশেষণৈঃ বিশিষ্ট আত্মাবস্থাবিশেষো যোগ উক্তঃ—তমিতি । তং বিদ্যাভিজানীয়াৎ । দুঃখসংযোগবিরোগং—দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখসংযোগঃ । তেন বিরোগো দুঃখসংযোগবিরোগঃ । তং দুঃখসংযোগবিরোগম্ । যোগ ইত্যেবং সংজ্ঞিতং । বিপরীতলক্ষণেন বিদ্যাভিজানীয়াদিত্যর্থঃ । যোগফলমুপসংহৃত্য পুনরন্বারস্তেণ যোগস্য কৰ্ত্তব্যতোচ্যতে । নিশ্চয়ানির্বেদয়োঃ যোগসাধনত্ববিধানার্থম্ । স যথোক্তফলো যোগো নিশ্চয়নাধ্যবসারেন যোক্তব্যঃ । অনিৰ্বিণ্ণচেতসা—ন নিৰ্বিণ্ণমনিৰ্বিণ্ণম্ । কিং তৎ ? চেতঃ । তেন নিৰ্বেদরহিতেন চেতসা চিত্তেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তমিতি । য এবংভূতোহবস্থাবিশেষস্তং দুঃখসংযোগবিরোগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ । দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সূক্ষমপি গম্যতে । দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেনাপি বিরোগো যস্মিন্ স্তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ । পরমাত্মনা ক্লেদেজস্য যোজনং যোগঃ । যদ্বা দুঃখসংযোগেন বিরোগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে । কস্মপি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ । যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোহভ্যাসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সাক্ষেন । স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোহভ্যাসনীয়ঃ । যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি তথাপ্যনিৰ্বিণ্ণেন নিৰ্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ । দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নিৰ্বেদঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মাতে চিত্তবৃত্তির এইরূপ প্রগাঢ় সমাধান হইলে সেই অবস্থাকেই প্রকৃত যোগ বলা যায় । মহর্ষি পতঞ্জলির কথিত—“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ” (ক) এই সূত্রও ইহার পোষকতা করিতেছে । দুশ্চিন্তা ও হৃদয়ের সঙ্কোচ সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ পূর্বক শটনঃ শটনঃ এই যোগ অভ্যাস করিতে হয় ॥ ২৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । আত্মায় চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই সমস্ত বৃত্তি (চিন্তা) তিরোহিত হয় ; কেননা, বিষয় সম্বন্ধেই চিত্তের পরিণাম হয়, নিৰ্বিষয় আত্মচৈতন্য প্রকাশিত হইলে চিত্ত বৃত্তিশূন্য (পরিণামহীন) বা প্রলীন হইয়া যায় । ইহাই চৈতন্যসমাধি বা রাজযোগ, ইহাতে শ্বাসরোধ দ্বারা জড়সমাধির প্রয়োজন হয় না ॥ ২৩ ॥

অমরবোধিনী । সংকল্পপ্রভবান্ (সংকল্প হইতে জাত) সৰ্ব্বান্ কামান্ (কামনাসমূহকে) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইচ্ছিয়গ্রামং (ইচ্ছিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সর্ববিষয় হইতে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া) [যোগ অভ্যাস করা কৰ্ত্তব্য] ॥ ২৪ ॥

শতৈঃ শতৈরুপরামেদ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । সঙ্কল্পজাত কামনাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া [যোগী যোগ-সাধন করিবেন] ॥ ২৪ ॥

শাক্তরত্নাষ্যম্ । কিঞ্চ—সংকল্পেতি । সংকল্পপ্রভবান্—সংকল্পঃ প্রভবো যেমাং কামানাং তে সংকল্পপ্রভবাঃ কামাঃ । তান্ কামাংস্ত্যজ্জ। পরিত্যজ্য সৰ্ব্বানশেষতো নির্লেপেন । কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেনেन्द्रিয়গ্রাসমিन्द्रিয়সমুদায়ং । বিনিয়ম্য নিয়মনং কৃত্বা । সমস্ততঃ সমস্তাৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—সংকল্পেতি । সংকল্পাৎ প্রভবো যেমাং তান্ যোগপ্রতিকুলান্ সৰ্ব্বান কামানশেষতঃ সৰ্বাসনাংস্ত্যজ্জ। মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সৰ্ব্বতঃ প্রসরন্তমিन्द्रিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য । যোগো যোক্তব্য ইতি পূৰ্বেণানুয়ঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভোগবাসনাযুক্ত জীবের মনোমালিন্য প্রযুক্ত কখন শ্রু-চন্দন-বনিতাদি ভোগের, কখন বা স্বর্গীয় অমৃত বা অপ্সরা-সম্ভোগের সংকল্প উদয় হয় । এই সংকল্প হইতেই লোকের কাম্য কৰ্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে । বাহিরের কৰ্ম্মত্যাগ করিলেই যোগী হওয়া যায় না । সংকল্পজ কামনা ত্যাগই যোগ-সাধনের অনুকূল । চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সংসর্গ করে বলিয়া কোন কোন সাধক ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা চক্ষুকে অন্ধ, কর্ণকে বধির করিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া থাকেন । ইহা দ্বারা যোগ-সাধনার সাহায্য হয় না । যোগী চিত্তকেই অন্তর্মুখ করিয়া বিষয়ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রত্যাহার করিয়া চক্ষুরাদির নিগ্রহ করিবেন । চক্ষুরাদির অভিমুখে মনের গতি না হইলে চক্ষুরাদি আপনিই নিরুদ্ধ হইয়া আসে ॥ ২৪ ॥

অন্যবোধিনী । ধৃতিগৃহীতয়া (ধৈর্য্যানুগত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) শতৈঃ শতৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (মন নিরুদ্ধ করিবেন), মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাকে নিহিত) কৃত্বা (করিয়া) কিঞ্চিদপি (কিছুমাত্রও) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবেন না) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মন নিরুদ্ধ করিবেন ; এবং মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া আর কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না ॥ ২৫ ॥

শাক্তরত্নাষ্যম্ । শতৈরিতি । শতৈঃ শতৈঃ ন সহসা । উপরমেদুপরতিং কুর্যাৎ । কয়া ? বুদ্ধ্যা । কিংবিশিষ্টয়া ? ধৃতিগৃহীতয়া । ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া । ধৈর্য্যেণ যুক্তয়েত্যর্থঃ । আত্মসংস্থমানি সংস্থিতম্ । “আত্মৈব সৰ্ব্বং । ন ততোহন্যৎ কিঞ্চিদস্তি” ইত্যেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ । এষ যোগস্য পরমো বিধিঃ ॥ ২৫ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা। যদি তু প্রাক্তনকর্মসংস্কারেণ মনো বিচলেতহি ধারণয়া স্থিরীকুর্যাদিত্যাহ—শটৈরিতি। ধৃতিধারণা। তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা। আত্মসংস্থান্নন্যেব সন্যাক্ত স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বোপরমেৎ। তচ্চ শটৈঃ শটৈরভ্যাস-ক্রমেণ। ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বান্নধ্যানাদপি নিবর্তেতেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাহ্যব্যাপারবিমুখকারিণী মনোবৃত্তির নাম ধৃতি। যখন সাধকের পবিত্র চিত্ত এই ধৃতির অনুগত হয়, তখনই তাঁহার যোগাভ্যাসের সফল ফলিয়া থাকে। যোগীর মন সংযত হইয়া আসিলেও, চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা সাধককে সময়ে সময়ে স্বপ্নবৎ বহিবিষয়ে প্রবর্তনা করিলেও করিতে পারে। এইজন্য সেই স্বভাবচঞ্চল সংযত চিত্তকেও ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করা কর্তব্য। বলপূর্ব্বক মনকে কেহ আত্মাতে নিহিত রাখিতে পারে না। যেমন মনুষ্যের প্রথম তদ্রূপ, তৎপরে স্বপ্নাবস্থা ও পরিশেষে সুষুপ্ত্যবস্থার উদয় হয়, সেইরূপ সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে মনে, মনকে অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, ধীরে ধীরে পর্য্যবসিত করিতে পারিলে, তবে যোগীর মন আত্মাতে সংস্থিত ও আত্মাকারাকারিত হইয়া অবিচলিত ভাবে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। এই কৌশলক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভগবান্ যোগীর মনকে “শটৈঃ শটৈঃ উপরমেৎ” এই উপদেশ দান করিয়াছেন। এখানে একরূপ সংশয় হইতে পারে যে, মন “বিষয়চিন্তা” হইতে বিরত হইলেও, তাহার “আত্মচিন্তার” নিবৃত্তি কই? ভগবান্ যোগীর উপরত চিত্তকে যে কোনরূপ চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেন, তাহা যেন নিষ্ফল বোধ হইতেছে। কিন্তু সাধক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবান্ যোগীকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। “আমি আত্মার ধ্যান করিতেছি” এই অভিমানপূর্ণ চিন্তার পরিহার করিতে বলাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক, রক্তজবার নিকটে থাকিলে উহা রক্তবর্ণাকার ধারণ করে, সেইরূপ যোগকৌশলে মন নির্মল হইলে উহাতে আত্মার স্বরূপ প্রতিভাসিত হয়। “আমি আত্মদর্শন করিতেছি”, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে মনে এ ভাবের উদয় হয় না। ‘আমি ঈশ্বর হইয়াছি’ তাহাও অনুভব হয় না। তখন যে কি অবস্থা হয় তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিরও বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য থাকে না। উহা অনির্বচনীয় ॥ ২৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ধ্যানের দ্বারা রজঃ ও তমঃ ক্ষয় হইতে থাকিলেই মনের চিন্তারূপ বিক্লেপ এবং বহিবিষয়ে আসক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, সূত্রাং বিশুদ্ধ জ্ঞানবিকাশের অনুকূল সম্ভাব্যতার আধিক্য হইলে মন নির্মল হয় এবং আত্মার চৈতন্যস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশিত হয়, নতুবা মন আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না, আত্ম-চৈতন্যের প্রকাশেই অন্তঃকরণ অহংরূপ চেতনতা বোধ হয় মাত্র। প্রদীপ যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ অন্তঃকরণে, ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃতিক কোন পদার্থই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, উহা স্বয়ংপ্রকাশ। আত্ম-সমাধিকালে তুরীয় অবস্থায় মন নিরুদ্ধ

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মনো বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

থাকে, সূতরাং তখন আমি আত্মদর্শন করিব কিরূপে? ব্যাখ্যানকালে জাগ্রদাদি হইতে পৃথক্—চতুর্থ বা নিরুদ্ধ—অবস্থার নিশ্চয় হয় মাত্র; জাগ্রদাদি অবস্থায় আত্মচৈতন্য অন্তঃ-করণের বিষয়-চিন্তা দ্বারা আবৃত থাকে; কিন্তু তুরীয় অবস্থায় চিত্তের নিরোধ বশতঃ উহা স্বতঃই প্রকাশিত থাকে। (৫।১৬ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ২৫ ॥

অন্থয়বোধিনী । চঞ্চলম্ (চঞ্চল) [সেইজন্য] অস্থিরং (অস্থির) মনঃ (চিত্ত) যতঃ যতঃ (যেযে বিষয়ে) নিশ্চরতি (ধাবিত হয়), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) নিয়ম্য (প্রত্যাহরণ করিয়া) এতৎ (এই মনকে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । স্বাভাবগত চঞ্চলতা প্রযুক্ত মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে যত্নপূর্ব্বক চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া দৃঢ়তর রূপে আত্মারই অনুগত করিয়া রাখিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তত্রৈবমায়সংস্থঃ মনঃ কর্তুং প্রবৃত্তো যোগী—যত ইতি। যতো যতো যস্মাদ্যস্মান্নিমিত্তাচ্ছন্দাদেনিশ্চরতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষাৎ। মনশ্চঞ্চলমত্যাং চলম্। অত এবাস্থিরম্। ততস্ততস্তস্মাত্তস্মাচ্ছন্দাদেনিমিত্তান্নিয়ম্য তত্নিমিত্তাথাত্ম্য-নিরূপণেনাভাসীকৃত্য। বৈরাগ্যভাবনয়া চৈতন্যম্ন আত্মন্যেব বশং নয়েৎ। আত্মবশ্যতামা-পাদয়েৎ। এবং যোগাভ্যাসবলাদ্ যোগিন আত্মন্যেব প্রশাম্যতি মনঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেত্তহি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্যাদিত্যাহ—যতো যত ইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃতাত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কৌশলক্রমে মন সংযত হইলেও তাহার স্বাভাবিক অস্থির ভাব শীঘ্র বিদূরিত হয় না। মনের এই চঞ্চল-স্বভাব যে পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অভিভূত বা তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগসিদ্ধির আশা অতি অল্প। যে নারী পিত্রালয়ে অবস্থিতি কালে প্রতিবাসিমণ্ডলীর গৃহে গৃহে বেড়াইয়া বেড়ায়, সে প্রথম প্রথম শৃঙ্গুরালয়ে আসিলে তাহার গৃহ-নিরুদ্ধ হইয়া বাস করা বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে বহির্বিচরণে তাহার একান্ত ইচ্ছা হইলেও, শৃঙ্গুর ও ননদাদির তাড়নাভয়ে বাহিরে যাইবার সুবিধা হয় না। এই অবস্থায় মর্মব্যথা পাইয়া সেই নারী অত্যন্ত ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু ক্রমশঃ যখন তাহার ইহপরলোকের একমাত্র গতি প্রাণপতির সহিত প্রণয় প্রগাঢ় হয়, তখন সে আর বাহিরে যাইতে চাহে না; পতির নিরুদ্ধ গৃহই তাহার আনন্দনিকেতন হইয়া উঠে। সেইরূপ জন্ম-জন্মান্তরের বহির্বিষয়সুখসংস্কারাপন ও বহির্বিচরণশীল

প্রশান্তমনসং হ্রনং যোগিনং স্নখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

চিত্তকে-আত্মাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে নিজস্বভাবগুণে প্রত্যক্ষাদি প্রশাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, স্মৃতি, তন্দ্রা, অতিভোজন ও অতিশ্রম আদি সমাধিবিরোধী ব্যাপারে ধাবিত হইবে। কিন্তু সাধক ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা মনকে আত্মার স্বরূপানন্দ অনুভব করিতে শিখাইবেন। অবশেষে মন আত্মাকারাকারিত হইয়া গেলে তাহার প্রকৃতিগত চাক্ষুশ্যদোষের নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন নিবাত দীপশিখার ন্যায় মন আত্মাতে স্থির থাকিবে ॥ ২৬ ॥

অবয়ববোধিনী। শান্তরজসং (রজোবৃত্তিরহিত) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষং (নিপাপ) ব্রহ্মভূতম (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত) এনং হি যোগিনম্ (এই যোগীকেই) উত্তমং স্নখম্ (পরম স্নখ) উপৈতি (আশ্রয় করে) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রশান্তচিত্ত যোগী যখন রজস্তমোগুণাদি হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নিরতিশয় স্নখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। প্রশান্তমনসমিতি। প্রশান্তমনসং প্রকর্ষণে শান্তং মনো यस্য স প্রশান্তমনাঃ। তং প্রশান্তমনসং। হ্রনং যোগিনং স্নখমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈত্যুপগচ্ছতি। শান্তরজনং প্রক্ষীণমোহাদিক্রেশরজসমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তম্। ব্রহ্মৈব সর্ব-মিত্যেবং নিশ্চয়বস্তং ব্রহ্মভূতম্। অকল্মষং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জিতম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্মনো বশীকুর্ব্বন্তং রজো-গুণক্ষয়ে সতি যোগস্নখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তমনসমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো यस্য তম্। অত এব প্রশান্তং মনো यस্য তমেনং নিকল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিন-মুত্তমং স্নখং সমাধিস্নখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে সময়ে যোগীর চিত্ত রজোগুণাভাবে বহির্বিষয়ে বিক্ষেপযুক্ত হয় না, ও তমোগুণাভাবে তন্দ্রাদিতে আসক্ত হয় না, এবং সম্পূর্ণ চাক্ষুশ্যবর্জিত হইয়া আত্মাতেই অবিচলিত থাকে, তখন সংযোগ, ভোগ, বিয়োগ আদি দুঃখের হেতু সকল আর তাহাতে আদৌ প্রতিবিম্বিত হইতেই পায় না। চিত্তের সেই আত্মাকারাকারিতাবস্থায় অনির্বচনীয় স্নখের উদয় হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। রজস্তমোগুণের ক্ষয় দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধস্বপ্রধান হইলে চিত্ত আত্মবৎ প্রতীত হইতে থাকে, তখনই আত্ম-চৈতন্যের বিকাশ হয় (নবপুরুষয়োঃ শুদ্ধি-সাম্যে কৈবল্যম্)—বুদ্ধি পুরুষের (আত্মার) ন্যায় বিশুদ্ধ হইলে কৈবল্য লাভ হয়।—যোগদর্শন, বিভূতিপাদ, ৫৫ সূত্র) ॥ ২৭ ॥

যুগ্মেন্বং সদান্মনং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অন্থয়বোধিনী । এবং (এই প্রকারে) আত্মনং (মনকে) সদা (সর্বদা) যুগ্মন্ (যুক্ত করিয়া) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী (যোগী) সুখেন (অনায়াসে) অত্যন্তং সুখং (নিরতিগম্য সুখরূপ) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসংস্থিতি) অশ্নুতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই প্রকারে নিজ মনকে সর্বদা বশীভূত করিয়া নিষ্পাপ (ধর্ম্মাধর্ম্ম-বর্জিত) যোগী অনায়াসে ব্রহ্মরূপ অবিচ্ছিন্ন সুখ অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শাক্তরত্নাব্যম্ । যুগ্মন্বিতি । যুগ্মন্বং যথোক্তেন ক্রমেণ যোগী যোগান্তরায়-বর্জিতঃ । সদা সর্বদা আত্মনং । বিগতকল্মষো বিগতপাপঃ । সুখেনানায়াসেন । ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শো यस্য তদ্ব্রহ্মসংস্পর্শম্ । সুখমত্যন্তং অন্তমতীত্য বর্ত্তত ইতি অত্যন্তমুক্তৃষ্টং নিরতিগম্যসুখমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুগ্মন্বিতি । এবমনেন প্রকারেণ সর্বদাত্মনং যুগ্মন্ বশীকুর্বন্ । বিশেষেণ সর্বাত্মনা । বিগতং কল্মষং यस্য সঃ । যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোহবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সুখমশ্নুতে । জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি পূর্বোক্তপ্রকারে মনকে আত্মাতে সমাহিত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার বিষয়দৃষ্টি জনিত সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য আদি বিকারবুদ্ধি নাই, তিনি ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ সুগম উপায়ে (“সুখেন”) সমাধির অন্তরায় সমস্ত নিবারণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন । যোগসমাধির অন্তরায়, যথা—১ ব্যাধি—[জ্বরাদি বিকার], ২ স্ত্যান [যোগের আসনাদি করিবার অযোগ্যতা], ৩ সংশয় [আমি সিদ্ধ হইতে পারিব কি না ইত্যাদি ভাবনা], ৪ প্রমাদ [যোগসাধন করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও তাহা না করা], ৫ আলস্য [কফাদি-জনিত শরীরের ও ওদাস্যাদি-জনিত মনের নিরুদ্যোগ], ৬ অবিরতি [বিষয়বিশেষের জন্য নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা], ৭ ভ্রান্তিদর্শন [যোগ করিয়া হয়ত সিদ্ধি হয় না এবং যোগ না করিয়া কোথালে সিদ্ধি (ইন্দ্রজালাদির ন্যায়) হয় ইত্যাকার বুদ্ধি], ৮ অনাক্রম্যবৃত্তি [যোগে একাগ্রতার অভাব], ৯ অনবস্থিতত্ব [যোগসাধনের যত্নের শৈথিল্য]—এই অন্তরায়সকল উন্নয়ন করিয়া সিদ্ধি লাভ করা অতিতীব্র-বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্যতীত অন্যের ভাগ্যে ঘটয়া উঠা সুকঠিন । এই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি “ঈশ্বরপ্রণিধানায়া” (ক) [অথবা ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা] এই যোগসূত্রে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার সুগম উপায়ের সন্কেত করিয়াছেন । সকলে সমান

সৰ্বভূতস্বমাত্মানং সৰ্বভূতানি চাশ্বনি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সৰ্বত্র সমদৰ্শনঃ ॥ ২৯ ॥

অধিকারী হয় না। যাহার যেরূপ সামর্থ্য হইবে, তাহার তদনুরূপ সাধনকৌশল অবলম্বন করা কর্তব্য। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কঠোর হইতে কঠোরতর সাধনার অনুকূল, তাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগসাধন দ্বারা বুদ্ধ লাভ করিবেন। কিন্তু যে সাধু মহাত্মাদিগের চিত্ত কোমল-ভাবরসামৃতসিক্ত, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণিধান রূপ ভক্তিয়োগের সাধনা করিলে সমস্ত বাধাবিমুক্ত হইয়া নিৰ্ব্বিঘ্নে (“সুখেন”) পরমানন্দস্বরূপ বুদ্ধকে লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন। অতএব মানব! যদি অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে চাও, তবে ভক্তিয়োগের সাধনা কর, ইহাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। সৰ্বত্র সমদৰ্শনঃ (সৰ্বত্র সমদৰ্শী) যোগযুক্তাত্মা (যোগনিরত পুরুষ) আত্মানং (আত্মাকে) সৰ্বভূতস্বং (সৰ্বভূতে স্থিত) সৰ্বভূতানি চ (এবং সৰ্বভূত) আশ্বনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দৰ্শন করেন) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সৰ্বত্র সমদৰ্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সৰ্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সৰ্বভূত দৰ্শন করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম। ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদৰ্শনং সৰ্বসংসারবিচ্ছেদকারকং তৎ প্রদর্শাতে—সৰ্ব্বেতি। সৰ্বভূতস্বং সৰ্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বমাত্মানম্। সৰ্বভূতানি চাশ্বনি ব্রহ্মাদীনি স্বত্বপৰ্য্যন্তানি চ সৰ্বভূতান্যাত্মন্যেকতাং গতানি। ঈক্ষতে পশ্যতি। যোগযুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সন্। সৰ্বত্র সমদৰ্শনঃ সৰ্বেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিষয়েষু সৰ্বভূতেষু সমং নিৰ্ব্বিঘ্নেণ বিক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দৰ্শনং জ্ঞানং যস্য স সৰ্বত্র সমদৰ্শনঃ ॥২৯॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা। ব্রহ্মাসংস্কারমেব দর্শয়তি—সৰ্বভূতস্বমিতি। যোগেনাত্মস্য-মানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ। সৰ্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদৰ্শনঃ। তথা স স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সৰ্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বস্তুবস্থিতং পশ্যতি। তানি চাশ্বন্যভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

গীতাথসন্দীপনী। নিৰ্ব্বিঘ্নযোগসমাধি কালে যোগীর মন যখন আত্মাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন তাহার পূৰ্ব্বাবস্থায় (মলিনাবস্থায়—আত্মযোগ-বিরহিতাবস্থায়) যে জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিভাসিত হইত, এবং মনোবৃত্তির বৈষম্য-গুণে এক ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশস্বরূপ দৃশ্যমান সংসারে সমস্ত বস্তুই স্বতন্ত্র, এইরূপ যে ভেদবুদ্ধির উদয় হইত, এক্ষণে আর সেরূপ হইতে পারে না। মনোবৃত্তি যখন বিষয়াকারাকারিত থাকে, তখন জীবের বুদ্ধদৃষ্টি হয় না। আবার যখন সেই বৃত্তি যোগের স্নকৌশলে ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন বিষয়-দৃষ্টি হয় না। ইহন যেমন প্রজ্জলিত ছত্যাশনকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে সে ইহনরূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করে, সেইরূপ মন আত্মাতে সংস্থিতি কালে তাহার স্বভাবগত

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।

তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

জড়-মলিন ভাব পরিহার করিয়া চৈতন্যাংশমাত্রে আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায় । এই অবস্থায় যোগীজ্ঞ পুরুষ সূত্রজালে বস্ত্র এবং বস্ত্রে সূত্র দর্শনের ন্যায় আত্মাতেই সর্ব প্রপঞ্চজগৎ, এবং প্রপঞ্চ-জগৎ একমাত্র আত্মারই বিকাশ, এইরূপ দর্শন করিয়া থাকেন । স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টি বা বৈষম্যবুদ্ধি যোগযুক্তাবস্থায় বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । যঃ (যিনি) সর্বত্র (জগতের সকল পদার্থে) মাং (আমাকে) পশ্যতি (দেখেন), ময়ি চ (এবং আমাতে) সর্বং (সমস্ত) [প্রপঞ্চ] পশ্যতি (দেখেন), তস্য (তঁহার পক্ষে) অহং (আমি) ন প্রণশ্যামি (পরোক্ষ হই না), স চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (পরোক্ষ হন না) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে যোগী পুরুষ সর্ব প্রপঞ্চ মধ্যে আমাকে (আত্মরূপ ভগবান্কে) দর্শন করেন, এবং আমার মধ্যে সমস্ত প্রপঞ্চকে দেখিতে পান, সেই যোগী পুরুষের পক্ষে আমি পরোক্ষ হই না, এবং সেই যোগী পুরুষও আমার পরোক্ষ হন না ॥ ৩০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এতস্যাষ্ট্রৈকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে—যো মামিতি । যো মাং পশ্যতি বাস্তুদেবং সর্বগ্যাত্মানং সর্বত্র সর্বেষু ভূতেষু । সর্বং চ বৃন্দাদিভূতজাতং ময়ি সর্বান্নি পশ্যতি । তসৈব্যমষ্ট্রৈকত্বদর্শিনোহহমীশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি । স চ মে ন প্রণশ্যতি স চ বিদ্বান্ মে মম বাস্তুদেবস্য ন প্রণশ্যতি । ন পরোক্ষো ভবতি । তস্য চ মম চৈকান্তকত্বাৎ । স্বাত্মা হি নামাত্মনঃ প্রিয় এব ভবতি ॥ ৩০ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবংভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণ-মিত্যাহ—যো মামিতি । মাং পরমেশ্বরং সর্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি । সর্বং চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি । তস্যাহং ন প্রণশ্যামি । অদৃশ্যো ন ভবামি । স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি । প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্য তং বিলোক্যানুগৃহ্মীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পূর্ব শ্লোকে তত্ত্বমসি (ক) মহাবাক্যের শুদ্ধ “ত্বং” পদ নিরূপিত হইয়াছে । এই শ্লোকে “তং” পদ নিরূপিত হইতেছে । “তং” পদ-প্রতিপাদ্য চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দধন হইয়াও মায়োপহিত সমস্ত প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ । যে যোগী পুরুষ প্রপঞ্চজগতের দিকে তাকাইলে তঁাহাকেই সত্তারূপে দেখিয়া থাকেন, এবং তঁাহার দিকে তাকাইলে তৎশক্তিরূপিণী মহামায়ার মহাতরঙ্গ মধ্যে জগৎ-প্রপঞ্চকে নৃত্য করিতে দেখিতে

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

পান, সেই যোগী তাঁহাকে সাধারণ জীববুদ্ধি-গম্য পরোক্ষ বিষয় মনে না করিয়া অপরোক্ষ ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন; সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও পরোক্ষ ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতিতে কথিত আছে “স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি” (ক)—পরমাত্মা জীবের আত্ম-রূপেই বিরাজ করিয়া থাকেন; কিন্তু জীবের অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাতে পরোক্ষ জ্ঞান থাকায় তিনি জীবকে জন্ম-মরণ-রূপ সংসার হইতে রক্ষা করেন না। গৃহমধ্যে যদি গুপ্তধন থাকে, তাহা জানিতে না পারিলে সে ধন থাকায় গৃহস্বামীর কিছুমাত্র ফল হয় না ॥ ৩০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিজ্জিত কূটস্থ আত্ম-চৈতন্য (৩ অ। ৪২ দ্রষ্টব্য)। অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট জ্ঞানই জীবাত্মা, ইহাই ‘ত্বং’পদের বাচ্য, এবং বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যই ‘ত্বং’পদের স্বরূপ। প্রপঞ্চোপহিত বুদ্ধচৈতন্যই ‘তৎ’পদবাচ্য, এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ বুদ্ধই ‘তৎ’পদের স্বরূপ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে যোগী) সর্বভূতস্থিতং (সর্বভূতস্থিত) মাম্ (আমাকে) একত্বম্ আস্থিতং (অভিনুরূপে অবধারণ পূর্বক) ভজতি (আরাধনা করেন), সঃ (সেই) যোগী (যোগী পুরুষ) সর্বথা বর্তমানঃ অপি (সকল প্রকার অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও) ময়ি (আমাতে) বর্ততে (অবস্থিতি করেন) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী পুরুষ সর্বভূতস্থিত আমাকে (“তৎ” পদার্থকে) আপনার (“ত্বং” পদার্থের) সহিত অভিন্নরূপে অবধারণ পূর্বক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন, সেই যোগী পুরুষ যে কোন প্রকারে যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি আমাতেই অভেদ-স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। যস্মাচ্চাহমেব সর্বাত্মৈকত্বদর্শী—ইত্যেতৎ পূর্বপ্রোক্তার্থঃ সম্যগদর্শন-মনু্য তৎফলং মোক্ষোহভিধীয়তে—সর্ব্বতি। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারৈর্বর্তমানোহপি সম্যগদর্শী যোগী ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে বর্ততে। নিত্যযুক্ত এব সঃ। ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন চৈবংভূতো বিধিকঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্বভূতস্থিতমিতি। সর্বভূতেষু স্থিতং মাংভেদমাস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্বথা কল্প-পরিচয়গেনাপি বর্তমানো মযেব বর্ততে মুচ্যতে। ন তু ভ্রম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বারা ত্বং ও তৎ পদার্থের নির্ণয় করিয়া এই শ্লোকে তদ্বয়ের অভেদ ভাব দেখাইয়া “তত্ত্বমসি” (খ) মহাবাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন। সুক্ষ্ম

আত্মোপম্যেন সৰ্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জুন ।

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

পরমাত্মার সত্তারূপ-পরবৃক্ষের মাযোপহিত বিকাশবিশেষের নাম 'ঈশ্বর', এবং মাযোপাধি ঘনীভূত হইলেই সেই চিদংশজের নাম 'জীব'। এইরূপ বস্তুবিচার পূর্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে "অহং ব্রহ্মস্মি" (ক) এইরূপে অপরোক্ষানুভব করিয়া জীব আপনাতে ও বৃক্ষেতে অভিনু বোধ করিয়া থাকে। তখন উপাস্য-উপাসক আদি পরোক্ষ বুদ্ধি তিরোহিত হয় ॥ ৩১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। 'অহং'-প্রতিপাদ্য জীবাত্মার শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি উপাধি ত্যাগ করিলে এবং ঈশ্বরের বিশ্বরূপও মাযোপাধি ত্যাগ করিলে চিদংশে জীব ও ঈশ্বর অভিনু, ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞানে নিশ্চয় হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে জীব-চৈতন্যের পৃথক্ সত্তা নাই। চিত্তের অতীত চৈতন্য-সত্তায় সমাহিত হইতে না পারিলে অহং ব্রহ্মস্মি (ক), তত্ত্বমসি (খ) ইত্যাদি মহাবাক্যের বিচারজনিত অদ্বৈতবোধ স্ফূট হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

অম্বয়বোধিনী। অর্জুন (হে অর্জুন!) যঃ (যে ব্যক্তি) সৰ্বত্র (সর্বভূতে) আত্মোপম্যেন (নিজের ন্যায়) [অন্যের] সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ বা দুঃখকে) সমং (সমভাবে পশ্যতি (দেখেন) স (তিনিই) পরমঃ মতঃ (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জুন! যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় অন্যেরও সুখ-দুঃখের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন সেই যোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। কিঞ্চান্যৎ—আন্তেতি। আত্মোপম্যেনাত্মা স্বয়মেবোপনীয়ত ইত্যুপমা। তস্যা উপমায়া ভাব উপম্যম্। তেনাত্মোপম্যেন। সৰ্বত্র সর্বভূতেষু। সমং তুল্যং। পশ্যতি যোহর্জুন। স চ কিং সমং পশ্যতীতি? উচ্যতে—যথা মম সুখমিষ্টং তথা সৰ্বপ্রাণিণাং সুখমনুকূলম্। বাশব্দশ্চার্থে। যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং যথা তথা সৰ্বপ্রাণিণাং দুঃখমনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবমাত্মোপম্যেন সুখদুঃখে অনুকূলপ্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্বভূতেষু সমং পশ্যতি। ন কস্যচিৎ প্রতিকূলমাচরতি। অহিংসক ইত্যর্থঃ। য এবমহিংসকঃ সত্যদর্শননিষ্ঠঃ স যোগী পরম উৎকৃষ্টো মতোহভি-প্রেতঃ সৰ্বযোগিণাং মধ্যে ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং চ মাং ভজতাং যোগিণাং মধ্যে সর্বভূতানুকূলী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মোপম্যেনেতি। আত্মোপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন। যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখং চাপ্রিয়ম্ তথান্যেষামপীতি সৰ্বত্র সমং পশ্যান্ সুখেমব সৰ্বেষাং যো বাঞ্ছতি। ন তু কস্যাপি দুঃখম্। স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই ব্রহ্মসমাধির অবস্থা লাভ করিলেই যে সাধনার শেষ হইল তাহা নহে। মুচ্ছাকালে যেমন রোগী সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, সেইরূপ যোগের অুকোশলে এই

অৰ্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগন্ত য়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।

এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

মহামূর্ছারূপ সমাধি কালে যোগীর সাময়িক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইতে পারে, সাময়িক আত্মপর ভেদ-বুদ্ধির তিরোভাব হইতে পারে, সাময়িক আপনাকে ব্রহ্ম-স্বরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু মনের সম্পূর্ণ বিনাশ ও বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হইলে এ অবস্থা নিত্য নিরবচ্ছিন্নরূপে যোগীর আয়ত্ত হইতে পারে না । সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মসমাধি করিলে সংসারের বীজ-স্বরূপ সংস্কারময় বাসনারাশি ও ভেদবুদ্ধির আধার ভূমি মন সম্পূর্ণরূপে বিশীর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায় । এই অবস্থায় তুমি, আমি, তিনি, এ ভেদবুদ্ধি থাকে না । তখন সমস্ত সংসার একটি সূক্ষ্ম সত্তায়, দৃশ্যমান বিরাট প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয় । যেমন তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে শরীরের যে কোন অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে শুশ্রূষা বা আঘাত হইলে, তোমার হৃদয়ে সুখ বা দুঃখের বোধ হইয়া থাকে ; সেইরূপ আত্মজ্ঞান কালে, সমস্ত প্রাণীই আত্মার সত্তারূপ বিরাট্‌দেহের এক একটা অঙ্গ বা অংশবিশেষ বলিয়া প্রতীত হয় । জগতের কোথাও কোন প্রাণীর কোন সুখ বা দুঃখ হইলে, সূক্ষ্মশক্তি-সূত্রযোগে যোগীর হৃদয়েও সেই সুখ বা দুঃখ তরঙ্গের আঘাত আসিয়া পৌঁছিতে এবং যে যোগী সেই সুখ-দুঃখ নিজ সুখ-দুঃখেরই ন্যায় অনুভব করিবেন, তিনিই যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনার ক্ষয় একসঙ্গেই অভ্যাস করিতে হয়, মহাবাক্য বিচারসহ নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইবার পরও মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের জন্য ব্রহ্মচৈতন্যে সমাধি অভ্যাস করিতে হয়, এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম জ্ঞানভূমিকায় আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে অসম্পূর্ণজ্ঞান সমাধির অভ্যাস হইয়া থাকে । এইরূপ যোগাভ্যাসী ব্যাখ্যাকালে সর্ব প্রাণীর প্রতিই পরম প্রীতি প্রদর্শন করেন ॥ ৩২ ॥

অবয়বোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । মধুসূদন (হে মধুসূদন!) দ্বয়া (তোমা কর্তৃক) সাম্যেন (সমতারূপ) অয়ং (এই) যঃ (যে) যোগঃ (যোগতত্ত্ব) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল), [মনের] চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতাবশতঃ) এতস্যা (ইহার) স্থিরাং (অচল) স্থিতিং (অবস্থান) অহং (আমি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! তুমি যে আত্মার সমতারূপ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে তাদৃশ ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । এতস্যা যথোক্তস্য সম্যগ্‌দর্শনলক্ষণস্য যোগস্য দুঃখসম্পাদ্যতামালক্ষ্য শুশ্রূষাং বং তৎপ্রাপ্ত্যপায়মৰ্জুন উবাচ—যোহয়মিতি । যোহয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।

তস্মাহং নিগ্রহং মাত্রে বায়োরিব স্তদুদ্বকরম্ ॥ ৩৪ ॥

সমস্তেন হে মধুসূদন । এতস্য যোগস্যাহং ন পশ্যামি নোপলভে । চঞ্চলত্বান্মনসঃ ।
কিম্ ? স্থিরামচলাং স্থিতিম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোহজ্জুন উবাচ—যোহয়-
মিতি । সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন । যোহয়ং যোগস্তুরা-
প্রোক্তঃ । এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালব্যাপিনীং স্থিতিং ন পশ্যামি । মনস্চঞ্চলত্বাৎ
॥ ৩৩ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । মনোনিরোধশক্তির পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইলেও সমস্ত
সংশয় নিরসনার্থ অজ্জুন বলিতেছেন যে, মনের প্রকৃতি যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে এই স্থির
ভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই । কেন, তাহা পরে বলিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) হি (যেহেতু) মনঃ (মন) চঞ্চলং (চঞ্চল)
প্রমাথি (ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষোভকারক) বলবৎ (বলবান্) [এবং] দৃঢ়ং (দৃঢ়), [সেইজন্য]
অহং (আমি) তস্য (তাহার) নিগ্রহং (নিগ্রহ) বায়োঃ ইব (বায়ুর নিগ্রহের ন্যায়) স্তদুদ্বকরং
(কঠিন) মন্যে (বোধ করিতেছি) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, প্রমাথি, বলবান্
এবং দৃঢ় । সেই মনের নিগ্রহ করা আমার পক্ষে বায়ুর নিগ্রহের ন্যায় কঠিন
বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । প্রসিদ্ধমেতৎ—চঞ্চলমিতি । চঞ্চলং হি মনঃ । কৃষ্ণেতি কৃষ্ণতেবিলেখ-
নার্থস্য রূপম্ । ভক্তজনপাপাদিদোষকর্যণাৎ কৃষ্ণঃ । হি যস্মান্মনস্চঞ্চলম্ । ন কেবলমত্যাৎ
চঞ্চলং । প্রমাথি চ প্রমথনশীলম্ । প্রমথ্যতি শরীরমিन्द्रিয়াণি চ বিক্ষিপতি পরবশী-
করোতি । কিঞ্চ বলবৎ প্রবলম্ । ন কেনচিনিয়ন্তং শক্যম্ । দুর্নিবারত্বাৎ । কিঞ্চ
দৃঢ়ং তন্তনাগবদচ্ছেদ্যম্ । তস্যৈবন্তুতস্য মনসোহহং নিগ্রহং নিরোধং মন্যে বায়োরিব ।
যথা বায়োদুর্দ্বকরো নিগ্রহস্ততোহপি মনসো দুদ্বকরং মন্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এতৎ স্ফুটয়তি—চঞ্চলমিতি । চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলম্ ।
কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলম্ । দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি
জেতুমশক্যম্ । কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবদ্ধতয়া দুর্ভেদম্ । অতো যথাকাশে দোষুয়-
মানস্য বায়োঃ কুস্তাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাহং তস্য মনসো নিগ্রহং নিরোধং স্তদুদ্বকরং
সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । একেত চঞ্চল পদার্থকেই ধরিয়া রাখা কঠিন, মন কেবল চঞ্চল
নহে ; তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্যন্ত সদাই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে । কেবল তাহাই নহে,

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কোন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিতে যাইবে । সে এমনই বলবান্ যে, কেহই তাহাকে সে দিক্ হইতে ফিরাইতে পারে না । তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাকে দেখন বা মর্দন করা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয় । যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায়, তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ দুষ্কর । “কৃষ্ণ” এই পদের দ্বারা ভক্তবর্গের পাপদৌর্বল্যবারকত্ব ও সর্বপুরুষার্থসিদ্ধির সামর্থ্য সুচিত হইয়াছে । হে কৃষ্ণ ! এই সন্মোহন দ্বারা এই অসম্ভব কার্য্য সিদ্ধির তুমিই একমাত্র উপায়-বিধান-কর্তা, ইহাই অর্জুন প্রকাশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অনুবোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) । মহাবাহো (হে মহাবাহো !) মনঃ (মন) দুর্নিগ্রহং (সহজে নিগৃহীত হয় না) [এবং] চলং (চঞ্চল) [তাহাতে] [অসংশয়ং (সন্দেহ নাই) । তু (কিন্তু) কোন্তেয় (হে কোন্তেয় !) [উহা] অভ্যাসেন (অভ্যাস দ্বারা) বৈরাগ্যেণ চ (এবং বৈরাগ্যের দ্বারা) গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো ! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু হে কোন্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । শ্রীভগবানুবাচ এবমেতদ্যথা ব্রুবীষি—অসংশয়মিতি । অসংশয়ং নাস্তি সংশয়ো মনো দুর্নিগ্রহং চঞ্চলমিত্যত্র হে মহাবাহো । কিন্তুভ্যাসেন তু—অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্যচিৎ সমানপ্রত্যয়া বৃত্তিশ্চিত্তস্য । বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে । বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাঈতৃক্ষ্যম্ । তেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে বিক্ষেপ-রূপঃ প্রচারশ্চিত্তস্য । এবং তন্মনো গৃহ্যতে । নিগৃহ্যতে নিরুদ্ধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদুক্তং চঞ্চলত্বাদিকমঙ্গীকৃত্বৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি । চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরুদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি—এতন্নিঃ-সংশয়মেব । তথাপি অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে । অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাবৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সং পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রাহ্মকারতয়া স্থিতিঃ । যাসংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অর্জুন রুদ্ধাদিকেও পরাভব করিয়াছেন, সুতরাং তাহার কোন প্রকার শক্তি ও সামর্থ্যই নাই, এইজন্য মহাবাহো! তুমি মনকে জয়

করিতে পারিবে, নিরাশ হইও না—এইরূপ সঙ্কেত করিলেন। এবং “কৌন্তেয়” সোধোধন দ্বারা, তুমি আমার পিতৃস্বপুত্র—পরমাত্মীয়, স্ততরাং আমি উপদেশাদি দ্বারা তোমার কার্যার্থ যথোচিত সাহায্য করিব, এই অভ্যাস প্রকাশ করিলেন। হঠকারিতা দ্বারা অনেকে মনোনিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন। যেমন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে ভোগেচ্ছার উদয় হয় বলিয়া কেহ কেহ রূপবতী স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। এইরূপ হঠকারিতা দ্বারা মনোবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা নিতান্ত মূঢ়ের চেষ্টা। মন শাসন করিতে হইলে অধ্যাত্ম-বিদ্যালভ, সজ্জনসমাগম, বাসনাভ্যাগ ও প্রাণস্পন্দননিরোধ—এই চারিটি উৎকৃষ্ট উপায়। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিলে প্রপঞ্চ-জগতের মিথ্যাত্ব অনুভূত হইয়া, চিত্তবৃত্তি পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত ও আশ্রয় উপভোগে অনুরক্ত হয়। সজ্জনসমাগমে পুনঃ পুনঃ তত্ত্বোপদেশশ্রবণে চিত্ত প্রবুদ্ধ হয়, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বিষয়-ভোগ-স্পৃহা কমিয়া আসে। সংসারবাসনা ক্ষীণ হইয়া আসিলে মনে নিত্য নূতন সংকল্পের চেষ্টা উঠে না। তাহাতে মনের চঞ্চলতা কমিয়া যায় এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণস্পন্দন রোধ করিতে পারিলে মনের ক্রিয়াশক্তি বাহিরের দিকে স্কুরিত হয় না। আত্মাতে মনের সমাধি ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসে। ভগবান্ দুর্জয় মনকে নিগৃহীত করিবার বহুল সদুপায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল মাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই মনোরূপ মত্তমাতঙ্গশাসনের অঙ্গুশস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ভগবান্ পতঞ্জলিও তাঁহার যোগসূত্রে “অভ্যাসবৈরাগ্যভ্যাং তন্নিরোধঃ” (ক)—অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারাই মন নিরোধ করিতে হয়, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “তত্র স্থিতৌ যতোহভ্যাসঃ” (খ)—শুদ্ধ চিদাত্মাতে প্রশান্তভাবে চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিবার জন্য, মানসিক উৎসাহরূপ যত্ন দৃঢ় করিবার জন্য বারংবার চেষ্টার নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসকে বিষয়বাসনা বিচলিত করিতে পারে না। এই অভ্যাস প্রবল থাকিলে যোগ-সিদ্ধির বিষয় হইবার ভয় থাকে না। “দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণ্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্” (গ)—স্ত্রী, অনু, পান, মৈথুন, ঐশ্বর্যাদি জনিত দৃষ্ট বিষয়স্বর্থ, এবং শাস্ত্রমুখে বিস্তৃত স্বর্গাদির স্বর্থ (আনুশ্রবিক)—এই উভয় প্রকার স্বর্থে বিতৃষ্ণাকেই বশীকার নামক পরম বৈরাগ্য কহে। এই বশীকার বৈরাগ্যের উদয় হইলে ত্রিগুণাত্মক কোন বিষয়-ব্যবহারে চিন্তে তৃষ্ণার উদয় হয় না। এই জন্যই ভগবান্ মনোনিগ্রহের বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায়ের কথা উল্লেখ না করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই প্রধান বলিয়া বর্ণন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

সন্দীপনো-পরিশিষ্ট। অভ্যাস ও বৈরাগ্যই চিত্তস্থিরতার সর্বোত্তম উপায়। “বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে। অভ্যাসেন কল্যাণস্রোত উদঘাট্যতে” (যোগদর্শন, সমাধিপাদ, ১২ সূত্র, ব্যাসভাষ্য)—বিবেক-বিচারসহ বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোতি ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়, এবং প্রত্যক্চেতনে মনোনিরোধের অভ্যাস করিলে মনের নিশ্চলতা বা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। বিষয়ের দুঃখরূপতা অনুসন্ধান পূর্বক বৈরাগ্যের বৃদ্ধি করিতে পারিলে, এবং ভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার ভাবে তন্ময় হইতে পারিলে চিত্ত স্বতঃই শান্ত হইয়া আইসে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহ অন্তরঙ্গ সাধনের অভ্যাস এবং বিষয়ে বৈরাগ্য একত্র

অসংযতান্না যোগো দুস্প্রাপ ইতি মে মতিঃ ।

বশ্যান্না তু যততা শক্যোহ্বাপ্তু মুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যিক । বৈরাগ্য ও অভ্যাসের অনুষ্ঠান চিত্তস্থিরতার দুইটি অঙ্গ মাত্র । অন্তরে অভ্যাসের গাঢ়তা হইলেই বহির্বিষয়ে বৈরাগ্য, এবং বৈরাগ্যের দৃঢ়তা হইলে মন বিষয় ব্যাপার ত্যাগ পূর্বক স্বতঃই অন্তরে একাগ্র হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

অন্নবোধিনী । অসংযতান্না (অসংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) যোগঃ (যোগ) দুস্প্রাপঃ (দুস্প্রাপ্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (মত) । তু (কিন্তু) যততা (যত্নশীল) বশ্যান্না (বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) উপায়তঃ (সদুপায়ের দ্বারা) [যোগ] অবাপ্তুম্ (লাভ করা) শক্যঃ (সাধ্য) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । অসংযতান্না ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ যোগ দুস্প্রাপ্য, ইহা আমারও মত । কেবল যে ব্যক্তি যত্নশীল ও যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তিনিই সদুপায় দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যঃ পুনরসংযতান্না তেন—অসংযতেতি । অসংযতান্না—অভ্যাস-বৈরাগ্যাত্যামসংযত আত্মান্তঃকরণং यस্য সৌহসংযতান্না । তেন যোগো দুস্প্রাপো দুঃস্বেন প্রাপ্যত ইতি মে মতিঃ । যন্ত পুনর্বশ্যান্না—অভ্যাসবৈরাগ্যাত্যাং বশ্যত্বমাপাদিত আত্মা মনো यस্য স বশ্যান্না । তেন বশ্যান্না তু যততা ভূয়োহপি প্রযত্নং কুর্ব্বতা শক্যোহ্বাপ্তুং যোগ উপায়তো যথোক্তাদুপায়াৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এতাবাংস্তিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি । উক্তপ্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাত্যামসংযত আত্মা চিত্তং यस্য তেন যোগো দুস্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ । অভ্যাসবৈরাগ্যাত্যাং বশ্যো বশবর্তী আত্মা চিত্তং यस্য তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে আত্মাতে সংযত করিতে না পারেন, তাঁহার এ যোগসিদ্ধি হওয়া সম্ভব নয় । বৈরাগ্যের পরিপাকদ্বারা যাঁহার চিত্ত বাসনাবিমুক্ত হইয়াছে, তিনিই কেবল পুরুষার্থ সাধন দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন । অনেক লোক বেদান্ত-শাস্ত্রাদি পাঠানন্তর বুদ্ধতত্ত্ব বিদিত হইয়াও আলস্য বা অযত্ন বশতঃ ব্রহ্মানন্দ-লাভে বঞ্চিত থাকেন । তাঁহাদের মতে প্রারব্ধই বলবান্ । এই পুরুষগণ “আমার প্রারব্ধে নাই, তাই, হইল না” এই বলিয়াই মনকে প্রবোধ দেন । কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ চিরদিনই পুরুষার্থ সাধনের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন । সাংসারিক সুখ ও দুঃখভোগ শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফল-স্বরূপ—প্রারব্ধজনিত বলিয়া স্বীকার করা যায় । প্রারব্ধে যাহা আছে তাহাই হইবে—

অৰ্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধাযোগেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

এই কথার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের সুখ-দুঃখ ভোগ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই । কিন্তু যে সকল কৰ্ম্মে (নিকাম-কৰ্ম্ম, ভগবদ্ভক্তি, তপ, যোগাদি) ভোগার্থ অদৃষ্ট বিরচিত হয় না, তাহার উন্নতির জন্য, পুরুষার্থ-সাধন ব্যতীত প্রারম্ভের উপর নির্ভর করা নিতান্ত নিৰ্ব্বোধের কার্য্য । এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠে ভুরি ভুরি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । “উপায়তঃ” এই পদের দ্বারা ভগবান্ পুরুষার্থ-সাধনের পরামর্শ দিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । লোকে সাধারণতঃ যাহা প্রারম্ভ বলিয়া থাকে তাহাও পুরুষ-কারের প্রকার-ভেদ মাত্র । এক ব্যক্তি যে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করে, অপর ব্যক্তি সেই দুঃখ সহ্য করিবার চেষ্টা করে এইমাত্র প্রভেদ ; নতুবা উভয়ই যত্ন-সাপেক্ষ, এবং উভয়ই চেষ্টার অনুরূপ ফল হইয়া থাকে । মনুষ্যজীবনেই পুরুষতত্ত্বসাক্ষাৎকার অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইতে পারে, এই হেতু জীবনধারণের জন্য চেষ্টা করা গোণ পুরুষার্থ, এবং আত্মস্বরূপ বোধই পরম পুরুষার্থ । পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই দেহেন্দ্রিয়াদি কল্মাসুষ্ঠান করিতে পারে, স্মৃতিরাং শুভাশুভ প্রারম্ভ কৰ্ম্মও পুরুষের আশ্রিত । সূর্যালোকে প্রকাশিত হইয়াও মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে ; কিন্তু মেঘ কতক্ষণ সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে ? অশুভ প্রারম্ভ কণিক, উহা স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে মোহমুগ্ধ করিলেও শুভ প্রারম্ভের প্রভাবে স্থায়ী হইতে পারে না । মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কেহই শুভ প্রারম্ভে বঞ্চিত হন না । বহু পুণ্য-ফলেই পুরুষার্থসাধনের উপযোগী নরজন্ম (স্ত্রী বা পুরুষ দেহ) লাভ হইয়া থাকে । এই সত্যের বিস্মৃতি বশতঃই অনেকে জীবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, এবং পুরুষার্থকে প্রারম্ভ ভাবিয়া বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকেন । যিনি সংসারের অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও গোণ পুরুষার্থ করিতে সমর্থ, তিনি আত্মবোধের নিমিত্ত প্রকৃত পৌরুষ প্রকাশ করিতে পারিবেন না কেন ? (৬।৪৫ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) শ্রদ্ধায়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (প্রযত্নহীন পুরুষ) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিং (যোগসিদ্ধি) অপ্রাপ্য (লাভ না করিয়া) কাং গতিং (কি প্রকার গতি) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন?) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন বলিলেন--হে কৃষ্ণ ! যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও যোগ সাধনে বিশেষ যত্ন করেন নাই, অথবা যোগ-সাধন করিতে করিতে চিত্তচাক্ষল্যদোষে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন ? ॥ ৩৭ ॥

কচ্ছিন্নোভয়বিভ্রষ্টশিখ্নাভ্রমিব নশ্যতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তত্র যোগাত্মাসাঙ্গীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তানি কৰ্ম্মাণি সংন্যস্তানি । যোগসিদ্ধিফলং চ মোক্ষসাধনং সম্যগদর্শনং ন প্রাপ্তমিতি যোগী যোগ-মার্গান্মরণকালে চলিতচিত্ত ইতি তস্য নাশশাস্ত্যাজ্জুন উবাচ—অযতিরিতি । অযতির-প্রযত্নবান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা চোপেতঃ । যোগাদম্বকালেহপি চলিতং মানসং মনো यस্য স চলিতমানসো ভ্রষ্টস্মৃতিঃ । সোহপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগদর্শনং কাং গতিং হে কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অভ্যাসবৈরাগ্যভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীতি অজ্জুন উবাচ—অযতিরিতি । প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ । ন তু মিথ্যাচারতয়া । ততঃ পরং দ্বয়তিঃ সম্যগ্জ্ঞান যততে । শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ । তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং यस্য । মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ । এবমভ্যাস-বৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্ যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

গৌতর্যসম্মীপনী । পূর্ব পূর্ব শ্লোকে পরম যোগীদিগের যোগসিদ্ধির কথা ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়াছে । এক্ষণে-অজ্জুনের জিজ্ঞাস্য এই যে, কেহ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফল ভোগবৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান আদি সাধনসম্পন্ন হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ মননাদি করিয়াও পরমায়ুর অল্পতা বশতঃ যদি যোগসিদ্ধির জন্য সম্যক্ যত্ন করিতে অবকাশ না পান, অথবা চিত্তবৈকল্য বশতঃ যদি যোগভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ অপুনরাবৃতি, ও অবিদ্যাবীজের বিনাশ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে বলিয়া বোধ হয় না । হে অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণ! তাঁহার তবে কি প্রকার গতি হইবে? ॥ ৩৭ ॥

অম্বয়বোবিনী । মহাবাহো (হে মহাবাহো!) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ় হইয়া) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়বিভ্রষ্টঃ (উভয় হইতেই ভ্রষ্ট) [ব্যক্তি] ছিন্নাভ্রম্ ইব (ছিন্না ভিন্না মেঘের ন্যায়) কচ্ছিন্ (কি) ন নশ্যতি (বিনষ্ট হয় না?) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ় এবং কৰ্ম্ম ও উপাসনা এতদুভয় হইতেই ভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয় না? ॥ ৩৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কচ্ছিদতি । কচ্ছিন্ কিমুভয়বিভ্রষ্টঃ কৰ্ম্মমার্গাদ্ যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ সংশিখ্নাভ্রমিব ন নশ্যতি? কিং বা নশ্যতি? অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ । হে মহাবাহো বিমূঢ়ঃ সন্ ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্ছিদতি । কৰ্ম্মমার্গাশ্চরেহ-পিত্ত্বাদননুষ্ঠানাদ্ তাবৎ কৰ্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি । যোগানিপত্তেচ্চ মোক্ষং ন

এতন্মৈ সংশয়ং কৃষ্ণ চেত্তুমর্হস্যশেষতঃ ।

ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য চেত্বা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

প্রাপ্নোতি । এবমুভয়সম্ভ্রষ্টৌঃ প্রতিষ্ঠৌঃ নিরাশ্রয়ঃ । অত এব বুদ্ধিগণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ৈ পথি
মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্যতি? কিং বা ন নশ্যতীত্যর্থঃ । নাশে দৃষ্টান্তঃ—
যথা ছিন্না মলং পূর্বস্মাদভ্রাঙ্খিষ্টিমভ্রান্তরং চাপ্রাপ্তং সন্মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ ভক্তগণের বিঘ্ন-বিপদরাশি নিজ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষফলপ্রদ
মঙ্গলময় ভুক্তবলে নিবারণ করিয়া থাকেন বলিয়া অর্জুন “হে মহাবাহো” এই সম্বোধন
করিলেন । যিনি অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃহীন মার্গে গমনের সাধনরূপ “কর্ম্মের” অনুষ্ঠান
করেন না, এবং দেবহীন মার্গে গমনের সাধনরূপ “উপাসনা” পরিত্যাগ করিয়াছেন,
অথচ যোগ-সাধন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না, এইরূপে -কর্ম্ম
ও জ্ঞান এতদুভয়েরই ফল লাভে যিনি বঞ্চিত, তিনি কি বায়ুবিতাড়িত ছিন্না ভিন্না ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হয়েন না? ॥ ৩৮ ॥

অবয়বোদ্ধিনী । কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) মে (আমার) এতৎ সংশয়ং (এই সংশয়)
অশেষতঃ (সর্ব্বতোভাবে) চেত্তুম্ (ছেদ করিতে) [তুমি] অর্হসি (সমর্থ), হি (যেহেতু)
ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্না) অস্য (এই) সংশয়স্য (সংশয়ের) চেত্বা (নিবারক) ন উপপদ্যতে
(পাওয়া যায় না) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় তুমি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত
করিয়া দাও ; কেননা তুমি ভিন্ন আমার এ সংশয় আর কেহই ছেদন করিতে
পারিবে না ॥ ৩৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এতদিতি । এতন্মৈ মম সংশয়ং কৃষ্ণ চেত্তুমপনেন্তুমর্হস্যশেষতঃ ।
ত্বদন্যন্ত্বতোহন্য ঋষির্দেবো বা চেত্বা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্য ন হি যস্মাদুপপদ্যতে ন
সম্ভবতি । অতন্ত্বমেব চেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । স্বইব সর্ব্বজ্ঞেনাযং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ । স্বতোহন্যন্ত্বতোহন্য-
সন্দেহনিবর্তকো নাস্তীত্যাহ এতদিতি । এতদেনম্ । চেত্বা নিবর্তকঃ । স্পষ্টমন্যং ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অর্জুন ভাবিলেন, ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্, পরমকৃপালু
জগদগুরু -আর কোথায় পাইব? অন্য ঋষি বা দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলে তাঁহার
আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার মনের বিকলতা বশতঃ অথবা
প্রশ্ন করিবার ভাষার অপটুতা ও অপূর্ণতা জন্য যে সংশয় আমি ব্যক্ত করিতে পারিব
না, আমার মনের কথা মনেই রহিয়া যাইবে, সেই সকল কথার বিচারপূর্ব্বক সদুত্তর
দান করা অন্তর্ভাব্যমী ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারই সামর্থ্য নাই । তাই ভগবান্কে

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ।

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

বলিলেন, তুমি ভিন্ন আমার এ সংশয় আর কেহ দূর করিতে পারিবে না ॥ ৩৯ ॥

অনুবোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) । পার্থ (হে পার্থ!) তস্য (তাহার) ইহ এব (ইহলোকে) বিনাশঃ (বিনাশ) ন বিদ্যতে (নাই), অমুত্র (পরলোকে) ন (বিনাশ নাই), তাত (হে তাত!), হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভানুষ্ঠায়ী) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গতিং (দুর্গতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন না) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে বিনষ্ট হন না । হে তাত! শাস্ত্রবিহিতকার্যের অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিরই দুর্গতি হয় না ॥ ৪০ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । পার্থেতি । হে পার্থ নৈবেহ লোকে নামুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশস্তস্য বিদ্যতে নাস্তি । নাশো নাম পূর্বস্মাদ্বীনজন্মপ্রাপ্তিঃ । স তস্য যোগভ্রষ্টস্য নাস্তি । ন হি যস্মাৎ কারণাং কল্যাণকৃচ্ছভকৃৎ কশ্চিদুর্গতিং কুৎসিতাং গতিম্ । হে তাত তনো-
ত্যান্নানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তাত উচ্যতে । পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোহপি তাত উচ্যতে । শিষ্যোহপি পুত্রবদিত্যপুত্রোহপি তাত উচ্যতে । গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সাক্ষৈশ্চতুর্ভিঃ । ইহ লোকে বিনাশ উভয়ত্রাংশং পাতিতাম্ । অমুত্র পরালোকে বিনাশো নরকপ্রাপ্তিঃ । তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব । যতঃ কল্যাণকৃচ্ছভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি । অয়ং চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ । তাতেতি লোকরীত্যোপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাহারা স্বেচ্ছাচার পূর্বক কৰ্ম বা উপাসনা পরিত্যাগ করে, তাহারা পিতৃযানের বা দেবযানের অধিকারী নহে; তাহারা ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে নিরয়গামী হয় । কিন্তু যোগীগণ শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থানুসারেই যোগ-সাধনার্থ কৰ্ম ও উপাসনা মার্গ পরিত্যাগ করেন; শাস্ত্রবিহিত একটি মাত্র কার্যের অনুষ্ঠান করিলেও যখন জীবের সদ্গতি হয়, তখন যে যোগী কার্য্যারম্ভ হইতে মরণ পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহার দুর্গতি হইবে কেন? শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মবিচার ও সন্ন্যাস—ইহাদের অন্যতম একটীরও সাধন করিলে জীবের ব্রহ্মলোকে গতি হয় । যোগী যখন এই চারিটিরই সাধন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার যে কোন দুর্গতিই হইবে না তাহাতে সংশয় নাই । অর্জুন ভগবান্কে

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষ্টিত্বা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

পরমগুরু জানিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, এই জন্য এই শ্লোকে জগদগুরু ভগবান্ অর্জুনকে ব্রাতা বা সখা সম্বোধন না করিয়া, শিষ্যের ন্যায় হে “তাত” এইরূপ বাৎসল্যভাবে সম্বোধন করিলেন ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী । যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্টপুরুষ) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যাত্মাদিগের) লোকান্ (লোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) শাস্বতীঃ সমাঃ (বহু দৈব বর্ষ [তথায়] উষিষ্টা (নিবাস করিয়া) শুচীনাং (পবিত্র) শ্রীমতাং (ধনবান্দিগের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ । যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোক লাভ করিয়া তথায় বহু (দৈব) বর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । কিং তস্য ভবতি?—প্রাপ্যতি । যোগমার্গেষু প্রবৃত্তঃ সংন্যাসী সামর্থ্যাৎ প্রাপ্য গচ্ছা পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ । তত্র চোষিষ্টা বাসমনুভূয় শাস্বতীনিত্যঃ সমাঃ সংবৎসরান্ । তদ্রোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাম্ । শ্রীমতাং বিভূতিমতাম্ । গেহে গৃহে । যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তহি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যতি । পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাস্বতীঃ সমা বহুন্ সংবৎসরানুযিষ্টা বাসস্বখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারিণাম্ । শ্রীমতাং ধনিণাম্ । গেহে স যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কোন কোন যোগী বিষয়বাসনার বশবর্তী হইয়া মনোবৈকল্য বশতঃ যোগভ্রষ্ট হয়েন : আর কেহ বা অল্পকালে মৃত্যুসমাগম জন্য বিষয়বৈরাগ্যসত্ত্বেও যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না । ভগবান্ এই শ্লোকে প্রথম প্রকার যোগভ্রষ্ট দিগের কিরূপ গতি হইবে তাহাই বলিতেছেন ; তাঁহার অচ্চিরাদি মার্গের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণে সংবৎসরকাল তথায় বাস করেন ; তথাকার ভোগাবসান হইলে পৃথিবীস্থ কোন পবিত্র রাজকুলে জনকাদি মহারাজের ন্যায়, অথবা কোন ধনাঢ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন । অসদ্বৃতিশীল ধনাঢ্যগণ সম্পত্তি পাইয়া অনেক দুর্কার্য্য করিয়া থাকেন । এইজন্য যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেরূপ দুষ্টকুলে না জন্মিয়া সদাচারসম্পন্ন শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ব্রহ্মার আয়ুপরিমাণ-বিষয়ক গণনা ৮ম অঃ, ১৭শ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে বৈরাগ্যবান্ যোগিগণ আয়ুর অল্পতাবশতঃ জীবিত কালে

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতচ্চি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বাদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

মুক্তি লাভ করিতে না পারিলে বুদ্ধলোকে গমন পূর্বক ব্রহ্মার সহিত মুক্তিভাগী হইবেন, তাঁহাদিগকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ; কিন্তু সকাম যোগিগণকে বুদ্ধলোকের সুখ ভোগের পর পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া ভগবৎসাক্ষাৎকারের জন্য সাধনাভ্যাস করিতে হয় ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী । অথবা (অথবা) যোগিনাং (যোগনিষ্ঠ) ধীমতাম্ এব (জ্ঞানিগণের) কুলে (কুলে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন) । ইদৃশং (এইরূপ) যৎ জন্ম (যে জন্ম) এতৎ হি (ইহাই) লোকে (জগতে) দুর্লভতরম্ (অতি দুর্লভ) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ । অথবা যোগব্রহ্ম পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন একরূপ জন্ম জগতে অতি দুর্লভ ॥ ৪২ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অথবেতি । অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিত্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে । ধীমতাং বুদ্ধিমতাম্ । এতচ্চি জন্ম যদরিত্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং দুঃখেন লভ্যতরং পূর্ব্বমপেক্ষ্য । লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অল্পকালভ্যন্তরযোগব্রহ্মণে গতিরিয়মুক্তা । চিরভ্যন্তরযোগব্রহ্মণে তু পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি । যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে । ন তু পূর্ব্বোক্তানামন্যরূপযোগানাং কুলে । এতজ্জন্ম স্তোতি—ইদৃশং যজ্জন্ম—এতচ্চি লোকে দুর্লভতরং । মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এই শ্লোকে ভগবান্ দ্বিতীয় প্রকার যোগব্রহ্ম ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবে তাহারই ব্যাখ্যান করিতেছেন । তিনি মরণান্তে কণবিন্দুস্বামী স্বর্গসুখ বা পাণ্ডিবে ঐশ্বর্য্যাসুখরূপ মহাগর্ভে নিপতিত হইবেন না ; তাঁহার সাধনকালীন শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যসূত্র ব্রহ্মবেত্তা দরিত্র যোগীর গৃহে তাঁহাকে আবির্ভূত করে । পৃথিবীতে যোগীর গৃহে জন্ম হওয়া বড়ই দুর্লভ । শ্রীমন্তের গৃহে জন্মাপেক্ষা যোগীর গৃহে জন্ম শ্রেষ্ঠতর । কেননা, শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিলে উত্তম ভোজন, উত্তম বস্ত্রালঙ্কার, সুন্দরী স্ত্রীর সমাগম ইত্যাদি চিত্তবিক্ষেপকর অনেক কারণ আসিয়া উপস্থিত হয় । কিন্তু যোগীর গৃহে সে সকল উপদ্রব নাই, কেবল কিরূপে ব্রহ্মলাভ হইবে, কিরূপে হারান-ধন পুনর্লাভ হইবে, তাহারই সম্ভাবনা হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়বোধিনী । কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন!) [সেই যোগব্রহ্ম পুরুষ] তত্র (সেই জন্মে) পৌর্বাদেহিকম্ (পূর্ব্বজন্মকত) তং (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি) লভতে

পূৰ্ব্ভাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাস্বরপি যোগস্য শব্দব্রজ্জাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

(লাভ করেন) ততঃ চ (তদনন্তর) ভূয়ঃ (পুনর্বার) সংসিদ্ধৌ (মুক্তির নিমিত্ত) যততে (যত্ন করেন) ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুনন্দন ! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন ; এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। যস্মাৎ—তত্রৈতি। তত্র যোগিনাং কুলে তং বুদ্ধিসংযোগং বুদ্ধ্যা সংযোগং বুদ্ধিসংযোগং লভতে। পৌর্বদেহিকং পূর্বস্মিন্ দেহে ভবং পৌর্বদেহিকম্। যততে চ প্রযত্নং करोति। ততস্তস্মাৎ পূর্বকৃতাং সংস্কারাভূয়ো বহুতরং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধিনিমিত্তং হে কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—তত্রৈতি সাক্ষেন। স তত্র দ্বিপ্ৰকারেহপি জন্মনি পূর্বদেহে ভবং পৌর্বদেহিকং। তমেব ব্রজবিঘরা বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে। ততঃ চ ভূয়োহধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং करोति ॥ ৪৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মহারাজ কুরু ভারতবর্ষের অতি পুণ্যশ্লোক ও চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। ভগবান্ অর্জুনকে ‘কুরুনন্দন’ বলিয়া সম্বোধন পূর্বক এই সঙ্কেত করিলেন যে, তুমিও যোগভ্রষ্ট, তুমি যত্ন করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। আমরা লোককে যে কুর্কর্মে ও সংকর্মে প্রবৃত্ত দেখি, তাহা লোকের কেবলমাত্র ইহজন্ম কৃত ইচ্ছার উচ্ছ্বাস নহে ; তাহার পূর্বজন্মের সংস্কারানুরূপ প্রবৃত্তিই এজন্মে সং বা অসং কার্যক্ষেত্রে প্রেরণা করে। মৃত্যু হইলে স্থূল দেহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনোময় সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। দেহধারণ কালে জীব কার্যক্ষেত্রে যে শুভ ও অশুভ সঙ্কল্প পূর্বক কার্য্য করিয়া থাকে, সেই কন্মফলগুলি সংস্কারস্বরূপে লিঙ্গশরীরকে বেষ্টন করিয়া ধর্ম বা অধর্ম রূপ অদৃষ্ট রচনা করে। এই সংস্কারই পরজন্মের প্রবৃত্তিরাশির নিয়ন্তা। মনে কর, তুমি কলিকাতা হইতে কাশী আসিতেছ—প্রথম দিন বাষ্পীয় যান হইতে বৈদ্যনাথ দর্শনার্থ অবতরণ করিলে, তৎপর দিন যখন কাশী আসিতে থাকিবে, তখন কি তুমি বৈদ্যনাথ হইতে যাত্রা না করিয়া আবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে পার? অর্থাৎ যতটুকু পথ আসিয়াছ, তথা হইতেই চলিতে হইবে। সেইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরে যতটুকু সাধন করিয়া আসিয়াছেন, এজন্মে তাহারই পর হইতে সাধন আরম্ভ করিবেন ; তাঁহাকে জ্ঞান সাধনের প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবে না ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঃ (তিনি) অবশঃ অপি (যত্ন না করিলেও) তেন এব (সেই) পূর্বভাভ্যাসেন (পূর্বভাভ্যাস বশতঃ) হ্রিয়তে (অভিভূত হন), যোগস্য (তত্ত্বজ্ঞানের) জিজ্ঞাস্বঃ অপি (জিজ্ঞাস্ব হইলেও) শব্দব্রজ্জা (বেদকে) অতিবর্ততে (অতিক্রম করেন) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । যোগব্রহ্ম ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্বাভাস বশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । তিনি আত্মজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্ম ফলের অপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথং পূর্বদেহবুদ্ধিসংযোগ ইতি ? উচ্যতে—পূর্ব্বতি । যঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃতোহভ্যাসঃ স পূর্বাভ্যাসঃ । তেনৈব বলবতা হ্রিয়তে সংসিদ্ধৌ । হি যস্মাদবশৌহপি স যোগব্রহ্মঃ । ন কৃতং চেদেবাগাভ্যাসজাৎ সংস্কারাৎ বলবত্তরমধর্মাণ্যাদিলক্ষণং কর্ম তদা যোগাভ্যাসজনিতেন সংস্কারেণ হ্রিয়তে । অধর্ম্মশ্চেদলবত্তরঃ কৃতস্তেন যোগ-জৌহপি সংস্কারোহভিভূত এব । তৎকরে তু যোগজঃ সংস্কারঃ স্বয়মেব কার্য্যমারভতে । ন দীর্ঘকালস্থস্যাপি বিনাশস্তদ্যাস্তীতি । অতো জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতু-মিচ্ছন্নপি যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ—সংন্যাসী যোগব্রহ্মঃ সামর্থ্যাৎ—সৌহপি শব্দব্রহ্ম বেদোক্ত-কর্মানুষ্ঠানফলমতিবর্ততেহপাকরিষ্যতি । কিমুত বুদ্ধা যো যোগং তন্নিষ্ঠোহভ্যাসং কুর্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র হেতুঃ—পূর্ব্বতি । তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতভ্যাসেনা-বশৌহপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে । তদেবং পূর্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্তু নৈর্মুচ্যত ইতীমমর্থং কৈমুত্যান্যায়েন স্ফুটয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্ব্বদেন । যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলম্ । ন তু প্রাপ্তযোগঃ । এবংভূতো যোগে প্রতিষ্টমাত্রৌহপি পাপবশাদ্ যোগব্রহ্মৌহপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ততে । বেদোক্তকর্মফলান্যতিক্রামতি । তেভ্যোহধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যোগব্রহ্ম ব্যক্তি দরিদ্র যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে কামিনী-কাঞ্চন আদির অভাব বশতঃ তাঁহার জ্ঞানলাভের বিষয় না হইতে পারে ; কিন্তু যিনি আনন্দ-প্রমোদ ও উৎসব পূর্ণ ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জ্ঞান লাভ করা স্বদূরপর্য্যন্ত ; কেননা বিষয়রাশি তাঁহাকে ভোগাসক্ত করিয়া তুলে । অজ্ঞানের মনোগত এইরূপ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, শ্রীমন্তের গৃহজাত যোগব্রহ্ম ব্যক্তির পূর্ব্ব জ্ঞানভ্যাসের সংস্কার এতই প্রবল ও তীব্র যে, বিষয়রাশি সম্মুখে আসিলেও পূর্ব্ব সংস্কারের তীব্রতেজের সম্মুখে ভোগ-বাসনারূপ তিমিররাশি কিছুতেই উপস্থিত হইতে পারে না । বিনা যত্নে তাঁহার মন তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ধাবিত হইবে । বেদোক্ত কর্মরাশির ফল তত্ত্বজিজ্ঞাসার অপরিমেয় পবিত্র বলকে অভিভূত করিতে পারে না ; তাই যোগীর পূর্ব্ববাসনানুরূপ ভোগার্থ বিষয় উপস্থিত হইয়াও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারকে অভিভূত করিতে পারে না । অজ্ঞানই ইহার সাক্ষিস্বরূপ । আজ কোথায় ভারতসাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্য বীরদর্পে মহা সমরানল প্রজ্বলিত করিবেন, রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আজ কোথায় বৈরি-শোণিতে অবগাহন করিবেন ; তাহা না করিয়া বিষয়সম্মুখে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত । আজ তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞানসংস্কার ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের

প্রযত্নাদ্ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্তো য়াতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কস্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

প্রভাবে উত্তেজিত হওয়ায় তিনি ভগবানের নিকট কৃতাজ্ঞলিপুটে যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;
আজ সাম্রাজ্যস্থখও অর্জুনের তত্ত্বজ্ঞান-চিন্তাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ (প্রযত্নপূর্ব্বক) [অধিক] যতমানঃ (যত্ন করিয়া) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হইয়া) যোগী (যোগী পুরুষ) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মে সিদ্ধ হইয়া) ততঃ (অনন্তর) পরাং গতিং (পরমা গতি) য়াতি (লাভ করেন) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে যোগী পুরুষ পূর্ব্ব প্রযত্ন হইতে অধিক প্রযত্ন করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া জন্মজন্মান্তরীয় পুণ্যফলে ঐ জন্ম গ্রহণ করেন, এবং সাধনপরিপাকদ্বারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কুতঃচ যোগিভ্যঃ শ্রেয় ইতি ?—প্রযত্নাদিতি । প্রযত্নাদ্যতমানোহধিক তরং যতমান ইত্যর্থঃ । তত্র যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষো বিশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপঃ । অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিং কিঞ্চিং সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেনানেকজন্মকৃতেন সংসিদ্ধোহনেকজন্মসংসিদ্ধঃ । ততো লব্ধসম্যগ্দর্শনঃ সন্ য়াতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রযত্নাদিতি । যদৈবং মন্দপ্রযত্নোহপি যোগী পরাং গতিং য়াতি তদা যন্ত যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ সোহনেকেষু জন্মসুপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্জ্ঞানী ভূষ্য ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং য়াতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । জন্মে জন্মে পুণ্য করিতে করিতে জীবের পাপ-বাসনা বিনষ্ট হয় । তৎপরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত বিমল বুদ্ধির উদয় হয় । অতঃপর তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তি হয় । এই যোগাভ্যাসক্রমে জীবের আত্মজ্ঞানের উদয় হয় । এইরূপে ক্রমে ক্রমে সাধনার পরিপাক হইলে মুক্তিলাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । যোগী (যোগী পুরুষ) তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) ; জ্ঞানিভ্যঃ অপি (পরোক্ষজ্ঞানিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) ; যোগী (যোগী পুরুষ) কস্মিভ্যঃ চ (কস্মিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) [ইহা আমার] মতঃ (অভিमत) ; তস্মাৎ (অতএব) অর্জুন (হে অর্জুন!) [তুমি] যোগী ভব (যোগী হও) ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সৰ্বেষাং মদগতেনান্তরাশ্রনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ । তত্বেভ্যো যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ-
জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । অতএব হে
অর্জুন ! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যস্মাদেবং তস্মাৎ—তপস্বিত্য ইতি । তপস্বিত্যোহধিকো যোগী ।
জ্ঞানিত্যোহপি । জ্ঞানমত্র শাস্ত্রার্থপাণ্ডিত্যম্ । তদ্বন্ত্যোহপি মতো জ্ঞাতোহধিকঃ শ্রেষ্ঠ
ইতি । কস্মিত্যঃ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম । তদ্বন্ত্যোহধিকো যোগী বিশিষ্টো যস্মাত্তস্মাদ্
যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাদেবং তস্মাৎ—তপস্বিত্য ইতি । তপস্বিত্যঃ কৃচ্ছ-
চান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠিত্যঃ । জ্ঞানিত্যঃ শাস্ত্রজ্ঞানবন্ত্যোহপি । কস্মিত্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্ম-
কারিত্যোহপি । যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ । তস্মাৎ যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহারা কেবল কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদি তপোব্রত করিয়া থাকেন এবং
যাঁহারা যাগ-যজ্ঞাদির কার্য্যে ব্যস্ত, আর যে সকল জ্ঞানী আত্মাকে পরোক্ষ বোধ করেন,
তৎসমুদয় অপেক্ষা একমাত্র মুক্তিপিপাসু যোগী শ্রেষ্ঠ ; কেননা তাদৃশ যোগী তত্ত্বজ্ঞান,
মনোনাশ ও বাসনা-ক্ষয়দ্বারা জীবনমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । সৰ্বেষাং (সকল) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণের মধ্যেও) যঃ
(যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) মদগতেন অন্তরাশ্রনা (মদগত চিত্ত দ্বারা) মাং (আমাকে)
ভজতে (আরাধনা করেন), সঃ (সেই যোগী) মে যুক্ততমঃ মতঃ (আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । যোগিগণের মধ্যে যিনি মদগতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র
আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন, তিনি সকল অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যোগিনামিতি । যোগিনামপি সৰ্বেষাং রুদ্রাদিত্যাধিধ্যানপরাণাং
মধ্যে মদগতেন ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেনান্তরাশ্রনান্তঃকরণেন । শ্রদ্ধাবাঞ্ছুদ্দধানঃ
গন্ ভজতে সেবতে যো মাং । স মে মম যুক্তমোহতিশয়েন যুক্তো মতোহতিশ্রেষ্ঠ
ইতি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শাক্তরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোগিনামপি যমনিয়াদিপরাণাং মধ্যে মন্ত্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপিতি। মদগতেন ময্যাসক্তেন। অন্তরাব্রনা মনসা। যো মাং পরমেশ্বরং বাস্তুদেবং। শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে। স যোগযুক্তেষু শ্রেষ্ঠো মম সংমতঃ। অতো মন্ত্তো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিঃ।

তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তশেবধিম ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত্যং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জন্মজন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ সাধন করিয়া সজ্জনসঙ্গ ও যোগাভ্যাস করিয়া ভগবদতগপ্রাণ ও ভগন্তক্তিপরায়ণ হইয়েন, তিনিই অর্থাৎ ভগন্তক্তিপরায়ণ যোগীই সকল সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি ভক্তিহীন হইয়া যোগাভ্যাস করে, সে বিগুহ্ব নীরস ইন্দুদণ্ড চর্বণ করে মাত্র। এই শ্লোকে ভগবান্ ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ এবং অর্জুনকে ভক্তিযোগের নির্মল পথের পথিক হইতে সঙ্কেত করিলেন।

ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত কর্মযোগের ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর কর্মসন্নিহাস এবং সাক্ষোপাদ্ধ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরে অর্জুনের আক্ষেপ নিবারণ পূর্বক মনোনিগ্রহের উপায় বলিয়াছেন। তদনন্তর যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পুরুষার্থশূন্যতার সংশয় নিবারণ করিয়াছেন। এই সকল উপদেশ দ্বারা কর্মকাণ্ড এবং “ত্বং” পদ নিরূপণ করিয়া প্রথম ছয় অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন। “শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্” এই বচনে দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে যে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা দ্বারা “তং” পদার্থ নিরূপণ করিবেন তাহারই সূচনা করিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয়-প্রণীত

“গীতার্থসন্দীপনী” নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

॥ প্রথম ঘটক ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৃচ্ছণু ॥ ১ ॥

অবয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) । পার্থ (হে পার্থ!) ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (আসক্ত) মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাগত হইয়া) (তুমি) যোগং যুঞ্জন্ (যোগাভ্যাস করিয়া) সমগ্রং (সর্ববিভূতিসম্পন্ন) মাং (আমাকে) যথা (যেক্রমে) অসংশয়ং (নিঃসংশয়রূপে) জ্ঞাস্যসি (বিদিত হইবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ বলিলেন--হে পার্থ! তুমি আমাতে (পরমেশ্বরে) একান্ত আসক্তচিত্ত ও আমার নিতান্ত শরণাগত, অতএব পূর্বোক্ত যোগাভ্যাস করিয়া তুমি নিঃসংশয়রূপে সর্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে (পরমেশ্বরকে) কি প্রকারে বিদিত হইবে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । “যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাশ্রনা । শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥” (গীতা ৬।৪৭) ইতি প্রশুবীজমুপন্যস্য স্বয়মেবেদৃশং মদীয়ং তত্ত্বমেবং মদগতান্তরাশ্রা স্যাদিত্যেতদ্বিবক্ষুর্ভগবানুবাচ—ময়ীতি । ময়ি বক্ষ্যমাণ-বিশেষণে পরমেশ্বরে আসক্তং মনো यस্য স ময্যাসক্তমনাঃ । হে পার্থ । যোগং যুঞ্জন্ মনঃসমাধানং কুর্বন্ । মদাশ্রয়োহহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো यस্য মদাশ্রয়ঃ । যো হি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী ভবতি স তৎসাধনং কৰ্ম্মাগ্নিহোত্রাদি তপো দানং বা কিস্কিন্দাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে । অয়ং তু যোগী মামেবাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে । হিঙ্গান্যৎ সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনা ভবতি । যন্তুম্বেবংভূতঃ সন্সংশয়ং সমগ্রং সমস্তং বিভূতিবল-শক্তৈশ্বর্যাদিগুণসম্পন্নং মাং যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণ—এবমেব ভগবানিতি—তচ্ছৃণুচ্যমানং ময়া ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্ ।

ভজনীয়মখেনানীমৈশ্বরং রূপমীর্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে মদগতেনান্তরাশ্রনা যো মাং ভজতে সে মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তম্ । তত্র কীদৃশস্ত্বং यस্য ভক্তিঃ কর্তব্যোতাপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যেহুশ্রীভগবানুবাচ—ময্যাসক্তমনা ইতি । ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো यस্য সঃ । মদাশ্রয়োহহমেবাশ্রয়ো यस্য । অনন্যশরণঃ সন্ । যোগং যুঞ্জন্মভ্যাসন্ । অসংশয়ং যথা ভবত্যেবং । মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদ্বদং ময়া বক্ষ্যমানং শৃণু ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।

যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । গীতার প্রথম ষট্কে সর্বকর্মসমুদাসরূপ সাধনের বিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে ; উহারই মধ্যে যোগ ও “ত্বং” পদের লক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞেয় বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে । এক্ষণে দ্বিতীয় (মধ্য) ষট্কে ভগবান্ ধ্যেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদনপূর্বক “ত্বং” পদার্থের লক্ষ্য স্বরূপ পরমাত্মার ব্যাখ্যা করিবেন । ভগবান্ ইতঃপূর্বে “যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতোনাস্তরায়না । শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥” শ্লোকে যে ভগবদ্ভক্তিমার্গের সূচনা করিয়াছেন, সপ্তমাধ্যায়ে তাহারই বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিবেন । ভগবানের কি প্রকার স্বরূপের আরাধনা করিতে হইবে, কি প্রকারে তাহাতে মন সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, অর্জুন এ কথা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তের প্রাণসখা কৃপালু ভগবান্ তাঁহার মনোগত ভাব জানিয়াই এতৎ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতেছেন ।

ভূত প্রভুর আশ্রিত হইয়াও তাঁহাতে আসক্ত না হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদিতেই আসক্ত হয়, কিন্তু অর্জুনকে আশ্রিত ও আসক্ত উভয়তঃ অনুগত জানিয়াই কৃপা ও প্রেমের বশীভূত হইয়া ভগবান্ কহিতেছেন, যে, আমার পূর্বেভক্ত মনোনিরোধাদি যোগ-কৌশলের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তদভ্যাসের কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গ হইলে হয়তো পরমাত্মাকে নাও জানিতে পার । কিন্তু যে উপায়ে সর্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে “নিঃসংশয়” জানিতে পারিবে, তাহা তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

অনুবোধধিনী । অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (অনুভব সহিত) ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞানের কথা) অশেষতঃ (অশেষপ্রকারে) বক্ষ্যামি (বলিব) ; যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ইহ (এই শ্রেয়োবিষয়ে) ভূয়ঃ অন্যৎ (আর কিছু) জ্ঞাতব্যং (জানিবার) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিবে না) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি তোমাকে যে সাধন-ফলাদি সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলিতেছি, সেই চৈতন্যরূপ জ্ঞানকে বিদিত হইলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তচ্চ মদ্বিষয়ং—জ্ঞানমিতি । জ্ঞানং তে তুভ্যমহং সবিজ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং স্থানুভবসংযুক্তমিদং বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি । অশেষতঃ কার্যস্মেন । তজ্জ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তোতি শ্রোতুরভিমুখীকরণায় । যজ্জ্ঞাত্বা যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ঃ পুনর্জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনমবশিষ্যতে নাবশেষো ভবতীতি । মন্তব্জ্ঞো যঃ স সর্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ । অতো বিশিষ্টফলদ্বাদূলভতরং জ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং স্তোতি—জ্ঞানমিতি । জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্ ।

মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎমাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

বিজ্ঞানমনুভবন্তঃসহিতম্ । ইদং মদ্বিষয়ম্ । অশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি । যজ্ঞজ্ঞানস্বহ শ্রেয়োমার্গে বর্তমানস্য পুনরন্যজ জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি । তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী । পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপ, এইরূপ বুঝিতে পারার নাম “জ্ঞান”, এবং শ্রবণ-মনন-বিচারাদি দ্বারা আত্মাতে পরমাত্মাকে অনুভব করার নাম “বিজ্ঞান” । এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা কিরূপে করিতে হয়, ও তত্তাবতের ফলই বা কিরূপ, তাহা সমস্তই ভগবান্ বলিবেন । তিনি সর্ববজ্ঞ, এইজন্য অজ্ঞানের জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই তিনি উপেক্ষা করিবেন না । জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধবস্তুকে বুঝিলে ও বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিলে আর জীবের জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥ ২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ৩য় অধ্যায় ৪১শ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী মধ্যে ‘জ্ঞান-বিজ্ঞান’ বিষয়ক ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী । মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু (সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহ) সিদ্ধয়ে (জ্ঞানলাভের জন্য) যততি (চেষ্টা করে), (সেই) সিদ্ধানাং (সিদ্ধিলাভার্থী-সাধক-দিগের) যততাম্ অপি (প্রযত্নশীলদিগের মধ্যেও) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তি) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (বিদিত হয়) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন হয়তো জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করে, আর তাদৃশ সহস্র সহস্র প্রযত্নকারীর মধ্যে কেহ হয়তো আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপতত্ত্ব বিদিত হয় ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথমিতি ? উচ্যতে—মনুষ্যাণামিতি । মনুষ্যাণাং মধ্যে সহশ্রেষুনেকেষু কশ্চিদ্ যততি প্রযত্নাং কৰোতি সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থম্ । তেষাং যততামপি সিদ্ধানাং । সিদ্ধা এব হি তে যে মোক্ষায় যতন্তে । তেষাং কশ্চিদেব মাং বেত্তি তত্ত্বতো যথাবৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । মন্তজিৎ বিনা তু যজ্ঞ জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি । অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেব নাস্তি । মনুষ্যাণাং তু সহশ্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে । প্রযত্নং কুর্বতামপি সহশ্রেষু কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাদানানাং বেত্তি । তাদৃশানাং চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহশ্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি । তদেবমতিদুর্লভমপি মজ্ঞানং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জফলে জীব মনুষ্যদেহ লাভ করে । তন্মধ্যে যোগাধিকারী হিজদেহCমাত কক্ষাC আযক্ষা. দিকৃদমসKসম্ভবCনাইCপন, হিজwহইলেও সকলেই যে

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহংকার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

বিবেকী ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইবে, তাহারও নিশ্চিততা নাই। এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, কৰ্ম ও যোগানুষ্ঠান পূর্বক আত্মজ্ঞানের অধিকারী অতি বিরল। আবার অনুষ্ঠান করিতে করিতেও বিপুল বিশ্ববশাৎ অনেকেই আত্মাকে জানিতেও পারে না। পাছে অজ্ঞানের একরূপ আশঙ্কা হয় যে, দেব, দানব, মানব, গন্ধর্ব্বাদি, সকলেই তো রামকৃষ্ণাদিরূপী ভগবান্কে বিদিত আছে, তবে “সহস্রের মধ্যে কোনও ব্যক্তি” এরূপ বলিলেন কেন? এই সংশয় পরিহার করিবার জন্যই ভগবান্ “তত্ত্বতঃ” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবান্কে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী রাম-কৃষ্ণ আদিরূপে অনেকে জানিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তো তাঁহার গিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নহে—এতাবৎ নিজ মায়াকল্পিত বিগ্রহ মাত্র। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে হইলে গুরুর নিকট মহাবাক্যাদির উপদেশ না পাইলে উপায় নাই। এই জন্য অতি অল্প মনুষ্যই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয় ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ) বায়ু (বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ বুদ্ধিঃ অহংকার এব চ (মন, বুদ্ধি ও অহংকার) ইতি ইয়ং (এই) মে (আমার) অষ্টধা (অষ্টবিধ) ভিন্না প্রকৃতিঃ (ভিন্না প্রকৃতি) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার--আমার [পরমেশ্বরের] এই অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতি ॥ ৪ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্। শ্রোতারং প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ—ভূমিরিতি। ভূমিরিতি পৃথিবীতন্মাত্রমুচ্যতে। ন স্থূল। ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেতি বচনাৎ। তথাবাদয়োহপি তন্মাত্রাণ্যেবোচ্যন্তে—আপোহনলো বায়ুঃ খম্। মন ইতি মনসঃ কারণমহংকারো গৃহ্যতে। বুদ্ধিরিত্যহংকারকারণং মহত্তত্ত্বম্। অহংকার ইত্যবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তম্। যথা বিষসংযুক্তমনঃ বিষমুচ্যতে। এবমহংকারবাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহংকার ইত্যুচ্যতে। প্রবর্তকস্বাদহংকারস্য। অহংকার এব হি সর্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে। ইতীযং যথোক্তা প্রকৃতির্মে মমৈশ্বরী ময়া শক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা স্রষ্টাদিকর্তৃত্বেনশ্বরতত্ত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চ গন্ধাদিতন্মাত্রাণ্যুচ্যন্তে। মনঃশব্দেন তৎকারনভূতোহহংকারঃ। বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণভূতং মহত্তত্ত্বম্। অহংকারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা। ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চ মহাভূতানি সুক্লেঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে। অহংকারশব্দেনৈবাহংকারঃ। তেনৈব তৎকার্য্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে। বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বম্। মনঃশব্দেন তু

অপরেহমিতস্ত্বয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যায়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্নান্যাস্থা শাক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা । চতুর্বিংশ-
তিভেদভিন্নাপ্যাষ্টস্বেবাত্তর্ভাববিবক্ষ্যাষ্টধা ভিন্নোত্যুক্তম্ । তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে
ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্না প্রপঞ্চয়িষ্যতি—মহাত্মান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব
চ । ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্ত্ব ও অব্যক্ত এই অষ্টবিধ
প্রকৃতি । এই অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার একত্র গণনায় চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কথিত
হয় । পৃথিব্যাদি ভূতের উল্লেখ করিয়াও ভগবান্ এ শ্লোকে তন্মাত্রকে [গন্ধ, রস, রূপ,
স্পর্শ ও শব্দ] লক্ষ্য করিয়াছেন । মন অব্যক্তবোধক এবং বুদ্ধি ও অহঙ্কার স্বনামপ্রসিদ্ধ
অর্থ প্রকাশক । বেদান্তমতে বুদ্ধি ঐশী মায়ার পরিণাম “ঈক্ষণ” এবং অহঙ্কার “সঙ্কল্প”
রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সাংখ্যোক্ত ষোড়শ বিকার যথা :—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ
ও ব্যোম ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন । সাংখ্যমতে প্রকৃতির বিকার অর্থাৎ
পরিণাম বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার ; কিন্তু বেদান্তমতে উহারা সপ্তম ব্রহ্ম বা
দৈশ্বরের মায়িক সঙ্কল্প ও সৃষ্টির ইচ্ছা (ঈক্ষণ) মাত্র । বেদান্তমতানুসারে জগৎ ব্রহ্মের
বিবর্ত মাত্র, উহা ব্রহ্মের বিকার নহে । যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বিবর্ত মাত্র, উহাতে
রজ্জু বিকৃত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎজ্ঞান জীবের অনাদি অজ্ঞান বশতঃই হইয়া
থাকে ; ব্রহ্মে কোনও বিকার বশতঃ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে না । (৭।৬ শ্লোকের গীতার্থ-
সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । মহাবাহো (হে মহাবাহো !) ইয়ং তু (ইহা) অপরা (অপরা
প্রকৃতি) ; ইতঃ (ইহা হইতে) পরাম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যাং (অন্য) জীবভূতাং (জীবরূপ) মে
(আমার) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) বিদ্ধি (জানিও), যয়া (যদ্বারা) ইদং (এই) জগৎ (জগৎ)
ধার্য্যতে (ধৃত রহিয়াছে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । পূর্বোক্ত অর্থধা প্রকৃতি অপরা বলিয়া কথিত হয় ।
হে মহাবাহো ! এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন যে জীবরূপ পরা প্রকৃতি
সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি বিদিত হও ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অপরেতি । অপরা—ন পরা নিকৃষ্টাশুদ্ধানর্থকরী সংসাররূপা
বন্ধনান্নিকেয়ম্ । ইতোহন্যাং যথোক্তায়াস্তুন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি । মে
পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং হে মহাবাহো । যয়া
প্রকৃত্যেদং ধার্য্যতে জগদন্তঃপ্রবিষ্টয়া ॥ ৫ ॥

এতদ্যোনানি ভূতানি সৰ্ব্বাণীতু্যপধারয় ।

অহং কৃৎসস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপরাধিমাং প্রকৃতিসুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়-
মিতি । অষ্টম্যা যা প্রকৃতিরুক্তেয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ । ইতঃ সকাশাৎ
পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি । পরস্মৈ হেতুঃ
—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজরূপয়া স্বকৰ্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্যতে ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অপরা প্রকৃতি জড়ত্ব, পরাধীনত্ব ও সংসারবন্ধনকারিত্ব-দোষ
জন্য নিকৃষ্ট ও ক্ষেত্রস্বরূপ, এবং চেতন জীবাত্মক ক্ষেত্রজ পরা প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ ।
চেতন প্রকৃতিই অচেতন প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । জীবচেতন্যকে জানিতে
পারিলে পরমাত্মাকে বিদিত হওয়া যায় । শ্রুতিও বলিয়াছেন—“অনেন জীবেনাশ্বনাহনু-
প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” (ক) । “আমি (পরমাত্মা) জীবে প্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপ
(জগৎ) প্রকাশ করি।” চেতন প্রকৃতিই [পরা] অচেতন প্রকৃতির [অপরার] আধার-
ভূমি । অপরা প্রকৃতি বা জড়তত্ত্ববাদ লইয়া চিন্তা করিলে মানব বন্ধনাগ্রস্ত হয় ; ও পরা
প্রকৃতি বা চেতন প্রকৃতিকে বিদিত হইলে জীব মায়ামুক্ত হয় ॥ ৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। প্রত্যক্ চেতন অর্থাৎ প্রত্যেক দেহস্থিত পরমাত্মার চৈতন্য
প্রকাশ । ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া উপাসনা করিতে করিতে প্রত্যক্ চেতনের জ্ঞান হয় ।
(যোগসূত্র, ১।২৯) । (১৫।১৬ শ্লোকের গীঃ সংঃ দ্রষ্টব্য) । জড় ও জীবরূপ অপরা ও
পরা প্রকৃতি উভয়ই পরব্রহ্মের অনির্বচনীয় মায়ার বিবর্ত বিকাশ মাত্র । (৬ ও ৭
শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং ১৩।৩ শ্লোকের গীঃ সংঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৫ ॥

অবয়ববোধিনী। সৰ্ব্বাণি ভূতানি (ভূতসমূহ) এতদ্যোনানি (এই প্রকৃতিদ্বয়
হইতে উৎপন্ন), ইতি (ইহা) উপধারয় (বিদিত হও) ; অহং (আমি) কৃৎসস্য (সমগ্র)
জগতঃ (জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা (ও) প্রলয়ঃ (প্রলয়ের কারণ) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত ভূতই এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ।
এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ আমিই ॥ ৬ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। এতদিতি । এতদ্যোনানি—এতে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজলক্ষণে
প্রকৃতি যোনী যেমাং ভূতানাং তান্যেতদ্যোনানি ভূতানি সৰ্ব্বাণীত্যেবমুপধারয় জানীহি ।
যস্মান্মম প্রকৃতির্যোনিঃ কারণং সৰ্বভূতানাম্ । অতোহহং কৃৎসস্য সমস্তস্য জগতঃ
প্রভব উৎপত্তিঃ । তথা প্রলয়ো বিনাশঃ । প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সৰ্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ
কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অনয়োঃ প্রকৃতিদ্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্বারা সৃষ্টাদিকারণত্বমাহ—
এতদিতি । এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজরূপে প্রকৃতি যোনী কারণভূতে যেমাং তান্যেতদ্যোনানি । স্বাবর-

মত্তঃ পরতরং নাগ্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।

ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

জগন্মাত্রকানি সর্বাণি ভূতানীত্যুপধায় বুধ্যস্ব । তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে । চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃশ্চেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ষণা তানি ধারয়তি । তে চ মদীয়ে প্রকৃতি মত্তঃ সংভূতে । অতোহহমেব কৃৎসন্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ । প্রকর্ষণে ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ । পরং কারণমহমিত্যর্থঃ । তথা প্রলীয়তেহেনেনেতি প্রলয়ঃ । সংহর্ত্তাপ্যহমেবেতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পরা প্রকৃতি জন্য জীব ভোক্তারূপে, ও অপরা প্রকৃতি জন্য জড়দেহ ভোগভূমিরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে । কেবল প্রকৃতির গুণেই যে জগতের উৎপত্তি ও লয় হয়, তাহা নহে, ভগবানের সত্তাই তাহার মূল কারণ । তাঁহারই প্রকৃতি-যোগে তিনিই জগদুৎপত্তিবিনাশের হেতুভূত হইয়া, তিনিই মায়িক জগতে মায়ালীলা করিয়া থাকেন । যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই তদাত্মক ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কিছু) না অস্তি (নাই), সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে গ্রথিত মণি-সমূহের ন্যায়) ইদং সর্বং (এই সমস্ত জগৎ) ময়ি (আমাতে) প্রোতম্ (গ্রথিত) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ধনঞ্জয় ! আমা হইতে কোন পদার্থই পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নহে । মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সকল পদার্থই আমাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যস্মাদেবং তস্মাৎ—মত্ত ইতি । মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরমন্যাৎ কারণান্তরং কিঞ্চিন্নাস্তি ন বিদ্যতে । অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ । হে ধনঞ্জয় যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি পরমেশ্বরে সর্বাণি ভূতানি সর্বমিদং জগৎ প্রোতমনুসূত্যতমনুগতমনুবিক্রমং গ্রথিতমিত্যর্থঃ । দীর্ঘতন্তুযু পটবৎ । সূত্রে চ মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাদেবং তস্মাৎ—মত্ত ইতি । মত্তঃ সাকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি । স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি । ময়ি সর্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাপ্রিতমিত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মায়ার অধিষ্ঠানভূত একমাত্র সত্তাস্বরূপ চিদ্‌ঘনানন্দ পরমাত্মা তিন্না নিত্য সত্য বিদ্যমান পদার্থ আর কিছুই নাই । স্বপ্নকালে মনুষ্য যাহা কিছু দেখে বস্তুতঃ স্বপ্নদৃষ্টা স্বয়ং তিন্না অন্য কেহ স্বপ্নদৃষ্ট কোন বস্তুকেই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না । পরমাত্মার প্রকাশ—স্ফুরণেই জগতের অস্তিত্ব ও প্রকাশ । মণিমালার দৃষ্টান্তে ভগবান্ সূত্ররূপে ও জগৎ মণিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । কোন কোন

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যায়োঃ ।

প্রণবঃ সৰ্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

টীকাকার এই আভাসে সূত্র হইতে মণির ভিন্ন অস্তিত্বের ন্যায় ভগবান্ হইতে জগতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা হইলেই ভগবানের “সৰ্ব্বময়ত্বে” দোষ স্পর্শ করে। মণিমালায় দৃষ্টান্তের স্বরূপার্থ এই—হিরণ্যগর্ভ রূপ স্বপ্নদ্রষ্টা তৈজস আত্মার নাম “সূত্র”। স্বপ্নে যদি মণিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা যেমন ঐ সূত্রাত্মাতেই প্রতিবিম্বিত, প্রকাশিত ও স্বতন্ত্র বলিয়া তখন বোধ হয়; কিন্তু বস্তুতঃ স্বপ্নদ্রষ্টা সূত্রাত্মাই সত্য ও মণি মিথ্যা। সেইরূপ এই জগৎপদার্থ সূত্রাবলম্বী মণিসমূহের ন্যায় সৰ্ব্ববৎ অসৎ ও ভগবানের লীলাময়ী মায়ায় বিকাশ মাত্র। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে ভগবান্ই কারণ ও কার্যরূপে সংস্থিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অহম্ (আমি) অপ্সু (জলমধ্যে) রসঃ (রস); শশিসূর্য্যায়োঃ (চন্দ্র ও সূর্য্যো) প্রভা (প্রভা); সৰ্ব্ববেদেষু (সৰ্ব্ব বেদে) প্রণবঃ (ওঙ্কার); খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দ); নৃষু (মनुষ্যগণের মধ্যে) পৌরুষম্ (পৌরুষ) [রূপে] অস্মি (বিদ্যমান আছি) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । জল মধ্যে রসরূপে ও চন্দ্র-সূর্য্যো প্রভারূপে আমিই বিরাজ করি। বেদের মূলস্বরূপ প্রণব (ওঁ) আমি। আকাশের শব্দরূপে আমি, ও আমিই পুরুষের পৌরুষ-তেজঃস্বরূপে বিদ্যমান থাকি ॥ ৮ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । কেন কেন ধর্মেণ বিশিষ্টে হুয়ি সৰ্ব্বমিদং প্রোতগিতি? উচ্যতে রস ইতি। রসোহহম্। অপাং যঃ সারঃ স রসঃ। তস্মিন্ রসভূতে ময্যাপঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। এবং সৰ্ব্বত্র। যথাহমপ্সু রস এবং প্রভাস্মি শশিসূর্য্যায়োঃ। প্রণব ওঙ্কারঃ সৰ্ব্ববেদেষু। তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি সৰ্ব্ব বেদাঃ প্রোতাঃ। তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ। তস্মিন্ ময়ি খং প্রোতম্। তথা পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ পৌরুষং—যতঃ পুংবুদ্ধিঃ—নৃষু। তস্মিন্ ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসোহহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোহহং রসতন্মাত্ররূপয়া বিভূত্যা। তদাশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোহহমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্য্যায়োঃ প্রভাস্মি। চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোহহমিত্যর্থঃ। উত্তরত্রাপ্যেবং দ্রষ্টব্যম্। সৰ্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোহস্মি। খে আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপোহস্মি। নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোহস্মি। উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এই শ্লোকে ভগবান্ অজ্ঞানকে সৰ্ব্বত্র পরমাত্মদৃষ্টি করিবার ইচ্ছিত করিতেছেন। যেখানে দেখ সেইখানেই, ও যাহা দেখ তাহাতেই ভগবৎসত্তা ভিন্ন কিছুই নাই।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।
জীবনং সৰ্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

রসই জলের মূলতত্ত্ব—তন্মাত্র, ও রসই জলের সার ; ভগবান্ বলিলেন, উহা আমিই ।
প্রভাই চন্দ্র-সূর্যের সার, ও প্রভাই উহাদের মূলতত্ত্ব ; তাহাও ভগবৎসত্তা । আকাশের
তন্মাত্র শব্দ, এবং শব্দই আকাশের সার ; উহাও ভগবৎসত্তারই স্ফুরণ । ওঁকারই
বেদসমূহের মূল, ওঁকার ব্যতীত বেদের কোন মন্ত্রেরই শক্তি থাকে না ; সেই ওঁকাররূপী
তিনিই । মনুষ্য পৌরুষ-তেজের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, ভগবান্ই সেই সর্ব-
কার্য্যমূলাধার তেজোরূপে বিদ্যমান, অর্থাৎ সর্বথা পরমাত্মসত্তারই বিকাশ ভিন্না আর কিছুই
নাই ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । প্রণব=ওঁ (প্রণয়তে প্রকর্ষণে স্তুয়তে পরব্রহ্ম অনেন)—
এতদ্বারা পরব্রহ্ম অত্যধিকরূপে স্তুত হয়েন ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । (আমি) পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে) পুণ্যো গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ) ;
বিভাবসৌ চ (অগ্নিতে) তেজঃ (তেজ) অস্মি (হই) ; সৰ্বভূতেষু (সর্বভূতে) জীবনং
(জীবন) ; তপস্বিষু চ (তপস্বিসমূহে) তপঃ অস্মি (তপোরূপে বিদ্যমান আছি) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমিই পৃথিবীর পুণ্য পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজোরূপে
আমিই দেদীপ্যমান, সর্বভূতের জীবনও আমি, এবং তপস্বীদিগের তপঃস্ব-
রূপে আমিই স্থিতি করিয়া থাকি ॥ ৯ ॥

শাস্ত্ররভাষ্যম্ । পুণ্য ইতি । পুণ্যঃ সুরভিগন্ধঃ পৃথিব্যাং চাহং । তস্মিন্ ময়ি
গন্ধভূতে পৃথিবী প্রোতা । পুণ্যত্বং গন্ধস্য স্বভাবতঃ এব । পৃথিব্যাং দর্শিতমবাদিষু রসাদেঃ
পুণ্যত্বোপলক্ষণার্থম্ । অপুণ্যত্বং তু গন্ধাদীনামবিদ্যাধর্মাদ্যপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেষ-
সংসর্গনিমিত্তং ভবতি । তেজো দীপ্তিশ্চাস্মি বিভাবসাবগৌ । তথা জীবনং সৰ্বভূতেষু ।
যেন জীবন্তি সর্বাণি ভূতানি তজ্জীবনম্ । তপশ্চাস্মি তপস্বিষু । তস্মিন্ স্তপসি ময়ি
তপস্বিনঃ প্রোতাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ পুণ্য ইতি । পুণ্যোহবিবৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রম্ ।
পৃথিব্যা আশ্রয়ভূতোহহমিত্যর্থঃ । যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধ-
সৌবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্ । তথা বিভাবসাবগৌ যত্তেজো দুঃসহা
সহজা দীপ্তিস্তদহম্ । সৰ্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমিত্যর্থঃ । তপস্বিষু বান-
প্রস্থাদিষু হ্রদসহনরূপং তপোহস্মি ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পৃথিবীর তন্মাত্র গন্ধই মূল ও সার ; গন্ধ মৌলিকাবস্থায় সুরভি
ও পবিত্রই থাকে : প্রকৃতির জড় বিকার দোষে উহা ক্রমশঃ দূষিত হইয়া আসে । ভগবান্
বলিলেন যে, পৃথিবীর সার-সর্বস্ব পবিত্র গন্ধরূপে আমিই বিরাজমান । “পৃথিব্যাং চ” এই
পদান্তস্থ ‘চকার’ গন্ধের পবিত্রতার ন্যায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসেরও পুণ্য পবিত্রতার সূচনা

বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।

বুদ্ধিৰ্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তুজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

করিতেছে ; অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের মূল, সার ও পবিত্রতা স্বরূপ তিনিই । অগ্নির যে তেজে সমস্ত দগ্ধ হয়, প্রকাশিত হয়, লোক উত্তপ্ত হয় ও পদার্থসমূহ উজ্জ্বল হয়, সে তেজ ভগবানেরই সত্তা । “তেজশ্চ” এই পদের চকার দ্বারা ভগবান্ উষ্ণতা উপশম করিবার বায়ুর শীতল স্পর্শশক্তিও যে তাহারই সত্তা, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন । স্বাবর জঙ্গমাди সমস্ত জীবের জীবনীশক্তি, পরমাণু, জীবনরক্ষক অণুাদি সমস্তই ভগবানের বিভূতি । আবার তপস্বিগণ যে তপস্তেজে শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হয়েন, সে পবিত্র তপস্তেজও ভগবানের দিব্য বিভূতিস্বরূপ । “তপশ্চ” পদান্তস্থ ‘চকার’ দ্বারা অন্তর্নিগ্রহশীল যোগীদিগের যোগশক্তিও যে তিনিই, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্তর্বাহ্য নিগ্রহ করিবার সমস্ত শক্তিই তিনি ॥ ৯ ॥

অর্থবোধিনী । পার্থ (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) সৰ্বভূতানাং (সৰ্বভূতের) সনাতনং (মূল) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জানিও) ; অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমানদিগের) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান), তেজস্বিনাং [চ] (ও তেজস্বীদিগের) তেজঃ অস্মি (তেজোরূপে বর্তমান আছি) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ ! আমাকে সৰ্বভূতের মূল বীজ বলিয়া অবগত হও । আমিই বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ॥ ১০ ॥

শাস্ত্ররত্নাশ্রম । বীজমিতি । বীজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সৰ্বভূতানাং । হে পার্থ সনাতনং চিরন্তনম্ । কিঞ্চ বুদ্ধিবিবেকশক্তিরন্তঃকরণস্য বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তি-মতামস্মি । তেজঃ প্রাগল্ভ্যাং তদ্বতাং তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—বীজমিতি । সৰ্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্যোৎপাদনসামর্থ্যং । সনাতনং নিত্যমুত্তরোত্তরসৰ্ব্বকার্যোঘনুসূতম । তদেব বীজং শব্দভূতিং বিদ্ধি । ন তু প্রতিব্যক্তি বিনশ্যৎ । তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহমস্মি । তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ প্রাগল্ভ্যমহম্ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ সকল পদার্থেরই বীজস্বরূপ । অন্যান্য বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, ভগবদ্বীজ সেরূপ নহে । এতদ্বীজ হইতে স্ফুরিত বৃক্ষাণ্ডবৃক্ষই কালে বিনষ্ট হয় ; কিন্তু বীজভূত ভগবান্ স্বরূপাবস্থাতেই থাকেন । আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ আদির উৎপত্তি-প্রকরণ যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তথায় আকাশরূপী তিনিই, এবং বায়ুরূপীও তিনিই এইরূপ বুঝিতে হইবে । যে সুক্ষ্ম-বুদ্ধিবলে বুদ্ধিমান জনগণ বস্তুবিচার করিয়া থাকেন, সে বুদ্ধিও তিনি ; এবং যে তেজের গুণে তেজস্বিগণ লোকের বল খর্ব করিয়া থাকেন, সে তেজও ভগবদ্বিভূতি ॥ ১০ ॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবজ্জিতম্ ।

ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতৰ্ষভ ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাস্ত য়ে ।

মত্ত এবতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী । ভরতৰ্ষভ (হে ভরতৰ্ষভ!) অহং (আমি) কামরাগবিবজ্জিতং (কাম-
রাগরহিত) বলবতাং (বলবান্দিগের) বলং চ (বল); ভূতেষু (প্রাণীদিগের মধ্যে) ধৰ্ম্মা-
বিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মের অবিরোধী) কামঃ (অভিলাষ) অস্মি (হই) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । বলবান্দিগের কামরাগ-রহিত বল আমিই, এবং সমস্ত
প্রাণীর ধর্ম্মের অবিরোধী কামও আমিই ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । বলমিতি । বলং সামর্থ্যমোজো বলবতামহম্ । তচ্চ বলং
কামরাগবিবজ্জিতম্ । কামশ্চ কামরাগৌ । কামস্তৃষ্ণাসন্নিবৃষ্টেযু বিষয়েষু । রাগো
রঞ্জন প্রাপ্তেযু বিষয়েষু । তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবজ্জিতং দেহাদিধারণমাত্রার্থং বলং
সম্বন্ধমহমস্মি । ন তু যৎ সংসারিণাং তৃষ্ণারাগকারণমস্মি । কিঞ্চ ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধো ধর্ম্মেণ
শাস্ত্রার্থেনাবিরুদ্ধো যঃ প্রাণিষু ভূতেষু কামঃ—যথা দেহধারণমাত্রাদ্যর্থোহশনপানাদিবিষয়ঃ
—স কামোহস্মি । হে ভরতৰ্ষভ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । কিঞ্চ—বলমিতি । কামোহপ্রাপ্তে বস্তুন্যভিলাষো রাজসঃ ।
রাগঃ পুনরভিলষিতেহর্থে প্রাপ্তেহপি পুনরধিকেহর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাপরপর্যায়স্তামসঃ ।
তাভ্যাং বিবজ্জিতং বলবতাং বলমহমস্মি । সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিতিার্থঃ ।
স্বধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোহহমিতি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অপ্রাপ্তবিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম কাম, এবং প্রাপ্তবিষয়ের
নশ্বরত্ব সত্ত্বেও তাহার রঞ্জনকত্বে বিমোহিত হইয়া তাহার চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস পূর্বক
তাহাতে ভালবাসারূপবৃত্তির নাম রাগ । মানবের যে বল এই রাগকামাদি মালিনশূন্য—
পবিত্র, এবং যে বলে স্বধর্ম্মসাধনাদি জন্য মনুষ্য শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করিয়া
থাকে, তাহা ভগবানেরই সত্তা । আবার ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত যে কামচেষ্টা দ্বারা পুত্র-
দারাদির রক্ষা হয়, তাহাও ভগবানের সত্তা । অথবা যে কামবৃত্তি নিজ ধর্ম্মপত্নীতে মাত্র
উপগত করায়, তাহাও ভগবানের স্বরূপ ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী । যে চ এব (যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) রাজসাঃ (রাজসিক)
তামসাঃ (তামসিক) ভাবাঃ (পদার্থ) তান্ (সেই) সর্বান্ (সমস্ত) মত্তঃ এব (আমা হইতেই)
[উৎপন্ন] ইতি (ইহা) বিদ্ধি (জানিবে); তেষু তু (সেই সকলে) অহং (আমি) ন (নাই);
তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [রহিয়াছে] ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস যত প্রকার পদার্থ আছে,

ত্রিভিঞ্জ্ঞ ণম্যৈর্ভাবৈরেভিঃ সৰ্ব্ব মিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তৎসমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু আমি তত্তাবতের অধীন নহি, তাহারাই আমাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—যে চৈবেতি । সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনিব্বৃত্তা ভাবাঃ পদার্থাঃ । রাজসা রজোনিব্বৃত্তাঃ । তামসাস্তমোনিব্বৃত্তাশ্চ । যে কেচিৎ প্রাণিণাং স্বকৰ্ম্মবশাজ্জায়ন্তে ভাবাস্তান্ মত্ত এব জায়মানানিত্যেবং বিদ্ধি সৰ্ব্বান্ সমস্তানেব । যদ্যপি তে মত্তো জায়ন্তে তথাপি ন হুং তেষু তদধীনস্তদ্বশঃ । তথা সংসারিণঃ । তে পুনর্ময়ি মদ্বশা মদধীনাঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ যে চৈবেতি । যে চান্যেহপি সাত্ত্বিকাভাবাঃ শমদমাদয়ঃ । রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ । তামসাশ্চ শোকমোহাদয়ঃ । প্রাণিণাং স্বকৰ্ম্মবশাজ্জায়ন্তে তান্ সৰ্ব্বান্ মত্ত এব জাতানিতি বিদ্ধি । মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়কার্যত্বাৎ । এবমপি তেষু হং ন বর্তে । জীববত্তদধীনোহহং ন ভবামীত্যর্থঃ । তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষদর্পাদি রাজস ভাব, ও শোকমোহাদি তামস ভাব লোকের কৰ্ম্মগুণে প্রকাশিত হইলেও বস্তুতঃ এ সমস্ত ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । অথবা সত্ত্বগুণপ্রধান ঋষি, ব্রাহ্মণ, শর্করাদি ; রজঃপ্রধান গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ক্ষত্রিয়, মরীচাদি, তমঃপ্রধান রাক্ষস, ক্রব্যাদ, শূদ্র, গুঞ্জন আদি ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ কিন্তু তিনি সেই জড়পদার্থাদির অধীন নহেন ; অর্থাৎ তত্তাবত্তে তাঁহার প্রকাশ দৃষ্ট হয় না যেমন সর্পবুদ্ধি রজ্জুতে আরোপিত হইলে রজ্জু সর্পত্ব বিকারদোষে দূষিত হয় না, তদ্রূপ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তিনি নির্বিকারই থাকেন ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী । এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) গুণম্যৈঃ (গুণময়) ভাবৈঃ (ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (মোহিত) ইদং (এই) সৰ্ব্বং জগৎ (সর্ব জগৎ) এভ্যঃ (এই সকল ভাব হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) অব্যয়ং (অক্ষয়) মাং (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । পূর্বোক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে । মোহিত জীব আমাকে এতাবতের অতীত ও অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এবংভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সৰ্ব্বভূতান্নাং নিৰ্গুণং সংসারদোষবীজপ্রদাহকারণং *মাং নাভিজানাতি জগদিত্যনুকোশং দর্শয়তি ভগবান্ । তচ্চ কিং নিমিত্তং জগতোহজ্ঞানমিতি ? উচ্যতে—ত্রিভিরিতি । ত্রিভিঞ্জ্ঞ ণম্যৈর্গুণবিকারৈ রাগদ্বেষ-মোহাদিপ্রকারৈর্ভাবৈঃ পদার্থৈরেভির্যথোক্তৈঃ সৰ্ব্বমিদং প্রাণিজাতং জগন্মোহিতমবিবেকতামা-

দৈবী হ্যেমা গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া ।

মামেব হে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

পাদিতং সৎ নাভিজানাতি মামেভ্যো যথোক্তেভ্যো গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং চাব্যয়ং ব্যয়রহিতং জন্মাদিসর্বভাববিকারবর্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতশীশ্বরং স্বাময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীতি । অত আহ—ত্রিভিরিতি । ত্রিভিঃত্রিবিধৈরেতিঃ পূর্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকা-
রৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্বোহিতমিদং জগৎ । অতো মাং নাভিজানাতি । কথংভূতম্ ? এভ্যো
ভাবেভ্যঃ পরম্—এভিরস্পৃষ্টম্—এতেষাং নিয়ন্তারম । অত এবাব্যয়ং নিব্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধনুভবভাব, স্বতন্ত্র, তবে এই মিথ্যা অজ্ঞানময়
জগৎ কিরূপে তাঁহার বিজৃম্বণ হইল? অজ্ঞানের এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ ভগবান্
বলিতেছেন—জীব ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত ও আয়ান্নান্নবিবেকহীন হইয়া আমাকে
জানিতে পারে না । যেমন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মর্ত্তণ্ডের তীব্র তেজের দিকে তাকাইলে লোক
তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়, প্রকৃত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তজ্রূপ ত্রিগুণ ব্যাপারে
বিমোহিত হইয়া জীব—যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই গুণের প্রকাশ হইয়াছে—সেই ভগ-
বান্কে লক্ষ্য করিতে পারে না । তিনি ত্রিগুণের অতীত ও ত্রিগুণের অধিষ্ঠানভূত ।
তিনি জীবের আয়ান্ন রূপে বিরাজ করিতেছেন । তিনি নিকট হইতেও অতি নিকটে
আছেন, কিন্তু জীব মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না । যেমন
স্বর্ণকুণ্ডলে “কুণ্ডল”-দৃষ্টিসত্ত্বে “স্বর্ণ” দৃষ্ট হয় না, তজ্রূপ ব্রহ্মে অবভাসিত ত্রিগুণময়ী
“মায়া”-দৃষ্টিসত্ত্বে “ব্রহ্ম” দৃষ্ট হন না ॥ ১৩ ॥

অম্বরবোধিনী। এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী) দৈবী (অলৌকিক) মম
(আমার) মায়া (মায়া) দুরতয়া হি (নিতান্ত দুরতিক্রম্য); যে (যাহারা) মাম্ এব
(আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে) তে (তাহারা) এতাং (এই) মায়াং (মায়া) তরন্তি
(উত্তীর্ণ হইয়া থাকে) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার সত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া (তেজ) নিতান্ত
দুরতিক্রম্য । যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা
করে, তাহারাই কেবল আমার এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া
থাকে ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। কথং পুনর্দৈবীমেতাং ত্রিগুণাঙ্ঘ্রিকাং বৈষ্ণবীং মায়ামতিক্রামন্তীতি ?
উচ্যতে—দৈবীতি । দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিশেষঃ স্বভাবভূতা । হি যস্মাদেযা যথোক্তা
গুণময়ী মম মায়া দুরতয়া । দুঃখেনাত্যয়োহতিক্রমণং যস্যঃ সা দুরতয়া । তত্রৈবং সতি

সর্ববর্ষান্ পরিত্যজ্য নামেব মায়াবিনং স্বায়ত্ত্বং সর্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে তে মায়ামেতাং
সর্বভূতচিন্তমোহিনীং তরন্ত্যতিক্রামন্তি । সংসারবন্ধনান্মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কে তর্হি জ্ঞাং জানন্তীতি? অত আহ—দৈবীতি । দৈবী
অলৌকিকী । অত্যন্তুতেতর্থঃ । গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা । মম পরমেশ্বরস্য শক্তিমায়
দুরতয়া দূস্তরা হি । প্রসিদ্ধমেতৎ । তথাপি যে মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা
প্রপদ্যন্তে ভজন্তি তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি । ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সনাতনী মায়া যেরূপ দুরতিক্রম্য তাহাতে তাহা হইতে কোন-
রূপে বুঝি মুক্ত হওয়া যায় না, অর্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন—
যে মায়াকে বিশুদ্ধ চৈতন্যাশ্রিতা ও বিষয়ের মূলপ্রসূতি বলিয়া কল্পনা করা যায় তাহার
নাম দৈবী মায়া । যেমন অন্ধকার যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকেই আবৃত করে,
সেইরূপ দৈবী মায়া যে আত্মার আশ্রিত, সেই আত্মাকেই আবৃত করিয়া রাখে ; অর্থাৎ
অন্যের দর্শনের অন্তরাল হইয়া থাকে । যেমন তিনগাছি রজ্জুতে দৃঢ় গুণ প্রস্তুত করিলে
তদ্বারা মনুষ্যকে অতিশয় বন্ধ করা যায়, তদ্রূপ ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়াতেও জীব
দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়াছে । মনুষ্য কর্মের দ্বারা, যোগের দ্বারা বা জ্ঞানসাধনার দ্বারা,
অথবা কোনরূপ পুরুষার্থ দ্বারা যদি মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, তাহাতে
সহজে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে না । যেমন কাহারও হস্ত রজ্জু দ্বারা বাঁধা থাকিলে
সে যদি খুলিবার জন্য স্বয়ং চেষ্টা বা বল প্রকাশ করে, তবে তাহার হাতে বেদনা হয় ও
ফাঁস আরও অধিক লাগিয়া যায়, সেইরূপ নিজ কৌশলে ইন্দ্রিয় জয় করিব, মায়া অতিক্রম
করিব, এরূপ যাহার অভিলাষ, মায়া তাহাকে আরও দৃঢ়রূপে বন্ধন করে । কিন্তু যিনি
ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, যাগ আদির আশা ভরসা ছাড়িয়া, আপনার অভিমান অহঙ্কার দূরে ফেলিয়া
নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায় ভগবান্কে অগতির গতি জানিয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন
হয়েন, ভগবান্ দয়া করিয়া তাহাকেই মুক্ত করিয়া দেন । যাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াময় পাশে
জীব আবদ্ধ, তিনি ভিন্ এ মায়াগ্রস্থি খুলিবার কৌশল আর কেহই জানে না । ভগবানের
একান্ত শরণাগত হওয়াই তীব্র ভক্তিযোগ—ইহাই যোগীর নিরালস্য সমাধি । সর্বাবরণ
ভেদ পূর্বক আত্মায় ও পরমাত্মায় সাক্ষাৎ না হইলে মায়াবন্ধন মোচন হয় না ॥ ১৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । আপনাকে নিরাশ্রয় জানিয়া ভগবানের একান্ত শরণাগত
হওয়াই প্রকৃত পুরুষার্থ ; কেননা, বিবেকবিচার দ্বারা সংসারের দুঃখরূপতা বোধ না হইলে
কেহই ভগবানের শরণাগত হইতে পারে না । আত্মশক্তিতেই সংসারে অনাসক্তি ও
অন্তরে আত্মা হইতে অভিনুভাবে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । এই জন্য প্রারব্ধকর্ম-
জনিত সুখ-দুঃখে সমতা এবং পুরুষাভিমুখী প্রবৃত্তিকেও পরম পুরুষার্থই বলিতে হইবে ।
ভগবানের শরণাগত হওয়াও পৌরুষ ; কেননা, তাঁহার (পুরুষের) শক্তি ব্যতীত সে ইচ্ছাও
হয় না । প্রারব্ধকর্ম ও পুরুষাধিষ্ঠান ব্যতীত ফলদানে অসমর্থ । প্রারব্ধের ক্ষয় আছে ;
কিন্তু পুরুষার্থ অক্ষয়, তাহা পুরুষের সঙ্গে নিত্য বিদ্যমান—উহা আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রভাব
(শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি, 'প্রারব্ধ ও পৌরুষ' দৃষ্টব্য) ॥ ১৪ ॥

১৫ শ্লোক

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
 মায়াপহৃতজ্ঞানা আস্বরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবোধিনী । দুষ্কৃতিনঃ (পাপকৰ্ম্মা) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) মায়া (মায়া দ্বারা) অপহৃতজ্ঞানা (নষ্টবুদ্ধি) নরাধমাঃ (নরাধমেরা) আস্বরং ভাবম (আস্বরভাব) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় পূৰ্ব্বক) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে না) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাহারা পাপকৰ্ম্মা, মূঢ় ও নরাধম, যাহাদের জ্ঞান মায়া কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে, যাহারা দম্ভ-দৰ্পাদি দ্বারা আস্বর ভাব লাভ করিয়াছে, তাহারা আমার ভজনা করে না ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । যদি স্বাং প্রপন্না মায়ামেতাং তরন্তি কস্মাদ্বামেব সৰ্ব্বে ন প্রপদ্যন্ত ইতি ? উচ্যতে—ন মামিতি । ন মাং পরমেশ্বরং দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে । নরাধমা নরাণাং মধ্যেধমা নিকৃষ্টাঃ । তে চ মায়াপহৃতজ্ঞানা সংমুণ্ডিতজ্ঞানা আস্বরং ভাবং হিংসানৃতাদিলক্ষণমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ত্ৰিধরস্বামীকৃতটীকা । বদ্যেবং তর্হি সৰ্ব্বে স্বামেব কিমিতি ন ভজন্তি ? তত্রাহ—ন মামিতি । নরেষু যেহধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি । অধমস্বৈ হেতুঃ—মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ । তৎ কুতঃ ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ । অতো মায়াপহৃতং নিরন্তঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশোভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা । অতএব দম্ভো দৰ্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পাক্ষ্যামেব চেত্যাदिना বক্ষ্যমাণমাস্বরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সকল মনুষ্যই কি তবে মায়াযুক্ত হইতে পারে ? অজ্ঞানের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, যাহারা পাপাসক্ত ও মলিন কার্য্যেই যাহাদের রতি মতি, তাহারা অতি নরাধম । তাহারা আমার উপাসনা করে না ; কেননা, তাহারা নিজ নিজ ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে অসমর্থ ও নিতান্ত মূঢ় । তাহাদের বিবেকবুদ্ধি অবিদ্যাদোষে দূষিত হওয়ায় চিত্তবৃত্তি দম্ভদৰ্পে উন্মত্ত ও প্রকৃতি আস্বর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহারা সংসারসুখভোগেই আসক্ত । সংসার ছাড়িয়া তাহারা আমাতে প্রেম করিতে চাহে না ॥ ১৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সংসারের ভোগস্বখে আসক্ত পুরুষগণ তমোভিতূত হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে পুনঃ পুনঃ ক্রেশের পর ক্রেশ পাইয়া দুষ্কৃতিকরে শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিলে সংসার-স্বখে দুঃখবোধ হইবে, এবং তখনই তাহাদের বৈরাগ্যের ও ভগবন্তজির উদয় হইবে । প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনেই শুভ-কৰ্ম্মফল কিছু না কিছু আছেই ; কিন্তু মনুষ্য প্রকৃত পুরুষার্থ সাধন করে না বলিয়াই পুনঃ পুনঃ ক্রেশ পাইয়া বহু জন্ম পরে ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করিবার উপযোগী পৌরুষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহর্জুন ।

আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

অর্থবোধিনী । ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) অর্জুন (অর্জুন!), আর্তঃ (ক্লিষ্ট), জিজ্ঞাসুঃ (জ্ঞানলাভেচ্ছুক), অর্থার্থী (ইহপরলোকের সুখাকাঙক্ষী), জ্ঞানী চ (ও জ্ঞানী), [এই] চতুর্বিধাঃ (চতুর্বিধ) স্কৃতিনঃ (পুণ্যাত্মা) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী --এই চতুর্বিধ ব্যক্তিই আমার ভজনা করে ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । কে পুনর্নরোক্তমাং পুণ্যকর্মাণঃ—চতুর্বিধা ইতি । চতুর্বিধাশ্চতুপ্ত-
কারাঃ । ভজন্তে সেবন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনঃ পুণ্যকর্মাণঃ । হে অর্জুন । আর্ত
আন্তিপরিশ্রীতস্তস্করব্যায়রোগাদিনাভিভূতঃ । জিজ্ঞাসুর্ভগবত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ ।
অর্থার্থী ধনকামঃ । জ্ঞানী বিবেকাস্তব্ধবিচ্ছ । হে ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । স্কৃতিনস্ত মাং ভজন্তেব । তে স্কৃত্তারতমেন চতুর্বিধা
ইত্যাহ—চতুর্বিধা ইতি । পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি । তে চতুর্বিধাঃ ।
আর্তো রোগাদ্যভিভূতঃ স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তহি মাং ভজতি । অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতা-
ভজনে সংসরতি । এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্ । জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ । অর্থার্থী—অত্র
বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ । জ্ঞানী চাত্তবিশ্ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সকাম ও নিকাম ভেদে ভগবন্ত্তগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ।
আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ ভক্ত সকাম, ও জ্ঞানী নিকাম । ভয়ে ভীত হইয়া
বিপদে পড়িয়া রক্ষা-লাভের জন্য যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি আর্ত
ভক্ত, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহারা ভগবদারাধনা করেন তাঁহারা জিজ্ঞাসু । যাঁহারা
ধনপ্রাপ্তির বা সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারা অর্থার্থী । যিনি
ভোগত্যাগী—ফলাভিসন্ধিবর্জিত, সেই স্বাত্মানন্দ পুরুষই জ্ঞানী-ভক্ত । অর্জুনকে ভগবান্
“ভরতর্ষভ” সম্বোধনের দ্বারা সনক, শুক, প্রহ্লাদ, নারদাদির ন্যায় জ্ঞানী-ভক্ত মধ্যে
গ্রহণ করিলেন । প্রকৃত স্কৃতিমান্ পুরুষ ব্যতীত কেহই এতচ্চতুর্বিধ-ভক্তশ্রেণীভুক্ত
হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ত্রিবিধ ভক্তের মধ্যে সত্ত্বগুণপ্রধান উদ্ধব, জনকাদি জিজ্ঞাসু
ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ । ইহপরলোকের সুখপ্রার্থী সুগ্রীব, সুরথ প্রভৃতি রজঃপ্রধান অর্থার্থী
ভক্ত । গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রের ও কৌরবসভায় বিপন্না দ্রোপদীর কাতর প্রার্থনা আর্ত ভক্তির
অন্তর্গত । জিজ্ঞাসু ভক্ত অবস্থাভেদে আর্ত ও অর্থার্থী হইতে পারেন । ভগবদ্বিরহ
বশতঃ তিনি আর্ত, এবং ভগবৎকপালাভের অভিলাষী বলিয়া অর্থার্থী । “জ্ঞানী”চ

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

বাক্যস্থিত “চকার” দ্বারা প্রহ্লাদ ও নারদাদির ন্যায় ভগবৎ-প্রেমিকগণও শুক-সনকাদি নিকাম জ্ঞানি-ভক্তগণের মধ্যে গৃহীত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । তেষাং (তাহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সর্বদা সমাহিত) একভক্তিঃ (একনিষ্ঠ ভক্ত) জ্ঞানী (জ্ঞানী) বিশিষ্যতে (পরম উৎকৃষ্ট); অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যর্থং (অত্যন্ত) প্রিয়ঃ (প্রিয়), স চ (তিনিও) মম প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত ও একনিষ্ঠ জ্ঞানীই পরম উৎকৃষ্ট; কেননা, আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় ও জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । তেষামিতি । তেষাং চতুর্গাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্ববিদ্যান্নিত্যযুক্তো ভবতি । একভক্তিঃ চ । অন্যস্য ভজনীয়সাদর্শনাৎ । অতঃ স একভক্তির্বিশিষ্যতে বিশেষমাধিক্যমাপদ্যতে । অতিরিচ্যত ইত্যর্থঃ । প্রিয়ো হি যস্মাদহমাত্মা জ্ঞানিনোহ-তন্তুস্যামহত্যর্থং প্রিয়ঃ । প্রসিদ্ধং হি লোক আত্মা প্রিয়ো ভবতীতি । তস্মাজ্ঞানিন আত্মদ্বাস্তদেবঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ । স চ জ্ঞানী মম বাস্তদেবস্যাত্মৈবেতি মমাত্যর্থং প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি । তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ । অত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মন্থিষ্টঃ । একস্মিন্ মধ্যেব ভক্তির্ষস্য সঃ । জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিঃ চ সম্ভবতি । নান্যস্য । অত এব হি তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ । স চ মম । তস্মাদেতৈ-নিত্যযুক্তাদিভিঃ চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি সর্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন, যিনি সদাই ব্রহ্মভাবে সমাহিত, তিনিই নিত্যযুক্ত, তিনিই একমাত্র পরমাত্মানুরক্ত । যিনি ভগবান্কে ভিন্ন আর কিছু দেখেন না—আর কিছু জানেন না—আর কিছু ভাবেন না, অর্থাৎ ভগবান্ ভিন্ন যাঁহার আর কিছু দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য ও ধ্যাতব্য আছে বলিয়া আদৌ অনুভবই হয় না, ভগবান্ তাঁহার অতিশয় প্রিয়, এবং তিনিও ভগবানের পরম প্রীতির আশ্পদ । আর্ত পীড়ামুক্তির জন্য সূর্যের উপাসনা করেন, জিজ্ঞাসু ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সরস্বতীর আরাধনা করেন, অর্থাধি-ভক্ত অর্থ ও সিদ্ধি লাভের জন্য কুবের আদি নানা দেবতার আরাধনা করেন; কিন্তু জ্ঞানি-ভক্ত সকল অবস্থাতেই আমারই আরাধনা করেন । জ্ঞানি-ভক্ত আমাকে ভিন্ন আর কোন কিছুতেই মনোভিনিবেশ করেন না ॥ ১৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । জ্ঞানি-ভক্ত ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার দ্বারা সমস্ত বাসনার

উদারাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাষ্ট্রব মে মতম্ ।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

কর্য করিয়া থাকেন, সূতরাং ভগবানের প্রেম ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা হয় না। সৃষ্টিটের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার কপাদৃষ্টিতে যেমন দরিদ্রের কোন অভাবই থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানি-ভক্ত অভিনুভাবে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার কৃপায় আর কোন বিষয়েরই প্রার্থনা করেন না। সকাম ভক্তেরা নিজ নিজ কামনা পূরণের জন্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এই জন্য তাঁহারা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না ॥ ১৭ ॥

অব্যবোধিনী। এতে (এই) সৰ্ব্ব এব (সকলেই) উদারাঃ শ্রেষ্ঠ, তু (কিন্তু) জ্ঞানী (জ্ঞানী) আত্মা এব (আমার স্বরূপ), [ইহা] মে (আমার) মতং (মত); হি (যেহেতু) যুক্তাত্মা (মদগতচিত্ত) সঃ (সেই জ্ঞানী) অনুত্তমাং (পরমা) গতিং (গতি) মাং এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া থাকেন) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। উক্ত চারিপ্রকার ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানি-ভক্ত আমার আত্মার স্বরূপ; জ্ঞানী সদাই আমাতে সমাহিত থাকেন, ও আমা ভিন্ন উৎকৃষ্ট ফলকামনা তাঁহার নাই ॥ ১৮ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। ন তর্হ্যাত্তদয়স্তয়ো বাস্তুদেবস্য প্রিয়াঃ? ন। কিং তহি?—উদারা ইতি। উদারা উৎকৃষ্টাঃ সৰ্ব্ব এবৈতে। ত্রয়োহপি মম প্রিয়া এবৈতার্থঃ। ন হি কশ্চিন্মজ্জো মম বাস্তুদেবস্যাপ্রিয়ো ভবতীতি। জ্ঞানী স্বত্বার্থং প্রিয়ো ভবতীতি বিশেষঃ। তং কস্মাদিতি? আহ জ্ঞানী ত্বাষ্ট্রব নান্যো মন্তঃ—ইতি মে মম মতং নিশ্চয়ঃ। আস্থিত আরোচুং প্রবৃত্তঃ স জ্ঞানী হি যস্মাদহমেব ভগবান্ বাস্তুদেবো নান্যোহস্মীত্যেবং যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সন্ মামেব পরং ব্রুত্ব গন্তব্যম্। অনুত্তমাং গতিং গন্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তহি কিমিতরে ত্রয়স্তত্ত্বজ্ঞাঃ সংসরন্তি ন হি? ন হীত্যাহ—উদারা ইতি। সৰ্ব্বহপ্যেত উদারা মহান্তো মোক্ষভাজ এবৈতার্থঃ। জ্ঞানী তু পুনরা-ভ্রবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যত উত্তমা যস্যাত্তানুত্তমাং সৰ্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিত আশ্রিতবান্ মদ্যতিরিক্তমন্যাং ফলং ন মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাহারা অতুল তদপেক্ষা ভগবানের ত্রিবিধ সকাম ভক্ত শ্রেষ্ঠ; কেননা, তাঁহাদের জন্মজন্মাজ্জিত পুণ্য না থাকিলে ভগবানের প্রতি তাঁহাদের মতি-গতি হইত না। যে ব্যক্তি ভগবানকে যেরূপ প্রীতি করে, তিনিও তাহার প্রতি তদ্রূপ প্রসন্না হইয়া থাকেন। সকাম ব্যক্তির কাম্যবিষয়েই অধিক প্রীতি থাকে, কিন্তু জ্ঞানি-ব্যক্তির সৰ্ব্বাঙ্গবুদ্ধিতা বশতঃ ব্রুত্ব ভিন্ন বিষয়াস্তরে তাঁহার চিত্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হইতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানি-ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অতিশয় ঘনিষ্ঠ প্রিয় ভাব লক্ষিত হয় ॥ ১৮,।

বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা স্মদুৰ্লভঃ ॥ ১৯ ॥

কামৈশ্চৈশ্চৈতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহৃদেবতাঃ ।

তং তং নিযমমাশ্রায় প্রকৃত্যা নিযতাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী । বহুনাং (অনেক) জন্মনাম্ (জন্মের) অন্তে (পরে) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানি-ভক্ত) সৰ্ব্বং (সমস্ত জগৎ) বাসুদেবঃ (বাসুদেবরূপ) ইতি (এই প্রকারে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যতে (লাভ করেন); (সুতরাং) সঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা) স্মদুৰ্লভঃ (অতি দুৰ্লভ) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । বহু জন্ম অতিক্রম পূর্বক জ্ঞানবান্ হইয়া [ভক্ত] সমস্ত জগৎই বাসুদেবরূপ, এই প্রকার বিচারে অভেদ দর্শন করেন, সুতরাং তাদৃশ মহাত্মা বড় দুৰ্লভ ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । জ্ঞানী পুনরপি স্তুয়তে—বহুনামিতি । বহুনাং জন্মনাং জ্ঞানার্থ-সংস্কারার্জনাশ্রয়ণানন্তে সমাপ্তৌ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরিপাকজ্ঞানো মাং বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ষতঃ প্রপদ্যতে । কথম্? বাসুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি । য এবং সৰ্ব্বাত্মানং মাং প্রতি-পদ্যতে স মহাত্মা । ন তৎসমোহন্যোহস্তুি । অধিকো বা । অতঃ স্মদুৰ্লভো মনুষ্যাণাং সহস্রাধিত্যক্তম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । এবংভূতোমস্তভোহতিদুৰ্লভ ইত্যাহ—বহুনামিতি । বহুনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎপুণ্যোপচয়েনান্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সৰ্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবৈতি সৰ্ব্বাত্মদৃষ্ট্য মাং প্রপদ্যতে ভজতি । অতঃ স মহাত্মাপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ স্মদুৰ্লভঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্তই ভগবন্ময় দর্শন করেন । জ্ঞানবান্ যে দিকে দৃষ্টি করেন, সে দিকে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না । এইজন্য জ্ঞানপূর্বক যিনি তাঁহাকে ভক্তি করেন তিনি অতি মহাত্মা । এরূপ ব্যক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৯ ॥

সন্দীপনী-পরিণিষ্ট । বহুজন্মাজ্জিত নিকাম কন্মের ফলে পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত হইলেই জীবের ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । তখনই মনুষ্যকে প্রকৃত জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে । অভেদভাবে আত্মবোধ না হইলে কাহারও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না । এইরূপ জ্ঞানীই প্রকৃত ভক্তিমান্, তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিতে—অন্তঃকরণ ভগবন্তাবে সমাহিত হইলে—ভগবৎসত্তা ব্যতীত নিজের বা অপর কিছুই পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না । জ্ঞান বিনা প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয় না, এবং প্রেমিক না হইলেও জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না । এইজন্য জ্ঞানি-ভক্ত স্মদুৰ্লভ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । তৈঃ তৈঃ (বিবিধ—যথা, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ, আদি) কামৈঃ (কামনা দ্বারা) হতজ্ঞানাঃ (বিনষ্টজ্ঞান হইয়া), [প্রাকৃত জনগণ] তং তং (সেই প্রচলিত)

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তং শ্রদ্ধয়াহর্চিতুমিচ্ছতি ।

তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যাহম্ ॥ ২১ ॥

নিয়ম (নিয়ম) আশ্রয় (আশ্রয় পূর্বক) স্বরা (নিজ) প্রকৃতি (স্বভাব কর্তৃক) নিয়তাঃ (বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্য দেবতাকে) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । কামনা দ্বারা যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা তাহাদের পূর্ব পূর্ব বাসনানুসারে নিয়মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । আশ্রয় সর্বং বাসুদেব ইত্যেবমপ্রতিপত্তৌ কারণমুচ্যতে— কামৈরিতি । কামৈস্তেষ্টেষ্টে পুত্রপশুসর্গাদিবিষয়ে । হৃতজ্ঞানা অপহৃতবিবেকবিজ্ঞানাঃ । প্রপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি । অন্যদেবতা বাসুদেবাদান্ননোহন্যা দেবতাঃ । তং তং নিয়মং দেবতারধনে প্রসিদ্ধো যো যো নিয়মন্তং তমাস্থাশ্রিত্য । প্রকৃতি স্বভাবেন । জন্মান্ত-রাজিতসংস্কারবিশেষেণ । নিয়তা নিয়মিতাঃ । স্বাশ্রয়ীয়া ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং কামিনোহপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরমেব যে ভজন্তি তে কামান্ প্রাপ্য শঠৈর্নৃচ্যন্ত ইত্যুক্তং । যে ত্র্যস্তং রাজসাস্তমসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তীতাং—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ । যে তু তৈস্তৈঃ পুঞ্জকীর্তি-শক্রজয়াদিবিষয়ে কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোহন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদ্যা দেবতা ভজন্তি । কিং কৃত্বা ? তত্তদেবতারধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণন্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য । তত্রাপি স্বরা স্বীয়য়া প্রকৃতি পূর্বভাস্যবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । জীব মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন আদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার বশবর্তী হইয়া হরিবিশুদ্ধ হইয়া উঠে । এইরূপ আশ্রয়হারা মূঢ় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেবতার প্রীতির জন্য উপবাস, জপাদি করিয়া থাকে । জীব ! যদি সেবা করিতেই হইল, তবে উপদেবতার সেবা না করিয়া পরমদেবতার সেবা করিলে না কেন ॥ ২০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । জীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাসিদ্ধির আশায় ভগবান্কে ভাল বাসিতে ভুলিয়া যায়, স্তবরাং তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থমাত্রই সিদ্ধ হয় । যদি কেহ সামান্য বিষয়বাসনা বিসর্জন দিয়া ঈশ্বরপ্রীতিার্থ সর্বকর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার মনের রজস্তমো-গুণ ক্ষীণ হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে । বিশুদ্ধচিত্ত হইলে জীব ইহপরলোকের সামান্য সুখস্বচ্ছন্দতার লোভে ভগবান্কে ভুলিয়া যায় না । ভগবান্কে পাইবার চেষ্টা করিলে একল বাসনারই অবসান হয়, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধি-লাভের জন্য ইচ্ছা হইতেই পারে না । (২।৪৬ ও ৭।২৩ শ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী । যঃ যঃ (যে যে) ভক্তঃ (ভক্ত) শ্রদ্ধয়া (ভক্তিযুক্ত হইয়া) যাং যাং

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে ।

লভতে চ ততঃ কামান্ মযৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

(যে যে) তনুং (দেবমূর্তি) অচ্চিতুং (অর্চনা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই) অচলাং (অচলা) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধা) অহং (আমি) বিদধামি (দৃঢ় করিয়া দিই) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিব্যুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা পূর্বক অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই অন্তর্যামিরূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তত্তন্মূর্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই ॥ ২১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তেষাং চ কামিনাং—য ইতি । যো যঃ কামী যাং যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া সংযুক্তো ভক্ত্য চ সন্নিচ্চিতুং পূজয়িতুমিচ্ছতি তস্য তস্য কামিনোহচলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । দেবতা বিশেষং যে ভজন্তি তেষাং মধ্যে—যো য ইতি । যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্তিং শ্রদ্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি প্রবর্ততে তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে যে-ভাবেই ও যে যে-মূর্তিতেই কেন পূজা করুক না অন্তর্যামী ভগবান্ সেই-ভাবেই ও সেই মূর্তিতেই তাহার ভক্তিপ্রবাহের পথ মূক্ত করিয়া দেন । লোকে স্থূলবুদ্ধি বশতঃ ভগবান্কে ভিন্না ভিন্না রূপে দেখে বটে, কিন্তু ভগবানের চক্ষে এ ভিন্না-দৃষ্টি নাই । সমস্ত পূজারই ফলদাতা একমাত্র তিনি । যে ভাবেই জীব-পূজা করুক না কেন, সর্বথা তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে । তিনি সেই ভাবেই তাহার অর্চনার পথ উন্মুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

অম্বয়বোধিনী । সঃ (সেই ভক্ত) তয়া (সেই) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) তস্যঃ (সেই দেবতার) রাধনম্ (অর্চনা) ইহতে (করিয়া থাকে) ; ততঃ চ (এবং সেই দেবতার নিকট হইতে) ময়া এব (আমা কর্তৃকই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ (সেই) কামান্ (কামনাসমূহ) লভতে (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । সেই সকাম ভক্ত পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবমূর্তির অর্চনা করিয়া থাকে, এবং সেই দেবতার নিকট হইতে মৎ-প্রদত্ত নিজ কামনা লাভ করে (অর্থাৎ আমিই তাহার পূর্বকল্পিত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি) ॥ ২২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যৈবং পূর্বং প্রবৃত্তঃ সুভাবতো যো যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়াচ্চিতু-মিচ্ছতি—স তয়েতি । স তয়া মন্বিহিতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সংস্তস্যা দেবতাতন্বা রাধনমারাধনমীহতে চেষ্টতে । লভতে চ ততঃস্তস্যা আরাধিতায়া দেবতাতন্বাঃ কামানীপ্সিতান্ মযৈব পরমেশ্বরেণ

অন্তবত্ত্ব ফলং তেষাং তদ্ব্যবত্যাগমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মন্তুক্তা যাস্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

সর্বজ্ঞেন কর্মফলবিভাগজ্ঞতয়া বিহিতানিগ্নিতাংস্তান্ । হি যস্মান্তে ভগবতা বিহিতাঃ
কামাঃ । তস্মাত্তানবশ্যাং লভত ইত্যর্থঃ । হিতানিতি পদচ্ছেদে হিতং কামানামুপচরিতং
কল্প্যম্ । ন হি কাম্য হিতাঃ কস্যচিৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্শ্চ স তয়েতি । স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনো
রাধনমারাদনমীহতে কৰোতি । তত্শ্চ যে সংকল্পিতাঃ কামান্তান্ কামাংস্ততো দেবতা-
বিশেষান্নভন্তে । কিন্তু ময়ৈব তত্তদেবতাস্ত্য্যামিণা বিহিতান্ নিগ্নিতান্ হি । স্ফুটমেতৎ
তত্তদেবতানামপি মদধীনত্বান্মমমুত্তিহাচ্ছেত্যর্থঃ । ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সকাম ভক্ত মারণ, মোহনাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কল্প সাধন জন্য
ভগবান্কে ভুলিয়া অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে বটে ; কিন্তু তাহাদের আকাঙ্ক্ষানুরূপ
ফলদাতা সূর্য ভগবান্হি । কেননা, তিনি ভিন্ন অন্তর্যামী ও ফলদাতা আর কেহই নাই ।
যেমন এক একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সহিত নদীর যোগ থাকিলে, তুমি জলাশয় হইতে যত
ইচ্ছা জল লও না কেন, কিন্তু জানিতে হইবে যে নদীই এই জল যোগাইতেছে, বস্তুতঃ
জলাশয়ের স্বতন্ত্র জল নাই ; সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ যে সাধকের কামানুরূপ ফল
দান করেন, তাহা অন্তর্যামী পরমেশ্বরেরই সামর্থ্যে বলিতে হইবে ॥ ২২ ॥

অম্বয়বোধিনী । তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং (অল্পবুদ্ধি) তেষাং (সেই ব্যক্তিগণের)
তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ (বিনাশি) ভবতি (হয়) ; হি (যেহেতু) দেবযজ্ঞঃ
(দেবোপাসকগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যাস্তি (প্রাপ্ত হয়), মন্তুক্তাঃ (আমার ভক্তগণ)
মাং (আমাকে) যাস্তি (পাইয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের আরধনালব্ধ ফল বিনাশি হইয়া
থাকে, কেননা তাহারা দেবার্চনা দ্বারা দেবলোকই প্রাপ্ত হয় ; আর আমার
ভক্তগণ পরিণামে আমাকেই লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যস্মাদন্তবৎসাধনব্যাপারা অবিবেকিনঃ কামিনশ্চ তে । অতঃ—
অন্তবদिति । অন্তবদ্বিনাশি তু ফলং তেষাং তদ্ব্যবত্যাগমেধসাম্প্রজ্ঞানাম্ । দেবান্ দেবযজ্ঞো
যাস্তি । দেবান্ যজন্ত ইতি দেবযজ্ঞঃ । তে দেবান্ যাস্তি । মন্তুক্তা যাস্তি মামপি । এবং
সমানেষপায়াসে মামেব ন প্রপদ্যন্তেহনন্তফলায় । অহো খলু কষ্টং বর্ততে ইত্যানুক্ৰোশং
দর্শয়তি ভগবান্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং যদ্যপি সর্বা অপি দেবতাঃ সর্বাশ্রনো মমৈবমুর্তয়ঃ ।
অতস্তদারাদনমপি বস্তুতো মদারাদনমেব । তত্র ফলদাতাপি চাহমেব । তথাপি সাক্ষান্ম-

অব্যক্তং ব্যক্তিমাশ্রয়ং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুভবন্ত ॥ ২৪ ॥

ভক্তানাং চ তেষাং চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিতি । অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্ন-
দৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎ ফলমন্তবদ্বিনাশি ভবতি । তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজঃ ।
তে দেবানন্তবতো যান্তি । মন্তভাস্ত মামনাদ্যন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অল্পপজ্ঞগণ অন্য দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া সকাম পূজা করিলে
যদিচ ভগবান্ তত্তদেবরূপেই ফল দান করেন, তথাচ ভগবানের স্বরূপের পূজা করিলে
জীব যে ফল প্রাপ্ত হয়, উহারা তাহা প্রাপ্ত হয় না । তমোগুণিগণ ভূত-প্রেতের, রজো-
গুণিগণ যক্ষ-রক্ষের, সত্ত্বগুণিগণ ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনা করিয়া থাকে । আরাধ্য দেবতাতে
যতটুকু শক্তির সঞ্চার থাকা সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অতিরিক্ত ফল প্রাপ্তিতে তত্তদেবচর্চনা-
কারীদিগের আশা নাই । যে মুমুক্শুগণ কেবল তৎস্বরূপেই পূজা করিয়া থাকেন, সেই
নিকাম ভক্তগণ অস্তে মুক্তিপদ—ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন । ভগবৎ-স্বরূপের আরাধনা-
কারী আর্তাদি ভক্তগণও প্রথমতঃ বাঞ্ছিত লাভ করিয়া পরিণামে কামনার পরিপাক হইলে
মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

অব্যয়বোধিনী । অবুদ্ধয়ঃ (অবিবেকিগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) অনুভবং
(সর্বোৎকৃষ্ট) পরং ভাবম্ (পরমাত্ম-স্বরূপ) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত)
মাং (আমাকে) ব্যক্তিম্ (সাকারভাব) আপনান্ (প্রাপ্ত) মন্যন্তে (বিবেচনা করে) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । অবিবেকিগণ আমাকে অব্যয় ও সর্বোৎকৃষ্ট-স্বরূপ না
জানিয়া অব্যক্ত-স্বরূপ আমাকে ব্যক্ত বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ২৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কিংনিমিত্তং মামেব ন প্রপদ্যন্ত ইতি ? উচ্যতে—অব্যক্তমিতি ।
অব্যক্তমপ্রকাশম্ । ব্যক্তিমাশ্রয়ং প্রকাশং গতমিদানীং মন্যন্তে । মাং নিত্যপ্রসিদ্ধমীশ্বরমপি
সন্তমবুদ্ধয়োহবিবেকিনঃ । পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপমজানন্তোহবিবেকিনো মমাব্যয়ং
ব্যয়রহিতমনুভবং নিরতিশয়ং মদীয়ং ভাবমজানন্তো মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু চ সমানে প্রয়াগে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্বেরূপে
কিমিতি দেবতাস্তরং হিত্ব ত্রামেব ন ভজন্তি ? তত্রাহ—অব্যক্তমিতি । অব্যক্তং
প্রপঞ্চাতীতম্ । মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্মাভিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে । তত্র
হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ । কথংভূতম্ ? অব্যয়ং নিত্যং । ন বিদ্যত
উতমো ভাবো যস্মাৎ তং মন্তাবম্ । অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিকৃতনানাশিশুদ্ধোজি-
তসমুত্তিঃ মাং পরমেশ্বরং চ স্বকর্মনিশ্চিতভৌতিকদেহং চ দেবতাস্তরং সমং পশ্যন্তো
মন্দমতয়ো মাং নাতীবাশ্রয়ন্তে । প্রত্যুত কিপ্রফলদং দেবতাস্তরমেব ভজন্তি । তে
চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদি কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং মুক্তিদাতাই হন, তবে জীব তাঁহাকে

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।

মূঢ়োহ্যং নাভিজানাতি লোকে। মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ছাড়িয়া অন্য দেবতার কেন আরাধনা করে? অর্জুনের এই সংশয় ভক্তনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। যাহারা বিবেকবুদ্ধিবজ্জিত, তাহারা তাঁহাকে সর্বকারণের কারণ নিরূপাধিক সচ্চিদানন্দবন সুন্দর না জানিয়া, মীন, কূর্ম, মানবাদি জীব বলিয়া জ্ঞান করে; তাহারাই তাঁহার স্বরূপে বিষম হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে; এবং এই জন্যই তাহারা কণবিশ্বংসী ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে হইলে ভক্তি ও বৈরাগ্যসহ যথাযথ জ্ঞান বিচারের অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যিক। এইজন্য গীতাদি মোক্ষশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে হইবে। অনেকে নিকাম কর্মাদিরূপ গোণী-ভক্তির সাধনা করিয়াও যে ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভে বঞ্চিত হয়েন, তাঁহার নিত্যসিদ্ধস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানই তাহার মুখ্য কারণ। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে হইলে প্রথমতঃ নিজে তদুপযোগী অধিকারী হওয়া উচিত ॥ ২৪ ॥

অম্বয়বোধিনী। অহং (আমি) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকায়) সর্বস্য (সকলের নিকট) প্রকাশঃ (প্রকাশিত) ন (হই না) ; [এই জন্য] অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ (মূঢ় লোক) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অবয়ং (ক্ষয়শূন্য) [বলিয়া] ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি সকল লোকের নিকট প্রকাশিত হই না ; কেননা, যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকায় আমি যে জন্মমরণরহিত পরমেশ্বর তাহা লোকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। তদজ্ঞানং কিংনিমিত্তমিতি? উচ্যতে-নাহমিতি। নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য লোকস্য। কেষাঞ্চিদেব মন্ত্ৰজ্ঞানাং প্রকাশোহহমিত্যভিপ্রায়ঃ। যোগমায়াসমাবৃতঃ—যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনং। সৈব মায়া যোগমায়া। অথবা ভগবতো যঃ সঙ্কল্পঃ স এব যোগঃ। তদ্বশবর্তিনী যা মায়া সা যোগমায়া। চিত্তসমাধির্বা যোগো ভগবতঃ। তৎকৃতা মায়া যোগমায়া তয়া যোগমায়া সমাবৃতঃ সংছন্দা ইত্যর্থঃ। অত এব মূঢ়ো লোকোহ্যং নাভিজানাতি মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ-নাহমিতি। সর্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি। কিন্তু মন্ত্ৰজ্ঞানামেব। যতো যোগমায়া সমাবৃতঃ। যোগো যুক্তির্ঘটনীয়ঃ কোহপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ। স এব মায়াঘটমানঘটনাপটীয়ন্তাৎ। তয়া সংছন্দাঃ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নাং লোকোহজমব্যয়ং চ মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চাজ্জুন ।

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপ ধারণকালে অলোকসামান্য লক্ষণ সত্ত্বেও কেন লোকে তাঁহাকে সাধারণ জীব বলিয়া মনে করে, অজ্জুনকে ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, একান্ত অনুরাগ ভিন্ন তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না । তাঁহার এই সুতঃসিদ্ধ সঙ্কল্পশক্তিই যোগমায়ারূপে তাঁহারই মূরূপকে লোকবুদ্ধির বহির্ভূত—গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে । তাই ভক্তিহীন মূঢ়গণ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না । মায়াবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইলে সরল বিশ্বাস ও অকপট ভক্তির নিতান্ত প্রয়োজন । ভক্তিহীন ব্যক্তির নিকট তিনি মেঘাচ্ছাদিত রবির ন্যায় চিরদিনই অপ্রকাশিত থাকেন ॥ ২৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ভক্তি বলিলে লোকে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহা গোপী ভক্তি । উহার যথাযথ সাধনে চিত্তের শুদ্ধি (নিরোধ) হইতে পারে ; কিন্তু উহা ঈশ্বরস্বরূপদর্শনের সাক্ষাৎ কারণ নহে । অসমাহিত চিত্ত কোন না কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিবে, তাহা ভগবৎস্বরূপ ধারণা করিতে পারে না । চিত্তনিরোধেই ঈশ্বর স্বরূপতঃ প্রকাশিত হইবেন । (গীতার্থ সন্দীপনী ৭।২৮, ১৫।১১ এবং পরিব্রাজক মহোদয়ের ব্যাখ্যাত ১৮ ও ১৯ নারদভক্তিসূত্র দ্রষ্টব্য) ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । অজ্জুন (হ অজ্জুন!) অহং (আমি) সমতীতানি (ভূত) বর্তমানানি (বর্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি (সমস্ত বিষয়) বেদ (জ্ঞানি), তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং (আমাকে) ন বেদ (অবগত নহে) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালের সমস্ত বিষয়ই বিদিত আছি ; কিন্তু হে অজ্জুন ! কেহই আমাকে অবগত নহে ॥ ২৬ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যয়া যোগমায়য়া সমাবৃতং মাং লোকো নাভিজানাতি, নাসৌ যোগমায়য়া মদীয়া সতী মমেশ্বরস্য মায়াবিনো জ্ঞানং প্রতিবধাতি । যথান্যস্যাপি মায়াবিনো মায়াজ্ঞানং তদ্বৎ । যত এবমতঃ—বেদাহমিতি । অহং তু বেদ জানে । সমতীতানি সমতিক্রান্তানি ভূতানি । তথা বর্তমানানি চাজ্জুন । ভবিষ্যাণি চ—ভূতানি বেদাহম্ । মাং তু বেদ ন কশ্চন । মন্ত্ৰভংগম্ভ্রংশ্রমেকং মুক্ত্বা । মন্ত্ৰভবেদনাভাবাদেব ন মাং ভজতে ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সর্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তং । তদেব স্বস্য সর্বোত্তমম্—মনাবৃতজ্ঞানশক্তিস্থেন দর্শয়ন্যোষামজ্ঞানমাহ—বেদাহমিতি । সমতীতানি বিনষ্টানি বর্তমানানি চ ভবিষ্যাণি ভাবীনি চ ত্রিকালবর্ত্তানি ভূতানি স্হাবরজঙ্গমানি সর্বাণ্যহং বেদ জানামি । মায়াপ্রয়ত্নান্মম । তস্যাঃ স্বাপ্রয়ব্যমোহকত্বাভাবাদিতি প্রসিদ্ধং । মাং তু কোহপি ন বেত্তি মন্যামোহিতত্বাৎ । প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ারঃ সাপ্রয়াধীনম্মন্যমোহকত্বং চেতি ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাদ্বৈষম্যমুখেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত । সর্বভূতানি সংমোহং সর্গে যাস্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ স্বয়ং সর্বজ্ঞ, স্মৃতরাং যোগমায়াবরণ জন্য তাঁহার ত্রিকালদশিতার কিছুমাত্র বিষ় হইতেছে না ; কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া জীবকে এমনই অন্ধীভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, জীবগণ তাহা অতিক্রম করিয়া ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইতেছে না । যেমন সূর্য্যের প্রখর কিরণপাতে কুজ্বাটিকা অপনীত হইয়া যায়, তদ্রূপ তীব্র ভক্তির বেগ সাধুহৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে যোগমায়ার দূরপনয়ে আবরণও বিদূরিত হইয়া যায় । অভক্তির চক্ষে তাঁহাকে কোনমতেই দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ২৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । মায়ার আরবণ ও বিক্ষেপশক্তি বশতঃই জীব আপনাকে স্বতন্ত্র জানিয়া এবং বিবিধ বিষয়চিন্তায় অভিভূত হইয়া ভগবানের চিন্মাত্র বা চিদঘন স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না । দেহাঙ্গবোধ ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক প্রেমের আবেশেই জীবের চিত্ত বিষয়চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিরুদ্ধ হইয়া ভগবৎসত্তায় অভিনুভাব লাভ করে, নচেৎ ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকারের উপায়ান্তর নাই ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত!) পরন্তপ (হে পরন্তপ!) সর্গে (স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে) ইচ্ছাদ্বৈষম্যমুখেন (ইচ্ছাদ্বৈষজনিত) দ্বন্দ্বমোহেন (দ্বন্দ্বজনিত মোহ দ্বারা) সর্বভূতানি (প্রাণিগণ) সংমোহং যাস্তি (অভিভূত হয়) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত ! হে পরন্তপ ! প্রাণিগণের স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে তাহারা ইচ্ছাদ্বৈষজনিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব কর্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কেন পুনর্নৃত্তবদেনপ্রতিবন্ধেন প্রতিবন্ধানি সন্তি জায়মানানি সর্বভূতানি মাং ন বিদন্তীত্যপেক্ষামিদমাহ ইচ্ছেতি । ইচ্ছাদ্বৈষম্যমুখেন । ইচ্ছা চ দ্বৈষশ্চৈচ্ছাদ্বৈষৌ । তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতীতীচ্ছাদ্বৈষমুখঃ । তেনেচ্ছাদ্বৈষমুখেন । কেনেতি বিশেষ্যাপেক্ষামিদমাহ দ্বন্দ্বমোহেনেতি । দ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো দ্বন্দ্বমোহঃ । তাববেচ্ছাদ্বৈষৌ শীতোষ্ণবং পরস্পরবিরুদ্ধৌ স্নুখদুঃখতদ্বৈষ্যৌ যথাকালং সর্বভূতৈঃ সংবধ্যমানৌ দ্বন্দ্বশব্দেনাভিধীয়েতে । তত্র যদেচ্ছাদ্বৈষৌ স্নুখদুঃখতদ্বৈষ্যৌসংপ্রাপ্তা লক্কাঙ্গকৌ ভবতস্তদা তৌ সর্বভূতানাং প্রজ্ঞায়াঃ স্ববশাপাদনদ্বারেন পরমার্থান্বতদ্বৈষয়জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকারণং মোহং জনয়তঃ । ন হি ইচ্ছাদ্বৈষদোষবশীকৃতচিন্তস্য যথাভূতার্থবিষয়জ্ঞানমুৎপদ্যতে বহিরপি । কিমু বক্তব্যং তাভ্যামবিষ্টবুদ্ধেঃ সংমুচ্যস্য প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধে জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি ? অতন্তেনেচ্ছাদ্বৈষমুখেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ভরতানুয়জ সর্বভূতানি সংমোহিতানি সন্তি সংমোহং সংমুচ্যতাং সর্গে জন্মন্যুৎপত্তিকাল ইত্যেতৎ—যাস্তি গচ্ছন্তি হে পরন্তপ । মোহবশান্যেব সর্বভূতানি জায়মানানি জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ । যত এবমতন্তেন দ্বন্দ্বমোহেন প্রতিবন্ধপ্রজ্ঞানানি সর্বভূতানি সংমোহিতানি মামান্বভূতং ন জানন্তি । অত এবান্বভাবেন মাং ন ভজন্তে ॥ ২৭ ॥

যেষাং তত্ত্বগতং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ।
তে হৃদমোহনিৰ্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তং ।
তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বৈ কারণমাহ—ইচ্ছেতি । স্বজ্যত ইতি সর্গঃ । সর্গে স্থূলদেহোৎ-
পত্তৌ সত্যং তদনুকূল ইচ্ছা । তৎপ্রতিকূলে চ ঘেষঃ । তাভ্যাং সমুখঃ সমুদ্ভূতো যঃ
শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিহৃদনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশঃ । তেন সৰ্ব্বাণি ভূতানি সংমোহং
যান্তি—অহমেব স্বখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি । অতস্তানি মজ্জানা-
ভাবানাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীব স্থূল দেহ লাভ করিলেই অনুকূল বিষয় লাভে ইচ্ছা ও
প্রতিকূল পদার্থে ঘেষ করিয়া থাকে । শীত-উষ্ণ, ক্রুধা-তৃষ্ণাদিতে ব্যাকুল হয় এবং আমি
স্বখী, আমি দুঃখী এরূপ অভিমানযুক্তও হয় যোগমায়ার ন্যায় এই বিষম হৃদদৃষ্টিও
ভগবদ্বন্দ্বের বিষম প্রতিবন্ধক । ভগবান্ “ভারত” পদে অজ্ঞানের পবিত্র কুলমর্যাদা
ও “পরম্পর” পদ দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনসামর্থ্যের মর্যাদা দেখাইয়া দিলেন । যাহারা
রাগ ঘেযাদি হৃদয়ের বশীভূত, ভগবান্কে তাহারাও দর্শন করিতে পায় না ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যেসং তু (যে সকল) পুণ্যকৰ্ম্মণাং (পুণ্যশীল) জনানাং (ব্যক্তি
গণের) পাপম্ (পাপ) অন্তগতং (বিনষ্ট হইয়াছে) হৃদমোহনিৰ্ম্মুক্তাঃ (হৃদমোহশূন্য) তে
(সেই) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করিয়া থাকেন) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। পুণ্যকৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদিগের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে
সেই হৃদমোহনিৰ্ম্মুক্ত ব্যক্তিগণই আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শাস্ত্ররত্নাশ্রম। কে পুনরনেন হৃদমোহেন নিৰ্ম্মুক্তাঃ সন্তস্তাং বিদিত্বা যথাশাস্ত্র-
মাত্রভাবেন ভজন্ত ইত্যপেক্ষিতমর্থং দর্শয়িতুমুচ্যতে—যেষামিতি । যেসং তু পুনরন্তগতং
সমাপ্তপ্রায়ং ক্রীণং পাপং জনানাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ । পুণ্য কৰ্ম্ম যেসং সম্বন্ধিকারণং বিদ্যতে
তে পুণ্যকৰ্ম্মণাঃ । তেষাং পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ । তে হৃদমোহনিৰ্ম্মুক্তা যথোক্তেন হৃদমোহেন
নিৰ্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং পরমাত্মানম্ । দৃঢ়ব্রতাঃ । এবমেব পরমার্থতত্ত্বং নান্যথেষ্যেত্যেবং
সৰ্ব্বপরিচয়গব্রুতেন নিশ্চিতবিজ্ঞানা দৃঢ়ব্রতা উচ্যন্তে ॥ ২৮ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা। কুতস্তহি কেচন স্মাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে ? তত্রাহ—যেষামিতি ।
যেষাং তু পুণ্যচরণশীলানাং সৰ্ব্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং তে হৃদনিমিত্তেন মোহেন
নিৰ্ম্মুক্তা দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। “সৰ্ব্বভূতানি সংমোহং যান্তি” এতদ্বচনে ভগবান্ সকল প্রাণীরই
মোহপ্রাপ্তির কথার সূচনা করিয়াছেন । আবার আর্ভ, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কৰ্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

ভক্তের কথা উল্লেখ করায় পাছে অর্জুনের ভগবদ্বাক্যে বিরোধ বোধ হয়, তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, প্রাণিনাত্রই মায়ায় মোহিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি বিধৌত হইয়া যায়, তাঁহাদের দ্বন্দ্বমোহাদি ধীরে ধীরে অপনীত হয়। দ্বন্দ্বমোহাদি দূর হইলেই চিত্তের একাগ্রতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তাবৃদ্ধি ও ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

অবয়বোদ্ভিনী । যে (যাঁহারা) জরামরণমোক্ষায় (জরামরণ-নিবারণার্থ) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (অবলম্বন পূর্বক) যতন্তি (সাধন করেন) তে (তাঁহারা) তৎ (সেই সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) কৃৎস্নং (নিখিল) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম বিষয়) অখিলং কৰ্ম চ (এবং সমস্ত কৰ্ম) বিদুঃ (জানেন) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে সকল ব্যক্তি জরামরণাদি নিবারণার্থে আমাকে (সগুণ ব্রহ্মকে) অবলম্বন পূর্বক সাধনা করিতে থাকেন, তাঁহারা “তৎ” পদের লক্ষ্যার্থরূপ নিগুণ ব্রহ্মকে এবং অপরিচ্ছিন্ন “তৎ” পদের লক্ষ্যার্থ আত্মাকে এবং শ্রবণমনাদি সাধনরাশি অবগত হয়েন ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । তে কিমর্থং ভজন্ত ইতি? উচ্যতে জরেতি। জরামরণমোক্ষায় জরামরণয়োর্মোক্ষার্থম্। মাং পরমেশ্বরমাশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তো যতন্তি প্রযতন্তে যে তে যদ্বাক্ পরং তদ্বিদুঃ। কৃৎস্নং সমস্তম্। অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু। তদ্বিদুঃ। কৰ্ম চাখিলং সমস্তং বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং চ মাং ভজন্তঃ সৰ্বং ক্লিষ্টেয়ং বিজ্ঞায় ক্তার্থা ভবন্তীত্যাহ জরেতি। জরামরণয়োর্মোক্ষায় নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ। কৃৎস্নমধ্যাত্মং চ বিদুঃ। যেন তৎ প্রাপ্তব্যং তৎ দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মা-নং চ জানীতার্থঃ। তৎসাধনভূতমখিলং সরহস্যং কৰ্ম চ জানন্তীতার্থঃ ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহারা কামনাসিদ্ধিরূপ ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মুক্তির জন্য সাধনা, অর্থাৎ উপাসনাদি ক্রিয়ায় তৎপর হয়েন, তাঁহাদিগের সোপাধিক বা সগুণ ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে না। নিগুণ ব্রহ্ম উপাসনার অতীত, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করিলেও উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। মনে কর, তুমি পাপভারে আক্রান্ত হইয়া নিগুণ পরব্রহ্মের নিকট পাপ মোচনার্থ প্রার্থনা করিলে; যিনি নিগুণ, তাঁহাতে দয়াক্রপ গুণের সম্ভব না থাকায়, যিনি প্রকৃতির অতীত তাহাতে তোমার দুঃখবেদনার-পাপের জ্বালামালার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইতে না পারায়, যিনি নির্বিকার, নিস্তরঙ্গ, তোমার

সাধিভূতাধিদেবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ ।
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুযুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসুপনিষৎসু বুদ্ধবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

জন্য তাঁহার স্বভাবের ভাবান্তর না হওয়ায়, তোমার পাপভার মোচন হইল না । তোমার
জুতিমিনতি নিগুণ বুদ্ধকে বিচলিত করিতে পারে না । যিনি দয়াময়, তিনি সগুণ ;
তোমার দুঃখাপনোদনের বাসনা হইলে তুমি সেই সগুণ দয়াময়কে ব্যতীত আর কাহাকে
ডাকিবে? কৃপাদিন্দু সগুণ বুদ্ধ ব্যতিরিক্ত আর কেই বা তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?
সগুণ বুদ্ধের উপাসনা করিলে নিগুণ বুদ্ধকে এবং তৎপ্রাপ্তির গুহ্যসাধন-রহস্যরাশিও
বিদিত হইতে পারা যায় ॥ ২৯ ॥

অন্যবোধিনী । যে চ (আর যাঁহারা) সাধিভূতাধিদেবং (অধিভূত ও অধিদেবের
সহিত) সাধিযজ্ঞং চ (ও অধিযজ্ঞের সহিত) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন) তে (সেই)
যুক্তচেতসঃ (সমাহিতমনা ব্যক্তিগণ) প্রয়াণকালে অপি (মরণকালেও) মাং (আমাকে)
বিদুঃ (জানিতে পারেন) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহারা অধিভূত, অধিদেব ও অধিযজ্ঞের সহিত
আমাকে চিন্তা করিয়া থাকে, তাঁহারা মরণকালেও আমাকেই বিদিত হইয়া
থাকেন ॥ ৩০ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । সাধীতি । সাধিভূতাধিদেবং—অধিভূতং চাধিদেবং চাধিভূতাধিদেবং ।
সহাধিভূতাধিদেবেন বর্ত্তত ইতি সাধিভূতাধিদেবং চ মাং যে বিদুঃ । সাধিযজ্ঞং চ সমাধি
যজ্ঞেন সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ । প্রয়াণকালে মরণকালেহপি চ মাং তে বিদুঃ । যুক্ত-
চেতসঃ সমাহিতচিত্তা ইতি ॥ ৩০ ॥

ইতি শাক্তের শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ন চৈবংভূতানাং যোগব্রংশশঙ্কাপীতাহ—সাধিভূতেতি ।
অধিভূতাধিদেবদানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধায়ে ব্যাখ্যাস্যতি । অধিভূতেনাধিদেবেন চ
সহাধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি তে যুক্তচেতসো ময্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেহপি
মরণসময়েহপি মাং বিদুর্জানন্তি । ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি । অতো
মন্ত্তনানাং ন যোগব্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণভজৈরযতেন বুদ্ধজ্ঞানমবাপ্যতে ।

ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতগীতায়াং ভগবদগীতাতীক্যাং সুরোদিত্য-বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মরণকাল উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়সকল বিরণ হইয়া আসে । নানা যাতনা ও ক্রেশে অভিভূত হইয়া তাহাদের স্ফুর্তি-শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায় । ইন্দ্রিয়গণ নিতান্ত ক্ষীণ ও তাহাদের কার্যকারিণী শক্তি নষ্ট হইলে, মনও অভিভূত হইয়া পড়ে । তখন তোমার ভগবৎকথা বলিবার এবং ভগবৎকথা শুনিয়া ভগবদনুরাগী হইবার শক্তি সামর্থ্যও থাকে না । যে মন চিরদিন বিষয়-চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, সে মনও তখন স্বয়ং বুদ্ধিচিন্তা করিতে সমর্থ হয় না । তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত সংস্কারের তরঙ্গরাশি সেই সময়ে একে একে উঠিতে থাকে । যদি তুমি চিরদিনই পুত্র-কলত্র আদিকে স্নেহ করিয়া আসিয়া থাক, তবে মরণকালে তোমার চিরভ্যস্ত সেই বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদ্ভিত হইতে থাকিবে । আর যদি চিরদিন শ্রদ্ধা-পূর্বক ভগবচ্চিন্তন করিয়া থাক, তবে মরণকালে তুমি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও—কেহ তোমাকে ভগবানের কথা না শুনাইলেও, ভগবদ্ভবিষ্য তোমার চিরভ্যস্ত বলিয়া উহা আপনা-আপনিই তোমার মনোমধ্যে উদ্ভিত হইতে থাকিবে । ভগবদ্ভক্ত অজ্ঞান—অচেতন—মূচ্ছিত অবস্থাতেও ভগবদ্ভাবষ্ট হয়েন না । ভক্ত অচেতন হইয়া যদি ভগবানকে স্মরণ করিতে নাও পারেন, চির আরাধিত ভক্তবৎসল ভগবান তখন স্বয়ং ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন । শিশু যেমন মাতার অঞ্চল ধরিয়া বাইতে বাইতে অকস্মাৎ যদি পিচ্ছিল ভূমিতে পতিত ও মূচ্ছিত হয়, তখন মাতা যেমন সেই চেষ্টাচৈতন্যহারা শিশুকে স্বয়ং উদ্যত হইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন, সেইরূপ ভক্ত স্বভাবের নিয়মে মরণ-মূচ্ছায় অচেতন হইলেও চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান ভক্তের চিরভ্যস্ত অনুরাগের আকর্ষণে মুমূর্ষুহৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন ।

ভগবান্ এতং সপ্তমাধ্যায়ে উত্তমাধিকারিগণের প্রতি লক্ষণা-বৃত্তি দ্বারা তৎ-পদ-প্রতিপাদ্য জ্ঞেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন, এবং মধ্যমাধিকারীদিগের জন্য শক্তিরূপ মুখ্য-বৃত্তি দ্বারা তৎ-পদ-প্রতিপাদ্য ধ্যেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন ॥ ৩০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জগতের তাবৎ নশুর পদার্থে, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভে এবং দেহস্থিত পুরুষে সর্বাঙ্গকস্বরূপে একমাত্র ভগবান্‌ই নিত্য বিদ্যমান । তাঁহারই পরা ও অপরা প্রকৃতি দ্বারা বিশ্ব বিধূত রহিয়াছে—(৭।৫, ৬, ৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) । যিনি নিজ জীবনে ভগবান্‌কে এইভাবে চিন্তন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাঁহার হৃদয়ে মৃত্যুকালেও ভগবৎস্মৃতি স্বতঃই উদ্ভিত হয় ।

এই সপ্তমাধ্যায়ে নিবৃত্তি-পরায়ণ উত্তমাধিকারিগণের জন্য ভগবানের বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ লাভের উপদেশ এবং প্রবৃত্তি-মার্গগামী মধ্যমাধিকারিগণের নিমিত্ত তাঁহার বিবিধ সপ্তাধ্যানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয়-প্রণীত

“গীতার্থসন্দীপনী” নামক ভাষা-তাৎপৰ্য্য-ব্যাখ্যার

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কিং তদ্ব্রক্ষ কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়াহপি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অবয়বোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিম্ (ব্রহ্ম কি)? অধ্যাত্মং কিং (অধ্যাত্ম কি)? কৰ্ম কিম্ (কৰ্ম কি)? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং (অধিভূত কাহাকে বলে)? কিং চ অধিদৈবম্ (অধিদৈবই বা কাহাকে) উচ্যতে (বলা যায়)? মধুসূদন (হে মধুসূদন!) অধিযজ্ঞঃ কঃ (অধিযজ্ঞ কি)? অত্র দেহে (এই দেহে) কথং (কি প্রকারে অবস্থিত)? প্রয়াণকালে চ (এবং মরণকালে) নিয়তাত্মভিঃ (সমাহিতচিত্ত পুরুষগণ কর্তৃক) কথং (কিরূপে) (তুমি) জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞানগম্য) অসি (হও)? ॥ ১।২ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন বলিলেন, হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্মই বা কাহাকে বলে? কৰ্মই বা কি? অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞই বা কিরূপে চিন্তা করিতে হয়? অধিযজ্ঞ এই দেহের মধ্যে বা বাহিরে অবস্থিত? আর মরণকালে সমাহিতচিত্ত পুরুষগণের নিকট তুমি কি উপায়েই বা জ্ঞানগম্য হও ॥ ১।২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমিত্যাदिना ভগবতঃ অৰ্জুনস্য প্রশ্নবীজান্যু-
পদিষ্টানি । অতন্তৎপ্রশ্নার্থমৰ্জুন উবাচ—কিং তদিতি ॥ ১।২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

ব্রহ্মকৰ্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃৎস্নকচেতসঃ ।

ইত্যুক্তং ব্রহ্মকৰ্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তৎ জিজ্ঞাসুরৰ্জুন
উবাচ—কিং তদ্ব্রক্ষতি হ্যভ্যাং । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিং—অধিযজ্ঞ ইতি । অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ততে
তস্মিন্ কোহধিযজ্ঞোহধিষ্ঠাতা? প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ । স্বরূপং পুষ্পাধি-
ষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারেণাসাবস্মিন্ দেহে স্থিতো যজ্ঞমধিষ্ঠিতীত্যর্থঃ ।
যজ্ঞগ্রহণং সৰ্ব্বকৰ্ম্মণামুপলক্ষণার্থং । অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন
জ্ঞেয়োহসি? ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ॥

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ সপ্তমাধ্যায়ের শেষে “তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কুংস্ম” ইত্যাদি শ্লোকার্কে যে জ্ঞেয় সপ্ত পদার্থের সূচনা করিয়াছেন, অষ্টম অধ্যায়ে তাহাই বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যাত হইবে ।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ যে সকল গুহ্য রহস্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে বুঝিবার জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভগবন্! ব্রহ্ম কি? তিনি সৌপাধিক অথবা নিরূপাধিক? এই দেহরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া যিনি অবস্থিতি করিতেছেন, সেই অধ্যাত্ম ভৌতিক অথবা চৈতন্যস্বরূপ? কৰ্ম্ম, যজ্ঞাদি অথবা তাহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ? অধিভূত বলিয়া তুমি পৃথিব্যাदि কার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছ, অথবা ক্রিয়ামাত্রকেই বুঝাইয়াছ? দেবতাগণের ধ্যানকে তুমি অধিদেব বলিয়াছ, অথবা আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তি জীবচৈতন্যের নাম অধিদেব? যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থান করেন তিনিই অধিযজ্ঞ, কিংবা উহা কোন দেবতাবিশেষের নাম, অথবা পরব্রহ্মকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছ? সেই অধিযজ্ঞকে কিরূপে চিন্তা করিতে হয় তাদাত্ম্য-রূপে অথবা অভেদরূপে? সেই অধিযজ্ঞ দেহের তিতরে থাকেন, অথবা বাহিরে? যদি তিতরে থাকেন, তবে তিনি বুদ্ধি আদি রূপে বিরাজিত, অথবা স্বতন্ত্র? মৃত্যুকালে চিন্তা বিবশ হইয়া পড়িলে, অর্থাৎ ভক্ত ব্যাধির বেদনায় অজ্ঞান—অচেতন হইয়া পড়িলে, যদি শেষকালে তোমাকে ডাকিতে না পারে বা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে হে কৃষ্ণ! তুমি কিরূপে তোমার চিরানুগত ভক্তের হৃদয়ে উদিত হও? ভগবান্ সমস্ত অগোচর বিষয় বিদিত আছেন, এইজন্য তাঁহাকে “পুরুষোত্তম”, এবং তিনি পরম কারুণিক, এইজন্য “মধুসূদন” বলিয়া অর্জুন সম্বোধন করিয়াছেন ॥১১ ১২ ॥

অব্যয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) অক্ষরং (অব্যয়-স্বরূপই) পরমং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম), স্বভাবঃ (স্বভাব) অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়), ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (প্রাণিগণের উৎপত্তি-বুদ্ধিকর) বিসর্গঃ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ) কৰ্ম্ম সংজ্ঞিতঃ (কৰ্ম্ম বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম, স্বভাবই অধ্যাত্ম, প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বুদ্ধিকর যজ্ঞাদিই কৰ্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥৩॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এষাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি । অক্ষরং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরং পরমাত্মা । “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীতি” শ্রুতেঃ (ক) ।

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩।৮।৯ ।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদেবতম্ ।

অধিযজ্ঞোহহমেবাত্ম দেহে দেহভূতাং বর ॥ ৪ ॥

ওঁ কারণ্য চোমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি পরেণ বিশেষণাদ্গ্রহণং । পরমমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যক্ষর উপপন্নতরং বিশেষণম্ । তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাবঃ—স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ—অধ্যাত্মমুচ্যতে । আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং বস্তু স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতেহধ্যাত্মশব্দেনাভিবীৰ্য্যতে । ভূতভাবোত্তরবরঃ—ভূতানাং ভাবো ভূতভাবঃ । তস্যোত্তরো ভূতভাবোত্তরঃ । তং করোতীতি ভূতভাবোত্তরবরঃ । ভূতবস্তুপত্তিকর ইত্যর্থঃ । বিসর্গো বিসর্জ্ঞনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরোডাশাদেদ্রব্যস্য পরিত্যাগঃ । স এষ বিসর্গলক্ষণো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ কৰ্ম্মশব্দিত ইত্যেতৎ । এতস্মাৎ হি বীজভূতাদ্বৃষ্টাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতান্যুদ্ভবন্তি ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ । ন করতি ন চলতীত্যক্ষরম্ । ননু জীবোহপ্যক্ষরঃ । তত্রাহ—পরমং যদক্ষরং জগতাং মূল-কারণং তদ্বাক “এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভি বদন্তী”তি শ্রুতে: (ক) । স্বসৈব্য ব্রহ্মণ এবাংশতো জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ । স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্তমানোহধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ । ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাব উৎপত্তিঃ । উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেনভবনমুদ্ভবঃ । অগ্নৌ প্রাস্তাহতি: সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিবৃষ্টেরনুং ততঃ প্রজা: (খ) । ইত্যুক্তক্রমেণ বৃদ্ধি। তৌ ভূত ভাবোত্তরো করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ । স চ কৰ্ম্ম-শব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি অবিদ্যমান, তিনিই অক্ষর । যিনি উৎপত্তি-বিনাশ-বজ্জিত, যিনি সকলের দ্রষ্টা, যিনি সকলের মূল এবং শেষগতি, যিনি কার্যের উপক্রম ও উপসংহার-স্বরূপ, তিনিই অক্ষর, তিনিই ব্রহ্ম । এই অক্ষর চৈতন্যের স্বরূপভূত প্রত্যক্ চৈতন্য দেহরূপ মিথ্যা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম নামে কথিত হইয়া থাকেন । ইন্দ্রাদির উদ্দেশে যাগযজ্ঞ, হোম, দানাদি যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই কৰ্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই যাগযজ্ঞাদি শস্যাদি উৎপত্তির কারণ এই জীবগণের পীড়াদিসন্তাপহারক ॥ ৩ ॥

অবয়বোধিনী । দেহভূতাং বর (হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ!) ক্ষরঃ (নশ্বর) ভাবঃ (পদার্থই) অধিভূতং (অধিভূত), পুরুষ চ (এবং) হিরণ্যগৰ্ভই) অধিদেবতং (অধিদেব), অহমেব (আমিই) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞরূপে) [আছি] ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে জীবসত্তম! নশ্বর পদার্থ অধিভূত, হিরণ্যগৰ্ভ নামা

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্তা কলেবরম্ ।

যঃ প্রয়াতি স মস্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

পুরুষ অধিদৈব এবং বিষ্ণুর স্বরূপ অধিযজ্ঞ পুরুষ আমিই, এই অধিযজ্ঞ পুরুষই মনুষ্যদেহে বিद्यমান থাকেন ॥ ৪ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । অধিভূতমিতি । অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি কোহসৌ ?
করঃ । করতীতি করো বিনশী ভাবো যৎ কিঞ্চিজ্জননিমগ্নস্তিত্যর্থঃ । পুরুষঃ পূর্ণমনেন
সর্বমিতি । পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ । আদিত্যাস্তর্গতো হিরণ্যগর্ভঃ সর্বপ্রাণিকরণানামনু-
গ্রাহকঃ । সোহধিদৈবতম্ । অধিযজ্ঞঃ সর্বযজ্ঞাতিমানিনী বিষ্ণুখ্যা দেবতা । যজ্ঞো বৈ
বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ (ক) । স হি বিষ্ণুরহসেব । অত্রাস্মিন্ দেহে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ ।
যজ্ঞো হি দেহনির্বর্ত্যত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাধিকরণো ভবতি দেহভূতাং বর ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ অধিভূতমিতি । করো বিনশুরো ভাবো দেহাদিপদার্থঃ ।
ভূতং প্রাণিমাাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে । পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্তী
স্বাশত্বতুসর্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে । অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা । “স বৈ
শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে । আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্রে সমবর্তত” । ইতি
শ্রুতেঃ । অত্রাস্মিন্ দেহেহন্তর্ধামিহেন স্থিতেহহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা
যজ্ঞাদিকর্ষপ্রবর্তকস্তৎফলদাতা চ । কথমিত্যস্যাপুত্রমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্ ।
অন্তর্ধ্যামিণোহসঙ্গত্বাদিতি ণ্ডৈণর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্বত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ । তথাচ
শ্রুতিঃ—“দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে । তয়োৱন্যঃ পিপ্পলং
স্বাধন্ত্যনশ্চান্নন্যো অভি চাকশীতি ॥ (খ) দেহভূতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠেতি সম্বোধনং স্তম্ভপেব্যং-
ভূতমন্তর্ধামিণং পরাধীনস্বপ্রবর্তিনিবৃত্তানুপ্রব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বিনাশোৎপত্তিযুক্ত পদার্থমাত্রই অধিভূত । যিনি সমষ্টি লিঙ্গ-
স্বরূপ এবং সূর্য্যাদি-রূপে ব্যাপ্তি ভাব ধারণ করিয়া চক্ষুরাদিতে প্রকাশশক্তি বিধান করেন,
সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষই অধিদৈব এবং সর্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্বযজ্ঞের ফলপ্রদাতা ও
সর্বযজ্ঞের অভিমানিরূপ বিষ্ণু অধিযজ্ঞ নামে কথিত হয়েন । ভগবান্ বাসুদেবই
এই অধিযজ্ঞ । এই অধিযজ্ঞ পুরুষ দেহমধ্যে থাকিয়াও বুদ্ধি আদি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ ।
ভগবান্ অর্জুনকে ‘দেহভূতাং বর’ সম্বোধন দ্বারা ভগবদ্রূপবগতির জন্য যে তাঁহার পূর্ণ
অধিকার ও সামর্থ্য আছে—তাহারই সন্কেত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । অন্তকালে চ (মৃত্যুকালেও) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরন্ (চিন্তা
করিয়া) কলেবরং (দেহ) মুক্তা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রমাণ করেন) সঃ

(ক) কৃষ্ণযজুর্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ১৭।৪।৪ । (খ) মণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।১।

৬ শ্লোক

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমৈবতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

(তিনি) মত্তাবং (আমার স্বরূপ) যাতি (লাভ করেন), অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ নাস্তি (সংশয় নাই) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে ব্যক্তি মৃত্যুকালেও ভগবানের চিন্তা করিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, সে ব্যক্তি আমারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

শাক্তব্রাহ্মণম্ । অন্তকাল ইতি । অন্তকালে মরণকালে চ মামেব পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরন্ মুক্তা । পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রয়াতি গচ্ছতি স মত্তাবং বৈষ্ণবং তত্ত্বং যাতি । নাস্তি ন বিদ্যতেহত্রাস্মিন্মুখ্যে সংশয়ঃ—যাতি বা ন বেতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলং চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি । মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্য্যামিক্রপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যজ্জ । যঃ প্রকর্ষণোচ্চিরাদিমার্গেণোত্তরায়ণপথা যাতি স মত্তাবং মজ্ঞপতাং যাতি । অত্র সংশয়ো নাস্তি । স্মরণং জ্ঞানোপায়ঃ । মত্তাবপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নীতার্থসন্দীপনী । যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যদোষে জীবিতকালে ভোগাসক্ত হইয়া ভগবদ্ভাবানায় অশক্ত হয়, সেও যদি মরণকালে ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া পড়িলে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও ভগবানের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় । সপ্তগ-নির্গুণ যেক্রপেই হউক, ভগবানের চিন্তা করিলেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । আজীবন ভক্তিভাবে শরণাগত হইয়া ভগবানের উপাসনা করিলেই মৃত্যুকালেও তাঁহাকে স্মরণ করিবার সম্ভাবনা থাকে, নতুবা শেষ সময়ে ভোগাসক্ত জীবের চিত্ত অবশভাবে বিষয়-চিন্তাই করিয়া থাকে ; কিন্তু কোনও রূপে সেই সময়ে ভগবানের চিন্তা করিতে পারিলে তাহার অমোঘ ফল অবশ্যই হইবে । এই জন্যই বিষয়ী পুরুষের মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজন তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন (৬ ও ৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । কোন্তেয় (হে কোন্তেয়!) [জীব] অন্তে (মরণকালে) যং যং বা অপি (যে যে) ভাবং (ভাব) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কলেবরং (দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করে), সদা (সর্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (সেই ভাব চিন্তাপরায়ণ পুরুষ) তং তন্ এব (সেই সেই ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কোন্তেয় ! চিরজীবনে সর্বদা চিন্তা জন্ম মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে সে সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । ন মদ্বিষয় এবায়ং নিয়মঃ । কিং তর্হি ? যং যমিতি । যং যং বাপি—যং যং ভাবং দেবতাবিশেষং স্মরণশ্চিত্তয়ংস্ত্যজতি পরিত্যজত্যন্তে প্রাণবিরোগকালে কলেবরং । তং তমেব স্মৃতং ভাবমেবৈতি । নান্যম্ । হে কৌন্তেয় সদা সর্বদা । তদ্ভাবভাবিতঃ—তস্মিন্ ভাবস্তদ্ভাবঃ । স ভাবিতঃ স্মর্যমাণতয়াহত্যন্তো যেন স তদ্ভাব-ভাবিতঃ । তদৃশঃ সন্ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ন কেবলং মাং স্মরন্ মস্তাং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ । কিং তর্হি ?—যং যমিতি । যং যং ভাবং দেবতান্তরং বান্যমপি বাস্তুকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি তং তমেব স্মর্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি । অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি সর্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনম্ । তেন ভাবিতো বাসিতচিন্তঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে ব্যক্তি যে বস্তু চিরদিন অনুরাগসহ তীব্রভাবে ভাবনা করে, জীবিতাবস্থাতেও তাহার অন্তঃকরণ সেই সেই বস্তুর ভাবানুরূপ সংগঠিত হইয়া যায় । তৈলপায়িকা অত্যন্ত ভয় জন্য ভ্রমণ কীটের [কাঁচপোকা] চিন্তাবশতঃ ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই নিদ্রদেহ পরিহার পূর্বক ভ্রমররূপী হইয়া যায় । নন্দিকেশ্বর সর্বদা সদাশিবের ভাবনা করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী হইয়াছিলেন । যে বিষয়ের তীব্রচিন্তা সর্বদা মনোমধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে, মলিন হউক বা সুন্দর হউক, মনোময় সূক্ষ্মশরীর তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায় । যেরূপ স্বরূপ-প্রতিবিম্ব [ফটোগ্রাফ] উঠাইবার সময়ে যে যেরূপ ভাবে থাকে, তাহার প্রতিকৃতিও তদ্রূপ চিত্রিত হইয়া যায়, সেইরূপ মরণ সময়ে—স্থূলদেহ পরিত্যাগকালে—পূর্বকৃত পাপ-পুণ্যের ভোগায়তন-স্বরূপ ভৌতিক দেহকে সূক্ষ্মশরীর যখন পরিহার করিয়া যায়, (সঙ্কল্প-বিকল্পের কয় না হওয়া বশতঃ) মনের সঙ্কল্প-শক্তি তখন যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সূক্ষ্মশরীর সেই সময়ে তদনুরূপ স্থূল ভাবায়তন রচনা করিয়া লয় । মরণকালে যে ব্যক্তি সংসারের ভোগ্য বিষয়-চিন্তা করে, সে পুনঃ পাখির দেহ ধারণ করিয়া থাকে । যিনি শিব, বিষ্ণু আদি চিন্তা করেন, তিনি তত্তদ্রূপই প্রাপ্ত হন । আর যে ব্যক্তি ঐকান্তিক প্রেমের আবেশে আত্মসমাধান পূর্বক সঙ্কল্প-বিকল্প-বর্জিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি পুনরাবৃত্তিবর্জিত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করেন । মরণমুহূর্তের চিন্তাশক্তির প্রকৃতিবলেই জীবের পুনর্জন্ম বা মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । মনুষ্য জীবনে কত সদস্য কার্যের প্রাধান্যানুসারে পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত সঞ্চিত কর্মফলের কিয়দংশও মৃত্যুকালে উদিত হইয়া শুভাশুভ জন্মের কারণ হইয়া থাকে । জীবনে সংকর্মানুষ্ঠানের আধিক্য থাকিলে স্বর্গাদি লাভ হয়, শুভাশুভ-মিশ্রিত কর্মে বিবিধ মনুষ্যজন্ম এবং অসং কর্মের প্রবলতা থাকিলে পশুাদি শরীর বা নারকীয়দেহ অবশ্যস্তাবী । এইজন্য নিকামভাবে শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে অন্ততঃ সকাম শুভকর্মে রত থাকা উচিত, তাহা হইলে অধোগতি লাভের আশঙ্কা থাকে না । একমাত্র নিবৃত্তিধর্মের সাধনেই-ভক্তি বৈরাগ্যাদিসহ ভগবানের উপাসনা দ্বারাই—মনুষ্য মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে । যাঁহারা নিবৃত্তিধর্মের সাধন অভ্যাস করিতে করিতেই দেহত্যাগ করেন, তাঁহাদেরই সূক্ষ্মশরীর সুষুণ্ণা মার্গ দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে, এবং তাঁহারা তথায় ব্রহ্মার আয়ুর্কাল ব্রহ্মধ্যানে নিরত থাকিয়া

তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধিমামৈবম্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

মুক্তি লাভ করেন, আর তাঁহাদের দেহ ধারণ করিতে হয় না । জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ দেহাবসান-
কালে বিদেহকৈবল্য লাভ করেন । তাঁহাদের লিঙ্গশরীর প্রাণবায়ু সহ পৃথক হইয়া কোথাও
গমন করে না । (২।৭২ শ্লোকের গীতार्थসন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

অবয়বোধিনী । তস্মাৎ (অতএব) সৰ্বেষু কালেষু (সকল সময়ে) মাম্ (আমাকে)
অনুস্মর (চিন্তা কর), যুধ্য চ (ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও), ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন
বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এম্যসি (প্রাপ্ত হইবে) অসংশয় (ইহাতে সন্দেহ
নাই) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । অতএব সর্বদা আমাকে চিন্তা কর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও,
এবং মনোবুদ্ধি সমস্ত আমাতে অর্পণ কর । তাহা হইলে আমাকে প্রাপ্ত
হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যস্মাদেবমন্ত্যা ভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণং—তস্মাদিতি ।
তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু মামনুস্মর । যথাশাস্ত্রং যুধ্য চ যুদ্ধং চ স্বধর্ম্মং কুরু । ময়ি
বাস্তবদেবেহপি মনোবুদ্ধী যস্য তব, স ত্বং ময্যাপিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব যথাস্মৃতমেম্যা-
স্যাগমিষ্যসি । অসংশয়ো ন সংশয়োহত্র বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাৎ পূর্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুঃ । ন তু তদা
বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সংভবতি—তস্মাদিতি । তস্মাৎ সর্বদা মামনুস্মর চিন্তয় । সততং
স্মরণং চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি । অতো যুধ্য চ যুধ্য । চিত্তশুদ্ধার্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্ম-
মনুষ্ঠিতার্থঃ । এবং ময্যাপিতং মনঃ সংকল্পপাত্তকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্তিকা যেন ত্বয়া স ত্বং
মামেব প্রাপ্স্যসি । অসংশয়ঃ সংশয়োহত্র নাস্তি ॥ ৭ ॥

গীতार्থসন্দীপনী । যুদ্ধ করা অর্জুনের বর্ণাশ্রমাচিত ধর্ম্ম, উহা পালন না করিলে
চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ভগবচ্চিন্তাও অসম্ভব । সর্বদা ভগবচ্চিন্তা না হইলে মরণ-
কালে অন্য চিন্তার উদয় হইয়া অর্জুনকে বারংবার জন্মমরণাধীন হইতে হইবে, এইজন্য ভগবান্
অর্জুনকে স্ব ধর্ম্ম পালন, এবং পাছে “আমি কর্তা” এই অভিমান উদয় হইলে অর্জুন কর্ত্ত্বজালে
আবদ্ধ হয়েন, তজ্জন্য তাঁহার মনোবুদ্ধিকে বাস্তবদেবে অর্পণ করিতে উপদেশ করিলেন । বুদ্ধাচিত্তন
পূর্বক যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর না কেন, ব্রহ্মতাব বলবৎ থাকায় কর্ত্ত্বচিন্তা মনকে অধিকার
করিতে পারে না । তাই অর্জুনকে বলিলেন, তুমি আমার স্বরূপের চিন্তা কর । যে বিষয় তীব্র
ভাবে চিন্তা করা যায়, তাহাই মনোমধ্যে “সংস্কার” রূপে অবস্থিতি করে । সংস্কার স্মরণ-মনন

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাগ্ৰগামিনা ।

পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থাত্তিষ্ঠত্বয় ॥ ৮ ॥

ব্যতীতও অতিক্রিতভাবে সম্পদ্বিপদ সকল সময়েই স্বয়মেব সমুদিত হয় । শৈশবে “মা” “বাবা” শব্দ অত্যন্ত ও সংস্কারগত হইয়া যাওয়ায় আকস্মিক ভয়ের উদয় হইলে লোকের মুখ হইতে বিনা চেষ্টায় অতিক্রিত ভাবে আপনিই “মাগো !” “বাপ্রে !” ইত্যাদি শব্দ বহির্গত হয়। এইরূপ যিনি শৈশবস্বলভ সরলভাবে চিরদিন ভগবান্কে স্মরণ বা মনন করেন, অথবা রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, শিব, হরি, আদি ব্রহ্মনাম জপ করেন, তিনি মরণকালে বিহ্বল বা অচেতন হইলেও—স্মরণাদি মনের ক্রিয়া না থাকিলেও, ভগবৎস্মৃতি পূর্বসংস্কারবশতঃ আপনা-আপনি উদয় হইবে, এবং হরি, কৃষ্ণ আদি নামও আপনা-আপনি উচ্চারিত হইতে থাকিবে । পূর্বভ্যাসবশতঃ সংস্কার না জন্মিলে মরণমুচ্ছাকালে ভগবৎস্মরণ হওয়া অসম্ভব* ॥ (৭।৩০, ৯।৩১, ১২।৮ গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । অর্জুন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রবৃত্তিমাগের কৰ্ম্মানুষ্ঠান-পারায়ণ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে স্ববর্ণাশ্রমোচিত যুদ্ধরূপ ক্রুরকর্মে রত হইতে হইয়াছিল । পূর্ব হইতে নিবৃত্তিশীল থাকিলে তাঁহার রাজ্যলোভ বশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্তিই হইত না ; কিন্তু ক্রান্ত প্রকৃতির প্রেরণায় তিনি যুদ্ধে জয়লাভের আশায় দেবারাধনাদি করিয়াছেন । ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্বক সেই প্রবৃত্তি ক্রিয়াপরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিলেই নিকামতা ও বিষয়ে বৈরাগ্য লাভের সম্ভাবনা । এই জন্য প্রবৃত্তিপ্রধান ব্যক্তিগণের শাস্ত্রানুসারে নিজ নিজ প্রকৃতির অনুকূল কোন কোন কৰ্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যিক (২।৩১, ৩২ ও ৩৩ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), নচেৎ প্রকৃত নিবৃত্তি আসিবে না । শাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্তিমাগে চলিলে পরিণামে নিবৃত্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী ; স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য করিলে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য-লাভে ব্যস্ত হইতে হইবে । (১৬।২৩ গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ।

কত্রিয়ার স্বভাবজ কৰ্ম্মসমূহের মধ্যে (১৮শ অঃ । ৪৩) যুদ্ধে অপরাধ্যুখতা কত্রিয়োচিত একটি বিশেষ ধর্ম্ম । এইজন্য যুদ্ধার্থ উপস্থিত অর্জুনকে “যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও” বলিলেও ভগবান্ তাঁহাকে হিংসাত্মক যুদ্ধে প্রেরণা করেন নাই, কিন্তু যুদ্ধেচ্ছায় সমাগত অর্জুনকে তাঁহার কর্তব্য মাত্র স্মরণ করাইয়া দিলেন । যুদ্ধ করিতে আসিয়া এবং অপর পক্ষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি থাকিতে অর্জুন স্বধর্ম্ম-পালনে পশ্চাৎপদ হইলে তিনি চিত্তশুদ্ধি—নিষ্কামতা—লাভ করিতে পারিবেন না, এবং তাহার ভগবানে অনন্যভক্তিলাভের অধিকারও জন্মিবে না । ভগবানের শরণাগত হইয়া নিকামভাবে স্বধর্ম্ম-সেবাই চিত্তশুদ্ধি ও ভগবদ্ভক্তি-লাভের একমাত্র উপায় । কর্মে প্রবৃত্তি থাকিলে স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য । (১৬ অঃ । ২৩ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৭ ॥

অশ্বয়বোধিনী । পার্থ (হে পার্সা) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত)

* অভ্যাসের সংস্কার নষ্ট হয় না । স্বপ্নের ন্যায় উহার ক্রিয়াবোধকের অজ্ঞান হইতে থাকে । লোকে ভগবদ্ভক্তকে মুচ্ছিত দেখে বটে, কিন্তু তাঁহার মন ভগবান্কে বিস্মৃত হয় না । দেহান্তেও ভক্ত-ভগবৎস্মরণে সমর্থ হইলেন ।

৯ শ্লোক

কবিং পুরাণম্নুশাসিতার-

মণোরণীয়াংসমন্মস্বরেদ্ যঃ ।

সৰ্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং ॥ ৯ ॥

নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (মন দ্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) [সাধক] পরমঃ (পরম) দিব্যং পুরুষং (দিব্য পুরুষকে) যতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! [ভক্ত] সৰ্বদা পরমাত্মচিন্তনের দ্বারা অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত ও অনন্যচিত্ত হইয়া পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অভ্যাসেতি। অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিন্তনমর্পণ-বিষয়ীভূত একস্মিংস্তল্যপ্রত্যাবৃত্তিলক্ষণে বিলক্ষণপ্রত্যয়ানন্তরিতোহভ্যাসঃ। স চাভ্যাসো যোগঃ। তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপ্তং যোগিনশ্চেতঃ। তেন চেতসা নান্যগামিনা। নান্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তং শীলমস্যেতি নান্যগামি। তেন নান্যগামিনা। পরং নিরতিশয়ং পুরুষং। দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং। যতি গচ্ছতি। হে পার্থ। অনুচিন্তয়ন্তাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়নিত্যেত্যং ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সংততস্মরণস্য চাভ্যাসোহন্তরঙ্গং সাধনমিতি দর্শয়ন্বাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ। স এব যোগ উপায়ঃ। তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ। অত এব নান্যং বিষয়ং গন্তং শীলং যস্য। তেন চেতসা। দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ তমেব যাতিতি ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি বিষয়ের চিন্তা বা অন্য কোন দেবতার চিন্তা চিন্তকে অধিকার না করে, তবে চিত্ত অবিচলিত ভাবে পরমাত্মভাবনা করিতে পারে। এইরূপ নিরন্তর পরমাত্মচিন্তনাভ্যাসই সমাধিযোগ। নিত্য নিয়মিতাভ্যাস ব্যতীত সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতীতও বাহিরের স্বভাবশক্তির উপর আধিপত্য জন্মে না। অভ্যাসজনিত সংস্কারই মরণকালে ভগবদাবির্ভাবের কারণ হয়। পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে জীবের জীবন্ত বিদূরিত হয়, এবং জীবন থাকিতে এবং জীবনাবসানেও স্বপ্রকাশ পরমাত্ম-স্বরূপে স্থিতি করে ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। জীবিতাবস্থায় এবং জীবনাবসানে পরমাত্মস্বরূপে স্থিতিই যথাক্রমে জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-কৈবল্য বলিয়া কথিত হয়, নিদিধ্যাসন দ্বারা চিত্তে অন্য চিন্তা উদয় হইতে না পাইলেই চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই নিরুদ্ধ চিত্তেই ভগবানের চিন্মাত্র সত্তার বিকাশ হইয়া থাকে। তাহা হইলেই দেহাত্ম-বোধরূপ বন্ধন ও জীবনাব-বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপে জীবাত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বা আত্ম-বোধ হওয়াই মুক্তি ॥ ৮ ॥

অনুবোধিনী। যঃ (যিনি) কবিং (সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্

(সর্বনিয়ন্তা) অণোঃ (অণু হইতেও) অণীয়াংসং (অতিসূক্ষ্মা) সর্বস্য (সকলের) ধাতারম্ (বিধাতা) অচিন্ত্যরূপম্ (অচিন্ত্যরূপ) আদিত্যবর্ণং (আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ) তমসঃ (প্রকৃতির) পরস্তাং (অতীত) [পুরুষকে] অনুস্মরেং (স্মরণ করেন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্বজ্ঞ, অনাদি, সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতির অতীত সেই পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন ॥ ৯ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্। কিংবিশিষ্টং চ পুরুষং যাতিতি? উচ্যতে—কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্বজ্ঞং। পুরাণং চিরন্তনম্। অনুশাসিতারং সর্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারম্। অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসং সূক্ষ্মতরম্। অনুস্মরেদনুচিন্তয়েৎ। যঃ কশিচৎ। সর্বস্য কৰ্ম্ম-ফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিত্যো বিভক্তারং বিভজ্য দাতারম্। অচিন্ত্যরূপং—নাশ্য রূপং নিয়তং বিদ্যমানপি কেনচিচ্চিন্তয়িতুং শক্যত ইত্যচিন্ত্যরূপঃ। তম্। আদিত্য-বর্ণমাদিত্যস্যেব নিত্যচৈতন্যপ্রকাশো বর্ণো यस্য তমাদিত্যবর্ণং। তমসঃ পরস্তাদজ্ঞান-লক্ষণান্মোহান্ধকারাং পরং। তমনুচিন্তয়ন্ যাতিতি পূর্বেবৈব সম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমিতি দ্বাভ্যাং। কবিং সর্বজ্ঞং সর্ববিদ্যানির্জাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধম্। অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্। অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসম্। অতিসূক্ষ্মাকাশকালদিগ্ভ্যোহপ্যতিসূক্ষ্মতরং। সর্বস্য ধাতারং পোষকম্। অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগৌচরম্। আদিত্যবৎস্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং यस্য তং তমসঃ প্রকৃতে: পরস্তাহর্ভমানম্। “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং” ইতি শ্রুতে: (ক) ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মোক্ষার্থিগণ যে দিব্য পরমপুরুষের চিন্তা করিয়া থাকেন, ভগবান্ বিবিধ বিশেষণ দ্বারা তাঁহারই আভাস প্রকাশ করিতেছেন। পরমাত্মা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ের দ্রষ্টা, এই জন্য তিনি কবি বা সর্বজ্ঞ। তিনি সর্ব জগতের মূল কারণ অথচ স্বয়ং অনাদি। তিনি, সূর্য্য ও চন্দ্রাদি সর্ব জগতের নিয়ন্তা, এবং সর্ব প্রাণীর অন্তরাত্মা হইয়া প্রাণিগণকে নিজ নিজ কৰ্ম্মানুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া শুভাশুভ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি আকাশ বা কালাদি সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অথবা দুর্বিজ্ঞেয়। তিনি সকলের শুভাশুভকৰ্ম্মফলবিধাতা। তিনি মনের চিন্তাশক্তির অতীত, তিনি জগতের প্রকাশক, অথচ তাঁহার প্রকাশক কেহ নাই। অবিদ্যার রাজ্য অতিক্রম না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ৯ ॥

সন্দীপনোপনিষিষ্ট। চিন্তা দ্বারা ভগবানের চিদধনরূপ সাক্ষাৎ করা যায় না; কেননা চিন্তাকালে পার্থক্যবুদ্ধি থাকে, স্বতরাং যিনি চৈতন্যরূপে চিন্তাদিরও প্রকাশক, জীবের পৃথক্ বুদ্ধি তাঁহাকে কিরূপে লক্ষ্য করিবে? ভেদভাব অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক্

প্রয়াণকালে মনসাচলেন

ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।

ক্রাবোর্ধ্বে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

কল্পনা করাই অবিদ্যা । ভক্তি বা বৈরাগ্যযোগে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া অভিনুভাবে আত্মসংস্থ হইলে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন । (৬।২৫ গীঃ সংঃ দ্রষ্টব্য) । তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃ জগতের তাবৎকার্য্য হইতেছে, ইহা তাঁহার সত্তার মহিমাশ্রিত । (৯।৪, ১০ গীঃ সংঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৯ ॥

অবয়বোধিনী । সংঃ (তিনি) প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) অচলেন (একাগ্র) মনসা (মনের দ্বারা) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) যোগবলেন চ এবং (ও যোগবলের দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত হইয়া) ক্রাবোর্ধ্বে (ক্রবয়ের মধ্যে) প্রাণং (প্রাণকে) সম্যক্ (সম্যক্ রূপে) আবেশ্য (স্থাপন করিয়া) তং (সেই) পরং দিব্যং পুরুষং (পরম দিব্য পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । তিনি মৃত্যুকালে একাগ্র-মন, ভক্তি ও যোগ-বলের দ্বারা যুক্ত হইয়া এবং ক্রয়ুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে সাম্যক্ রূপে স্থাপন করিয়া সেই দিব্য পরমপুরুষকে পাণ্ড হন ॥ ২০ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । কিঞ্চ—প্রয়াণেতি । প্রয়াণকালে মরণকালে । মনসা । অচলেন চলনবর্জিতেন । ভক্ত্যা যুক্তঃ—ভজনং ভক্তিঃ । তয়া যুক্তঃ । যোগবলেন চৈব-যোগস্য বলং যোগবলং । তেন । সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতং চিত্তস্থৈর্যালক্ষণং যোগবলং । তেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ । পূর্বং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং তত উদ্ধ-গামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ক্রবোর্ধ্বে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যগপ্রমত্তঃ সন্ স এবং বুদ্ধিমান্ যোগী “কবিং পুরাণম্” (গীতা-৮।৯) ইত্যাদিলক্ষণং তং পরং পুরুষমুপৈতি প্রতিপদ্যতে । দিব্যং দ্যোতনাম্বকম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রয়াণকাল ইতি । সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং তিষ্ঠা যন্তিষ্ঠতি । এবংতূতং পুরুষমন্তকালে ভক্তিয়ুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোহনুস্মরেৎ । মনোনিশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সুষমাগাগেণ ক্রবোর্ধ্বে প্রাণমাবেশ্যেতি । স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাম্বকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে সাধু পুরুষ দেহান্তকালে মরণ-যাতনায় কাতর না হইয়া একাগ্রচিত্তে পরমাত্মাকে স্মরণ করেন, যিনি ভক্তিযোগে পরমাত্মাকে আরাধনা করিয়াছেন, এবং যিনি সমাধি অভ্যাসপূর্বক জীবদেহের কর্ণজালজনিত সংস্কাররাশিকে বিস্মৃত হইয়া প্রাণবায়ুকে সুষুমা নাড়ীমার্গ দ্বারা উত্থাপিত করিয়া ক্রয়ুগলমধ্যে দ্বিদল কমলে স্তম্ভনপূর্বক দশমদ্বার ব্রহ্মরূপ দিয়া উৎক্রমণ করেন, তিনিই সেই দিব্য পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন । এই শ্লোকে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী আদি সর্বপ্রকার সাধকই যে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই প্রদর্শিত হইল ॥ ১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
 বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।
 যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
 তত্তে পদং সংগ্রাহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । যে যোগীগণের প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রান্ত হয় তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক অবশেষে ব্রহ্মার সঙ্গে কল্পকয়ে কৈবল্য লাভ করেন । কিন্তু যে জ্ঞানী ভক্ত অভিনুভাবে ভগবানের উপাসনা করিয়াছেন, তিনি দেহত্যাগ কালে লোকান্তর-গমন করেন না, একেবারেই বিদেহ-কৈবল্য লাভ করেন । (৮।৬ গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ১০ ॥

অবয়বোধিনী । বেদবিদঃ (বেদবেত্তৃগণ) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (অক্ষর পুরুষ) বদন্তি (বলেন), বীতরাগাঃ (নিঃস্পৃহ) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিগণ) যৎ (যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন), যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (পাইবার জন্য) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্যং) চরন্তি (পালন করেন), তৎ (সেই) পদং (বিষ্ণুপদ) তে (তোমাকে) সংগ্রাহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । বেদবেত্তৃগণ যে অক্ষর পুরুষের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসিগণ যাঁহাকে লাভ করেন, এবং সাধকগণ যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, আমি সংক্ষেপে তাঁহারই কথা বলিতেছি ॥ ১১ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । পুনরপি বক্ষ্যমাণেনোপায়েন প্রতিপিতস্য ব্রহ্মণো বেদবিদ্যদাদি-বিশেষণবিশেষ্যাভিধানং কৰোতি ভগবান্—যদক্ষরমিতি । যদক্ষরং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরম-বিনাশি । বেদবিদো বেদার্থজ্ঞাঃ । বদন্তি । “এতন্মৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণা অভি বদন্তী”তি শ্রুতে: (ক) । সৰ্ব্ববিশেষণনিবৰ্ত্তকত্বেনাভি বদন্ত্যস্থূলমনুপ্রিত্যাদি । কিঞ্চ বিশন্তি প্রবিশন্তি সন্যাসদর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যং । যদ্ যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ । বীতরাগাঃ—বিগতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ । যচ্চাক্ষরমিচ্ছন্তো জ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ । ব্রহ্মচর্য্যং গুরৌ চরন্ত্যাচরন্তি । তত্তে পদং তদক্ষরাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রাহেণ—সংগ্রহঃ সংক্ষেপস্তেন—সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবধারমভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি । “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গাগি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত” ইতি শ্রুতে: (খ) । বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ । যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি । যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি । তত্তে তুভ্যং পদং । পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যং । সংগ্রাহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে । তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

সৰ্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্যত ।

মুখ্যধায়ায়নঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্ ।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । প্রপঞ্চতত্ত্বরাশি নিবারণপূর্বক বেদবেত্তা পুরুষগণ যে প্রণবাত্মক অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, মুক্তি লাভ করিয়া মহাত্মগণ যাঁহাকে অনুভব করেন ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং যে ব্রহ্মস্বরূপকে জানিবার জন্য সৰ্বব্যাপি-সন্ধ্যাসিগ্গণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, নিঃসংশয়রূপে অর্জুন যাহাতে সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, ভগবান্ তাহাই সহজে ও সংক্ষেপে কহিতেছেন ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী । সৰ্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপদ্বার) সংযম্য (অবরুদ্ধ করিয়া) মনঃ চ (এবং মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিরোধপূর্বক) মুখি (মস্তকে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) আয়নঃ যোগধারণাম্ । (আত্মসমাধিতে) আস্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) ওঁ ইতি (ওঁ এই) একাক্ষরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপ একাক্ষর) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাং (আমাকে) অনুস্মরন্ (চিন্তা করতঃ) দেহং (শরীর) ত্যজন্ (পরিত্যাগ পূর্বক) যঃ (যিনি) প্রযাতি (প্রস্থান করেন) সঃ (তিনি) পরাং গতিং (পরম গতি) যাতি (প্রাপ্ত করেন) ॥ ১২।১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে উপাসক সমস্ত ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ এবং মনকে হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে মূর্দ্ধদেশে স্থাপন ও আত্মসমাধি করেন, এবং ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করেন, সেই উপাসক দেহান্তকালে পরম গতি পাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২।১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । “স যো হ বৈ তত্ত্বগবন্ মনুষ্যেযু প্রায়ণান্তমোক্ষারমতি ধ্যায়ীত । কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি । তস্মৈ স হোবাচ । এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোক্ষারঃ” (ক)—ইতু্যপক্রম্য “যঃ পুনরেতং ত্রিমাতেঐবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমতি ধ্যায়ীত স সামভিরুণীযতে ব্রহ্মলোকম্” (খ)—ইত্যাদিনা বচনেন “অন্যত্র ধর্মান্যত্রাধর্মান্” (গ)—ইতি চোপক্রম্য “সর্বৈ বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সৰ্ব্বাণি চ যদন্তি । যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যাং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ” (ঘ) ॥ ইত্যাদিভিঃ বচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ বা পরব্রহ্ম-

(ক) প্রলোপনিষৎ, ৫।১২।

(খ) প্রলোপনিষৎ, ৫।৫।

(গ) কঠোপনিষৎ, ২।১৪।

(ঘ) কঠোপনিষৎ, ২।১৫।

প্রতিপত্তিগাধনত্বেন মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্যোদ্ধারস্যোপাশয়ং কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং
যত্তদেবেহাপি । কবিং পুরাণমনুশাসিতারং । যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তীতি চোপন্যস্তস্য
পরস্য বুদ্ধং পূর্বোক্তরূপেণ প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতস্যোদ্ধারস্য কালান্তরমুক্তিফলমুপাশয়ং
যোগধারণাসহিতং বক্তব্যং । প্রসক্তানুপ্রসক্তং চ যৎকিঞ্চিদিত্যেবমর্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে
—সর্বেতি । সর্বদ্বারাণি—সর্বাণি চ তানি দ্বারাণি চ সর্বদ্বারাণ্যুপলব্ধৌ । তানি সর্বাণি
সংযম্য সংযমনং কৃত্বা । মনো হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা । নিষ্প্রচারমা-
পাদ্য । তত্র বশীকৃতেন মনসা হৃদয়াদুর্দ্ধগামিন্যা নাভ্যোদ্ধারকৃত্য মূর্ধ্যন্যাধারায়নং প্রাণ-
মাস্তিতঃ প্রবৃত্তো যোগধারণাং ধারয়িতুম্ ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তত্রৈব চ ধারয়ন্—ওমিতি । ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোহভিধান-
ভূতমোদ্ধারং ব্যাহরনুচ্চারয়ন্তদর্থভূতং মামীশ্বরমনুস্মরণনুচিন্তয়ন্ যঃ প্রয়াতি ম্রিয়তে স
তাজন্ পরিতাজন্ দেহং শরীরং । তাজন্ দেহমিতি প্রয়াণবিশেষণার্থম্ । দেহত্যাগেন
প্রয়াণমায়নো ন স্বরূপনাশেনেত্যর্থঃ । স এবং তাজন্ যাতি গচ্ছতি পরমাং প্রকৃষ্টাং
গতিম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাক্ষমাং দ্বাভ্যাং—সর্বেতি । সর্বাণীন্দ্রিয়-
দ্বারাণি সংযম্য প্রতাহত্য । চক্ষুরাদিভির্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্বন্নিত্যর্থঃ । মনশ্চ হৃদি
নিরুধ্য । বাহ্যবিষয়স্মরণমকুর্বন্নিত্যর্থঃ । মুখিঁ অবোদ্বোধো প্রাণমাধার যোগস্য ধারণাং
স্বৈর্ধ্যমাস্তিতা আশ্রিতবান্ সন্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ওমিতি । ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাদ্বা
প্রতিমাদিবদ্বাক্রপতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম । তদ্ব্যাহরনুচ্চারয়ন্তদ্বাচ্যং চ মামনুস্মরণেনো ব দেহং তাজন্
যঃ প্রকর্ষণেণ যাত্যচ্চিরাদিমার্গেণ স পরমাং শ্রেষ্ঠাং গতিং মদগতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি শব্দাদি বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া বিচার ও অভ্যাস
দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে অন্তর্গুণ করিয়াছেন, এবং পাছে মন কর্তৃক বহির্বিষয়ে
ইন্দ্রিয়গণ পুনর্দাবিত হয়, সেই জন্য মনকে আশ্রয়িত্ত্বার্থ হৃদয়কন্দরে নিরুদ্ধ রাখিয়াছেন,
এবং পাছে মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়া-স্ফুরণার্থ সংবেগের সঞ্চার হয়, সেইজন্য প্রাণকে
মূর্দ্ধদেশে স্থির করিয়া রাখেন, এবং যিনি প্রত্যগাত্মবিষয়ক সমাধি করিয়া স্থিতি করেন,
এবং যিনি ওঁ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য স্ব ব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষরকে চিন্তা ও উচ্চারণ করিয়া স্থির
থাকেন, সেই উপাসক দেহান্তে দেবদানমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকের সুখ-মোহাভ্যাগ ভোগ করিয়া
অবশেষে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন । শ্রুতি বলিয়াছেন—

“এষাহস্য পরমা গতিরেষাহস্য পরমা সম্পৎ—এষোহস্য পরম আনন্দঃ ।” (ক)

এই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই এতবিদ্বান্ পুরুষের পরম গতি, পরম সম্পৎ এবং পরম আনন্দ
স্বরূপ ॥ ১২।১৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । মন্ত্রাদিসহ পৃথক্ রূপে উপাসনা কালে এবং মনকে অধ্যাত্ম-

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

দেশে নিরুদ্ধ করিবার অভ্যাস-সময়ে দ্বৈতভাব বিদ্যমান থাকে । মনকে প্রত্যক্ষ চৈতন্যে সমাহিত করিবার চেষ্টাও দ্বৈতভাবশূন্য নহে । এইরূপে যে সাধক পরমাত্মা ও প্রত্যগাত্মার পার্থক্যজ্ঞানের সংস্কারসহ সমাধি অভ্যাস করেন, তিনিও দেহান্তে বৃক্ষলোকে গমনপূর্বক ক্রমমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । তাঁহাকেও আর জন্মমৃত্যু-সমাকুল সংসারে আসিতে হয় না ॥ ১২।১৩ ॥

অন্যবোধিনী । পার্থ (হে পার্থ!) যঃ (যিনি) সততম্ (সর্বদা) অনন্যচেতাঃ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (চিরদিন) স্মরতি (চিন্তা করেন), তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (সমাহিতচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুলভ) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া চিরদিন আমাকে চিন্তা করেন, সেই সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ ॥ ১৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ—অন্যন্যোতি । অনন্যচেতাঃ—নান্যবিষয়ে চেতো যস্য সৌহৃদ-মন্যচেতা যোগী । সততং সর্বদা যো মাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্যশঃ । সততমিতি নৈরন্তর্যমুচ্যতে । নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে । ন যত্নাৎ সংবৎসরং বা । কিং তর্হি । যাবজ্জীবং নৈরন্তর্যেণ যো মাং স্মরতীত্যর্থঃ । তস্য যোগিনোহহং সুলভঃ স্মরেন লভ্যঃ । পার্থ । নিত্যযুক্তস্য সদা সমাহিতস্য যোগিনঃ । যত এবমতোহন্য-চেতাঃ সন্ ময়ি সদা সমাহিতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তিনিত্যাত্মাসবত এব ভবতি । নান্যন্যোতি পূর্বোক্তমেবানুস্মারয়তি—অন্যন্যোতি । নাস্ত্যান্যস্মিংশ্চেতো যস্য । তথাভূতঃ সন্ । যে মাং সততং নিরন্তরং । নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি । তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং স্মরেন লভ্যোহস্মি । নান্যস্য ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । প্রাণায়াম ও ধ্যানাদি দ্বারা যোগিগণ যে ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন, তাহা পূর্বের উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম-যোগাদি না করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি চিরদিন অবিচ্ছেদে খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে সর্বদা আমাকেই স্মরণ করেন, অর্থাৎ সাধক যদি আমাকে না ছাড়িয়া জীবনের সকল কার্যেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন । যাঁহার অন্তঃকরণে স্মৃতি, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে ভগবদ্ভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার কঠোর তপোবৃত্ত, প্রাণায়াম ও যোগাদির আর কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই ॥ ১৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । যাঁহার চিত্ত সदैব একাগ্রভূমিকায় অবস্থিত, প্রতিনিয়তই যাঁহার অন্তরে ভগবদ্ভাবের ধ্রুব স্মৃতি রহিয়াছে, যিনি দৈহিক কার্যাদি নিদ্রিতের ন্যায় অনিচ্ছায়

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাস্তম্ ।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

করিয়া থাকেন মাত্র, এবং যিনি প্রধানতঃ ভগবদ্ভাবেই বিভোর থাকেন, তাঁহারও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায় ; কেননা ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাই তিনি প্রাণায়ামাদিসাধ্য সমাধি বা চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধরূপ যোগফল লাভ করেন। ঈশ্বর-প্রণিধানও ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত (“তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।”—যোগদর্শন, ২।১ সূত্র) ॥ ১৪ ॥

অবয়বোধিনী । পরমাং (পরমা) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত) মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (পাইয়া) পুনঃ (আর) দুঃখালয়ম্ (দুঃখের আলয়) অশাশ্বতং (অনিত্য) জন্ম (জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (গ্রহণ করেন না) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । এবংবিধ উপাসকগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার সর্ব দুঃখের আলয়স্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেন না। কেননা, উক্ত মহাত্মগণ পরম সিদ্ধিস্বরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । তব সৌলভ্যেন কিং স্যাদিতি ? উচ্যতে । শৃণু তন্মম সৌলভ্যেন যন্তবতি—মামিতি । মামুপেত্য মামীশ্বরমুপেত্য মন্তাবমাপদ্য পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিং । ন প্রাপ্নুবন্তি । কিংবিশিষ্টং পুনর্জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তীতি ? তদ্বিশেষণমাহ—দুঃখালয়ং । দুঃখা-নাগদ্যস্ত্রিকাদীনামালয়মশ্রয়ম্ । আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানীতি দুঃখালয়ং জন্ম । ন কেবলং দুঃখালয়ম্—অশাশ্বতমনবস্থিতস্বরূপং চ । নাপ্নুবন্তীদৃশং পুনর্জন্ম মহাত্মানো যতয়ঃ । সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং । পরমাং প্রকৃষ্টাং । গতাঃ প্রাপ্তাঃ । যে পুনর্মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তে পুনরাবর্তন্তে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যদ্যেবং ত্বং সুলভোহসি ততঃ কিম্ ? অত আহ—মামিতি । উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মন্তজ্ঞা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যং চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি । যতন্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ । পুনর্জন্মনো দুঃখানাং চালয়ং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহারা চিরদিন ভক্তিপূর্বক ভগবানের ভাবনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহকালে তো কোন দুঃখই ভোগ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্মভোগ হইতেও অব্যাহতি লাভ করেন। ভগবচ্চিন্তন জন্য ত্রিগুণময় মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তাঁহারা চির কৈবল্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। এই আনন্দধামকেই শৈবগণ রুদ্রলোক ও বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া জানেন। এই আনন্দধামে গমন করিলে মায়াবিরচিত সংসার মধ্যে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না ॥ ১৫ ॥

আ ব্রহ্মভুবনালোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । অর্জুন (হে অর্জুন!) আ ব্রহ্মভুবনাং (ব্রহ্মলোক পর্যন্ত) লোকাঃ (সমস্ত জীবই) পুনঃ আবর্তিনঃ (পুনরাবর্তিশীল) ; তু (কিন্তু) কোন্তেয় (হে কোন্তেয়!) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকনিবাসিগণেরই পুনরাবর্তন হইয়া থাকে ; কেবল একমাত্র আমাকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্ররত্নাশয়ম্ । কিং পুনস্তত্তোহন্যাং প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্তন্ত ইতি ? উচ্যতে—
আ ব্রহ্মেতি । আ ব্রহ্মভুবনাং—ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং । ব্রহ্মণো ভুবনং ব্রহ্মভুবনং । ব্রহ্মলোক ইত্যর্থঃ । আ ব্রহ্মভুবনাং সহ ব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্বের পুনরাবর্তিনঃ পুনরাবর্তনস্বভাবাঃ । হেহর্জুন । মামেকমুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তির্ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । এতদেব সর্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবর্তিঃ দর্শয়ন্ নির্ধারয়তি—
—আ ব্রহ্মভুবনাদিতি । ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকঃ তমভিব্যাপ্য সর্বের লোকাঃ পুনরাবর্তনশীলাঃ । ব্রহ্মলোকস্যপি বিনাশিত্বাং তৎপ্রাপ্তানামনুৎপত্তিজ্ঞানানামবশ্যাং ভাবি পুনর্জন্ম । যৎ এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরূপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপত্তিজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ । নান্যেষাম্ । তথা চ—ব্রহ্মণা সহ তে সর্বের সংপ্রাপ্তে প্রতিসংগরে । পরস্যান্তে কৃত্যনানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥ পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোহন্তে । কৃত্যনানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ । কর্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্টিতিঃ । মামুপেত্য বর্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেতি ॥ ১৬ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । পঞ্চাণ্ডিবিদ্যাাদি দ্বারাও ব্রহ্মলোকাদিতে জীবের গতি হইয়া থাকে । ঈদৃশ ব্রহ্মলোকবাসিগণের ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবর্তি হইয়া থাকে । কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবান্কে চিন্তা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত পরম কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন । প্রাণগত ভগবন্ত্তিই একমাত্র মুক্তির কারণ । অন্যথা ব্রহ্মলোকই প্রাপ্ত হও, অথবা যে কোন স্থখনিবাসেই গমন কর, পুনরাবর্তির হস্ত হইতে নিস্তার নাই । এই শ্লোকে “অর্জুন” সম্বোধন দ্বারা তাঁহার স্বগত মহত্ব, এবং “কোন্তেয়” সম্বোধন দ্বারা অর্জুনের মাতৃকুলগত মহত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । অর্জুন সর্বতোভাবে মহান্ হইয়া যে কৈবল্যানন্দভাগী হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহাই ভগবানের গুঢ় লক্ষ্য ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্ষদ্ব ব্রহ্মণো বিদুঃ ।

রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । সহস্রযুগপর্যন্তং (দেবপরিমিত সহস্রযুগে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ
অহঃ (যে দিন) [এবং] যুগসহস্রান্তাং (সহস্র দিব্য যুগপরিমিত) রাত্রিং (রাত্রি) [যাঁহার]।
বিদুঃ (জানেন), তে জনাঃ (সেই যোগীরাই) অহোরাত্রবিদঃ (দিবরাত্রি জানেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি ব্রহ্মার চতুর্যুগসহস্রপরিমিত দিন এবং চতুর্যুগসহস্র-
পরিমিত রাত্রি বিদিত আছেন, সেই যোগী ব্যক্তিই দিবা-রাত্রির জ্ঞাতা ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ব্রহ্মলোকসহিতা লোকাঃ কস্মাৎ পুনরাবর্তিনঃ ? কালপরিচ্ছিন্নাঃ ৭।
কথং ?—সহস্রেতি । সহস্রযুগপর্যন্তং—সহস্রযুগানি পর্যন্তঃ পর্য্যবসানং যস্যাহুস্তদহঃ
সহস্রযুগপর্যন্তং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেবিরাজো বিদুঃ । রাত্রিমপি যুগসহস্রান্তমহঃপরিমাণা-
য়েব । কে বিদুরিতি ? আহ—তেহহোরাত্রবিদঃ । কালসংখ্যাবিদো জনা ইত্যর্থঃ ।
যত এবং কালপরিচ্ছিন্নাস্তেহতঃ পুনরাবর্তিনো লোকাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃষ্ণভট্টকাল । ননু চ—তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ ।
ত্রৈলোক্যস্যোপরি স্থানং লভন্তে শোকবজ্জিতম্ ॥ ইত্যাদিপুরাণবাক্যৈস্ত্রৈলোক্যস্য
সকাশান্মহলৌকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে । বিনাশিত্বৈ চ সর্বেষামবৈশিষ্ট্যে কথমসৌ
বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুরূপকালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোহসৌ বিশেষ ইত্যশয়েন সমানেন
শতবর্ষীয়ুযো ব্রহ্মণোহহন্যহনি ত্রৈলোক্যগোপ্তিনিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্
ব্রহ্মণোহহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি । সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোহবসানং যস্য তদ্ব-
ব্রহ্মণো যদহুস্তদ্যে বিদুঃ । যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিং চ যোগবলেন যে বিদুঃ ।
ত এব সর্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ । যেমাং তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগতৈব জ্ঞানং তে
তথাহহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি । অল্পদর্শিত্বাৎ । যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং ।
চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যত ইতি পুরাণোক্তে—জ্ঞানসকলিনী ॥ ব্রহ্মণ ইতি
মহলৌকাদিবাসিনামপ্যুপলক্ষণার্থম্ । তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং
তদেবানামহোরাত্রং । তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাগাদিকল্পনয়া দ্বাদশবর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং
ভবতি । চতুর্যুগসহস্রং ব্রহ্মণো দিনং । তাবৎপরিমাপ্তেব রাত্রিঃ । তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ
পক্ষমাগাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ১৭২৮০০০ বর্ষ সত্যযুগের পরিমাণ এবং ১২৯৬০০০ বর্ষ
ত্রৈতায়ুগের পরিমাণ, ৮৬৪০০০ বর্ষ দ্বাপরযুগের পরিমাণ এবং ৪৩২০০০ বর্ষ কলি-
যুগের পরিমাণ । এইরূপ চতুর্যুগ অতিক্রান্ত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার এক দিন হয়, এবং
এইরূপ পুনঃ সহস্র চতুর্যুগপরিমিত কাল অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয় । যিনি
এইরূপ দিবসরাত্রি অতিক্রম হইতে দেখেন তিনিই অহরাত্রবেত্তা । যাঁহার কেবল

অব্যক্তাদ্ব্যক্ত্যঃ সৰ্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

ব্রাহ্ম্যাগমে প্রলীযন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

সূর্য্যের উদয়-অস্ত দেখিয়া দিন-রাত্রি গণনা করেন, তাঁহারা অল্পদর্শী—অহোরাত্রবেত্তা নহেন। এইরূপ পঞ্চদশ দিবসে ব্রহ্মার এক পক্ষ, এইরূপ দুই পক্ষে এক মাস এবং ষাট মাসে এক বর্ষ। এই পরিমাণে একশত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। তদনন্তর ব্রহ্মাও বিনষ্ট হয়েন। স্তুরাং ব্রহ্মলোকের প্রসাদভোগী জীবগণের এবং তন্নিঃশ্রেণীর ইন্দ্রাদিলোকনিবাসিগণের যে অধঃপতন ও পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি?” “ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তঃ মায়া কল্পিতং জগৎ ॥” ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়াবিরচিত। মায়াবিরাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারেন না ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন সমাগত হইলে) অব্যক্তাঃ (অব্যক্ত হইতে) সৰ্ব্বাঃ (সকল) ব্যক্তাঃ (ব্যক্ত চরাচর পদার্থ) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়), ব্রাহ্ম্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রির সমাগমে) তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে (সেই অব্যক্তরূপ কারণেই) প্রলীযন্তে (লয় পায়) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । ব্রহ্মার দিন সমাগত হইলে অব্যক্ত হইতে এই সকল ব্যক্ত চরাচর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাঁহার রাত্রি সমাগমে সেই ব্যক্ত বস্তু মাত্রই অব্যক্তরূপ কারণে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । প্রজাপতেরহনি যন্তবতি রাত্রৌ চ তদুচ্যতে—অব্যক্তেতি । অব্যক্তাঃ—অব্যক্তঃ প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা । তস্মাদব্যক্তাঃ । ব্যক্তাঃ—ব্যক্ত্যন্ত ইতি ব্যক্তাঃ—স্বাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রভবন্ত্যভিব্যজ্যন্তে । অহু আগমোহহরাগমঃ তস্মিনুহরাগমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে । তথা ব্রাহ্ম্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে । প্রলীযন্তে সৰ্ব্বা ব্যক্তয়ন্তত্রৈব পূর্বেভ্যেহব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । ততঃ কিম্ ? অত আহ—অব্যক্তাদিতি । কার্য্যস্যাব্যক্তঃ রূপং কারণাদ্ব্যক্তং । তস্মাদব্যক্তাঃ কারণরূপাদ্যজ্যন্ত অভিব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি । কদা ? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিনসোপক্রমে । তথা রাত্রেয়াগমে ব্রহ্মণয়নে । তস্মিন্ণোবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে । প্রলয়ং যান্তি । যদ্বা তেহহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্না বিধীয়তে কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহব্রহ্মদুস্তস্যাহ আগমেহব্যক্তাদ্ব্যক্ত্যঃ প্রভবন্তি । যাং চ রাত্রিং বিদুস্তস্য রাত্রেয়াগমে প্রলীযন্তে—ইতি দ্বয়েরন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

গীতार्থসন্দীপনী । ব্রহ্মার স্রষ্টি অবস্থার নাম অব্যক্ত, এবং তাঁহার জাগ্রৎ দশার নাম ব্যক্ত । ব্রহ্মার জাগ্রৎ দশায় অর্থাৎ চেতনা শক্তির সফুরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জগৎ ব্যবহার-দশায়

ভূতগ্রামঃ স এবাযং ভূত্বা ভূত্বা প্রলায়তে ।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

পরিণত হইয়া অভিব্যক্ত হয়, এবং তাঁহার সুষুপ্তাবস্থায় সমস্ত বস্তুরই অস্তিত্ব কারণ-
 স্বরূপে বিলীন হয়। তখন আর প্রত্যক্ষ-ব্যবহারোপযোগী জগৎ দৃষ্ট হয় না ॥ ১৮ ॥

অবয়বোধিনী । পার্থ (হে পার্থ!) সঃ এব (সেই) অযং (এই) ভূতগ্রামঃ
 (প্রাণিগণ) অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবাগমে) অবশঃ (কর্মাদিপরতন্ত্র হইয়া) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ
 পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়; [পুনরায়] রাত্র্যাগমে (রাত্রিসমাগমে)
 প্রলীয়তে (লয় পায়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ! সেই প্রাণিসকল (যাহারা পূর্বকল্পে ছিল) ব্রহ্মার দিবাগমে (উত্তরকল্পে) কর্মবশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়, এবং ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অকৃতাত্ম্যগমকৃতবিপ্রাণশদোষপরিহারার্থং বন্ধমোক্ষশাস্ত্র-
 প্রবৃত্তিসাক্ষ্যপ্রদর্শনার্থমবিদ্যাদিক্লেশমূলকর্মাণ্যবশাচ্চাবশো ভূতগ্রামো ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়ত
 ইতি। অতঃ সংসারে বৈরাগ্যপ্রদর্শনার্থং চেদমাহ—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতগ্রামো ভূত-
 সমুচ্চয়ঃ স্বাবরজদমলকণে যঃ পূর্বস্মিন্ কল্পে আসীৎ। স এবাযং। নান্যঃ। ভূত্বা ভূত্বা-
 হরাগমে প্রলীয়তে পুনঃ পুনঃ রাত্র্যাগমেহহঃ ক্ষয়েহবশৌহম্বতন্ত্র এব। হে পার্থ।
 প্রভবতি জায়তে সোহবশ এবাহরাগমে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র চ কৃতনাশাকৃতাত্ম্যগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং
 সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং। গ্রামঃ
 সমূহঃ। যঃ প্রাণাসীৎ স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয় প্রলীয় পুনর-
 প্যহরাগমেহবশঃ কর্মাদিপরতন্ত্রঃ প্রভবতি। নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সংসারে বারংবার উৎপত্তি-বিনাশ সত্ত্বেও অবিদ্যার প্রভাব জন্য
 জীবের সংসার-নিবৃত্তি হয় না। জীবের কাম্য কর্মের অনুষ্ঠানই পুনঃ পুনঃ সংসার-প্রবাহের
 একমাত্র হেতু। তাহা হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, যাহারা নিষ্কাম-
 কর্মানুষ্ঠানের অভাবে পূর্বকল্পে সুক্ষ্মরূপে কারণাবস্থায় স্থিতি করিতেছিল, তাহাদের সুখ-
 দুঃখরূপ ভোগবসান হয় নাই বলিয়া উত্তরকল্পে তাহাদিগকে অবশ্যই ভোগ্যভূমি
 দেহায়তন অধিকার করিতে হয়।

“অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি ॥” (ক)।

(ক) গরুড়পুরাণ ও শুকনীতিসার।

পরশ্বাস্ত্রাত্ম ভাবোহ্যোহব্যক্তোহব্যক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সৰ্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্ব ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

আত্মজ্ঞানবজ্জিত অজ্ঞানী ব্যক্তি যে শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তজ্জন্য তাহাকে অবশ্যই ফল ভোগ করিতে হয়। বস্তুতঃ কোন নূতন জীবের সৃষ্টি হয় না। যাহা পূর্বে ছিল, তাহাই কল্পান্তে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

“সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ ।

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥” (ক) ।

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ আদি সমস্ত জগৎ যাহা যেরূপ পূর্ব্বকল্পে ছিল, বিধাতা উত্তরকল্পেও সেইরূপ রচনা করেন। ব্রহ্মার দিবাগমে সমস্ত বস্তুরই অভিব্যক্তি বা প্রাদুর্ভাব, এবং রাত্রিসমাগমে তিরোভাব বা কারণস্বরূপে স্থিতি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ অব্যক্তাং তু (সেই অব্যক্ত হইতে) পরঃ (বিলক্ষণ) অন্যঃ (স্বতন্ত্র) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়গণের অগোচর) সনাতনঃ (নিত্য) যঃ (যে) ভাবঃ (সত্তা) সঃ (তাহা) সর্ব্বভূতেষু নশ্যৎস্ব (ভূত সকল বিনষ্ট হইলেও) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় না) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই অব্যক্তেরও অতীত, ইন্দ্রিয়গণেরও অগোচর ও স্বতন্ত্র সত্তামাত্র পদার্থই নিত্য। ভূতসকল বিনষ্ট হইলেও উহা স্বয়ং বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্। যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়ো নির্দিষ্ট ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেত্যাদিনা। অথৈদানীমক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দিষ্টকরেদমুচ্যতে। অনেন যোগমার্গেণেদং গন্তব্যমিতি—পরশ্বাস্ত্রাদিতি। পরো ব্যতিরিক্তো ভিন্ঃ। কূতঃ? তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তা-দব্যক্তাং। তুশব্দোহক্ষরস্য বিবক্ষিতস্যাব্যক্তাৎবৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থঃ। ভাবোহক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম। ব্যতিরিক্তে সত্যপি সালক্ষণ্যপ্রসঙ্গোহস্তীতি তদ্বিনিবৃত্ত্যর্থমাহ—অন্য ইতি। অন্যো বিলক্ষণঃ। স চাব্যক্তোহনিদ্রিয়গোচরঃ। পরশ্বাস্ত্রাদিত্যুক্তং। কস্মাৎ পুনঃ পরঃ? পূর্ব্বোক্তাভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাং। অন্যো বিলক্ষণো ভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ। সনাতনশিচরন্তনো যঃ স ভাবঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্ব ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্ব্যভাং। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতদব্যক্তাং পরশ্বাস্ত্রাংপি কারণভূতো যোহন্যস্তদ্বিলক্ষণোহব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোহনাদিঃ। স তু সৰ্ব্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সত্তা-স্বরূপ পরমাত্মা, হিরণ্যগর্ভ নামক অব্যক্তকারণেরও কারণ-স্বরূপ এবং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র । অভিব্যক্ত চরাচর জগতের কারণ-স্বরূপ অব্যক্তরূপের নাশ আছে । কিন্তু সত্তা-স্বরূপের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই ; উহা সনাতন এবং সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র । ইন্দ্রিয়গণ সেই সত্তা-স্বরূপকে ধারণা করিতে পারে না । বুদ্ধি বা বিচার শক্তি, তর্ক বা অনুভব বলে, তাহা কদাপি গ্রহণ করিতে পারে না । সত্তার আদি নাই, অন্ত নাই, রূপ, নাম, গুণ বা অবস্থাও নাই । তিনি সম্পর্করূপে ব্যাখ্যার অযোগ্য ॥ ২০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । পরমাত্মসত্তা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, উহা চিদ্বশন বা চিন্মাত্র । তাঁহারই মহিমা রূপ মায়ার জগৎ অভিব্যক্ত রহিয়াছে । চৈতন্যসত্তা অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে ; কেননা চৈতন্য সহ মায়িক স্রষ্টব্যবশতঃই ইন্দ্রিয়াদির বোধশক্তির বিকাশ হইয়াছে । বুদ্ধির চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ । তাহা মায়িক দিক্কালের অতীত, এই জন্য মনুষ্য বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে পৃথক ভাবে ধারণা করিতে পারে না । তদগতভাবে চিন্তনিরোধ করিলেই তাঁহার চিন্ময়সত্তা প্রকাশিত হয় ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী । [যাহা] অব্যক্তঃ অঙ্করঃ ইতি (অব্যক্ত ও অঙ্কর এই শব্দে) উক্তঃ (কথিত হইয়াছে) তং (তাহাকে) পরমাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠগতি) আহঃ (বলে), যং (যাহা) প্রাপ্য (পাইয়া) [জীবগণ] ন নিবর্তন্তে (প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তং (তাহা) মম (আমার) পরমং (পরম) ধাম (স্বরূপ) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । সেই অঙ্কর অব্যক্ত সত্তাস্বরূপকে শ্রুতি-স্মৃতি জীবের পরম গতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সেই সত্তারূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জন্ম হয় না ; উহাই আমার সর্বোৎকৃষ্ট ধাম ॥ ২১ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অব্যক্ত ইতি । যোহসাব্যক্তোহঙ্কর ইত্যুক্তস্তমেবাহঙ্করসংজ্ঞকমব্যক্তং ভাবমাহঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং । যং ভাবং প্রাপ্য গম্য ন নিবর্তন্তে সংসারায় । তদ্ধাম স্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম । বিবেকঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়নাহ—অব্যক্ত ইতি । যো ভাবোহব্যক্তোহতীন্দ্রিয়ঃ । অঙ্করঃ প্রবেশনাশূন্য ইতি । তথাহঙ্করং সংভবতীহ বিশ্বম্ (ক) ইত্যাদিশ্রুতিষ্মঙ্কর ইত্যুক্তঃ । তং পরমাং গতিং গম্য পুরুষার্থমাহঃ—পুরুষানু পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ । (খ) ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ । পরমগতিত্বমেবাহ— যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্তন্ত ইতি ।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যা ।

যস্যাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৰ্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপং । মমৈতু্যপচারে যদ্বী । রাহোঃ শির ইতিবৎ । অতোহহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মুমুক্শুগণ আশ্রজ্ঞান দ্বারা যে পুরুষার্থ-স্বরূপ পরমানন্দধাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহারই নাম “পরম-গতি” । শ্রুতি বলিয়াছেন—

“এষাহস্য পরমা গতিঃ ॥” (ক)

পুরুষান্ পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥” (খ)

সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মাই বিদ্বান্দিগের পরম গতি, উহা কোন বস্তুবিশেষ নহে । সমস্ত আবেগ, সংবেগ, মতি, রতি ও গতি যেখানে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাই পরম গতি, তাহাই পরমাত্মা । সেই পরম গতি-স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিলে জীবের গতাত্মের শেষ হইয়া যায় । “তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্” (গ)—ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ, অর্থাৎ উহাই বিষ্ণুর স্বরূপাবস্থা ॥ ২১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । বিষ্ণুর স্বরূপাবস্থাই পরম ধাম—স্বয়ংপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য ; তাহা কোনও পৃথক্ বস্তু নহে ; কেননা, বস্তুমাত্রই তাঁহার মায়িক বিকাশ, পরমাত্মাই বুদ্ধাপহিত হইয়া জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং তিনি ব্যতীত জীবের পৃথক্ সত্তা না থাকায় তাঁহাকে লাভ করিলেই জীবের গतिनिवृत्ति হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইলেই জীবচৈতন্য পরমাত্মদত্তায় অভিনুতা লাভ করে ॥ ২১ ॥

অন্যবোধিনী । পার্থ (হে পার্থ!) ভূতানি (সমস্ত ভূত) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (অভ্যন্তরে স্থিত) যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সৰ্বং (সমস্ত জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত হইয়া আছে), সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষকে) তু (কেবল) অনন্যয়া (অনন্য) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) লভ্যঃ (লাভ করা যায়) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ ! সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায় । সমস্ত ভূতই তাঁহার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছে, এবং তিনিও সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ॥ ২২ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । তন্নক্কেরুপায় উচ্যতে—পুরুষ ইতি । পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ । পূর্ণত্বাচ্চ স পরঃ পার্থ । পরো নিরতিশয়ঃ । যস্মাৎ পুরুষান্ পরং কিঞ্চিৎ । স ভক্ত্যা লভ্যস্ত জ্ঞানলক্ষণয়ানন্যাত্মবিষয়য়া । যস্য পুরুষস্যাস্তঃস্থানি মধ্যস্থানি ভূতানি কার্যভূতানি । কার্য্যং হি কারণস্যাস্তর্ভূতি ভবতি । যেন পুরুষেণ সৰ্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তম্ । আকাশেনেব ঘটাদি ॥ ২২ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৩২ । (খ) কার্য্যোপনিষৎ, ৩।৩।৩২ । (গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৩।৩২ ।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।

প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি । স চাহং পরঃ পুরুষোহনন্যায়—ন বিদ্যতেহন্যঃ শরণেহন যস্যাত্ তয়ৈকান্ত-ভক্ত্যেব লভ্যঃ । নান্যথা । পরস্বমেবাহ—যস্য কারণভূতগ্যাস্তর্গধ্যে ভূতানি স্থিতানি । যেন চ কারণভূতেনেদং সর্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রপঞ্চ বিষয় হইতে অন্তঃকরণবৃত্তিকে প্রত্যাহার করিয়া অনন্য ভাবে ভগবানে চিত্ত অর্পণ না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । প্রপঞ্চ ভাব বিদূরিত হইলেই তখন তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না । যেমন সূত্রায়তনকে বস্ত্র বলা যায়, বস্ত্রতঃ সাধারণ বুদ্ধিতে বস্ত্র ও সূত্র একত্র দুইটী বুঝিতে পারা যায় না । যখন বস্ত্র বলিয়া দেখি তখন সূত্রভাব ভুলিয়া যাই, আবার সূত্র দেখিতে গেলে বস্ত্রভাব বিস্মৃত হই । কিন্তু যিনি যুগপৎ বস্ত্রে সূত্রগমূহ এবং সূত্রায়তনে বস্ত্র দেখিতে পান তিনিই তত্ত্বদর্শী । শ্রুতিও বলিয়াছেন—

“যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদমস্মান্নাগীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কশ্চিৎ ।

বৃক ইব স্তন্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥” (ক)

“যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রুতেহপি বা ।

অন্তর্বহিষ্চ তং সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥” (খ)

যাঁহা হইতে কোন বস্তুই পর বা অপর নহে, যাঁহা হইতে কোন বস্তুই অণু বা মহৎ নহে, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিশাল বৃক্ষের ন্যায় অচল ; তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে । যাঁহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায় নারায়ণ তত্ত্বভাবের অন্তর্বাহ্য ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভগবানের মায়িক বিকাশেই জগদ্বোধ হইয়া থাকে । বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইলেই দিক্‌কালের জ্ঞান অন্তর্হিত হয়, এবং সেই সঙ্গে জগতের দ্বৈতভাণ নিবৃত্ত হইয়া যায় । নিরুদ্ধ বুদ্ধিতে অণু বা মহৎ জ্ঞান অথবা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব কিছুই থাকে না ; দ্রষ্টা ও দৃশ্য বোধ, জগৎ ও জীবের বোধ লুপ্ত হইয়া যায়, এবং মায়িক সমস্ত ভেদভাব পরমাত্মার সৎ-চিৎ-স্বরূপে বিলীন হইয়া অখণ্ডদ্বৈতভাবের পূর্ণত্বে পর্য্যবসিত হয় ॥ ২২ ॥

অম্বয়বোধিনী। ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) যত্র কালে তু (যে কালে) প্রয়াতাঃ (মৃত হইলে) যোগিনঃ (যোগীগণ) অনাবৃত্তিম্ (অনাবৃত্তি) আবৃত্তিং চ এব (ও আবৃত্তি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন) তং (সেই) কালং (কালের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥ ২৩ ॥

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৯।

(খ) অথর্ববেদীয় মহানারায়ণোপনিষৎ, ১১।৬।

অগ্নিজ্যোতিবহঃ শুক্লঃ ষম্বাসা উত্তরাযণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভরতর্ষভ ! যে কালে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃতি বা আবৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্তন করিতেছি ॥ ২৩ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাঃ ব্রহ্মপ্রতিপত্তয় উত্তরো মার্গো বক্তব্য ইতি যত্র কাল ইত্যাদি বিবক্ষিতার্থসম্পর্ণার্থমুচ্যতে । আবৃতিমার্গোপন্যাস ইতরমার্গস্তত্যাঃ । যত্রেতি । যত্র কালে প্রযাতা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । যত্র যস্মিন্ কালে ত্বনাবৃতিমপুনর্জন্মাবৃতিং তদ্বিপরীতং চৈব । যোগিন ইতি যোগিনঃ কস্মিংশ্চোচ্যন্তে । কস্মিংশ্চ গুণতঃ—কর্ম্মযোগেণ যোগিনামিতি বিশেষণাৎ—যোগিনঃ । যত্র কালে প্রযাতা মৃত্যু যোগিনোহনাবৃতিং যাস্তি । যত্র কালে চ প্রযাতা আবৃতিং যাস্তি । তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তং পদং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে । অন্যে স্বাবর্তন্ত ইত্যুক্তং । তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্তন্তে ? কেন বা গতাস্চাবর্তন্তে ? ইত্যপেক্ষারামাহ—যত্রেতি । যত্র যস্মিন্ কালে প্রযাতা যোগিনোহনাবৃতিং যাস্তি যস্মিংশ্চ কালে প্রযাতা আবৃতিং যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামীত্যনুয়ঃ । অত্র চ ব্রহ্মানুগারী—অতশ্চায়নেনহপি দক্ষিণে—ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমরণস্য স্ববিবক্ষিত-ত্বাৎ । কালশব্দেন কালান্তিমিনির্ভীতিরতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে । অতোহয়মর্থঃ—যস্মিন্ কালান্তিমানিদেবতৌপলক্ষিতে মার্গে প্রযাতা যোগিন উপাসকাঃ কস্মিংশ্চ যথাক্রমমনাবৃতিমাবৃতিং চ যাস্তি তং কালান্তিমানিদেবতৌপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি । অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালান্তিমানিস্বাভাবেহপি ভূয়সামহরাদিশব্দেভ্যোনান্য কালান্তিমানিস্বাৎ তৎসাহচর্য্যাদাম্রবণমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এই শ্লোকে “কাল” পদটি দ্বারা দিবা-রাত্রি আদি কালের অভিমানযুক্ত দেবতা বা মার্গ বিশেষ উপলক্ষিত হইয়াছে । “যোগিনঃ” পদটি দ্বারা কর্ম্মী এবং উপাসক, উভয়ই পরিগৃহীত হইয়াছে । শরীর হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময়ে কোন্ পথে উপাসকের গতি হইলে তাঁহার সংসারে পুনরাবর্তন হয়, এবং কোন্ পথে গতি হইলে পুনরাবৃতি হয় না, ভগবান্ অর্জুনকে তাহাই বলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন ॥ ২৩ ॥

অবয়বোধিনী । [যে স্থানে] অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃপদার্থ অগ্নি) অহঃ (দিন) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষ) উত্তরাযণং ষণ্মাসাঃ (উত্তরাযণ ছয় মাস) [স্থিতি করিতেছে], তত্র (সেই মার্গে) প্রযাতাঃ (গমন করিয়া) ব্রহ্মবিদাঃ (সমুপ ব্রহ্মের উপাসক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) ব্রহ্ম (সমুপ ব্রহ্মকে) গচ্ছন্তি (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ২৪ ॥

বজ্রানুবাদ । যেস্থানে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, দিন, শুক্রপক্ষ, ছয়মাস, উত্তরায়ণ আদি স্থিতি করিতেছে, সেই দেবযান মার্গে গমন করিয়া সপ্তম ব্রহ্মোপাসনাশীল পুরুষগণ সপ্তম ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তং কালমাহ—অগ্নিজ্যোতিরিতি । অগ্নিঃ কালভিমানিনী দেবতা । তথা জ্যোতিরপি দেবতৈব কালভিমানিনী । অথবা অগ্নিজ্যোতিষী যথাক্রমে এব দেবতে । ভূয়াং তু নির্দেশো যত্র কালে তং কালমিতি । আশ্রবণবৎ । তথাহ-দেবতাহরভিমানিনী । শুক্রঃ শুক্রপক্ষদেবতা । ষণ্মাসা উত্তরায়ণঃ । তত্রাপি দেবতৈব মার্গভূততি । স্থিতোহন্যত্রায়ং ন্যায়ঃ । তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসকা ব্রহ্মোপাসনপরা জনাঃ । ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ । ন হি সদ্যোমুক্তিভাজং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতির্বা কচিদস্তি । ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি (ক)—ইতি শ্রুতেঃ । ব্রহ্মসংলীনপ্রাণা এব তে ব্রহ্মময়াঃ । ব্রহ্মভূতা এব তে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি । অগ্নিজ্যোতিঃশব্দাভ্যাং—তেহচ্চিরভিসংভবন্তি (খ)—ইতি শ্রুত্যুক্তাচ্চিরভিমানিনী দেবতৌপলক্ষ্যতে । অহরিতি দিবসভিমানিনী । শুক্র ইতি শুক্রপক্ষাভিমানিনী । উত্তরায়ণরূপা ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী । এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্ । এবংভূতো যো মার্গ স্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি । যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ । তথাচ শ্রুতিঃ—তেহচ্চিরভি সংভবন্ত্যচ্চিষোহহরহ আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ভান্ ষণ্মাসানুদঙ্গাদিত্য এতি মাসেভ্যা দেবলোকম্ (গ)—ইতি । ন হি সদ্যোমুক্তিভাজং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতির্বা কচিদস্তি “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্রুতি বলিয়াছেন—অথ যদু চৈবাস্মিঞ্চব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নাচ্চিষমেবাতিসংভবন্ত্যচ্চিষোহহরহ আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ভান্ যদুদঙ্গেতি । মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদিত্যাদিত্যচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোহমানবঃ । স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে (ঘ)—ইতি ।

উপাসক ব্যক্তি প্রথমতঃ অচ্চিরভিমানিনী দেবতাকে, তৎপরে দিনাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর শুক্রপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর ছয়মাস উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে, তৎপশ্চাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর সূর্য্যকে, সূর্য্যের পর চন্দ্রকে, চন্দ্রের পর বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হয়েন । সেইখানে অমানব পুরুষ আসিয়া উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান । ইহাই দেবযান বা ব্রহ্মমার্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৬ ।

(খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬।২।১৫ ।

(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬।২।১৫ ।

(ঘ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪।১।৫।৫-৬ ।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ যন্মাসা দক্ষিণায়ণম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সপ্তম বৃক্ষের উপাসকগণই এইরূপ ক্রমানুসারে বৃক্ষলোকে গমন করেন, এবং জন্মান্তর গ্রহণ না করিয়াই কল্পক্ষয়ে মুক্ত হইবেন । আর বাঁহারা সন্ধ্যাক্ জ্ঞানদ্বারা এই জীবনেই অদ্বৈতভাবে ব্রহ্মান্বিশিষ্ট্য করিতে পারেন, তাঁহারা দেহান্তে একেবারে কৈবল্যালাভ করেন, তাঁহাদিগকে আর লোকান্তরে গমন করিতে হয় না । অদ্বৈতভাবে স্বচৈতন্যের অপরোক্ষজ্ঞান হইলে জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরক প্রভৃতির মায়িক পার্থক্যজনিত মিথ্যা রূপ তিরোহিত হয়, এবং জীবাত্মার নিজ পৃথক্ সত্তার ভ্রান্তিও বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং বৃক্ষজ পুরুষের পক্ষে লোকান্তরগমনাদির সম্ভাবনা নাই ॥ ২৪ ॥

অম্বয়বোধিনী । [যে স্থানে] ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ (ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ), তথা (৩) ষণ্মাসাঃ (ছয় মাস) দক্ষিণায়নং (দক্ষিণায়ন) [স্থিতি করিতেছে], তত্র (সেইখানে) যোগী (কর্মী পুরুষ) চান্দ্রমসং (চন্দ্রসম্বন্ধীয়) জ্যোতিঃ (স্বর্গলোক) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ততে (পুনরাবৃত্ত হইবেন) ॥ ২৫ ॥

বজ্রানুবাদ । যে স্থানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও ছয়মাস, দক্ষিণায়ন ইত্যাদি স্থিতি করিতেছে, সেইখানে গমন করিয়া কর্মী পুরুষ চন্দ্রমাকে লাভ করেন, এবং কর্মফল ভোগ করিয়া সংসারে পুনরাবৃত্ত হইবেন ॥ ২৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ধূম ইতি । ধূমো রাত্রিধূমাভিমানিনী রাত্র্যভিমানিনী চ দেবতা । তথা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা । ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি চ পূর্ববদেবতৈব । তত্র চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ ফলমিষ্টাদিকারী যোগী কর্মী প্রাপ্য ভুক্ত্বা তৎক্ষণা-দিহ নিবর্ততে পুনঃ ॥ ২৫ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । আবৃত্তিগার্গমাহ—ধূম ইতি । ধূমো ধূমাভিমানিনী দেবতা । রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে । এতাভিদেবতাভিরূপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্রঃ প্রয়াতঃ কর্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্তকর্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ততে । তত্রাপি শ্রুতিঃ—তে ধূমমভিসংভবন্তি ধূমাৱাত্রিঃ রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদযান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যানুং ভবন্তি (ক)—ইতি । তদেবং নিবৃত্তিকর্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ । কাম্যকর্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ । নিষিদ্ধকর্মভিশ্চ নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ । ক্ষুদ্রকর্মণাং তু জন্তুনাশত্বৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এ শ্লোকেও ধূম, রাত্রি ইত্যাদি শব্দ তত্তদভিমানিনী দেবতার

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬।২।১৬ ।

শুক্লকৃষ্ণ গতি হ্যেত জগতঃ শাস্বতে মতে ।
 একয়া যাত্যনাবৃত্তিমগ্ন্যাবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥
 নৈতে স্ততি পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।
 তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবাজ্জুন ॥ ২৭ ॥

উপলক্ষণ। চন্দ্রলোক পুণ্যভোগের স্থান। যাঁহারা সংকল্প আদি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে অতুল স্বর্গস্বর্থ ভোগ করিয়া বাসনাসূত্রযোগে সংসারে পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই পুনরাবৃত্তিয়ার্গের নাম পিতৃযান। পিতৃযান হইতে দেবযান শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫ ॥

অবয়বোদ্ভিনী। জগতঃ (জগতের) এতে হি (এই) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) গতি (দুই পথ) শাস্বতে (নিত্য) মতে (নির্দিষ্ট আছে); [উপাসক] একয়া (একটির দ্বারা) অনাবৃত্তিঃ (মোক্ষ) যতি (প্রাপ্ত হয়েন), অন্যয়া (অন্যটির দ্বারা) পুনঃ আবর্ততে (প্রত্যাবৃত্ত হয়েন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পথ জগতে নিত্যসিদ্ধ। শুক্ল মার্গের দ্বারা উপাসক অপুনরাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গের দ্বারা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাস্ত্ররত্নাশ্রম। শুল্ক্রেতি। শুক্লকৃষ্ণে—শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে। জ্ঞানপ্রকাশক-দ্ব্যচ্ছক্লা। তদভাবাৎ কৃষ্ণা। এতে শুক্লকৃষ্ণে হি গতি জগত ইত্যধিকৃতানাং জ্ঞান-কর্মণোঃ। ন জগতঃ সর্বসৈব্যৈতে গতি সংভবতঃ। শাস্বতে নিত্যে। সংসারস্য নিত্যস্থানিত্যে মতে অভিপ্রেতে। তত্রৈকয়া শুক্লয়া যাত্যনাবৃত্তিম্। অন্যয়েতরয়াবর্ততে পুনর্ভূয়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তো মার্গাবুপসংহরতি—শুল্ক্রেতি। শুল্কচ্ছিরাদিগতিঃ। প্রকাশময়দ্বাং। কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ তমোময়দ্বাং। এতে গতি মার্গৌ জ্ঞানকর্মাধিকারিণৌ জগতঃ শাস্বতে অনাদী সন্ততে। সংসারস্যানাদিদ্বাং। তয়োরেকয়া শুক্লয়ানাবৃত্তিঃ মোক্ষং যতি। অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ততে ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেবযান শুক্ল অর্থাৎ জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ। পিতৃযান ভোগ ও অজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ তমোময়। সূত্রাৎ ধূম-রাত্রি আদি অপ্রকাশ-স্বরূপ। এখানে আত্মার বিকাশ না হওয়াতে জীবের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

অবয়বোদ্ভিনী। পার্থ (হে পার্থ!) এতে (এই) স্ততি (মার্গদ্বয়) জানন্ (অবগত হইয়া) কশ্চন (কোনও) যোগী (যোগী) ন মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হন না), তস্মাৎ (অতএব) অজ্জুন (হে অজ্জুন!) সর্বেষু কালেষু (সর্বদা) যোগযুক্তঃ (যোগযুক্ত) ভব (হও)। ২৭ ॥

বেদেষু যাজ্ঞেষু তপঃসু চৈব

দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিশ্বেম্ ।

অতোতি তৎ সৰ্ব্বমিদং বিদিত্বা

যোগো পরং স্থানমুপৈতি চাত্মম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপৰ্বণি

শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে তার ব্রহ্মযোগো নাম

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

বঙ্গানুবাদ । হে অৰ্জুন ! পূৰ্বোক্ত মার্গদ্বয় অবগত হইয়া যোগী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হয়েন না । অতএব তুমিও সৰ্বদা যোগযুক্ত হইয়া থাক ॥ ২৭ ॥

শাস্ত্ররভাষ্যম্ । নৈতে ইতি । এতে যথোক্তে স্ততী মার্গো পার্থ জানন্—সংসাররৈকা । অন্য মোক্ষায় চেতি—যোগী ন মুহ্যতি । কশ্চন কশ্চিদপি । তস্মাৎ সৰ্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতো ভবাজ্জুন ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপগংহরতি—নৈতে ইতি । এতে স্ততী মার্গো মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি । সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে । কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দৈবযান বা শুক্রমার্গ মুক্তিপ্রদ । পিতৃযান বা কৃষ্ণমার্গ পুনরাবৃত্তির কারণ । ইহা বিদিত হইয়া সগুণব্রহ্মদানপরায়ণ যোগী সংসার-মায়ায় বিমুক্ত হয়েন না । তাঁহারা যোগবলে দেবযানের অধিকারী হয়েন । সেই জন্য বলিতেছি, হে অৰ্জুন ! তুমিও সমাহিতচিত্ত হইয়া এই অপুনরাবৃত্তি লোকের অধিকারী হও ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । বেদেষু (সৰ্ব বেদে) যজ্ঞেষু (বিবিধ যজ্ঞে) তপঃসু (বিভিন্ন তপস্যায়) দানেষু চ এব (ও দানসমূহে) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিশ্বেম্ (নিরূপিত হইয়াছে) ইদং (এই তত্ত্ব) বিদিত্বা (জানিয়া) যোগী (যোগী পুরুষ) তৎ সৰ্বম্ (সেই সমস্ত ফল) অতোতি (অতিক্রম করেন), চ (এবং) আদ্যং (কারণরূপ) পরং (সর্বোৎকৃষ্ট) স্থানম্ (পদ) উপৈতি (লাভ করেন) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে ও পুণ্যকার্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, ধ্যাননিষ্ঠ যোগীগণ সেই ফলরাশি অতিক্রম করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট কারণরূপ স্থান লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শাক্তব্রতায়াম্ । শূণু যোগিন্য মহাভ্যাসং—বেদেষুতি । বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু চ সাদগুণ্যোনুষ্ঠিতেষু । তপঃস্ব চ স্তুতেষু । দানেষু চ সম্যগদত্তেষু পুণ্যফলং প্রদিতং শাস্ত্রেণাত্যেত্যতীত্য গচ্ছতি তৎ সৰ্বং ফলজাতম্ । ইদং বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়-স্বারেণোক্তং সম্যগবরাধ্যানুষ্ঠায় যোগী পরং প্রকৃষ্টমৈশ্বর্যং স্থানমুপৈতি প্রতিপদ্যতে । আদ্যমাদৌ ভবং কারণং । বক্তেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শাক্তরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যেঃষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেষুতি । বেদেষুধ্যয়নাদিভিঃ । যজ্ঞেষুনুষ্ঠানাদিভিঃ । তপঃস্ব কায়শৌষাদিভিঃ । দানেষু সৎ-পাত্রেহর্পণাদিভিঃ । যৎ পুণ্যফলমুপদিতং শাস্ত্রেষু তৎসৰ্বমতোয়তি । ততোহপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্যং প্রাপ্নোতি কিং কৃৎস্না ? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তৎসং বিদিত্বা । ততঃ চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টমাদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

অষ্টমেঃষ্টবিশিষ্টেসংপৃষ্টার্থনির্ণয়েঃ ।

অক্লিষ্টমিষ্টধামাশ্ৰিত্যঃ স্পষ্টিতাষ্টমববর্ণনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত্যঃ ভগবদগীতাটীকায়াং স্তবোধিন্যাং তারকব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । বেদাধ্যয়ন-কালে ব্রহ্মচর্যাদি-পালনে শাস্ত্র যে শুভ ফল হয় লিখিয়াছেন, আর সাদোপাস্ত্র অশ্বমেধাদি যজ্ঞ শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, চিত্তশুদ্ধির কারণ শ্রদ্ধাপূর্বক কৃচ্ছ্র চাদ্রায়ণাদি তপস্য-সম্পাদনে যে ফল লাভ হয়, এবং উত্তম দেশ-কাল-পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রবিধানানুরূপ গো-স্ববর্ণ আদি দান করিলে যে ফল লাভ হয়, যোগিগণ এ সমস্ত ফল হইতেও মহাফল লাভ করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ ধ্যাননিষ্ট যোগিগণ স্বর্গাদি ফলভোগ তুচ্ছ করিয়া সৰ্বকারণের কারণস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ।

এই অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বাসুদেব “তৎ” পদার্থকে ধ্যেয়রূপে ব্যাখ্যা করিলেন ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত

“গীতার্থ-সন্দীপনী” নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

—:O:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসুয়বে ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১ ॥

অনুবোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) । ইদং তু (এই) গুহ্যতমং (অতিগূঢ়) বিজ্ঞানসহিতং (বিজ্ঞানের সহিত) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অনসুয়বে (অসূয়াশূন্য) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যং (যাহা) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [তুমি] অশুভাৎ (সংসারবন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! তুমি অসূয়াশূন্য, এই জন্য তোমাকে বিজ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্ব কহিতেছি ; ইহা অবগত হইলে তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । অষ্টমে নাত্তীদ্বারেণ ধারণাযোগঃ সগুণ উক্তঃ । তস্য চ ফল-মগ্যাচ্চিরাদিক্রমেণ কালান্তরে বুদ্ধপ্রাপ্তিলক্ষণমেবানাবৃত্তিরূপং নির্দিষ্টং । তত্রানেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফলমধিগম্যতে । নান্যথেতি । তদাশঙ্ক্যাব্যবিসয়া ভগবানুবাচ—ইদমিতি । ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং বক্ষ্যমাণমুক্তং চ পূর্বেষুধ্যায়েষু । তদ্বুদ্ধৌ সংনিবীকৃত্যো-দমিত্যাহ । তুশব্দেব বিশেষনিদ্ধারণার্থঃ । ইদমেব তু সম্যাজ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তি-সাধনং । বাস্তুদেবঃ সর্বমিতি (ক)—আত্মবেদং সর্বম্ (খ) —একমেবাদ্বিতীয়ম্ (গ) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ নান্যৎ । অথ যেহন্যাথাতো বিদূরন্যরাজানস্তে ক্ষয়্যালোকা ভবন্তি (ঘ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ । তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি । অনসুয়বেহসূয়ারহিতায় । কিং তৎ ? জ্ঞানং । কিংবিশিষ্টং ? বিজ্ঞানসহিতমনু-ভবযুক্তং । যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসেহশুভাৎ সংসারবন্ধনাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

পরেণঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে ।

নবমে তু তদৈশ্বর্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে ॥

এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বীয়ং পারমেশ্বরং তত্ত্বং ভক্ত্যেব সুলভং নান্যথেতুক্তেদানীম-চিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ—ইদমিতি । বিশেষণ

(ক) গীতা, ৭।১৯ । (খ) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২ । (গ) ছান্দোগ্য, ৬।২।১ । (ঘ) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২ ।

**রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মাং সুস্বখং কৰ্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥**

জ্ঞাতেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনম্ । তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়ম্ । ইদং জনসূরবে—
পুনঃ পুনঃ স্বাহাশ্রম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় । তুভ্যং
বক্ষ্যামি । তুংহং বৈশিষ্ট্যে । তদেবাহ—গুহ্যতমগিত্যাদিনা । গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং ।
ততো দেহাদিব্যতিরিক্তজ্ঞানং গুহ্যতরং । ততোহপি । পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যস্বাদ্গুহ্যতমং ।
যজ্ঞজ্ঞানস্বাভাং সংসারবন্ধান্মোক্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ পূর্বক ক্রুরূপে মুক্তি
লাভ হয়, এবং ভগবানে অনন্যভক্তি যে তাদৃশী মুক্তি লাভের অসাধারণ হেতু ইত্যাদি
বিষয় অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্বক ধ্যানপরায়ণ
পুরুষের ক্রুরূপ গতি হয়, তাহাও পূর্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে । এক্ষণে জ্ঞেয় নিরূপণ
পূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের ক্রুরূপ গতি হয়, এবং ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এবং তন্নিষ্ঠ
অনুরাগ আদি বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য নবম অধ্যায়ের অবতারণা হইল ।

এই শ্লোকের “ইদং তু” পদের “তু” শব্দ দ্বারা পূর্বাধ্যায়ে কথিত সগুণ ব্রহ্মের
“ধ্যান” এবং এতদধ্যায়ে বক্তব্য “জ্ঞান” বিষয়ের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে । আত্ম-
জ্ঞানই মুক্তির প্রধান হেতু । ধ্যান দ্বারা চিত্তগুহ্মি ব্যতীত অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না ।
ধ্যান আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল উপায় মাত্র । বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানতত্ত্ব অতীব গুহ্যতম ।
রাগদ্বেষাদি-বর্জিত না হইলে এই জ্ঞানতত্ত্বের কেহ অধিকারী হইতে পারে না । ভগবান্
অর্জুনকে আর্জব ও সংযমাদি-গুণযুক্ত উপযুক্ত শিষ্য বোধে এই বিজ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্বের
গুহ্য রহস্য কহিতেছেন । অনধিকারীকে জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ করিলে বিপরীত ফল হইয়া
থাকে । অনধিকারী ব্যক্তি নিগূঢ় তত্ত্বের গুহ্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না, এজন্য
সাধারণের সমক্ষে জ্ঞানতত্ত্বের রহস্য প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে ॥ ১ ॥

অম্বয়বোধিনী । ইদং (এই আত্মজ্ঞান) রাজগুহ্যং (অতি গুহ্যতম) রাজবিদ্যা
(বিদ্যাশ্রেষ্ঠ) উত্তমং (উত্তম) পবিত্রং (পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষফলপ্রদ) ধর্ম্মাং
(ধর্ম্মসঙ্গত) কৰ্ত্তুং সুস্বখম্ (সুখসাধ্য) অব্যয়ং চ (ও অক্ষয়ফলপ্রদ) ॥ ২ ॥

বক্তাববাদ । এই আত্মজ্ঞান সকল বিচার রাজা, সকল গুহ্য পদার্থের
রাজা এবং সর্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, ইহা সর্ব ধর্ম্মের
ফলস্বরূপ ও সুখসাধ্য এবং অক্ষয়ফলপ্রদ ॥ ২ ॥

শাস্ত্ররত্নাভ্যাস । তচ্চ স্তোতি—রাজবিদ্যোতি । রাজবিদ্যা—বিদ্যানাং রাজা দীপ্যতি—

শয়ত্বাৎ । দীপ্যতে হীয়মতিশয়েন বুদ্ধবিদ্যা সৰ্ববিদ্যানাং । তথা রাজগুহ্যং—গুহ্যানাং রাজা । পবিত্রং পাবনমিদমুভয়ং সৰ্ব্বেষাং পাবনানাং শুদ্ধিকারণমিদং বুদ্ধবিজ্ঞানমুৎকৃষ্টতমম্ । অনেকজন্মসহস্রসংস্কৃতিমপি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদি সমূলং কৰ্ম্ম ক্ষণমাত্রাদ্ভ্রমীকরোতি যতোহতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যং ? কিঞ্চ প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষেণ সুখাদেবাবগমো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমম্ । অনেকগুণবতোহপি ধৰ্ম্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টং । শ্যেনযাগ ইব । ন তথ্যজ্ঞানং ধৰ্ম্ম-বিরোধি কিন্তু ধৰ্ম্ম্যং ধৰ্ম্মাদনপেতম্ । এবমপি স্যাদ্ধুঃখসং-পাদ্যমিতি । অত আহ—সুসুখং কৰ্ত্তুং । যথা রত্নবিলেকবিজ্ঞানং । তত্রাল্পায়াসানা-মন্যেযাং । কৰ্ম্মণাং সুখসংপাদ্যনামলপফলত্বং দুঃখাণাং চ মহাফলত্বং দৃষ্টমিতি । ইদং নু সুখসংপাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদ্যেতীতি প্রাপ্তম্ । অত আহ—অব্যয়ং । নাস্য ফলতঃ কৰ্ম্মক্ষয়য়োহস্তীত্যব্যয়ম্ । অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্মজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—রাজবিদ্যেতি । ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা । রাজগুহ্যং গুহ্যানাং চ রাজা । বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং । শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ । রাজদত্তাদিত্বাদুপসর্জনস্য পরত্বং । রাজ্ঞাং বিদ্যা । রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা । উত্তমং পবিত্র-মিদমত্যন্তপাবনং । জ্ঞানিণাং প্রত্যক্ষাবগমঃ চ । প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোহবগমোহববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং । দৃষ্টফলমিত্যর্থঃ । ধৰ্ম্ম্যং ধৰ্ম্মাদনপেতং । বেদোক্তসৰ্ব্বধৰ্ম্মফলত্বাৎ । কৰ্ত্তুং চ সুসুখং । সুখেন কৰ্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ । অব্যয়ং চাক্ষয়ফলত্বাৎ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ । কার্য সহিত অবিদ্যা ইহারই দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে । ধৰ্ম্মতত্ত্ব মাত্রেই গুহ্য-রহস্যযুক্ত ; কিন্তু আত্মজ্ঞান তৎসমস্ত হইতে অতীব গুহ্যতম । কেননা, জন্মজন্মান্তর নিকাম পুণ্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না । প্রায়শ্চিত্ত আদি জীবের পাপবিশেষের নাশ করিয়া থাকে ; কিন্তু আত্মজ্ঞান সংশ্লিষ্ট হইলে জীবের পূৰ্ব্ব-জন্মকৃত ও বর্তমানদেহকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, এবং ভবিষ্যৎ জন্ম জন্য কৰ্ম্ম-পাশের সূচনা করিতে দেয় না । এই জন্য আত্মজ্ঞান পবিত্র হইতেও পবিত্রতম । আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পরমানন্দ উপলব্ধ হয়, তাহা জ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষই অনুভব করিয়া থাকেন । যাগ, যজ্ঞ ও বহুবর্ষব্যাপী তপস্য যেরূপ ক্লেশকর, আত্মজ্ঞান তাদৃশ ক্লেশসাধ্য নহে । ইহা শ্রবণ, মনন, বিচারগাদি দ্বারা অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে । আত্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ হয় বলিয়া উহার ফল সামান্য নহে । অন্যান্য কৃচ্ছ্রব্রতাদিতে যেমন বহু পরিশ্রমে বহু ফল, এবং অল্প শ্রমে অল্প ফল হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞানসাধনা সেরূপ নহে । ইহা অল্পায়াস-সাধ্য হইলেও অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে । অর্থাৎ পুণ্য কৰ্ম্মাদি যেমন স্বৰ্গসুখ-ভোগাদিতে ক্ষয় হইয়া যায়, ইহার তাদৃশ ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । আত্মানাত্ম বিচারপূৰ্ব্বক তীব্র ভক্তি ও বৈরাগ্য সহ আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত চিত্তনিরোধ প্রকৃত রাজযোগ । প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেও তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞানের কারণ নহে ; ঈশ্বর-প্রণিধানপূৰ্ব্বক অথবা আত্মসংস্থ হইয়া চিত্ত নিরুদ্ধ

অশ্রদ্ধধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।

অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্তন্য নি ॥ ৩ ॥

না হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিকাশ হয় না। এই জন্য মহাবাক্যাদির বিচার সহ ধ্যানাভ্যাসে—প্রেমের তন্ময়তায় আত্মজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। যিনি প্রেমের আবেশে ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎ করেন, তিনি নিজ পৃথক্ সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভগবানের স্বরূপ সত্তায় পৃথক জীবভাব নাই। অদ্বৈতভাবেই প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয়। এই জ্ঞানলাভ কষ্টসাধ্য না হইলেও ইহা তীব্র ভক্তি বা বৈরাগ্যসাপেক্ষ, নতুবা চঞ্চল চিত্ত কিছুতেই নিরুদ্ধ হইবার নহে। বিশেষতঃ ভগবানের স্বরূপবিষয়ক বিশুদ্ধ বিচার সংস্কারগত না হইলে অজ্ঞানের আবরণ অপসারিত হয় না; এই জন্য ইহা সুখসাধ্য হইলেও, অবिवেকীর পক্ষে নিগুণ বুদ্ধিস্বরূপতা লাভ করা একমাত্র ভগবানের কৃপা-দৃষ্টিতেই সম্ভবপর ॥ ২ ॥

অধর্যবোধিনী। পরন্তপ (হে পরন্তপ!) অস্য (এই) ধর্মস্য (ধর্মের প্রতি) অশ্রদ্ধধানাঃ (শ্রদ্ধাবিহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবর্তন্য নি (মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে) নিবর্তন্তে (ভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ! এই আত্মজ্ঞানরূপধর্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। যে পুনঃ—অশ্রদ্ধধানা ইতি। অশ্রদ্ধধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ। আত্মজ্ঞানস্য ধর্মস্যাস্য স্বরূপে তৎফলে চ নাস্তিকাঃ পাপকারিণোহসুরাণামুপনিষদং দেহমাত্রাভ্য-দর্শনমেব প্রতিপন্না অস্মতৃপঃ পাপাঃ পুরুষাঃ পরন্তপাপ্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং—মৎপ্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কেতি মৎপ্রাপ্তিমার্গসাধনভেদভক্তিমাত্রমপ্যপ্রাপ্যোত্যর্থঃ—নিবর্তন্তে নিশ্চয়েনাবর্তন্তে। ৳? মৃত্যুসংসারবর্তন্য নি। মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারঃ। তস্য বর্তনরকতির্য-গাদিপ্রাপ্তিমার্গঃ। তস্মিন্বেব বর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননুবমস্যাতিস্বকরত্বে কে নাম সংসারিণঃ স্যুঃ? তত্রাহ—অশ্রদ্ধধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণস্য। ধর্মস্যোতি কৰ্ম্মণি ষষ্ঠি। ইমংধর্মম-শ্রদ্ধধানা আন্তিক্যোনাশ্বীকুব্বন্ত উপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযতত্ত্বা অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সাংসারবর্তন্য নি নিবর্তন্তে। মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মজ্ঞান সকল অপেক্ষা পবিত্র, শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হইলেও, মনুষ্যগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না কেন? অজ্ঞানের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতে-ছেন, অশ্রদ্ধাই এই অপ্রবৃত্তির হেতু। যাহারা বেদবিরুদ্ধ কুংসিংকার্য্যপরায়ণ, যাহারা দন্ত-দর্পাদি

मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

म०स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

আম্মর সম্পদ মোহিত, তাহাদের অন্তঃকরণে শঙ্কার উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। শঙ্কাবিহীন ব্যক্তি পরমাত্মাকে কোণ মতেই লাভ করিতে পারে না। যে পর্যন্ত শঙ্কার উদয় না হয়, সে পর্যন্ত জীব কীটপতঙ্গাদি নারকীয় যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । অব্যক্তমূর্তিনা (অব্যক্তরূপ) ময়া (মৎকর্তৃক) ইদং (এই) সর্বং
জগৎ (সর্বজগৎ) ততং (ব্যাপ্ত) ; সর্বভূতানি (সমস্ত ভূতই) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত),
অহং চ (কিন্তু আমি) তেষু (তাহাতে) না অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অব্যক্তরূপে আমি জগতের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া
রহিয়াছি। সমস্ত ভূতই আমাতে স্থিতি করিতেছে ; কিন্তু আমি কিছুতেই
অবস্থিত নহি ॥ ৪ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ । স্তুত্যা হর্জুনমভিমুখীকৃত্যাহ—ময়েতি । ময়া মম যঃ পরো ভাবশ্চেন তং ব্যাপ্তং সৰ্ব্বমিদং জগদব্যক্তমুদ্ভিনা । ন ব্যক্তা মূৰ্ত্তিঃ স্বরূপং यस্য মম সৌহৰ্মব্যক্তমূৰ্ত্তিঃ । তেন ময়া ব্যক্তমুদ্ভিনা । করণাগোচরস্বরূপেণৈতৰ্থঃ । তন্মিন্ময়া-
ব্যক্তমূৰ্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সৰ্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তদ্বপৰ্য্যস্তানি । ন হি নিরাশ্রকং
কিঞ্চিদুতং ব্যবহাৰাৱকল্পতে । অতো মৎস্থানি ময়া স্নানান্নবশ্চেন স্থিতানি । অতো
ময়ি স্থিতানীত্যুচ্যন্তে । তেষাং ভূতানাং মহমেৱাশ্ৰেতি । অতশ্চেষু স্থিত ইতি মুচুবুদ্ধীনাং ব-
ভাসতে । অতো ব্রুবীমি—ন চাহং তেষু ভূতেষু বস্থিত । মূৰ্ত্তবৎ সংশ্লেষাভাৱেনা-
কাশ্যাপ্যন্তরতমো হ্যহং । ন হ্যসংসর্গি বস্তু ক্চিচ্চিৎসাধেয়ভাৱেনাবস্থিতং ভৱতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখী-
কৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি—ময়েতি দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তাতীন্দ্রিয়া মূর্তিঃ স্বরূপং যস্য।
তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সৰ্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশং (ক)
ইত্যাদিশ্রুতঃ। অত এব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সৰ্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি।
এবমপি ঘটাদিষু কার্যেষু মৃত্তিকৈব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিতঃ। আকাশবদসঙ্গত্বাং ॥ ৪ ॥

গীতार्থসন্দীপনী । অজ্ঞানকল্পিত সমস্ত জগৎই পরমাত্মার সত্তায় প্রকাশমান বোধ
হইতেছে । তিনি না থাকিলে কোন বস্তুই অস্তিত্ব থাকে না ; তাই তিনি সর্ব্বতোব্যাপী ।
তঁহার এই সত্তা চক্ষুরাদির বিষয়ীভূত নহে, এই জন্য উহা অব্যক্ত । তঁহার সত্তায় বস্তু
সত্তাবান্ সত্য ; কিন্তু বস্তুর সত্তায় তিনি সত্তাবান্ নহেন । বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ
আছে ; কিন্তু তিনি নিত্য । বস্তুসকল তঁাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ; কিন্তু তিনি
কোন বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া নাই । তিনি স্বপ্রকাশ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।

ভূতভ্রূ চ ভূতশ্চা মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

অবয়বোধিনী । [তুমি] মে (আমার) ঐশ্বর্য (অসাধারণ) যোগ (প্রভাব) পশ্য (দেখ) ; ভূতানি চ (ভূত সকল) মৎস্থানি ন (আমাতে স্থিতি করিতেছে না) ; মম আত্মা (আমার আয়ত্তরূপ) ভূতভ্রূ (ভূতধারক ভূতভাবনঃ) চ (ও ভূতপালক), ন ভূতশ্চ (ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । তুমি আমার অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর । এই ভূতসকল আমাতে স্থিতি করিতেছে না । আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ভূতসকলকে ধারণ এবং উৎপন্ন করিয়াও ভূত মধ্যে স্থিতি করিতেছে না ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অত এবাসংসর্গিস্থান্মম—ন চেতি । ন চ মৎস্থানি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি । পশ্য মে যোগং যুক্তিং ঘটনং । মে মৈশ্বর্যং যোগমাত্মনো যথান্বয়িতার্থঃ । তথা চ শ্রুতিরসংসর্গিস্থাদসঙ্গতাং দর্শয়তি—“অসঙ্গো ন হি সজ্জতে” (ক) । ইদং চার্চর্য্যমন্যং পশ্য—ভূতভ্রূদসঙ্গোহপি সন্ ভূতানি বিভত্তি । ন চ ভূতশ্চ । যথোক্তেন ন্যায়েন দর্শিতত্বাভূতশ্চানুপপত্তেঃ । কথং পুনরুচ্যতে—অসৌ মমাত্মেতি ? বিভজ্য দেহাদিসংখ্যাতং তস্মিন্মহংকারমধ্যায়োপ্য লোকবুদ্ধিমনুসরন্ ব্যপদিশতি মমাত্মেতি । ন পুনরাহ্নন আত্মান্য ইতি লোকবদজানন্ । তথা ভূতভাবনঃ । ভূতানি ভাবয়ত্যাংপাদয়তি বর্দ্ধয়তি বা । ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—ন চেতি । ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি । অসঙ্গত্বাদেব মম । ননু তর্হি ব্যাপকত্বমাত্মশ্রয়ং চ পূর্বেভ্যং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি । মে মম । ঐশ্বর্যমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনাচাতুর্য্যং পশ্য । মদীয়যোগমাত্মবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিৎবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ । অন্যদপ্যার্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি । ভূতানি বিভত্তি ধারয়তীতি ভূতভ্রূ । ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ । এবংভূতোহপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতশ্চো ন ভবতীতি । অয়ং ভাবঃ—যথা দেহং বিদ্যং পালয়ংশ্চ জীবোহহংকারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠত্যেবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্যপি তেষু ন তিষ্ঠামি । নিরহংকারত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ নির্বিকার পূর্ণ পরব্রহ্ম হইয়া সগীম ভূতসমূহে অধিষ্ঠিত না থাকিতে পারেন ; কিন্তু প্রাণিগণ তাঁহাতে স্থিতি করিতে না পারিবে কেন ? অজ্ঞানের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যে, তুমি স্থূলদৃষ্টি পরিহার করিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমার যোগৈশ্বর্য্য অবলোকন কর । আমি বস্তুতঃ কিছুরই আধার নহি ও কোন বস্তুতেই আমি অধিষ্ঠান করি না । কেবল কনকে কুণ্ডলবুদ্ধির ন্যায় ভূতসকলের স্থিতি আমাতে আরোপিত হইয়া থাকে । আমার নিত্য একরস-বিদ্যমান, সচ্চিদানন্দবন পরমার্থস্বরূপই উপাদান কারণরূপে

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৯।২৬ ; ৪।২।৪ ; ইত্যাদি ।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

সমস্ত ভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও পৌষণ করিতেছে । এইজন্য ভগবানের নাম ভূতভৃৎ । আবার ঐ স্বরূপই কর্ত্ত্বরূপে ভূতশকলকে উৎপাদন করিয়া থাকে, এইজন্য ভগবানের নাম ভূত-ভাবন । ভগবানের এই স্বরূপ অঙ্গ ও অদ্বিতীয় । স্বরূপতঃ ভগবান্ সমস্ত হইতে নির্লিপ্ত ॥৫॥

সন্দীপন-পরিশিষ্ট । ভগবান্ আকাশের ন্যায় সর্বতোব্যাপী নহেন ; কিন্তু তাঁহার চিন্মাত্রসত্তায় মন নিরুদ্ধ হইলে দিক্‌কালাদির জ্ঞান তিরোহিত হয়, সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন পদার্থই তাঁহার ভূমি সত্তা হইতে পৃথক্ থাকে না । এই জন্যই দৃশ্যজগৎ কনকে কুণ্ডলের ন্যায় তাঁহার মহিমামাত্র—মায়ায় প্রতিষ্ঠিত । পরমায়া স্বপ্রকাশ, এবং বাহ্যজগৎ তাঁহার সত্তায় সত্যবৎ প্রতীত হয় ; কিন্তু দেশকালের প্রকৃত সত্যতা নাই বলিয়া তাহাতে পরিদৃষ্ট জগৎও মিথ্যা । অতএব পরমাত্মসত্তায় চরাচর জগৎ বিদ্যমান নাই এবং মিথ্যা মায়াজাত জগতের সঙ্গেও সত্য-স্বরূপের কোন সম্বন্ধ নাই । পরমায়া স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত যথা—

“স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি” (ছান্দোগ্য ৭।২৪।১) ।
নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “সেই (ভূমি) কিসে প্রতিষ্ঠিত ?” তদুত্তরে ঋষি সনৎকুমার বলিলেন,—“তিনি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অথবা (এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে) বলিতে হয়, তিনি মহিমার মধ্যেও স্থিত নহেন ; কেননা তাঁহার মহিমা তাঁহা হইতে কিরূপে পৃথক হইতে পারে ? অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চৈতন্য নিজজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার আর অন্য আধার কিরূপে থাকিবে ? দেশকালময় দৃশ্যজগৎ তাঁহারই মহিমার আংশিক বিকাশ, তিনি স্বতঃসিদ্ধ সত্যস্বরূপ, তাঁহার আর আশ্রয়ের আবশ্যকতা নাই ।” ॥ ৫ ॥

অম্বয়বোধিনী । সর্বত্রগঃ (সর্বত্র গমনশীল) মহান্ বায়ুঃ (মহাবায়ু) যথা (যে রূপ) নিত্যম্ (সদা) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত) তথা (সেইরূপ) সর্বাণি ভূতানি (ভূত সমস্ত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (অবধারণ কর) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । সর্বতোগমনশীল, মহান্ ও সর্বদা বেগবান্ বায়ু যে রূপ আকাশে স্থিতি করে, ভূত সমস্ত সেইরূপ আমাতে অবস্থিতি করিয়া থাকে ; ইহাই তুমি অবধারণ কর ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । যথোক্তেন শ্লোকদ্বয়েনোক্তমখং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়নুহ—যথেনি ।
যথা—লোক আকাশস্থিত আকাশে স্থিতো নিত্যং সদা বায়ুঃ সর্বত্র গচ্ছতীতি সর্বত্রগঃ ।
মহান্ পরিমাণতঃ । তথাকাশবৎ সর্বগতে ময়্যসংশ্লেষেণৈব স্থিতানি মৎস্থানীত্যেবমুপ-
ধারয় জানীহি ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অসংশ্লিষ্টয়োরাপ্যধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেনি ।

**সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্ফজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥**

অবকাশং বিনাবস্থানানুপপত্তেনিত্যাকাশে স্থিতো বায়ুঃ সর্বত্রগোহপি মহানপি নাকাশেন
সংশ্লিষ্যতে । নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ । তথা সর্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানীতি
জানীহি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আকাশ অতি সুক্ষ্ম পদার্থ, বায়ু তাহাতে আধেয়রূপে চিরদিন
অধিষ্ঠান করিতেছে; কিন্তু আকাশের নিলিপ্ততা বশতঃ উহা বায়ুর সহিত কখনই
সর্বতোভাবে মিলিত হইয়া যায় না । এইরূপ ভূতগণটি পরমায়াতে অবস্থিতি করিতেছে,
তখাচ পরমায়া চিরদিন নিলিপ্ত—স্বতন্ত্র ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্বাণি
(সমস্ত) ভূতানি (ভূত) মামিকাম্ (আমার) [ত্রিগুণাত্মিক] প্রকৃতিং (প্রকৃতিতে) যান্তি
(বিলীন হয়); পুনঃ (পুনর্ব্বার) কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) তানি (সেই ভূতসকলকে) অহং
(আমি) বিস্ফজামি (সৃষ্টি করিয়া থাকি) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্তেয় ! প্রলয়কালে এই ভূত সমস্ত আমার
শক্তিরূপিণী ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতিতে বিলীন হয় । পুনঃসৃষ্টিকালে আমি সেই
সকল ভূত উৎপাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । এবং বাবুকারাশ ইব ময়ি স্থিতানি সর্বভূতানি স্থিতিকালে ।
তানি—সর্বভূতানীতি । সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকামপরাং নিকৃষ্টাং
যান্তি । মামিকাম্ মদীয়ং । কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে । পুনঃসৃষ্টিকালে ভূতান্যুৎপত্তিকালে
কল্পাদৌ বিস্ফজাম্যুৎপাদয়াম্যহং পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং । তস্মৈব
সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বং চাহ—সর্ব্বেন্তি । কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্বাণি ভূতানি মদীয়ং প্রকৃতিং
যান্তি । ত্রিগুণাত্মিকায়ং মায়য়াং লীয়ন্তে । পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিস্ফজামি
বিশেষণে স্ফজামি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সৃষ্টি ও স্থিতিকালে পরমায়া যে ভৌতিক পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র
থাকেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইল, এক্ষণে তাহার প্রলয়কালীন স্বতন্ত্রতা
ব্যাখ্যাত হইতেছে । ভগবানের যে মায়া হইতে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, জগৎ বিনষ্ট
হইলে সমস্ত পদার্থই সেই মূল কারণস্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয় । চৈতন্য-
রূপ পরমায়া তখনও স্বতন্ত্র থাকেন । ভগবান্ এই কারণরূপ বীজ হইতে তৎসকল সংগ্রহ
করিয়া সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার আকাশাদি ভূতসকল রচনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

৮ শ্লোক

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ ।

ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্মবশং প্রকৃতের্বশাং ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । [আমি] স্বাং (নিজ) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাং (স্বভাব বশে) ইমং (এই) কৃৎস্ম (সমস্ত) অবশং (কল্মাদিপরতন্ত্র) ভূতগ্রামং (ভূত সমস্ত) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) বিস্বজামি (উৎপাদন করিয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি নিজ মায়ারূপ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রভাবে আকাশাদি ভূতসকল পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । প্রকৃতিমিত । এবমবিদ্যালক্ষণাং—প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়ামবষ্টভ্য বশীকৃত্য বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতো জাতং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়ম্ । ইমং বর্তমানং । কৃৎস্মং সমগ্রম্ । অবশমস্বতন্ত্রমবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং । প্রকৃতের্বশাং স্বভাববশাং ॥ ৮ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননুসদ্রো নির্বিকারশ্চ স্বং কথং স্বজগীত্যপেক্ষামাহ—প্রকৃতিমিতি । স্বাং স্বীয়াং স্বাবীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্যাবিষ্টায় । প্রলয়ে লীনং সমস্তং চতুর্বিধমিমাং সর্বং ভূতগ্রামং কল্মাদিপরবশং পুনঃ পুনঃবিবিধং স্বজামি । বিশেষণ স্বজাগীতি বা । কথং ? প্রকৃতের্বশাং প্রাচীনকল্মনিমিত্ততত্ত্বস্বভাববশাং ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পরমায়্য নিলিপ্ত । তিনি কিরূপে জগৎ রচনা করেন ? তাঁহার জগৎ-রচনার অভিপ্রায় কি ? জগৎ কি তাঁহার নিজ বা অন্যের ভোগার্থেই বিরচিত হয় ? জগৎ তো কাহারও মুল্লির জন্য সৃষ্ট হয় না, তবে কোন্ বিশেষ অভিপ্রায়ে ভগবান্ জগৎ রচনা করেন ? অজ্জুনের এই সকল সংশয় দূরীকরণার্থ ভগবান্ প্রপঞ্চমায়াময়ত্বহেতু জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন । যে সকল ভূত প্রলয়কালে অনির্বচনীয় প্রকৃতিতে বিলীন থাকে, প্রকৃতির নিজ সত্তা-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজ নিজ পূর্ব পূর্ব কল্মানুরূপ আকৃতি প্রকৃতির সহিত প্রকাশিত হইয়া পড়ে । স্বপ্ন-দ্রষ্টা পুরুষ যেমন প্রপঞ্চের কল্পনা পূর্বক স্বপ্নের উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মায়ার স্বাভাবিক উন্মেষ বশতঃ জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে । চৈতন্যরূপ পরমায়্য তাহার সাক্ষী মাত্র । জগৎ বস্তুতঃ মায়িক কল্পনা ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । মনুষ্যের ইচ্ছাদি শক্তি মায়্যপ্রভাবেই হইয়া থাকে ; কিন্তু পরমায়্য মায়াতীত, এইজন্য জগৎ-রচনা বিষয়ে তাঁহার কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নাই । তাঁহার অন্তিমবশতঃই অনির্বচনীয় মায়ায় জগদ্বিকাশ হইয়াছে । পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগেই সৃষ্টি হয়, এই সংখ্যামতেও বিশেষ কোন যুক্তি নাই ; কেননা চিন্মাত্র পুরুষ ও অব্যক্ত প্রকৃতির সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে ? অবিদ্যাবশতঃই পুরুষ প্রকৃতিকে উপদর্শন করেন : ইহা ব্যক্তাবস্থায় সত্য ; কিন্তু তাহাতে পুরুষের অব্যক্ত প্রকৃতির উপদর্শন সিদ্ধ হয় না, এইজন্য সাংখ্যে সংযোগ অনাদি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সূত্রাং ইহাও অনির্বচনীয় মায়ার নামান্তর মাত্র ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবধ্বন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কৰ্ম্মস্ব ॥ ৯ ॥

অন্যবোধিনী । ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) তেষু (সেই সকল) কৰ্ম্মস্ব (কৰ্ম্মে) অসক্তং চ (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ (আসক্তিশূন্যের ন্যায়) অসীনং (অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি (সেই সমস্ত) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্ম) ন নিবধ্বন্তি (বন্ধন করিতে পারে না) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ধনঞ্জয়! উদাসীন পুরুষের ন্যায় কৰ্ম্মাদিতে আসক্ত না থাকায় সৃষ্টি আদি ক্রিয়াসকল আমাকে বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

শাস্ত্ররভাষ্য । তর্হি তস্য তে পরমেশ্বরস্য ভূতগ্রামং বিষমং বিদধতন্তুনি-মিত্তাভ্যাং ধর্মান্দধর্মান্ভ্যাং সম্বন্ধঃ স্যাদিতি? ইদমাহ ভগবান্—ন চ মাগিতি । ন চ মাগীশং তানি ভূতগ্রামস্য বিষমবিসর্গনিমিত্তানি কৰ্ম্মাণি নিবধ্বন্তি ধনঞ্জয় । তত্র কৰ্ম্মণাম-সম্বন্ধে কারণমাহ—উদাসীনবদাসীনং । যথোদাসীন উপেক্ষকঃ কশিচৎ তদ্বদাসীনম্ । আত্মনোহবিক্রিয়ত্বাৎ । অসক্তং ফলাসঙ্গরহিতমভিমানবর্জিতমহংকরোগীতি তেষু কৰ্ম্মস্ব । অতোহন্যস্যাপি কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবঃ । ফলাসঙ্গাভাবশ্চাবন্ধকারণম্ । অন্যথা কৰ্ম্মভির্বধ্যতে মৃত্যুঃ কোশকারবদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননুেবং নানাবিধানি কৰ্ম্মাণি কুব্বতন্তব জীববদ্ধকঃ কথং ন স্যাদিতি? অত আহ—ন চ মাগিতি । তানি বিশ্বসৃষ্টাদীনি কৰ্ম্মাণি মাং ন নিবধ্বন্তি । কন্মাসক্তিহি বন্ধহেতুঃ । সা চাপ্তকামদ্বান্গম্য নাস্তি । অত উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নাপাদয়ন্তি । উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ । কর্ত্তৃত্বে চোদাসীনানুপপত্তেরুদাসীনীবৎ স্থিতিমিত্যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মায়াবী (ইন্দ্রজালবিদ্যাবিশারদ) পুরুষগণ যেমন অনেক পদার্থের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিয়া থাকে, তদর্শনে অন্যান্য লোক মোহিত এবং আকৃষ্ট হইলেও সে যেমন মোহিত ও আকৃষ্ট হয় না, ভগবানের দ্বারা সেইরূপ মায়ায় জগৎ প্রকাশিত হইলেও ভগবান্ তাহাতে আবদ্ধ হয়েন না । যিনি মায়াতীত, মায়ায় মিথ্যা জগৎ তাঁহাকে বন্ধন করিবে কিরূপে? সৃষ্টি আদি ক্রিয়াতে তাঁহার কোন যত্ন, অভিনিবেশ ও উদ্দেশ্যসাধন আদি নাই, তিনি সর্ব্বথা আসক্তিশূন্য উদাসীনের ন্যায় । তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আদি অভিমান নাই । অজ্জুন পাছে মনে করেন যে, জীবের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হয় কেন? সেইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, তিনি কাহারও প্রতি অনুরাগ বা ঘেঁষ করেন না ।

যেমন মেঘ কাহারও প্রতি বৈষম্যবুদ্ধি না করিয়া জল বর্ষণ করিয়া যায়, তৎপরে বীজের নিজ নিজ প্রকৃতি—ধর্ম্ম অনুসারে কটু বা মিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ভগবান্ সেইরূপ সমান ভাবে সকলকে সৃষ্টি করেন, কিন্তু জীব সকল নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে । বস্তুতঃ উশ্বরের বৈষম্যদোষ আদৌ নাই, তিনি নির্বিকার ॥ ৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । জীবসকলের সুখ-দুঃখ তাহাদের নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে হইয়া

ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্ ।

হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥

থাকে, এবং ভগবান্ তাহার সাক্ষাৎ কারণ নহেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সত্তাপ্রভাবেই বিভিন্ন কর্মের যথাযথ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুষ্টির শাসন কালে এবং শিষ্টের সংরক্ষণে রাজশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বীজের ধর্ম্মানুসারে কটু বা মিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে বটে; কিন্তু মেঘের বৃষ্টি না হইলে কোন বীজই অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সেইজন্য ভগবানের প্রভাবই কর্ম্মফল বিকাশের প্রধান কারণ। সুতরাং যাঁহারা ঈশ্বর ব্যতীত জীবের কর্ম্মফলেই জগদ্বিকাশ হইতে পারে বলিয়া স্থির করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় করুণাময় বা নিকরুণ নহেন; কিন্তু কেহ শরণাগত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিলে তাঁহার সাত্ত্বিকভাব ঈশ্বরের প্রভাবেই অশুভ ফলের দ্বারা অনুকূল ফল উৎপন্ন করে। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের নিকট জীবের শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মফল বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র, উহাদের পরিবর্তন করিবার জন্য তাঁহার কোন ইচ্ছা হইতেই পারে না। কিন্তু তিনি থাকাতেই তাহাদের ফলে কোনও ব্যতিক্রম হইতে পায় না। যেমন রাজশক্তি না থাকিলে দোষের দণ্ড-দান ও গুণের মর্যাদা-রক্ষা হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকিলে শুভাশুভ কর্ম্মেরও ফল হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনাদি সমস্তই ব্যর্থ হইবে। যেমন শুক ঘটে জলের অস্তিত্ব দৃষ্ট না হইলেও উহার অবয়ব গঠনে জলের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, কেননা, জল ব্যতীত কেবল শুক মৃত্তিকায় ঘট গঠিত হইতে পারে না, সেইরূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হইলেও জীবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরের প্রভাবেই হইয়া থাকে। (পরশ্লোকের গীঃ সংঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৯ ॥

অনুবোধিনী। কোন্তেয় (হে কোন্তেয়!) অধ্যাক্ষেণ ময়া (মৎকর্তৃত্ব হেতু) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) সচরাচরং (স্বাবরজ্জন্মান্বক) জগৎ (জগৎ) সূর্যতে (প্রসব করেন); অনেন (এই) হেতুনা (কারণে) জগৎ (জগৎ) বিপরিবর্ততে (বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কোন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন; এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই এই জগৎ নানারূপে বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। তত্র ভূতগ্রামমিমাং বিশ্বজামি (গীঃ ৯।৮) উদাসীনবদাসীনমিতি (গীঃ ৯।৯) চ বিরুদ্ধমুচ্যত ইতি? তৎপরিহারার্থমাহ—ময়েতি। ময়া সর্ব্বতো দৃশ্যমাত্রস্বরূপেণা-বিক্রিয়ান্বনাধ্যাক্ষেণ মম ত্রিগুণাত্মিকাবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূর্যতে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ। তথা চ মন্তব্যং—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গচ্চঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরায়া। কর্ম্মাধ্যাক্ষঃ

সৰ্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ (ক) ইতি । সাক্ষিমাত্রেন হেতুনা নিমিত্তেনানেনাধ্যাক্ষত্বেন কৌন্তেয় জগৎ সচরাচরং ব্যক্তাব্যক্তাঙ্কং বিপরিবর্ততে সৰ্ববাস্থাস্থ । দৃশিকর্ষত্বাপত্তিনিমিত্তা হি জগতঃ সৰ্বদা প্রবৃত্তিঃ—অহমিদং ভোক্তব্যং—পশ্যামীদং—শৃণোমীদং—স্বপ্নমুভবামি—দুঃখমুভবামি—তদর্থমিদং করিষ্যে—ইদং জ্ঞাস্যামি—ইত্যাদ্যাব-
গতিনিষ্ঠাবগত্যবসানৈব । যোহস্যাধ্যাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ (খ)—ইত্যাদয়শ্চ মত্ৰা এতমর্থং দর্শয়ন্তি । ততশ্চৈকদস্য দেবস্য সৰ্বাধ্যাক্ষত্বত্বেতন্যামাত্রস্য পরমার্থতঃ সৰ্বভোগানভি-
সংস্থানোহন্যস্য চেতনাস্তরঙ্গ্যতাবে ভোক্তুরন্যস্যাতাবাৎ কিংনিমিত্তেয়ং সৃষ্টিরিত্যত্র প্রশ্নপ্রতিবচনে অনুপপন্নে । “কো অহ্মা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ । কূত আ জাতাঃ কূত ইয়ং বিসৃষ্টাঃ ॥ (খ) ইত্যাদিমস্তবর্ণেভ্যঃ । দর্শিতং চ ভগবতা—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ (গীঃ ৫।১৫) । ইতি ॥ ১০ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি । ময়াধ্যাক্ষেণাধিষ্টাত্র নিমিত্ত-
ভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি । অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনেদং
জদ্বিপরিবর্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে । সন্নিধিমাত্রেনাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্তৃত্বমুদাসীনত্বং চাবিরুদ্ধ-
মিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি স্বয়ং জড়া, চৈতন্যও নিষ্ক্রিয় । এতদ্বয়ের
কেহই স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন না । চৈতন্যের সত্তাসন্নির্কর্ষবশতঃ
প্রকৃতি হইতে জগৎরূপ ক্রিয়ার স্ফূর্তি হইয়া থাকে । সূর্যের উদয় হইলে যেমন জগৎ প্রকাশিত
হয় এবং সেই প্রকাশগুণে লোকে ভাল-মন্দ কার্য্য সম্পাদন করিলে সূর্য্যকে যেমন সেই
সেই কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া গণ্য করা যায় না, সেইরূপ পরমাত্মার সত্তায় জগৎ বিকাশিত
হইলে এবং স্বপ্ন-দুঃখাদি নানা ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও তিনি তত্তাবতের কর্ত্তা বলিয়া
গৃহীত হন না ॥ ১০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । প্রকৃতি মায়ারই নামান্তর । সূত্রাং বুদ্ধ হইতে তাঁহার
বাস্তবিক পৃথক্ সত্তা নাই । বুদ্ধ-চৈতন্য নিত্য একরস-বিদ্যমান, তাঁহার মহিয়ারূপ
মায়াতেই জীব ও জগৎ বিকাশ পাইতেছে । বুদ্ধচৈতন্যে জগতের অস্তিত্ব নাই, এবং
জীবে চৈতন্যবিকাশ না থাকিলেও জগদ্বোধ হয় না । অনাদি জন্মের সংস্কার বশেই
শুদ্ধ বুদ্ধে জীবের জগদ্বোধ হইয়া থাকে এবং স্বচৈতন্যের স্বরূপোপলব্ধি হয় না, ইহাই
অনির্বচনীয় ময়া । ময়াবশতঃই বুদ্ধচৈতন্যের বিপর্য্যয়-জ্ঞানে জীবভাব ও মিথ্যা
দেশ-কালের অন্তরালে পঞ্চভূতময় জগৎ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । এই রহস্যে একমাত্র
বুদ্ধসত্তাই সত্য এবং তাঁহার অস্তিত্বই ইহার কারণ, নতুবা স্বরূপতঃ ইহাতে তাঁহার কোনও
কর্ত্ত্ব্য নাই । যথা শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১১)—

“একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গুঢ়ঃ সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতাস্তরাহ্মা ।

কর্মাধ্যাক্ষঃ সৰ্বভূতাবিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥”

অদ্বিতীয় পরমাত্মা (চৈতন্য) সৰ্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত, তিনি সৰ্বব্যাপক ও
সকলের অন্তরাহ্মা, কর্ণপ্রবাহের নিয়ন্তা ; সৰ্বভূতের আশ্রয়, সাক্ষিমাত্র, চৈতন্যস্বরূপ,
বিশুদ্ধ (ময়াতীত) ও প্রাকৃতিক গুণসম্বন্ধ-শূন্য ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।

রাক্ষসীমাস্বরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী । মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) মম (আমার) ভূতমহেশ্বরং (সর্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ) পরং ভাবম্ (পরমার্থ তত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) মানুষীং তনুম্ (মনুষ্যদেহ) আশ্রিতং (আশ্রিত) মাং (আমাকে অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া আমার মনুষ্যমূর্তিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস্য । এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজন্তুনামান্যমানমপি সন্তম্—অবজানন্তীতি । অবজানন্ত্যবজ্ঞাং পরিভবং কুর্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্যসম্বন্ধিনীং তনুং দেহমাশ্রিতং । মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যেতৎ । পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকার্ষকরূপমাকার্ষাদপ্যন্তরতমমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং সর্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং । তত্শ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবেন হতা বরাকান্তে ॥ ১১ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । নন্থেবংভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্দ্রিয়ন্তে ? তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাং । সর্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মমাবজানন্তি মমবমন্যাতে । অবজ্ঞানে হেতুঃ—শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছা-বশান্নমনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান্ স্বয়ং নিজ যোগ-মায়াবলে মনুষ্যাদি বিগ্রহ ধারণ পূর্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । মূঢ়গণ ভগবানের অলৌকিক লীলা-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া রাম-কৃষ্ণ আদিকে সাধারণ মানুষ বোধে অনাদর করিয়া থাকে ; কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি সাধকগণ সেই চিদম্বনানন্দ মূর্তির আরাধনা করিয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সম্মুখে সামান্য মানববেশে থাকিলেও তিনি সমস্ত প্রাণীর একমাত্র মহেশ্বর ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী । মোঘাশাঃ (নিষ্ফলকাম) মোঘকর্মাণঃ (নিষ্ফলকর্মা) মোঘজ্ঞানা (বিফলজ্ঞান) বিচেতসঃ (বিচারবিহীন পুরুষগণ) রাক্ষসীম্ (তমঃপ্রধান) আস্বরীং চ এব (ও রজঃপ্রধান) মোহিনীং (মোহজনক) প্রকৃতিং (স্বভাব) শ্রিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । নিষ্ফলকাম, নিষ্ফলকর্মা এবং বিফলজ্ঞান ও বিচারবিহীন পুরুষগণ রাক্ষসী, আস্বরী ও মোহিনী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।

ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । কথং ?—মোষণা ইতি । মোষণাঃ—বৃথাশা আশিষো যেমাং তে মোষণাঃ । তথা মোষকর্মাণঃ—যানি চাগ্নিহোত্রাদীনি তৈরনুষ্ঠীয়মানানানি কৰ্ম্মাণি তানি চ তেমাং ভগবৎপরিভবাং স্বায়ত্ত্বত্যাগজ্ঞানান্মোষান্যেব নিষ্ফলানি কৰ্ম্মাণি ভবন্তীতি মোষকর্মাণঃ । তথা মোষজ্ঞানাঃ—মোষণং নিষ্ফলং জ্ঞানং যেমাং তে মোষজ্ঞানাঃ । জ্ঞানমপি তেমাং নিষ্ফলমেব স্যাৎ । বিচেতসো বিগতবিরেকাশ্চ তে ভবন্তীতিভিপ্রায়ঃ । কিঞ্চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং প্রকৃতিং স্বভাবম্, আত্মরীমস্মরাণাং চ প্রকৃতিং, মোহিনীং মোহকরীং দেহান্ধবাদিনীং । শ্রিতা আশ্রিতাঃ । ছিকি ভিকি পিব খাদ পরস্বমপহরেত্যেবংবদনশীলাঃ ক্রুরকর্মাণো ভবন্তীত্যর্থঃ । অসূর্যা নাম তে লোকাঃ (ক)—ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—মোষণা ইতি । মত্তোহন্যদেবতাস্তরং ক্ষিপ্ৰং ফলং দাস্যতীত্যেবংভূতা মোষা নিষ্ফলৈবশা যেমাং তে । অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোষানি নিষ্ফলানি কৰ্ম্মাণি যেমাং তে । মোষমেব নানাকূতর্কশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেমাং তে । অত এব বিচেতসো বিকিণ্ডচিত্তাঃ । সর্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরম্ । আত্মরীং চ রাজসীং কামদর্পাদিবহলাং । মোহিনীং বুদ্ধিব্রংশকরীং । প্রকৃতিং স্বভাবং । শ্রিতা আশ্রিতাঃ সন্তঃ । মামবজানন্তীতি পূর্বেষ্টৈবানুয়ঃ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাহারা মনে করে সর্বান্তর্য্যামী সর্বশক্তিমান্ ভগবান্কে পরিহার করিয়া অন্য দেবতার পূজা দ্বারা কামনা পরিপূর্ণ করিবে, তাহাদের আশা নিষ্ফল । যাহারা ভগবান্কে ছাড়িয়া অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্বক ফল কামনা করে, তাহাদিগের কৰ্ম্ম নিষ্ফল—তাহাদের পরিশ্রম মাত্রই সার হয় । যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র বা জ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করে না, তাহাদের কূতর্কপূর্ণ পঠন ও পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল । এইরূপে যাহারা ঈশ্বরকে অনাদর করে, তাহাদের প্রকৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাঘেযাদি দ্বারা রাক্ষসভাব লাভ করে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ভোগাদিতে অনুরাগবশতঃ আত্মরভাব প্রাপ্ত হয়, এবং সৎ-শাস্ত্রজনিত জ্ঞানমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহাদের প্রকৃতি মোহনভাবযুক্ত, অর্থাৎ তাহারা মুন্ধচিত্ত হয় । এই সকল দোষে এই সকল জীব নরকে গমন পূর্বক বহু যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অন্যবোবিনী । পার্থ (হে পার্থ!) দৈবীং (সত্ত্বপ্রধান) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) অনন্যমনসঃ (অনন্যমনা) মহাত্মনাঃ তু (মহাত্মগণ) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (সর্বভূতের কারণ) অব্যয়ং (অবিনাশী) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজনা করেন) ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।

নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ ! যাঁহার দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি অনন্যচিত্ত হইলেন, সেই মহাত্মা পুরুষগণ আমাকে সর্বভূতের কারণ, এবং অবিনাশী জানিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যে পুনঃ শ্রদ্ধাধান ভগবন্ত্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তাঃ—মহাত্মান ইতি । মহাত্মানস্তদ্বুদ্ধচিভাঃ । মামীশ্বরং পার্থ দৈবীং দেবানাং প্রকৃতিং শমদমদয়া-শ্রদ্ধাদিলক্ষণাশ্রিতাঃ সন্তোঃ ভজন্তি সেবন্তে । অনন্যমনসোহনন্যচিভাঃ । জ্ঞাস্ব ভূতাং ভূতানাং বিয়দাদীনাং প্রাণিনাং চাদিং কারণমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । কে তর্হি হ্যামারাধয়ন্তীতি ? অত আহ—মহাত্মান ইতি । মহাত্মানঃ কামাদ্যানভিতুতচিভাঃ । অত এব—অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবাশ্রিতাঃ । অত এব মদ্যতিরেকেণ নাস্ত্যান্যস্মিন্মনো যেমাং । তে তু ভূতাং জগৎকারণমব্যয়ং নিত্যং চ মাং জ্ঞাস্ব ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহারা জন্মজন্মান্তরকৃত তপস্যা দ্বারা নিজ নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারা দৈবী—সাম্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভগবানকে ভজনা করেন । মলিনমনসদিগের ঈশ্বরে ভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভগবন্ত্তির উদয় হয় না ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । অন্তঃকরণে রজস্তমোগুণের ক্ষয় দ্বারা বিষয়াসক্তি নিবৃত্তি হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয় । বিষয়ভোগবাসনার জন্য বিক্ষেপই চিত্তের মলিনতা । গীতোক্ত ত্রিবিধ তপস্যাদির (১৭ অঃ । ১৪-১৬) অনুষ্ঠান দ্বারা সাম্বিকভাবে বৃদ্ধি হইলে অন্তঃকরণ আয়তনো একাগ্র হইতে থাকে, তাহাই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ, এবং ক্রমে আত্মসংস্থ হইলে ভক্তির বিকাশ হয় । বৈরাগ্য বিনা আত্মজ্ঞান বা ভগবন্ত্তি পরিস্ফুট হয় না ॥ ১৩ ॥

অনুবোধিনী । (তাঁহারা) সততং (সর্বদা) মাং কীর্তয়ন্তঃ (আমার নাম কীর্তনকারী) যতন্তঃ (প্রযত্নপূর্ণ) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (ও দৃঢ়ব্রত হইয়া) মাং (আমাকে) নমস্যন্তঃ (নমস্কার পূর্বক) ভক্ত্যা চ (এবং ভক্তিসহ) নিত্যযুক্তাঃ (সমাহিত হইয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । তাঁহারা সর্বদা আমার নাম সংকীৰ্তন করতঃ প্রযত্ন-পূর্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার এবং ভক্তিপূর্বক নিষ্ঠাযুক্তচিত্তে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথং ? সততমিতি । সততং সর্বদা ভগবন্তঃ ব্রহ্মস্বরূপং মাং

কীর্তয়ন্তঃ । যতন্ত্বেচ্ছদ্রিয়োপসংহারশমদমদরাহিংসাদিলক্ষণৈর্ধর্মৈঃ প্রযতন্ত্বেচ্ছ । দৃঢ়-
ব্রতাঃ—দৃঢ়ং স্থিরমচঞ্চলং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতাঃ । নমস্যন্ত্বেচ্ছ মাং হৃদয়েশয়মান্নানং
ভক্তা । নিত্যযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে সেবন্তে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্ব্যভ্যাম্ । সততং
সর্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে । দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা
যেষাং তাদৃশাঃ সন্তঃ । যতন্ত্বেচ্ছশ্বরপূজাদিষুদ্রিয়োপসংহারাদিষু প্রযত্নং কুর্ষ্বন্তঃ ।
কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ প্রণমন্ত্বেচ্ছ । অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতমবহিতাঃ সেবন্তে । ভক্ত্যতি
নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্তনাদিষুপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসঙ্কীর্ণনী । মহানুগ উপনিষদাদি বিচার দ্বারা তবং প্রণবাদি মন্ত্র-উচ্চারণ
পূর্বক ভগবানের নাম গান করিয়া থাকেন, কুটিল তর্কজাল পরিহার পূর্বক অনুকূল
বিচার দ্বারা ভূমানুসন্ধানে প্রযত্ন করেন, এবং বারংবার মনন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে দৃঢ়ব্রত
হয়েন, অর্থাৎ শম-দম সাধন করিয়া থাকেন । ভগবান্কে সকলের বন্দনীয় এবং একমাত্র
কল্যাণকারী জানিয়া শ্রদ্ধা পূর্বক তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করিয়া থাকেন ।

“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।

অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যাম্ব্রনিবেদনম্ ॥” (ভাগবত, ৭।৫।২৩) ।

সর্বব্যাপী ভগবানের কথা ও গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁহার নাম সংকীর্তন, তাঁহাকে
স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, তাঁহাকে প্রভু জানিয়া আপনাকে দাস বলিয়া
মনে করা, সুখে-দুঃখে তিনি একমাত্র বন্ধু এইরূপ বিশ্বাস করা এবং তাঁহাকে আশ্র-
সমর্পণ করা, ভগবদুপাসনার লক্ষণ । সগুণ ব্রহ্মেরই এইরূপ উপাসনা হইয়া থাকে ।
প্রতিমাদিতে চন্দন-পুষ্পাদি সহ শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করা, এই উপাসনার অন্তর্গত । সাধু
ও গুরুকে বিষ্ণুর গচল মূর্তি জ্ঞান করিয়া অভিবাদনাদি করিতে হয় ।

“দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বা চ দণ্ডিনম্ ।

প্রণিপাতমকুর্বাণো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥” (ক)

যে ব্যক্তি বিষ্ণু-শিবাতির প্রতিমা, সন্ন্যাসী ও দণ্ডী দেখিয়া নমস্কার না করে, তাঁহার
রৌরব নরকে গতি হয় ।

যে মহাত্মা একান্ত ভক্তিপূর্বক ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি শীঘ্রই আশ্রজ্ঞান
লাভ করিয়া থাকেন । শ্রুতি বলেন—

“যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।

তস্যাতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহান্ননঃ ॥” (খ)

যাঁহার ঈশ্বরে অত্যন্ত ভক্তি, এবং ঈশ্বরের ন্যায় গুরুতে ভক্তি থাকে, তাঁহারই
বুদ্ধিতে বেদান্ত প্রতিপাদিত অর্থ প্রকাশমান হয় । মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

(ক) রঘুনন্দন কৃত “তিথিতত্ত্ব” ধৃত জমদগ্নিবচন । (খ) স্নেহাস্বতরোপনিষৎ, ৬।২৩ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে ।

একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

“ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোহপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ।” (ক)

ভগবানের অনন্যভক্তিরূপ প্রণিধান দ্বারা সাধকের “প্রত্যক্ চেতন” সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সন্দীপনী-পরিদৃষ্ট । ভক্তিপূর্বক ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে সাধনের বিধি—শারীরিক ও মানসিক সমস্ত বাধাই বিদূরিত হয় । (৬।২৮ শ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) । ভগবৎকৃপায় সাধনের বিধিসমূহ তিরোহিত হইলে তাঁহার চৈতন্যস্বরূপ নিরুদ্ধচিত্তে প্রকাশিত হয় । বুদ্ধির বিক্ষেপ নষ্ট হইলেই জীবাত্মার (বুদ্ধ্যাপহিত চৈতন্যের) বিশুদ্ধস্বরূপ পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তাহাই প্রত্যক্ চেতন । বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ বা আত্মাই জীবাত্মা । মায়া-মোহিত জীবাত্মা নিজ পরমাত্মরূপ বিস্মৃত হইয়া অনাত্ম-জগৎ দর্শন করিতেছে । শরণাগত হইয়া ভগবানের উপাসনা করিলে পরমাত্মা হইতে অভিনুভাবে আত্মচৈতন্যের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় ॥ ১৪ ॥

অন্যবোধিনী । অপি চ অন্যে (অন্য কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা) যজন্তঃ (পূজা করিয়া) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (আরাধনা করেন) ; [কেহ কেহ] একত্বেন (অভিনুভাবে), পৃথক্ত্বেন (স্বতন্ত্রভাবে), বিশ্বতোমুখং (সর্বাত্মক আমাকে), বহুধা (নানারূপে) [আরাধনা করিয়া থাকেন] ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । কোন কোন মহাত্মা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া আমার পূজা করিয়া থাকেন ; কেহ কেহ বা আমার সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধে চিন্তা করেন ; কেহ কেহ বা আমাকে স্বতন্ত্র ভাবে ভাবনা করিয়া থাকেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে নানা ভিন্ন ভিন্ন রূপে (সর্বাত্মক) আমার আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাক্তব্রতায়াম্ । তে কেন কেন প্রকারেণোপাসত ইতি ? উচ্যতে—জ্ঞানেতি । জ্ঞানযজ্ঞেন—জ্ঞানম্বেব ভগবদ্বিষয়ং যজ্ঞঃ । তেন জ্ঞানযজ্ঞেন । যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরং চাপ্যন্তেহন্যামুপাসনাং পরিত্যজ্যোপাসতে । তচ্চ জ্ঞানমেকত্বেন । একমেব পরং ব্রহ্ম (খ)—ইতি পরমার্থদর্শনে যজন্ত উপাসতে । কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেনাদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন । স এব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিক্রোপেণাবস্থিত ইত্যুপাসতে । কেচিৎবহুধাবস্থিতঃ স এব ভগবান্ সর্বতোমুখো বিশ্বতোমুখো বিশ্বরূপ ইতি তং বিশ্বরূপং সর্বতোমুখং বহুধা বহু-প্রকারেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ জ্ঞানেতি । বাসুদেবঃ সর্বমিত্যেবং সর্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং । তদেব যজ্ঞঃ । তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোহন্যেহপ্যুপাসতে । তত্রাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া । কেচিৎ পৃথক্ত্বেন

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১।২৯ ।

(খ) ব্রহ্মোপনিষৎ, ১৮ ।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।

মন্ত্ৰোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হৃতম্ ॥ ১৬ ॥

পৃথগ্ভাবনয়া দাসোহহমিতি । কেচিত্ত বিশ্ণুতোমুখং সৰ্ব্বান্নকং নাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদি-
রূপেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্কে কত লোক কত প্রকারে যে সাধনা করে, তাহার
ইয়ত্তা নাই । কেহ বা জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা, কেহ বা উপাস্য-উপাসক ভেদ ছাড়িয়া
“ব্রহ্মাহম্” (ক)—এই ভাবিয়া, কেহ বা তাঁহাকে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং আপনাকে দাস
জানিয়া, এবং এইরূপ যাহার যেক্রমে প্রীতি উৎপন্ন হয়, সে সেইরূপেই তাঁহার উপাসনা
করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ব্রহ্ম ব্যতীত যখন জগতের আর পৃথক্ সত্তা নাই, তখন
জীবমাত্রই ব্রহ্মচেতন্য হইতে অভিনা, স্মৃতিরং অভেদভাবে উপাসনাই যুক্তিযুক্ত । এইজন্য
“ব্রহ্মাহম্” (ক) ভাবনায় অহঙ্কার প্রকাশের শঙ্কা নাই, বরং নিজেকে পৃথক্ করিলে ব্রহ্মের
ভূমা সত্তার ধারণা সংকীর্ণ হইয়া যায় । অভেদভাবের উপাসনাই প্রেমসাধনার পরাকাষ্ঠা ।
আত্মহারা হইয়া প্রেমের পাত্রকে সৰ্ব্বময় ভাবিতে না পারিলে পরম শান্তি লাভ হয় না । আত্মবৎ
উপাসনাই সমস্ত সাধনার শেষ । জীবব্রহ্মের অভিনুতাই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের—মধুর ভাবের—
মহাভাবের নিরোধ সমাধি । (৯।২৪ শ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ১৫ ॥

অবয়ববোধিনী । অহং (আমি) ক্রতুঃ (বেদবিহিত কর্ম), অহং (আমি) যজ্ঞঃ
(স্মৃতিবিহিত কর্ম), অহং (আমি) স্বধা (পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ), অহম্ (আমি) ঔষধম্ (ঔষধ),
অহং (আমি) মন্ত্ৰঃ (মন্ত্র), অহম্ (আমি) আজ্যম্ (হোমের ঘৃত), অহম্ এব (আমিই)
অগ্নিঃ (অগ্নি) অহং (আমি) হৃতম্ (হোম) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ,
আমিই মন্ত্র, আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি, এবং আমিই হবনস্বরূপ ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । যদি বহুভিঃ প্রকারৈরুপাসতে কথং ত্র্যমবোপাসত ইতি ? অত
আহ—অহমিতি । অহং ক্রতুঃ—শ্রৌতকৰ্ম্মভেদোহহমেব । অহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্তিঃ । কিঞ্চ
স্বধানুমহং । পিতৃভ্যো যদীয়তে । তৎ স্বধা । অহমৌষধং । সৰ্ব্বপ্রাণিভির্দদ্যতে
তদৌষধশব্দবাচ্যং ব্রীহিযবাদি সাধারণম্ । অথবা স্বধেতি সৰ্ব্বপ্রাণিসাধারণম্ ।
ঔষধমিতি ব্যাধ্যুপশমার্থং ভেষজং । মন্ত্ৰোহহং । যেন পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ হবির্দীয়তে ।
অহমেবাজ্যং হবিশ্চ । অহমগ্নিঃ । যস্মিন্ হয়তে সোহপ্যগ্নিরহমেব । অহং হৃতং
হবনকৰ্ম্ম চ ॥ ১৬ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সৰ্ব্বান্নত্যাং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ । ক্রতুঃ

(ক) ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ, চ' ।

পিতাহমস্যা জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।

বেদ্যং পবিত্রমোক্তার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

শ্রোতোহগ্নিষ্টোমাদিঃ । যজ্ঞঃ স্মার্তঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিঃ । স্বধা পিত্রার্থে শ্রাদ্ধাদিঃ । ঔষধ-
মোষধিপ্রভবম্নাং । ভেষজং বা । মন্ত্রো যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ । আজ্যং হোমাদি-
সাধনম্ । অগ্নিরাহবনীরাদিঃ । হুতং হোমঃ । এতৎ সৰ্ব্বমহমেব ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবানের আরাধনার নানাবিধ ক্রম শুনিয়া পাছে অর্জুনের
এইরূপ মনে হয় যে তবে কোন্ ক্রমানুসারে আরাধনা করিলে ভগবান্কে লাভ করা যায় ?
এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে অগ্নিষ্টোমাদি কৰ্ম্মই কর, অথবা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞই কর,
আর পিতৃলোকের জন্য অনুদানই (স্বধা) কর, অথবা প্রাণিবর্গের ভোজন বা ঔষধ দানই
কর, কিংবা “ইন্দ্রায় স্বাহা” “পিতৃভ্যঃ স্বধা” ইত্যাদি যে মন্ত্র উচ্চারণ কর, এবং অগ্নিতে
যে যূত (আজ্য) দান কর, এবং অন্য অন্য আহবনীয় যাহা কিছু অগ্নিতে দান কর,
সে সমস্তই আমি ॥ ১৬ ॥

অম্বয়বোধিনী । অহম্ (আমি) অস্যা (এই) জগতঃ (জগতের) পিতা (পিতা),
মাতা (মাতা), ধাতা (বিধাতা), পিতামহঃ (পিতামহ), বেদ্যং (জ্ঞেয়), পবিত্রম্ (পাবন),
ওঁকারঃ (প্রণব), ঋক্ (ঋগ্বেদ), সাম (সামবেদ), যজুঃ এব চ (ও যজুর্বেদ-স্বরূপ) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমিই এই জগতের পিতা ও মাতা, বিধাতা ও
পিতামহ, আমিই বেদ ও পবিত্র বস্তু, এবং আমিই ওঁকার ও ঋক্, সাম,
যজুর্বেদ-স্বরূপ ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—পিতেতি । পিতা জনয়িতাহমস্যা জগতঃ । মাতা
জনয়িত্রী । ধাতা কৰ্ম্মফলস্যা প্রাণিত্যো বিধাতা । পিতামহঃ পিতুঃ পিতা । বেদ্যং
বেদিতব্যং । পবিত্রং পাবনম্ । ওঁকারশ্চ । ঋক্ সামযজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—পিতেতি । ধাতা কৰ্ম্মফলবিধাতা । বেদ্যং জ্ঞেয়ং
বস্তু । পবিত্রং শোধকং । প্রায়শ্চিত্তাঙ্কং বা । ওঁকারঃ প্রণবঃ । ঋগাদয়ো বেদাশ্চাহমেব ।
স্পষ্টমন্যং ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ই জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, এবং জগৎ তাঁহা হইতে
উৎপন্ন, এই জন্য তিনি জগতের পিতা ও মাতা, অর্থাৎ তিনিই কর্তৃকারণ ও উৎপাদনকারণ ;
এবং তিনিই জগতের রক্ষাকর্তা ও পুণ্য পাপের ফলদাতা, এই জন্য তিনি বিধাতা । তিনি
জগতের মূল কারণের কারণ, অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্তের অতীত, এই জন্য তিনি পিতামহ ।
জগতের সমস্ত বস্তু পরিহার করিয়া তাঁহাকে জানিলেই জীবের মুক্তি হয়, এই জন্য তিনি বেদ্য ।
তাঁহাকে জানিলে জীব শুদ্ধি লাভ করে, এই জন্য তিনি পবিত্র । বুদ্ধজ্ঞানের প্রধান সাধন

গতিৰ্ভৰ্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্নহং ।

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

প্রণবও তিনি । ঋক্, সাম, যজুঃ আদি বেদসকলের সারভূতও তিনি । “যজুরেব চ” বাক্যে চকার দ্বারা অথর্ববেদ উপলক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ভগবৎসত্তার প্রভাবেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ত্রিলোকের তাবৎ কার্য্য প্রবর্তিত হইতেছে । ব্যক্ত জগতের ও মায়ারূপ অব্যক্ত কারণেরও মূল তিনিই । সাধ্য, সাধনা, সিদ্ধি ও সিদ্ধান্ত সমস্তই তিনি । (পরশ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । [আমিই] গতিঃ (কৰ্ম্মফল), ভৰ্তা (পোষণকর্তা), প্রভুঃ (স্বামী), সাক্ষী (দ্রষ্টা), নিবাসঃ (ভোগস্থান), শরণং (রক্ষক), স্নহং (অপ্রার্থিত উপকারক), প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ), প্রলয়ঃ (সংহৰ্তা), স্থানং (আশ্রয়), নিধানম্ (লয়স্থান), অব্যয়ং (অবিনাশি) বীজম্ (কারণ) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমিই গতি, আমিই ভৰ্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী আমিই নিবাসস্থান, আমিই রক্ষক, আমিই স্নহং, আমিই প্রভব, আমিই প্রলয়, আমিই স্থান, আমিই নিধান, এবং আমিই অবিনাশি বীজস্বরূপ ॥ ১৮ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । কিঞ্চ—গতিরিতি । গতিঃ কৰ্ম্মফলং । ভৰ্তা পোষ্টা । প্রভুঃ স্বামী । সাক্ষী প্রাণিানাং কৃতাকৃতস্য । নিবাসো যস্মিন্ প্রাণিনো নিবসন্তি । শরণ-মার্ভানাং মৎপ্রপন্নানমাত্তিহরঃ । স্নহং প্রতাপকারণপেক্ষঃ সনুপকারী । প্রভব উৎপত্তির্জগতঃ । প্রলয়ঃ—প্রলীয়তে যস্মিন্‌ন্থিতি । তথা স্থানং তিষ্ঠত্যস্মিন্‌ন্থিতি । নিধানং নিক্ষেপঃ—কালান্তরোপভোগ্যং প্রাণিানাং । বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহধম্মিণাম্ । অব্যয়ং যাবৎ সংসারতাবিদ্ধাব্যয়ং । ন হ্যবীজং কিঞ্চিৎ প্ররোহতি । নিত্যং চ প্ররোহদর্শনাতীজসন্ততির্ন ব্যেতীত্যেব গম্যতে ॥ ১৮ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—গতিরিতি । গম্যত ইতি গতিঃ ফলং । ভৰ্তা পোষণকর্তা । প্রভুনিয়ন্তা । সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা । নিবাসো ভোগস্থানম্ । শরণং রক্ষকঃ । স্নহং দ্বিতীকর্তা । প্রকর্ষণে ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা । প্রলীয়তেহনেনেতি প্রলয়ঃ সংহৰ্তা । তিষ্ঠত্যস্মিন্‌ন্থিতি স্থানমাধারঃ । নিধীয়তেহস্মিন্‌ন্থিতি নিধানং লয়স্থানং । বীজং কারণং । তথাপ্যব্যয়মবিনাশি । ন তু ব্রীহাদিবীজবল্লশুরমিতার্থঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কৰ্ম্ম, উপাসনা, যোগ ও জ্ঞান আদি সাধন করিলে জীব যে গতি প্রাপ্ত হয়, ভগবান্ সেই স্বৰ্গ ও মুক্তি আদি গতি-স্বরূপ । স্নহ-সাধনাদির পব জীবের

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসজ্যামি চ ।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্ছাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

যে পুষ্টি ও তুষ্টি সাধিত হয়, ভগবান্‌ই তাহার ব্যবস্থাপক, এইজন্য তিনি ভর্তা । তাঁহারই প্রতাপে মেঘ, বায়ু, সূর্য্যাদি সর্ব্বদা নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে, এইজন্য তিনি প্রভু । তিনিই সকলের শুভাশুভকর্ম্মদর্শী, অর্থাৎ তাঁহাকে লুকাইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না, এইজন্য তিনি সাক্ষী । আনন্দ ভোগ জন্য বিশ্রামভূমি তিনিই, এইজন্য তিনি নিবাস । তাঁহার আরাধনা করিলে শরণাগত জীবকে দুঃখ-বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন, এইজন্য তিনি শরণ । তিনি প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, এইজন্য তিনি স্বহৃৎ । তিনি প্রভব, কেননা তিনি উৎপত্তির মূল কারণ ; তিনি প্রলয়, কারণ তিনি জগৎ-বিনাশের হেতু ; এবং তিনিই স্থান, কেননা জগৎ তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে ;—অর্থাৎ ভগবান্‌ই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা । প্রলয় হইয়া গেলেও জীবসমূহ সুক্লা বীজভূত অবস্থায় তাঁহাতেই অবস্থিতি করে, এইজন্য তিনি নিধান । তিনিই বীজ, কেননা তিনি সকল কার্য্যের মূল কারণ, এবং সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হয়েন না, এইজন্য তিনি অব্যয় ॥ ১৮ ॥

অম্ময়বোধিনী । অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি), অহং [আমি] বর্ষং (জল) নিগৃহ্নামি (আকর্ষণ করি), উৎসজ্যামি চ (ও পুনর্ব্বার বর্ষণ করি), (আমিই) অমৃতং মৃত্যুঃ চ এব (জীবন ও মৃত্যুরও স্বরূপ), সৎ অসৎ চ (সৎ ও অসৎ-স্বরূপ) ॥ ১৯ ॥

বজ্রানুবাদ । হে অর্জ্জুন! আমিই উত্তাপ দান করি, আমিই জল আকর্ষণ করি, আমিই পুনর্ব্বার ভূমিতে জল বর্ষণ করি; আমিই অমৃত ও মৃত্যু-স্বরূপ, এবং আমিই সৎ ও অসৎ-স্বরূপ ॥ ১৯ ॥

শাস্ত্ররভাষ্যম্ । কিঞ্চ—তপামীতি । তপাম্যহমাদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিদ্রশ্মিভির্লুপৈঃ । অহং বর্ষং কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুৎসজ্যামি । উৎসজ্য পুনর্নিগৃহ্নামি কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টিভির্গাসৈঃ । পুনরুৎসজ্যামি প্রাবৃষি । অমৃতং চৈব দেবানাং । মৃত্যুশ্চ মর্ত্ত্যানাং । সদ যস্য যৎ সম্বন্ধিতয়া বিদ্যমানং তৎ । তদ্বিপরীতমসচ্চৈবাহম্ । অর্জ্জুন । ন পুনরত্যন্তমেবাসঙ্গবান স্বয়ং । কার্য্যকারণে বা সদসতী । যে পূর্ব্বোক্তৈরনুবৃতি-প্রকারৈরেকত্বপৃথক্ত্বাদিবিজ্ঞানৈর্যজ্ঞৈর্গাং পূজয়ন্ত উপাসতে জ্ঞানবিদস্তে যথাবিজ্ঞানং মামেব প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৯ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—তপাম্যহমিতি । আদিত্যাব্যনা স্থিত্বা নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং কৰোমি । বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসজ্যামি বিমুঞ্চামি । কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্নাম্য-কর্ষামি । অমৃতং জীবনং । মৃত্যুশ্চঃ নাশঃ । সৎ স্থূলং দৃশ্যম্ । অসচ্চ সুক্স্মদৃশ্যম্ । এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি । এবং মজ্জা মামেব বহুধোপাসত ইতি পূর্ব্বোক্তৈবানুব্যঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা

যজ্ঞেরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থযন্তে ।

তে পুণ্যমাসাত্ম সুরেন্দ্রলোক-

মশ্শুন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সর্বাত্মা সর্বান্তর্যামী ভগবানই সূর্যরূপে এ জগৎকে উত্তপ্ত করেন ; কান্তিকাদি আট মাস সমুদ্রাদি হইতে জল আকর্ষণ করেন, এবং আষাঢ়াদি চারি মাস বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে সরস ও অনাদি উৎপাদন করিবার শক্তি দান করেন । ভগবদুদ্দেশ্যে শুভ কর্ম সাধিত হইলে সাধক তাঁহাকে অমৃতরূপে দর্শন করেন, এবং দুর্কর্ম-কারীর পক্ষে তিনি ভয়ঙ্কর মৃত্যু-স্বরূপ অর্থাৎ দণ্ডের যম । নিত্য বিদ্যমান আত্মা তিনি, এইজন্য তিনি সৎ ; এবং অনিত্য ব্যক্ত-রূপ জগৎও তিনি, এইজন্য তিনি অসৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবোধিনী । ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদোক্তক্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ) সোমপাঃ (সোমপায়ী) পূতপাপাঃ (নিকলুষ ব্যক্তিগণ) যজ্ঞেঃ (যজ্ঞ সমূহের দ্বারা) মাং (আমাকে) ইষ্টা (পূজা করিয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গ) প্রার্থযন্তে (কামনা করেন) ; তে (তাহারা) পুণ্যং (পবিত্র) সুরেন্দ্রলোকম (দেবলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তম) দেবভোগান্ (দিব্য সুখসমূহ) অশ্শুন্তি (ভোগ করেন) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে ঋগাদিবেদবেত্তাগণ কাম্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান পূর্বক আমার পূজা করিয়া সোম পানের দ্বারা নিষ্পাপ হইয়েন, এবং স্বর্গ কামনা করেন সেই সকাম পুরুষগণ স্বর্গ লাভ করিয়া দিব্য সুখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥২০॥ .

শাক্তরভাষ্যম্ । যে পুনরজ্ঞাঃ কামকামাঃ—ত্রৈবিদ্যা ইতি । ত্রৈবিদ্যা ঋগযজুঃ-সামবিদঃ । মাং বসাদিদেবরূপিণং । সোমপাঃ—যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ । তেনৈব সোমপানেন পূতপাপাঃ শুদ্ধকিল্বিষাঃ । যজ্ঞেরিষ্টোমাভিরিষ্টা পূজয়িত্বা । স্বর্গতিং স্বর্গগমনং । স্বর্গের গতিঃ স্বর্গতিস্তাং । প্রার্থযন্তে যাচন্তে । তে চ পুণ্যং পণ্যফলমাসাদ্য সংপ্রাপ্য সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানমশ্শুন্তি ভুঞ্জতে । দিব্যান্ দিবি ভবান্ অপ্রাকৃতান্ । দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবমবজানন্তি মাং মূঢ়া ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্ৰফলাশয়া দেবতান্তরং যজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ । মহান্ননস্ত মাং পার্থেত্যাদিনা চ মন্ত্রভা উক্তাঃ । তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্বার ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাং । ঋগযজুঃসামলক্ষণান্তিস্রো বিদ্যা যেযাং তে ত্রিবিদ্যাঃ । ত্রিবিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যাঃ । স্বার্থে তদ্বিতঃ । তিস্রো বিদ্যা অবীয়াতে জানন্তীতি বা । ত্রৈবিদ্যা বেদত্রয়োক্তকর্মপর ইত্যর্থঃ । বেদত্রয়বিহিতৈর্ষজ্ঞৈর্মিষ্টা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্য-জানন্তোহপি বস্ত্ত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্টা সংপূজ্য । যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ ।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকলুষাঃ সন্তঃ স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্য-
ফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য । দিব্য স্বর্গে । দিব্যানুভবান্ দেবানাং ভোগান্ ।
অশন্তি ভুক্ততে ॥ ২০ ॥

গীতাথ সন্দীপনী । হোতৃকৃত, অধ্বর্যুকৃত ও উদগাতৃকৃত কন্মাদির শিক্ষাভূমি
ঋগাদি বেদ 'ত্রৈবিদ্য' নামে কথিত হয় । এই ত্রৈবিদ্যবিদ্যাবিৎ যে সকল সাধক অগ্নি-
ষ্টোমাদি কাম্য যজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্র-বসু-রুদ্র-আদিত্য-স্বরূপে আমারই পূজা করেন এবং
সোমরস বৈদিক অগ্নিতে হবন করিয়া অবশিষ্টাংশ পান করেন, তাঁহাদিগের পাপ দূরীভূত
হয় । এই নিষ্পাপ সকাম পুরুষগণ স্বার্থভোগের ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রাদিলোকে গিয়া সুর-
সেব্য সুখ ভোগ করিয়া থাকেন । ভগবানের নানাবিধ উপাসকের মধ্যে সকাম সাধকগণ
কিরূপ গতি লাভ করেন, ভগবান্ অর্জুনকে তাহাই কহিতেছেন ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী । তে (তাঁহারা) তং (সেই) বিশালং (বিপুল) স্বর্গলোকং
(স্বর্গলোক) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্য ক্ষয় পাইলে) মর্ত্যালোকং
(মর্ত্যালোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন) । এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্মম (বেদত্রয়বিহিত ধর্ম)
অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানতৎপর) কামকামাঃ (ভোগেচ্ছ ব্যক্তিগণ) গতাগতং (সংসারে গমনাগমন)
লভন্তে (করিয়া থাকেন) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । তৎপরে নানা প্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়
হইয়া আসিলে তাঁহাদের পুনর্ব্বার মর্ত্যভূমিতে জন্ম হয় । এইরূপে স্বর্গ
কামনায় বেদপ্রতিপাদ্য কন্মের অনুষ্ঠান করিলে সংসারে বারংবার গমনাগমন
করিতে হয় ॥ ২১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তে তমিতি । তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং । বিশালং বিস্তীর্ণং ।
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকমিমাং বি স্ত্যাবিশন্তি । এবং হি যথোক্তেন প্রকারেণ ত্রয়ীধর্মম
কেবলং বৈদিকং কন্মানুপ্রপন্নাঃ । গতাগতং—গতং চাগতং চ গতাগতং গমনাগমনং ।
কামকামাঃ—কামান্ কাময়ন্ত ইতি কামকামাঃ । লভন্তে । গতাগতমেব ন তু স্বাতন্ত্র্যং
কচিল্লভন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্চ—তে তমিতি । তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং
স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্যালোকং বিশন্তি ।
পুনরপ্যেবম্বেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং
যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১ ॥

অন্যাস্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সকাম পুরুষগণ চিরকাল স্বর্গস্বর্থ ভোগ করিতে পারেন না । যে পরিমাণ পুণ্যের অনুষ্ঠান করেন, তদনুরূপ কিছুকাল স্বর্গভোগ করিয়া তাঁহাদিগকে আবার সংসারে আসিয়া দেহধারণ করিতে হয় । সকাম কৰ্ম্মরূপ ভেলার দ্বারা জীব সংসার-সগুদ্র পার হইতে পারে না—ইহা দ্বারা পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না ॥ ২১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সকাম কৰ্ম্মের দ্বারা জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায় না ; কেননা ফলভোগের বাসনা থাকায় দেহাশ্রবুদ্ধি নষ্ট হয় না, এবং আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ আত্মার নিষ্কিরত্বের নিশ্চয় হইতে পায় না । সকামভাবে অশুভ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নরকযন্ত্রণা ও তির্য্যগাদি শরীরভোগের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় । এই জন্য সকাম শুভকৰ্ম্ম ব্যতীত অশুভ কৰ্ম্ম কদাচিৎ করিতে নাই । শুভ কৰ্ম্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলেই কৰ্ম্মবন্ধন ক্ষয় হইয়া মুক্তিলাভ হইতে পারে । (৯।২৭ শ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ২১ ॥

অম্বয়বোধিনী । অনন্যাঃ (একাগ্রচিত্তে) মাং (আমাকে) চিন্তয়ন্তঃ (চিন্তানিরত) যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তেষাং (সেই) নিত্যাভিযুক্তানাং (নিত্য যোগযুক্তপুরুষদিগের) যোগক্ষেমং (যোগ ও ক্ষেম) অহং (আমি) বহামি (বহন করি) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহারা অনগ্রচিত্তে চিন্তা করিয়া আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই নিত্যযুক্ত পুরুষদিগকে আমি যোগ ও ক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

শাকরভাষ্যম্ । যে পুনর্নিকামাঃ সম্যগদর্শিনঃ—অনন্যা ইতি । অনন্যা অপৃথগ্-ভূতাঃ । পরং দেবং নারায়ণমাত্মস্বেন গতাঃ সন্তুষ্টিচিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ সংন্যাসিনঃ পর্যুপাসতে । তেষাং পরমার্থদর্শিনাং । নিত্যাভিযুক্তানাং সততাভিযোগিনাং । যোগক্ষেমং যোগোহপ্রাপ্তস্য প্রাপণং । ক্ষেমস্তদ্রক্ষণং । তদুভয়ং—বহামি প্রাপয়াম্যহং । জ্ঞানী স্বাষ্ট্রের মে মতং (গী ৭।১৮) । স চ মম প্রিয়ো (গী ৭।১৭) যস্মাত্তস্মান্তে মমাত্মভূতাঃ প্রিয়াশ্চেতি । নন্যন্যোষামপি ভক্তানাং যোগক্ষেমং বহত্যেব ভগবান্ । সত্যমেবং—বহত্যেব । কিম্বয়ং বিশেষঃ—অন্যে যে ভক্তান্তে স্বার্থার্থং স্বয়মপি যোগক্ষেমমীহন্তে । অনন্যদর্শিনস্ত নাস্বার্থং যোগক্ষেমমীহন্তে । ন হি তে জীবিতে মরণে বাস্তুনো গৃধিঃ কুর্বন্তি । কেবলমেব ভগবচ্ছরণান্তে । অতো ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতীতি ॥ ২২ ॥

যেহ প্যন্যদেবতাভক্তা * যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । মন্ত্ৰান্ত মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যাঃ ইতি । অনন্যাঃ—নাস্তি মদ্যতিরেকেণান্যং কাম্যং যেষাং তে । তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে । তেষাং নিত্য্যভিযুক্তানাং সৰ্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং । ক্ষেমং চ তৎপালনং । মোক্ষং বা । তৈরপ্রার্থিতমপ্যহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি জগতের সমস্ত চিন্তা পরিহার করিয়া কেবলমাত্র সচ্চিদান্মাতেই সৰ্ব্বদা অভিনিবিষ্টচিত্ত থাকেন, তিনি পরব্রহ্মের সহিত অভিনু বোধ বশতঃ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই—এমন কি, নিজ দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের ভাবনাও করেন না, ভগবান্ তাঁহার সমস্ত সদ্ব্যবস্থা করিয়া দেন । অপ্রাপ্ত অনু-বস্ত্রাদির সংস্থান, এবং তত্তাবৎ রক্ষণাবেক্ষণের তার ভক্তের জন্য ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন । ভক্ত সাধকগণ ভগবানের নিকট এতাবৎ প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ স্বয়ং তাহার সঙ্কলন করিয়া থাকেন । জীব মাতেই নিজ নিজ অনাচ্ছাদনাদি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তত্তদুপার্জনের প্রযত্ন ও চেষ্টা করা তাহাদের আরণ্যক হইয়া পড়ে । আর ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ ভক্ত বিনা চেষ্টায় ও বিনা যত্নে উহা ভগবৎ-কৃপায় লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । “শরীরযাত্রার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, ভগবদুপাসককে তাহার জন্য চিন্তা করিতে হয় না—

“ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্বন্তি বৈষ্ণবাঃ ।

বিশ্বস্তরো গুরুর্যেষাং কিং দাসান্ সমুপেক্ষতে ॥”

বিষ্ণুপরায়ণগণ নিজ নিজ আহারাচ্ছাদনের জন্য বৃথা চিন্তা করেন । কেননা, যিনি বিশ্বচরাচরের সকল প্রাণীকে ভোজন দেন, তিনি কি নিজ অনুগত সেবকদিগকে উপেক্ষা করিতে পারেন ? যাহারা তাঁহার জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছেন, সেই সাধুদিগের তিনিই একমাত্র আশ্রয় ।” (শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-ব্যাখ্যাত নারদ-ভক্তিসূত্র, ৪৭) ॥ ২২ ॥

অবয়বোধিনী । কোন্তেয় (হে কোন্তেয় !) অন্যদেবতাভক্তাঃ অপি যে (অন্য দেবতার যে সকল ভক্তও) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজা করে) তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্বকম্ (অজ্ঞানপূর্বক) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করিয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কোন্তেয় ! অন্যদেবতার যে সকল ভক্তও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজা করে, তাহারাও অজ্ঞানপূর্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

অহং হি সৰ্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । ননু ন্যা অপি দেবতাস্ত্রমেব চেত্তত্তজ্ঞাশ্চ স্বামেব যজন্তে । সত্যমেবং—যেহপীতি । যেহপ্যান্যদেবতাভক্তাঃ—অন্যাস্থ দেবতাস্থ ভক্তা অন্যদেবতাভক্তাঃ সন্তো যজন্তে পূজয়ন্তি । শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা । অন্বিতা অনুগতাঃ । তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ । অবিধিরজ্ঞানং । তৎপূর্বকমজ্ঞানপূর্বকং যজন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু চ স্বহৃতিরেকেণ বস্তুতো দেবতাস্তরস্যাভাবাদিদ্ভাদি-সেবিনোহপি স্বস্তজ্ঞা এবেতি কথং তে গতাগতং লভেরন্ ? তত্রাহ—যেহপীতি । শ্রদ্ধয়ো-পেতাঃ ভক্তাঃ সন্তো যে জনা অন্যদেবতা ইদ্ভাদিরূপা যজন্তে তেহপি মামেব যজন্তীতি সত্যং । কিন্তুবিধিপূর্বকং । মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি । অতস্তে পুনরা-বর্তন্তে ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ ব্যতীত যখন আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, তখন ইদ্ভাদি দেবতার পূজা করিলে ভগবানেরই পূজা করা হয়—ভগবানের পূজা করিলে যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে ইদ্ভাদি-দেবতার পূজা করিলে মুক্তি না হইবে কেন ? অর্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, জীবগণ অবিধিপূর্বক অর্থাৎ আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে পূজা করে বলিয়া তাহাদিগকে (ইদ্ভাদি-দেবতার ভক্তগণকে) পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় । অন্য দেবতার ভক্ত অজ্ঞানী হইলেও তাহার পূজা আমিই গ্রহণ করিয়া থাকি ; কিন্তু জ্ঞানহীন ভক্তি জীবকে পরম পদের অধিকারী করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । বিবেক-বিচারসহ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় স্বরূপের নিশ্চয় না করিয়া ভেদবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে তাঁহার চিদঘন স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইবে না । গৌণী ভক্তির সাধনায় চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেও তিনি নিজ চৈতন্য-স্বরূপে প্রকাশিত না হইয়া অন্য কোনরূপ মাযিক আবরণে আবির্ভূত হয়েন বলিয়া তাহাতে জন্মমৃত্যু-নিবৃত্তিকর কৈবল্য লাভ হইতে পারে না । জ্ঞানপূর্বক ভক্তিসাধন করিলেই ভগবৎকৃপায় তাঁহার চৈতন্য-স্বরূপে সাধকের তন্ময়তা বশতঃ দেহান্নবুদ্ধি প্রভৃতি মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি ও প্রথম শান্তি লাভ হয় ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । হি (যে হেতু) অহম্ এব (আমিই) সৰ্ব্বযজ্ঞানাং (সৰ্ব্বযজ্ঞের) ভোক্তা (ভোক্তা) প্রভুঃ চ (ও ফলপ্রদাতা) । তু (কিন্তু) তে (তাহারা) মাং (আমাকে) তস্মৈন (স্বরূপতঃ) ন অভিজানন্তি (জানে না) ; অতঃ (এই জন্য) চ্যবন্তি (প্রত্যাবর্তন করে) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমিই সৰ্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলপ্রদাতা, ইহা জানিতে না পারায় জীবগণ পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

যাস্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যাস্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদযাজিনোহপি মাম্ ॥২৫॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কস্মান্তেহবিধিপূর্বকং যজন্ত ইতি? উচ্যতে । যস্মাৎ—
অহমিতি । অহং হি সর্বযজ্ঞানাং শ্রোতানাং স্মান্তানাং চ সৰ্বেষাং যজ্ঞানাং দেবতাস্থেন
ভোক্তা চ প্রভুরেব চ । মৎস্বামিকো হি যজ্ঞঃ । অধিযজ্ঞোহহমেবাত্রেতি । (গী ৮।৪)
হ্যজং । তথা নতু সামভিজানন্তি তস্বেন যথাবৎ । অতশ্চাবিধিপূর্বকমিষ্টা যাগফলাচ্চ্যবন্তি
প্রচ্যবন্তে তে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি । সৰ্বেষাং যজ্ঞানাং
তত্তদেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা । প্রভুশ্চ স্বামী । ফলদাতা চাপ্যহমেবেত্যর্থঃ । এবং
ভূতং মাং তে তস্বেন যথাবন্নাভিজানন্তি । অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্তন্তে । যে তু
সর্বদেবতাস্থ মামেবান্তর্য়ামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্তন্তে ॥ ২৪ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । ইন্দ্রাদিদেবতারূপে, শ্রোত ও স্মার্ত সকল যজ্ঞেরই ভোক্তা
ভগবান, অন্তর্য়ামিরূপে ফলদাতাও তিনি । ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি-সিদ্ধ । ভগবান্কে এইরূপ
সর্বাত্মা ও সর্বান্তর্য়ামিস্বরূপে না জানিতে পারায় জীবের মুক্তির পরিবর্তে স্বর্গে গতি ও
তাহা হইতে চ্যুতি হইয়া থাকে । ভগবানের সহিত অভেদাস্ববুদ্ধি না হইলে—প্রেমে
উন্মত্ত হইয়া তাঁহার যথার্থ স্বরূপের প্রজ্জ্বলিত কুণ্ডে আপনাকে আহুতি প্রদান না করিতে
পারিলে—জীবের জগতে গতায়ত বন্ধ হয় না ॥ ২৪ ॥

অম্বয়বোধিনী । দেবব্রতাঃ (দেবতাপূজকগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যাস্তি (লাভ
করেন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃপূজক ব্যক্তিরা) পিতৃন (পিতৃগণকে) যাস্তি (প্রাপ্ত হয়েন),
ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকেরা) ভূতানি (ভূতসমূহকে) যাস্তি (লাভ করেন), মদযাজিনঃ অপি
(আমার পূজকগণই) মাং (আমাকে) যাস্তি (লাভ করেন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি দেবতাদিগের পূজা করেন, মরণান্তে তিনি
দেবতাদিগকে লাভ করিয়া থাকেন; যিনি পিতৃগণের পূজা করেন তিনি
পিতৃগণকে, যিনি ভূতগণের পূজা করেন তিনি ভূতগণকে, এবং যিনি আমার
পূজা করেন তিনি আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যেহ প্যান্যদেবতাভক্তিমত্বেনাবিধিপূর্বকং যজন্তে তেষামপি যাগফলম-
বশ্যাংভাবি । কথং? যাস্তীতি । যাস্তি গচ্ছন্তি । দেবব্রতাঃ—দেবেষু ব্রতং নিয়মো ভক্তিঃ চ
যেষাং তে দেবব্রতাঃ । দেবান্ যাস্তি । পিতৃনগিহ্যাতাদীন যাস্তি পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধদিক্রিয়াপরাঃ
পিতৃভক্তাঃ । ভূতানি বিনায়কমাতৃগণচতুর্ভগিন্যাदीনি যাস্তি ভূতেজ্যা ভূতানাং পূজকাঃ । যাস্তি

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতান্ননঃ ॥ ২৬ ॥

মদ্যাজিনো মদ্যজনশীলা বৈষ্ণবা মামেব । সমানেহ প্যারাসে মামেব ন ভজন্তেহ জ্ঞানীং । তেন
তেহ ল্পফলভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবোপপাদয়তি—যাস্তীতি । দেবেঘ্নিদ্ভাদিষু ব্রতং
নিয়মো যেমাং তে অন্তবন্তো দেবান্ যাস্তি । অতঃ পুনরাবর্তন্তে । পিতৃষু ব্রতং যেমাং শ্রাদ্ধাদি-
ক্রিয়াপরাণাং তে পিতৃন্ যাস্তি । ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিঘ্নিজ্যা পূজা যেমাং তে ভূতেজ্যা
ভূতানি যাস্তি । মাং যষ্টুং শীলং যেমাং তে মদ্যাজিনঃ । তে তু মামেবাক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং
নারায়ণং যাস্তি ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে উপাসক ত্রিবিধ । যে সাত্ত্বিক
উপাসকগণ ইন্দ্রাদি-দেবতাগণকে পূজা করেন, তাঁহারা দেবব্রত । যাঁহারা রজোগুণপ্রভাবে
শ্রদ্ধাপূর্বক অগ্নিঘাতাদি-পিতৃগণকে আরাধনা করেন তাঁহারা পিতৃব্রত । তমোগুণপ্রভাবে
যাহারা যক্ষ, রক্ষ, বিনায়ক*, মাতৃগণাদি ভূতসকলকে ভজনা করে, তাহারা ভূতেজ্য ।
উপাসনার গুণে উপাসকগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন । শ্রুতিতে
লিখিত আছে—“তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি ।” আর যে সকল ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ
পরব্রহ্ম বাস্তুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন, এবং
পুনরাবৃত্তি হইতে অব্যাহতি পান ॥ ২৫ ॥

অমরবোধিনী । যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) পত্রং পুষ্পং
ফলং তোয়ং (পত্র, ফুল, ফল ও জল) প্রযচ্ছতি (দান করেন), অহং (আমি) প্রযতান্ননঃ
(শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতং (শ্রদ্ধাপ্রদত্ত) তৎ (সেই উপহার) অশ্লামি (গ্রহণ করি) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, যিনি যাহা ভক্তিপূর্বক
আমাকে দান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত সেই পদার্থ
[প্রীতিপূর্বক] গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ন কেবলং মন্ত্ৰোক্তানামনাবৃত্তিলক্ষণমন্তফলমুক্তং । সুখারাদনশ্চাহং ।
কথং ?—পত্রমিতি । পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মুদকং যো মে মহ্যং ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদহং
পত্রাদি—ভক্ত্যুপহৃতং ভক্তিপূর্বকং প্রাপিতং—ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি গৃহ্ণামি । প্রযতান্ননঃ
শুদ্ধবুদ্ধেঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্তম্ । অনায়াসস্বং চ স্বভক্তে-
দর্শয়তি—পত্রমিতি । পত্রপুষ্পাদিমাশ্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা প্রীত্যা যঃ প্রচ্ছতি তস্য প্রযতান্ননঃ

* বিনায়ক—এস্থলে পঞ্চদেবতোক্ত ‘গণেশ’ নহে ।

যৎ করোষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্যসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

শুদ্ধচিত্তব্য নিকামভক্তস্য । তৎ পত্রপুষ্পাদিকং তক্ত্য তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্বাসি প্রীত্যা গৃহ্ণামি । ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিভ্রসাধ্যাঘাঙ্গাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ । কিন্তু ভক্তিমাত্রাৎ । অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাশ্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্বাসীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ব্রহ্মাঙ্কগণ বহু আয়াস ও ব্যয়-সাধ্য যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রাদি-দেবতার আরাধনা করে, অথচ চরমে পরম ফল প্রাপ্ত হয় না । কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ পরিণামে পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন ; অথচ (ভগবানের) আরাধনা-কালে অধিক পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হয় না । কেননা, তিনি কোন বস্তুরই ভিখারী নহেন । তাঁহাকে অতুল সাম্রাজ্য নিবেদন করিয়া দাও, অথবা একটি তুলসীদলই নিবেদন কর, তিনি উভয়ই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন । ভক্তির সহিত তাঁহাকে যাহাই দান করিবে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট । যিনি যত পরিমাণে ভক্তিসহ ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন, তিনি তত পরিমাণে অধিক ফল লাভ করেন । ভগবান্ ভক্তি-ব্যতীত কেবল প্রচুর নৈবেদ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হয়েন না । ভক্তিই ভগবদুপাসনার মূল উপাদান । তুমি হয় তো মনে করিবে, ফল-পুষ্পাদি ভগবানের নিম্নিত পদার্থ, তাঁহাকে তাহা দিলে তিনি স্খলী হইবেন কেন? এবং বলিবে যে, মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলে তবে তাঁহার প্রকৃত পূজা হয় । আমি বলি—সাধক! তোমার মনঃপ্রাণ কি তাঁহার নিম্নিত নহে? তুমি যাহা দিয়া পূজা করিবে, তাহাই তো তাঁহার । তাঁহার নহে এমন সামগ্রী পাইবে কোথায়? ভক্তিপূর্বক যাহা দিবে, তাহাই তিনি ভক্তের উপহার বলিয়া প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিবেন ॥ ২৬ ॥

অবয়বোধিনী । কোন্তেয় (হে কোন্তেয়!), [তুমি] যৎ (যাহা) করোষি (অনুষ্ঠান কর), যৎ (যাহা) অশ্বাসি (ভোজন কর), যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর), যৎ (যাহা) দদাসি (দান কর), যৎ (যে) তপস্যসি (তপশ্চরণ কর), তৎ (তাহা) মদর্পণং (আমাতে অর্পণ) কুরুষ্ব (করিবে) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কোন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর—ভোজন কর বা হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যত এবমতঃ—যদিতি । যৎ করোষি যদাচরসি শাস্ত্রীয়ং কৰ্ম্ম । স্বতঃ প্রাপ্তং যদশ্বাসি যৎ খাদসি । যৎ জুহোষি হবনং নির্বর্তয়সি শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা । যদদাসি ব্রাহ্মণাদিত্যো হিরণ্যানুরতাদি । যত্তপস্যসি তপশ্চরসি । কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং মৎসমর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভফলৈরবং মোক্ষ্যসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন চ পত্রপুপাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবন্দ্যমর্থমেবাদ্য-
মৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ং । কিং তহি ?—যৎ করোষীতি । স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎ কিঞ্চিৎ
কৰ্ম্ম করোষি । তথা যদশুসি । যজ্ঞুহোষি । যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি । তৎ
সৰ্ব্বং মৰ্য্যাপিতং যথা ভবত্যেবং কুরুষ্ব ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কিরূপে ভগবানের আরাধনা করিলে জীবের ভগবৎপদ লাভ
হয়, এই শ্লোকে তাহাই কথিত হইয়াছে । মনুষ্যের যত কি কর্তব্য কার্য আছে,
শাস্ত্রীয়ই হউক বা লৌকিকই হউক, সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হয় । জীব যে গমনা-
গমন করে, নিজ তৃপ্তির জন্য ভোজনাদি বা পরিচ্ছাদাদি-ধারণ করে, অথবা নিত্য
অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করে, কিংবা অতিথি ব্রাহ্মণাদিকে অনু-স্ববর্ণাদি দান করে,
বা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ চাত্রায়ণাদি ব্রত করে, অথবা আত্মসাক্ষাৎকারার্থ ইন্দ্রিয়াদির
নিগ্রহ করে, অর্থাৎ সে শ্রৌত, স্মার্ত বা লৌকিক যে কোন কর্তব্য কার্যেরই অনুষ্ঠান
করুক না কেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবান্ তাহাকে মুক্তি দান করিয়া
থাকেন । এই শ্লোকাভিপ্রায়ে কেহ যেন মনে করিবেন না যে, চুরি করিয়া, অভক্ষ্য
ভক্ষণ করিয়া, অথবা বেশ্যাগমনাদি করিয়া “কৃষ্ণায় অর্পণমস্তু” বলিলে তিনি অব্যাহতি
পাইবেন । লোকিতঃ বা শাস্ত্রতঃ যাহা কিছু “কর্তব্য”, তাহাই ভগবানে সমর্পিত হইলে
মুক্তিলাভ হয় । “অকর্তব্য” কার্যের ফল সমর্পণ করিতে গেলে বিপরীত হইয়া
উঠে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। এবং (এইরূপে) শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভফলস্বরূপ) কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ
(কৰ্ম্মবন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে), বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা
(কৰ্ম্মফলত্যাগরূপ যোগযুক্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ সাধনা করিলে জীব শুভাশুভ-কৰ্ম্মবন্ধন হইতে
মুক্ত হয় । তুমি এইরূপ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা হইয়া কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি
লাভ পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

শান্তরত্নাশ্যম্। এবং কুর্ব্বতস্তব যস্তবতি তচ্ছূণু—শুভাশুভফলৈরিতি । শুভাশুভ-
ফলৈঃ শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টে ফলে যেযাং তানি শুভাশুভফলানি কৰ্ম্মাণি তৈঃ শুভাশুভফলৈঃ ।
কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ—কৰ্ম্মাণ্যেব বন্ধনানি তৈঃ কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ । এবং মৎসমর্পণং কুর্ব্বন্ মোক্ষ্যসে ।
সোহয়ং সংন্যাসযোগো নাম । সংন্যাসশচাসৌ মৎসমর্পণতয়া—কৰ্ম্মত্যাগযোগশচাসাবিতি ।
তেন সংন্যাসযোগেন যুক্ত আত্মাস্তঃকরণং যস্য তব স হং সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ । বিমুক্তঃ
কৰ্ম্মবন্ধনৈর্জীবনোব । পতিতে চাম্মিষ্টুরীয়ে মামুপৈষ্যস্যাগমিষ্যসি ॥ ২৮ ॥

সমোহং সৰ্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

দ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং চ যৎ ফলং প্রাপ্যসি তচ্ছৃণু—শুভাশুভেতি । এবং কুৰ্ব্বন্ কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ কৰ্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি কৰ্ম্মণাং ময়ি সমপিতস্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ । তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ । সংন্যাসযোগযুক্তান্না—সংন্যাসঃ কৰ্ম্মণাং মদৰ্পণং । স এব যোগঃ । তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য । তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্যসি ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত অনুষ্ঠানই ভগবানে অর্পণ করিতে শিক্ষা করিলে জীবের ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয় । ভগবান্ ব্যতীত যাহার অন্য লক্ষ্য নাই, তাহার কার্য্যাকার্য্য বোধও নাই । সাধকের এই অবস্থায় যদি কোন সুকার্য্য বা কুকার্য্য সম্পাদিত হয়, তবে তাঁহার সদসদভিসন্ধির অভাব বশতঃ ফল ভোগ করিতে হয় না । ভগবান্ তাঁহাকে কৰ্ম্মপাশ হইতে মুক্ত করেন । এই সম্পূর্ণ ত্যাগরূপ যোগ-সিদ্ধ হইলেই সাধক পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্টে। যিনি ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া জীবন ধারণ মাত্র করেন, যাহার দেহান্নবুদ্ধির অভাববশতঃ আত্মপরভাব নাই, ভগবান্কে লাভ করাই যাহার জীবন-যাত্রার একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহার দ্বারা সাধারণতঃ কোন অসৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেই পারে না । কিন্তু জন্মান্তরীণ কোনও অশুভ কৰ্ম্মের ফলে লোকদৃষ্টিতে কোনও অসৎ কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাতে তাঁহার শারীরিক ক্লেশাদিমাত্র হইতে পারে । কিন্তু উহা তাঁহার তবিষয় বন্ধনের কারণ হয় না ; কারণ, ভক্ত ভগবান্কে ছাড়িয়া কোনও কৰ্ম্মই করেন না, এবং নিকামভাবে শুভ ব্যতীত অশুভ কৰ্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই । (৫৭-১০ ও ৯১১ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ২৮ ॥

অনুবোধিনী। অহং (আমি) সৰ্বভূতেষু (সৰ্বজীবের পক্ষে) সমঃ (একরূপ), মে (আমার) দ্বেষ্য ন (অপ্রিয় নাই), প্রিয়ঃ চ (ও প্রিয়) ন অস্তি (নাই), যে তু (যাহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) ভজন্তি (ভজনা করে) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [অবস্থিতি করে], অহম্ অপি (আমিও) তেষু চ (তাহাদিগের মধ্যে) [থাকি] ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি সৰ্বজীবের পক্ষেই একরূপ, আমার কেহ প্রিয় বা কেহই অপ্রিয় নাই । যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থিতি করে ; এবং আমিও তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি ॥ ২৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। রাগদ্বেষাংস্তুহি ভগবান্ । যতো ভজ্ঞাননুগৃহ্মাতি নেতরানিতি । তন্না-সমোহমিতি । সমস্তলোহংসৰ্বভূতেষু । নমেদ্বেষ্যোহস্তি । নঃ প্রিয়ঃ অগ্নিবদহং । দূরস্থানাং যথাগ্নিঃ শীতং নাপনয়তি সমীপমুপসর্পতামপনয়তি । তথাহং ভজ্ঞাননুগৃহ্মামি ।

অপি চেৎ সূতুরাচারো ভজতে মামন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাগ্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

নেতরান্ । যে ভজন্তি তু মামীশ্বরং ভক্ত্যা ময়ি তে স্বভাবত এব—ন মম রাগনিমিত্তং—
বর্তন্তে । তেষু চাপ্যহং স্বভাবত এব বর্তে । নেতরেষু । নৈতাবতা তেষু দ্বেষো
মম ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যদি ভক্তেভ্য এব যোক্তং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তহি তবাপি
কিং রাগদ্বेषাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেতাহ—সমোহহমিতি । সমোহহং সর্বেষুপি
ভূতেষু । অতো মে মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব । এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে
ভক্তা ময়ি বর্তন্তে । অহমপি তেষু নুগ্রাহকতয়া বর্তে । অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষু
তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোহপি ন বৈষম্যং । যথা বা কল্পবৃক্ষস্য । তথৈব ভক্তপক্ষ-
পাভিনোহপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব । কিন্তু মন্তভক্তেরেবাযং মহিমেতি ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সত্তা, স্কুরণ ও আনন্দ ভেদে ভগবানের স্বাভাবিক রূপ ত্রিবিধ ।
কেহ ভক্ত হউক বা অভক্ত হউক ভগবান্ এতৎ ত্রিবিধরূপে সকলের মধ্যেই সমানভাবে
বিদ্যমান । নিজ নিজ সত্তার সঙ্গ, নিজ নিজ বিকাশের সঙ্গ, এবং নিজ নিজ আনন্দের
সঙ্গ, সকলেই ভগবানের সত্তা, স্কুরণ ও আনন্দের সমান অধিকারী । তাঁহার কাহারও
প্রতি স্নেহ বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্কে ভজনা
করেন, তাঁহার ভক্তির গুণে অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্মল হইলে তিনি ভগবত্তার লাভ করেন ।
স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন জবার নিকট থাকিলে রক্তবর্ণ দেখায়, কিন্তু একটা লৌহপিণ্ড জবার
নিকটে থাকিলে সেরূপ দেখায় না ; সেইরূপ ভক্তির জন্য শুদ্ধান্তঃকরণে বুদ্ধানন্দের উপলব্ধি
হয়, এবং অভক্ত জন তাহাতে বঞ্চিত থাকে । ইহাতে ভগবানের পক্ষপাত নাই ।
কেবল সাধকের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এই রূপ হইয়া থাকে মাত্র । ভক্তের প্রেমের
গুণে ভগবান্ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন । ভক্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিবার মূল মন্ত্র । ভক্তের
প্রতি ভগবানের যে একটু বিশেষ টান দেখা যায়, তাহা ভক্তের ভক্তির গুণে ; ভগবানের
পক্ষপাতের দোষে নহে ॥ ২৯ ॥

অম্বয়বোধিনী । চেৎ (যদি) সূতুরাচারঃ অপি (নিতান্ত দুরাচারও) অনন্যভাক্
(অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করে), সঃ (সে ব্যক্তি) সাধুঃ এব
(সাধু বলিয়াই) মন্তব্যঃ (পরিগণিত হয়), হি (যেহেতু) সঃ (সে) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (সম্পূর্ণ
যত্নশীল) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে
আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; কেননা, তাহার যত্ন অতি
সাধু ॥ ৩০ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । শৃণু মন্ত্ৰেণ্মাহাদ্যম্—অপি চেদিতি । অপি চেদ্যদ্যপি । স্মৃষ্টু
দুরাচারঃ স্মদুরাচারোহতীৰ কুংসিতাচারোহপি ভজতে মামনন্যভাগনন্যভক্তিঃ । সন্ ।
সাধুরেব সম্যগ্ভূত এব স মন্তব্যো জ্ঞাতব্যঃ । সম্যগ্ভ্যথাবদ্যবসিতো হি যস্মাৎ সাধুনিশ্চয়ঃ
সঃ ॥ ৩০ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । অপিচ মন্ত্ৰেণেবায়মবিতৰ্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়নাহ—
অপি চেদিতি । অত্যন্তং দুরাচারোহপি নরো যদ্যপ্যপৃথক্তে ন পৃথগ্দেবতাপি বাসুদেব
এবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে তহি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স
মন্তব্যঃ । যতোহসৌ সম্যগ্ভ্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভন-
মধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । পাপের শাস্তির জন্য ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কৃচ্ছ, অতিকৃচ্ছ, ও
মহাকৃচ্ছ আদি প্রায়শ্চিত্তের, এবং বাজপেয়, রাজসূয় ও অশ্বমেধ আদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান
করিতে হয় । এক একটি প্রায়শ্চিত্ত এক একটি পাপের শাস্তি করিতে পারে । কিন্তু
যে ব্যক্তি অতি দুরাচার, যাহার পাপের সীমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার নিষ্পাপ হওয়া
স্বকঠিন ; মনে কর, একজন দুরাত্মা এমন দশটি পাপ করিয়াছে, যাহার প্রত্যেকটি হইতে
অব্যাহতি পাইতে হইলে তুষানলপ্রায়শ্চিত্ত বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয় ; কিন্তু এক জন
মনুষ্য এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত এক জীবনে একটির অধিক করিতে পারে না । একটি প্রায়শ্চিত্তে
একটি পাপের বিনাশ হইতে পারে ; কিন্তু অবশিষ্ট নয়টি পাপের ধ্বংস হইবার উপায় কি ?
সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ
জন্মিলে অপ্রায়শ্চিত্তই পাতকরাশিও বিনষ্ট হইয়া যায় ।

অতিপাপপ্রসক্তোহপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্ ।

ভূয়স্তপস্বী ভবতি পণ্ডিত্তিপাবনপাবনঃ ॥

প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্মাঙ্ঘিকানি বৈ ।

যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥

অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তি যদি অনন্যচিত্তে নিমেষমাত্রও ভগবানের আরাধনা করে,
তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া তপস্বী বলিয়া পরিগণিত হয় । সে ব্যক্তি
যে লোকমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করে, সে সকল লোক পবিত্র হয় ; এবং তাহার দর্শনে
লোকসকল কৃতার্থ হয় । একান্ত ভগবন্তক্তি সর্বপাপবিনাশের ও পরম সুখের কারণ ॥ ৩০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সকাম কর্মেরই শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু
অতি পাপাচারী হইয়াও যদি কেহ গত কর্মের অনুশোচনাপূর্বক ভগবানের একমাত্র শরণাগত
হইতে পারে, এবং অশুভকর্মের অনুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহা হইলে ভগবানে নিরুদ্ধচিত্ততাবশতঃ
তাহার রজস্তমোগুণের আধিক্য নিবৃত্তি হইয়া যায় । রজস্তমোগুণের প্রকোপই পাপ বা চিত্তের
মলিনতা । ভগবন্তাবে মন একাগ্র হইলেই সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় ; নিরুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পাপ-প্রবৃত্তি

ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

হইতেই পারে না। ভগবদ্বাবে চিত্ত অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়া তাঁহার পাপ-প্রবৃত্তির মূল রজস্তুমোণ্ড কয় হইতে থাকে। এইজন্য ভগবানে অনন্যশরণাগতিই সর্বপাপ নাশের অব্যর্থ উপায় ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। [সে ব্যক্তি] ক্ষিপ্ৰং (শীঘ্র) ধৰ্ম্মাত্মা (ধার্মিক) ভবতি (হয়), শশ্বৎ (নিত্য) শান্তিঃ (শান্তি) নিগচ্ছতি (লাভ করে)। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয় না)। [ইহা] প্রতিজানীহি (নিশ্চয় জানিও) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধৰ্ম্মাত্মা হয়, এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও ॥ ৩১ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস। উৎসৃজ্য চ বাহ্যং দুরাচারতামন্তঃসম্যগ্যবসায়সামর্থ্যাৎ—ক্ষিপ্ৰ-মিতি। ক্ষিপ্ৰং শীঘ্রং। ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা ধর্ম্মচিত্তে এব। শশ্বন্নিত্যং শান্তিঃ চোপশমং। নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। শৃণু পরমার্থং—কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু। ন মে মম ভক্তো ময়ি সমপিতান্তরাষ্ট্রা মন্ত্ৰভো ন প্রণশ্যতীতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কথং সমীচীনাত্ম্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যঃ? তত্রাহ—ক্ষিপ্ৰমিতি। স্বদুরাচারোহপি মাং ভজন্তীষুং ধর্ম্মচিত্তে ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিঃ চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যোরনুতিশঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয় পটহাদিমহাঘোষপূর্বকং বিবদমানানাং সভাং গচ্ছ বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথং? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ স্বদুরাচারোহপি ন প্রণশ্যতি। অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে স্বপ্রৌঢ়িবিজ্ঞস্তবিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং স্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবদারাধনার এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, তদ্বারা মহাপাতকীও শীঘ্র ধৰ্ম্মাত্মা হয়; এবং তাঁর বৈরাগ্যবেগে তাহার বিষয়-ভোগ-বাসনা বিদূরিত হয়। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, ঈদৃশ ভক্ত পূর্বাভাস্ত দুষ্ক্রিয়াদোষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এই জন্যই ভগবান্ ভক্তগণকে যেন বাম হস্তে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, তাঁহার ভক্ত কিছুতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা পাপ কয় হয় সত্য; কিন্তু তত্ত্বাবৎ সাক্ষোপাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে ফল দান করে না;

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্ম্যঃ পাপযোনয়ঃ ।

স্মিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

অনুষ্ঠানের ক্রটি হইলে কৰ্ম, যোগ ও জ্ঞান পও হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তি সেরূপ নয়। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে না হউক, তাহার প্রাণপণে যতদূর সামর্থ্য থাকে, ততখানি ভক্তিপূর্বক যদি ভগবানকে আরাধনা করে, ভগবান সেই ঐকান্তিকতায় বশীভূত হইয়া তাহার কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে ভক্ত যদি অজ্ঞানাভিভূত হইয়া ভগবানকে ডাকিতে না পারে, তথাপি ভক্তবৎসল দীনবন্ধু স্বয়ংই আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন। অজ্ঞান বা মোহবশতঃ ভগবদ্ভক্তের কখনও পতন বা বিনাশ হয় না ॥ ৩১ ॥

অম্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) স্মিয়ঃ (স্মীগণ), বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ) তথা শূদ্রাঃ (ও শূদ্রগণ), অপি (এমন কি) যে (যাহারা) পাপযোনয়ঃ (অসৎকুলসম্ভূত) স্ম্যঃ (হয়), তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) পরাং গতিং, হি (পরম গতিই) যান্তি (লাভ করে) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপযোনিসম্ভূত জীবগণ, স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্। কিঞ্চ—মাং হীতি। মাং হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মামাশ্রিত্যাশ্রয়েণ গৃহীত্ব। যেহপি স্ম্যভবেয়ুঃ। পাপযোনয়ঃ—পাপা যোনির্ঘেষাং তে পাপযোনয়ঃ পাপজন্মানঃ। কে ত ইতি? আহ—স্মিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ। তেহপি যান্তি পরাং গতিং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বাচারভ্রষ্টং মন্ডলিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং? যতো মন্ডলির্দুকুলানপানধিকারিণোহপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেহপি পাপযোনয়ঃ স্ম্যনিকৃষ্টজন্মানোহস্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ। যেহপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ। স্মিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপ্যনাতিরহিতাঃ। তেহপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি। হি নিশ্চিতম্ ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুণাধিকারী ব্যক্তিকে ভক্তি যে পরম পদ দান করে, তাহার ত সন্দেহই নাই। যাহারা পূর্বজন্মকৃত পাপ জন্য চণ্ডাল অথবা সর্প বা তির্য্যক কুলে জন্ম গ্রহণ করে, এবং বেদাধ্যয়ন-বর্জিত স্ত্রীজাতি, কৃষিবাণিজ্যাদি লৌকিক ব্যাপারে সর্বদা ব্যস্ত বৈশ্যজাতি, অথবা বৈদিক জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত মুক্তির অযোগ্য শূদ্রও ভক্তির প্রভাবে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে যেমনই কেন পাপ করুক না, তীব্র ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে, দীপশিখায় তুলরাশি দহনের ন্যায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। কৰ্ম্মের বা উপাসনার অথবা যোগের কিংবা জ্ঞানের অধিকারী, সকলে সকল সময়ে হইতে পারে না; কিন্তু জীবমাত্রই—কিন্তু জীবমাত্রই—জাতি, বর্ণ, বয়ঃক্রম,

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

গুণ, অবস্থা আদি নিবিশেষে ভক্তির অধিকারী হইতে পারে। ভক্তি সকলের কল্যাণ-কারিণী ও সকল অপেক্ষা সুগম ॥ ৩২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভক্তির সাধনায় সকলেরই অধিকার আছে সত্য; কিন্তু ভক্তিমার্গের কোনও একটা নিয়মের অনুষ্ঠান করিলেই মুক্তি বা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। নিকাম কৰ্ম্ম, যম-নিয়মাদির অভ্যাস অথবা বিবেক-বৈরাগ্য ব্যতীত ভক্তিরও বিকাশ হইতে পারে না। কৰ্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি গোণ বা মুখ্যভাবে প্রত্যেক সাধনেরই অন্তর্নিবিষ্ট (১৮ অঃ। ৫৪-৫৫ শ্লোকের গীঃ সঃ, এবং নারদ-ভক্তিসূত্রে উল্লিখিত ভক্তির সাধনাদি সমূহের শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহোদয়কৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৩২ ॥

অবয়বোধিনী। পুণ্যাঃ (পবিত্র) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) তথা (সেইরূপ) ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (ভক্ত ক্ষত্রিয়গণ) [পরম গতি লাভ করিবেন] কিং পুনঃ (তাহাতে আর কথা কি?) ; [অতএব তুমি] অনিত্যম্ (অনিত্য) অসুখম্ (দুঃখকর) ইমং (এই) লোকং (মনুষ্য দেহ) প্রাপ্য (পাইয়া) মাং (আমাকে) ভজস্ব (আরাধনা কর) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গাশুবাদ। বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমার ভক্তির প্রভাবে যে পরমগতি লাভ [করিবেই করিবে], তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব তুমি এই অনিত্য ও দুঃখায়তন মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমারই আরাধনা কর ॥ ৩৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। কিং পুনরিতি। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যায়োনয়ঃ। ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চৈতি রাজর্ষয়ঃ। যত এবমতোহনিত্যং কণ-ভঙ্গুরমসুখং চ সুখবজ্জিতমিমং লোকং মনুষ্যালোকং প্রাপ্য। পুরুষার্থসাধনং দুর্লভং মনুষ্যত্বং লব্ধা। ভজস্ব সেবস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারশ্চ মন্ত্ৰজ্ঞাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ স্মৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ। তথা রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চ ক্ষত্রিয়াঃ। এবংভূতাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতন্তুমিমং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব। কিঞ্চানিত্যমধৃকমসুখং সুখরহিতং চেমং মর্ত্যালোকং প্রাপ্যানিত্যস্বাধ্বিলম্বমকুর্লব্ধসুখত্যাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্ব-ত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন অন্ত্যজ জাতি এবং মুক্তির অনধিকারিগণই ভক্তিযোগে পরম পদ লাভ করিতে পারে, তখন ভক্তিমান হইলে সৎশজাত সদাচারযুক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ

মন্মতা ভব মন্ত্রোক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মনং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যো যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিজ্ঞান্যো যোগো নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ।

যে মুক্তি লাভ করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। তাই ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন, গর্ভাতনাদি সহিয়া রোগাদির আশ্রয়ভূমি এবং কণবিধ্বংসী মানব-শরীর পাইয়া তুমি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছ। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্রই রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় ভক্তিমান হইয়া আমার আরাধনা কর। আমি সম্মুখে বিদ্যমান, এবং গুরুরূপে ভক্তি-যোগ শিক্ষা দিতেছি। ভক্তিপ্রবণ হইবার ইহাই শুভ অবসর। এমন সুযোগ ও শুভ লগ্ন চলিয়া গেলে ভক্তি লাভ করা কঠিন হইবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না, ভক্তিপরায়ণ হও ॥ ৩৩ ॥

অবয়ববোধিনী। মন্মতাঃ (মদগতচিত্ত) মন্ত্রোক্তঃ (আমার ভক্ত) [ও] মদ্যাজী (আমার পূজাপরায়ণ) ভব (হও), মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর), এবং (এই-রূপে) মৎপরায়ণঃ (আমার শরণাগত হইয়া) আত্মনং (মনকে) যুক্ত্ব। (আমাতে সমর্পণ পূর্বক) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি মদগতচিত্ত, মন্ত্রোক্ত ও আমার পূজাপরায়ণ হও, এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হইয়া তোমার নিজ অন্তঃকরণ আমাকে সমর্পণপূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হও ॥ ৩৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। কথং?—মন্মতা ইতি। মন্মতাঃ—ময়ি মনো যস্য সঃ। ত্বং মন্মতা ভব। তথা মন্ত্রোক্তো ভব। মদ্যাজী মদ্যজনশীলো ভব। মামেব চ নমস্কুরু। মামেবৈশ্বরমেঘাগমিষ্যসি। যুক্ত্ব। সমাধায় চিত্তমাত্মনম্—অহং হি সর্বেষাং ভূতানামাত্মা। পরা চ গতিঃ পরময়নং। তং মামেবংভূতম্—এষ্যসীত্যতীতেন পদেন সম্বন্ধঃ। মৎপরায়ণঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শাক্তরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্তু পসংহরতি—মন্মতা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মতাঃ। তাদৃশস্ত্বং ভব। তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব। মদ্যাজী মৎ পূজনশীলো

ভব। মামেব চ নমস্করু। এবমেভিঃ প্রকারৈর্নাম্পরায়ণঃ সন্নাগ্নানং মনো ময়ি যুক্ত্ব।
সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৪ ॥

নিজমৈশ্বর্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাত্ত্বতবৈভবম্ ।

নবমে রাজগুহ্যাত্ম্যে কৃপয়াহবোচদচ্যুতঃ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং রাজবিদ্যারাজগুহ্যমোহোগো
নাম নবমোহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহারা সংসারের সর্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া একমাত্র ভগবানে অর্পণ করেন, যাঁহারা রাজা, মহারাজা ও দেবতাদি হইতে সমস্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ পূর্বক একমাত্র ভগবানকে ভক্তি করেন, অর্থাৎ কাহারও সেবা না করিয়া কেবল ভগবানের সেবা করেন, এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে পূজা ও নমস্কার করেন, তাঁহাদেরই শুদ্ধান্তঃকরণে পরমানন্দধন পরমেশ্বরের প্রকাশ হইয়া থাকে। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, সেইরূপ সাধকও ভক্তির প্রবলবেগে ভগবৎসত্তায় একীভূত হইয়া তত্ত্বাব প্রাপ্ত হইবেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

“যথা নদ্যঃ সন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বানামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ (ক)

যেমন গঙ্গাযমুনাদি নদী নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রাকারাকারিত হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ নামরূপবর্জিত হইয়া সর্বব্যাংকূষ্ট স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মা পুরুষে অভিনুরূপে মিশ্রিত হইয়া যান ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত

“গীতার্থ-সন্দীপনী” নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।

যাত্তহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

অম্বয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) । মহাবাহো (হে মহাবাহো) ভূয়ঃ এব (পুনর্ব্বার) মে (আমার) পরমং (উৎকৃষ্ট) বচঃ (বচন) শৃণু (শ্রবণ কর), যৎ (যাহা) প্রীয়মাণায় (প্রীতিযুক্ত) তে (তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিতকামনায়) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি আমার উৎকৃষ্ট বচন শ্রবণ কর । তোমারই হিত কামনায় আমি প্রীতিপূর্ব্বক তাহা বলিতেছি ॥ ১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সপ্তমোহধ্যায়ে ভগবতস্তত্ত্বং বিভূতয়শ্চ প্রকাশিতা নবমে চ । অথৈদানীং যেসু যেসু ভাবেষু চিন্ত্যে ভগবাংস্তে তে ভাবা বক্তব্যঃ । তত্ত্বং চ ভগবতো বক্তব্যমুক্তমপি । দুর্বিব্রজ্যেয়াদিতি । অতঃ—শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় ইতি । ভূয় এব ভূয়ঃ পুনর্হে মহাবাহো শৃণু মে মদীয়ং পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়বস্তুনঃ প্রকাশকং বচো বাক্যং । যৎ পরমং তে তুভ্যং প্রীয়মাণায়—মদ্যচনাং প্রীয়সে স্বমতীবামৃতমিব পিবংস্ততঃ—বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ ।

দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥

এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং । তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে রসোহহমপ্স্ব কৌন্তেয়েত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ । অষ্টমে চাধিযজ্ঞোহহমে-বাত্রেত্যাদিনা । নবমে চাহং ক্রতুরহং যজ্ঞ ইত্যাদিনা । ইদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভজ্ঞেশ্চাবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি । মহাস্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহু যস্য তথা । হে মহাবাহো ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু । কথংভূতং ? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং । মদ্যচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া মদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে “তৎ” পদার্থ স্বরূপ পরমেশ্বরের সোপাধিক ও নিরূপাধিক উভয় স্বরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে । “তৎ” পদার্থের বিভূতিরূপে সোপাধিক-স্বরূপ ধ্যানের এবং নিরূপাধিক-স্বরূপ জ্ঞানের উপায়ভূত । সপ্তম অধ্যায়ে

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

“রসোহমপ্সু কোন্তেয়” (গী ৭।৮) বচন দ্বারা, এবং নবম অধ্যায়ে “অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ” (গী ৯।১৬) বচন দ্বারা বিভূতিরীশি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্ব্বিজ্ঞেয় ভগবানের ধ্যানসুগমার্থ উহা বিস্তৃতরূপে কথিত হইবে। কঠিন বিষয় বিস্তর-পূর্ব্বক না বলিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জন্য দশম অধ্যায় কথিত হইতেছে।

অর্জুন প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের সকল কথা শুনিতোছেন ও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন বলিয়া অর্জুনকে ভগবান্ আরও সদুপদেশ দিয়া তাঁহার পূর্ণমঙ্গল-সাধনার্থ স্নেহযুক্তচিত্তে আগ্রহপূর্ব্বক আরও উত্তমোত্তম তত্ত্বকথা বলিতেছেন ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মহর্ষয়ঃ [চ] (ও মহর্ষিগণ) মে (আমার) প্রভবং (প্রভাব) ন বিদুঃ (জানেন না) ; হি (কেননা) অহং (আমি) দেবানাং (দেবতা-দিগের) মহর্ষীণাং চ (ও মহর্ষিদিগের) সর্বশঃ (সকল প্রকারে) আদিঃ (আদি কারণ) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ আমার প্রভাব পরিজ্ঞাত নহেন ; কেননা, আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকরণ ॥ ২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। কিমর্থমহং বক্ষ্যামীতি? অত আহ—ন ম ইতি। ন মে বিদুর্ন জানন্তি সুরগণা ব্রহ্মাদয়ঃ। কিং তে ন বিদুঃ? মম প্রভবং প্রভাবং প্রভুশক্ত্যতি-শয়ম্। উৎপত্তিং বা। নাপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ো বিদুঃ। কস্মাভ্যে ন বিদুরিতি? উচ্যতে—অহমাদিঃ কারণং হি যস্মাদ্দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তস্যাপি পুনর্ব্বচনে দুর্জ্জয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়োহপি ভৃগ্বাদয়ো ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাং চাদিঃ কারণং। সর্বশঃ সর্বৈঃ প্রকারৈঃ—উৎপাদকত্বেন বুদ্ধাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ। অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেহপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। তাঁহারই প্রভাবে যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে, ইহা ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও ভৃগু আদি মহর্ষিগণও বিদিত নহেন। কেননা, তিনিই তাঁহাদিগের উৎপাদক ও বুদ্ধির প্রবর্ত্তক। বস্তুতঃ ভগবান্ স্বয়ং কাহারও নির্মল বুদ্ধিতে আকৃষ্ট না হইলে বুদ্ধিবিচার দ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। তিনি মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও অপার ॥ ২ ॥

৩-৫ শ্লোক

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
 অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥
 বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
 স্মৃৎং দুঃখং ভাবহিভাবো ভয়ং চাতয়ামেব চ ॥ ৪ ॥
 অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহৃষষঃ ।
 ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

অশ্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অনাদিং (অনাদি) লোকমহেশ্বরং চ (ও সর্বলোকমহেশ্বর) [বলিয়া] বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) মর্ত্যেষু (জীবলোকে) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জিত হইয়া) সর্বপাপৈঃ (সমস্ত পাপকর্তৃক) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হয়েন) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্বলোকমহেশ্বর বলিয়া বিদিত করেন, তিনিই মোহবর্জিত হইয়া সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত করেন ॥ ৩ ॥

শাস্ত্ররত্নাশ্রয়ম্। কিঞ্চ—যো মামিতি। যো মামজমনাদিং চ—যস্মাদহমাদি-
 দেবানাং মহর্ষীণাং চ। ন মমান্য আদিব্রিহদ্যতে। অতোহহমজোহনাদিশ্চ। অনাদিস্ত-
 মজস্বে হেতুঃ। তং মামজমনাদিং চ যো বেত্তি বিজানাতি। লোকমহেশ্বরং লোকানাং
 মহান্তর্গীশ্বরং তুরীয়মজ্ঞানতৎকার্য্যবজ্জিতম্। অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জিতঃ। স মর্ত্যেষু
 মনুষ্যেষু। সর্বপাপৈঃ সর্বৈঃ পাপৈর্মতিপূর্ব্বামতিপূর্ব্বকৃতেঃ। প্রমুচ্যতে প্রমোক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং ভূতানুজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্বকারণস্বাদেব
 ন বিদ্যত আদিঃ কারণং यस্য তমনাদিম্। অত এবাজং জন্মশূন্যং। লোকানাং মহেশ্বরং
 চ মাং যো বেত্তি মনুষ্যেষু অসংমূঢ়ঃ সংমোহরহিতঃ সন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি ভগবানকে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখিয়া তাঁহাকে অজ, সমস্ত
 কারণের কারণ, এবং অনাদি পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি পূর্ব্বকৃত, বর্তমান
 এবং ভবিষ্যৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপরাশি নষ্ট হয় বটে,
 কিন্তু অজ্ঞানের বীজ স্বরূপ “অহংমমেতি” অভিমান বিদূরিত হয় না। “প্রমুচ্যতে”
 এই পদের “প্র” শব্দ দ্বারা ভগবান ইহাই দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন
 করিলে জীবের কায়, মন ও বচন কৃত ত্রিবিধ পাপ, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান
 এই ত্রিকালকৃত পাতকরাশি, এবং পাপবুদ্ধির বীজভূমি অবিদ্যা, এবং মহামোহ, এই
 সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

অশ্বয়বোধিনী। বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), জ্ঞানম্ (জ্ঞান), অসংমোহঃ (অসংমোহ),
 ক্ষমা (ক্ষমা), সত্যং (সত্য), দমঃ (দম), শমঃ (শম), স্মৃৎং (স্মৃৎ), দুঃখং (দুঃখ),
 ৫৩

ভবঃ (উৎপত্তি), অভাবঃ (বিনাশ), ভয়ং চ (ভয়) অভয়ং চ এব (ও অভয়), অহিংসা (অহিংসা), সমতা (সমতা), তুষ্টিঃ (সন্তোষ), তপঃ (তপ), দানং (দান), যশঃ (যশ), অযশঃ (অযশ), ভূতানাং (প্রাণিবর্গের) [এই সমস্ত] পৃথগ্বিধাঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ॥ ৪।৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, এবং যশ ও অযশ—প্রাণিবর্গের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪।৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ইতচ্চাহং মহেশ্বরো লোকানাম্—বুদ্ধিরিতি । বুদ্ধিরন্তঃকরণস্য সুক্ষ্মাদার্থাবোধনসামর্থ্যং । তদন্তং বুদ্ধিম্যনिति হি বদন্তি । জ্ঞানমাত্মাদিপদার্থানামব-
বোধঃ । অসংমোহঃ প্রত্যুপপন্নেষু বোধব্যেযু বিবেকপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ । ক্ষমা—আক্রুষ্টস্য ভাভিতস্য বাহরিকতচিত্ততা । সত্যং—যথাদৃষ্টস্য যথাস্থিতস্য বাস্তুানুভবস্য পরবুদ্ধি-
সংক্রান্তয়ে তথৈবোচ্চাৰ্য্যমাণা বাক্ সত্যমুচ্যতে । দমো বাহ্যেन्द्रিয়োপশমঃ । শমোহন্তঃ-
করণস্যোপশমঃ । সুখমাহ্লাদঃ । দুঃখং সন্তাপঃ । ভব উদ্ভবঃ । অভাবস্তদ্বিপৰ্য্যয়ঃ ।
ভয়ং চ ভ্রাসঃ । অভয়মেব চ তদ্বিপরীতম্ ॥ ৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । অহিংসেতি । অহিংসাহপীড়া প্রাণিনাম্ । সমতা সমচিত্ততা ।
তুষ্টিঃ সন্তোষঃ পর্যাগুপ্তবুদ্ধিলাভেষু । তপ ইन्द्रিয়সংযমপূর্ব্বকং শরীরপীড়নং । দানং
যথাশক্তি সংবিভাগঃ । যশো ধর্ম্মনিমিত্তা কীর্ত্তিঃ । অযশস্তুধর্ম্মনিমিত্তাহকীর্ত্তিঃ । ভবন্তি
ভাবা যথোক্তা বুদ্ধাদয়ঃ । ভূতানাং প্রাণিনাং । মত্ত এবেশ্বরাত্মা । পৃথগ্বিধা নানাবিধাঃ
স্বকর্মানুরূপেণ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । লোকমহেশ্বরতামেব স্ফুটয়তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ । বুদ্ধিঃ
সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং । জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্ । অসংমোহো ব্যাকুলত্বাভাবঃ । ক্ষমা
সহিষ্ণুত্বং । সত্যং যথার্থভাষণং । দমো বাহ্যেन्द्रিয়সংযমঃ । শমোহন্তঃকরণসংযমঃ ।
সুখং মনোহনুকূলসংবেদনীয়ং । দুঃখং চ তদ্বিপরীতং । ভব উদ্ভবঃ । অভাবস্তদ্বিপরীতঃ ।
ভয়ং ভ্রাসঃ । অভয়ং তদ্বিপরীতম্ । অস্য শ্লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যন্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অহিংসেতি । অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ । সমতা
রাগদ্বেষাদিরাহিতাং মিত্রামিত্রতুল্যতা চ । তুষ্টির্দৈবলক্লেদ সন্তোষঃ । তপঃ শারীরাদি
বক্ষ্যমাণং । দানং ন্যায়জিতস্য ধনাদেঃ সং পাত্রেহর্পণং । যশঃ সংকীর্ত্তিঃ । অযশো
দুকীর্ত্তিঃ । এতে বুদ্ধিজ্ঞানমিত্যাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং
মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । নিঃসংশয়রূপে সুক্ষ্মার্থ বুঝিবার জন্য অন্তঃকরণের শক্তি বিশেষের
নাম বুদ্ধি । আত্ম-অনাত্ম পদার্থের বিচারপূর্ব্বক বোধের নাম জ্ঞান । জ্ঞাতব্য বা কর্তব্য
পদার্থ জন্য অব্যাকুলভাব অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট ফলবিচারযুক্ত স্থিরভাবের নাম অসংমোহ । অন্যকর্তৃক

৬ শ্লোক

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।

মন্তাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

তিরস্কৃত বা পীড়নযুক্ত হইলে, তাহাকে দণ্ড দিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের যে বৃত্তি তাহা নিবৃত্ত করে, তাহার নাম ক্ষমা । অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা পদার্থের অবিকৃত স্বরূপ নিরূপিত বা ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম সত্য । শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার শক্তি যে বৃত্তিতে আছে তাহার নাম দম । যে বৃত্তির দ্বারা শব্দাদি বিষয় অন্তঃকরণে স্থান না পায়, তাহার নাম শম । যে অবস্থায় মনুষ্য চিত্ত প্রসাদ বা আনন্দ লাভ করে, এবং যাহা ধর্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সুখ । যাহা অধর্ম হইতে উৎপন্ন এবং জীবের বিবিধ পরিতাপের কারণ, তাহা দুঃখ । উৎপত্তির নাম ভব, [সত্তার নাম ভব] অসত্তার নাম অভাব । ত্রাসের নাম ভয়, ত্রাসভাবের নাম অভয় । স্বাবর-জঙ্গমাди কোন জীবকে দুঃখ না দিবার ইচ্ছার নাম অহিংসা । ইষ্টানিষ্ট-রাগদ্বৈষাদি রহিত অবস্থার নাম সমতা । প্রারব্ধভোগ্য প্রাপ্ত বস্তুমােই তৃপ্তি লাভের নাম তুষ্টি । শাস্ত্রানুগোদিত কৃচ্ছ্র চাত্তারগাদি বৃত্ত সাধনের নাম তপঃ । উত্তম দেশ-কাল বিচার করিয়া সংপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্বক অনু-সুবর্ণাদি প্রদানের নাম দান । ধর্মাদি-জনিত প্রশংসার নাম যশঃ । অধর্মজন্য লোকাপবাদের নাম অযশঃ । এইরূপ সমস্ত বৃত্তিরই উৎপাদনের মূলধার এক মাত্র ভগবান্ । বস্তুতঃ তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪১৫ ॥

অবয়বোদ্ধি । সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষি), পূর্বে (পূর্ববর্তী) [অপর] চত্বারঃ (সনকাদি চারিজন), তথা মনবঃ (ও মনুগণ), মন্তাবাঃ (আমার প্রভাবসম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (আমার মন হইতে উৎপন্ন), লোকে (এই লোকে) যেষাং (যাঁহাদিগের) ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (প্রজাসমূহ) [সৃষ্ট হইয়াছে] ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । সৃষ্টির আদিতে ভৃগু আদি সপ্ত ও সনকাদি চারি মহর্ষি এবং মনুগণ আমারই প্রভাব-সম্পন্ন এবং আমি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন । আমারই আদেশক্রমে তাঁহারা এই লোক ও প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৬॥

শাকরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—মহর্ষয় ইতি । মহর্ষয়ঃ সপ্ত ভৃগবাদয়ঃ । পূর্বেহতীত-কালসম্বন্ধিনঃ চত্বারঃ মনবন্তথা সাবর্ণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ । তে চ মন্তাবা মদগতভাবনা বৈষ্ণবেন সামর্থ্যেনোপেতাঃ । মানসা মনসৈসবোৎপাদিতা ময়া । জাতা উৎপন্নাঃ । যেষাং মনুগাং মহর্ষীগাং চ সৃষ্টিলোক ইমাঃ স্বাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—মহর্ষয় ইতি । সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগবাদয়ঃ । সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ । ইত্যাদিপুৰাণপ্রসিদ্ধাঃ তেভ্যোহপি পূর্বেহন্যে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ । তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ । মন্তাবাঃ—মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে ।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।

সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

হিরণ্যগভাস্বনো মমৈব মনসঃ সংকল্পমাত্রাজ্জাতাঃ । প্রভাবমেবাহ—যেযামিতি । যেযাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাং মনুনাং চেমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদি-
রূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজা জাতাঃ প্রবর্তন্তে ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কেবল সাধারণ জীব সকলই যে ভগবানের বিভূতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে । প্রজাসকলের সৃষ্টিকর্তা চতুর্দশ মনু এবং বেদপ্রচারকর্তা মহর্ষিগণ প্রভৃতি সমস্তই ভগবৎ-সত্তা হইতে সম্ভূত, অর্থাৎ ভগবান্ সকলেরই আদি ॥ ৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সপ্তমহর্ষি—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ । ইহাদিগেরও পূর্বের উদ্ভূত মহর্ষি চতুষ্টয়—সনৎকুমার, সনাতন, সনক ও সনন্দ । চতুর্দশ মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই) বিভূতিং (বিভূতি) যোগং চ (ও যোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (বিদিত আছেন), সঃ (তিনি) অবিকম্পেন (নিঃসংশয়) যোগেন (যোগদ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হয়েন); অত্র (এই বিষয়ে) ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমার এই বিভূতি ও যোগ যিনি যথার্থরূপে বিদিত আছেন, তিনি নিঃসন্দেহ সম্যগদর্শনযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । এতামিতি । এতাং যথোক্তাং বিভূতিং বিস্তারং যোগং চ যুক্তিং চান্বনো ঘটনম্ । অথবা যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং যোগজং যোগ উচ্যতে । মম মদীয়ং যোগং যো বেত্তি । তত্ত্বতন্তেন যথাবদিত্যেতৎ । সোহবিকম্পেনাপ্রচলিতেন যোগেন সম্যগদর্শনস্থৈর্য্যালক্ষণেন । যুজ্যতে সংবধ্যতে । নাত্র সংশয়ঃ । নাস্মিন্মূর্ত্তে সংশয়োহস্তি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতামিতি । এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং । যোগং চৈশ্বর্য্যালক্ষণং । তত্ত্বতো যো বেত্তি । সোহ-
বিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগদর্শনেন যুক্তো ভবতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা ভগবানের এই বিভূতিতত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য্যপ্রভাব বিদিত হয়েন, তাঁহার বুদ্ধি নিশ্চল ও সমাধিযুক্ত হয়; তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই থাকে না ॥ ৭ ॥

অহং সৰ্বস্য প্রভবো মত্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধযন্তঃ পরস্পরম্ ।

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

অনুবোধিনী । অহং (আমি) সৰ্বস্য (সমস্ত জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) ; মত্তঃ (আমা হইতে) সৰ্বং (সমস্ত) প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়) ;—ইতি (ইহা) মত্বা (জানিয়া) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তে (আরাধনা করেন) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, এবং আমা হইতেই সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানিগণ প্রেমপূর্বক আমার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । কীদৃশেনাবিকল্পেন যোগেন যুজ্যত ইতি ? উচ্যতে—অহমিতি অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সৰ্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ । মত্ত এব স্থিতিনাশক্রিয়া-ফলোপভোগলক্ষণং বিক্রিয়ারূপং সৰ্বং জগৎ প্রবর্তত ইতি । এবং মত্বা ভজন্তে সেবন্তে মাং বুধা অবগতপরমার্থতত্ত্বা ভাবসমন্বিতাঃ । ভাবো ভাবনা পরমার্থতত্ত্বাভিনিবেশঃ । তেন সমন্বিতাঃ সংযুক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যথা চ বিভূতিযোগয়োজ্ঞানেন সম্যগ্জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্বশ্যতি—অহমিত্যাদিচতুৰ্ভিঃ । অহং সৰ্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদিমন্বাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ । মত্ত এব চাস্য সৰ্বস্য বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহ ইত্যাদি সৰ্বং প্রবর্তত ইতি । এবং মত্বাববুধা বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্‌ই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ভগবানেরই প্রেরণাতে লোকের বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং চন্দ্রসূর্যাদির গতি-বিধি চালিত হইয়াছে ; অর্থাৎ তিনিই সৰ্ব্বময় কর্তা—এইরূপ ষাঁহার স্থির বিশ্বাস, তিনিই প্রীতিযুক্ত হইয়া মনের সাধে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

অনুবোধিনী । মচ্ছিত্তাঃ (মদগতচিত্ত) মদগতপ্রাণাঃ (মদগতপ্রাণ) [ব্যক্তিগণ] মাং (আমার কথা) পরস্পরং বোধযন্তঃ (পরস্পরকে বুঝাইয়া) নিত্যং কথয়ন্তঃ চ (ও সৰ্বদা কীর্তনপূর্বক) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (সন্তোষ ও শান্তি লাভ করেন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । ষাঁহারা মনঃ-প্রাণ আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত করেন, তাঁহারা পরস্পর আমারই কথা কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—মচ্চিত্তা ইতি । মচ্চিত্তাঃ—ময়ি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ । মদগতপ্রাণাঃ—মাং গতাঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা যেষাং তে মদগতপ্রাণাঃ । মযুপসংহৃতকরণা ইত্যর্থঃ । অথবা মদগতপ্রাণা মদগতজীবনা ইত্যেতৎ । বোধয়ন্তো-
হবগময়ন্তঃ । পরস্পরমনোহন্যং । কথয়ন্তঃ স্তানবলবীৰ্য্যাদিধৈর্মৈবিশিষ্টং মাং । তুষ্যন্তি চ পরিতোষমুপযান্তি । রমন্তি চ রতিং চ প্রাপ্নুবন্তি প্রিয়সংগতোব ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রীতিপূর্বকং ভজনমাহ—মচ্চিত্তা ইতি । মযোব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ । মামেব গতাঃ প্রাণাঃ প্রাণা ইন্দ্రిয়াণি যেষাং তে মদগতপ্রাণাঃ । মদপিতজীবনা ইতি বা । এবংভূতান্তে বুধা অনোহন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদি-
প্রমাণৈর্বোধয়ন্তো বুদ্ধা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীৰ্ত্তয়ন্তঃ সন্তো নিত্যং তুষ্যন্ত্যনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি । রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুতেই ষাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয় না, ষাঁহাদের চক্ষু-কর্ণাদি ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না, অর্থাৎ ষাঁহার তাঁহাকে তিন্না আর কিছুই চান না, এইরূপ সমান সমান ব্যক্তিতে এবং গুরু-শিষ্যে ভগবদ্ভাৰ্তালাপ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন । ভগবন্তভগণ পরস্পর আলাপে পরস্পর বিষুদ্ধ ও গদগদচিত্ত হয়েন ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । সততযুক্তানাং (নিত্যযুক্ত) প্রীতিপূর্বকং (প্রীতিপূর্বক) ভজতাং (ভজনশীল) তেষাং (তাঁহাদিগের) তং (সেই) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) দদামি (প্রদান করি), যেন (যদ্বারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (লাভ করিয়া) থাকেন) ॥ ১০ ॥

বক্তাবাদ । ষাঁহারা এইরূপে একাগ্রচিত্তে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্বারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যে যথোক্তৈঃ প্রকারৈর্ভজন্তে মাং ভক্তাঃ সন্তঃ প্রীতিপূর্বকং—
তেষামিতি । তেষাং সততযুক্তানাং নিত্যভিযুক্তানাং নিবৃত্তসৰ্ব্ববাহৈষ্মণানাং । ভজতাং সৈবমানানাং । কিমপিস্বাদিনা কারণেন ? নেত্যাহ—প্রীতিপূর্বকং প্রীতিঃ স্নেহঃ । তৎপূর্বকং মাং ভজতামিত্যর্থঃ । দদামি প্রযচ্ছামি বুদ্ধিযোগং । বুদ্ধিঃ সম্যগদর্শনং মন্তব্ধবিষয়ং । তেন যোগো বুদ্ধিযোগঃ । তং বুদ্ধিযোগং । যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগদর্শন-
লক্ষণেন মাং পরমেশ্বরমাত্মভূতমাত্মত্বেনোপযান্তি প্রতিপদ্যন্তে । কে তে ? মচ্চিত্তত্বাদি-
প্রকারৈর্মাং ভজন্তে ॥ ১০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংতূতানাং চ সম্যগ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি । এবং সততযুক্তানাং ময়াসত্তচিহ্নানাং প্রীতিপূর্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগ-মুপারং দদামি । তমিতি কং? যেনোপায়েন তে মন্ত্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ঐহাদের চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়াছে, সেই ভক্তগণের প্রতি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হয় । সেই কৃপাদৃষ্টির গুণে সাধকের হৃদয়ে নির্মলা বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে; এবং সেই ভগবদ্বোধিনী বুদ্ধির দ্বারাই সাধক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন । আমাদিগের সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎসত্তার অনুভব করা যায় না । যে বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়, তাহা তাঁহারই সাধনার দ্বারা সাধক প্রাপ্ত হয়েন । ভগবান্কে দর্শন করিবার জন্য মনঃ-প্রাণ সম্পূর্ণ লালায়িত হইলে ভগবান্ স্বয়ং সাধকের বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া দেন ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। তেষাম্ (তাঁহাদিগের প্রতি) অনুকম্পার্থম্ এব (অনুগ্রহার্থই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া) ভাস্বতা (দীপ্তিশীল) জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানপ্রসূত) তমঃ (অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি তাঁহাদের আত্মাকার বৃত্তিতে স্থিত হইয়া জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা অজ্ঞানাবরণরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি ॥ ১১ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। কিমর্থং কস্য বা স্বপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধহেতোর্নাশকং বুদ্ধিযোগং তেষাং স্বভক্তানাং দদামীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—তেষামিতি । তেষামেব কথং নু নাম শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যনুকম্পার্থং দয়াহেতোরহমজ্ঞানজমবিবেকতো জাতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহাঙ্ককারং তমো নাশয়ামি । আত্মভাবস্থঃ—আত্মনো ভাবোহন্তঃকরণাশ্রয়ঃ । তস্মিন্বেব স্থিতঃ সন্ । জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্তেন মন্ত্তাবনাভিনিবেশবাতো-রিতেন বুদ্ধ্যর্চ্যাদিসাধনসংস্কারবৎপ্রজ্ঞাবত্তিনা বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয়ব্যাবৃত্তিভ-রাগদ্বेषাকলুষিতনিবাতাপবারকস্থেন নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্রাধ্যানজনিতসম্যগদর্শনভাস্বতা জ্ঞানদীপেনেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্যন্তং তমাবিকৃত্যবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি । তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্ঞাতং তমঃ সংসারাপ্যং নাশয়ামি । কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমো নাশয়সি? অত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ । ভাস্বতা বিষ্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১ ॥

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্ততং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥ ১২ ॥

আহুস্তামৃষয়ঃ সৰ্বৈ দেবর্ষিনারদস্তথা ।

অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ যে ভক্তগণের সমস্ত অভাব ও দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্ব অনেকবার কথিত হইয়াছে । এক্ষণে আবার ইহাও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, যে ভক্ত তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহারও আরাধনা করেন না, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের কৰ্ম্মবীজ-স্বরূপ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেন । বাহিরের কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরস্ত হয় না । তিনি আত্মস্বরূপে সাধকের হৃদয় মধ্যেই জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া দেন । অন্তরের দেবতা অন্তরে থাকিয়াই সাধকের পুনরাবৃত্তির বীজ বিনষ্ট করেন । তিনি অনুগ্রহ করিয়া আপনি জ্ঞান-দীপ জালিয়া সাধককে দর্শন দেন । তিনি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কোন কৌশলেই কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না । প্রবল বায়ুবজ্জিত স্থানে যেমন প্রদীপ নিৰ্ব্বাণ হইবার আশঙ্কা নাই ; ভক্তির ধীর সমীরণ যেখানে বহিতে থাকে, সেখানে জ্ঞান-প্রদীপ কখনও নিৰ্ব্বাপিত হয় না । জ্ঞানালোকে জ্ঞেয় পদার্থ দৃষ্ট হইলেই, জ্ঞানের আর আবশ্যকতা থাকে না । কিন্তু আত্মদর্শী মূল পুরুষ কখনও ভগবন্তভিক্তিরূপ মৃদুমান্দ সমীরণ হইতে বঞ্চিত হয়েন না । শুক-নারদাদি মূল হইয়াও ভক্তিযুক্ত ছিলেন ॥ ১১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । জ্ঞানদীপ—আত্মানাত্মবিবেকবিচারানুকূল জ্ঞানরূপ দীপ ভগবন্তভিক্তিরসাদ্র্শ চিত্তপ্রসাদরূপ তৈলপূর্ণ, প্রগাঢ় ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ বায়ুপ্রদীপ্ত, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসংস্কারজনিত প্রজ্ঞারূপ বৃত্তিকাসমন্বিত, সর্বৈরাগ্য অনাসক্ত অন্তঃকরণরূপ আধারে অবস্থিত এবং রাগদ্বেষশূন্য বিষয়চিন্তাবিহীন চিত্তরূপ নিৰ্ব্বাত গৃহে সুরক্ষিত হইলেই ভগবৎকৃপায় নিৰ্ব্বিধে নিরুপভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে ॥ ১১ ॥

অনুব্রবোদিনি । অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন কহিলেন) । ভবান্ (তুমি) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম), পরং ধাম (পরম আশ্রয়), পরমং পবিত্রং (পরম পবিত্র) । সৰ্বৈ ধাময়ঃ (সকল ঋষি) দেবর্ষি নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) তথা (ও) অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ (অসিত, দেবল ও ব্যাস) ত্বাং (তোমাকে) শাস্ততং (নিত্য) পুরুষং (পুরুষ) দিব্যম্ (স্বপ্রকাশ), আদিদেবম্ (আদিদেব), অজং (জন্মরহিত), বিভূম্ [চ] (ও ব্যাপক) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ; স্বয়ং এব চ (এবং তুমি নিজেও) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছ) ॥ ১২।১৩ ॥

সৰ্বমেতদৃতং মাণ্ডে যন্মাং বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদ্বদেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

বজ্রানুবাদ । অর্জুন কহিলেন, হে ভগবন্ ! তুমি পরব্রহ্ম ও পরম ধাম, এবং তুমিই পরম পবিত্র । তুমি শাস্ত্রত, তুমিই আদিদেব, অজ ও বিভু । ভৃগু আদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, [এবং] তুমিও আমাকে এইরূপ বলিতেছ ॥ ১২।১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যথোক্তাং ভগবতো বিভূতিং যোগং চ শ্রুত্বার্জুন উবাচ—
পরমিতি । পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা । পরং ধাম পরং তেজঃ । পবিত্রং পাবনং । পরমং প্রকৃষ্টং ভবান্ । পুরুষং শাস্ত্রতং নিত্যং । দিব্যং দিবি ভবন্ । আদিদেবং সর্বদেবা-
নামাদৌ ভবমাদিদেবম্ । অজং । বিভুং বিভবনশীলম্ ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ঈদৃশম্—আহরিতি । আহঃ কথয়ন্তি ভ্রামৃষয়ো বশিষ্ঠাদয়ঃ সর্বৈঃ ।
দেবর্ষিনারদস্তথা । অসিতো দেবলোহপ্যেবমেবাহ । ব্যাসশ্চ । স্বয়ং চৈব স্বং ব্রুবীষি মে
মহ্যম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাস্তুর্ভগবন্তং
স্তবন্বার্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ । পরং ব্রহ্ম । পরং ধাম চাশ্রয়ঃ । পরমং চ
পবিত্রং চ ভবানেব । কুত ইতি ? অত আহ—যতঃ শাস্ত্রতং নিত্যং পুরুষং । তথা
দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ংপ্রকাশম্ । আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তৎ । দেবানামাদিতুত-
মিতার্থঃ । তথাভ্রমজন্মানং । বিভুং চ ব্যাপকম্ । স্বাসেবাছঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কে ত ইতি ? আহ—আহরিতি । ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্বৈঃ ।
দেবর্ষিশ্চ নারদঃ । অসিতশ্চ । ব্যাসশ্চ । দেবলশ্চ । স্বয়ং স্বমেব চ সাক্ষাৎস্বয়ং মহ্যং ব্রুবীষি
॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দোপনী । তুমি উপাধিবজ্জিত পরমপুরুষ । তুমিই নির্বিশেষ চৈতন্য
স্বরূপ—উপাসনার অতীত পরব্রহ্ম । সমস্ত জগৎ তোমারই আশ্রিত । তুমি সমস্ত পবিত্রকারক-
গণের পরম পাবন মঙ্গলস্বরূপ । ভগবদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জুন ভগবান্কে যেরূপ বিদিত
হইলেন, মহর্ষি-দেবর্ষি প্রভৃতি মহাত্মগণও তাঁহাকে সেইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সমস্ত-
তত্ত্ববেত্তাগণের বাক্য অর্জুনের বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে । যখন মনুষ্য কাহারও কাছে
কোন উপদেশ লাভ করে, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য বলিয়া জানিতে
হইবে । আজ ভগবদ্বাক্য শাস্ত্রবাক্যের অনুমোদিত বলিয়া অর্জুনের বুদ্ধি আরও দৃঢ়ীভূত
হইল ॥ ১২।১৩ ॥

অর্থবোধিনী । কেশব (হে কেশব।) মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) বদসি
(বলিতেছ) এতৎ সর্বম্ (এ সমস্ত) ঋতং (সত্য [বলিয়া] মন্যে (স্বীকার করিতেছি),

স্বয়মেবান্নানান্নানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

হি (যেহেতু) ভগবন্ (হে ভগবন্!) তে (তোমার) ব্যক্তিং (প্রভাব) দেবাঃ (দেবগণ) ন বিদুঃ (জানেন না) ; দানবাঃ (দানবগণ) ন [বিদুঃ] (জানেন না) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা কহিলে, আমি সমস্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। হে ভগবন্! দেব ও দানবগণ কেহই তোমার প্রভাব জানেন না ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। সৰ্ব্বমিতি। সৰ্ব্বমেতদ্যথোক্তমৃষিভিত্ত্বয়া চ তদূতং সত্যমেব মন্যে। যন্মাং প্রতি বদসি ভাষসে হে কেশব। ন হি তে তব ভগবন্ ব্যক্তিং প্রভবং বিদুর্দেবাঃ ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতো মমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্যোহসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ—সৰ্ব্বমেতদিতি। এতত্ত্ববান্বেব পরং বুদ্ধেত্যাদি সৰ্ব্বমপ্যুতং সত্যং মন্যে। যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি—নে মে বিদুঃ সুরগণা ইত্যাদি। তদপি সত্যমেব মন্য ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবৎস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ। অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি। দানবাশ্চাস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ বুদ্ধি-বিচার দ্বারা কেহই তাঁহার প্রভাব জানিতে সক্ষম হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও মধুকৈটভাদি দানবগণ তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে জানিয়াও জানিতে পারেন নাই। অর্জুনের প্রতি দয়া করিয়া যেমন তিনি নিজ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন, তেমনই তিনি দয়া করিয়া কাহাকেও না বুঝাইলে কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। তিনি যে দেবতাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ এবং দানবদলনার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা কেহই জানিতে পারিতেছেন না; কেননা তিনি দূর্বিস্তেয় ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) ভূতভাবন (হে ভূতভাবন!) ভূতেশ (হে ভূতেশ!) দেবদেব (হে দেবদেব!) জগৎপতে (হে জগৎপতে!) ত্বং (তুমি) স্বয়ং এব (স্বয়ংই) আন্ননা (আপনার দ্বারা) আন্নানং (আপনাকে) বেথ (জানিতেছ) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি অন্তের উপদেশ না লইয়া নিজ স্বরূপানু-ভূতিতেই আপনাকে বিদিত হইতেছ ॥ ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাহ্নবিভূতয়ঃ ।

যাতির্বিভূতিভিলোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যতস্ত্বং দেবাদীনাগাদিরতঃ—স্বয়মিতি । স্বয়মেবাত্মনাত্মনং বেধ জানাসি স্বং নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিশক্তিমন্তমীশ্বরং হে পুরুষোত্তম । ভূতানি ভাবয়তীতি ভূতভাবনঃ । তৎসম্বুদ্ধো হে ভূতভাবন । হে ভূতেশ ভূতানামীশ । হে দেবদেব । হে জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিং তহি ? স্বয়মিতি । স্বয়মেব ত্বমাত্মনং বেধ জানাসি । নান্যঃ । তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেধ । ন সাধনান্তরেণ । অতাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম । পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি সম্বোধনানি—হে ভূতভাবন ভূতোৎপাদক । ভূতানামীশ নিয়ন্তঃ । দেবানাগাদিত্যাदीনাং দেব প্রকাশক । জগৎপতে বিশ্বপালক ॥ ১৫ ॥

গীতार्থসন্দীপনৌ । যিনি মায়া ও গুণের অতীত তিনি পুরুষোত্তম । সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি ভূতভাবন । যিনি সমস্ত ভূতের নিয়ামক ও রক্ষক, তিনি ভূতেশ । যিনি ইন্দ্র ও আদিত্যাদি দেবতারও দেবতা, তিনি দেবদেব । যিনি সাধুহৃদয়ে গুণভরপ্রবৃত্তি প্রদান করেন, তিনি জগৎপতি । কোন সুকৃতত্ব জানিতে হইলে জ্ঞানবান গুরুর উপদেশ আবশ্যক । অর্জুন দেখিলেন, কাহারও উপদেশ না লইয়া, কাহারও সাধন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আপনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতেছেন । ইনি পরব্রহ্ম না হইলে এই স্বতঃসিদ্ধ স্বাত্মানুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাই । ॥ ১৫ ॥

অনুবোধিনী । স্বং (তুমি) যাতিঃ (যে যে) বিভূতিভিঃ (বিভূতির দ্বারা) ইমান (এই) লোকান (লোকসমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠসি (রহিয়াছ) [সেই] দিব্যাঃ (দিব্য) আহ্নবিভূতয়ঃ (আহ্নবিভূতিসকল) অশেষেণ হি (সম্যকরূপে) বক্তুম্ (বলিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভগবন্ ! তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার সেই দিব্য বিভূতিসকল সম্যকরূপে কীর্তন কর ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । বক্তুমিতিং । বক্তুং কথয়িতুমর্হস্যশেষেণ । দিব্যা হ্যাহ্ন-বিভূতয়ঃ । আহ্ননো বিভূতয়ো যাস্তা বক্তুমর্হসি । যাতির্বিভূতিভিরাহ্ননো মাহাত্ম্য-বিস্তারৈরিমালোকাস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাত্ত্বাতিব্যক্তিং স্বমেব বেৎসি । ন দেবাদয়ঃ । তস্মাৎ—বক্তুমিতি । যা আহ্ননস্তব দিব্যা অত্যন্তুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্বা বক্তুং স্বমেবার্হসি যোগ্যোহসি । যাতিরिति বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬ ॥

গীতार्থসন্দীপনৌ । অর্জুন এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন যে, স্থষ্টিমধ্যে ভগবানের

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণান্নো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন ।

ভুয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃন্বাতা নাস্তি মেহমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

বিভূতি ভিনু আর কিছুই নাই ; এবং সেই সকল বিভূতির গুচ তব্ব তিনি ভিনু আর কেহই জানে না ও ব্যাখ্যা করিতে পারে না । ভগবন্তব্ব ভগবান স্বয়ং ব্যতীত আর কেহই সম্যকরূপে অবগত নহে । তাই অর্জুন ভগবানের বিভূতি ভগবানেরই মুখে শুনিতে চাহিলেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যোগিন (হে যোগিন!) সদা (সর্বদা) [তোমাকে] পরিচিস্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) [আমি] কথং (কি ভাবে) ত্বাং (তোমাকে) বিদ্যাং (জানিব)? ভগবন্ (হে ভগবন্!) ময়া (মৎকর্তৃক) কেষু কেষু (কি কি) ভাবেষু চ (পদার্থসমূহে) [তুমি] চিন্ত্যঃ (চিন্তনীয়) অসি (হও)? ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে যোগিন! যে ভগবন্! আমি তোমাকে কোন্ পদার্থে কিরূপ বিভূতির দ্বারা কি ভাবে চিন্তা করিব, তাহা বলিয়া দাও ॥ ১৭ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । কথমিতি । কথং বিদ্যাং বিজানীয়ামহং হে যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্? কেষু কেষু চ ভাবেষু বস্তুষু চিন্ত্যোহসি ধ্যোয়োহসি ভগবন্ ময়া? ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্ । হে যোগিন কথং কৈবিলুতিভেদৈঃ সদা পরিচিস্তয়ন্নাহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্? বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোহপি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীর্যোহসি? ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বলিয়া অর্জুন তাঁহাকে “যোগিন” শব্দে সম্বোধন করিলেন । ভগবানের বিভূতি অনন্ত । তিনি কত ভাবে কোথায় কিরূপে বিরাজ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । তাই নিজ কল্যাণসাধনার্থ অর্জুন নিজ-ধ্যানোপযোগী আরাধ্য বিভূতির কথা ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । জনার্দন (হে জনার্দন!) আত্মনঃ (স্বীয়) যোগং (যোগ) বিভূতিং চ (ও বিভূতি) বিস্তরেণ (সবিস্তর) ভুয়ঃ (পুনর্ব্বার) কথয় (বল); হি (কেননা) [তোমার] অমৃতং (বচনামৃত) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ (পরিতোষ) ন অস্তি (হইতেছে না) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে জনার্দন! তুমি পুনর্ব্বার তোমার যোগ ও বিভূতির

শ্রীভগবানুবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্রাস্ববিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

তত্ত্ব আমাকে বিস্তৃত করিয়া বল ; কেননা তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । বিস্তরেণেতি । বিস্তরেণাশ্বনো যোগং যোগৈশ্বর্যশক্তিবিশেষং বিভূতিং চ বিস্তরং ধ্যেয়পদার্থানাং । হে জনার্দন—অর্দতের্গতিকল্পণো রূপম্ । অসুরাণাং দেবপ্রতিপক্ষভূতানাং জনানাং নরকাদিগময়িতৃদ্বাজ্ঞানার্দনঃ । অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সংপুরুষার্থ-প্রয়োজনং সর্বৈর্জ্ঞৈর্যচ্যত ইতি বা । ভূয়ঃ পূর্বমুক্তমপি কথয় । তৃপ্তির্হি পরিতোষো যস্মান্নাস্তি মে শৃণ্বতস্ত্বন্মুখনিঃসৃতবাক্যামৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্মারিকৃতটীকা । তদেবং বহির্মুখেহপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন স্বচ্ছিত্তেব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি । আশ্বনস্তব যোগং সর্বজ্ঞত্ব-সর্বশক্তিাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্যং বিভূতিং চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয় । হি যতস্তব বাক্যম-মূত্ররূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলংবুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি জীবসকলের স্বর্গসুখাদিদাতা ও মুক্তিবিধানকর্তা, তিনিই জনার্দন । তাই অর্জুন নিজ কল্যাণের আশায় জনার্দনরূপী ভগবানকে বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন । কেননা, তিনি ভিন্না দীন দুঃখী জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবার আর কে আছে ? একে ত ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা এতই মধুর যে, তাহা ভক্তমুখে শুনিলেই শ্রোতার তৃপ্তি হয় না । শুকের মুখে মহারাজ পরীক্ষিৎও ভগবৎকথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই । ভগবানের নিজমুখে নিজ কথা যে আরও অমৃতময়ী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এইজন্য অর্জুন উহা ভূয়োভূয়ঃ শুনিতে চাহিতেছেন ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান বলিলেন) । হন্ত [হে] কুরুশ্রেষ্ঠ (কুরুশ্রেষ্ঠ!) দিব্যাঃ (দিব্য) আশ্ববিভূতয়ঃ (আশ্ববিভূতিসমূহ) প্রাধান্যতঃ (প্রধানতঃ) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব) ; হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিস্তৃত) [বিভূতির] অন্তঃ (শেষ) ন অস্তি (নাই) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কুরুবংশাবতংস ! আমার দিব্য বিভূতি অসীম ও অপার ; তবে প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বিস্তর পূর্বক বলিতেছি ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । হন্ত ত ইতি । হন্তেদানীং তে তব দিব্যা দিবি ভবা আশ্ববিভূতয়

অহমাত্মা গুড়াকেশ সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

আত্মনো মম বিভূতয়ো যাস্তাঃ কথয়িষ্যামীত্যেতৎ । প্রাধান্যতো যত্র যত্র প্রধানা যা যা বিভূতিস্তাং তাং প্রধানাং প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যাম্যহং । কুরুশ্রেষ্ঠ । অশেষতস্ত বর্ষশতেনাপি ন শক্যা বক্তুং । যতো নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে । মম বিভূতিনামিতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং প্রার্থিতঃ সন্ ভগবানুবাচ—হস্তেতি । হস্তেতানু-
কম্পাসম্বোধনে । দিব্যা যা মদ্বিভূতরস্তাঃ প্রাধান্যেন তে তুভ্যং কথয়িষ্যামি । যতোহ-
বাস্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যাস্তো নাস্তি । অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিৎকথয়িষ্যামি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “হস্ত” পদ দ্বারা ভগবান অর্জুনের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন ইহাই আশ্বাস দিলেন । তাঁহার অনন্ত বিভূতির কথা, অনন্ত বর্ষার ধারায় লিপিবদ্ধ হইলেও শেষ হয় না । এইজন্য ভগবান নিজ সুপ্রসিদ্ধ বিভূতিগুলির কথা বলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং অর্জুন যে স্বকীয় কল্যাণার্থ তাহা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন, অর্জুনের সে আশা এতাবৎ বিভূতি ব্যাখ্যাতেই পরিপূর্ণ হইবে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । গুড়াকেশ (হে গুড়াকেশ!) সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ (সৰ্বভূতের হৃদয়স্থিত) আত্মা (আত্মা) অহম এব (আমিই) । অহম্ [এব] (আমিই) ভূতানাং (সৰ্বভূতের) আদিঃ চ (উৎপত্তি), মধ্যম চ (স্থিতি), অন্তঃ চ (ও বিনাশ) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে গুড়াকেশ ! সৰ্বভূতের হৃদয়স্থিত আনন্দঘন চৈতন্য স্বরূপ আমি । আমিই সৰ্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-স্বরূপ ॥ ২০ ॥

শাক্তরত্নাষ্যম্ । তত্র প্রথমমেব তাবচ্ছগ্ন—অহমিতি । অহমাত্মা প্রত্যগাত্মা । গুড়াকেশ—গুড়াকা নিদ্রা । তস্যা দৈশো গুড়াকেশো জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ । ঘনকেশ ইতি বা । সৰ্ব্বেষাং ভূতানাশয়েহন্তর্হৃদিস্থিতোহহমাত্মা প্রত্যগাত্মা নিত্যং ধ্যেয়ঃ । তদশক্তেন চোত্তরেষু ভাবেষু চিন্ত্যোহহং চিন্তয়িতুং শক্যঃ । যস্মাদহমেবাদিভূতানাং কারণং । তথা মধ্যং চ স্থিতিঃ । অন্তঃ প্রলয়শ্চ । এবং চ ধ্যেয়োহহম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র প্রথমমৈশ্বর্যং রূপং কথয়তি—অহমিতি । হে গুড়াকেশ । সৰ্ব্বেষাং ভূতানাশয়েধ্বন্তঃকরণেষু সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিস্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহম্ । আদির্জন্ম । মধ্যং স্থিতিঃ । অন্তঃ সংহারঃ । সৰ্বভূতানাং জন্মাদি-
হেতুঃ চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন, তিনি গুড়াকেশ । অর্জুনকে আলস্য ও তন্দ্রাদি বিযুক্ত জানিয়া ভগবান্ এইরূপে প্রধান বিভূতি ব্যাখ্যা করিলেন যে, তিনি জীবের অন্তরাত্মা । জীব আপনাকে জানিতে পারিলেই তাঁহাকে অবগত হইতে পারে । তিনিই

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচিম'কৃতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুরূপ ; অর্থাৎ সকল কার্যেরই মূল কারণ তিনি ।
সংযতচিত্তগণ ভগবানকে অভিনা বোধে এইরূপে চিন্তা করিবেন ॥ ২০ ॥

অবয়ববোধিনী । অহম্ (আমি) আদিত্যানাং (আদিত্যগণের মধ্যে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) । জ্যোতিষাম্ (প্রকাশকগণের মধ্যে) অংশুমান্ (রশ্মিময়) রবিঃ (সূর্য) । মরুতাং (বায়ুগণের মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচি) । নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্র) অস্মি (হই) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য, প্রকাশকগণের মধ্যে আমি সূর্য, মরুদগণের মধ্যে আমি মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্রমাঃ ॥ ২১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । আদিত্যানামিতি । আদিত্যানাং দ্বাদশানাং বিষ্ণুর্নামাদিত্যোহহম্ । জ্যোতিষাং রবিঃ প্রকাশয়িতৃণামংশুমান্ রশ্মিমান্ । মরীচিনাম মরুতাং মরুদেবতাভেদানামস্মি । নক্ষত্রাণামহং শশী চন্দ্রমাঃ । ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিত্যাदिना यावदध्याय-সমাপ্তিঃ । আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্নামাদিত্যোহহম্ । জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিময়ুক্তো রবিঃ সূর্য্যোহহম্ । মরুতাং দেববিশেষাণাং মধ্যে মরীচিনামাহমস্মি । যদ্বা মরুদগণা বায়বঃ । তেষাং মধ্য ইতি । তে চ—আবহঃ প্রবহো বিবহঃ পরাবহ উদ্বহঃ সংবহঃ পরিবহ ইতি সপ্ত মরুদগণাঃ । নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোহহম্ ।

অত্র আদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাदिषু প্রায়শো নির্ধারণে ষষ্টি । কচিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেনত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্টি । তচ্চ তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ । বিষ্ণুরিত্যাদ্যবতারেষুপি প্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নিদ্বিধ্যতে । অতঃ পরং চাধ্যায়স্য স্পষ্টার্থত্বেহপি কচিৎ কিঞ্চিদ্ভাষ্যাস্যামঃ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনো । সমস্ত বস্তুর মধ্যে যেখানে প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, সেই খানেই ভগবানের বিভূতি অনুভূত হইয়া থাকে । দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে তিনি বিষ্ণু । অগ্নি আদি যত জ্যোতিহ্মান পদার্থ আছে, তন্মধ্যে প্রকাশের আধারভূমি সূর্য্যই তিনি । মরুদগণের মধ্যে মরীচিতে তাঁহারই বিভূতির প্রকাশ । অশ্বিনী আদি নক্ষত্ররাজির অধিপতি চন্দ্রমাঃ তিনি । সমস্ত পদার্থই তাঁহার বিভূতি হইলেও যাহাতে বিশেষ বিশেষ বিভূতির প্রকাশ, ভগবান তাহারই উল্লেখ করিতেছেন ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।

বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । দ্বাদশ আদিত্য—ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান, পুষা, সবিতা, ঋষ্টা, বিষ্ণু ।

মরুদগণ—আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহ, পরিবহ ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী । বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ (সামবেদ) অস্মি (আমি), দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (আমি), ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ অস্মি (মন), ভূতানাং চ (এবং ভূতগণের মধ্যে) চেতনা (চেতনা) অস্মি (আমি) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা-স্বরূপ ॥ ২২ ॥

শাক্তরত্নাবলী । বেদনামিতি । বেদানাং মধ্যে সামবেদোহস্মি । দেবানাং রুদ্রাদিত্যাদীনাং বাসব ইন্দ্রোহস্মি । ইন্দ্রিয়াণামেকাদশানাং চক্ষুরাদীনাং মনশ্চাস্মি । সংকল্পপবিকংপাশ্চকং মনশ্চাস্মি । ভূতানামস্মি চেতনা । কার্য্যকারণসংঘাতেহভিব্যক্তা বুদ্ধের্বৃতিশ্চেতনা ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বেদনামিতি । বাসব ইন্দ্রঃ । ভূতানাং চেতনা জ্ঞান-শক্তিরহমস্মি ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । স্বরনাধুরীর প্রাধান্য হেতু বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদে ভগবানের বিশেষ বিভূতির প্রকাশ । অগ্নি বায়ু আদি সমস্ত দেবতাই ভগবদ্বিভূতি হইলেও শ্রেষ্ঠত্ব হেতু ইন্দ্রই* তাঁহার বিভূতি । একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নেতৃত্ব হেতু মনেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ । আর ভৌতিক রাজ্য মধ্যে চেতনা ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না, এইজন্য চেতনাই তাঁহার বিভূতি ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী । অহং (আমি) রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (শঙ্কর হই), যক্ষরক্ষসাং চ (ও যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের), বসুনাং (বসুগণের মধ্যে)

* দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই সর্বপ্রথমে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন (কেন শ্রুতি—৪৪), এবং ইন্দ্র যে দেবরাজ ইহা সর্ববিদিত ।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

পাবকঃ (অগ্নি) অস্মি (আমি), শিখরিণাং চ (ও পর্বতগণের মধ্যে) [আমি] মেরুঃ (সুমেরু) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু ॥ ২৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ । রুদ্রাণামিতি । রুদ্রাণামেকাদশানাং শঙ্করশ্চাস্মি । বিত্বেশঃ কুবেরো যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রক্ষসাং চ । বসুনাগষ্টানাং পাবকশ্চাস্ম্যাগ্নিঃ । মেরুঃ শিখরিণাং শিখরবতামহম্ ॥ ২৩ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রুদ্রাণামিতি । রক্ষসামপি ক্রুরস্বাদিসাম্যাদ্ যক্ষৈঃ সঠৈকীকৃত্য নির্দেশঃ । তেবাং মধ্যে বিত্বেশঃ কুবেরোহস্মি । পাবকোহগ্নিঃ । শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছিতানাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর নিজ ভক্তগণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন, এই জন্য শঙ্কর তাঁহার বিভূতি । যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে কুবেরই সম্পূর্ণ ধনের অধিকারী এই জন্য কুবের তাঁহার বিভূতি । অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব হেতু অগ্নিই তাঁহার বিভূতি । পর্বতসমূহের মধ্যে স্বর্ণরত্নাদির প্রধান আকরভূমি বলিয়া সুমেরুই তাঁহার বিভূতি ॥ ২৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । একাদশ রুদ্র—অজ, একপাদ, অহিব্রু, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর ।

অষ্টবসু—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভব ॥ ২৩ ॥

অমর্যবোধিনী । পার্থ (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) পুরোধসাং (পুরোহিতগণের) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং (বৃহস্পতি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও), অহং (আমি) সেনানীনাং (সেনাপতিগণের) মধ্যে স্কন্দঃ (কান্তিকৈয়), সরসাং চ (জলাশয়সমূহের মধ্যে) সাগরঃ (সাগর) অস্মি (হই) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ! পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়া আমাকে জানিও । সেনাপতিগণের মধ্যে স্কন্দ আমি, এবং জলাশয়-সমূহের মধ্যে সাগর আমি ॥ ২৪ ॥

শাকরভাষ্যম্ । পুরোধসামিতি । পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং প্রধানং মাং বিদ্ধি জানীহি হে পার্থ বৃহস্পতিং । স হীক্সসোতি মুখ্যঃ স্যাং পুরোধসাম্ । সেনানীনাং

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামাস্ম্যাকমক্ষরম্ ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

সেনাপতীনামহং স্কন্দো দেবসেনাপতিঃ । সরসাং—যানি দেবখাতানি সরাংসি তেষাং
সরসাং সাগরোহস্মি ভবামি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । পুরোধসামিতি । পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতস্বানুখ্যং
বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি । সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোহহমস্মি ।
সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোহস্মি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । রাজাদিগের মধ্যে ত্রিলোকপতি দেবরাজ শ্রেষ্ঠ । বৃহস্পতি
তাঁহার পুরোহিত বলিয়া রাজপুরোহিতগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ । পৌরোহিত্যে বৃহস্পতির
শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত বৃহস্পতি তাঁহার বিভূতি । সমস্ত সেনানায়কগণের মধ্যে দেবসেনাধিনায়ক
কান্তিকেয়ের ন্যায় অব্যর্থ বীর্যবান্ সেনাপতি আর কেহ করেন নাই, এই জন্য তাঁহাতে
ভগবানের বিভূতির প্রকাশ । অগাধত্ব ও বিশালত্ব হেতু সাগরই জলাশয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
এই জন্য সাগর তাঁহার বিভূতি ॥ ২৪ ॥

অম্বয়বোধিনী । অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিদিগের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু) [এবং]
গিরাম্ (বাক্যসমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (একাক্ষর—প্রণব) অস্মি (হই), [আমি] যজ্ঞানাং
(যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ (জপরূপ যজ্ঞ) [এবং] স্থাবরাণাং (স্থাবরগণের মধ্যে)
হিমালয়ঃ (হিমালয়) অস্মি (হই) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু ; আমি শব্দসমূহের মধ্যে
একাক্ষর—ওঁকার ; আমি সকল যজ্ঞের মধ্য জপরূপ যজ্ঞ, এবং আমি
স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ । মহর্ষীগামিতি । মহর্ষীণাং ভৃগুরহং । গিরাং বাচাং পদলক্ষণা-
নামেকমক্ষরমোকারোহস্মি । যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি । স্থাবরাণাং স্থিতিযতাং হিমালয়ঃ
॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । মহর্ষীগামিতি । গিরাং বাচাং পদাঙ্কিকানাং মধ্যে একমক্ষর-
মোকারাধ্যং পদমস্মি । যজ্ঞানাং শ্রীতস্মার্ত্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোহহম্ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ঋষিদিগের মধ্যে ভৃগু অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন; তাঁহার পদচিহ্ন
বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে লক্ষিত হয় । এই জন্য ভৃগুতে তাঁহার বিভূতির প্রকাশ । অর্থবাচক যত পদ—
শব্দ—বাক্য উচ্চারিত হয়, তন্মধ্যে বৃদ্ধবাচক একাক্ষর স্বরূপ ওঁকারই ভগবানের বিভূতি ।
অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম আদি যত প্রকার যজ্ঞ কথিত আছে, তন্মধ্যে সকল যজ্ঞেই প্রায় হিংসারূপ
দোষ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু ভগবানের নামজপরূপ মহাযজ্ঞে সে দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না । এই জন্য

অশ্বখঃ সৰ্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ ।

গন্ধৰ্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

জপেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। জগতে যত প্রকার অচল পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে হিমালয় বহুরত্নের আকরস্থান, পতিতপাবনী গঙ্গার প্রবাহস্থান এবং ভগবদ্ব্যনন্তিমিতেন্দ্র ঋষি যোগী ও ভক্তগণের আবাসস্থান বলিয়া, উহা ভগবানের বিভূতি রূপে পরিগণিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। মন্ত্রজপ করিতে করিতে মানসিক বিক্ষেপ নিবৃত্ত হয়, এবং ভগবান্নাম-স্মরণ দ্বারা মন বিষয়-চিন্তায় নিরস্ত ও প্রবিত্ত ভাবে পূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যহ দীর্ঘকাল ভগবানের নাম-জপ করিতে পারিলে সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে চিত্ত নিরুদ্ধ ও ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইবেই হইবে। এই জন্য সকল সাধনমার্গেই জপের মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। অধিকারভেদে বাহ্যজপ অপেক্ষা আন্তরজপে অধিক ফল লাভ হয় ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। [আমি] সৰ্ববৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষসকলের মধ্যে) অশ্বখঃ (অশ্বখবৃক্ষ) ; দেবর্ষীণাং চ (ও দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ (নারদ ঋষি) ; গন্ধৰ্ব্বাণাং (গন্ধৰ্ব্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথনামক গন্ধৰ্ব্ব) ; সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিল মুনি) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বখ, আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, আমি গন্ধৰ্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, এবং আমি সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি ॥ ২৬ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্। অশ্বখ ইতি। অশ্বখঃ সৰ্ববৃক্ষাণাং। দেবর্ষীণাং চ নারদঃ। দেবা এবা সন্ত ঋষিভ্যং প্রাপ্তাঃ—মন্ত্রদর্শিত্বং—দেবর্ষয়ঃ। তেযাং নারদোহস্মি। গন্ধৰ্ব্বাণাং চিত্ররথো নাম গন্ধৰ্ব্বোহস্মি। সিদ্ধানাং জন্মনৈব ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অশ্বখ ইতি। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনে ঋষিভ্যং প্রাপ্তান্তেষাং মধ্যে নারদোহস্মি। সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি ॥ ২৬ ॥

গীতাত্মসন্দীপনী। বনস্পতিবর্গের মধ্যে নানা সদৃশ্যের বিদ্যমানতা প্রযুক্ত অশ্বখ বৃক্ষই ভগবানের বিশেষ বিভূতি। ভক্তি ও জ্ঞানলাভে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তির জন্য দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদই তাঁহার বিভূতি-স্বরূপ। ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের আতিশয় প্রযুক্ত কপিল মুনির শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় সিদ্ধগণের মধ্যে তিনি ভগবদ্বিভূতি ॥ ২৬ ॥

উচৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অম্বয়বোধিনী । অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) মাম্ (আমাকে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতমগ্নন কালে উদ্ভূত) উচৈঃশ্রবসং (উচৈঃশ্রবাঃ) বিদ্ধি (জানিও) ; গজেন্দ্রাণাম্ (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) [জানিও] ; নরাণাং চ (ও মনুষ্যগণের মধ্যে) নরাধিপং (রাজা) [বলিয়া জানিও] ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমাকে অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমগ্ননকালে উদ্ভূত উচৈঃশ্রবাঃ নামক অশ্ব, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া জানিও ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । উচৈঃশ্রবসমিতি । উচৈঃশ্রবসমস্থানাম্ । উচৈঃশ্রবা নামাশ্ব-রাজঃ । তং মাং বিদ্ধি জানীহি । অমৃতোদ্ভবমৃতনিমিত্তমথনোদ্ভবম্ । ঐরাবতমিরাবত্যা অপত্যং । গজেন্দ্রাণাং হস্তীশ্বরাণাং । তং মাং বিদ্ধি—ইত্যানুবর্ততে । নরাণাং মনুষ্যাণাং চ নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি জানীহি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । উচৈঃশ্রবসমিতি । অমৃতার্থঃ ক্ষীরোদমথন উদ্ভূতমুচৈঃ-শ্রবসং নামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি । অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেহপি স ধ্যতে । নরাধিপং রাজানং মাং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । সর্ববিধ সুলক্ষণ ও পরম শোভাজন্য অশ্বগণের মধ্যে উচৈঃ-শ্রবাতে তাঁহার বিভূতির প্রকাশ । দিব্যতেজ ও দেবরাজের বাহন হওয়ায় হস্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বহেতু ঐরাবতই তাঁহার বিভূতি । মনুষ্যগণকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার একমাত্র নেতা ও শাসনকর্তা বলিয়া রাজাই মানবগণের মধ্যে তাঁহার বিশেষ বিভূতি ॥ ২৭ ॥

অম্বয়বোধিনী । আয়ুধানাম্ (অম্রসমূহের মধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (বজ্র), ধেনুনাং (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ অস্মি (আমি কামধেনু), প্রজনঃ (পুত্রোৎপাদন-হেতুক) কন্দর্পঃ (কাম) অস্মি (আমি) সর্পাণাং চ (ও সর্পগণের মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি (আমি বাসুকি) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি আয়ুধসমূহের মধ্যে বজ্র, আমি ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, আমি [কামনা সমূহের মধ্যে] পুত্রোৎপাদনার্থ কাম, এবং আমি সর্পগণের মধ্যে বাসুকি ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।

পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহ ॥ ২৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । আয়ুধানামিতি । আয়ুধানামহং বজ্রং দধীচ্যাস্তিসম্ভবং । ধেনুনাং দোক্খীণামস্মি কামধুগ্ধশিষ্ঠস্য সৰ্ব্বকামানাং দোক্খী । সামান্যা বা কামধুক্ । প্রজনঃ প্রজনয়িতাহস্মি কন্দৰ্পঃ কামঃ । সর্পাণাং সর্পভেদানামস্মি বাস্ককিঃ সর্পরাজঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । আয়ুধানামিতি । আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রমস্মি । কার্মান্ দোক্খীতি কামধুক্ । প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দৰ্পঃ কামোহস্মি । ন কেবলং সংভোগমাত্র-প্রধানঃ কামো মদ্বিত্তিঃ । অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ । সর্পাণাং সবিষাণাং রাজা বাস্ককিরস্মি ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বজ্র দধীচি মুনির তপস্তুজোযুক্ত অস্তিজাত বলিয়া অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্রই ভগবানের বিভূতি । যখন যাহা প্রার্থনা করা যায়, কামধেনু তখন তাহাই দান করিতে পারেন বলিয়া তাহাই ভগবানের বিভূতি । মৈথুনাভিলাষে যত প্রকার কাম চেষ্টা আছে, তন্মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য কন্দৰ্পবৃত্তিই তাঁহার বিভূতি । “প্রজনশ্চ” পদের চকার দ্বারা পুত্রকামনা ব্যতীত বৃথা মৈথুনের নিষেধ সূচনা করিয়াছেন । সর্পগণের মধ্যে বাস্ককি সর্পের রাজা বলিয়া তাঁহাতেই ভগবানের বিভূতি লক্ষিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

অম্বয়বোধিনী । নাগানাম্ (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ অস্মি (আমি অনন্ত) যাদসাং চ (ও জলচরগণের মধ্যে) অহং (আমি) বরুণঃ (বরুণ), পিতৃণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) অর্য্যমা (অর্য্যমা), সংযমতাং চ (ও নিয়মকারিগণের মধ্যে) অহং (আমি) যমঃ (যম) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, আমি জলচরগণের মধ্যে বরুণ, আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, আমি নিয়মকারিগণের মধ্যে যম ॥ ২৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অনন্ত ইতি । অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং—নাগবিশেষাণাং নাগরাজঃ । বরুণো যাদসামহম্—আবেদবতানাং রাজাহম্ । পিতৃণামর্য্যমা নাম পিতৃরাজশ্চাস্মি । যমঃ যমঃ সংযমতাং সংযমনং কুর্ব্বতামহম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অনন্ত ইতি । নাগানাং নিব্বিষাণাং রাজানন্তঃ শেষেহাস্মি । যাদসাং জলচরাণাং রাজা বরুণোহস্মি । পিতৃণাং রাজার্য্যমাস্মি । সংযমতাং নিয়মনং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোহস্মি ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বিষধর সর্পজাতি হইতে বিষহীন নাগজাতি ভিন্ন । শেষ বা অনন্ত নামক নাগরাজই ভগবানের বিভূতি । জলচরগণের অধিনায়ক বলিয়া বরুণই ভগবানের বিভূতি । পিতৃগণের মধ্যে আধিপত্য প্রযুক্ত অর্য্যমাই তাঁহার বিভূতি ; এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ-দুঃখরূপ ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে অনুগ্রহ ও নিগ্রহরূপ সংযমকারী যত সমর্থ পুরুষ আছেন, তত্তাবতের মধ্যে In the Kanpur Collection, Haridwar

প্রহ্লাদশাস্ত্রি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।

মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোহং বৈনতেযশ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভূতামহম্ ।

ঝষাণাং মকরশাস্ত্রি শ্রোতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১ ॥

সন্দীপনী-পরিণিষ্ট । পিতৃগণ—অগ্নিঋত, সৌম্য, হবিষ্মান, উন্নপ, সুকালী, বহিষৎ ও আজ্যপ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । অহং (আমি) দৈত্যানাং (দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি (প্রহ্লাদ) ; কলয়তাং চ (ও সংখ্যাগণনাকারিগণের মধ্যে) কালঃ (কাল) ; মৃগাণাং চ (এবং চতুষ্পদদিগের মধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) ; পক্ষিণাং চ (এবং পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেযঃ (গরুড়) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, আমি সংখ্যাগণনাকারীদিগের মধ্যে কাল, আমি চতুষ্পদদিগের মধ্যে সিংহ, এবং আমি বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড় ॥ ৩০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । প্রহ্লাদ ইতি । প্রহ্লাদো নাম চাস্মি দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং । কালঃ কলয়তাং কলনং গণনং কুর্বতামহম্ । মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রঃ সিংহো ব্যাঘ্রো বাহম্ । বৈনতেযশ্চ গরুড়ান্ বিনতাসুতঃ পক্ষিণাং পতত্রিণাম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রহ্লাদ ইতি । কলয়তাং বশীকুর্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোহমস্মি, মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ । পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতয়ো গরুড়োহস্মি ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দৈত্যগণের মধ্যে সাস্বিক স্বভাব ও ভক্তিতাবের জন্য প্রহ্লাদেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ । ষটনাসমূহের সংখ্যাকারিগণের মধ্যে অখণ্ড দণ্ডায়মান (চিরদিন) বিদ্যমান) বলিয়া কালই তাঁহার প্রধান বিভূতি । মৃগাদি পশুবর্গের মধ্যে বল, বিক্রম ও গাভ্রীযু জন্য সিংহেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ । এবং আকাশগামিপক্ষিগণের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলে যাতায়াতের সামর্থ্য আছে বলিয়া গরুড়ই তাঁহার বিভূতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী । অহং (আমি) পবতাং (বেগগামিগণের মধ্যে) পবনঃ (পবন) ; শস্ত্রভূতাং (শস্ত্রধারিগণের মধ্যে) রামঃ (রাম) ; ঝষাণাং (মৎস্যগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি (আমি মকর) ; শ্রোতসাং চ (এবং নদীসমূহের মধ্যে) জাহুবী অস্মি (আমি গঙ্গা) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি বেগগামীদিগের মধ্যে বায়ু, আমি শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম, আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং আমি নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঃ চৈবাহমজ্জুন ।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । পবন ইতি । পবনো বায়ুঃ পবতাং পাবয়িতৃণামস্মি । রামঃ শত্রুভৃতামহং । শত্রুপাণং ধারয়িতৃণাং দাশরথী রামোহহং । ঝাষাণাং মৎস্যাদীনাং মকরো নাম জাতিবিশেষোহহং । শ্রোতসাং শ্রাবস্তী নামস্মি জাহ্নবী গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । পবন ইতি । পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি । শত্রুভৃতং বীরপাণং রামো দাশরথিঃ । যদ্বা রামঃ পরশুরামঃ । ঝাষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরো নাম মৎস্যজাতিবিশেষোহহং । শ্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অতিবেগে ভ্রমণকারী পদার্থপুঞ্জের মধ্যে বিশালত্ব ও বেগাতিশয্য প্রযুক্ত বাতই (বায়ুই) তাঁহার বিভূতি । যুদ্ধকুশল শত্রুধারিগণের মধ্যে রক্ষঃ কুলনিধনকারী দশরথকুমার শ্রেষ্ঠবীর শ্রীরামচন্দ্রেই তাঁহার বিশেষ বিভূতির প্রকাশ । অত্যন্ত তেজস্বিতা এবং গঙ্গাদেবীর বাহনত্ব প্রযুক্ত মৎস্যগণের মধ্যে মকরেই ভগবদ্বিভূতি । বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা ও সর্বপাতকসংহন্ত্রী বলিয়া নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গাতেই ভগবানের বিশেষ বিভূতি ব্যাখ্যাত হইল ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী । অজ্জুন (হে অজ্জুন!) সর্গাণাম্ (সৃষ্টপদার্থসমূহের মধ্যে) আদিঃ (উৎপত্তি), অন্তঃ চ (ও বিনাশ), মধ্যং চ (ও মধ্য) অহম্ এবং (আমিই) ; বিদ্যানাং (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (অধ্যাত্মবিদ্যা ; প্রবদতাম্ (বাদিগণের মধ্যে) অহং (আমি) বাদঃ (বাদনামক তর্ক) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ । সৃষ্ট পদার্থ সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আমি ; বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, এবং বিবদমান তার্কিক পুরুষগণের কথাসমূহের মধ্যে আমি বাদ ॥ ৩২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সর্গাণামিতি । সর্গাণাং সৃষ্টীনাмаদিরন্তশ্চ মধ্যঃ চৈবাহম্ । উৎপত্তিস্থিতিলয়া অহমজ্জুন । ভূতানাং জীবাধিষ্ঠিতানামেবাদিরন্তশ্চ তাদ্যুক্তমুপক্রমে । ইহ তু সর্বসৈব সর্গমাত্রস্যেতি বিশেষঃ । অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং—মোক্ষার্থত্বাৎ—প্রধানমস্মি । বাদোহর্থনির্ণয়হেতুত্বাৎ প্রবদতাং প্রধানম্ । অতঃ সোহহমস্মি । প্রবক্তৃ-দ্বাৰেণ বদনভেদানামেব বাদজলপবিতণ্ডানামিহ গ্রহণং প্রবদতামিতি ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সর্গাণামিতি । সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়ঃ । তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম্ । অহমাদিশ্চ মধ্যং চেত্যত্র সৃষ্টাদিকর্তৃত্বং পারমেশ্বর্যমুক্তম্ । অত্র তুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়া দ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ । অধ্যাত্মবিদ্যাভিবিদ্যা । প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো বাদজলপবিতণ্ডাখ্যাস্তিশ্রুঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ । তাসাং মধ্যে বাদোহহম্ । যত্র দ্বাত্যামপি প্রমাণতত্ত্বকতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষশ্চ চ্ছলজাতিনিগ্রহ-

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

স্থানৈর্দৃশ্যতে স জল্পেপা নাম । যত্র স্বৈকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়ত্যান্তঃ ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং
দুষয়তি—ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি—সা বিতণ্ডা নাম কথা । তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষ-
মাণয়োর্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে । বাদস্ত বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্যায়োরন্যায়োর্বা-
তস্বনিক্রপণফলঃ । অতোহসৌ শ্রেষ্ঠস্থানদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ যে চেতন পদার্থসমূহের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় স্বরূপ তাহা
পূর্বে কথিত হইয়াছে । এই শ্লোকে অচেতন পদার্থসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় আদিও
তাহার বিভূতিরূপে কথিত হইল । অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা জীবের বুদ্ধিবুদ্ধির উদয় হয়,
তজ্জন্য উহাও ভগবানের বিভূতি । তাকিকগণ যে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডাময় কথা
কহিয়া থাকেন, তন্মধ্যে প্রাধান্যহেতু বাদই ভগবানের বিভূতি । গুরু-শিষ্যের মধ্যে
অথবা সজ্জনগণের মধ্যে সত্যতত্ত্ব নিক্রপণার্থ যে প্রশ্নোত্তর হইয়া থাকে, তাহারই নাম
বাদ । পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া যে সকল তর্ক-বিতর্ক হয়, তাহার নাম জল্প ও
বিতণ্ডা ॥ ৩২ ॥

অবয়বোধিনী । অক্ষরাণাম্ (অক্ষরসমূহের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (আমি অকার),
সামাসিকস্য চ (ও সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্বসমাস), অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ কালঃ
(অক্ষয় কালস্বরূপ), অহং (আমি) বিশ্বতোমুখঃ (সর্বতোমুখ) ধাতা (কর্মফলবিধাতা ঈশ্বর)
॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার, আমি সমাসসমূহের
মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস, আমিই অক্ষয় প্রবাহরূপ কাল, এবং আমি কর্মের
ফলদাতৃগণের মধ্যে অন্তর্য়ামী ঈশ্বর ॥ ৩৩ ॥

শাস্ত্ররত্নাশ্রয় । অক্ষরাণামিতি । অক্ষরাণাং বর্ণানামকারো বর্ণোহস্মি । দ্বন্দ্বঃ
সমাসোহস্মি সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য । কিঞ্চ—অহমেবাক্ষয়োহক্ষীণঃ কালঃ প্রসিদ্ধঃ
ক্ষণাদ্যাধঃ । অথবা পরমেশ্বরঃ কালস্যাপি কালোহস্মি । ধাতাহং কর্মফলস্য বিধাতা
সর্বজগতঃ । বিশ্বতোমুখঃ সর্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রাধরশ্বামিকৃতটীকা । অক্ষরাণামিতি । অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যেহকারোহস্মি ।
তস্য সর্বব্যাঞ্জায়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ । তথা চ শ্রুতিঃ—অকারো বৈ সর্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোহস্তিভিব্যজ্য-
মানা বহ্বী নানারূপা ভবতীতি । সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ—রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসঃ
—অস্মি । উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ । অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোহহমেব । কালঃ কলয়তামহ-
মিত্যত্রায়ুর্গণনাস্বকঃ সংবৎসরশতাভ্যায়ঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ । স চ তস্মিন্ভাষুধি ক্ষীণে সতি

মৃত্যুঃ সৰ্ব্বহরশ্চাহমুত্ত্ববশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীৰ্ত্তিঃ শ্রীৰ্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতিৰ্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

ক্ষীয়তে । অত্র তু প্রবাহান্নকোহক্ষয়ঃ কাল উচ্যত ইতি বিশেষঃ । কৰ্ম্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্রুতোমুখো ধাতা । সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । অকার সকল বর্ণের প্রথম, এই জন্য উহা ভগবানের বিভূতি । হ্রস্ব সমাসে যে সকল পদ গৃহীত হয়, তাহাদের প্রত্যেক পদেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া, উহা ভগবানের বিভূতি । বহুব্রীহি আদি সমাসে যেমন একটা পদেরই মুখ্যার্থ থাকে, হ্রস্বসমাসে সেরূপ পক্ষপাত দৃষ্ট হয় না । কাল সকল ঘটনারই সাক্ষিস্বরূপ ; এই জন্য উহা ভগবানের বিভূতি । দেবাদির উদ্দেশে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহারা ফলদান করেন সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় চতুর্বর্গ ফলদানে কাহারও সামর্থ্য নাই, এই জন্য ঈশ্বর তাঁহার বিভূতি ॥ ৩৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । অহং (আমি) [সংহর্তৃগণের মধ্যে] সৰ্ব্বহরঃ (সৰ্ব্বহর) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ; ভবিষ্যতাম্ চ (ও ভাবিকল্যাণসমূহের বা প্রাণিগণের মধ্যে) উত্ত্ববঃ (অভ্যুদয়) ; নারীণাং (নারীগণের মধ্যে) কীৰ্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ (কীৰ্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—এই সপ্ত দেবতারূপ স্ত্রী আমার বিভূতি) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি সংহর্তৃগণের মধ্যে মৃত্যু । আমি ভবিষ্যৎ কল্যাণসমূহের মধ্যে উৎকর্ষরূপ উত্ত্বব ; এবং আমি নারীগণের মধ্যে কীৰ্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা । ধর্ম্মের এই সপ্ত পত্নী ॥ ৩৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । মৃত্যুরিতি—মৃত্যুদ্বিবিধঃ । ধনাদিহরঃ প্রাণহরশ্চ । তত্র যঃ প্রাণহরঃ সৰ্ব্বহরঃ স উচ্যতে । সোহহমিত্যর্থঃ । অথবা পর ঈশ্বরঃ প্রলয়ে সৰ্ব্বহরণাং সৰ্ব্বহরঃ । সোহহম্ । উত্ত্বব উৎকর্ষোহভ্যুদয়ঃ । তৎপ্রাপ্তিহেতুশ্চাহম্ । কেমাং ? ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানামুৎকর্ষপ্রাপ্তিযোগ্যানামিত্যর্থঃ । কীৰ্ত্তি শ্রীৰ্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতিৰ্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমেত্যেতা উত্তমাঃ স্ত্রীণামহমস্মি । যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি লোকঃ কৃতার্থ-মাত্মনং মন্যতে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । মৃত্যুরিতি । সংহারকাণাং মধ্যে সৰ্ব্বহরো মৃত্যুরহম্ । ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুত্ত্ববোহভ্যুদয়োহহম্ । নারীণাং মধ্যে কীৰ্ত্তাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োহহম্ । যাসামাভাসমাত্রযোগেণ প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তি তাঃ কীৰ্ত্তাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মন্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । জীবমাত্রেরই উপর মৃত্যুর আধিপত্য আছে বলিয়া উহা ভগবানের বিভূতি । ঐশ্বর্য্যের উৎকর্ষরূপ উত্ত্ববই পরম কল্যাণস্বরূপ, এই জন্য উহা ভগবদ্বিভূতি । ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিসমূহের দ্বারা জীবের মুক্তিমার্গে গতি হয়, এই জন্য উহাও ভগবদ্বিভূতি । যাহার দ্বারা

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহ্ৰমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

চতুর্দিকে যশঃ ব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম কীৰ্ত্তি । ধর্ম ও কামের নাম শ্রী ; উজ্জ্বল শোভা বা কান্তির নামও শ্রী । সর্বার্থপ্রকাশিনী সংস্কৃতবাণীর নাম বাক্ । যে শক্তির দ্বারা পূর্বভাষ্য বিষয় মনে পুনরভ্যুদিত হয়, তাহার নাম স্মৃতি । বহু গ্রন্থার্থ ধারণ করিবার শক্তির নাম মেধা । বহু পীড়াদি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও শরীরে [ইন্দ্রিয়রূপ সংঘাতের] স্থিরতা রক্ষা করিবার শক্তির নাম ধৃতি ; অথবা প্রবর্তিত বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার শক্তির নাম ধৃতি । হর্ষ বিষাদে অক্ষুণ্ণচিত্ততার নাম ক্রমা ॥ ৩৪ ॥

অম্বয়বোধিনী । তথা (সেইরূপ) অহং (আমি) সাম্নাং (সামসমূহের মধ্যে) বৃহৎসাম (বৃহৎসাম) ; ছন্দঃসাম (ছন্দঃসমূহের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী) ; মাসানাম্ (মাস সমূহের মধ্যে) অহং (আমি) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহারণ) ; ঋতুনাং (ঋতুসমূহের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত ঋতু) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি গীতিবিশেষরূপ সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, আমি ছন্দঃসমূহের মধ্যে গায়ত্রী, আমি মাসসমূহের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহারণ) এবং আমি ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু ॥ ৩৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ । বৃহৎসামেতি । বৃহৎসাম মোক্ষপ্রতিপাদকসামবেদবিশেষস্তথা সাম্নাং ৫ প্রধানমস্মি । গায়ত্রী ছন্দঃসামহম্ । গায়ত্র্যাদিছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং গায়ত্র্যহ-মিত্যর্থঃ । মাসানাং মার্গশীর্ষোহ্ৰম্ ঋতুনাং কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বৃহৎসামেতি । “স্বামিভ্রো হবামহে” (ক) ইত্যস্যামৃচি গায়মানং বৃহৎসাম । তেন চৈত্ৰঃ সর্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রেষ্ঠত্বম্ । ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোহ্ৰম্ । দ্বিজস্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ । কুসুমা-করো বসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ যে ভগবানের বিভূতি ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । এক্ষণে ঐ সামের মধ্যে যেখানে ইন্দ্রের স্তুতিরূপ গীতি আছে, সেই বৃহৎসাম [মোক্ষ প্রতিপাদক বলিয়া] ভগবানের বিশেষ বিভূতি । ছন্দোগণের মধ্যে গায়ত্রীর দ্বিজস্বসম্পাদকতা শক্তি থাকায় উহা ভগবানের বিভূতি । মার্গশীর্ষে উত্তাপের অল্পতা [ও বসন্তকরা শস্যপূর্ণা] হয় বলিয়া উহাও ভগবানের বিভূতি । বসন্ত ঋতুতে বন ও উপবন নানা পুষ্পগন্ধে আমোদিত হয় বলিয়া, এবং সুস্নিগ্ধ সমীরণে রোগিগণ আরোগ্য লাভ করে বলিয়া, বসন্তে ভগবদ্বিভূতির প্রকাশ ॥ ৩৫ ॥

দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্বিজস্বিনামহম্ ।

জয়োহস্মি ব্যবসাযোহস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । ছলয়তাং (প্রবঞ্চকগণের) দ্যুতং অস্মি (আমি দ্যুতক্রীড়ারূপ ছল); অহং (আমি) তেজস্বিনাম্ (তেজস্বী পুরুষগণের) তেজঃ (তেজঃ); [জেতৃগণের] জয়ঃ অস্মি (আমি জয়); [উদ্যোগিগণের] ব্যবসায়ঃ অস্মি (আমি অধ্যবসায়); অহং (আমি) সত্ত্ববতাং (সাত্বিকগণের) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি প্রবঞ্চকগণের দ্যুতরূপ ছল, আমি তেজস্বী পুরুষদিগের তেজঃ, আমিই বিজয়ী পুরুষদিগের জয়, আমি ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়, এবং আমি সত্ত্বগুণযুক্ত-পুরুষদিগের সত্ত্বগুণ ॥ ৩৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । দ্যুতমিতি । দ্যুতমক্ষদেবনাদিলক্ষণং ছলয়তাং ছলয়া কৰ্ত্তৃণামস্মি । তেজোহহং তেজস্বিনাং । জয়োহস্মি জেতৃণাম্ । ব্যবসাযোহস্মি ব্যবসায়িনাম্ । সত্ত্বং সত্ত্ববতাং সাত্বিকানামহম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । দ্যুতমিতি । ছলয়তামন্যোহন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যুতমস্মি । তেজস্বিনাং প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোহস্মি । জেতৃণাং জয়োহস্মি । ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোহস্মি । সত্ত্ববতাং সাত্বিকানাং সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । যে যে উপায়ের দ্বারা পরকে প্রবঞ্চনা করা যায়, দ্যুতক্রীড়া তন্মধ্যে প্রধান; এইজন্য উহা ভগবদ্বিভূতি । তেজস্বিগণের প্রভাবে অপর লোকসকল আক্ৰান্তবহু থাকে, এইজন্য সেই প্রভাবও ভগবানের বিভূতি । বিজয়ী পুরুষগণ অন্যকে পরাভব করিয়া নিজ জয় জন্য পরমোন্নাসযুক্ত হন; এই জন্য জয়ও ভগবানের বিভূতি । সদুপায়ের দ্বারা উদ্যোগিগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করেন, নির্দোষতাপ্রযুক্ত ঐ ব্যবসায়ও ভগবদ্বিভূতি । সাত্বিক পুরুষগণের যে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ সত্ত্বগুণের কার্য্য তাহাও ভগবানের বিশেষ বিভূতি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । অহং (আমি) বৃক্ষীনাং (যাদবগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ (বাসুদেব); পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন); মুনীনাং (মুনিগণের মধ্যে) ব্যাসঃ (বেদব্যাস); কবীনাম্ অপি (কবিগণের মধ্যেও) উশনা কবিঃ (কবি শুক্র) অস্মি (হই) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি যাদবগণের মধ্যে বাসুদেব, আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং আমি কবিগণের মধ্যে শুক্র ॥ ৩৭ ॥

দাঙা দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।

মোনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । বৃক্ষীণামিতি । বৃক্ষীনাং যাদবানাং বাস্তুদেবোহস্মি—
অয়মেবাহং ত্বংসখঃ । পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ—ত্বমেব । মুনীনাং মননশীলানাং সর্বপদার্থ-
জ্ঞানামপ্যহং ব্যাসঃ । কবীনাং ক্রান্তদর্শিনামুশনা কবিরস্মি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বৃক্ষীণামিতি । বাস্তুদেবো যোহহং স্বামুপদিশামি ধনঞ্জয়-
ত্বমেব মদ্বিতুতিঃ । মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোহস্মি । কবীনাং ক্রান্তদর্শিনা-
মুশনা নাম কবিঃ গুহ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদুকুলে কৃষ্ণরূপ দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূভারহরণ ও বৃক্ষবিদ্যা-
প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণমূর্তি তাঁহার বিভূতি । ভগবানের সহিত সখ্যপ্রযুক্ত পাণ্ডবগণের
মধ্যে অর্জুন তাঁহার বিভূতি । মননশীল মুনিগণের মধ্যে বেদপ্রচারের প্রযত্ন জন্য
বেদব্যাস বেদব্রজা ভগবানের বিশেষ বিভূতি । শাস্ত্রের সুক্লান্ত্য বুঝিবার সামর্থ্য জন্য গুহ্য
নামক কবিতে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ ॥ ৩৭ ॥

অম্বয়বোধিনী । দময়তাং (দমনকারিগণের) দণ্ডঃ (দণ্ড) অস্মি (আমি) ;
জিগীষতাং (জয়েচ্ছগণের) নীতিঃ (নীতি) অস্মি (আমি) ; গুহ্যানাং (গোপ্য-বিষয়-
সমূহের মধ্যে) মোনম্ এব (মোনই) অস্মি (আমি) ; অহং (আমি) জ্ঞানবতাং চ (ও
জ্ঞানিগণের) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি দমনকারিগণের দণ্ডস্বরূপ, আমি জিগীষুগণের
ন্যায়রূপ নীতি, আমি গুহ্যার্থ বিষয়ে মোন, এবং আমি জ্ঞানিগণের
জ্ঞানস্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । দণ্ড ইতি । দণ্ডো দময়তাং দময়িতৃণামস্মি—অদান্তানাং
দমনকারণম্ । নীতিরস্মি জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাম্ । মোনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং
গোপ্যানাম্ । জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । দণ্ড ইতি । দময়তাং দমনকর্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোহস্মি ।
যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মদ্বিতুতিঃ । জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যু-
পায়রূপা নীতিরস্মি । গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মোনবচনমহমস্মি । ন হি তুষ্ণীং
স্থিতস্যাপিপ্রায়ে জায়তে । জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানীনাং যজ্ঞজ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কুপথগামিগণকে সুপথে আনিবার জন্য শিক্ষক বা রাজা প্রভৃতি
যে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, সেই দণ্ড ভগবানের বিভূতি । অন্যায় উপায়ে অনেকে অন্যকে
পরাজিত করিয়া থাকে তাহা নিন্দিত ; এই জন্য যে ন্যায়রূপ নীতি দ্বারা অন্যকে পরাজিত করা

যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।

ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।

এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতৈর্বিস্তারো ময়া ॥ ৪০ ॥

যায়, সেই নীতিই ভগবানের বিভূতি। গোপনীয় বিষয় প্রকাশিত হইলে পাছে নিজের বা অপরের হানি হয়, এই জন্য লোকে যে মোনাবলম্বন করে, সে মোনও ভগবদ্বিভূতি। সন্ন্যাসের সহিত শ্রবণ মনন পূর্বক আব্রহ্মনিদিধ্যাসনই প্রকৃত মোনাবলম্বন। জ্ঞানীর আব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সংসারপাশ বিমোচন হয়, এই জন্য জ্ঞান ভগবানের সাক্ষাৎ বিভূতি ॥ ৩৮ ॥

অম্বয়বোধিনী। অর্জুন (হে অর্জুন!) যৎ চ (এবং যাহা) সৰ্বভূতানাং (ভূত-সমূহের) বীজং (মূলকারণ) তৎ অপি (তাহাও) অহম্ (আমি)। ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) যৎ স্যাৎ (যাহা হইতে পারে) তৎ (সেই) চরাচরং ভূতং (স্থাবর জঙ্গম বস্তু) ন অস্তি (নাই) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভূতসমূহের মূলকারণ চৈতন্যরূপ আমি। আমা ব্যতীত চরাচরে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এরূপ বস্তুই নাই ॥ ৩৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। যচ্চাপীতি। যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং। তদহমর্জুন। প্রকরণোপসংহারার্থং বিভূতিসংক্ষেপমাহ—ন তদস্তি ভূতং চরাচরং চরমচরং বা। ময়া বিনা যৎ স্যান্ভবেৎ। ময়াপ্রবিষ্টং পরিত্যক্তং নিরাশ্রকং শূন্যং হি তৎ স্যাৎ। অতো মদাস্রকং সৰ্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যচ্চাপীতি। যদপি চ সৰ্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহম। তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্যান্ভবেৎ তচ্চরমচরং বা ভূতং নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বৃক্ষের কারণ যেমন বীজ, সেইরূপ সৰ্বভূতের মূলকারণ মায়াপহিত চৈতন্য ভগবানের বিভূতি। সেই মূলবীজ ব্যতীত কোন ভূতই উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

অম্বয়বোধিনী। পরন্তপ (হে পরন্তপ!) মম (আমার) দিব্যানাং (দিব্য) বিভূতীনাং (বিভূতিসমূহের) অন্তঃ (সীমা) ন অস্তি (নাই)। বিভূতেঃ (বিভূতির) এষ তু (এই) বিস্তরঃ (সমূহ) ময়া (মৎকর্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার বিভূতির সীমা নাই; হে পরন্তপ! আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিলাম, তাহা আমার বিভূতির সংক্ষেপ মাত্র ॥ ৪০ ॥

যদযদ্বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। নান্ত ইতি । নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং বিস্তরাণাং পরম্পর । ন হীশ্বরস্য সর্বাত্মনো দিব্যানাং বিভূতীনাং যত্র শক্যা বজ্রং জ্ঞাতুং বা কেনচিৎ । এষ তুদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নান্তোহস্তীতি । অনন্তস্বাদ্বিভূতীনাং তাং সাকল্যেন বজ্রং ন শক্যন্তে । এষ তু বিভূতিবিস্তর উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অজ্জুন, কাম, ক্রোধাদি রিপুবর্গের সত্তাপদাতা, এই জন্য ভগবান্ তাঁহাকে পরম্পর বলিয়া সম্বোধন করিলেন । ভগবানের বিভূতি বলিয়া শেষ করা যায় না । সর্বজ্ঞ ব্যক্তিও তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন না । পাছে অজ্জুন বলেন, ভগবন্! তবে তুমি কিরূপে নিজ বিভূতি ব্যাখ্যা করিলে? তাই ভগবান্ বলিলেন যে, তাঁহার দিব্য বিভূতি যাহা কিছু কথিত হইল, তাহা সংক্ষেপ মাত্র । বস্তুতঃ বিস্তর পূর্বক তাহার বর্ণনা হওয়াই অসম্ভব ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। বিভূতিমং (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), শ্রীমং (লক্ষ্মীযুক্ত অর্থাৎ শোভাসম্পন্ন), উজ্জিতম্ এব বা (কিংবা প্রভাবসম্পন্ন), যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং (পদার্থ) তৎ তৎ এব (তাহা তাহাই) মম (আমার) তেজোহংশসম্ভবম্ (প্রভাবের অংশ সমুদ্ভূত) অবগচ্ছ (জানিও) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত ও বলশালী, সেই সেই পদার্থই আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে ॥ ৪১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। যদ্ যদिति । যদ্ যল্লোকে বিভূতিমদ্বিভূতিযুক্তং সত্ত্বং বস্ত । শ্রীমং—শ্রীলক্ষ্মীঃ । তয়া সহিতম্ । উজ্জিতমেব বা । উৎসাহোপেতং বা । তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং জানীহি—মমেশ্বরস্য তেজোহংশসম্ভবম্ । তেজসোহংশ একদেশঃ সম্ভবো यस্য তত্তেজোহংশসম্ভবমিত্যবগচ্ছ ত্বং জানীহি ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যদযদिति । বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তম্ । শ্রীমং সম্পত্তিযুক্তম্ । উজ্জিতং কেনাপি প্রভাব-বলাদিনা গুণেনাতিশয়িতম্ । যদ্ যৎ সত্ত্বং বস্তুমাত্রং ভবেৎ । তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সংভূতং জানীহি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। উপসংহার' কালে ভগবান্ অজ্জুনকে সংক্ষেপে এই কথা বলিলেন যে, যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা শ্রেষ্ঠ, বা যাহাতেই অসাধারণ ভাব দেখিবে, তাহাতেই ভগবানের শক্তির বিকাশ বলিয়া বুঝিয়া লইবে ॥ ৪১ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি

শ্রীভগবদগীতাশূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম

দশমোহধ্যায়ঃ ।

অন্যবোধিনী । অথবা (অথবা) অর্জুন (হে অর্জুন!) এতেন বহুনা (এত অধিক) জ্ঞাতেন (জানিয়া) তব (তোমার) কিম্ (কি প্রয়োজন)? [এইমাত্র জানিয়া রাখ যে], অহম্ (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ (জগৎ) একাংশেন (একাংশ দ্বারা) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (অধিষ্ঠান করিতেছি) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ । অথবা হে অর্জুন! অধিক জানিবার আর তোমার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়া রাখ যে, আমি আমার একাংশমাত্রে এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অথবেতি । অথবা বহুনৈতেনৈবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন স্যাৎ সাবশেষেণ? অশেষতত্ত্বমিমমুচ্যমানমর্থং শৃণু—বিষ্টভ্য বিশেষতঃ স্তম্ভনং দৃঢ়ং কৃৎস্না । ইদং কৃৎস্নং জগৎ । একাংশেনৈকাবয়বেনৈকপাদেন সর্বভূতস্বরূপেণৈত্যেতৎ । তথা চ মন্তবর্ণঃ—পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানীতি (ক) । স্থিতোহহমিতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শাক্তরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে দশমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্না বিভূতিদর্শনেন? সর্বত্র সমদৃষ্টীমেব কুর্বিত্যাহ—অথবেতি । বহুনা পৃথগ্জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং? যস্মাদিদং সর্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেন বিষ্টভ্য ধৃষ্টা । ব্যাপ্যেতি বা । অহমেব স্থিতঃ । ন মন্যতী-রিত্তং কিঞ্চিদস্তি । “পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি” ইতি (ক) শ্রুতেঃ ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিহ্নে বহির্ধাবতি সত্যপি ।

ঈশদৃষ্টবিধানায় বিভূতীদর্শমেহবুবীৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত্যাং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিভূতিযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । এই শ্লোকে প্রথমে “অথবা” শব্দের দ্বারা ভগবান্ ইহারই সূচনা করিলেন যে, তাঁহার কথিতপূর্ব্বোক্তাধিত বিভূতিসকল অলপাধিকারিগণ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবে; কিন্তু অর্জুনকে জ্ঞানী জানিয়া তিনি বলিলেন যে, তোমার এত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি

জানিবার প্রয়োজন নাই । তুমি উত্তমাধিকারী । পরমাত্মার একাংশমাত্রে জগৎ অবস্থিত—
এইরূপে তাঁহাকে সৰ্বব্যাপী বিরাট পুরুষ বলিয়া ধ্যান কর ॥ ৪২ ॥

সন্দীপন-পরিশিষ্ট। “পাদোহস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি” (ক)—
দৃশ্যজগৎ পরমাত্মার এক পাদ (একাংশ) মাত্র, অপর তিন পাদ তাঁহার নিৰ্গুণ স্বরূপে
স্থিত। যেমন ঘট, মঠাদির দ্বারা নিরাকার আকাশের সীমা কল্পিত হয় সেইরূপ সুখ-
বোধার্থ অবিদ্যাবিকারজাত উপাধি দ্বার, নিৰ্গুণ ব্রহ্মের পাদ (অংশ) কল্পনা করা হইয়া
থাকে, নতুবা ব্রহ্মস্বরূপের অংশাংশিভাব হইতে পারে না। অনন্ত অখণ্ড ব্রহ্মের অতাল্প-
মাত্রই যে চরাচর জগদ্রূপে জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে, ইহা প্রকাশ করাই শ্রুতির
উদ্দেশ্য ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত

গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

—:0:—

অৰ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যত্নয়োক্তং বচশ্চেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) । মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য) পরমং গুহ্যম্ (পরমগুহ্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক) যৎ বচঃ (যে কথা) ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) উক্তং (উক্ত হইল), তেন (তদ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (মোহ) বিগতঃ (দূর হইল) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন—[হে ভগবান্ !] তুমি অনুগ্রহ করিয়া যে অধ্যাত্মতত্ত্বের পরম গুহ্য কথা বর্ণনা করিলে, তাহা শুনিয়া আমার মোহ অপনোদিত হইল ॥ ১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ভগবতো বিভূতয় উক্তাঃ । তত্র চ—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমে-
কাংশেন স্থিতো জগৎ—গীঃ ১০।৪২ ।—ইতি ভগবতাভিহিতং শ্রুত্বা যজ্ঞগদাত্মরূপমাদ্যমৈশ্বর্যং
তৎ সাক্ষাৎকর্তৃমিচ্ছন্নাৰ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি । মদনুগ্রহায় মদনুগ্রহার্থম্ । পরমং
নিরতিশয়ম্ গুহ্যং গোপ্যম্ । অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ম্ যত্নয়োক্তং বচো বাক্যম্ ।
তেন বচসা মোহোহয়ং বিগতো মম । অবিবেকবুদ্ধিরপগতেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ ॥

দিদৃক্ষোরজ্জুনস্যাত্ম বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

পূৰ্ব্বাধ্যায়ান্তে—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—ইতি বিশ্বাত্মকং
পারমেশ্বর্যং রূপমুপক্ষিপ্তং । তদ্বিদ্দৃক্ষুঃ পূৰ্ব্বোক্তমভিনন্দন্নাৰ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি
চতুৰ্ভিঃ । মদনুগ্রহায় শৌকনিবৃত্তয়ে । পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্ । গুহ্যং গোপ্যমধ্যাত্ম-
সংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ম্ । যত্নয়োক্তং বচঃ—অশৌচ্যাননুশৌচস্তুমিত্যাदि ষষ্ঠাধ্যায়-
পর্যন্তং—যত্নাকাম্ । তেন মমায়ং মোহঃ—অহং হস্তা—এতে হন্যন্তে—ইত্যাদিলক্ষণো
দ্রব্যঃ । বিগতো বিনষ্টঃ । আত্মনঃ কৰ্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভ্রাতা ও পুত্রাদির মরণ স্মরণ করিয়া অৰ্জুন যে ক্ষত্রধৰ্ম্ম পালনে
পরাক্রমুখ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণে এতগুলি জীবের প্রাণ নষ্ট হইবে এই যে আশঙ্কা
হইয়াছিল, ভগবানের মুখে তাঁহার বিভূতিতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এতাবদভ্রান্তির শান্তি হইল । যে
সকল শাস্ত্রীয় গুহ্যকথা অনধিকারী পুরুষগণ শুনিতে পায় না, এবং যাহা আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত

ভবাপ্যায়ো হি ভূতানাং শ্রুতো বিস্তরশো ময়া ।

ত্বত্ত্বঃ কমলপত্রাঙ্ক মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারে না, সেই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি শ্রবণ করিয়া অর্জুন আপনাকে যে ভীষ্ম-দ্রোণাদির হননকর্তা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই মিথ্যা অভিমান দূরীভূত হইল । অর্জুন বুঝিলেন যে, কোন কার্যেই তাঁহার কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই ॥ ১ ॥

অর্থবোধিনী । কমলপত্রাঙ্ক (হে পদ্মপলাশলোচন!) ত্বত্ত্বঃ (তোমার নিকট হইতে) ভূতানাং (ভূতগণের) ভবাপ্যায়ো (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (মৎকর্তৃক) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) শ্রুতো (শ্রুত হইল) ; (তোমার) অব্যয়ঃ (অক্ষয়) মাহাত্ম্যম্ অপি চ (মাহাত্ম্যও) [মৎকর্তৃক শ্রুত হইল] ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কমলপত্রাঙ্ক ! তোমার নিকট ভূতগণের উৎপত্তি ও লয়, তোমার সোপাধিক ও নিরুপাধিক অব্যয় মাহাত্ম্য আমি বিস্তরপূর্বক শ্রবণ করিলাম ॥ ২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ—ভবাপ্যাবিতি । ভব উক্তব উৎপত্তিঃ । অপ্যয়ঃ প্রলয়ো হি ভূতানাম্ । তৌ ভবাপ্যায়ৌ শ্রুতো বিস্তরশঃ । ন সংক্ষেপতঃ । ময়া । ত্বত্ত্বস্ত্বংসকাশাৎ । কমলপত্রাঙ্ক—কমলস্য পত্রং কমলপত্রং । তদ্বদক্ষিণী যস্য তব স ত্বং কমলপত্রাঙ্কঃ । হে কমলপত্রাঙ্ক । মহাত্মনো ভাবো মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং । শ্রুতমিত্যনুবর্ততে ॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—ভবাপ্যাবিতি । ভূতানাং ভবাপ্যায়ৌ সৃষ্টি-প্রলয়ো ত্বত্ত্বঃ সকাশাদেব ভবতঃ—ইতি শ্রুতং ময়া—অহং কৃৎসনস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্ত-খেতাদৌ । বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ । কমলস্য পত্রে ইব সুপ্রসন্নো বিশালে অক্ষিণী যস্য । তব হে কমলপত্রাঙ্ক ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়মক্ষয়ং শ্রুতম্ । বিশ্বসৃষ্টাদিকর্তৃত্বেন্ধপি সর্ব-নিয়ন্তৃত্বেন্ধপি শুভাশুভকর্ষকারিত্বেন্ধপি বহুমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেন্ধপি ব্যবিকারা-বৈষম্যাসঙ্গোদাসীন্যাদিলক্ষণমপরিমিতং মহত্বং চ শ্রুতম্—অব্যক্তং ব্যক্তিমাপনুং মন্যন্তে মামবুদ্ধয় ইতি । ময়া ততমিদং সর্বমিতি । ন চ মাং তানি কস্মাপি নিবধন্তীতি । সমোহহং সর্বভূতেষু । ইত্যাদিনা । অতন্ত্বংপরতন্ত্রদ্বাদপি জীবানামহং কর্তৃত্বাদির্মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কমলপত্রাঙ্ক সম্বোধন দ্বারা এক পক্ষে ভগবানের মুখসৌন্দর্য বর্ণিত হইল, পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কম্ অলতি প্রকাশয়তি ইতি কমলম্ আত্মজ্ঞানং । “ক” স্বস্বরূপানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ । ব্রহ্মানন্দ প্রকাশকের নাম কমল । আত্মজ্ঞানের দ্বারাই ইহা প্রকাশিত হয় । পতনাং ত্রায়তে ইতি পত্রম্ । জীব জন্মজন্মান্তরপ্রবাহ-

এবমেতদ্যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
 দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥
 মনসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
 যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

রূপ সংসারসমুদ্রে পতন হইতে যাহার দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহার নাম পত্র, অর্থাৎ আশ্রয়।
 কমলপত্রের অক্ষতে প্রাপ্যতে ইতি কমলপত্রাক্ষঃ । আশ্রয়ানের দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়,
 তিনি কমলপত্রাক্ষ বা ভগবান্ । ভগবানের উপাধিযুক্ত ও নিরূপাধিক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া
 অর্জুন বুঝিলেন যে, ভগবান্‌ই জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ ॥ ২ ॥

অম্বয়বোধিনী । পরমেশ্বর (হে পরমেশ্বর!) যথা (যে রূপ) ত্বম্ (তুমি) আত্মানম্
 (স্বীয় রূপ বা তত্ত্ব) আথ (ব্যাখ্যা করিলে)—এতৎ (ইহা) এবং (এইরূপ বটে) । [তথাপি]
 পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) তে (তোমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং (রূপ) দ্রষ্টুম্
 (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । তুমি যে নিজ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তাহা সমস্তই
 যথার্থ । তথাপি হে পুরুষোত্তম ! তোমার সেই ঐশ্বর্য রূপ দর্শনে আমার
 নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এবমিতি । এবমেতৎ ॥ নান্যথা । যথা যেন প্রকারেণাথ
 কথয়সি ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর । তথাপি দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে তব জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীৰ্য্য-
 তেজোভিঃ সম্পন্নমৈশ্বরং বৈষ্ণবং রূপম্ । হে পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—এবমেতদिति ভাবাপ্যায়ৌ হিভূতানামিত্যাदि मया
 श्रुतम् । यथा चेदानीमात्मानं त्वमाथ—विष्टायाहमिदं कृन्ममेकांशेन स्थितो जगदित्येवं
 —कथयसि हे परमेश्वर । एवमेवतत् । अत्राप्यविश्वासो मम नास्ति इत्यर्थः । तथापि
 हे पुरुषोत्तम तवैश्वरं ज्ञानैश्वर्यशक्तिर्वीर्य्यतेजोभिः सम्पन्नं तद्रूपं कोतूहलादहं
 द्रष्टुमिच्छामि ॥ ३ ॥

গীতार्থসন্দীপনী । ভগবান্‌ যে বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অর্জুনের
 কিছুমাত্র অবিশ্বাস হয় নাই । কিন্তু আপনার জন্ম-জীবন সার্থক করিবার জন্য সেই অপরূপ রূপ
 দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । প্রভো (হে প্রভো!) যদি (যদি) তৎ (সেই রূপ) ময়া দ্রষ্টুং
 (আমার দ্বারা দেখিবার) শক্যম্ (উপযুক্ত) ইতি (ইহা) মন্যসে (বিবেচনা কর), ততঃ (তবে)

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহ্থ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চ ॥ ৫ ॥

যোগেশ্বর (হে যোগেশ্বর!) স্বং (তুমি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) আত্মানং (আত্মরূপ) দর্শয় (দর্শন করাও) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে প্রভো ! আমাকে যদি তোমার সেই অদ্ভুত রূপ দর্শনের যোগ্য বিবেচনা কর, তবে হে যোগেশ্বর ! আমাকে তোমার সেই অবিনাশি নিত্য রূপ দর্শন করাও ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । মন্যস ইতি । মন্যসে চিন্তয়সি যদি ময়াজ্জুনেন তচ্ছক্যং দ্রষ্টুমিতি । প্রভো স্বামিন্ । যোগেশ্বর—যোগিনো যোগাঃ । তেষামীশ্বরো যোগেশ্বরঃ । হে যোগেশ্বর । যস্মাদহমতীবার্থী দ্রষ্টুম্ । ততস্তস্মান্মে মদর্থং দর্শয় স্বমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ন চাহং দ্রষ্টুনিচ্ছামীত্যেতাবতৈব স্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যম্ । কিং তহি ?—মন্যস ইতি । যোগিন এব যোগাঃ । তেষামীশ্বরঃ । ময়াজ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে । ততস্তহি তদ্রূপবস্তমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পাছে ভগবান্ অজ্জুনকে তাঁহার দিব্য রূপ দর্শনের অনধিকারী ভাবিয়া উপেক্ষা করেন, এই জন্য অজ্জুন তাঁহাকে 'প্রভু' সম্বোধনে নিজ যোগ্যাযোগ্যতার বিচার করিতে বলিলেন । ভগবান্ যোগীদিগের ঈশ্বর ; সুতরাং অগ্নিমা-লঘিমাди অষ্ট-সিদ্ধিই তাঁহার আয়ত্ত । অসম্ভব বিষয় সাধন করা তাঁহার পক্ষে সহজ । অজ্জুন অনুপযুক্ত হইলেও তাঁহাকে ভগবানের নিজরূপ প্রদর্শন করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) । পার্থ (হে পার্থ!) মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানাবিধানি (নানাবিধ) নানাবর্ণাকৃতানি চ (ও নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অর্থ সহস্রশঃ (ও সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপ সকল) পশ্য (দেখ) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ ! নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র অদ্ভুত অবয়বযুক্ত আমার [অলৌকিক] রূপ [সকল] এই দর্শন কর ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এবং চোদিতোহজ্জুনেন ভগবানুবাচ—পশ্যেতি । পশ্য মে মম পার্থ রূপাণি । শতশঃ । অর্থ সহস্রশঃ । অনেকশ ইত্যর্থঃ । তানি চ নানাবিধান্যনেক-প্রকারাণি । দিবি ভবানি দিব্যান্যপ্রাকৃতানি । নানাবর্ণাকৃতানি চ—নানা বিলক্ষণা নীলপীতাদিপ্রকারা বর্ণাস্থথাকৃতয়োঃ অবয়বসংস্থানবিশেষা যেষাং রূপানাং তানি নানাবর্ণাকৃতানি ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যন্ বসুন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।

বহুন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রাপ্তিতঃ সন্ন্যস্তৃতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভবেত্যেবমর্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্যেকত্বেহপি নানাবিধত্বাঙ্গপাণীতি বহুবচনম্। অপরিমিতান্যনেকপ্রকারাণি। দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য। বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ। আকৃতয়োহবয়বসন্নিবেশবিশেষাঃ। নানানেক বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসম্মীপনী। ভগবদ্বাক্যে যাঁহার বিশ্বাস, ভগবচ্চরণে যাঁহার একান্ত ভক্তি, ভগবান্ ব্যতীত যাঁহার আর কিছুই ভাবনা নাই, সাধক। আজ তাঁহার উচ্চাধিকার দর্শন কর। বিশ্বাসের গুণে, প্রেমের গুণে আজ অর্জুন দেবদুর্লভ ভগবানের অলৌকিক রূপ দর্শন করিতেছেন। তাঁহাতে অশেষ বর্ণের সমাবেশ, অবর্ণনীয় আকৃতির আবির্ভাব, অথবা তাহাতে কত যে কি আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অর্জুনের চক্ষু যাহা কখন দেখে নাই, কঠোর তপস্যায় কত লোক যাহা দেখিতে পায় না, আজ ভক্ত অর্জুনের একটীবার মাত্র প্রার্থনাতেই, ভগবান্ নিজ অদ্ভুত রূপ দেখিবার জন্য অর্জুনকে অনুমতি করিলেন। ভক্তই ধন্য! ভক্তবৎসল ভগবান্ও ধন্য! ভক্তের প্রতি তাঁহার এত দয়া না থাকিলে লোকে সকল সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইবে কেন? ॥ ৫ ॥

অম্বয়বোবিনী। ভারত (হে ভারত!) [আমার দেহে] আদিত্যন্ (দ্বাদশ আদিত্য) বসুন্ (অষ্টবসু) রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্র) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা মরুতঃ (ও মরুদগণ) পশ্য (দেখ), [এবং] বহুনি (অনেক) অদৃষ্টপূর্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব) আশ্চর্য্যাণি (আশ্চর্য্য বিষয়সকল) পশ্য (দেখ) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! এই দেখ আমার দেহের মধ্যে আদিত্য মণ্ডল, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদগণ রহিয়াছেন; এবং যাহা পূর্বে কখনও দেখ নাই, এরূপ অনেক অদ্ভুত রূপও দেখিয়া লও ॥ ৬ ॥

শাকরভাষ্যম্। পশ্যাদিত্যানিতি। পশ্যাদিত্যন্ দ্বাদশ। বসুন্‌ষ্টৌ। রুদ্রা-নেকাদশ। অশ্বিনৌ দ্বৌ। মরুতঃ সপ্ত সপ্তগণা য়ে তান্। তথা চ বহুন্যন্যান্যদৃষ্টপূর্বাণি মনুষ্যালোকে হয়। স্ববোহন্যেন বা কেনচিৎ। পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা। তান্যোবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য। মরুত একোনপঞ্চাশদেবতাবিশেষান্। অদৃষ্টপূর্বাণি হয় বা ন্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি রূপাণি। আশ্চর্য্যাণ্যদুতানি ॥ ৬ ॥

ইহৈকস্বং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চাত্ত্বদ্বৈষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আজ ভক্তের অনুরোধে ভগবান্ একাধারে—নিজ দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুৎ এবং আরও কত কত দেবতা দেখাইতেছেন। সাধক! স্মরণ রাখিও যে, একমাত্র ভগবানের সেবা করিলে বিনা তপস্যায় অন্যান্য দেবতারও দর্শন হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নয়, জীব যাহা কিছু স্বপ্নেও ভাবে না, এমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অনেক বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অম্বয়বোধিনী । গুড়াকেশ (হে গুড়াকেশ!) ইহ (এই) মম (আমার) দেহে (শরীরে) একস্বং (একাংশমাত্রে স্থিত) কৃৎস্নং (সমস্ত) সচরাচরং জগৎ (স্বাবরজঙ্গমসহিত জগৎ) অন্যৎ চ যৎ (আরও যাহা কিছু) দ্রষ্টুং (দেখিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর), [তাহা] অদ্য (আজ) পশ্য (দেখিয়া লও) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে গুড়াকেশ! আমার দেহের একাংশ মাত্রে স্বাবর-জঙ্গমসহিত সমস্ত জগৎ দেখিয়া লও; অথবা আরও যদি কিছু দেখিবার থাকে, তাহাও অত দেখিয়া লও ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ন কেবলমেতাবদেব—ইহৈকস্বমিতি । ইহৈকস্বমেকস্মিন্ণেব স্থিতং । জগৎ । কৃৎস্নং সমস্তং । পশ্য । অদ্যেদানীম্ । সচরাচরং—সহ চরেণাচরেণ চ বর্ততে । মম দেহে গুড়াকেশ । যচ্চাত্ত্বদ্বৈষ্টুমিচ্ছসে—যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েষুঃ (গীঃ ২।৬) ইতি যদবোচঃ—তদপি দ্রষ্টুং যদীচ্ছসি ॥ ৭ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—ইহৈকস্বমিতি । তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেহবয়বরূপেণৈকত্বৈব স্থিত-মদ্যাধুনৈব পশ্য । যচ্চাত্ত্বদ্বৈষ্টুমিচ্ছসি কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়-পরাজয়াদিকং চ যদপান্যদ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্বং পশ্য ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবানের এক লোকরূপে সচরাচর সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। যে জগৎ সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণ করিতে জন্মজন্মান্তর কাটিয়া যায়, আজ সেই জগন্মণ্ডল, ভগবান্ ভক্তের সমক্ষে একস্থানে দেখাইলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, ত্রিকালের ঘটনা সমস্তই ভগবৎসত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই ভগবান্ অজ্জুনকে বলিলেন, তোমার আশঙ্কা নিবারণার্থ উপস্থিত যুদ্ধে কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইবে, ইচ্ছা হয় ত তাহাও দেখিয়া লও ॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । অনেন (এই) স্বচক্ষুষা এব (স্বীয় চক্ষু চক্ষুর দ্বারা) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুং (দেখিতে) ন তু শক্যসে (সমর্থ হইবে না) ; [এইজন্য] তে (তোমাকে) দিব্যং চক্ষুঃ (অসাধারণ চক্ষু) দদামি (দিতেছি) ; মে (আমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) যোগং (যোগশক্তি) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন] তুমি সামান্য চক্ষুর দ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না । আমি এইজন্য তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করিতেছি, তুমি তদ্বারা আমার ঐশ্বর্য দর্শন কর ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিন্তু—ন তু মামিতি । ন তু মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টু-মনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা । স্বকীরেণ চক্ষুষা । যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্বিব্যং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুঃ । তেন পশ্য মে মম যোগমৈশ্বরম্ । ঐশ্বরসম্বন্ধিনমৈশ্বরং যোগম্ । যোগশক্ত্যতিশয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । যদুক্তমর্জুনেন মন্যসে যদি তচ্ছক্যমিতি তত্রাহ—ন তু মামিতি । অনেনৈব তু স্বীরেণ চক্ষুচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি । অতোহহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তুভ্যং দদামি । মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমযটনযটনাসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বা মনোবুদ্ধির দ্বারা ভগবান্কে দর্শন বা অনুভব করা যায় না । তাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন । কিন্তু মনুষ্য তাহা নিজ যত্ন বা চেষ্টার দ্বারা লাভ করিতে পারে না । যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তাঁহাকেই কেবল করুণানিধান ভগবান্ কৃপা করিয়া দিব্য দৃষ্টিদান করেন । আজ ভক্তির গুণে ভগবচ্চরণশরণাগত অর্জুন বিনা প্রার্থনায় দিব্যচক্ষু লাভ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । অর্জুন ভগবৎকৃপায় দিব্য চক্ষু দ্বারা (অন্তঃকরণস্থিত জ্ঞানশক্তি প্রভাবে) ভগবানে (সগুণব্রহ্মে) স্থিতিস্থিতিপ্রলয়রূপ বিশুবিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । ব্রহ্মের এই জগদ্রূপদর্শনও মনুষ্যদৃষ্টির অসাধ্য । কিন্তু ইহা অলৌকিক হইলেও পরমাত্মার ত্রিগুণাতীত নিত্যগুরু চিন্মাত্র-স্বরূপ নহে । এই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের জগদ্রহস্যজ্ঞান মাত্র হইয়াছিল, তাঁহার লৌকিক সমস্ত সন্দেহ নিবৃত্ত হইলেও ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাৎকারের শান্তি লাভ হয় নাই । ইহাতে অর্জুনের কর্তৃত্বাভিমান নষ্ট হইয়া ভগবানের উপদেশে আস্থা স্ফূর্ত হইয়াছিল মাত্র । অধুনা কেহ কেহ এই বিশ্বরূপদর্শন ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের সম্মোহন শক্তির প্রভাব বলিতে পারেন, কিন্তু জগদ্রূপও ভগবানের মহিমার মায়িক বিকাশ মাত্র । তাঁহার সুকোপে ও উহার অস্তিত্ব

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অনেকবক্তৃ নয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোত্তমায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

নাই । এই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখিলে উক্ত প্রকার কোন সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না । (১৮।৭৭ শ্লোকের গীঃ সং দ্রষ্টব্য) ॥ ৮ ॥

অম্বয়বোধিনী । সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) । রাজন্ (হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র!) মহাযোগেশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বর) হরিঃ (হরি) এবম্ (এইরূপ) উক্তা (কহিয়া) ততঃ (তদনন্তর) পার্থায় (অর্জুনকে) পরমং (দিব্য) ঐশ্বরং রূপং (ঐশ্বর্য রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । [রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি] সঞ্জয় কহিতেছেন--হে রাজন! মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া অর্জুনকে নিজ দিব্য ঐশ্বর্য রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । এবমিতি । এবং যথোক্তপ্রকারেণোক্তা । ততোহনন্তরং হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাশাস্ত্রসৌ যোগেশ্বরশ্চ মহাযোগেশ্বরঃ । হরিনারায়ণঃ । দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ । পার্থায় পৃথাসুতায় । পরমং রূপং বিশ্বরূপং ঐশ্বর্যম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবমুক্তা ভগবান্ অর্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবান্ । তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বা অর্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমর্থং ষড়্ ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্তেতি । হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাশাস্ত্রসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বর্যং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আজ অন্ধ কুরুরাজকে ভক্তবৎসলের অপার মহিমা বুঝাইবার জন্য, এবং ঈশ্বরের পরম কৃপাপাত্র অর্জুন এই যুদ্ধে যে জয়লাভ করিবেন, তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্য সঞ্জয় বলিলেন যে, যে ভক্তের প্রতি ভগবানের এত করুণা, বিনা প্রার্থনায় যাঁহাকে তিনি চক্ষু দান করিলেন, তাঁহার যে জয়লাভরূপ পরম মঙ্গল হইবেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৯ ॥

অম্বয়বোধিনী । অনেকবক্তৃ নয়নম্ (বহুমুখ ও বহুনেত্র বিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনং (অনেক অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট) অনেকদিব্যাভরণং (অসংখ্য দিব্য ভূষণে ভূষিত) দিব্যা-নেকোদ্যতায়ুধং (বহুবিধ উজ্জ্বল আয়ুধধারী) ॥ ১০ ॥

দিব্যমাল্যাস্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

সৰ্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাহাতে অনেক মুখ ও নেত্র, যাহাতে অনেক অদ্ভুত বস্তুর সমাবেশ, যাহাতে অনেক দিব্যভূষণের সজ্জা, এবং যাহাতে অনেক উজ্জ্বল আয়ুধপুঞ্জ বিद्यমান, [অর্জুনকে ভগবান্ এই প্রকার রূপ দেখাইলেন]

॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অনেকৈতি । অনেকবক্ত্রনয়নম্—অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ রূপে তদনেকবক্ত্রনয়নম্ । অনেকাভুতদর্শনম্—অনেকান্যভুতানি বিস্মাপকানি দর্শনানি যস্মিন্ রূপে তদনেকাভুতদর্শনং রূপম্ । তথানেকদিব্যাভরণম্—অনেকানি দিব্যান্যাভরণানি যস্মিন্স্তদনেকদিব্যাভরণম্ । তথা দিব্যানেকোদ্যাতায়ুধং—দিব্যান্যনেকানুদ্যাতান্যায়ুধানি যস্মিন্ স্তদ্বিব্যানেকোদ্যাতায়ুধম্ । দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কথংভূতং তদিতি ? অত আহ—অনেকবক্ত্রনয়নমিতি । অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্স্তং । অনেকান্যভুতানাং দর্শনং যস্মিন্স্তং । অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিন্স্তং । দিব্যান্যনেকানুদ্যাতান্যায়ুধানি যস্মিন্স্তং ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহার চারিদিকে দৃষ্টি, যিনি সর্বতোমুখ, যাঁহার সৌন্দর্য্যসজ্জার সীমা নাই, আজ সেই অপার মহিমা ও সৌন্দর্য্যের আধার ভগবান্ ভক্ত অর্জুনকে মহারণস্থলে চক্র গদা আদি দিব্য আয়ুধযুক্ত পরম রমণীয় রূপ দেখাইলেন ॥ ১০ ॥

অম্বয়বোধিনী । দিব্যমাল্যাস্বরধরং (দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত) দিব্যগন্ধানুলেপনং (দিব্য সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা অনুলিপ্ত) সৰ্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়) দেবম্ (প্রকাশস্বরূপ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন) বিশ্বতোমুখং (সর্বতোমুখ) [রূপ দেখাইলেন] ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে রাজন্ !] দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রে সুশোভিত, দিব্য সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়, প্রকাশস্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বতোমুখ [রূপ দেখাইলেন] ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—দিব্যেতি । দিব্যমাল্যাস্বরধরং—দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পাণ্যস্বরূপাণি বক্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেনেশুরেণ তং দিব্যমাল্যাস্বরধরং । দিব্যগন্ধানুলেপনং দিব্যং গন্ধানুলেপনং যস্য তং দিব্যগন্ধানুলেপনং । সৰ্ব্বাশ্চর্য্যময়ং সৰ্ব্বাশ্চর্য্যপ্রাপ্যং । দেবম্ । অনন্তং—নাস্যান্তোহন্তীত্যানন্তঃ । তং । বিশ্বতোমুখং সর্বতোমুখং । সর্বভূতাব্যভূতম্ । তং দর্শয়ামাস । অর্জুনো দদর্শেতি বাধ্যাহ্রিয়তে ॥ ১১ ॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুখিতা ।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাভাসস্তস্য মহান্ননঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—দিবেতি । দিব্যানি মাল্যান্যধরাণি চ ধারয়তীতি তৎ । তথা দিব্যো গন্ধো যস্য । তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ । সৰ্ব্বাশ্চর্য্যময়মনে-
কাশ্চর্য্যংপ্রাণং । দেবং দ্যোতনাত্মকম্ । অনন্তমপরিচ্ছিন্নাং । বিশ্বতঃ সৰ্ব্বতো মুখানি
যস্মিন্স্থং ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভক্তের সম্মুখে ভগবান্ যে রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে
পুষ্প ও রত্নাদি রচিত কত দিব্য মাল্য, পীতাম্বরাদি কত দিব্য বস্ত্র, চন্দনাদির অনুলেপন, অথবা
তাহাতে কত আশ্চর্য্য তেজ, বল, বীর্য্য, শক্তি, রূপ, গুণ ও অবয়ব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা
অবর্ণনীয় । তাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে । সে রূপের পরিচ্ছেদ বা সীমা নাই ;
এবং যে দিকে দেখ, সেই দিকেই তাঁহাকে সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় ॥ ১১ ॥

অনুবোধিনী । দিবি (আকাশে) যদি (যদি) সূর্য্যসহস্রস্য (সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ
(প্রভা) যুগপৎ (একবারে) উখিতা (সমুদিত) ভবেৎ (হয়) [তবেই] সা (সেই প্রভা)
তস্য (সেই) মহান্ননঃ (মহিমাময়ের) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইতে পারে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে রাজন্ !] যদি আকাশে একেবারে সহস্র সূর্য্যের
প্রভা প্রকাশ পায়, তবেই সেই রূপের তুলনা হইতে পারে ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যা পুনর্ভগবতো বিশ্বরূপস্য ভাস্তদ্য উপমোচ্যতে—দিবীতি ।
দিব্যন্তরীক্ষে তৃতীয়স্যাং বা দিবি । সূর্য্যাণাং সহস্রং সূর্য্যসহস্রং । তস্য যুগপদুখিতস্য
যা যুগপদুখিতা ভাঃ সা যদি সদৃশী স্যাৎ তস্য মহান্ননো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ । যদি বা ন
স্যাৎ । ততোহপি বিশ্বরূপস্যৈব ভা অতিরিচ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বিশ্বরূপদীপ্তেনিরূপমত্ৰমাহ—দিবীতি । দিব্যাকাশে ।
সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুখিতস্য যদি যুগপদুখিতা ভাঃ প্রভা ভবেৎ তহি সা তদা মহান্ননো
বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ । অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ । তথাভূতং
রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আকাশে কখনও সহস্র সূর্য্য উদিত হয় না, সুতরাং ভগবানের
রূপেরও তুলনা হয় না । সাধারণ চক্ষু একটা সূর্য্যের দিকেই তাকাইয়া উঠিতে পারে না ।
তবে এই সহস্র সূর্য্যোপম অপূর্ব্বরূপের ছটা দেখিবে কিরূপে ? যাহাকে তিনি স্বয়ং দেখা
দিয়াছেন, তিনি ব্যতীত আর কেহই এই অতুল রূপরাশি দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন
না ॥ ১২ ॥

তত্রৈকস্বং জগৎ কৃৎসং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্যাদ্বেদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অম্বয়বোধিনী । তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (অর্জুন) তত্র (সেই বিশ্বরূপে) দেবদেবস্য (ভগবানের) শরীরে (শরীরে) অনেকধা (নানাভাগে) প্রবিভক্তং (বিভক্ত) কৃৎসং (সমস্ত) জগৎ (জগৎ) একস্বং (একত্র স্থিত) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে রাজন্!] তখন অর্জুন বৃন্দারকবন্দবন্দনীয় ভগবানের বিশ্বরূপ শরীরের একাংশ মধ্যে নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন জগৎ দেখিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—তত্রৈকস্বমিতি । তত্র তস্মিন্ বিশ্বরূপে । একস্মিন্ স্থিতমেকস্বং । জগৎ কৃৎসং । প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাदिভেদৈঃ । অপশ্যাদৃষ্ট-বান্ । দেবদেবস্য হরেঃ শরীরে । পাণ্ডবোহর্জুনঃ তদা ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ সঞ্জয়ঃ—তত্রৈতি । অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎসং জগদ্বেদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেনৈকত্বৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতং তদা পাণ্ডবোহর্জুনোহপশ্যৎ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ইতিপূর্বে ভগবান্ যে অর্জুনকে তাঁহার অদ্ভুত শরীরের একাংশমাত্রে জগৎ দেখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাই অর্জুন তাকাইয়া দেখিলেন যে, বিশ্বরূপের একাংশমাত্রে দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যালোকাদি অনেক প্রকার ভিন্ ভিন্ জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । ততঃ (তদনন্তর) সঃ ধনঞ্জয় (সেই ধনঞ্জয়) বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত হইয়া) দেবং (দেবকে) শিরসা (মস্তকদ্বারা) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাজলিঃ (করযোড়ে) অভাষত (কহিতে লাগিলেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । তদনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া অবনতমস্তকে নারায়ণকে নমস্কারপূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তত ইতি । ততস্তং দৃষ্ট্বা । স বিস্ময়েনাবিষ্টো বিস্ময়াবিষ্টঃ । হৃষ্টানি রোমাণি যস্য সোহয়ং হৃষ্টরোমা । চাভবদ্ধনঞ্জয়ঃ । প্রণম্য প্রকর্ষণে নমনং কৃত্বা প্রস্তুততঃ সক্তিৰস্যা । দেবং বিশ্বরূপধরং । কৃতাজলিনমস্কারার্থং সংপুটীকৃতহস্তঃ গন্ । অভাষতোক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
 সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্ ।
 ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
 মৃষাংশ্চ সৰ্বান্নরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং দৃষ্টা কিং কৃতবানিতি? অত্রাহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং। বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টান্যুৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়ঃ। তমেব দেবং শিরসা প্রণম্য। কৃতাজলিঃ সংপুটীকৃতহস্তো ভূত্বা। অভাষ-
 তোক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজসূয় যজ্ঞকালে যে অৰ্জুন সমস্ত রাজাকে রণে পরাস্ত করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি মহাদেবের সঙ্গে মহারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজ সেই বীরকেশরীর রত্নমণ্ডিত কিরীটযুক্ত মস্তক ভগবানের চরণে অবনত হইয়া কৃতার্থ হইল, ভক্তের হৃদয় পূর্ণ হইল। হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া ভক্ত নিজ প্রাণসখাকে কয়েকটি মনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

অধরবোধিনী। অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন)। দেব (হে দেব!) তব (তোমার) দেহে (শরীরে) [অথবা—তব তোমার, দেবদেহে দেবশরীরে] সৰ্বান্ (সকল) দেবান্ (দেবগণকে) তথা (এবং) ভূতবিশেষসংঘান্ (স্বাবর জঙ্গম ভূতসমূহকে) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ (ঋষিবৃন্দকে) সৰ্বান্ উরগান্ চ (ও সমুদয় সর্পকে) ঈশং (সর্বনিয়ন্তা) কমলাসনস্থং (পদ্মাসনস্থিত) ব্রহ্মাণং চ (ব্রহ্মাকেও) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। অৰ্জুন কহিলেন, হে দেব! তোমার এই বিশ্বরূপদেহে আমি দেবগণকে দেখিতেছি, স্বাবর ও জঙ্গম ভূতসকল দেখিতেছি, কমলাসনস্থ সর্বনিয়ন্তা চতুর্ভুজ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি, এবং ঋষিগণকে ও সর্পগণকেও দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। কথং যন্তরা দর্শিতং বিশ্বরূপং তদহং পশ্যামীতি স্বানুভবমা-
 বিকুবর্ণাৰ্জুন উবাচ—পশ্যামীতি। পশ্যাম্যুপলভে। হে দেব! তব দেহে দেবান্
 সৰ্বান্। তথা ভূতবিশেষসংঘান্—ভূতবিশেষাণাং স্বাবরজঙ্গমানাং নানাসংস্থানবিশেষাণাং
 সংঘা ভূতবিশেষসংঘাঃ। তান্। কিঞ্চ ব্রহ্মাণং চতুর্ভুজম্। ঈশমীশিতারং প্রজানাং।
 কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মামধ্যে মেরুকাণিকাসনস্থমিত্যর্থঃ। ঋষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্। সৰ্বানুর-
 গাংশ্চ বাসুকি প্রভৃতীন্। দিব্যান্ দিবি ভবান্ ॥ ১৫ ॥

অনেকবাহুদরবক্তৃনেত্রং

পশ্যামি ত্বা * সৰ্ব্বতোহনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ । হে দেব । তব দেহে দেবানাদিত্যাদীন্ পশ্যামি । তথা সৰ্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাওজাদীনাং সংখ্যাং চ । তথা দিব্যানৃষীন্ বশিষ্ঠাদীন্ । উরগাং চ তক্ষকাদীন্ । তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণং চ । কথংভূতং ? কমলাসনস্থং পথিবীপদ্যুকণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ । যদ্বা স্বনাভিপদ্যাসনস্থমিতি ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জুন দিব্য চক্ষু পাইয়া বিশ্বরূপদেহে বহু, রুদ্র ও আদিত্য আদিকে, স্বেদজ অণুজ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ আদি স্বাবরজজন্মাত্মক চরাচর, ও সমস্ত চরাচরের বিধাতা ব্রহ্মাকে, ভূও আদি ঋষিগণকে, এবং বায়ুকি আদি সর্পগণকে দেখিতে পাইলেন । [কোন কোন ভাষ্যকার ও টীকাকার “দেব” পদ সযোজন ও “দেহে” পদ সপ্তমী ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; কিন্তু “দেহদেহ” একেবারে সমাসযুক্ত একপদ করিয়া সপ্তমী করিলেই সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়, অর্থাৎ ভগবান্ মানবদেহে দ্বিভুজ সারথিরূপ হইয়াছেন ; কেননা অর্জুন বলিতেছেন—“তোমার দেবদেহে”, অর্থাৎ চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্তিতে, আমি স্বাবর-জন্ম, ব্রহ্মা ও নাগাদি, এবং এই দেবদেহেই (পর পর শ্লোকে) “অনেকবাহুদরাদি”, “দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্” আদি দর্শন করিতেছি] ॥ ১৫ ॥

অনুবোধিনী। বিশ্বেশ্বর (হে বিশ্বেশ্বর!) বিশ্বরূপ (হে বিশ্বরূপ!) অনেক-বাহুদরবক্তৃনেত্রম্ (বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট) অনন্তরূপং (অনন্ত-রূপধারী) ত্বা (তোমাকে) সৰ্ব্বতঃ (সর্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি), পুনঃ (এবং) তব (তোমার) নাস্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি (অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে বিশেষ্বর ! বিশ্বরূপ ! সর্বত্র তোমাকে বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট অনন্ত রূপধারী দর্শন করিতেছি ; তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। কিঞ্চ—অনেকেতি । অনেকবাহুদরবক্তৃনেত্রম্—অনেক বাহব উদরাপি বক্তৃরাপিনেত্রাপি চযস্য তব স স্বমনেকবাহুদরবক্তৃনেত্রঃ । তমনেকবাহুদরবক্তৃনেত্রম্ । পশ্যামি ত্বা ত্বাং । সৰ্ব্বতঃ সর্বত্র । অনন্তরূপম্—অনন্তানি রূপাণ্যস্যোত্যনন্তরূপঃ । তমনন্ত-রূপং । নাস্তম্ । অন্তোহবসানং । ন মধ্যং । মধ্যং নাম দ্বয়োঃ কোট্যোরন্তরং ।

* পশ্যামি ত্বাং সৰ্ব্বতোহনন্তরূপমিতি, শ্রীধরস্বামিভ্যঃ, পার্শ্বাৎ ।
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

কিরীটিনং গদিনং চক্রিং চ
 তেজোরাশিং সর্বতোদীপ্তিমন্তম্ ।
 পশ্যামি ত্বাং দুনিরীক্ষ্যং সমস্তা-
 দ্ধীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ন পুনস্তবাদিং । পশ্যামি । ন তব দেবস্যাস্তং পশ্যামি । ন মধ্যং পশ্যামি । ন পুনরাং পশ্যামি । হে বিশ্বেশ্বর । হে বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অনেকেতি । অনেকানি বাহ্যাদীনি यस্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি । অনন্তানি রূপাণি यस্য তং ত্বাং সর্বতঃ পশ্যামি । তব স্বস্তং মধ্যমাং চ ন পশ্যামি । সর্বগতত্বাং ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবানের নেত্র-নাঙ্গাদির শেষ নাই, শোভার শেষ নাই, রূপের শেষ নাই । কোথায় তাঁহার আদি, কোন্ স্থানে তাঁহার মধ্য ও কোথায় তাঁহার অন্ত—তাঁহার কিছুই বুঝিবার উপায় নাই ॥ ১৬ ॥

অম্বয়বোধিনী । কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং চক্রিং চ (গদা ও চক্রধারী) সর্বতঃ (সর্বত্র) দীপ্তিমন্তং (প্রকাশমান) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জ) দুনিরীক্ষ্যং (অতিকণ্ঠে) দর্শনীয়) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট) অপ্রমেয়ং (ও অপ্রমেয়) ত্বাং (তোমাকে) সমস্তাং (সর্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভগবন্ ! কিরীট, গদা ও চক্র বিশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ, সর্বত্র প্রকাশমান, অতি কণ্ঠে দর্শনীয়, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, এবং অপ্রমেয়স্বরূপ তোমাকে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

শাকরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি । কিরীটিনং—কিরীটং নাম শিরো-ভূষণবিশেষঃ । তদযস্যাস্তি স কিরীটী । তং কিরীটিনং । তথা গদিনং । গদা यस্য বিদ্যত ইতি গদী । তং গদিনং । তথা চক্রিং । চক্রমস্যাস্তীতি চক্রী । তং চক্রিং চ । তেজোরাশিং তেজঃপুঞ্জং । সর্বতোদীপ্তিমন্তং—সর্বতোদীপ্তির্যস্যাস্তীতি সর্বতোদীপ্তিমান্ । তং সর্বতোদীপ্তিমন্তং । পশ্যামি ত্বাং । দুনিরীক্ষ্যং দুঃখেন নিরীক্ষ্যে । দুনিরীক্ষ্যঃ । তং দুনিরীক্ষ্যং । সমস্তাং সমস্ততঃ সর্বত্র । দীপ্তানলার্ক-দ্যুতিম্—অনলশ্চার্কাশনলার্কৌ । দীপ্তানলার্কৌ । তয়োদীপ্তানলার্কয়োদ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো यस্য তব স ত্বং দীপ্তানলার্কদ্যুতিঃ । তং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ । অপ্রমেয়ং—ন প্রমেয়মপ্রমেয়ম্ । অশক্যপরিচ্ছেদমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি । কিরীটিনং মুকুটবস্তং । গদিনং গদাবস্তং । চক্রিং চক্রবস্তং চ । সর্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুনিরীক্ষ্যং দ্রষ্টৃমশক্যং

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

ত্বমব্যয়ঃ শাস্ততধর্মগোপ্তা

সনাতনস্তু পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

তত্র হেতুঃ—বীণায়োরনলার্কয়োদ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো यस্য তম্ । অত এবাপ্রমেয়মেবং-
ভূত ইতি নিশ্চেতনশক্যং ত্বাং সমস্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অর্জুন দেখিতেছেন, ভগবানের মস্তকে মুকুট, হস্তে গদা-
চক্রাদির শোভা, রূপে জগৎ আলো করিতেছে ; তেজের দিকে তাকাইতে পারা যায় না
—অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তি বাহির হইতেছে । বস্তুতঃ তাঁহার রূপের তুলনা কোথাও
নাই । অন্যের দর্শনযোগ্য না হইলেও, দিব্য দৃষ্টির গুণে, অর্জুন এই সমস্ত দেখিয়া কৃতার্থ
হইলেন ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । ত্বম (তুমি) অক্ষরং (অক্ষর) পরমং (পরমব্রহ্ম) বেদিতব্যং
(জ্ঞাতব্য) ; ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (জগতের) পরং (পরম) নিধানং (আশ্রয়) ;
ত্বম্ (তুমি) অব্যয়ঃ (নিত্য), শাস্ততধর্মগোপ্তা (সনাতনধর্ম-প্রতিপালক) ; ত্বং (তুমি)
সনাতনঃ (সনাতন) পুরুষঃ (পুরুষ)—[ইহা] মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই জ্ঞাতব্য তুমি এই জগতের
পরম আশ্রয় ও তুমি অব্যয়, তুমিই নিত্যধর্ম-প্রতিপালক, এবং তুমিই
সনাতন পরমাত্মা পুরুষ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ইত এব তে যোগশক্তিদর্শনাদনুমিনোমি—ত্বমিতি । ত্বমক্ষরং ।
ন ক্ষরতীত্যক্ষরং । পরমং পরং ব্রহ্ম । বেদিতব্যং জ্ঞাতব্যং মুমুকুভিঃ । ত্বমস্য বিশ্বস্য
সমস্তস্য জগতঃ পরং প্রকৃষ্টং নিধানং । নিধীয়তেহস্মিন্মিতি নিধানং । পর আশ্রয়
ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ ত্বমব্যয়ঃ । ন চ তব ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ । শাস্ততধর্মগোপ্তা ।
শাস্তবঃ শাস্ততো নিত্যো ধর্মঃ । তস্য গোপ্তা শাস্ততধর্মগোপ্তা । সনাতনশ্চিরন্তনঃ ।
ত্বং পুরুষঃ পরমঃ । মতোহভিপ্রেতঃ । মে মম ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্যং তস্মাৎ—ত্বমিতি ত্বমেবাক্ষরং
পরমং ব্রহ্ম । কথংভূতং ? বেদিতব্যং মুমুকুভিজ্ঞাতব্যম্ । ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং
নিধানং । নিধীয়তেহস্মিন্মিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ । অত এব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ ।
শাস্ততস্য নিত্যস্য ধর্মস্য গোপ্তা পালকঃ । সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষঃ । মতো মে সম্মতো-
হসি মম ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে ভগবন! বেদান্তপ্রতিপাদ্য অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম তুমিই,
এবং সেই অন্যাই মুমুকুগণের জ্ঞাতব্য ও তুমিই বিশ্বব্যাপী জ্ঞাতব্যের প্রতিপালনরূপ ও নিত্য

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্য-

মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যানেত্রম্ ।

পশ্যামি হ্যাং দীপ্তহতাশবজ্রং

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

পুরুষ । তুমিই বেদ-প্রতিপাদিত আশ্রমধর্মাদির ব্যবস্থাপক ও পালনকর্তা । তুমি নিত্য বিদ্যমান পরমাত্মা ॥ ১৮ ॥

অবয়বোদ্ভিনী । অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্তরহিত) অনন্তবীৰ্য্যম্ (অনন্ত-প্রভাবশালী) অনন্তবাহুং (অনন্তহস্ত) শশিসূর্য্যানেত্রং (চন্দ্র-সূর্য্যরূপ চক্ষু বিশিষ্ট) দীপ্তহতাশ-বজ্রং (প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মুখযুক্ত) স্বতেজসা (স্বীয় তেজের দ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বং (জগৎ) তপন্তং (সন্তাপকারী) হ্যাং (তোমাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভগবান্ ! আমি দেখিতেছি, তুমি উৎপত্তি স্থিতি ও নাশবর্জিত ; অনন্তপ্রভাবশালী ; ও অনন্তবাহু ; চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নেত্র ; তোমার মুখমণ্ডলে যেন প্রদীপ্ত হতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে ; তুমি নিজতেজে যেন সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছ ॥ ১৯ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাম্ । কিঞ্চ—অনাদীতি । অনাদিমধ্যান্তম্—আদিশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ ন বিদ্যতে যস্য সোহয়মনাদিমধ্যান্তঃ । তং স্বামনাদিমধ্যান্তম্ । অনন্তবীৰ্য্যং—ন তব বীৰ্য্য-স্যান্তোহস্তীত্যনন্তবীৰ্য্যঃ । তং স্বামনন্তবীৰ্য্যং । তথা—অনন্তবাহুং—অনন্ত বাহবো যস্য তব স স্বমনন্তবাহুঃ । তং স্বামনন্তবাহুং । শশিসূর্য্যানেত্রং—শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তব স স্বং শশিসূর্য্যানেত্রং । তং হ্যাং শশিসূর্য্যানেত্রং চন্দ্রাদিত্যনয়নং । পশ্যামি হ্যাং । দীপ্তহতাশবজ্রং দীপ্তশাস্ত্রোহতাশশ্চ । স বজ্রং যস্য তব স স্বং দীপ্তহতাশবজ্রং । তং হ্যাং দীপ্তহতাশবজ্রং । স্বতেজসা বিশ্বং সমস্তমিদং তপন্তং সন্তাপয়ন্তম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অনাদীতি । অনাদিমধ্যান্তম্—উৎপত্তিস্থিতিলয় রহিতম্ । অনন্তবীৰ্য্যম্—অনন্তং বীৰ্য্যং প্রভাবো যস্য তম্ । অনন্তা বীৰ্য্যবন্তো বাহবো যস্য তং । শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য । তদ্বৎ হ্যাং পশ্যামি । তথা দীপ্তো হতাশোহ-গ্নিবজ্রেণ যস্য তং । স্বতেজসেদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে ভগবান্ ! আমি দিব্য চক্ষু দেখিতেছি, তোমার এই বিশ্বরূপের আদি, অন্ত, মধ্য বা সীমা নাই । তোমার অপরিমেয় প্রভাবেরও শেষ নাই । “অনন্তবাহু” এই পদ দ্বারা পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই অনন্ত, ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে ।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি

ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সৰ্ব্বাঃ

দৃষ্টোদ্ভূতং রূপমিদং তবোগ্রঃ

লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন ॥ ২০ ॥

তোমার অবয়বের সীমা করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। পরম জ্যোতির আধারস্বরূপ চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নয়নদ্বয়, ও জলন্ততেজ হতাশন তোমার মুখমণ্ডলে দীপ্তি পাইতেছে। তোমার তেজে এই জগৎ সমুপ্ত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

অম্বয়বোধিনী। মহাত্মন (হে মহাত্মন!) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) ইদম্ (এই) অন্তরম্ (মধ্যস্থল—অর্থাৎ আকাশ) একেন (একমাত্র) ত্বয়া হি (তোমা কর্তৃকই) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে); সৰ্ব্বাঃ দিশঃ চ (ও দিক্‌সকল) [ব্যাপ্ত আছে]; তব (তোমার) অদ্ভুতম্ (অদ্ভূত) ইদম্ (এই) উগ্রং (ভয়ানক) রূপং (মূর্তি) দৃষ্টা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (ত্রিলোক) প্রব্যথিতম্ (অতি ভীত হইতেছে) ॥ ২০ ॥

বজ্রানুবাদ। হে মহাত্মন, তুমি একাকী হইলেও স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষ এবং দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভূত ও উগ্র মূর্তি দর্শন করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হ্যন্তরীক্ষং ব্যাপ্তং ত্বয়ৈবৈকেন বিশ্বরূপধরণে। দিশশ্চ সৰ্ব্বা ব্যাপ্তাঃ। দৃষ্টোপলভ্য। অদ্ভূতং বিস্মাপকং রূপমিদং তব। উগ্রং ক্রুরং। লোকানাং ত্রয়ং লোকত্রয়ম্। প্রব্যথিতং ভীতং প্রচলিতং বা। হে মহাত্মন! ক্ষুদ্রস্বভাব ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং। দিশশ্চ সৰ্ব্বা ব্যাপ্তাঃ। অদ্ভূতমদৃষ্টপূর্ব্বং। স্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্টা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতম্। পশ্যামীতি পূর্ব্বস্যোবানুষঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভক্তভয়হারিন্ বিশ্বরূপ ভগবন্! স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ, অথবা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। দেখিতেছি, তুমি ভিন্ন যেন আর কোন পদার্থই নাই। বুঝিলাম “ব্রহ্মৈবেদং সৰ্ব্বং” (ক), সমস্ত জগৎই ব্রহ্মরূপ। হে ভগবন্! তোমার ঈদৃশ রূপ আর কেহ কখনও দেখে নাই। তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শনে, ও ইহার উগ্রতেজঃ প্রভাবে ত্রিলোক ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২০ ॥

অমী হি ত্বা * সুরসংঘা বিশন্তি
 কেচিভীতাঃ প্রাজ্ঞলয়া গৃণন্তি ।
 স্বস্তীতু্যক্তা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
 স্তবন্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী । অমী (ঐ) সুরসংঘাঃ (দেবতাগণ) ত্বা (তোমাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন) ; কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাজ্ঞলয়ঃ (কৃতাজ্ঞলিপুটে) গৃণন্তি (স্ততি করিতেছেন) ; মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ (মহর্ষি ও সিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা (স্বস্তি—এই কথা বলিয়া) পুঙ্কলাভিঃ স্ততিভিঃ (স্ততিসমূহ দ্বারা) ত্বাং (তোমাকে) স্তবন্তি (স্তব করিতেছেন) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভগবন্ ! এই সমস্ত দেবতাগণ ভীতান্তঃকরণে তোমার শরণ লইতেছেন ; কেহ কেহ বা শঙ্কিতচিত্তে কৃতাজ্ঞলিপুটে তোমার স্ততি করিতেছেন ; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ “স্বস্তি” বচনে তোমার স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥

শাক্তরত্নাব্যম্ । অথাধুনা পুরা—যদ্বা জয়েম যদি বা নো জরেয়ুঃ (গী ২৬) ইত্যৰ্জ্জুনস্য সংশয় আসীৎ তন্নির্ণয়য় পাণ্ডবজয়মৈকাভিঃ দর্শয়ামীতি প্রবৃত্তো ভগবান্ । তং ভগবন্তং পশ্যন্নাহ—অমী হীতি । কিঞ্চ—অমী হি যুধ্যমানা যোদ্ধারস্ত্বা ত্বাং সুরসংঘাঃ—যেহত্র ভূতরাবতারারাবতীর্ণা বসাদিদেবসংঘা মনুষ্যসংস্থানান্তে—বিশন্তি প্রবিশন্তো দৃশ্যন্তে । তত্র কেচিভীতাঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সন্তো গৃণন্তি স্তবন্তি ত্বাং, পলায়নেহপাশভাঃ সন্তঃ । যুদ্ধে প্রতাপহিত উৎপাতাদিনিমিত্তান্যুপলক্ষ্য স্বস্ত্যস্ত জগত ইত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ—মহর্ষীগাং চ সিদ্ধানাং চ সংঘাঃ—স্তবন্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ সম্পূর্ণাভিঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অমী হীতি । অমী সুরসংঘা ভীতাঃ সন্তস্তাঃ বিশন্তি শরণং প্রবিশন্তি । তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসংপুটকর-যুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি—জয় জয় রক্ষ রক্ষতি—প্রার্থয়ন্তে । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে বিশ্বরূপধারিন্ ! দেখিতেছি, বসু-রুদ্র-আদিত্যাদি দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন । ‘ত্বা+অসুরসংঘাঃ’ এক্রপ পদচ্ছেদ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, অসুরাংশে জাত দুর্যোধনাদি ও সেনাগণের মধ্যে কেহ কেহ, অনলে পতঙ্গপাতের ন্যায়, তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে । নারদাদি ঋষিগণ ও কপিলাদি সিদ্ধগণ জগৎ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য স্বস্তি বচনে তোমার স্ততি গান করিতেছেন ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুতশ্চাস্থপাশ্চ ।

গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা

বীক্ষন্তে ত্বা * বিস্মিতাশ্চৈব সৰ্বে ॥ ২২ ॥

অনুব্রবোধিনী । রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ, (বসুগণ) যে চ সাধ্যাঃ (ও যাঁহারা সাধ্যদেব), বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ), অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়), মরুতঃ (ও মরুদগণ), উশ্বপাঃ চ (ও উশ্বপায়ী) [পিতৃগণ], গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ চ (এবং গন্ধর্বযক্ষ অসুর ও সিদ্ধগণ) সৰ্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (চমৎকৃত হইয়া) ত্বা (তোমাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভগবন্ ! রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদগণ, উশ্বপগণ এবং গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ আদি সকলেই তোমাকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছেন ॥ ২২ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । কিঞ্চান্যৎ—রুদ্রেতি । রুদ্রাদিত্যাঃ । বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ । রুদ্রাদয়ো গণাঃ । বিশ্বেহশ্বিনৌ । বিশ্বে দেবাঃ । অশ্বিনৌ চ দেবৌ । মরুতশ্চ বায়বঃ । উশ্বপাশ্চ পিতরঃ । গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ—গন্ধর্বা হাহাহুপ্রভৃত্যঃ । যক্ষাঃ কুবেরপ্রভৃত্যঃ । অসুরা বিরোচনপ্রভৃত্যঃ । সিদ্ধাঃ কপিলাদয়ঃ । তেষাং সংঘা গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ । তে বীক্ষন্তে পশ্যন্তি । ত্বা ত্বাম্ । বিস্মিতাঃ বিস্ময়মাপনুঃ সন্তঃ । ত এব সৰ্বে ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—রুদ্রেতি । রুদ্রাশ্চ । আদিত্যাশ্চ । বসবশ্চ । যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ । বিশ্বে দেবাঃ । অশ্বিনৌ দেবৌ । মরুতো মরুদগণাশ্চ । উশ্বপাঃ পিবন্তীত্যুশ্বপাঃ । পিতরঃ । উশ্বভাগা হি পিতরঃ—ইতি শ্রুতেঃ স্মৃতিশ্চ—যাবদুক্ষং ভবেদনুং যাবদশুভি বাগ্যতাঃ । তাবদশুভি পিতরো যাবনোক্তা হবির্গুণাঃ ॥ (ক) ইতি । গন্ধর্বাশ্চ । যক্ষাশ্চ । অসুরাশ্চ বৈরোচনাদয়ঃ । সিদ্ধসংঘাঃ সিদ্ধানাং সংঘাশ্চ । সৰ্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তস্তাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে বিশ্বরূপ ! তোমার এই অদ্ভুত রূপ কেহ কখনও স্বপ্নেও দেখে নাই । দেবতাগণসকলে অবাক হইয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে নিনিমেষনেত্রে তোমাকে অবলোকন করিতেছেন । তোমার অনন্তমায়ী বুদ্ধিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন । “উশ্বপাঃ” পদে পিতৃগণ উপলক্ষিত হইয়াছেন । “উশ্ব ভাগা হি পিতরঃ” (শ্রুতি) । পিতৃগণকে মন্ত্রাবাহনাদি দ্বারা যে দুষ্ক-দধি-ঘৃতাदि নিবেদন করা যায়, তাহা তাঁহারা মনুষ্যের ন্যায় ভোজন

* বীক্ষন্তে হ্রামিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ ।

(ক) মনু. ৩।২৩৭ ।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥

করেন না ; কিন্তু বংশধরগণ শ্রদ্ধাপূর্বক যাহা যাহা তাঁহাদের জন্য নিবেদন করেন, তত্তাবতের “উন্নভাগ” অর্থাৎ তত্তৎপদার্থনিহিত পবিত্র তেজঃশক্তি পান করিয়া পুষ্ট লাভ করেন। যে অনার্য্যাবুদ্ধি পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রাদ্ধাদিতে নিবেদিত দ্রব্য বা পিণ্ডাদিকাদি যদি পিতৃগণ গ্রহণই করেন, তবে উহার পরিমাণ কমিয়া যায় না কেন ? “উন্নভাগঃ” পদের গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের এ সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারিবে ॥২২॥

অর্থবোধিনী । মহাবাহো (হে মহাবাহো!) তে (তোমার) বহুবক্ত্রনেত্রং (বহুমুখ ও বহুনেত্রযুক্ত) বহুবাহুরূপাদং (বহু বাহু, বহু উরু ও বহু চরণ বিশিষ্ট) বহুদরং (অনেক উদরবিশিষ্ট) বহুদংষ্ট্রাকরালং (অসংখ্য বৃহৎ দন্ত দ্বারা অতি ভয়াবহ) মহৎ রূপং (মহতী আকৃতি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সমস্ত জীব) প্রব্যথিতাঃ (ভীত হইয়াছে) তথা (সেইরূপ) অহম্ (আমি) [ভীত হইয়াছি] ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মহাবাহো ! তোমার এই মহৎ ও বহুনেত্রযুক্ত বহু মুখমণ্ডল, বহু বাহু, বহু উরু, বহু পদ, বহু উদর ও বহুদংষ্ট্রাবিকাশ-ভয়ানক বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া সমস্ত জীব ভীত হইয়াছে, এবং আমিও ভয় পাইয়াছি ॥ ২৩ ॥

শাক্তরহস্যম্ । যস্মাৎ—রূপমিতি । রূপং মহদতিপ্রমাণং তে তব । বহুবক্ত্রনেত্রং—বহুনি বক্ত্রাণি মুখানি নেত্রাণি চক্ষুঃষি চ যস্মিন্ স্তদ্রূপং বহুবক্ত্রনেত্রম্ । হে মহাবাহো । বহুবাহুরূপাদং—বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ রূপে তদ্বহুবাহুরূপাদম্ । কিঞ্চ বহুদরং—বহুন্যুদরাণি যস্মিন্ রূপে তদ্বহুদরম্ । বহুদংষ্ট্রাকরালং—বহ্নীভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং তদ্বহুদংষ্ট্রাকরালম্ । দৃষ্ট্বা রূপমীদৃশম্ । লোকা লোকিকাঃ প্রাণিনঃ । প্রব্যথিতাঃ প্রচলিতা ভয়েন । তথাহহমপি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—রূপমিতি । হে মহাবাহো মহদত্যুজ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্বের প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ । তথাহং চ প্রব্যথিতোহস্মি । কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা ? বহুনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিন্ স্তৎ । বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ স্তৎ । বহুন্যুদরাণি যস্মিন্ স্তৎ । বহ্নীভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতম্ । রৌদ্র-মিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে ভগবন্ । তোমার এই বহুপাদোক্তনেত্রাদিযুক্ত বিরূপ দেহ যেন সংহারসূচক বলিয়া বোধ হইতেছে । লোকত্রয় তোমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া যে ভীত

নভঃস্পৃশং দীপ্তমানেকবর্ণং

ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্ট্বা হি স্বাং প্রব্যথিতান্তরাঙ্গা

ধৃতিং ন বিদ্মামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমাকে তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই অপূৰ্ব্ব রূপ দেখাইলে, উহা দেখিবার জন্য দিব্য চক্ষুও দান করিলে; কিন্তু তথাপি আমি ভীত হইতেছি। প্রভো! অন্যে পরে কা কথা? ॥ ২৩ ॥

অবয়ববোধিনী । বিষ্ণো (হে বিষ্ণো!) নভঃস্পৃশং (আকাশব্যাপী) দীপ্তম্ (তেজোযুক্ত) অনেকবর্ণং (নানাবর্ণ বিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিষ্ফারিতমুখ) দীপ্তবিশালনেত্রং (প্রদীপ্তবিশালচক্ষুবিশিষ্ট) স্বাং (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাঙ্গা (ব্যথিতমনাঃ) অহং (আমি) ধৃতিং (ধৈর্য্য) শমং চ (ও শান্তি) ন হি বিদ্মামি (পাইতেছি না) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে বিষ্ণো! তোমার নভোমণ্ডলব্যাপী মহাতেজস্বী নানাবর্ণ-বিশিষ্ট বিষ্ফারিত মুখমণ্ডল ও প্রদীপ্ত-বিশাল-নেত্র-বিশিষ্ট মূর্তি দর্শন করিয়া আমি ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ২৪ ॥

শাস্ত্ররক্ষাশ্রম । তত্রৈদং কারণং—নভঃস্পৃশমিতি । নভঃস্পৃশং দ্যুস্পর্শমিত্যর্থঃ । দীপ্তং প্রজলিতম্ । অনেকবর্ণম্—অনেকে বর্ণা ভয়ঙ্করা নানাসংস্থানা যস্মিংস্তুয়ি তং স্বামনেকবর্ণম্ । ব্যাত্তাননং—ব্যাত্তানি বিবৃতান্যানানানি মুখানি যস্মিংস্তুয়ি তং স্বাং ব্যাত্তাননম্ । দীপ্তবিশালনেত্রং—দীপ্তানি প্রজলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রানি যস্মিংস্তুয়ি তং স্বাং দীপ্তবিশালনেত্রম্ । দৃষ্ট্বা হি স্বাং প্রব্যথিতান্তরাঙ্গা । প্রব্যথিতঃ প্রতীতোহস্তরাঙ্গা মনো यस্য মম সোহং প্রব্যথিতান্তরাঙ্গা । প্রব্যথিতান্তরাঙ্গা সন্ ধৃতিং ধৈর্য্যং ন বিদ্মামি ন লভে । শমং চোপশমং মনস্তৃপ্তিম্ । হে বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ন কেবলং ভীতোহহমিত্যেতাবদেব । অপি তু—নভঃস্পৃশমিতি । নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ । তম্ । অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ । দীপ্তং তেজোযুক্তম্ । অনেকে বর্ণা यस্য তম্ । ব্যাত্তানি বিবৃতান্যানানানি यस্য তম্ । দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি यस্য তম্ । এবংভূতং হি স্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোহস্তরাঙ্গা মনো यस্য সোহহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমং চ ন লভে ॥ ২৪ ॥

গৌতমসম্মীপনী । হে বিষ্ণো! তোমাকে দেখিয়া যে কেবল ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি, তাহা নহে; তোমার উজ্জ্বল দীপ্ত আমার চক্ষু, সহ্য করিতে পারিতেছে না। তোমার সর্বদিগ্‌ব্যাপি রূপ আমার মন ধারণ করিতে অসমর্থ। তোমার সর্বগ্রাসী ভয়ানক মুখ ও প্রলয়দৃষ্টি-বিশালায়ত নেত্র দর্শনে আমার চিত্তবৈকল্য জন্মিতেছে। বলিতে কি, আমি স্থির ও

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
 দৃষ্টেব কালানলসন্নিভানি ।
 দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
 প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

শান্ত থাকিতে পারিতেছি না । তুমি শীঘ্র এই ভয়ানক রূপের প্রতিসংহার না করিলে আমি নিতান্ত বিকল হইয়া পড়িব । ভগবান্ বিশ্বব্যাপক রূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া অজ্ঞান এখানে “বিষ্ণো”—ব্যাপক—এই সম্বোধন করিলেন ॥ ২৪ ॥

অনুবোধিনী । দেবেশ (হে দেবেশ!) দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রাঘারা বিকৃত) কালানলসন্নিভানি চ (ও প্রলয়গ্নিসদৃশ) তে (তোমার) মুখানি (মুখসমূহ) দৃষ্টা এব (দেখিয়াই) [আমি] দিশঃ (দিক্‌সকল) ন জানে (জানিতে পারিতেছি না), শর্ম্ম চ (ও সুখ) ন লভে (পাইতেছি না); জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস!) প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । তোমার দংষ্ট্রাকরাল প্রলয়গ্নিসম্মিত মুখমণ্ডল দর্শনে আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে; মনে সুখ পাইতেছি না । হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি [আমার প্রতি] প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কস্মাৎ?—দংষ্ট্রাকরালনীতি । দংষ্ট্রাকরালানি—দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি । তে তব মুখানি দৃষ্টেবোপলভ্য । কালানলসন্নিভানি—প্রলয়কালে লোকানাং দাহকোহগ্নিঃ কালানলঃ । তৎসন্নিভানি কালানলসদৃশানি । দৃষ্টেত্যেতৎ । দিশঃ পূর্বাপরবিবেকে ন জানে । দিগ্‌মুচোহস্মি জাতঃ । অতো ন লভে চ নোপলভে চ শর্ম্ম সুখম্ । অতঃ প্রসীদ প্রসন্নো ভব । হে দেবেশ । জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—দংষ্ট্রেতি । হে দেবেশ তব মুখানি দৃষ্টা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি । শর্ম্ম সুখং চ ন লভে । ভো জগন্নিবাস প্রসন্নো ভব । কীদৃশানি মুখানি দৃষ্টা? দংষ্ট্রাভিঃ করালানি । কালানলঃ প্রলয়গ্নিঃ । তৎসদৃশানি ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । হে ভগবন্! ভাবিয়াছিলাম তোমার অলোকসামান্য বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া পরম সুখ লাভ করিব; কিন্তু হে প্রকাশস্বরূপ! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার পূর্বাপর দিগ্‌ভ্রম হইতেছে, এবং উদ্বেগে, ভয়ে ও চাঞ্চল্যে সমস্ত সুখই বিনষ্ট হইতেছে । হে জগন্নিবাস! [সর্ব্বজগৎ যাঁহাতে অবস্থিতি করিয়া সুখ ভোগ করে] তুমি প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার—তোমার শরণাগত ভক্তের—তৃপ্তি সাধন কর ॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ

সর্বৈ সত্ৰৈবাবনিপালসংঘৈঃ ।

ভাস্মা দ্রোণঃ স্ততপুত্রস্তথাহসৌ

সহাস্মদৌয়ৈরপি যোধমুখৈঃ ॥ ২৬ ॥

বজ্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি

দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।

কেচিদ্ধিলগ্না দশনান্তরেষু

সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতকৃত্তমাক্ষৈঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থবোধিনী । অবনিপালসংঘৈঃ সহ (নৃপতিসমুল সহ) অমী চ সর্বৈ এব (ঐ সমস্ত) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) পুত্রাঃ (পুত্রগণ), তথা (এবং) ভীষ্মঃ (ভীষ্ম), দ্রোণঃ (দ্রোণ), অসৌ সূতপুত্রঃ চ (ও ঐ কর্ণ), অস্মদৌয়ৈঃ (আমাদের) যোধমুখৈঃ অপি সহ (প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগেরও সহিত) ত্বরমাণাঃ (ত্বরযুক্ত হইয়া), ত্বাং (তোমাকে) তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রাকরাল) ভয়ানকানি (ভয়ানক) বজ্রাণি (মুখসমূহ মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন) । কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ (চূর্ণিত) উত্তমাক্ষৈঃ (মস্তক সমূহ) [লইয়া] দশনান্তরেষু (দন্তসমূহের সন্ধিস্থলে) বিলগ্নাঃ (লীন) সংদৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছে) ॥ ২৬।২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে ভগবন্ !] ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধানাদি পুত্রগণ ও রাজমণ্ডলী তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে । ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এই বীরত্রয়, আমাদের আত্মীয় যোদ্ধৃবর্গের সহিত তোমার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছেন । [হে ভগবন্ !] তোমার দংষ্ট্রাকরাল মুখমধ্যে অতিবেগে দুর্যোধানাদি প্রবেশ করিতেছে । কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, ও দেখিতেছি কেহ কেহ বা তোমার বিশাল দংষ্ট্রার সন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইয়া যাইতেছে ॥ ২৬।২৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যেভ্যো মম পরাজয়শঙ্কা যা প্রাগেবাসীং সা চাপগতা । যতঃ—অমী চেতি । অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্যোধানপ্রভৃতয়ঃ । ত্বরমাণা বিশন্তীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । সর্বৈ সত্ৰৈব সহিতা অবনিপালসংঘৈঃ । অবনিং পৃথ্বীং পালয়ন্তী-তাবনিপালাঃ । তেষাং সংঘৈঃ । কিঞ্চ ভীষ্মঃ । দ্রোণঃ । সূতপুত্রঃ কর্ণস্তথাহসৌ । সহাস্মদৌয়ৈরপি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিভির্যোধমুখৈঃ । যোধানাং মুখৈঃ প্রধানৈঃ সহ ॥ ২৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—বজ্রাণীতি । বজ্রাণি মুখানি তে তব ত্বরমাণাস্তুরায়ুক্তাঃ সন্তো বিশন্তি । কিংবিশিষ্টানি মুখানি ? দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ভয়ঙ্করাণি । কিঞ্চ কেচিন্মুখানি প্রবিষ্টানাং মধ্যে বিলগ্না দশনান্তরেষু দন্তান্তরেষু মাংসমিব ভক্তিতং সংদৃশ্যন্তে । চূর্ণিতৈঃ চূর্ণীকৃতৈঃ ।

যথা নদীনাং বহবোহম্মুবেগাঃ

সমুদ্ভ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।

তথা তবানী নরলোকবীরা

বিশন্তি বক্তৃণ্যভি বিজ্ঞলন্তি * ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যচ্চান্যদ্রষ্টুমিচ্ছনীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবি জয়াপরাজয়া-
দিকং চ মম দেহে পশ্যেতি যন্তগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যান্নাহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ ।
অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্যোধনাদয়ঃ সৰ্ব্বৈঃ । অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সংঘৈঃ
সমুত্থৈঃ সত্ৰৈব । তব বক্তৃণি বিশন্তীতুত্তরেণান্বয়ঃ । তথা ভীষ্ম*চ দ্রোণ*চাসৌ
সূতপুত্রঃ কর্ণ*চ । ন কেবলং ত এব বিশন্তি । অপি তু প্রতিযোদ্ধারৌহস্মদীয়া য়ে
যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিধৃষ্টদ্যুয়াদয়ন্তেঃ সহ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বক্তৃণীতি । য এতে সৰ্ব্বৈঃ স্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ
করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্তৃণি বিশন্তি তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণীকৃতৈরুত্তমাষ্ট্রৈঃ
শিরোভিরুপলক্ষিত-দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী। এই মহাযুদ্ধে যাহারা হত হইবে, ভগবান্ অর্জুনের উৎসাহ ও
সাহস বর্দ্ধনার্থ ও অর্জুনের নিশ্চয় জয় হইবে, এই আশা দিবার নিমিত্ত তত্তাবৎকে
নিজ কাল করাল বদনে প্রবিষ্ট হইতে দেখাইতেছেন । তাই অর্জুন বলিতেছেন, হে
ভগবন্ ! শল্যাদি রাজগণ সহ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অজেয় ভীষ্মদেব, দুর্জয় দ্রোণাচার্য্য, আমার
চিত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ, এবং আমাদের পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুয়াদি যোদ্ধাবর্গ তোমার মুখবিবরে
প্রবেশ করিতেছেন । দুর্যোধনাদি দুষ্টগণ তোমার বিকটদন্ত বদন মধ্যে শীঘ্র ধাবিত
হইতেছে । প্রবেশকালে কাহারও কাহারও মস্তক যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, ও কেহ
কেহ বা তোমার দন্তপার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৬।২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) নদীনাং (নদীসকলের) বহবঃ (বহু) অম্মুবেগাঃ
(জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (অভিমুখ হইয়া) সমুদ্ভ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে),
তথা (সেইরূপ) অমী (ঐ সকল) নরলোকবীরাঃ (বীরপুরুষেরা) তব (তোমার)
বিজ্ঞলন্তি (সর্বতঃ দীপ্যমান) বক্তৃণি (মুখসমূহ) অভি (অভিমুখে) বিশন্তি (প্রবেশ
করিতেছে) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে ভগবন্ !] যেমন বহুধারা প্রবাহিত নদীর জলরাশি
সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ মনুষ্যালোকমধ্যে এই
বীরগণ তোমার সর্বতঃ প্রকাশিত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা

বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।

তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-

স্তবাপি বক্তৃণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথং প্রবিশন্তি মুখানীতি? আহ—যথা নদীনামিতি । যথা নদীনাং স্রবন্তীনাং বহবোহবুনাং বেগা অবুবেগাস্তরাবিশেষাঃ সমুদ্রমেরাভিমুখাঃ প্রতিমুখা দ্রবন্তি প্রবিশন্তি । তথা তদন্তবামী ভীষ্মাদয়ো নরলোকবীরা মনুষ্যালোকগুরা বিশন্তি বক্তৃণ্যতি বিজ্বলন্তি প্রকাশমানানি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রবেশমেব দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি । নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোহবুনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তো যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি । তথাহমী যে নরলোকবীরাস্তেহতিতো জ্বলন্তি সর্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্তৃণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮ ॥

গীতামূল্যপনী । যেমন নদীগণ নানাধারায় বিতক্ত হইয়া নানাদিক্ দিয়া সাগরের দিকে অবত্স্রলভ ভাবে আপনা-আপনি সবেগে ধাবিত হইয়া সাগর মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুর্যোধনাদি রাজা ও বীরবর্গ যেন বুদ্ধি-বিচার-চেষ্টা না করিয়া অনায়াসে তোমার মুখমধ্যে চলিয়া যাইতেছে ॥ ২৮ ॥

অনুবোধধিনী । যথা (যেমন) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গগণ) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগে ধাবিত হইয়া) নাশায় (মরণের জন্য) প্রদীপ্তং (প্রজ্বলিত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে) ; তথা (সেইরূপ) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগযুক্ত হইয়া) লোকাঃ অপি (লোকগণও) নাশায় এব (মরণের নিমিত্তই) তব (তোমার) বক্তৃণি (মুখবিবরসমূহে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হইতেছে) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভগবন্ ! যেমন পতঙ্গগণ অতিবেগে ধাবিত হইয়া নিজ মরণের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে পবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকল নিজ নিজ মরণের নিমিত্ত অতি বেগে তোমার মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তে কিমর্থং প্রবিশন্তি? কথং চেতি? আহ—যথেতি সমৃদ্ধ উদ্ভূতো বেগো গতির্যেষাং তে সমৃদ্ধবেগাঃ । যথা প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিঃ পতঙ্গাঃ পক্ষিণো বিশন্তি নাশায় বিনাশায় । তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ প্রাণিনস্তবাপি বক্তৃণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অবশেষেন প্রবেশে নদীবেগো দৃষ্টান্ত উক্তঃ । বুদ্ধিপূর্ব্বক-প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি । প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিঃ পতঙ্গাঃ শলভা বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়েব বিশন্তি তথৈব লোকা এতে জনা অপি তব মুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলন্তিঃ ।

তেজোভিরাপর্য্য জগৎ সমগ্রং

ভাসন্তবোহ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বীরবর্গ যে কেবল নদীর জলধারার ন্যায় অজ্ঞানপূর্ব্বকই তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা নহে। পতঙ্গগণ যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনাদি বীরগণও মরিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই তোমার বিকট বক্তৃত্ত্ব মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৯ ॥

অম্বয়বোধিনী । [তুমি] জ্বলন্তিঃ (জ্বলন্ত) বদনৈঃ (মুখসমূহ দ্বারা) সমগ্রান্ (সমস্ত) লোকান্ (লোকদিগকে) গ্রসমানঃ (গ্রাসকরতঃ) সমস্তাং (সর্ব্বতোভাবে) লেলিহ্যসে (ভক্ষণ করিতেছে)। বিষ্ণো (হে বিষ্ণো!) তব (তোমার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (প্রভাসমূহ) তেজোভিঃ (তেজোরশি দ্বারা) সমগ্রং (সকল) জগৎ (জগৎকে) আপর্য্য (ব্যাপিয়া) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে বিষ্ণো ! তুমিও যেন সমগ্র লোকের গ্রাসাভিলাষী হইয়া নিজ প্রদীপ্ত বদন বিস্তার করিয়া বীরবর্গকে ভক্ষণ করিতেছ ; এবং তোমার অতু্যগ্র দীপ্তি সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩০ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । স্বং পুনঃ—লেলিহ্যস ইতি। লেলিহ্যস আশ্বাদয়সি। গ্রসমানোহন্তঃ প্রবেশয়ন্। সমস্তাং সমস্ততঃ। লোকান্ সমগ্রান্ সমস্তান্। বদনৈর্ব্বক্তৈঃ জ্বলন্তির্দীপ্যমানৈঃ। তেজোভিরাপর্য্য সংব্যাপ্য জগৎ। সমগ্রং সহাগ্রণ। সমস্ত-মিত্যেতৎ। কিঞ্চ ভাসো দীপ্তয়ন্তবোহ্রাঃ ক্রুরাঃ প্রতপন্তি সন্তাপং কুর্বন্তি। হে বিষ্ণো ব্যাপনশীল ॥ ৩০ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততঃ সমস্তাং কিম্। অত আহ--লেলিহ্যস ইতি। গ্রসমানো গিলন্। সমগ্রাল্লোকান্ সর্ব্বানন্তান্ বীরান্। সমস্তাং সর্ব্বতঃ। লেলিহ্য-সেহতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈঃ? জ্বলন্তির্বদনৈঃ। কিঞ্চ হে বিষ্ণো তব ভাসো দীপ্তয়-স্তেজোভিবিম্বুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে ভগবন্! বীরগণই যে কেবল মরিবার জন্য আপনা-আপনি ছুটিয়া আসিতেছে, তাহা নহে ; তুমিও তাহাদের বিনাশেচ্ছ। তোমার গ্রাসেচ্ছার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উহারা বেগে আসিতেছে ; আর তুমি নিজ প্রদীপ্ত বদনে সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ। তোমার এই সংহারময়ী দীপ্তির তেজে জগৎ নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩০ ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্রহরূপা

নমোহস্ত তে দেববর প্রসাদ ।

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাত্মং

ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী । উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্ত্তিধারী) ভবান্ (তুমি) কঃ (কে)—[ইহা] মে (আমাকে) আখ্যাহি (বল) । তে (তোমাকে) নমঃ অস্ত (প্রণাম হউক), দেববর (হে দেববর!) প্রসাদ (প্রসন্ন হও) । আদ্যং (আদিপুরুষ) ভবন্তং (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করিতেছি); হি (যে হেতু) তব (তোমার) প্রবৃত্তিং (বৃত্তান্ত) ন প্রজ্ঞানামি (জানি না) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে ভগবন্] এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে, ইহা আমাকে বল । হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও । সর্বকারণস্বরূপ তোমাকে জানিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে ; কেননা তোমার চেষ্টা-চরিত্র আমি কিছুই জানি না ॥ ৩১ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । যত এবমুগ্রস্বভাবোহতঃ—আখ্যাহীতি । আখ্যাহি কথয় । মে মহ্যং । কো ভবানেবমুগ্ররূপোহতিক্রুরাকারঃ? নমোহস্ত তে তুভ্যম্ । হে দেববর দেবানাং প্রধান । প্রসাদ প্রসাদং কুরু । বিজ্ঞাতুং । বিশেষণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি—ভবন্তমাদ্যম্ । আদৌ ভবমাদ্যম্ । ন হি যস্মাৎ প্রজ্ঞানামি তব স্বদীয়াং প্রবৃত্তিং চেষ্টাম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি । ভবানুগ্ররূপঃ কঃ?—ইত্যাখ্যাহি কথয় । তে তুভ্যং নমোহস্ত । হে দেববর প্রসাদ প্রসন্নো ভব । ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি । যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং—কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোহসীতি—ন জানামি । এবং তুতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১ ॥

গীতাধর্ষসঙ্গীপনী । হে ভগবন্ ! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছ, ইহা দেখিয়া তোমাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না । তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দেবোত্তম ! তুমি কি প্রলয়কারী মহারুদ্ধ বা প্রলয়ানল, অথবা মহামৃত্যু, কিংবা কালান্তক, বা পরম পুরুষ, অথবা আর কিছু? তুমি তোমার স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও । তুমি জগদ্গুরু, আমি তোমার অনুগত শিষ্য—ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর । আমি তোমার সখা ও শিষ্য হইয়াও তোমার অলৌকিক তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । বস্তুতঃ তোমার তত্ত্ব আমি অনুগ্রহ করিয়া না বুঝাইয়া দিলে কেহই নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না । তোমার অনন্ত রূপ—অনন্ত ভাব—অনন্ত চেষ্টা ও অলৌকিক প্রকৃতি কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না । তাই

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবুদ্ধো

লোকান্ সমাহৰ্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।

ঋতেহপি ত্বা * ন ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বৈ

যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

বলিতেছি, হে ত্রিলোকনাথ! তোমার এই বিকট বিশ্বরূপের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ৩১ ॥

অবয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) । [আমি] লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবুদ্ধঃ (অতিভীষণ) কালঃ (কালস্বরূপ) অস্মি (হই) ; লোকান্ (লোক-সকলকে) সমাহৰ্ত্তুম্ (সংহার করিতে) ইহ (এক্ষণে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি) । ত্বা ঋতে অপি (তোমা ব্যতীতও—তুমি না মারিলেও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষ পক্ষে) যে যোধাঃ (যে বীরগণ) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত) সৰ্ব্বৈ অপি (সকলেই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকিবে না) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ কাল-স্বরূপ ; আপাততঃ দুৰ্য্যোধনাদিকে ভক্ষণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধৃগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৩২ ॥

শাক্তরত্নায়ম্ । কালোহস্মীতি । কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ । লোকানাং ক্ষয়ং করোতীতি লোকক্ষয়কৃৎ । প্রবুদ্ধঃ প্রবুদ্ধিঃ গতঃ । যদর্থং প্রবৃত্তস্তচ্ছৃণু—লোকান্ সমাহৰ্ত্তুং সংহৰ্ত্তুমিহাস্মিন্ কালে প্রবৃত্তঃ । ঋতেহপি বিনাহপি ত্বা ত্বাং । ন ভবিষ্যন্তি ভীষ্মদ্রোণকর্ণপ্রভৃতয়ঃ সৰ্ব্বৈ । যেভ্যস্তবাশঙ্কা । যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু নীকমনীকং প্রতি প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষভূতেষ্বনীকেষু । যোধা যোদ্ধারঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং প্রাথিতঃ সন্ ভগবানুবাচ—কাল ইতি ত্রিভিঃ । লোকানাং ক্ষয়কৰ্ত্তা প্রবুদ্ধোহত্যুকটঃ কালোহস্মি । লোকান্ প্রাণিনঃ সংহৰ্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোহস্মি । অত ঋতেহপি ত্বাং—হস্তারং বিনাহপি—ন ভবিষ্যন্তি ন জীবিস্যন্তি । যদ্যপি ত্বয়া ন হস্তব্য এতে তথাপি ময়া কালান্ননা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিস্যন্ত্যেব । কে তে ? প্রত্যনীকেষু—অনীকানি অনীকানি প্রতি—ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সৰ্ব্বাস্থ সেনাস্থ যে যোদ্ধা-রোহবস্থিতাস্তে সৰ্ব্বৈহপি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে অৰ্জুন! সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া আমিই আবার তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকি । দুৰ্য্যোধনাদি দুষ্প্রবৃত্তির জন্য আমার সংহারিণী মায়ার

তস্মাদ্ভুমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

জিত্বা শত্রুন্ ভুঙ্ক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বমেব

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

শাসনাধীন হইয়াছে। কেবল দুৰ্য্যোধনাদি নহে, তুমি যে ভীষ্ম দ্রোণাদির বধার্থ শক্তিত হইতেছ, দুষ্ট পক্ষীয় সেই মহারথিবর্গেরও এবার নিস্তার নাই। তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, আমার সংহারমায়ার উগ্রতেজে এবার তাঁহারা সকলেই দেহ ত্যাগ করিবেন ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (অতএব) স্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থ উত্তিত হও), যশঃ (যশ) লভস্ব (লাভ কর), শত্রুন্ (শত্রুদিগকে) জিত্বা (জয় করিয়া) সমৃদ্ধং (নিষ্কণ্টক) রাজ্যং (রাজ্য) ভুঙ্ক্ষু (ভোগ কর); ময়া (মৎকর্তৃক) এতে (ইহারা) পূৰ্ব্বম্ এব (পূৰ্ব্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে); সব্যসাচিন্ (হে সব্যসাচিন!) [তুমি] নিমিত্তমাত্রং (নিমিত্তমাত্র) ভব (হও) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব তুমি যুদ্ধার্থ সমুত্তিত হও, বিজয়যশোরাশি লাভ কর; শত্রুবর্গকে পরাভব করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! দেখিলে তো, তোমার যুদ্ধ করিবার পূৰ্ব্বেই তোমার শত্রুগণকে আমি সংহার করিয়া রাখিয়াছি; তমি তাহাদের মরণের নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। যস্মাদেবং—তস্মাদ্ভুমিতি। তস্মাদ্ভুমুত্তিষ্ঠ। ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতয়ো-
হতিরথা অবস্থিতা অজেয়া দেবৈরপ্যর্জুনেন জিতাঃ—ইতি যশো লভস্ব। কেবলং পুণ্যৈহি
তৎ প্রাপ্যতে। জিত্বা শত্রুন্ দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতীন ভুঙ্ক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধমসপত্নমকণ্টকম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ নিশ্চয়েন হতাঃ প্রাণৈবিরয়োজিতাঃ পূৰ্ব্বমেব। নিমিত্তমাত্রং ভব স্ব।
হে সব্যসাচিন। সবেয়ন বামেনাপি হস্তেন শরাণাং ক্ষেপাৎ সব্যসাচীতুচ্যতেহর্জুনঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাদ্ভুমুত্তিষ্ঠ। দেবৈরপি
দুর্জয়া ভীষ্মাদয়োহর্জুনেন নির্জিতা ইত্যেবংভূতং যশো লভস্ব প্রাপুহি। অযত্নতশ্চ
শত্রুন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষু। এতে চ তব শত্রবস্তৃদীয়যুদ্ধাৎ পূৰ্ব্বমেব ময়ৈব
কালান্তরানি নিহতপ্রায়াঃ। তথাপি স্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন। সবেয়ন
বামেন হস্তেন সচিৎ শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যোতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ
সব্যসাচীতুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জুন! তুমি ভীত বা বিষণ্ণ হইও না। যে ভীষ্ম-দ্রোণ
আদিকে জয় করিতে ইচ্ছা করিতে হইবে, সেই বীরবর্গ তোমার অল্প যুদ্ধেই হত হইবেন।
ইহাতে তোমার বীরত্বের মহাযশঃ ঘোষিত হইবে। অযত্নস্বলভ এমন যশঃ তুমি কেন পরিত্যাগ
করিতেছ? তুমিই যদি ইহাদের বধের একমাত্র কারণ হইতেছ, তাহা হইলে এ অনর্থপাত জন্য

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ

কর্ণং তথা আনপি যোধবীরান্ ।

ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা

যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

তোমাকে উৎসাহিত করিতাম না ; কিন্তু তাঁহাদের কৰ্ম্মদোষে তাঁহারা আমার সংহার মায়ার তীব্র তেজে যখন সকলে আপনা-আপনিই দগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তখন তোমার চিন্তা কি ? কেবল লোকদৃষ্টিতে তুমি তাঁহাদিগকে বধ করিবে মাত্র । বস্তুতঃ তুমি বধকারী নও, এবং বধজন্য পাপভাগীও হইবে না । তুমি না মারিলেও তাঁহাদের মৃত্যু অবশ্যস্বাবী । অতএব নিৰ্ব্বোধের ন্যায় এই অনায়াসে যশোলাভের শুভ অবসর পরিত্যাগ করিও না । যুদ্ধ করিলেই তোমার নিশ্চয় জয় হইবে । তবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন ? উঠ, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও । ভীষ্মাদিকেও দুৰ্জয় মনে করিও না ; কেননা, আমি পূৰ্বেই তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া রাখিয়াছি । কাকতালীয়বৎ তুমি কারণ মাত্র হইয়া বিজয়বিখ্যাতি লাভ কর ।

অৰ্জুন বাম হস্তেও শর সন্ধান করিতে পারিতেন বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে “সব্যসাচিন্” বলিয়া সম্বোধন করিলেন—অর্থাৎ বাঁহার এত পরাক্রম—বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই সমান শরসন্ধানে যিনি সমর্থ, ভীষ্মাদিকে পরাভূত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে ॥ ৩৩ ॥

অর্থবোধিনী । ময়া (আমাকর্তৃক) হতান্ (হত) দ্রোণং চ (দ্রোণ), ভীষ্মং চ (ভীষ্ম), জয়দ্রথং চ (জয়দ্রথ) কর্ণং চ (ও কৰ্ণ) তথা (এবং) অন্যান্ (অন্যান্য) যোধ-বীরান্ অপি (যোদ্ধগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (বধ কর) ; মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না) ; রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে) ; [অতএব] যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কৰ্ণ আদিকে আমি স্বরূপতঃ বধ করিয়া রাখিয়াছি ; তুমি বহির্দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে বধ কর । তুমি ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ কর । তুমি নিশ্চয়ই এই সংগ্রামে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

শাক্তরহস্যম্ । দ্রোণং চেতি । যেষু যেষু যোধেষু জ্ঞানস্যাশঙ্কাসীং তাংস্তান্ সৰ্ব্বান্ ব্যপদিশতি ভগবান্—ময়া হতানিতি । তত্র দ্রোণভীষ্ময়োস্তাবৎ প্রসিদ্ধমাশঙ্কা-কারণত্বং । দ্রোণো ধনুর্বেদাচার্য্যো দিব্যাস্ত্রসংপন্নঃ । আশ্বনশ্চ বিশেষতো গুরুরিষ্টঃ । ভীষ্মঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যুদিব্যাস্ত্রসংপন্নশ্চ । পরশুরামেণ হনুমগমৎ । ন চ পরাজিতঃ । তথা জয়দ্রথোহপি । যস্য পিতা তপশ্চরতি—মম পুত্রস্য শিরো ভূমৌ পাতয়িষ্যতি যন্তস্যাপি শিরঃ পতিষ্যতীতি । কর্ণোহপি বাসবদত্তয়া শক্ত্যা স্বমোষণা সম্পন্নঃ সূর্যপুত্রঃ কানীনো যতোহতন্তং নান্যৈব নিদ্দিশতি । ময়া হতাংস্ত্বং জহি নিমিত্তমাত্রেন । মা ব্যথিষ্ঠাঃ । তেভ্যো ভয়ং মা কাৰ্ষীঃ । যুধ্যস্ব জেতাসি দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতীন্ । রণে যুদ্ধে । সপত্নাঙ্গত্রুন ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

এ তচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য

কৃতাজ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী ।

নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণঃ

সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নটৈতদ্বিদ্যাঃ কতরনো গরীয়ে। যদা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিত্যাশঙ্কা। সাহপি ন কার্যোত্যাহ—দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণা-
দীন্ ময়েব হতাংস্ত্বং জহি যাতয়। মা ব্যথিষ্ঠা ভয়ং মা কার্ষীঃ। সপত্নাঙ্গত্রুন্ রণে
যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেয্যসি। ৩৪ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী। পাছে অর্জুন মনে করেন যে, দ্রোণাচার্য্য বৃদ্ধতেজোবিশিষ্ট ও
ধনুর্বেদাচার্য্য এবং আমাদের গুরু, স্নতরাং দুর্জয়; ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যু ও দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন,
পরশুরামও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারেন নাই, স্নতরাং তিনিও অজেয়; জয়দ্রথ স্বয়ং
শিবভক্ত; বিশেষতঃ তাঁহার পিতা বৃদ্ধকত্র এই সংকল্প করিয়া তপস্যা করিতেছেন যে, যে
যোদ্ধা তাঁহার পুত্রের শিরচ্ছেদ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, তাহারও মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্
হইয়া পড়িবে; অতএব তাঁহাকে কিরূপে বধ করিব? কর্ণ সাক্ষাৎ সূর্য্যসদৃশ তেজীয়ান্ ও
অক্ষয়কবচকুণ্ডলধারী, তাঁহাকেও বধ করা কঠিন; আবার কৃপাচার্য্য, অশ্বথামা ও ভুরিশ্রবাঃ
প্রভৃতি বীরগণও নিতান্ত সামান্য নহেন। এ সমস্ত বীরবর্গকে নিহত করা কি সহজ
হইবে? এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জুন! তোমার আশঙ্কাম্পদ বীরবর্গ তো
কালকবলিত। মৃত ব্যক্তিকে মারিতে তোমার পরিশ্রমই বা কি? ভয় ও ভাবনাই বা
কি? বৃথা চিন্তিত বা ভীত হইও না। যখন যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছ, তখন
কাপুরুষের ন্যায় নিবৃত্ত না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তোমার নিশ্চয়ই
জয় হইবে ॥ ৩৪ ॥

অনুব্যবোধিনী। সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন)। কেশবস্য (কেশবের) এতৎ
(এই) বচনং (কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পিতকলেবর) কিরীটী (অর্জুন)
কৃতাজ্জলিঃ (কৃতাজ্জলি হইয়া) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণকে) নমস্কৃত্য (নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ
(অতিভীত চিত্তে) প্রণম্য (প্রণাম পূর্বক) ভূয়ঃ এব (পুনর্ব্বার) সগদগদম্ (গদগদভাবে)
আহ (বলিলেন) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, [হে ধৃতরাষ্ট্র!] কিরীটী অর্জুন
ভগবানের এই কথা শুনিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে, অত্যন্ত ভীত
হইতেও ভীতিবিহীনচিত্তে, নমস্কারপূর্ব্বক নত্নতাসহ গদগদভাবে বলিলেন
॥ ৩৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য পূর্ব্বোক্তং কৃতাজ্জলিঃ সন্

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীৰ্ত্তা

জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশা দ্রবন্তি

সৰ্ব্বৈ নমস্যান্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

বেপমানঃ কম্পমানঃ । কিরীটী । নমস্কৃত্য ভুয়ঃ পুনরবাহোজ্ঞবান্ কৃষ্ণং সগদগদং । সহ গদগদয়া বাচা মন্দশব্দেন । ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিষাতাং স্নেহাবিষ্টস্য চ হর্ষোদ্ভবাদ-শ্রুতপূর্ণনেত্রেষু সতি শ্লেষ্মণা কণ্ঠাবরোধঃ । ততশ্চ বাচোহপাটবং মন্দশব্দস্বং যৎ স গদগদং । তেন সহ বর্তত ইতি সগদগদং বচনম্ আহেতি বচনক্রিয়াবিশেষণমেতৎ । ভীতভীতঃ পুনঃ পুনর্ভয়াবিষ্টচেতাঃ সন্ । প্রণম্য প্রস্রীভুয় । আহেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ।

অত্রাবসরে সঞ্জয়বচনং সাতিপ্রায়ম্ । কথং ? দ্রোণাদিষু অর্জুনেন নিহতেষু জযোষু চতুর্নু নিরাশ্রয়ো দুর্যোধনো নিহত এবেতি মত্বা ধৃতরাষ্ট্রো জয়ং প্রতি নিরাশঃ সন্ সন্ধিং করিষ্যতি । ততঃ শান্তিরূপভয়েষাং ভবিষ্যতীতি । তদপি নাশ্রৌষীদ্ধৃতরাষ্ট্রঃ । ভবিতব্যবশাৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । মমো যদ্বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদिति । এতৎ পূর্বশ্লোকত্রয়াস্বকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটাজ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সংপূটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহোজ্ঞবান্ । কথমাহ ? হর্ষভয়াদ্যাবেশবশাদ্গদগদেন সহ বর্তত ইতি সগদগদং যথা স্যাত্থা । কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্যাবনতো ভূত্বা ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও জয়দ্রথাदि নিহত হইলে নিরাশ্রয় দুর্যোধনের নিশ্চয় পতন হইবে ; অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি ব্যতীত আর আমাদের কল্যাণ নাই—যখন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্রদত্তকিরীটধারী অর্জুন ভগবান্কে নিজ সহায় বোধে প্রেমাশ্রুতবর্ষণ করিতে করিতে বিনয় ও সঙ্কম সহ আরও কি কি বলিলেন তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৩৫ ॥

অনুবোধিনী । উর্জুন উবাচ (অর্জুন কহিলেন) । হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ !) তব (তোমার) প্রকীৰ্ত্তা (মাহাত্ম্যকীর্তনের দ্বারা) জগৎ (জগৎ) প্রহৃষ্যতি (প্রহৃষ্ট হয়), অনুরজ্যতে চ (ও অনুরাগ লাভ করে) ; রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিগিদগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে) ; সৰ্ব্বৈ (সকল) সিদ্ধসংঘাঃ চ (সিদ্ধ মহাস্বগণ) (তোমাকে) নমস্যান্তি (নমস্কার করেন)—(এ সমস্তই) স্থানে (যুক্তিযুক্ত) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । অর্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্তনে

কস্মাচ্চ তে ন নামেরন্বহাস্ত্বান্
গরীয়সে ব্রক্ষণোহপ্যাদিকত্রে ।

অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস

স্বমক্ষরং সদসন্তং পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

সমস্ত জগৎ যে প্রহসিত হয় ও অনুরাগলাভ করে, রাক্ষসকুল যে ভয়ে দিগ্দি-
গন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধমহাত্মগণ যে তোমাকে নমস্কার করেন—এ সমস্তই
যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । স্থান ইতি । স্থানে যুক্তং । কিং তৎ ? তব প্রকীৰ্ত্ত্যা
দ্বন্দ্বাহাত্ম্যকীৰ্ত্তনেন শ্রুতেন হৃষীকেশ যজ্ঞগং প্রহস্যতি প্রহর্ষমুপৈতি—তৎ স্থানে যুক্ত-
মিত্যর্থঃ । অথবা বিষয়বিশেষণং স্থান ইতি । যুক্তো হর্ষাদিবিষয়ো ভগবান্ । যত ঈশ্বরঃ
সর্বান্না সর্বতুতস্বহৃচেতি । তথানুরজ্যতে চানুরাগমুপৈতি । তচ্চ বিষয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ।
কিঞ্চ রক্ষাংসি ভীতানি ভয়াবিষ্টানি দিশো দ্রবন্তি গচ্ছন্তি । তচ্চ স্থানে বিষয়ে । সর্ব-
নমস্যন্তি নমস্কুবন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ । সিদ্ধানাং সংঘাঃ সমুদায়াঃ কপিলাদীনাম্ । তচ্চ
স্থান ইতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । স্থান ইত্যেকাদশভিরজ্জুনস্যোক্তিঃ । স্থানে—ইত্য-
ব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্মুখার্থে । হে হৃষীকেশ যত এবং স্বমদুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ । অতস্তব
প্রকীৰ্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীৰ্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহস্যামীতি । কিন্তু জগৎ সর্বং প্রহস্যতি
প্রকর্ষণে হর্ষং প্রাপ্নোতি । এতৎ তু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ । তথা জগদনুরজ্যতে চানুরাগমুপৈতি
—ইতি যৎ । তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে—ইতি যৎ
সর্ব-
যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সংঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তি—ইতি যৎ । এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ।
ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে ভগবন্ ! তুমি ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্তক, অদ্বুতপ্রভাবশালী ও
ভক্তবৎসল । তোমার গুণগাথা কীৰ্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া সকল প্রাণী আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ
করিবেই তো । তুমি যে বলিয়াছ, দুষ্টগণের সংহার জন্য তোমার আবির্ভাব, ইহা শুনিয়া
রাক্ষসগণ যে ভয়ে পলায়ন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আবার তোমার কৃপায় মোহিত
হইয়া ও তোমার রাক্ষস-বিনাস-প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দেব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণ আদি
যে তোমাকে নমস্কার করিবেন, তাহাও তো বিচিত্র নহে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । মহাত্মন (হে মহাত্মন!) অনন্ত (হে অনন্ত!) দেবেশ (হে
দেবেশ!) জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস!) ব্রক্ষণঃ অপি (ব্রক্ষারও) গরীয়সে (গুরুতর)
আদিকর্ত্তে চ (ও আদিকর্ত্তা) তে (তোমাকে) [দেবগণ] কস্মাৎ (কেন) ন নামেরন্ব
(নমস্কার না করিবেন) ? সৎ (ব্যক্ত) অসৎ (অব্যক্ত) পরং (সৎ ও অসতের অতীত)
যৎ অক্ষরং (যে অক্ষর ব্রক্ষ) তৎ চ (তাহাও) স্বং (তুমি) ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-

জ্ঞমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেত্তং চ পরং চ ধাম

ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মহাত্মন! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু ও জনক। তোমাকে দেবগণ কেনই বা নমস্কার না করিবেন? হে ভগবন্! তুমি সৎ তুমি অসৎ; আবার তুমি উভয়েরই অতীত অক্ষর ব্রহ্ম ॥ ৩৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ভগবতো হর্ষাদিবিষয়ত্বেন হেতুং দর্শয়তি—কস্মাচ্চেতি। কস্মাচ্চ হেতোস্তেতুভ্যাং ন নমেরন্ ন নমস্কর্য্যুর্হে মহাত্মন। গরীয়সে গুরুতরায়। যতো ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্যাপ্যাদিকর্তা কারণম্। অতস্তস্মাদাদিকর্ত্রে কথমেবং তে ন নমস্কর্য্যুঃ? অতো হর্ষাদীনাং নমস্কারস্য চ স্থানং ত্বমর্হঃ। বিষয় ইত্যর্থঃ। হে অনন্ত। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। ত্বমক্ষরং তৎ পরং যদেদান্তেষু শ্রুয়তে। কিং তৎ? সদসদিতি। সদ্ভিদ্ভিমানম্। অসচ্চ যত্র নাস্তীতি বুদ্ধিঃ। তে উপাধিভূতে সদসতী যস্যাক্ষরস্য। যদ্বারেণ সদসদিত্যুপচর্য্যতে। পরমার্থতস্ত সদসতোঃ পরং তদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি। তৎ ত্বমেব। নান্যদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি। হে মহাত্মন। হে অনন্ত। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। কস্মাচ্চেতোস্তে তুভ্যাং ন তুভ্যাং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কর্য্যুঃ? কথং তুভ্যায়? ব্রহ্মণোহপি গরীয়সে গুরুতরায়। আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোহপি জনকায়। কিঞ্চ সধ্যাজ্ঞম্। অসদব্যক্তং। তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম। তচ্চ ত্বমেব। এতৈর্নবভিহেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বৈ নমস্যস্তীতি ন চিহ্নমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে পরমোদারচিত্ত! হে দেশকালবস্তুরপরিচ্ছেদশূন্য! হে হিরণ্যগর্ভাদিদেবতাগণেরও নিয়ন্তা! হে জগতের আশ্রয়স্বরূপ! তুমি জগদ্বিধাতারও পরম গুরু ও স্রষ্টিকর্তা। এইজন্য সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। আবার অস্তি ও নাস্তি পদের প্রত্যয়ভূত পদার্থও তুমি, এবং অগম্য ও অপারও তুমি। তোমাকে যে সকলে নমস্কার বা অনুরাগ করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । অনন্তরূপ (হে অনন্তরূপ!) ত্বম্ (তুমি) আদিদেবঃ (আদিদেব) পুরাণঃ পুরুষ (পুরাণ পুরুষ)। অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানম্ (নিধান)। [তুমি] বেত্তা (জ্ঞাতা), বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়), পরং ধাম চ (ও পরম ধাম) অসি (হও)। ত্বয়া (তোমার দ্বারা) বিশ্বং (জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অনন্তরূপ! তুমিই আদিদেব, তুমিই পুরাণ পুরুষ,

বায়ু র্যমোহ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।

নমো নমস্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

তুমিই বিশ্বের একমাত্র নিধান, তুমিই সর্বজ্ঞ, তুমিই জেয়বস্ত, তুমি পরম ধাম, ও তুমি বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান ॥ ৩৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ । পুনরপি স্তোতি—স্মৃতি । স্বাদিদেবঃ । জগতঃ সৃষ্ট্বাং । পুরুষঃ পুরি শয়নাং । পুরাণশিচরন্তনঃ । স্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং—নির্ধীয়তেহস্মিন জগৎ সর্বং মহাপ্রলয়াদাবিতি । কিঞ্চ বেত্তাহসি বেদিতাহসি সর্বস্যৈব বেদ্যজাতস্য । যচ্চ বেদ্যাং বেদনার্থং তচ্চাসি ত্বম্ । পরমং চ ধাম পরমং পদং বৈষ্ণবম্ । ত্বয়া ততং ব্যাপ্তং বিশ্বং সমস্তম্ । হে অনন্তরূপ । অস্তো ন বিদ্যতে তব রূপাণাম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—স্বাদিদেব ইতি । স্বাদিদেবো দেবানামাদিঃ । যতঃ পুরাণোহনাদিঃ পুরুষস্তম্ । অত এব ত্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানম্ । তথা বিশ্বস্য বেত্তা জ্ঞাতা ত্বম্ । যচ্চ বেদ্যাং বস্তুজাতং পরং চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি স্বমেবাসি । অত এব হে অনন্তরূপ স্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্ । এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । হে অসীমসত্ত্বাস্বরূপ ! তুমি সকল সৃষ্টির আদি, তুমি অনাদি ; অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে তুমিই পুরুষপদবাচ্য ; পুর—শরীর মাত্রেই অন্তরাব্ধা রূপে তোমারই স্থিতি । তুমিই জগতের লয়স্থান, তুমি জগতের সকলই জ্ঞাত আছ, আবার তোমাকেই জ্ঞাত হইবার জন্য জগৎ ব্যাকুল । তুমিই সচ্চিদানন্দধন অবিদ্যাবজ্জিত বিষ্ণুর পরম পদ । হে বিশ্বরূপ ! রজ্জু যেমন সর্পভ্রমের অধিষ্ঠানভূমি, তদ্রূপ সংস্বরূপ তোমাতেই এই অসং জগৎ রূপ ভ্রম জন্মিতেছে । বস্তুতঃ জগতে ওতপ্রোতভাবে তোমারই সত্তা বিদ্যমান ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । স্বং (তুমি) বায়ুঃ (বায়ু), যমঃ (যম), অগ্নিঃ (অগ্নি), বরুণঃ (বরুণ), শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা), প্রপিতামহঃ চ (ও ব্রহ্মার জনক), [অতএব] তে (তোমাকে) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রবার) নমঃ অস্ত (নমস্কার হউক) । পুনঃ চ (পুনর্বার) নমঃ (নমস্কার) ; ভূয়ঃ অপি (পুনর্বার) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভগবন্ ! বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ রূপ সকল দেবতাই তুমি । তোমাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার করি । হে ভগবন্ ! তোমাকে পুনঃ বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—বায়ুরিতি । বায়স্ত্বং । যমশ্চ । অগ্নিঃ । বরুণোহপাং

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতাস্ত

নমোহিস্ত তে সৰ্ব্বত এব সৰ্ব্ব ।

অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্তুঃ

সৰ্বং সমাপোষি ততোহসি সৰ্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

পতিঃ । শশাঙ্কচন্দ্রমাঃ । প্রজাপতিস্তুঃ কণ্যাপাদিঃ । প্রপিতামহশ্চ—পিতামহস্যাপি পিতা প্রপিতামহঃ । বুদ্ধগোহপি পিতেত্যর্থঃ । নমো নমস্তে তুভ্যমস্ত সহস্রকৃৎস্বঃ । পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে । বহুশো নমস্কারক্রিয়াহত্যাভূক্তিগণনং কৃৎস্বচোচ্যতে । পুনশ্চ ভূয়োহপীতি শ্রদ্ধাভক্ত্যতিশয়াদপরিতোষমায়নো দর্শয়তি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইতশ্চ সৰ্বৈবস্তুমেব নমস্কার্যঃ সৰ্বদেবান্নকল্পাদিতি স্তবন স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি । বায়ুদিরূপস্তুমিতি সৰ্বদেবান্নকল্পোক্তলক্ষণার্থমুক্তম্ । প্রজাপতিঃ পিতামহঃ । তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্তম্ । অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোহিস্ত । পুনঃ সহস্রকৃৎস্বো নমোহিস্ত । ভূয়োহপি পুনরপি সহস্রকৃৎস্বো নমো নম ইতি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে ভগবন্ ! তুমিই বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ ; তুমিই যমরূপে আবার তাহাদিগকে সংহার করিতেছ । তুমিই তেজোরূপে জগৎকে উত্তপ্ত করিতেছ ; আবার জলরূপে সকলকে শীতল করিতেছ । সূর্য্য ও চন্দ্ররূপে তুমিই জগৎকে প্রকাশিত করিতেছ । তুমি প্রজাসমূহস্বষ্টি করিতেছ । তুমি সকলেরই প্রণাম্য । আমি তোমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বারংবার নমস্কার করিতেছি । তোমাকে যত বারই প্রণাম করি, কিছুতেই যেন আমার তৃপ্তি হইতেছে না—প্রাণ মন যেন আরও প্রণাম করিতে চাহিতেছে ॥ ৩৯ ॥

অম্বয়বোধিনী । সৰ্ব্ব (হে সৰ্ব্বঃ) তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (অনন্তর) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাত্তাঙ্গে) নমঃ (নমস্কার) । তে (তোমার) সৰ্ব্বতঃ এব (চতুষ্পার্শ্বে) নমঃ অস্ত (নমস্কার হউক) । স্বম্ (তুমি) অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমঃ (অনন্তবীৰ্য্য ও অসীম-বিক্রমযুক্ত) সৰ্বং (নিখিল বিশ্বকে) সমাপোষি (ব্যাপিয়া আছ), ততঃ (এই জন্য) সৰ্ব্বঃ (সৰ্ব্বস্বরূপ) অসি (হও) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে সৰ্ব্বস্বরূপ ! আমি তোমার সম্মুখভাগে নমস্কার করি, তোমার পশ্চাত্তাঙ্গে নমস্কার করি, এবং তোমার চতুষ্পার্শ্বে ই নমস্কার করি । তুমি অনন্তবীৰ্য্য ও অমিতবিক্রম, এবং তুমি জগতের সৰ্ব্বত্র বিद्यমান । এই জন্য তুমি 'সৰ্ব্ব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শাক্তরসায়নম্ । তথা—নমঃ পুরস্তাদিতি । নমঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যং দিশি তুভ্যম্ । অথ পৃষ্ঠতস্তে পৃষ্ঠতোহপি চ তে । নমোহিস্ত তে সৰ্ব্বত এব সৰ্ব্বাস্থ দিক্ণু সৰ্ব্বত্র

সংখতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং

হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সংখতি ।

অজানতা মহিমানং তবেদং

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

স্থিতায় হে সৰ্ব্ব । অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমঃ—অনন্তং বীৰ্য্যমস্য । অমিতো বিক্রমোহস্য । বীৰ্য্যং সামর্থ্যং । বিক্রমঃ পরাক্রমঃ । বীৰ্য্যবানপি কশিচ্ছত্রবধাদিবিষয়ে ন পরাক্রমতে । মন্দপরাক্রমো বা । স্বং স্বনন্তবীৰ্য্যোহমিতবিক্রমশ্চেত্যনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমঃ । সৰ্ব্বং সমস্তং জগৎ সমাপোষি সম্যগেকেনাত্মনা ব্যাপোষি যতন্ততস্তস্মাদসি ভবসি সৰ্ব্বন্তুম্ । স্বয়া বিনাতৃতং ন কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । ভক্তিপ্রদ্বাদয়তিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি । হে সৰ্ব্ব সৰ্ব্বাত্মন সৰ্ব্বাত্ম দিক্ষু তুভ্যং নমোহস্ত । সৰ্ব্বাত্ম-কল্পমুপপাদয়নুহ—অনন্তং বীৰ্য্যং সামর্থ্যং यस্য তথা । অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো यस্য সঃ । এবং তুতন্ত্বং সৰ্ব্বং বিশ্বং সমাগন্তব্রহ্মিষ্ঠ সমাপোষি ব্যাপোষি । স্ববর্ণমিব কটক-কুণ্ডলাদি স্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্তসে । ততঃ সৰ্ব্বস্বরূপোহসি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান স্বরূপতঃ আদ্যন্তপরিচ্ছেদশূন্য, তাঁহার অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ নাই । তবে ভক্তগণ তাঁহাকে সকল কন্ঠেরই আদি, মধ্য ও অন্ত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন । এই জন্য অজ্ঞান সকল কন্ঠের আদিতে তাঁহার সম্মুখ ভাগ, অন্তে তাঁহার পশ্চাত্তাগ ও মধ্যে তাঁহার সৰ্ব্বতোবিদ্যমানতা দর্শন করিয়াই তাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে ও চারিদিকে নমস্কার করিলেন । তাঁহার কায়িক বল, রূপ, বীৰ্য্য ও শিকার, এবং শস্ত্রাদির প্রয়োগকুশলতারূপ বিক্রমের সীমা নাই । তিনি নিজ সত্তাসফুরণ দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; এই জন্য তিনি কোনও বস্তুবিশেষের নামে অভিহিত না হইয়া “সৰ্ব্ব” নামে আখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

অনুবোধিনী । তব (তোমার) মহিমানং (মহিমা) ইদং চ (ও এই) [বিশ্বরূপ] অজানতা (না জানিয়া) ময়া (মৎকর্তৃক) প্রমাদাৎ (প্রমাদবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা ভাবিয়া) হে কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) হে যাদব (হে যাদব!) হে সংখ (হে সংখ!) ইতি (এইরূপ) প্রসভং (হঠাৎ) যৎ (যাহা) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে ভগবন্ !] তোমার এই বিশ্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যমহিমা না জানিয়া, হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সংখ ! এইরূপ লৌকিক সম্ভববুদ্ধিতে যাহা কিছু সামান্য ব্যবহার করিয়াছি [তুমি আমার তজ্জনিত অপরাধ ক্ষমা কর] ॥ ৪১ ॥

যচ্চাবহাসার্থমসংকৃতাঃসি বিহারশয্যাসনাভোজনেষু ।

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং

তৎ ক্ষাম্যে স্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

শাক্তব্রতায়াম্ । যতোহং স্বন্যাহাঙ্গ্যাপরিজ্ঞানাদপরাক্রোহতঃ—সখেতি । সখা সমানবয়ঃ ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিপরীতবুদ্ধ্যা প্রসভমভিভূয় প্রসহ্য যদুক্তং—হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ—অজানতাহংজ্ঞানিনা মুঢ়েন । কিমজানতেতি ? আহ—মহিমানং মাহাভ্যাং তবেদমীশ্বরস্য বিশ্বরূপম । তবেদং মহিমানমজানতেতি ? বৈয়ধিকরণেণ সম্বন্ধঃ । তবেমমিতি পাঠো যদ্যপ্তি তদা সামান্যধিকরণ্যমেব । ময়া প্রমাদাধিক্শিষ্টচিত্ততয়া । প্রণয়েন ব্যাপি—প্রণয়ো নাম স্নেহনিমিত্তো বিশস্তস্তেনাপি কারণে—যদুক্তবানস্মি ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরশ্যামিকৃতটীকা । ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি—সখেতীতি স্বাভ্যাম্ । স্বং প্রাকৃতঃ সখেত্যেবং মত্বা প্রসভং হঠাৎ তিরস্কারেণ যদুক্তং তৎ ক্ষাম্যে স্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ । কিং তৎ ? হে কৃষ্ণ—হে যাদব—হে সখেতি চ । সন্ধিরার্থঃ । প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদং চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিলেও সমবয়স্কতা ও সখ্য জন্য তাঁহাকে হয়তো আপনার সাধারণ মাতুলপুত্র বোধে কখন যাদব, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বা সখা বলিয়া লৌকিক বুদ্ধিতে ইতিপূর্বে ঈশ্বরানুচিত সম্বোধন করিয়াছেন । এক্ষণে দিব্য দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় স্বরূপ দর্শনে আপনাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বোধে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজ পূর্বকৃত স্পর্ধা ও ধৃষ্টতা জন্য ক্ষমা চাহিলেন ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী । অচ্যুত (হে অচ্যুত!) বিহারশয্যাসনাভোজনেষু (বিহার, শয়ন, উপবেশন ও আহার বিষয়ে) একঃ (একাকী থাকিতে) অথবা তৎসমক্ষং (অথবা বন্ধুজন-সমক্ষে) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) যৎ (যে) অসংকৃতঃ (অসঙ্গানিত) অসি (হইয়াছ), অহম (আমি) অপ্রমেয়ং (অপ্রমেয়স্বরূপ) স্বাং (তোমার নিকট) তৎ (তজ্জন্য) ক্ষাম্যে (ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অচ্যুত ! তোমার বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন কালে, অথবা যখন তুমি কখন একাকী থাকিতে, কিংবা তোমার অন্যান্য বন্ধুবর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতে তখন পরিহাসচ্ছলে আমি তোমাকে কত তিরস্কার করিয়াছি ; তুমি অপ্রমেয়, তোমার নিকট আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪২ ॥

শাক্তব্রতায়াম্ । যচেতি । যচ্চাবহাসার্থং পরিহাসপ্রয়োজনায়াসংকৃতঃ পরিভূতোসি

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য

ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুগরীয়ান্ ।

ন ত্বৎসমোহন্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহতা

লোকত্রয়েহ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

ভবপি । ক ? বিহারশয্যাসনভোজনেষু । বিহারং বিহারঃ পাদব্যায়ামঃ । শয়নং শয্যা । আসনমাস্থায়িকা । ভোজনমদনম । ইত্যেভেষু বিহারশয্যাসনভোজনেষু । একঃ পরোকঃ স্নানংকৃতোহসি পরিভূতোহসি । অথবাপি হে অচ্যুত তৎসমক্ষম্ । তচ্ছব্দঃ ক্রিয়া-বিশেষণার্থঃ । প্রত্যক্ষং বাসংকৃতোহসি । তৎ সর্বপরাধজাতং ক্রমায়ে ক্রমাং কারয়ে স্বামহম্ । অপ্রমেয়ং প্রমাণাতীতম ॥ ৪২ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—যচেতি । হে অচ্যুত । যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াदिषু তিরস্কৃতোহসি । এক একলঃ । সখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ । অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোহপি । তৎ সর্বমপরাধজাতং ত্বম-প্রমেয়মচিন্ত্যপ্রভাবং ক্রমায়ে ক্রমাং কারয়ামি ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসঙ্কীর্ণনী । ক্রীড়ার সময়ে, শয্যায় শয়নকালে আসনে বসিবার সময়ে, এবং সজাতীয় বহুজনমণ্ডলীতে একত্র ভোজন কালে, অথবা যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী বিশ্রাম করিতেন, কিংবা যখন তিনি মিত্রমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, অর্জুন হয়তো সেই সেই সময়ে কত উপহাসের কথা বলিয়াছিলেন ; তাই এখন তাঁহার নিকট বিনীত-ভাবে বলিতেছেন, তুমি অচিন্ত্যপ্রভাবশালী, তুমি নিষ্বিকার ও পরম দয়ালু ; আমার অজ্ঞানকৃত সমস্ত ক্রটি ক্ষমা কর ॥ ৪২ ॥

অবয়বোধিনী । অপ্রতিমপ্রভাব (হে অপ্রতিমপ্রভাব!) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) চরাচরস্য (চরাচর) লোকস্য (লোকের) পিতা (জনক), পূজ্যঃ (পূজ্য) গুরুঃ (গুরু) গরীয়ান্ চ (ও গুরুতর) অসি (হও) । অতঃ (অতএব) লোকত্রয়ে (ত্রিভুগতে) ত্বৎসমঃ অপি (তোমার তুল্যও) ন অস্তি (কেহ নাই) । [তোমা হইতে] অভ্যধিকঃ (গুরুতর) অন্যঃ (অন্য) কুতঃ (কোথায়) ? ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অনুপমপ্রভাবশালিন্ ! এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি পিতা ; তুমি পূজ্য গুরু, এবং গুরু হইতেও তুমি গুরুতর । ত্রিভুগতে তোমার তুল্য কেহ নাই ; তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেই বা হইতে পারে ? ॥ ৪৩ ॥

শাকরভাষ্যম্ । যতন্তু—পিতাসীতি । পিতাসি জনয়িতাসি । লোকস্য প্রাণিজাতস্য । চরাচরস্য স্থাবরজঙ্গমস্য । ন কেবলং ত্বমস্য জগতঃ পিতা । পূজ্যশ্চ পূজ্যর্হঃ । যতো গুরুঃ গরীয়ান্ গুরুতরঃ । কস্মাদ্ গুরুতরত্বমিতি ? আহ —ন চ ত্বৎসমস্তুল্যোহন্যোহস্তি । ন হীশ্বরদ্বয়ং সম্ভবতি । অনেকেশ্বরত্বে ব্যবহারানুপপত্তেঃ । ত্বৎসম এব তাবদন্যো ন

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কাযং
প্রসাদয়ে স্বামহমীশমীড্যম্ ।

পিতব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়র্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥

সম্ভবতি । কুত এবান্যোহভ্যধিকঃ স্যার্লোকত্রয়েহপি সর্বস্মিন্ ? আহ—অপ্রতিম-
প্রভাব । প্রতিীয়তে যয়া সা প্রতিমা । ন বিদ্যতে প্রতিমা যস্য তব প্রভাবস্য স স্বম-
প্রতিমপ্রভাবঃ । হে অপ্রতিমপ্রভাব । নিরতিশয়প্রভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ত্রিধরশ্রমিকৃতটীকা । অচিন্ত্যপ্রভাবস্বমেবাহ—পিতেতি । ন বিদ্যতে প্রতিমো-
পমা যস্য সোহপ্রতিমঃ । তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব । স্বমস্যচরাচরস্য
লোকস্য পিতা জনকোহসি । অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়ান্ গুরুতরঃ ।
অতো লোকত্রয়েহপি স্বংসম এব তাবদন্যো নাস্তি । পরমেশ্বরস্যান্যস্যাতাবাং ।
স্বতোহভ্যধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । সমস্ত জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তুমি সকলের
পিতা । সকল দেবের দেবতা তুমি, এই জন্য তুমি পূজ্য । বেদাদির উপদেষ্টা তুমি,
এই জন্য তুমি গুরু । তোমা হইতে কেহ আর শ্রেষ্ঠ নাই, এই জন্য তুমি গুরুতর ।
এবং তুমি, “একমেবাদ্বিতীয়ং” (ক)—তোমার তুলনা তুমিই । তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর
কেহ নাই । শ্রুতিও বলিয়াছেন, “ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে” (খ)—তাঁহার সমান বা
তাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । দেব (হে দেব!), তস্মাৎ (অতএব) অহং (আমি) কাযং
(শরীরকে) প্রণিধায় (দণ্ডবৎ করিয়া) প্রণম্য (প্রণাম পূর্বক) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশং
(ঈশ্বর) স্বাং (তোমাকে) প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করিতেছি) ; পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য
(পুত্রের) ; সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যুঃ (মিত্রের) ; (প্রিয়ঃ প্রিয় বা পতি) [যেমন]
প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) [অপরাধ ক্ষমা করেন] [সেইরূপ আমার অপরাধ] সোঢ়ুম্ (সহ্য
করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । অতএব দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক তোমাকে সকলের বন্দনীয়
জানিয়া তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি ! যেমন পিতা পুত্রের, সখা
মিত্রের, পতি পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমি তদ্রূপ আমার অপরাধ
ক্ষমা কর ॥ ৪৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যত এবং—তস্মাদিতি । তস্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য । প্রণিধায়
প্রকর্ষণে নীচৈর্ভূত্বা । কাযং শরীরং । প্রসাদয়ে প্রসাদং কারয়ে । স্বামহমীশমীশিতারম্ । ঈড্যং
স্তুতাম্ । স্বং পুনঃ—পুত্রস্যাপরাধং পিতা যথা ক্ষমতে সর্বং । সখেব চ সখ্যুরপরাধং । যথা বা
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ অপরাধং ক্ষমতে । এবমর্হসি হে দেব সোঢ়ুম্ প্রসহিতুং । ক্ষম্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট।

ভ্যেন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং

প্রসাদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটিকা। যস্মাদেবং—তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্রাসীশং জগতঃ স্বামিনম্। দ্রড্যং স্তুত্যাং। প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি। কথং? কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য। প্রণম্য প্রকর্ষণে নম্রা। অতস্ত্বং সমাপরাধং সোচুং ক্ষমত্বমর্হসি। কস্য ক ইব? পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে। সখ্যমিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবিক্রুযথা সহতে। প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা সহতে। তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসঙ্কোপনৌ। অর্জুন ভগবচ্চরণাবনত—প্রণত হইয়া দীনভাবে বলিতেছেন—প্রভো! তুমি সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা এবং ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়, তোমার মহত্বের অন্ত নাই। কিন্তু নাথ! যেমন শিশু পিতৃগতপ্রাণ, সখা যেমন প্রাণসখার অনুগত, পত্নী যেমন পতিকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না; তদ্রূপ আমিও তোমার আশ্রিত। আমাকে—শরণাগত ভক্তকে—রক্ষা করিবার কর্ত্তা তুমি বৈ আর কেহ নাই। আমার মত তোমার অনেক ভক্ত থাকিতে পারে; কিন্তু তোমার মত আমার আর কেহ নাই। তাই বলি, দেবাদিদেব! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা কর ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। দেব (হে দেব!) অদৃষ্টপূর্ব্বং (অপূর্ব্ব) (তোমার রূপ) দৃষ্ট। (দেখিয়া) হৃষিতঃ (আহ্লাদিত) অস্মি (হইয়াছি), ভ্যেন চ (এবং ভয়ে) মে (আমার) মনঃ (মন) প্রব্যথিতং (ব্যাকুল হইতেছে)। [অতএব] দেবেশ (হে দেবেশ!) জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস!) তৎ এব রূপং (সেই পূর্ব্ব রূপই) মে (আমাকে দর্শয় (দেখাও); প্রসাদ (প্রসন্ন হও) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে দেবেশ! তোমার এই অদৃষ্টচর অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। হে জগন্নিবাস! তোমার সেই মনোহর পূর্ব্ব রূপ দেখাও, এবং আমার প্রতি প্রসন্নতা বিস্তার কর ॥ ৪৫ ॥

শাকরভাষ্যম্। অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি। অদৃষ্টপূর্ব্বং ন কদাচিদপি দৃষ্টপূর্ব্বমিদং বিশুরূপং তব ময়া। অনৈক্যং। তদহং দৃষ্ট। হৃষিতোহস্মি। ভ্যেন চ প্রব্যথিতং মনো মে। অতস্তদেব মে মম দর্শয় হে দেব রূপং যন্মৎসখম্। প্রসাদ দেবেশ জগন্নিবাসঃ। হে জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটিকা। এবং ক্ষমাপয়িত্বা প্রার্থয়তে—অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি দ্ব্যভ্যাস্য। হে দেব পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট। হৃষিতো হৃষ্টোহস্মি। তথা ভ্যেন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতম্। তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-

মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।

তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন

সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥

গীতার্থসন্দীপন। ভগবানের বিরাট মূর্তি দর্শনে অর্জুন কৃতার্থ ও আশ্চর্য্য রূপে মোহিত হইয়া, আনন্দিত হইয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। কেননা, সেই ইন্দ্রিয় ও মনের ধারণার এবং ধ্যানের অযোগ্য, বিকট, ভয়ঙ্কর ভাবে তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বলিতেছেন, প্রভো! তোমার এই স্বরূপ দর্শনে আর আমার অভিলাষ নাই। তোমার এ রূপ আশ্চর্য্য হউক, অনন্ত হউক। তোমার মহিমাব্যঞ্জক হউক, আমার ইহা দেখিতে ভাল লাগিতেছে না। তোমার স্ব স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু হে দেব! তুমি যে ভক্তের মন মোহিত কর, প্রেমিককে উন্মত্ত করিয়া দাও, অনুগত ও শরণাগতের মন কাড়িয়া লও, আমার সখ্যাবেশধারী তোমার যে মোহন রূপটাকে আমি দেখিতে বড় ভালবাসি, আমাকে সেই হাসি হাসি মোহন বেশে দেখা দাও। আমার প্রাণতরা মনভুলান রূপটি না দেখিতে পাইলে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। তুমি তো ভক্তবৎসল, ভক্ত যে রূপ ভালবাসে তুমি তো ভক্তের কাছে সেই রূপেই দেখা দাও, তবে তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র তোমার পূর্ব রূপ ধারণ করিয়া আমার ভয় ভঞ্জন কর।

এই প্রাণিত দেবরূপ কি প্রকার, তাই অর্জুন পরশ্বোকে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোবিনী। অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) তথা এব (সেইরূপ) কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাধারী) চক্রহস্তং (চক্রধারী) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি); সহস্রবাহো (হে সহস্রবাহো!) বিশ্বমূর্তে (হে বিশ্বমূর্তে!) তেন (সেই) চতুর্ভুজেন রূপেণ এব (চতুর্ভুজ মূর্তিতেই) ভব (আবির্ভূত হও) ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! আমি কিরীটযুক্ত ও গদাচক্রহস্ত, তোমার সেই পূর্ববৎ রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্তে! এক্ষণে তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ কর ॥ ৪৬ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্। কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটবস্তং। তথা গদিনং গদাবস্তং। চক্রহস্তম্। ইচ্ছামি ত্বাং প্রার্থয়ে ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব। পূর্ববদিতার্থঃ। যত এবং তস্মাৎ তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো বার্তমানিকেন বিশ্বরূপেণ ভব বিশ্বমূর্তে। উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব রূপং বিশেষয়ন্বাহ—কিরীটিনমিতি। কিরীটবস্তং

গদাবস্তং চক্রহস্তং চ স্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি । পূর্বং যথা দৃষ্টোহসি তথৈব । অতো হে সহস্রবাহো । হে বিশ্বমূর্ত্তে । ইদং বিশ্বরূপমুপসংহত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভবাবির্ভব ।

তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জুনঃ পূর্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে । যতু পূর্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে—কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ পশ্যামীতি—তদ্বৎকিরীটাদিপ্রায়েণ । যদ্বা—এতাবস্তং কালং যং স্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ স্প্রসন্নমপশ্যং তমেবেদানীং তেজোরশিঃ দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেবমত্র বচনস্য ব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ ॥ ৪৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভক্ত আপনার হৃদয়বল্লভকে নিজ মনোমোহনমূর্ত্তিতেই দেখিতে ভালবাসেন । তাই অর্জুন ভগবানকে সহস্রবাহুযুক্ত বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া কিরীটাদিতে অলঙ্কৃত গদাচক্রপাণি ভক্তবৎসল রূপ ধারণ করিতে প্রার্থনা করিলেন ।

মনুষ্যের হাত দুইটা বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য ছিলেন না । তিনি ভগবান । স্ততরাং মানবাবয়বের সহিত তাঁহার বিভিন্নতা হওয়া একটা বিচিত্র ব্যাপার নহে । তিনি দ্বিভুজ মানববিগ্রহধারী হইলেও শিশুপালকে, মা যশোদাকে ও উদ্ধবকে, তাঁহার অলৌকিক রূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন । বিশেষতঃ বসুদেবনিবাসে শঙ্খচক্রগদাপদুমধারী চতুর্ভুজ * রূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন । অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ দেখিলেও তাঁহাকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলিয়াই জানিতেন । ইহাই তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি । ভগবানের যে কোন মূর্ত্তিই সাধক দর্শন করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে । অভেদবুদ্ধিবশতঃ সাধক ভগবানের নানারূপে, নিজ এক ইষ্টরূপই দর্শন করেন । অর্জুনেরও তাহাই ঘটয়াছিল । যে রূপ কেহ কখনও দেখে নাই, জপ, তপ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ আদি কোন পুরুষার্থ দ্বারাই যে রূপ দেখা যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া আত্মসামর্থ্য-প্রভাবে কেবল পার্থকে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, সেই অনন্ত বিরাট বিগ্রহেও অর্জুন ঐ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ইষ্টমূর্ত্তিই দেখিয়াছিলেন এবং সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিকেই “অনেকবাহুদরবজ্র-নেত্রযুক্ত” দর্শন করিয়াছিলেন । এ মূর্ত্তি অর্জুনের পক্ষে “দুর্নিরীক্ষ্য” হইয়াছিল । অনন্তকালাগ্নিসদৃশ অসহ্য তেজোরশি অশেষায়ুধযুক্ত অনন্তবাহু, করাল দংষ্ট্রামালা আদি কোটা ব্রহ্মাণ্ডবিলয়ের বিকট বিচিত্র চিত্রদর্শনে অর্জুন ভীতচকিত ও চমকিত হইয়াছিলেন । তাই তিনি ইষ্টদেবের হাস্যবিকসিত শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন । কৃষ্ণসখা অর্জুন নিজ ইষ্টমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুরূপ জ্ঞান করিতেন । অর্জুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বিশ্বরূপ, অনন্ত আশ্চর্য্য বিরাট ব্রহ্মরূপ ও অশেষ যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়াছিলেন, তাহাও বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছিল । চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতেই অনেকবাহুদরবজ্রাদি প্রকাশিত হইয়াছিল । বিষ্ণুমূর্ত্তি ভিন্ন একেবারে কোন স্বতন্ত্র অপরিচিত অভিনব মূর্ত্তি হইলে অর্জুন সে মূর্ত্তিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না—ভাবিতেন, ইহা আর কেহ হইবে ।

কেহ ইহা মনে করিবেন না যে, চতুর্ভুজ অর্থে তো চারিভুজই বুঝায়, তবে গদা ও চক্র এই দুইটা মাত্র উল্লিখিত হইল কেন ? ইহাতে দুইটা মাত্র হাতই বুঝাইতেছে, চারি হাত হইলে তো

চতুর্হস্তবৃত্ত চারিটি পদার্থেরই (গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম) উল্লেখ থাকিত। অর্জুন এখানে ভগবানকে “দিব্যান্নেকোদ্যাতায়ুধং অনেক দিব্য সমুজ্জ্বল আয়ুধযুক্ত হস্ত দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন। তাই বলিলেন, প্রভো! তোমার যে মূর্তিতে কেবল গদা ও চক্র ভিন্ন অন্য আয়ুধ নাই সেই শান্ত মূর্তি ধারণ কর। শঙ্খ ও কমল তো ভয়ের কারণ নহে, তাই অর্জুন তাহা উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ গদা ও চক্র ধরাতেই বিষ্ণুর শঙ্খ ও কমলকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অর্জুন দেবকীগর্ভজাত চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর দুইটি মাত্র অস্ত্রে, দুইটি মাত্র হস্ত অনুমান করিলেও দ্বিভুজ কৃষ্ণ বুঝায় না; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ হইলেও তিনি গদাচক্রধারী ছিলেন না। গদাচক্র বিষ্ণুরই হস্তে বিদ্যমান। ভগবান মনুষ্য রূপে মোহন মুরলীধারী ছিলেন, শঙ্খও লইয়াছিলেন। কেবল দেবরূপেই গদাধর ও চক্রপাণি।

“সহস্র” শব্দ সংখ্যাবাচক। “অনেকবাহুদবজ্রনেত্রঃ” আদি শ্লোকে ইহাই বুঝাই-তেছে যে, ভগবানের বিরাট বিগ্রহে অর্জুন অসংখ্য উদর, অসংখ্য মুখমণ্ডল, অসংখ্য নেত্রাদি দর্শন করিতেছিলেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনিই ব্যাটী ও সমষ্টি রূপে সর্বথা বিরাজ করিয়া থাকেন। তিনিই সমস্ত, সমস্তই তিনি। আবার তাঁহাতেই সমস্ত ও সমস্তই তিনি। তাঁহার সত্তা ব্যতীত দ্বিতীয়ের সত্তা কোথায়? তিনিই বিশেষশ্বর এবং তিনিই বিশ্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

“যতশ্চাদেতি সূর্য্যোহস্তং যত্র চ গচ্ছতি।” (ক)

যাঁহা হইতে সূর্যের উদয় এবং যাঁহাতে সূর্য্য অস্তগমন করেন, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—

“একস্তথা সর্বভূতান্তরাঙ্গা রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিঃচ ॥” (খ)

সেই এক স্বরূপই সর্বভূতের অন্তরাঙ্গা, রূপে রূপে তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নানারূপ হইয়াছেন। “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি।” শ্রুতি। (গ)

“যাঁহা হইতে জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে, জন্মিয়া যদ্বারা জীবিত রহিয়াছে, এবং পরিণামে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে”—অর্থাৎ দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অথবা শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণুজ, জরায়ুজ, বা চেতন অচেতন সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, আবার তাঁহার সত্তাতেই বিলীন হইতেছে—ইত্যাদি জ্ঞেয় বিষয়রাশি যোগী জ্ঞানবানদিগের “বুদ্ধির গোচর” হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এতাবৎ “নয়নগোচর” কাহারও হয় না; এবং হইবারও নহে। তিনিই “বিশেষশ্বর” হইয়া কৃপাপ্রবণ চিত্তে অর্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া, তিনিই যে “বিশ্বরূপ” তাহাই “নয়নগোচর” করাইলেন। সকল বাহ্যই যে তাঁহার বাহ্য, সকল উদরই যে তাঁহার উদর, সকল মুখই যে তাঁহার মুখ, সকল নেত্রই যে তাঁহার নেত্র, ইহাই অর্জুন দিব্যচক্ষু দর্শন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসন্নেন তবাজ্জুনেদং

রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।

তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাখং

যন্মে স্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

অনুবোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) । অজ্জুন! (হে অজ্জুন!) প্রসন্নেন (প্রসন্না) (হইয়া) ময়া (মৎকর্তৃক) আত্মযোগাৎ (আত্মযোগবলে) তব (তোমাকে) ইদং (এই) তেজোময়ং (তেজোময়) অনন্তম্ (অন্তশূন্য) আদ্যং (সকলের আদিভূত) মে (আমার) পরং (উত্তম) বিশ্বরূপং (বিশ্বাত্মক রূপ) দর্শিতং (প্রদর্শিত হইল); যৎ (যে রূপ) স্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্তৃক) ন দৃষ্টপূর্বং (পূর্ব দৃষ্ট হয় নাই) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, হে অজ্জুন! তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আমি আত্মযোগবলে তোমাকে এই বিশ্বাত্মক অপূর্ব অনাদি অনন্ত ও তেজোময় রূপ দেখাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এ পর্যন্ত আর কেহ দেখিতে পায় নাই ॥ ৪৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অজ্জুনং ভীতমুপলভ্যোপসংহৃত্য বিশ্বরূপং প্রিয়বচনেনাশ্বাসয়ন্ ভগবান্ উবাচ—ময়েতি । ময়া প্রসন্নেন । প্রসাদো নাম স্বয়নুগ্রহবুদ্ধিঃ । তদ্বতা । প্রসন্নেন ময়া । তব হে অজ্জুনেদং পরং রূপং বিশ্বরূপং দর্শিতমাত্মযোগাৎ । আত্মন ঐশ্বর্যস্য সামর্থ্যাৎ । তেজোময়ং তেজঃপ্রায়ম্ । বিশ্বং সমস্তম্ । অনন্তমন্তরহিতম্ । আদৌ ভবমাদ্যম্ । যদ্রূপং মে মম স্বদন্যেন স্বভোহন্যেন কেনচিন্ দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং প্রার্থিতঃ সংস্ফুটশ্বাসয়ন্ ভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ । হে অজ্জুন কিমিতি স্বং বিভেষি? যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্ । আত্মনো মম যোগাদ্ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ । পরস্বমেবাহ—তেজোময়ং । বিশ্বং বিশ্বাত্মকম্ । অনন্তম্ । আদ্যং চ । যন্মম রূপং স্বদন্যেন স্বাদৃশান্তজ্ঞাদন্যেন পূর্বং ন দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে অজ্জুন । তুমি আমার বিশ্বরূপদর্শনে ভীত হইও না । আমি ভয় দেখাইবার জন্য এই রূপ তোমাকে দেখাই নাই । তোমার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া, অত্যন্ত প্রসন্না হইয়াই, তোমাকে কৃতার্থ করিবার জন্যই এই দেবদুর্লভ রূপ তোমাকে প্রদর্শন করাইলাম । এ রূপের তেজে কোটি সূর্যের তেজ পরাভূত হয় । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ইহার অন্তর্নিহিত । এ রূপের আদিও নাই, অন্তও নাই । অত্যন্ত প্রিয়তম ভক্ত তোমা ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে এ আশ্চর্য্য মূর্তি দর্শন করা ঘটে নাই । আমি ধৃতরাষ্ট্রভবনে ভীষ্মাদিকে, সময়ান্তরে অক্রুরকে, ও শৈশবে মাতা যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলাম বটে; কিন্তু তাহা এই রূপের অবাস্তর অংশমাত্র । এরূপ স্পষ্ট ও সৌষ্টব্যসম্পন্ন বিশাত্মক রূপ তোমাকেই কৃপা করিয়া দেখাইলাম ।

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-

র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে

দ্রষ্টুং স্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

একান্ত অনুগত—শরণাগত ভক্ত হওয়াতেই তুমি এই বিচিত্র রূপ দেখিতে পাইলে । ইহাতে ভীত না হইয়া বরং আপনাকে ধন্য মনে কর ও প্রসন্ন হও ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । কুরুপ্রবীর (হে কুরুপ্রবীর!) ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (না বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন দ্বারা), ন দানৈঃ (না দানধর্ম দ্বারা), ন চ ক্রিয়াভিঃ (না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা), ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ (না উগ্র তপস্যার দ্বারা), এবংরূপং (এইরূপ) অহং (আমি) স্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্তৃক) নৃলোকে (মনুষ্যালোকে) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দর্শনযোগ্য হই) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কুরুপ্রবীর ! মনুষ্যালোকমধ্যে বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা যথেষ্ট দান ধর্ম কর্ম করিয়াও, কিংবা অত্যাগ্র তপশ্চর্যা দ্বারাও, তুমি ভিন্ন আমার এ রূপ আর কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৪৮ ॥

শাক্তরশ্ময়ম্ । আশ্রনো মম রূপদর্শনেন কৃতার্থ এব স্বং সংবৃত্ত ইতি তৎ স্তোতি—ন বেদেতি । ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ চতুর্গামপি বেদনামধ্যয়নৈর্যথাবৎ । যজ্ঞাধ্যয়নৈশ্চ । বেদাধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাধ্যয়নস্য সিদ্ধত্বাৎ পৃথগ্‌যজ্ঞাধ্যয়নগ্রহণং যজ্ঞবিজ্ঞানস্যোপলক্ষণার্থম্ । তথা ন দানৈস্তলাপুরুষাদিভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ শ্রোতাভিঃ । নাপি তপোভিরুগ্রৈশ্চান্দ্রায়ণাদিভির্বোত্রৈঃ । এবংরূপো যথা দর্শিতং বিশুরূপং যস্য সোহহমেবংরূপঃ শক্যঃ—ন শক্যোহহং—নৃলোকে মনুষ্যালোকে দ্রষ্টুং স্বদন্যেন স্বতোহন্যেন । কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এতদর্শনমতিদুর্লভং লব্ধ্বা স্বং কৃতার্থোহসীতাহ—ন বেদেতি । বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাদ্ যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে । বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাং চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ । ন চ দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ । ন চোত্রৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিঃ । এবংরূপোহহং স্বতোহন্যেন মনুষ্যালোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ । অপি তু স্বমেব কেবলং মৎ প্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোহসি ॥ ৪৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কেহ ঋগাদি চতুর্বেদই অর্থবিচার পূর্বক পাঠ করুন, অথবা বিধিপূর্বক বেদবোধিত কর্মরূপ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানই শিক্ষা করুন, কিংবা তুলাপুরুষদান, কন্যাদান, গবাদিদান, অনুস্রবর্ণাদিদান করুন, বা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রোত স্মার্তাদি ক্রিয়াই করুন, অথবা কেহ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি পূর্বক, বা ইন্দ্রিয়সংযম ও কায়ক্বেশ-কাতরতারূপ কঠোর তপোব্রতের আচরণই করুন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে না পারিলে এ সমস্তই ব্যর্থ ও পণ্ড্রম মাত্র । বিশেষতঃ তাঁহার কৃপাদৃষ্টি না হইলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না । অজ্ঞান

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো

দৃষ্টে। রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্ ।

ব্যপতেভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং

তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

ভগবানের শরণাগত হওয়ায় ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছিল, তাই তিনি দিব্য চক্ষু পাইয়াছিলেন, এবং অলোকসামান্য বিশ্বাত্মক রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যে কর্ণে, যে অনুষ্ঠানে, যে শাস্ত্রাধ্যয়নে, যে তপস্যায়, যে যোগে, ও যে জ্ঞানে ভগবৎকৃপা-লাভ-রূপ উদ্দেশ্য বা সংকল্প নাই, তাহা নিতান্ত নিন্দিত ও সাধুগণের উপেক্ষাযোগ্য ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। ঈদৃক (এই প্রকার) মম (আমার) ঘোরম্ (ভয়ঙ্কর) ইদং (এই) রূপং (রূপ) দৃষ্টা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) মা (না হউক), বিমূঢ়ভাবঃ চ (ও মোহ) মা (না হউক); ব্যপতেভীঃ (বিগতভয়) [ও] প্রীতমনাঃ (প্রসন্নচিত্ত) (হইয়া) পুনঃ (পুনর্ব্বার) স্বং (তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ রূপম্ এব (সেই পূর্ব্বরূপই) প্রপশ্য (দেখ) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জুন! তুমি আমার এই ঘোর রূপ দর্শনে ব্যথিত বা বিমোহিত হইও না। তুমি নিভীক ও প্রসন্নচিত্তে আমার পূর্ব্বরূপই দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাম্। মা তে ব্যথতি। মা তে ব্যথা মা ভূতে ভয়ম্। মা চ বিমূঢ়-ভাবো বিমূঢ়চিত্ততা। দৃষ্টোপলভ্য রূপং ঘোরমীদৃঙ্ যথা দর্শিতং মমেদম্। ব্যপতে-ভীবিগতভয়ঃ। প্রীতমনাশ্চ সন্। পুনর্ভয়স্ত্বং তদেব চতুর্ভুজং রূপং শঙ্খচক্রগদাধরং তবেষ্টং রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্টা ব্যথা ভবতি তহি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা ত ইতি। ঈদৃগীদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্টা তে ব্যথা মাহস্ত। বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়ত্বং চ মাহস্ত। বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষণে পশ্য ॥ ৪৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বহুবাহুরূপদনাদিবিশিষ্ট বিশ্বরূপ দর্শনে ভক্তের ভয় ও মোহ হইতেছে দেখিয়া ভক্তবাহ্যকল্পতরু ভগবান্ স্নেহপূর্ব্বক অর্জুনকে কহিলেন যে, তুমি আর ভীত হইও না; প্রসন্নচিত্তে দেখ, যে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তিতে তুমি মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, আমি সেই মনোহররূপই ধারণ করিতেছি। ভক্ত যখন যাহা প্রার্থনা করেন, ভক্তবৎসল তখন তাহাই সিদ্ধ করিয়া থাকেন। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া ভগবান্ সেই বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে পূর্ব্বরূপ দেখিতে চাহিলেন, ভগবান্ তাহাতেই সম্মত হইলেন। বদ্ধ জীব ভগবত্ত্বজির হারা মায়া-বন্ধন হইতে মুক্তি পায়; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তের ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যৰ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তা ।

স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।

আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্নহাস্মা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়বোধিনী । সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন) । বাসুদেবঃ (কৃষ্ণ) অৰ্জুনম্ (অৰ্জুনকে) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (কহিয়া) ভূয়ঃ (পুনর্বার) তথা (সেই প্রকার) স্বকং (স্বীয়) রূপং (রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ; মহাত্মা (কৃপালু) সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নমুতি) ভূত্বা (হইয়া) পুনঃ (পুনর্বার) ভীতম্ (ভীত) এনম্ (এই অৰ্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস চ (আশ্বস্ত করিলেন) ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ । সঞ্জয় কহিলেন, [হে ধৃতরাষ্ট্র !] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে এইরূপ কহিয়া পুনর্বার নিজ রূপ দেখাইলেন, এবং পুনর্বার সৌম্য শরীর ধারণ পূর্বক ভয়বিহ্বলচিত্ত অৰ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন ॥ ৫০ ॥

শাক্তরত্নাষ্যম্ । ইত্যৰ্জুনমিতি । ইত্যেবমৰ্জুনং বাসুদেবস্তথাভূতং বচনমুক্ত্বা । স্বকং বসুদেবগৃহে জাতং রূপং দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ ভূয়ঃ পুনঃ । আশ্বাসয়ামাস চাশ্বাসিতবান্ ভীতমেনম্ । ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ প্রসন্নদেহো মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবমুক্ত্বা । প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ— ইতীতি । শ্রীবাসুদেবোহৰ্জুনমেবমুক্ত্বা । যথা পূর্বমাসীত্তথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বয়ং রূপং পুনর্দর্শয়ামাস । এনমৰ্জুনং ভীতমেবং প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্ । মহাত্মা বিশ্বরূপঃ । কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে রূপ দেখিলে ভক্তের চিত্তে আনন্দ উথলিয়া উঠে, ভগবান্ বিশ্বাত্মক রূপ সংবরণ করিয়া সেই কিরীটকুণ্ডলযুক্ত মস্তক, শঙ্খচক্রগদাপদাশোভিত ভূজ-চতুষ্টয়, শ্রীবৎসকৌস্তভবনমালাপীতাম্বরাদিযুক্ত সৌম্য কৃপাকল্পতরু রূপ ধারণপূর্বক অৰ্জুনের ধৈর্য্য সম্পাদন করিলেন । এই শ্লোকে কৃষ্ণ বা গোবিন্দ আদি ভগবানের কোন নাম না দিয়া বাসুদেব নাম উল্লিখিত হইয়াছে ; অর্থাৎ বাসুদেবগৃহে ভগবান্ যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই লক্ষিত হইয়াছে ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে পরমভক্ত বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । কিন্তু কংসভয়ে ভীত হইয়া বসুদেব ভগবান্কে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

জাতোহসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর ।

দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥

উপসংহর সর্বাত্মন রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্ । ইতি ।

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন ।

ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

“হে শঙ্খচক্রগদাপদাধারিন্ । হে দেবদেবেশ । হে সর্বাত্মন্ । তুমি দয়া করিয়া এই চতুর্ভুজ দিব্য রূপ উপসংহার কর ।” এইজন্য ভগবান্ চতুর্ভুজ হইয়াও দ্বিভুজ মানবরূপে জগতে লীলা-করিয়াছেন । উক্ত শ্লোকেও ত ভগবানের শঙ্খ, চক্র ও গদার উল্লেখ আছে; পদ্যের উল্লেখ নাই । তবে কি ভগবান্কে তিনহস্তবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে? আর্ষ্য ভাষায় ঐ তিনটি উল্লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চতুর্থটিও উপলক্ষিত জানিতে হইবে । অতএব ভগবান্ চারিহাত লম্বা দ্বিভুজ নহেন । তিনি শঙ্খচক্রগদাপদাধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বাসুদেব । এই বাসুদেবই দ্বিভুজ মোহন মুরলীধর হইয়া ব্রজবালা ও ব্রজ-বালকবর্গের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন । দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে কংসবধ, এবং মথুরায় ও দ্বারকায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং এই দ্বিভুজ মূর্ত্তিতেই কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

অবয়ববোধিনী । অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন কহিলেন) । জনার্দন (হে জনার্দন) । তব (তোমার) ইদং (এই) সৌম্যং (শান্ত) মানুষং রূপং (মানুষ রূপ) দৃষ্টা (দেখিয়া) ইদানীম্ (এক্ষণে) অহং (আমি) সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ অস্মি (হইলাম) [এবং] প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতিস্থ হইলাম) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ । অর্জুন কহিলেন, হে জনার্দন ! তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শনে আমি অব্যাকুলচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । দৃষ্টেদমিতি । দৃষ্টেদং মানুষং রূপং মৎসং প্রসন্নং তব সৌম্যং জনার্দনেদানীমধুনাস্মি সংবৃত্তঃ সংজাতঃ । কিং? সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ । প্রকৃতিং স্বভাবং গতশ্চাস্মি ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততো নির্ভয়ঃ সনুর্জুন উবাচ—দৃষ্টেদমিতি । সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ । ইদানীং সংবৃত্তো জাতোহস্মি । প্রকৃতিং স্বাস্থ্যং চ প্রাপ্তোহস্মি । শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অর্জুন নিজ সখাকে লোকোচিতরূপে প্রকাশিত দেখিয়া এক্ষণে স্তম্ভিত হইলেন । মন ও বুদ্ধি যাহাকে ধারণা করিতে পারে না, মনের সাধ মিটাইয়া যাহাকে দেখিতে গেলে প্রাণ চমকিয়া উঠে, ভক্তের হৃদয় ভগবানের সে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে না ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুদূর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।

দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২

নাত্ং বৈদৈর্ন তপসা ন দানেন চ চেজ্যয়া ।

শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

অর্থবোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) । মম (আমার) ইদং (এই) সুদূর্দর্শং (দুর্নিরীক্ষ্য) যং (যে) রূপং (রূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে), দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্য (এই) রূপস্য (রূপের) নিত্যং (সর্বদা) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাকাঙ্ক্ষী) ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ অর্জুনকে কহিলেন, তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, এ রূপ দর্শন নিতান্ত দুর্ঘট ; দেবতাগণও নিত্যই এই রূপ দর্শনের কামনা করেন ॥ ৫২ ॥

শাকরভাষ্যম্। সুদূর্দর্শমিতি । সুদূর্দর্শং—সুদুঃ দুঃখেণ দর্শনমস্যোতি । সুদূর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম । দেবা অপ্যস্য মম রূপস্য নিত্যং সর্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষিণো দর্শনেপ্সবঃ । দর্শনেপ্সবোহপি ন স্মিব দৃষ্টবন্তঃ । ন দ্রক্ষ্যন্তি চেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুল্লভং দর্শয়ন্ ভগবানুবাচ—সুদূর্দর্শমিতি । যন্মম বিশ্বরূপং হং দৃষ্টবানসি—ইদং—সুদূর্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যং । যতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলম্ । ন পুনরিদং পশ্যন্তি ॥ ৫২ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী। তুমি তো আমার বিশ্বরূপ দেখিয়া লইলে । কিন্তু দেবতাগণ এইরূপ দর্শন করিবার জন্য চিরদিন আকাঙক্ষা করিয়াও ইহা দেখিতে পান নাই, ও পাইবেনও না । এ রূপ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না । বল, বুদ্ধি, কৌশল ও মন্ত্রৈশ্বর্যাদি কোন উপায়েই ইহা দর্শন করা যায় না ॥ ৫২ ॥

অর্থবোধিনী। যথা (যেভাবে) মাং (আমাকে) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) এবংবিধঃ (এইরূপ) অহং (আমি) ন বেদৈঃ (না বেদাধ্যয়নের দ্বারা) ন তপসা (না তপস্যার দ্বারা) ন দানেন (না দানের দ্বারা) ন চ ইজ্যয়া (না যজ্ঞের দ্বারা) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দৃষ্ট হইতে পারি) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জুন ! তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে উহা বেদাধ্যয়ন দ্বারা, তপস্যা করিয়া, কিংবা দানের দ্বারা, অথবা অগ্নি-হোত্ৰাদি করিয়া কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৩ ॥

শাকরভাষ্যম্। কস্মাৎ ?—নাহমিতি ?—নাহং বেদৈর্দর্শ্যজুঃসামার্থর্ক্যবেদৈশ্চতুর্ভি-

ভক্ত্যা ত্বনগ্রহা শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

রপি । ন তপসোগ্রহণ চাদ্রায়ণাদিনা । ন দানেন গোভূহিরণ্যাদিনা । ন চেজ্যয়া যজ্ঞেন পূজয়া বা । শক্য এবংবিধো যথাদর্শিতপ্রকারো দ্রষ্টুং । দৃষ্টবানসি মাং যথা স্বম্ ॥ ৫৩ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যাদি দ্বারা বিচিত্র বিশ্বাত্মক রূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য যে কাহারও জন্মে না, তাহা ভগবান্ একবার ৪৮ শ্লোকে বলিয়াছেন । আবার এই শ্লোকে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, ইহা দৃঢ় করিয়া অর্জুনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবদনুগ্রহে বঞ্চিত ভক্তিবিহীন ব্যক্তি সকল প্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিলেও কোন মতেই ভগবানের [সুগুণ বা নিগুণ কোনও] স্বরূপ * দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারে না । ভক্তি ও ভগবৎকৃপাদৃষ্টি লাভই সকল সাধনের লক্ষ্য ; এবং ভগবানের স্বরূপদর্শন ও পরমানন্দ-প্রাপ্তিই তাহার অমৃতময় ফল ॥ ৫৩ ॥

অন্যবোধিনী । পরন্তপ অর্জুন (হে পরন্তপ অর্জুন!) অনন্যায়া (অনন্যা) ভক্ত্যা তু (ভক্তি দ্বারাই) এবংবিধ (এই প্রকার) অহং (আমি) তত্বেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং (জানিতে) দ্রষ্টুং চ (দেখিতে) প্রবেষ্টুং চ (ও প্রবেশ করিতে) শক্যঃ (শক্য হই) ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পরন্তপ অর্জুন ! জীব কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমার এরূপ তত্ত্ব জানিতে, আমার স্বরূপ দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথং পুনঃ শক্য ইতি ? উচ্যতে—ভক্ত্যেতি । ভক্ত্যা তু কিংবিশিষ্টেয়েতি ? আহ—অনন্যাপৃথগ্ভূতয়া । ভগবতোহন্যত্র পৃথগ্ ন কদাচিদপি যা ভবতি সা স্বনন্যা ভক্তিঃ । সর্বৈরপি করণৈর্বাঙ্গদেবাদন্যানোপলভ্যাতে যয়া সানন্যা ভক্তিঃ । তয়া ভক্ত্যা শক্যোহহমেবংবিধো বিশ্বরূপপ্রকারো হে অর্জুন জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ । ন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ দ্রষ্টুং চ সাক্ষাৎকর্তুং তত্বেন তত্বতঃ । প্রবেষ্টুং চ মোক্ষং চ গন্তুং পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তর্হি কেনোপায়েন স্বং দ্রষ্টুং শক্য ইতি ? তত্রাহ—ভক্ত্যা স্থিতি । অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা স্বেবংভূতো বিশ্বরূপোহহং তত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতঃ । দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুং চ তাদাত্ম্যেন শক্যঃ । নানৈ-রূপায়েঃ ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । একমাত্র ভগবানে নিষ্ঠার উদয় হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে । এই ভক্তির দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, এবং এই অনন্য ভক্তির দ্বারাই তাঁহাতে ও ভক্তে অভিনা রূপ হইয়া যায় ; অর্থাৎ সাধক তাঁহাতে লীন হইয়া যান । শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে জ্ঞান লাভ হয় না, এ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক । মন্ত্রাদি-

মৎকর্ষকৃৎপরমো মদুক্তঃ সঙ্গবজ্জিতঃ ।

নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ।

জপ-পুষ্করচরণাদি না করিলে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না, এরূপ সিদ্ধান্তও ভ্রমসঙ্কুল, এবং নিষিকল্প সঙ্গাধি না করিলে জীব ব্রহ্মে বিলীন হইতে পারে না, এ কথাও অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ সকল বিষয় হইতে চিত্ত আশ্রয়িত হইয়া যদি ভগবানের চরণে শরণ লয় ও তাঁহাতেই একান্ত ভক্তি করিতে থাকে, তবে সেই ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মভাব আপনা আপনিই হইয়া থাকে। কৰ্ম্মাদির পৃথক্ পৃথক্ সাধনা দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ফল হয় বটে, কিন্তু ভক্তিসাধনা দ্বারা জীবের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে। আবার কৰ্ম্মই হউক, যোগই হউক বা জ্ঞানই হউক, ভক্তিবজ্জিত হইলে কখনই তাহারা সফল দানে সমর্থ হয় না। ভগবানের বিচিত্র বিশাঙ্ক দিব্য স্বরূপ দর্শন আদি, অনন্য ভক্তি ভিন্ন কোন মতেই হইতে পারে না। অর্জুন পুরুষার্থ ভুলিয়া অনন্য ভক্তি সহ ভগবানের শরণাগত হইয়াছিলেন বলিয়াই এই বিশ্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন ॥ ৫৪ ॥

অম্বয়বোধিনী। পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!), যঃ (যে ব্যক্তি) মৎকর্ষকৃৎ (মদর্থে কৰ্ম্মানুষ্ঠানকারী), মৎপরমঃ (মৎপরায়ণ), সঙ্গবজ্জিতঃ (আসক্তিবজ্জিত), মদুক্তঃ (আমার ভক্ত), সর্বভূতেষু নির্বৈরঃ (সর্বভূতের অবিরোধী), সঃ (সেই ব্যক্তি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমারই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মৎপরায়ণ ও মদুক্ত, সর্বসঙ্গবজ্জিত এবং সর্বভূতের অবিরোধী হয়, সেই ব্যক্তিই আমাকে অভেদ রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্। অধুনা সর্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোহর্থো নিঃশ্রেয়সার্থোহনুষ্ঠেয়শ্চেন সমুচিত্যোচ্যতে—মৎকর্ষকৃৎ। মৎকর্ষকৃৎ—মদর্থং কৰ্ম্ম মৎকর্ষ। তৎ করোতীতি মৎকর্ষকৃৎ। মৎপরমঃ—করোতি ভূত্যাঃ স্বামিকৰ্ম্ম। ন স্বাভাবিকঃ। পরমা প্রেত্য গন্তব্য গতিরিতি স্বামিনং প্রতিপদ্যতে। অয়ং তু মৎকর্ষকৃন্মামেব পরমাং গতিং প্রতিপদ্যত ইতি মৎপরমঃ। অহং পরমঃ পরা গতির্ভস্য সোহয়ং মৎপরমঃ। তথা মদুক্তো মামেব সর্বপ্রকারৈঃ সর্বান্না সর্বোৎসাহেন চ ভজত ইতি মদুক্তঃ। সঙ্গবজ্জিতো ধনমিত্রপুত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু সঙ্গবজ্জিতঃ। সঙ্গঃ প্রীতিঃ স্নেহঃ। তদ্বজ্জিতঃ। নির্বৈরো নির্গতবৈরঃ। সর্বভূতেষু শত্রুভাববহিতঃ। আশ্বনো-

হত্যস্তাপকারপ্রবৃত্তেষুপি ই দৃশঃ । স মামেতি । অহমেব তস্য পরা গতিঃ । নান্যা গতিঃ
কাচিদ্ভবতি । অয়ং তবোপদেশো ময়োপদিষ্টঃ । হে পাণ্ডবেতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শাক্ষরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্য একাদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অতঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থসারং পরমং রহস্যং শৃণ্বিত্যাহ—মৎকৰ্ম-
কৃদিতি । মদর্থং কৰ্ম করোতীতি মৎকৰ্মকৃৎ । অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো यस্য সঃ । মমৈব
ভক্ত আশ্রিতঃ । পুত্রাদিষু সঙ্গবজ্জিতঃ । নিবৈরশ্চ সৰ্বভূতেষু । এবং ভূতো যঃ স মাং
প্রাপ্নোতি । নান্য ইতি ॥ ৫৫ ॥

দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ ।

ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিশ্বরূপদর্শনং নানৈকা-
দশোহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । মুমুকুগণের অনুষ্ঠানার্থ ভগবান্ এই শ্লোকে সংক্ষেপে গীতার
সারংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যে ব্যক্তি বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কৰ্মানুষ্ঠানকালে স্বর্গাদি
কামনা না করিয়া কেবল ভগবানের কৃপাদৃষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভিনু
আর কোন বস্তু লাভের আশা করেন না, যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতিই একান্ত আসক্ত, যে
ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, ধন ও গৃহাদিতে কিছুমাত্র অনুরাগ করেন না, অথচ যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর
প্রতিই শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন না, অর্থাৎ যাঁহার সৰ্ব্বত্র সমান দৃষ্টি, তিনিই ভগবান্কে আপনার
সহিত অভেদ ভাবে দর্শন করেন ॥ ৫৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ‘মৎকৰ্মকৃৎ’—যিনি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থই নিকামভাবে সমস্ত শুভ
কৰ্মের অনুষ্ঠান করেন : ‘মৎপরম’—ভগবান্কে স্বরূপতঃ লাভ করাই যাঁহার সমস্ত উপাসনার
একমাত্র লক্ষ্য ; ‘মন্ত্ৰজ’—ভগবানের নিত্যচৈতন্যস্বরূপ ব্যতীত যিনি ইহপরলোকের আর
কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না ; তিনিই অনন্যভক্তিসহ ভগবৎসত্তায় নিজ ক্ষুদ্র জীব-
তাব বিসর্জন দিয়া পরম শাস্তি লাভ করিতে পারেন । একান্ত শরণাগত অর্জুনকে
ভগবান্ বিশ্বরূপ দেখাইয়া তাঁহার শোকমোহ অপনোদন পূর্বক সাঙ্ঘনা দিয়াছিলেন সত্য ;
কিন্তু, মনশ্চাক্ষল্যবশতঃ অর্জুন অভিনুভাবে ভগবানের নিত্য চিন্মাত্রস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে
পারেন নাই । এইজন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাগমনে উদ্যত হইলে অর্জুন
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পূর্বোপদিষ্ট বিষয় সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, এবং
তিনিমিত্তই ভগবান্ তাঁহাকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত সার কথার উপদেশ পুনরায় অনুগীতা-
মধ্যে উপাখ্যানচ্ছলে দিয়াছিলেন । অর্জুনের ন্যায় অনন্যশরণাগত হইয়া নিঃসঙ্গ ও
সৰ্ব্বজীবে মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া ধ্যানাভ্যাস করিতে পারিলে, সাধক ভগবান্কে স্বরূপতঃ
চিন্মাত্ররূপে জানিয়া তাঁহাকে নিজ সত্ত্বার অভিনুতা-জ্ঞানহেতু তাঁহারই কৃপায় কেবল্য
মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । (১৮ অঃ । ৫৫ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদব তুশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিনহোদয়-প্রণীত

গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্য্যব্যাখ্যার একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

--:0:--

অৰ্জুন উবাচ ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে ।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দ্ভমাঃ ॥ ১ ॥

অম্বয়বোধিনী । অৰ্জুনঃ উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) । এবং (এইরূপে) সততযুক্তা (সতত স্বদৃগতমনাঃ হইয়া) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) স্বাং (তোমাকে পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন) ; যে চ অপি (ও যাঁহারা) অব্যক্তম্ অক্ষরং (অক্ষর ব্রহ্মকে) [ধ্যান করেন] ; তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) কে (কাঁহারা) যোগবিন্দ্ভমাঃ (যোগিশ্রেষ্ঠ ?) ॥ ১ ॥

বক্তানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমার [সাকার স্বরূপের] শরণাগত হইবেন, এবং যাঁহারা তোমার অক্ষর, অব্যক্ত নিগূর্ণ স্বরূপে ধ্যান করেন, এতদুভয়ের মধ্যে কাঁহারা শ্রেষ্ঠ ? ॥ ১ ॥

শান্তরত্নাশ্রম । দ্বিতীয়প্রভৃতিষুধ্যায়েষু বিভূত্যন্তেষু পরমাত্মনো ব্রহ্মণোহক্ষরস্য বিধ্বস্তসর্ববিশেষণস্যোপাসনমুক্তম্ । সৰ্ব্বযোগৈশ্বর্য্যসৰ্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎসৰ্ব্বোপাধেরীশ্বরস্য তব চোপাসনং তত্র তত্রোক্তম্ । বিশ্বরূপাধ্যায়ে ত্বৈশ্বরমাদ্যং সমস্তজগদাক্রুপং বিশ্বরূপং স্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব স্বয়া । তচ্চ দর্শয়িত্বোক্তবানসি—‘মৎকৰ্ম্মকৃৎ’ (গী ১১।৫৫) ইত্যাদি । অতোহহমনয়োরুভয়োঃ পক্ষয়োবিশিষ্টতরবুভুৎসয়া স্বাং পৃচ্ছামীত্যৰ্জুন উবাচ—এবমিতি । এবমিত্যতীতানন্তরশ্লোকেনোক্তমর্থং পরামৃশতি—মৎকৰ্ম্মকৃদিত্যাদিনা । এবং সততযুক্তা নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎকৰ্ম্মাদৌ যথোক্তেহর্থৈ সমাহিতাঃ সন্তুঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ । যে ভক্তা অনন্যশরণাঃ সন্তুস্ত্বাং যথাদর্শিতং বিশ্বরূপং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি । যে চাপ্যক্ষর-মিতি—যে চান্যেহপি ত্যক্তসৰ্ব্বেষণাঃ সংন্যস্তসৰ্ব্বকৰ্ম্মাণো যথাবিশেষিতং ব্রহ্মাক্ষরং নিরন্ত-সৰ্ব্বোপাধিস্বাদব্যক্তমকরণগোচরং—যন্ধি লোকে করণগোচরং তদ্ব্যক্তমুচ্যতে । অঞ্জে-ধাতোস্তৎকৰ্ম্মকৃৎস্বাৎ । ইদং স্বাক্ষরং তদ্বিপরীতং—শিষ্টৈশ্চোচ্যমাত্মনৈবিশেষণৈবিশিষ্টং তদ্ যে চাপি পর্য্যুপাসতে—তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিন্দ্ভমাঃ ? কেহতিশয়েন যোগবিদ্ব-ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

নিগূর্ণোপাসনসৈবং সগুণোপাসনস্য চ ।

শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে মৎকৰ্ম্মকৃত্যংপরম ইত্যেবং-ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্ । কৌন্তেয় প্রতি-জানীহীত্যাদিনা চ তত্র তত্র তসৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্ । তথা তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক

শ্রীভগবানুবাচ ।

মম্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাশ্চ মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ৫ ॥

ভক্তিবিশিষ্যত ইত্যাদিনা—সর্বং জ্ঞানপুবেনৈব ব্জিনং সংতরিষ্যসীত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্ । এবমুভয়োঃ শ্রেষ্ঠোহপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া শ্রীভগবন্তং প্রত্যজ্জুন উবাচ—
এবমিতি । এবং সর্বকর্মাপগাদিনা সততযুক্তান্ত্রনিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তান্ত্রাং বিশুরূপং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং পর্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি । যে চাপ্যকরং ব্রহ্মাব্যক্তং নিবিশেষমুপাসতে ।
তোষামুভয়েষাং মধ্যে কেহতিশয়েন যোগবিদোহতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান্ “মংকর্ম্মকৃৎ” “মৎপরম”
আদি পদে বার বার “মৎ” (আমার) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন । এই “আমার” পদ
ভগবানের নিরাকার নিগুণ স্বরূপ বা সাকার সগুণ স্বরূপের প্রতি লক্ষিত হইয়াছে—
অজ্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইল । কেননা, “বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং
প্রপদ্যতে । বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্মরুর্ভঃ ॥” এই শ্লোকে ভগবান্ “মৎ”
শব্দ নিরাকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন ; আবার “নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন
চেজায়া” ইত্যাদি শ্লোকে “মৎ” শব্দ সাকারের প্রতি লক্ষিত হইয়াছে । এই সংশয়
সম্পূর্ণরূপে না মিটিলে অজ্জুন কিরূপে ভগবান্কে আরাধনা করিবেন, তাহা ভাল করিয়া
বুঝিতে পারিতেছেন না । এই জন্যই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! যাঁহারা শ্রদ্ধা-
পূর্বক একান্তচিত্তে তোমার সগুণ রূপের উপাসনা করেন ও যাঁহারা সমাধিপূর্বক
ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়ভূত তোমার নিগুণ স্বরূপের সাধন করেন, এতদ্বয়ের মধ্যে যোগবিত্তম
বা সর্বোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে ? অথবা আমি তোমার সাকার বা নিরাকার স্বরূপের
চিন্তা করিব ? ইহা আমাকে বুঝাইয়া দাও ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) । ময়ি (আমাতে) মনঃ
(মনকে) আবেশ্য (একাগ্র করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত হইয়া) পরয়া (প্রকৃষ্ট) শ্রদ্ধয়া
(শ্রদ্ধার দ্বারা) উপেতাঃ (যুক্ত হইয়া) যে (যাঁহারা) মাং (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা
করেন) তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (যোগবিত্তম) [ইহাই] মে (আমার) মতাঃ (অভিমত) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, [হে অজ্জুন !] যে সকল ব্যক্তি
একাগ্রচিত্ত ও সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন,
আমার মতে তাঁহাই যোগবিত্তম ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । শ্রীভগবানুবাচ—যে হৃদরোপাসকাঃ সম্যগ্দেশিনো নিবৃত্তৈষণান্তে
তাবত্তিষ্ঠন্তু । তান্ প্রতি যজ্ঞব্যং তদুপরিষ্টাৎক্ষ্যামঃ । যে হিতরে—ময়ীতি । ময়ি বিশুরূপে

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে ।

সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

সংনিয়মোদ্ভিহ্যগ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর আবেশ্য সমাধায় মনঃ। যে তত্ত্বাঃ সন্তো মাং সর্বযোগেশ্বরগামবীশ্বরং সর্বভূতঃ
বিমুক্তরাগাদিক্লেশতিমিরদৃষ্টিম্। নিত্যযুক্তা অতীতানন্তরাধ্যাত্মোক্তশ্লোকার্থন্যায়েন সতত-
যুক্তাঃ সন্ত উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়া প্রকৃষ্টরোপেতাঃ। তে মে মম মতা অভিপ্রেতা
যুক্ততমা ইতি। নৈরন্তর্য্যেণ হি তে মচ্ছিত্ততয়াহোরাত্রমতিবাহয়ন্তি। অতো যুক্তঃ
তান্ প্রতি যুক্ততমা ইতি বক্তুম্ ॥ ২ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যন্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি।
ময়ি পরমেশ্বরে সর্বভূতাদিগুণবিশিষ্টে। মন আবেশ্যৈকাগ্রং কৃৎস্না। নিত্যযুক্তা
মদর্থকল্পানুষ্ঠানাদিনা মনিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মাশাধয়ন্তি তে যুক্ততমা
মমাভিমতাঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সগুণ বা সাকার রূপে যাঁহার চিত্তের একাগ্র আবেশ, অর্থাৎ
যিনি একমাত্র “গতিত্বং” বলিয়া অনন্যভাবে, প্রীতিপূর্ণচিত্তে, ভগবানের শরণাগত হয়েন,
তিনি একাগ্রচিত্তন জন্য ভগবৎ-স্বরূপই লাভ করিয়া থাকেন। “আমি যে ভগবৎ-
স্বরূপের আরাধনা করিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে নিস্তার করিবেন”, এইরূপ আন্তরিক্য
বুদ্ধিতে যাঁহার তাঁহাতে সাস্বিক শ্রদ্ধার উদয় হয়, যিনি নিজ আরাধ্য রূপকে সর্বস্ব ও
সর্বকল্যাণবিধাতা জানিয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করেন, তিনিই ভগবানের মতে
যুক্ততম বা যোগিগণের মধ্যে প্রধান ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্বত্র (সকল বিষয়ে) সমবুদ্ধয়ঃ (সমজ্ঞানযুক্ত) যে তু (যাঁহারা)
ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহ) সংনিয়ম্য (নিরোধ করিয়া) অনির্দেশ্যম্ (অনির্বচনীয়) অব্যক্তং
(সূক্ষ্ম) সর্বত্রগম্ (সর্বত্র বিদ্যমান) অচিন্ত্যং চ (ও অচিন্তনীয়) কুটস্থম্ (মায়াধিষ্ঠিত)
অচলং (স্থির) ধ্রুবম্ (সত্য) অক্ষরং (নিগুণস্বরূপকে) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন)
সর্বভূতহিতে (সকলের মঙ্গলকার্য্যে) রতাঃ (নিযুক্ত) তে (তাঁহারা) মাং এব (আমাকেই)
প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া এবং সর্বত্র সমবুদ্ধি-
যুক্ত ও সর্বভূতহিতনিরত হইয়া অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্র বিদ্যমান,
অচিন্ত্য, কুটস্থ, অচল ধ্রুব, নিগুণ, অক্ষর স্বরূপের নিরন্তর চিন্তা করেন,
তাঁহারা আমাকেই [নিগুণ স্বরূপে] প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। কিমিতরে যুক্ততমা ন ভবন্তি? ন। কিন্তু তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যং

তচ্ছৃণু—যে স্থিতি। যে স্বকরমনির্দেশ্যমব্যক্তম্। অব্যক্তস্বাদশবদগোচরমিতি। ন নির্দেশ্যে শক্যতে। অতোহনির্দেশ্যম্। অব্যক্তং—ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তম্। পৰ্য্যাপাসতে পরি সমস্তাদুপাসতে। উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রমুপাস্যস্যার্থস্য বিষয়ীকরণেন সাগ্নীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ দীর্ঘকালং যদাসনং তদুপাসনমাচক্ষতে। অক্ষরস্য বিশেষণমাহ—সর্বত্রগং বোমবদ্যাপি। অচিন্ত্যং চাব্যক্ত-স্বাদচিন্ত্যম্। যন্ধি করণগোচরং তন্মনসাপি চিন্ত্যম্। তদ্বিপরীতস্বাদচিন্ত্যম্। অক্ষরং কটস্থং। দৃশ্যমানগুণকর্মস্তুর্দোষং বস্তু কূটম্। কূটরূপং কূটসাক্ষ্যমিত্যাদৌ কূটশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে। তথা চাবিদ্যাদ্যনেকসংসারবীজমন্তর্দোষবল্মায়াব্যাকৃতাংশবদবাচ্যতয়া—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ময়িনং তু মহেশ্বরং (ক)—মম মায়া দুরত্যয়া (গী ৭।১৪) ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং যন্তং কূটম্। তস্মিন্ কূটে স্থিতং কূটস্থং তদধ্যক্ষতয়া। অথবা রাশিরিব স্থিতং কূটস্থম্। অত এবাচলম্। যস্মাদচলং তস্মাদ্ভ্রমম্। নিত্যমিত্যর্থঃ ॥৩৥

শাক্তরভাষ্যম্। সংনিয়ম্যেতি। সংনিয়ম্য সম্যগ্‌নিয়ম্য সংহত্য। ইন্দ্রিয়-গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ম্। সর্বত্র সর্বস্মিন্ কালে। সমবুদ্ধয়ঃ—সমা তুল্যা বুদ্ধির্যেষামিষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তৌ তে সমবুদ্ধয়ঃ। তে য এবংবিধাস্তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ। ন তেষাং বক্তব্যং কিঞ্চিৎ—মাং তে প্রাপ্নুবন্তীতি। জ্ঞানী স্বাষ্ট্রেব মে মতং (গী ৭।১৮) ইতি হ্যুক্তম্। ন হি ভগবৎস্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমস্বযুক্ততমস্বং বা বাচ্যম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইতি? অত আহ—যে স্থিতি ভাষ্যম্। যে স্বকরং পৰ্য্যাপাসতে ধ্যায়ন্তি তেহপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি স্বয়োরনুয়ঃ। অক্ষরস্য লক্ষণম্—অনির্দেশ্যমিত্যাদি অনির্দেশ্যশব্দেন নির্দেশ্যশক্যম্। যতোহব্যক্তং রূপাদি-হীনম্। সর্বত্রগং সর্বব্যাপি। অব্যক্তস্বাদেবাচিন্ত্যম্। কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে হিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতম্। অচলং স্পন্দনরহিতম্। অত এব ভ্রমং নিত্যং বুদ্ধ্যাতিরহিতম্। স্পষ্ট-মন্যৎ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাক্য যাহাকে নির্দেশ করিতে পারে না (অর্থাৎ লৌকিক ভাষা যে জাতি (মনুষ্য, পশুাদি), গুণ (নীলস্ব, পীতস্বাদি), ক্রিয়া (গমনোপবেশনাদি), ও সম্বন্ধ (পিতাপুত্রাদি) অবলম্বন করিয়া বস্তুর নির্দেশ করিয়া থাকে, যিনি তাহা হইতে অতীত, যিনি সর্বত্র সর্বত্র বিদ্যমান থাকেন [অর্থাৎ যিনি দেশ, কাল, বস্তু, পরি-চ্ছেদশূন্য], যিনি অচিন্ত্য [সর্বত্রব্যাপি বস্তুকে একদেশমাত্র চিন্তনপটু মন ধ্যান করিতে পারিবে কেন? “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।” (খ), যাহাকে লাভ করিতে গিয়া বাক্য মনের সহিত অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসে—তিনি কি চিন্তার গম্য?] যিনি কূটস্থ [মিথ্যা হইয়াও যাহা সত্যবৎ প্রতীত হয়, তাহার নাম কূট। কার্যপ্রপঞ্জের সহিত অজ্ঞানই কূট নামে প্রসিদ্ধ। যিনি এই অজ্ঞানরূপ কূটে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অবিষ্ঠান-রূপে স্থিতি করেন, তিনি কূটস্থ। অবিদ্যাকল্পনা মিথ্যা হইলেও তদবিষ্ঠানভূত সাক্ষাৎ চৈতন্য নিত্য নিঃস্বিকার], যিনি অচল বা যিনি বিকার

ক্লেশোহধিকতরাস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবস্তিরবাধ্যতে ॥ ৫ ॥

দ্বারা বিচলিত হয়েন না, যিনি ধ্রুব বা যাঁহার পরিণাম নাই বা নিত্য, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যিনি সমস্ত বৃত্তিবার্জিত হইয়া সমাহিত চিত্তে (অর্থাৎ অনাদ্ব্যাকার তাবৎ জ্ঞানকে তিরস্কার পূর্বক), তৈলধারার ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান করেন, তিনি নিগুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি শমদমাদি ঘটসম্পত্তিসম্পন্ন, যাঁহার বিষয়বাসনা বা হর্ষ-বিষাদাদি নাই, যাঁহার সর্বত্রই ব্রহ্মদৃষ্টি, তিনি নিগুণ স্বরূপারাদনার অধিকারী। যিনি স্বয়ং গুণময়াবর্জিত হইবেন, তিনিই নিগুণারাদনার সুযোগ্য অধিকারী ॥ ৩৪ ॥

অন্থয়বোধিনী। তেষাম্ (সেই) অব্যক্তাসক্তচেতসাং (ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি-গণের) অধিকতরঃ (অধিকতর) ক্লেশঃ (ক্লেশ) [হয়], হি (যেহেতু) দেহবস্তিঃ (দেহাভি-মানিগণ কর্তৃক) অব্যক্তা (অব্যক্ত-বিষয়িণী) গতিঃ (নিষ্ঠা) দুঃখম্ (দুঃখে) অবাধ্যতে (লব্ধ হয়) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। নিগুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। কেননা, নিগুণ ব্রহ্ম লাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশসাধ্য ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাস্যম্। কিঞ্চ—ক্লেশ ইতি। ক্লেশোহধিকতরঃ—যদ্যপি মৎকর্মাদি-পর্যাণং ক্লেশোহধিক। এব। ক্লেশোহধিকতরস্তু ক্রান্তানাং পরমার্থদর্শিনাং দেহাভি-মানপরিত্যাগনিমিত্তঃ। অব্যক্তাসক্তচেতসাম্—অব্যক্ত আসক্তং চেতো যেষাং তেহব্যক্তা-সক্তচেতসঃ। তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি যস্মাদগতিরক্ষরাগ্নিকা দুঃখং দেহবস্তি-দেহাভিমানবস্তিরবাধ্যতে। অতঃ ক্লেশোহধিকতরঃ। অক্ষরোপাসকানাং যদ্বর্তনং তদুপরিষ্ঠাঙ্ক্যামঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ তেহপি চেৎ স্বামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হীতরেষাং যুক্ততমত্বং কূতঃ—ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশকূতং বিশেষমাহ—ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্বিশেষেষেহক্ষর আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশোহধিকতরঃ। হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতিনিষ্ঠা দেহাভিমানিভির্দুঃখং যথা ভবত্যেবমবাধ্যতে। দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্-প্রবণত্বস্য দুর্বটত্বাদিত্যি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিগুণ ব্রহ্মকে আরাধনা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে বেদান্ত-বাক্যাদির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা চিত্তকে অতিশয় অন্তর্নিবৃত্ত করা আবশ্যিক। কিন্তু সগুণব্রহ্মোপাসককে এত কাঠিন্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে হয় না; সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ভগবৎ-প্রীত্যর্থ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন ও পূজাদি করিলেই ব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে। এই সগুণ ব্রহ্মোপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করাই ভগবানের অভিপ্রায়। যদিও নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে [সুস্বখং কর্তব্যমব্যয়ং] নিগুণ ব্রহ্ম-লাভের সুখসাধ্যতা ব্যাখ্যা

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুত মৎপরাঃ ।

অন্যে নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্বৰ্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বিবেকাদি সৰ্ব্বসাধনসম্পন্ন নিকাম কৰ্ম্মী ও দেহাভিমানবজ্জিত পুরুষ-দিগের জন্যই লক্ষিত হইয়াছে। অহং মমেতি বুদ্ধিবৃত্ত পুরুষদিগের পক্ষে নিৰ্ভরণ সাধন যে অত্যন্ত ক্লেশকর, এ শ্লোকে তাহাই উক্ত হইল ॥ ৫ ॥

অময়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) যে তু (যে সকল ব্যক্তি) সৰ্ব্বাণি (সমস্ত) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংশ্রুত (অর্পণ পূর্বক) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন এব (অন্য কোন বিষয় স্মরণ না করিয়া) যোগেন (সমাধিযোগ দ্বারা) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যান করতঃ) উপাসতে (উপাসনা করেন), ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাং (আবিষ্টচিত্ত) তেষাং (তঁাহাদিগের) মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যু-সমাকুল সংসার-সাগর হইতে) ন চিরাৎ (শীঘ্রই) অহং (আমি) সমুদ্বৰ্ত্তা (উদ্ধারকর্ত্তা) ভবামি (হইয়া থাকি) ॥ ৬।৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি আমাতে সমস্ত কৰ্ম্ম অর্পণ পূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-সমাধিযোগ দ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন, আমি সেই আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে শীঘ্রই মৃত্যুসমাকুল সংসারসিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬।৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। যে স্থিতি। যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ীশ্বরে সংশ্রুত মৎপরাঃ—অহং পরো যেষাং তে মৎপরাঃ সন্তঃ। অনন্যেনৈব—অবিদ্যমানমন্যদালম্বনং বিশ্বরূপং দেবমাত্মনং মুক্ত্বা যস্য সোহনন্যঃ। তেনানন্যেনৈব। কেন? যোগেন সমাধিনা। মাং ধ্যায়ন্তশ্চিস্তয়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। তেষাং কিং?—তেষামিতি। তেষাং মদুপাসনৈকপরাণামহমীশ্বরঃ সমুদ্বৰ্ত্তা। কূত ইতি? আহ—মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ মৃত্যুসংসারঃ। স এব সাগরবৎ সাগরঃ। দুরুত্তরত্বাৎ। তস্মান্মৃত্যুসংসারসাগরাদহং তেষাং সমুদ্বৰ্ত্তা ভবামি। ন চিরাৎ। কিং তহি? ক্ষিপ্ৰমেব। হে পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাং—ময়ি বিশ্বরূপ আবেশিতং সমাহিতং চেতো যেষাং তে ময্যাবেশিতচেতসঃ। তেষাম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মন্ত্ৰজ্ঞানাং তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ—যে স্থিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্রুত মৎপর্য মৎপরা ভূত্বা। মাং

মায়্যেব মন আধঃস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি মায়্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ধ্যায়ন্তঃ । অনন্যেন—ন বিদ্যাতেহন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈব । একান্তভক্তি-
যোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তেষামিতি । এবং ময়্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং ।
মৃত্যুযুক্তাং সংসারসাগরাদহং সম্যগুদ্বর্ত্তাচিরেণ ভবামি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সগুণব্রহ্মোপাসক অপেক্ষা নিগুণব্রহ্মোপাসকগণ যখন অধিক
ক্লেশ সহ্য করেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন । অর্জুনের
এই ভ্রম নিরসনার্থ ভগবান্ কহিলেন যে, নিগুণব্রহ্মোপাসকগণ গুরুসেবা, শ্রবণ ও মননাদি
কঠোরতম সাধনা দ্বারা যাহা লাভ করিয়া থাকেন, সগুণব্রহ্মোপাসকগণ প্রীতিপূর্বক পূজা
করিতে করিতে অনায়াসে তত্ত্বাবতের স্ফুরণ নিজ নিজ হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন ।
সগুণ উপাসকগণ যে কেবল নিক্কলাভই করেন, তাহা নহে । শ্রুতি বলিয়াছেন—“স
এতস্মাজ্জীবনানাং পরাং পরং পুরিষণং পুরুষমীক্ষতে” (ক) অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য
প্রাপ্ত উপাসকগণ ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া প্রত্যক্ অভিন্ন অদ্বিতীয় পরমাত্মার
সাক্ষাৎকার লাভ করেন । গুরুপদসেবন, শ্রবণ ও মননাদি সাধন না করিয়া শ্রদ্ধান্বিত
সগুণব্রহ্মোপাসকগণ কেবল ভক্তির গুণেই কৈবল্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । নিত্য,
নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক—তাবৎ কল্মই যাঁহারা ভগবান্ বাসুদেবে ন্যস্ত করিয়া ভক্তিপূর্বক
তাঁহাই শরণাগত হয়েন, সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, সর্ব্বথা ভগবান্ই যাঁহাদের
অবলম্বন, ভগবান্কে ভুলিয়া ক্ষণাচ্ছকাল জীবিত থাকা যাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন,
ঈদৃশ সাধকগণ নানাভরণভূষিত, কৃষ্ণ, শ্বেত নীলাদি বর্ণযুক্ত, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ, স্ত্রী
বা পুরুষ যে রূপেই তাঁহাদের অভিরুচি হউক—ভগবানের পূজা করিলে, এবং উপাস্য
রূপে চিন্তের আবেশ বা সমাধি হইলে ভগবান্ স্বয়ং কর্ণধার হইয়া নিজ পাদাম্বুজরূপ পোতে
মৃত্যুময়—অজ্ঞানময়—সংসারসমুদ্র হইতে উপাসকগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৬।৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ (মন) আধঃস্ব (স্থির কর) ময়ি
(আমাতে) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) নিবেশয় (স্থাপন কর), অতঃ (ইহা হইতে) উর্দ্ধং (পরে
অর্থাৎ দেহান্তে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্যসি (স্থিতি করিবে), [ইহাতে] সংশয়ঃ
(সন্দেহ) ন (নাই) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] তুমি মন ও বুদ্ধিকে আমাতে স্থির
কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতে (শুদ্ধ ব্রহ্মে) অভেদভাবে স্থিতি
করিবে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৮ ॥

(ক) প্রশ্নোপনিষৎ, ৫।৫ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

শান্তরভাষ্যম্ । যত এবং তস্মাৎ—ময্যেবেতি । ময্যেব বিশুরূপে দ্বিশুরে মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকমাধঃস্ব স্বাপয় । ময্যেবাধ্যবসায়ং কুর্ব্বতীং বুদ্ধিং চাধঃস্ব নিবেশয় । ততস্তে কিং স্যাদিতি ? শূণু—নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি নিশ্চয়েন মদাশ্রনা । ময়ি নিবাসং করিষ্যস্যেব । অতঃ শরীরপাতাদূর্দ্ধং । ন সংশয়ঃ সংশয়োহত্র ন কর্তব্যঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাদেবং তস্মাৎ—ময্যেবেতি । ময্যেব সংকল্পবিকল্পাত্মকং মন আধঃস্ব স্থিরীকুরু । বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্তিকং ময্যেব নিবেশয় । এবং কুর্ব্বন্মৎ-প্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অত উর্দ্ধং দেহান্তে ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি । মদাশ্রনা বাসং করিষ্যসি । নাত্র সংশয়ঃ । তথা চ শ্রুতিঃ—দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে (ক) ইতি ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হে অর্জুন ! মনকে সমস্ত বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাতেই স্থির করিয়া রাখ । শব্দাদি বিষয়ে চিত্তকে প্রধাবিত না করিয়া আমাতেই আবিষ্ট কর । বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্ব্বদা আমাকেই ধারণা কর । তাহা হইলে আপনা-আপনিই তোমার আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে, ও মরণান্তে তুমি আমাতেই বিলীন হইবে ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সগুণব্রহ্মের উপাসনা-পরায়ণ সাধকগণ দেহান্তে ইষ্টদেবের কৃপায় নিৰ্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ লাভ করেন—“দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে” (ক) । এইরূপে সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ক্রমমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । আর নিৰ্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সাধক ইহলোকেই জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া দেহান্তে একেবারেই বিদেহকৈবল্যভাগী হইয়েন, তাঁহাকে আর ব্রহ্মলোকে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রমমুক্তি লাভের অপেক্ষা করিতে হয় না । দ্বৈততাবের উপাসনায় এবং অদ্বৈতজ্ঞানের অভ্যাসে এই পার্থক্য সাধকের অধিকারানুরূপ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, উভয় পথই পরম কল্যাণকর । (১৩ ও ২০ শ্লোকের গীঃ সংঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৮ ॥

অনুবোধধিনী । ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয় !) অথ (আর যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (মনঃ) স্থিরং (স্থির) সমাধাতুং (রাখিতে) ন শক্নোষি (না পার), ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাসযোগ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুং (পাইতে) ইচ্ছ (আকাঙ্ক্ষা কর) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ধনঞ্জয় ! যদি সগুণ ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করিতে না পার, অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিবার ইচ্ছা কর বা যত্ন কর ॥ ৯ ॥

শান্তরভাষ্যম্ । অথেতি । অথৈবং যথাবোচাম তথা ময়ি চিত্তং সমাধাতুং স্থাপয়িতুং

(ক) নৃসিংহপর্ব্বতাপনী, ১৭৭ ॥

অভ্যাসেহ্যস্যমর্থোহসি মৎকৰ্ম্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপস্যসি ॥ ১০ ॥

স্থিরমচলং ন শকৌষি চেত্ততঃ পশ্চাদভ্যাসযোগেন—চিত্তৈস্যকস্মিন্মালম্বনে সৰ্ব্বতঃ
সমাহৃত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসঃ । তৎপূৰ্ব্বকো যোগঃ সমাধানলক্ষণঃ । তেনাভ্যাস-
যোগেন মাং বিশুদ্ধপমিচ্ছ প্রার্থয়স্বাপ্তুং প্রাপ্তুং হে ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রাশঙ্কং প্রতি স্মৃগমোপায়মাহ—অথেতি । স্থিরং যথা
ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি তহি বিক্লিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ
প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণে যোহভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ । প্রযতুং কুরু ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সগুণ ব্রহ্মে বিধিপূৰ্ব্বক চিত্ত স্থির করিতে না পারিলে সাধক
যাহাতে ভগবন্নাভে বঞ্চিত না হয়েন, এইজন্য ভগবান্ দয়া করিয়া বলিতেছেন যে, তাহা
হইলে অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ প্রতিমাদি বাহ্যমূর্তিতে ভগবদ্বুদ্ধি স্থাপনপূৰ্ব্বক
ভক্তিসহ পূজা করিবে, ও হৃদয়ে সেই রূপের-ধ্যান করিবে। তাহা হইলে আমাকে
লাভ করিতে পারিবে ॥ ৯ ॥

অর্থবোধিনী। অভ্যাসে অপি (অভ্যাসযোগেও) [যদি] অসমর্থঃ (অসমর্থ)
অসি (হও), [তবে] মৎকৰ্ম্মপরমঃ (আমার কৰ্ম্মপরায়ণ) ভব (হও) ; মদর্থং (মৎপ্রীত্যর্থ)
কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মগমূহ) কুৰ্ব্বন্ অপি (করিলেও) সিদ্ধিম্ (মোক্শ) অবাপস্যসি (লাভ
করিবে) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তবে ভগবৎকৰ্ম্মপরায়ণ
হও ; মদর্থের কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তুমি ব্রহ্মভাব লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

শাকরভাষ্যম্। অভ্যাসেহ্যপীতি । অভ্যাসেহ্যস্যমর্থোহস্যশক্তোহসি যদি, তহি মৎকৰ্ম্ম-
পরমো ভব । মদর্থং কৰ্ম্ম মৎকৰ্ম্ম । তৎপরমো মৎকৰ্ম্মপরমঃ । মৎকৰ্ম্মপ্রধান ইত্যর্থঃ । অভ্যাসেন
বিনা মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কেবলং কুৰ্ব্বন্ সিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিযোগজ্ঞানপ্রাপ্তিবারেণাবাপস্যসি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি । যদি পুনরভ্যাসেহ-
প্যশক্তোহসি তহি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কৰ্ম্মাণি—একাদশ্যপবাসব্রতচর্য্যাপূজানামসংকীৰ্ত্তনা-
দীনী—তদনুষ্ঠানমেব পরমং यस্য তাদৃশো ভব । এবংভূতানি কৰ্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুৰ্ব্বন্
মোক্শং প্রাপস্যসি ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি সাধক পূৰ্ব্বোক্ত অভ্যাসযোগও করিতে না পারেন,
কৃপাসিদ্ধ ভগবান্ তজ্জন্য আরও সহজ উপায় বলিতেছেন যে, তবে আমার প্রীতির জন্য কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান কর । তদ্ব্যখা (১) রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা ও শিবাদি নাম শ্রবণ করিবে, (২) সেই নাম
আবার আপনিও শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক কীর্ত্তন করিবে, (৩) স্মৃখে বা দুঃখে সৰ্ব্বদা ভগবান্কে স্মরণ
করিবে, (৪) ভগবৎপ্রতিমাদির চরণ সেবা করিবে, (৫) চন্দন, পুষ্প, ধূপ ও দীপ আদি

অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ ।

সর্বকৰ্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্নবান্ ॥ ১১ ॥

শ্রোযো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাক্ষ্যানং বিশিষ্যতে ।

ধ্যানাৎ কৰ্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে, (৬) শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা, তাঁহাকে নমস্কার ও বন্দনাদি করিবে, (৭) আপনাকে তাঁহার অনুগত দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে, (৮) অথবা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিবে, এবং (৯) তোমার শরীর তাঁহাকেই নিবেদন করিয়া দিবে। এইরূপ কৰ্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইবে, এবং আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া তোমাকে নিৰ্গুণ ব্রহ্মভাব দান করিবে ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী । অথ (পক্ষান্তরে যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্তুং (করিতে) অশক্তঃ (অক্ষম) অসি (হও) ততঃ (তবে) মদ্যোগম্ (আমার শরণ) আশ্রিতঃ (গ্রহণপূর্বক) যত্নবান্ (সংযতাত্মা হইয়া) সর্বকৰ্মফলত্যাগং (সকল কৰ্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । যদি ভগবৎকৰ্মানুষ্ঠানেও অসমর্থ হও, তবে আমার যোগপরায়ণ ও সংযতাত্মা হইয়া সর্ব কৰ্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অথৈতদিতি । অথ পুনরৈতদপি যদুক্তং মৎকৰ্মপরমস্বং তৎ কর্তুমশক্তোহসি । মদ্যোগমাশ্রিতঃ—ময়ি ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি সংন্যস্য যৎ করণং তেষামনুষ্ঠানং স মদ্যোগঃ । তমাশ্রিতঃ সন্ । সর্বকৰ্মফলত্যাগং—সর্বেষাং কৰ্ম্মাণাং ফলসংন্যাসং সর্বকৰ্মফলত্যাগং । ততোহনন্তরং কুরু । যত্নবান্ সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত্যন্তং ভগবৎকৰ্মপরিনিষ্ঠায়ামশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ—অথৈতী । যদ্যেতদপি কর্তুং ন শকৌষি তহি মদ্যোগং মদেকশরণমশ্রিতঃ সন্ সর্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানাং মাণ্যকানাং চাগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মাণাং ফলানি নিয়তচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ । এতদুক্তং ভবতি—ময়া তাবদীশুরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কৰ্ম্মাণি কর্তব্যানি । ফলং তাবদৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি ॥ ১১ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । যদি পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে না পার, তবে সমস্ত কৰ্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়বর্গ সংযমপূর্বক নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কৰ্ম সমূহের ফলকামনা পরিত্যাগ কর । নিকাম কৰ্ম সাধনই ভগবদুপদেশের মুখ্য অভিপ্রায় ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী । অভ্যাসাৎ (অবিবেক পূর্বক অভ্যাসযোগ অপেক্ষা) জ্ঞানং (জ্ঞান) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) ; জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং (ধ্যান) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়) ; ধ্যানাৎ

(ধ্যান অপেক্ষা) কর্মফলত্যাগঃ (কর্মফলত্যাগ) [শ্রেষ্ঠ] ; অনন্তরং (তৎপরে) ত্যাগাৎ (ত্যাগ হইতে) শান্তিঃ (শান্তি) [হয়] ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ও ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ । এই ত্যাগানন্তরই মুক্তিরূপ শান্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ইদানীং সর্বকর্মফলত্যাগং শ্রোতি—শ্রেয় ইতি । শ্রেয়ো হি প্রশস্যতরং জ্ঞানম্ । কস্মাৎ? অবিবেকপূর্বকাদভ্যাসাৎ । তস্মাদপি জ্ঞানাজ্জ্ঞান-পূর্বকং ধ্যানং বিশিষ্যতে । জ্ঞানবতো ধ্যানাদপি কর্মফলত্যাগঃ । বিশিষ্যত ইত্যনুষ-জ্যতে । এবং কর্মফলত্যাগাৎ পূর্বোক্তবিশেষণবতঃ শান্তিরূপশমঃ সহেতুকস্য সংসার-স্যানন্তরমেব স্যাৎ । ন তু কালান্তরমপেক্ষতে ।

অজ্ঞস্য কর্মণি প্রবৃত্তস্য পূর্বোপদিষ্টোপায়ানুষ্ঠানশক্তৌ সর্বকর্মণাং ফলত্যাগঃ শ্রেয়ঃ-সাধনমুপদিষ্টম্ । ন প্রথমমেব । অতঃ চ শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাদিত্যন্তরোত্তরবিশিষ্টত্বো-পদেশেন সর্বকর্মফলত্যাগঃ সূর্যতে । সম্পন্নসাধনানুষ্ঠানশক্তাবনুষ্ঠেয়ত্বেন শ্রুতত্বাৎ । কেন সাধন্যেণ স্তুতিঃ? যদা সর্ব প্রমুচ্যন্তে (ক) ইতি সর্বকামপ্রহাণাদমৃতত্বমুক্তং । তৎ প্রসিদ্ধং চ । কামাশ্চ সর্ব শ্রৌতস্মার্তসর্বকর্মণাং ফলানি । তত্যাগেন চ বিদুষো ধ্যাননিষ্ঠস্যানন্তরৈব শান্তিঃ । ইতি সর্বকামত্যাগসামান্যজ্ঞস্য সর্বকর্মফলত্যাগস্যাশ্রীতি—তৎসামান্যাং সর্বকর্মফলত্যাগস্তিরিয়ং প্ররোচনার্থা । যথাগন্ত্যন ব্রাহ্মণেন সমুদ্রঃ পীত ইতি—ইদানীন্তনা অপি ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণত্বসামান্যাৎ সূর্যন্তে । এবং কর্মফলত্যাগাৎ কর্মযোগস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বমভিহিতম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তমিৎ ফলত্যাগং শ্রোতি—শ্রেয় ইতি । সমাগুজ্ঞানরহিতাদ-ভ্যাসাদ্ যুক্তিসহিতোপদেশপূর্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠম্ । তস্মাদপি তৎপূর্বং ধ্যানং বিশিষ্টম্ । ততস্ত তৎ পণ্যতে নিকলং ধ্যায়মানঃ (খ) ইতি শ্রুতেঃ । ইতি তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ । তস্মাদেবংভূতাৎ কর্মফলত্যাগাৎ কর্মসু তৎফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন চ সমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্রবণকীর্তনাদি-অভ্যাস দ্বারা মননাদি-জ্ঞানের অধিকার জন্মে, এইজন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ । আবার নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যান আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায় বলিয়া উহা জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ধ্যান করিলেও শীঘ্র অজ্ঞানের তিরোভাব হয় না ; কিন্তু সঙ্কল্প বা ফলকামনা-বর্জিত হইয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিলে পুনরাবির্ভাবের বীজ সঞ্চিত হইতে পারে না । এইজন্য কর্মত্যাগ ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । বাসনাক্ষয় ও জন্ম-জন্মান্তরের বীজস্বরূপ অদৃষ্ট বা ধর্মাদর্শ সঞ্চিত হইতে না পারিলেই জীবের মুক্তি বা শান্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অদ্বৈতা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।

নিৰ্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

অদ্বৈতবোধিনী । সৰ্বভূতানাম্ (সৰ্বভূতের প্রতি) অদ্বৈতা (দ্বৈতবিহীন), মৈত্রঃ (মৈত্রীভাবাপন্ন), করুণঃ চ এব (ও দয়াবান্), নিৰ্মমঃ (মমতাবিহীন), নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কার-পরিণূনা), সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমচিত্ত), ক্ষমী (ক্ষমাশীল) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । সৰ্বভূতেই যাঁহার অদ্বৈতদৃষ্টি, মৈত্রীভাব ও করুণা, এবং যিনি নিৰ্মম ও নিরহঙ্কার, দুঃখ-সুখে যাঁহার সমান ভাব ও যিনি ক্ষমাশীল ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অত্র চাত্তেশ্বরভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপ ইশ্বরে চেতঃসমাধানলক্ষণো যোগ উক্তঃ । ইশ্বরার্থং কৰ্ম্মানষ্ঠানাদি চ । অত্ৰৈতদপাশঙ্কোহসীতাজ্ঞানকার্যসূচনান্নাভেদ-দর্শনোহঙ্করোপাসকস্য কৰ্ম্মযোগ উপপদ্যত ইতি দর্শয়তি । তথা কৰ্ম্মযোগিণোহঙ্করোপাসনা-নুপপত্তিং দর্শয়তি শ্রীভগবান্—তে প্রাপ্নুবন্তি মামেবেতি । অঙ্করোপাসকানাং কৈবল্য-প্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্র্যমুক্ত্যেতরেযাং পারতন্ত্র্যাদীশ্বরাদীনতাং দর্শিতবান্—তেষামহং সমুদ্বর্তেতি । যদিহীশ্বরস্যাত্মভূতাস্তে মতাঃ—অভেদদর্শিত্বাৎ—অঙ্কররূপা এব ত ইতি সমুদ্বরণকৰ্ম্মবচনং তান্ প্রত্যপেগলং স্যাৎ । যস্মাচ্চাজ্জুনস্যাত্মন্তমেব হিতৈষী ভগবাংস্তস্য সম্যগদর্শনান্নিতং কৰ্ম্মযোগং ভেদদৃষ্টিমন্তমেবোপদিশতি । ন চাত্তানমীশ্বরং প্রমাণতো বুদ্ধা কস্যচিদ্ গুণভাবং জিগমিষতি কশিচৎ । বিরোধাৎ । তস্মাদঙ্করোপাসকানাং সম্যগদর্শননিষ্ঠানাং সংন্যাসিনাং তাত্ত্বসর্বৈষণানামদ্বৈতা সৰ্বভূতানামিত্যাदि ধৰ্ম্মপুংগুং সাক্ষাদমৃতত্বকারণং বক্ষ্যামীতি প্রবর্ততে—অদ্বৈতেতি । অদ্বৈতা সৰ্বভূতানাং—সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং ন দ্বৈতা । আত্মনো দুঃখহেতুমপি ন কিঞ্চিদেদৃষ্টি । সৰ্ব্বাণি ভূতান্যাত্মস্বেন হি যস্মাৎ পশ্যতি । মিত্রতয়া বর্তত ইতি মৈত্রঃ । করুণ এব চ । করুণা কৃপা দুঃখিতেষু দয়া । তন্মান করুণঃ । সৰ্বভূতভয়প্রদঃ । সংন্যাসীত্যর্থঃ । নিৰ্মমো মমপ্রত্যয়বর্জিতঃ । নিরহঙ্কারো নির্গতাহংপ্রত্যয়ঃ । সমদুঃখসুখঃ—সমে দুঃখসুখে দ্বৈতভাবগোচরপ্রবর্তকে যস্য স সমদুঃখ-সুখঃ । ক্ষমী ক্ষমাবান্ । আক্ৰুষ্টোহভিহতো বাবিক্রিয় এবাস্তে ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবংভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্ৰমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতুং ধৰ্ম্মানাহ—অদ্বৈতেত্যষ্টভিঃ । সৰ্বভূতানাং যথাযথমদ্বৈতা । মৈত্রঃ । করুণশ্চ । উত্তমেষু হেয়-শূন্যঃ । সনেষু মিত্রতয়া বর্তত ইতি মৈত্রঃ । হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ । নিৰ্মমঃ । নিরহঙ্কারশ্চ । কৃপালুত্বাদেবান্যৈঃ সহ সমে দুঃখসুখে যস্যঃ সঃ । ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পূৰ্বে কয়েক শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা-নির্গুণোপাসনার বিরুদ্ধবাদ জন্য নহে । সগুণোপাসনার পথযে স্নগম, তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য । ভগবান্ যে উপাসনা-প্রণালীর তারতম্য দেখাইয়া সুখসাধন ও কৃচ্ছসাধন উল্লেখ করিলেন, তাহাতে ইহা কেহ বুঝিবেন না যে, ইহার মধ্যে ভগবানের চক্ষে একটা ভাল

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধির্যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

ও অপরটি মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বস্তুতঃ অধিকারভেদে স্নগম ও কঠিন সাধন-প্রণালী কথিত হইল মাত্র। সগুণ ও নিগুণ উভয়ই তিনি! যিনি বিশুদ্ধ প্রকৃতি হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন, তিনিই তাঁহার আদর লাভ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি জগতের মধ্যে কোন প্রাণীর প্রতিকূল হয়েন না, ও কোন প্রাণীকে নিজ প্রতিকূল মনে করেন না, ও সকলের প্রতিই প্রেম ও স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহার কোন বস্তুতেই মমত্ববুদ্ধি নাই, ও দেহাদিতে অহংবুদ্ধিও নাই, যিনি স্নেহে প্রফুল্ল ও দুঃখে ক্ষুব্ধ না হইয়া সর্বদা অবিচলিত থাকেন, এবং যিনি অন্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও তাঁহাকে ক্ষমা করেন [তিনি ভগবানের প্রিয়] ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিলে অধিকারী ভেদে নিগুণ বা সগুণ ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যিকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। গৌণী-ভক্তিও পরোক্ষজ্ঞানকে সাধনের সর্বোচ্চ গীমা মনে করিয়াই অনেকে বৃথা বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। অবিচ্ছিন্ন-আত্মরতিরূপ-পরা-ভক্তি ও অপরোক্ষজ্ঞানে বাস্তবিক কোনই ভিন্নতা নাই। ভগবানের প্রিয়ভক্ত হইতে হইলে কিরূপ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিযুক্ত হওয়া আবশ্যিক তাহা ভগবান্ স্বয়ংই এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটি শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মর্ম্মার্থ অবধারণ করিতে পারিলে ভক্তি ও জ্ঞান বিষয়ক বৃথা বিবাদ নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। (১৮ অঃ। ৫১-৫৫ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ১৩ ॥

অম্বয়বোধিনী। সততং (সর্বদা) সন্তুষ্টঃ (আহ্লাদিত), যোগী (সমাহিতচিত্ত), যতাত্মা (সংযতস্বভাব), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (অটল বিশ্বাসী), ময়ি (আমাতে) অপিতমনোবুদ্ধিঃ (যাঁহার মন-বুদ্ধি সমর্পিত), যঃ (যিনি) মন্তুক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি সর্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়-নিশ্চয় এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, মন্তুক্তিপরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয় ॥ ১৪ ॥

শান্তরত্নাশ্রম। সন্তুষ্ট ইতি। সন্তুষ্টঃ সততং নিত্যম্। দেহস্থিতিকারণস্য লাভেহলাভে চোৎপন্নালংপ্রত্যয়ঃ। তথা গুণবল্লাভে বিপর্য্যয়ে চ সন্তুষ্টঃ। সততং যোগী সমাহিতচিত্তঃ। যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—দৃঢ়ঃ স্থিরো নিশ্চয়োহধ্যবসায়ো যস্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে স দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যাপিতমনোবুদ্ধিঃ—সংকল্পপাঙ্কং মনঃ। অধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধিঃ। তে ময্যেব্যাপিতে স্থাপিতে যস্য সংন্যাসিনঃ স ময্যাপিতমনোবুদ্ধিঃ। য ঈদৃশো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ইতি সপ্তমেহধ্যায়ে সূচিতম্। তদ্বিহ প্রপঞ্চ্যতে ॥ ১৪ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সন্তুষ্ট ইতি । সততং লাভেহলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ ।
যোগ্যপ্রমত্তঃ । যত্নায়া সংযতস্বভাবঃ । দূঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ো যস্য । ময্যাপিতে মনোবুদ্ধী
যেন । এবংভূতো যো মন্তৃতঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ও সম্পদে বা বিপদে সন্তুষ্ট থাকেন,
যিনি সর্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্ববশ হইয়াছে, যাঁহার ভগবানে
দৃঢ় বিশ্বাস, [অর্থাৎ কোন প্রকার কুতর্কে যাঁহার চিত্ত ভগবদ্ভাব হইতে বিচলিত হয় না]
ও যিনি সঙ্কল্প-বিকল্প ছাড়িয়া, মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই
ভগবানের প্রিয় ॥ ১৪ ॥

অম্বয়বোধিনী । যস্মাৎ (যাঁহা হইতে) লোকঃ (কোন ব্যক্তি) ন উদ্বিজতে (সন্তুষ্ট
হয় না), যঃ চ (ও যিনি) লোকাৎ (অন্য লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (সন্তাপ প্রাপ্ত হন
না), যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈঃ (হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ्वেগ কর্তৃক) মুক্তঃ
(বিমুক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহার দ্বারা কোন ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় না ও যিনি নিজেও
অন্য কোন ব্যক্তি হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না, এবং যিনি হর্ষ, অসহিষ্ণুতা,
ভয় ও উদ्वেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যস্মাদিতি । যস্মাৎ সংন্যাসিনো নোদ্বিজতে নোদ্বৈগং গচ্ছতি—ন
সংতপ্যতে—ন সংস্কৃত্যতি—লোকঃ । তথা লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ । হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈঃ—
হর্ষচামর্ষচ ভয়ং চোদ্বৈগচ তৈর্হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈর্মুক্তঃ । হর্ষঃ প্রিয়লাভেহন্তঃকরণ-
স্যাৎকর্ষো রোমাঞ্চনাশ্রুপাতাদিলিঙ্গঃ । অমর্ষোহভিলষিতপ্রতিঘাতেহসহিষ্ণুতা । ভয়ং
ত্রাসঃ । উদ्वেগ উদ্বিগ্নতা । তৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—যস্মাদিতি । যস্মাৎ সকাশাংলোকো জনো নোদ্বিজতে
ভয়শঙ্কয়া সংক্ষেভং ন প্রাপ্নোতি । যশ্চ লোকান্নোদ্বিজতে । যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদি-
ভির্মুক্তঃ । তত্র হর্ষঃ স্বস্যাষ্টলাভ উৎসাহঃ । অমর্ষঃ পরস্য লাভেহসহনম্ । ভয়ং
ত্রাসঃ । উদ्वেগো ভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভঃ । এতৈর্বিমুক্তো যো মন্তৃতঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি শরীর, মন ও বাণী দ্বারা কোন প্রাণীকে পীড়া দেন না,
এবং অন্য প্রাণীও যাঁহার কোন ক্ষতি করে না [যিনি সমস্ত জীবকে আশ্রয় বোধে ও সকলের

অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

প্রতি আত্মবৎ প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন, কোন জীব তাঁহার ক্ষতি করে না। মৈত্রী ও প্রেমের দ্বারা বন্য হিংস্র জন্তুরও বিরুদ্ধ-বুদ্ধি অভিভূত হইয়া যায়। ধ্রুবের সম্মুখে ব্যাঘ্র আসিল বটে, কিন্তু ধ্রুবের প্রেম ও অহিংসা—অদ্বেষবৃত্তি দ্বারা ব্যাঘ্রের হিংসাবুদ্ধি অভিভূত হইয়া গেল, ব্যাঘ্র ধ্রুবকে আক্রমণ করিল না। যিনি কাহারও ভয়ের কারণ হয়েন না, তিনিও কাহারও নিকট হইতে ভয় পান না।] যিনি ইষ্ট বস্তু লাভে হর্ষোৎকুল ও অনিষ্টকর বিষয় সমাগমে দুঃখিত হন না, ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া, বা ভূত, প্রেত ও মৃত্যু আদি স্মরণ করিয়া যাঁহার ভয়ের উদ্রেক হয় না, এবং কোন অবস্থাতেই যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হয় না, এতাদৃশ ভক্ত ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় পাত্র ॥ ১৫ ॥

অর্থবোধিনী। অনপেক্ষঃ (নিঃস্পহ), শুচিঃ (আচারবান), দক্ষঃ (পটু), উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্য), গতব্যথঃ (মনঃপীড়ামূল্য) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সকাম-কর্মানুষ্ঠানে স্পৃহাশূন্য), যঃ (যিনি) মন্তুক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

শান্তরহস্যম্। অনপেক্ষ ইতি। দেহেজিয়বিষয়সম্বন্ধাদিষুপেক্ষা यस্য নাস্তি স বিষয়েষ্বনপেক্ষো নিঃস্পৃহঃ। শুচির্বাহ্যভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ। দক্ষঃ প্রতুংপন্থেযু কার্যেযু সদ্যো যথাবৎ প্রতিপত্তুং সমর্থঃ। উদাসীনো ন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ স উদাসীনঃ। গতব্যথো গতভয়ঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—আরম্ভান্ত ইত্যরম্ভাঃ। ইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতুনি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাঃ। তান্ পরিত্যক্ত্ব শীলমসৌতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়োপস্থিতেহপ্যর্থো নিঃস্পৃহঃ। শুচির্বাহ্যভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ। দক্ষোহনলসঃ। উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ। গতব্যথ আধিশূন্যঃ। সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্ত্ব শীলং यस্য সঃ। এবংভূতঃ সন্ যো মন্তুক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি বিনাযত্নে প্রাপ্ত বা অনায়াসলব্ধ বস্তুতেও ভোগস্পৃহা করেন না, যাঁহার বাহ্যভ্যন্তর সদা পবিত্র [যুজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শরীর, ও মৈত্রী, করুণাদি দ্বারা রাগদ্বেষাদিদূষিত অন্তঃকরণ-শুদ্ধ হইয়া থাকে] যিনি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অবশ্যকর্তব্য বিষয় সম্পাদনে সমর্থ, যিনি শত্রু ও মিত্র কাহারও প্রতি ভাল বা মন্দভাবের পক্ষপাত করেন না, লোকে

যো ন হ্রষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙক্ষতি ।

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণস্বখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

নিন্দা ও তরস্কারাদি করিলেও যাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হয় না, এবং যিনি লৌকিক বা বৈদিক কোন কার্যেরই যত্নপূর্ব্বক আরম্ভ বা উদ্যোগ করেন না, এতাদৃশ অনাসক্ত ভক্তিই ভগবানের পরম প্রিয় পাত্র ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যঃ (যিনি) [প্রিয়বস্ত্র পাইয়া] ন হ্রষ্যতি (হুট হন না), [অপ্রিয়সমাগমে] ন দ্বেষ্টি (দেষ্ট করেন না), [প্রিয়বিরহে] ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙক্ষতি (আকাঙক্ষা করেন না), শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভকর্ষ্যত্যাগী), যঃ (যিনি) ভক্তিমান্ (ভক্তিমান্) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি হুট হন না, কাহারও প্রতি দেষ্ট করেন না, যিনি শোক করেন না, কোন বস্তুর আকাঙক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ-পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয় পাত্র ॥ ১৭ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । কিঞ্চ—যো নেতি । যো ন হ্রষ্যতীষ্টপ্রাপ্তৌ । ন দ্বেষ্ট্যনিষ্টপ্রাপ্তৌ । ন শোচতি প্রিয়বিরোগে । ন চাপ্রাপ্তং কাঙক্ষতি । শুভাশুভে পুণ্যপাপে কৰ্ম্মণী পরিত্যজুঃ শীলমস্যেতি শুভাশুভপরিত্যাগী । ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—য ইতি । প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হ্রষ্যতি । অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি । ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি । অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙক্ষতি । শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যজুঃ শীলং যস্যঃ সঃ । এবংভূতো ভূষা যো মন্ত্ৰভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসল্লীপনী । ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে যে “সমদুঃস্বখঃ” বলিয়াছেন, এ শ্লোকটি তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র । যিনি প্রিয়বস্ত্রসমাগমে হর্ষ, অপ্রিয়সমাগমে দেষ্ট, প্রিয়বিরহে শোক ও ইষ্টবস্ত্রলভ্যার্থ আকাঙক্ষা করেন না, এবং স্বর্গাদিলাভের মূলবীজ পুণ্য কৰ্ম্ম ও নরকাদি গমনের কারণস্বরূপ পাপ কৰ্ম্ম, অথবা যাহাতে জন্মান্তর লাভ হয় একরূপ কোন কৰ্ম্মই করেন না, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় হন ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । শত্রৌ চ (শত্রুতে) মিত্রে চ (ও মিত্রে), তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মানে ও অপমানে) সমঃ (সমজ্ঞান), শীতোষ্ণস্বখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে) সমঃ (সমবুদ্ধি), সঙ্গবিবর্জিতঃ (সর্ব্বসঙ্গপরিশূন্য) ॥ ১৮ ॥

তুল্যানিন্দাস্তুতিমে নীতি সন্তোষো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতিভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহার শত্রু ও মিত্রে এক দৃষ্টি, মান ও অপমান এতদুভয়ই যাঁহার সমান, শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে যাঁহার সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গ-রহিত ॥ ১৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ । সম ইতি । সমঃ শত্রৌ মিত্রে চ । তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ । শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ । সর্বত্র সঙ্গবজ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—সম ইতি । শত্রৌ চ মিত্রে চ সম একরূপঃ । মানাপমানয়োঃপি তথা সম এব । হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ । শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ সমঃ । সঙ্গবিবজ্জিতঃ কুচিদপ্যনাসক্তঃ ॥ ১৮ ॥

গীতাথসন্দীপনী । ‘আমারই প্রারদ্ধানুসারে কেহ আমার অপকারী শত্রু, কেহ বা আমার উপকারী মিত্র হইয়াছে,’ ইহাই জানিয়া যিনি শত্রুর প্রতি অসন্তুষ্ট ও মিত্রের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়েন, ‘আমার গুণেরই প্রশংসা বা মান, ও আমার দোষেরই নিন্দা, তিরস্কার বা অপমান হইয়া থাকে’, এইরূপ বুঝিয়া যিনি আপনাকে “স্বতন্ত্র” জ্ঞান করিতে পারেন [অর্থাৎ গুণ ও দোষের ফলের সঙ্গে আপনাকে প্রশংসিত ও নিন্দিত মনে না করেন], শীতোষ্ণাদিতে যিনি উদ্বেজিত না হয়েন, এবং সুখ ও দুঃখ নিজ প্রারদ্ধায়ত্ত জানিয়া যিনি উভয়ই সমভাবে ভোগ করেন (অর্থাৎ সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে কুণ্ঠিত না হয়েন) এবং যিনি চেতন ও অচেতন কোন বস্তুরই রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া আসক্তচিত্ত না হয়েন, তিনি ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র ॥ ১৮ ॥

অমরবোধিনী । তুল্যানিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যজ্ঞানবিশিষ্ট), মৌনী (মৌনব্রতাবলম্বী), যেন কেনচিৎ (যৎকিঞ্চিৎ লাভে) সন্তোষঃ (প্রসন্ন), অনিকেতঃ (আশ্রয়রহিত), স্থিরমতিঃ (অচলচিত্ত), ভক্তিমান (ভক্তিযুক্ত) নরঃ (ব্যক্তি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । নিন্দা ও স্তুতি এতদুভয়ই যাঁহার সমান, যিনি মৌনী, যিনি যে কোন প্রকার হউক [অন্ন-বস্ত্র] লাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহবজ্জিত, স্থিরমতি, সেই ভক্তিমান পুরুষই আমার প্রিয় ॥ ১৯ ॥

শাকরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—তুল্যানিন্দেতি । তুল্যানিন্দাস্তুতিঃ—নিন্দা চ স্তুতিশ্চ নিন্দাস্তুতী । তে তুল্যে यस্য স তুল্যানিন্দাস্তুতিঃ । মৌনী মৌনবান সংযতবাক । সন্তোষো যেন কেনচিচ্ছরীরস্থিতিহেতুমাশ্রয়ঃ । তথা চোক্তং “যেন কেনচিদাচ্ছনো যেন কেনচিদাশিতঃ । যত্র ক্লেচন শায়ী স্যাত্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥” (ক) ইতি । কিঞ্চ—অনিকেতঃ—নিকেত আশ্রয়ো নিবাসো নিয়তো ন বিদ্যতে यस্য সোহয়মনিকেতঃ । নাগার ইত্যাদি স্মৃত্যন্তরাং । স্থিরা পরমার্থবস্তুরবিষয়া মতির্যস্য স স্থিরমতিঃ । ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

(ক) মহাভারত, শান্তিপর্ক, ২৪৫।১২ ।

যে তু ধৰ্ম্ম্যামৃতমিদং * যথোক্তং পর্য্যুপাসতে ।

শ্রদ্ধাধানামংপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—তুল্যানিন্দাস্তুতিরিতি। তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য
সং। মৌনী সংযতবাক্। যেন কেনচিদযথালঙ্ঘনেন সম্ভটঃ। অনিকেতো নিরতবাসশূন্যঃ।
স্থিরমতির্ব্যবস্থিতচিত্তঃ। এবংভূতো ভক্তিমান্ যঃ স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেহ ভাল বা মন্দ কার্য্য করিলে লোকে তাহাতে সম্ভট বা
অসম্ভট হইয়া স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে কার্য্যেরই স্তুতি বা নিন্দা করিতেছে,
কার্য্যই হষ্ট ও বিষণ্ণ হয় হউক; “আমি” তাঁহাতে সুখী বা দুঃখী হইব কেন?—এইরূপ
বিচার করিয়া উভয়েরই প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করেন, যিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন,
বলবৎ প্রারব্ধ যে অনু-বস্ত্রাদি আনিয়া দেয়, ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া তাহাতেই যিনি
সম্ভট থাকেন, যিনি নিয়মপূর্ব্বক এক স্থানে নিবাস করেন না, ও যাঁহার মতি-গতি
ভগবানেই অবিচলিত থাকে, তাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তিই ভগবানের পরম আদরের পাত্র ॥ ১৯ ॥

অম্বয়বোধিনী। যে তু (যে সকল ব্যক্তি) যথোক্তম্ (উক্ত প্রকারে) ইদং (এই)
ধৰ্ম্ম্যামৃতং (ধৰ্ম্মবিষয়ক সূখা) শ্রদ্ধাধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মংপরমাঃ (মংপরায়ণ হইয়া) পর্য্যুপাসতে
(সেবন করেন), তে (সেই) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) মে (আমার) অতীব (অত্যন্ত) প্রিয়াঃ (প্রিয়) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও মংপরায়ণ হইয়া
পূর্ব্বোক্তরূপ ধৰ্ম্ম্যামৃত পান করেন, সেই ভক্তিমান্ পুরুষগণ আমার অতীব
প্রিয় ॥ ২০ ॥

শাকরভাষ্যম্। অদ্বৈষ্টা সৰ্ব্বভূতানামিত্যাদিনাকরসোপাসকানাং নিবৃত্তসৰ্ব্বেষণানাং
সংন্যাসিনাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং ধৰ্ম্মজাতং প্রক্রান্তমুপসংহরতি—যে স্থিতি। যে তু
সংন্যাসিনঃ। ধৰ্ম্ম্যামৃতং—ধৰ্ম্মাদনপেতং ধৰ্ম্ম্যং। ধৰ্ম্ম্যং চ তদমৃতং চ ধৰ্ম্ম্যামৃতম্।
অমৃতত্বহেতুত্বাৎ। ইদং যথোক্তমদ্বৈষ্টা সৰ্ব্বভূতানামিত্যাদিনা পর্য্যুপাসতেহনুতিষ্ঠন্তি
শ্রদ্ধাধানাঃ সন্তঃ। মংপরমা যথোক্তাঃ। অহমক্ষরান্না পরমো নিরতিশয়া গতির্বেষণা তে
মংপরমাঃ। মন্ত্ৰজ্ঞাশ্চোক্তমাং পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিমাশ্রিতাঃ। তেহতীব মে প্রিয়াঃ। প্রিয়ো
হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমিতি যৎ সুচিতং তদ্ব্যাখ্যায়েহোপসংহৃতম্। ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়া
ইতি। যস্মাদ্ধৰ্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তমনুতিষ্ঠন্ ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যাতীব মে প্রিয়ো

* যে তু ধৰ্ম্ম্যামৃতমিদমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ ।

ভবতি তস্মাদিদং ধর্ম্যামৃতং মুমুকুণা যত্ততোহনুষ্ঠেয়ং । বিষেণঃ প্রিয়ং পরং ধাম জিগ-
মিষুণেতি বাক্যার্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শাক্ষরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । উক্তং ধর্মজাতং সফলমুপসংহরতি—যে স্থিতি । যথোক্ত-
মুক্তপ্রকারম্ । ধর্ম এবামৃতম্—অমৃতস্বস্বাদনস্বাৎ । ধর্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি । যে
তদুপাসতেহনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্ধাং কুর্ষন্তঃ । মৎপরশ্চ সন্তঃ । মন্ত্ৰভাস্তেহতীব মে প্রিয়া ইতি ॥ ২০ ॥

দুঃখবাক্তবর্জিতমহবিধায়িতো বুধঃ ।

সুখং কৃষ্ণপদাস্তোজভক্তিগং পথমাশ্রয়েৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায় ভগবদগীতাটীকায়াম্ সুবোধিন্যাং ভক্তিব্যোগো নাম
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহারা মুমুকু, তাঁঁহারা যদি শ্রদ্ধাবান হইয়া সগুণ ও নিগুণ—
উভয়তঃ অভেদবোধে পূর্ব্বকথিত ধর্ম অর্থাৎ অদ্বৈতাদি পবিত্র প্রকৃতি লাভ করিতে
পারেন, তাহা হইলে “তৎ” পদার্থ স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন ।

ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিলে কিরূপে ভগবানকে লাভ করা যায়, কিরূপে উপাসনা
করিতে ও কিরূপে ভক্তি করিতে হয়, ভক্তি ব্যতীত কোন সাধনেই যে তাঁঁহাকে সহজে
লাভ করা যায় না, ভক্তের প্রতি ভগবান্ কত অপ্রার্থিত অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন,
প্রকৃত ভক্তিমান্ হইতে হইলে কীদৃশ নির্মল প্রকৃতিযুক্ত হইতে হয়—তাহা গীতার দ্বিতীয়
ষট্কে (৭ম—১২শ অধ্যায়ে) ব্যাখ্যাত হইল ॥ ২০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । নিগুণ শুদ্ধব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষের
স্বতঃই পূর্ব্ব ৭টা শ্লোকে (১৩—১৯) কথিত—অদ্বৈত, মৈত্র, করুণাদি, সন্তোষ, শুচিতা,
অনাসক্তি, এবং শত্রু ও মিত্রে, মান অপमानে, নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধির উদয় হইয়া
থাকে, তাঁঁহাকে আর পৃথগ্ ভাবে তত্ত্বাবতের অভ্যাস করিতে হয় না । দ্বিতীয় অধ্যায়
(৫৫—৫৯ শ্লোকে) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ কালেও ভগবান্ এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত
করিয়াছেন । নিগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকারেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, স্মরণাৎ
ব্রহ্মের নিগুণ স্বরূপ লাভই সগুণ ব্রহ্মোপাসনারও গচ্ছলক্ষ্য । সাধকগণের প্রকৃতিভেদে
উপাসনাপ্রণালী পৃথগ্ভাবে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে মাত্র । জ্ঞানীই যে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, তাহা
ভগবান্ ভক্তিব্যোগের আদিতেই (৭ম অঃ, ১৭ শ্লোকে) বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন
॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি মহোদয়-প্রণীত

গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্য্যব্যাখ্যার

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

॥ দ্বিতীয় ষট্ ক ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

অৰ্জুন উবাচ ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজমেব চ ।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥ *

অন্নয়বোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) । কেশব (হে কেশব!) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষং চ এব (ও পুরুষ) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজং চ এব (ও ক্ষেত্রজ) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সমস্ত) বেদিতুন্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন, হে কেশব ! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই কয়েকটির তত্ত্ব জানিতে আমি ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । গীতার প্রথম ঘটকে (১ম—৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) “ত্বং” পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ঘটকে (৭ম—১২শ অধ্যায়ে) “তৎ” পদার্থ নিরূপিত হইল। এক্ষণে “তৎ+ত্বং” এতৎপাদন্বয়ের অভেদভাব বা তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণার্থ ১৩শ অধ্যায় হইতে গীতার তৃতীয় ঘটক আরম্ভ হইল।

ভগবান্ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত সাধককে স্বয়ং সংসারসিদ্ধি হইতে উদ্ধার করেন বলিয়াছেন। আবার “তরতি শোকমাত্মবিং” (ক), “তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্মিবিশিতে” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বচনে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, আত্মজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানরূপ সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সুতরাং এক্ষণে দ্বৈতাত্মক সংশয় নিরসন পূর্বক আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা প্রদান করা অৰ্জুন বিশেষ আবশ্যিক মনে করিলেন। কেননা, বুদ্ধাভিজ্ঞান ভিন্ন জন্ম-মরণাদি অনর্থরাশির বিনাশ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্রোতি য ইহ নানৈব পশ্যতি” (খ) —যিনি অদ্বিতীয় বুদ্ধে দ্বৈত ভাব করেন, তিনি বারংবার জন্ম-মরণের অধীন হয়েন। জীব-বুদ্ধে অভেদ বুদ্ধি হইলেই মনুষ্যের সকল ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়। শরীর কি? সুখ-দুঃখাদির ভোজ্য কে? আত্মা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন অথবা এক?—ইত্যাদি বিষয় এক্ষণে আলোচিত হইবে ॥ ১ ॥

* শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামী এই শ্লোক ধরেন নাই। গীতার্থসন্দীপনীকার ইহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন মহাভারতে এই শ্লোক পাওয়া যায়। সুতরাং আমরাও এই শ্লোক দিলাম। সম্পাদক।

(ক) ছান্দোগ্য, ৭।১।৩ ।

(খ) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৯ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিधीयते ।

এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

অর্থম্ভাষ্যমিতি । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) । ইদং (এই) শরীরং (শরীর) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) ইতি (এই নামে) অভিधीयते (অভিহিত হয়) । যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত্তি (জানেন), তং (তাঁহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবেত্তৃগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি (ক্ষেত্রজ্ঞ এইরূপ) প্রাহঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয় এবং এতৎ-ক্ষেত্রবেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়কে যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা এই রূপ বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শান্তরত্নাভ্যাসম্ । সপ্তমেহধ্যায়ে সূচিতে যে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য । ত্রিগুণাত্মিকাষ্টধা ভিন্না অপরা সংসারহেতুত্বাৎ । পরা চান্যা জীবত্বাৎ । ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণেশ্বরাত্মিকা । যাত্যাং প্রকৃতিতামীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে । তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণপ্রকৃতি-দ্বয়নিরূপণদ্বারেণ তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে । অতীতানন্তরা-ধ্যায়ে চ—অষ্টেষ্ঠা সর্বভূতানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরিসমাপ্তিস্তাবত্তত্ত্বজ্ঞানিনাং সংন্যাসিনাং-নিষ্ঠা যথা তে বর্তন্ত ইত্যেতদুক্তম্ । কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্তধর্ম্মাচরণাঙ্গবতঃ প্রিয়া ভবন্তীতি ? এবমর্থচায়মধ্যায় আরভ্যতে । প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা সর্বকার্য-কারণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থকর্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে সৌহর্যং সংঘাত ইদং শরীরম্ । তদেতত্ত্বগবানুবাচ—ইদমিতি । ইদমিতি সর্বনাম্মোজং বিশিনষ্ট শরীরমিতি । হে কৌন্তেয় ক্ষতপ্রাণাং ক্ষরাং ক্ষরণাং ক্ষেত্রবহ্মাস্মিন্ কৰ্ম্মফল-নিপত্তেঃ ক্ষেত্রমিতি । ইতিশব্দ এবংশব্দ এবংশব্দপদার্থকঃ । ক্ষেত্রমিত্যেবমভিधीयতে কথ্যতে । এতচ্ছরীরং ক্ষেত্রং যো বেত্তি বিজানাতি—আপাদতলমন্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি—স্বাভাবিকেনৌপদেশিকেন বা বে দনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ—তং বেদিতারং প্রাহঃ কথয়ন্তি—ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি । ইতিশব্দ এবং শব্দপদার্থক এব পূর্ববৎ । ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবম্ । কে ? তদ্বিদঃ । তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি বিজানন্তি তে তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

ভজানামহমুদ্বর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ ।

ত্রয়োদশেহথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে ॥ ২ ॥

তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । ভবামি ন চিরাৎ পার্থ—ইতি পর্ব্বং প্রতি-জ্ঞাতম্ । ন চাত্তজ্ঞানং বিনা সংসারাদদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষ-

ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্যোক্তানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

বিবেকাদ্যায় আরভ্যতে । তত্র যৎ সপ্তমেহধ্যায়ে—অপরা পরা চেতি—প্রকৃতিত্বমুক্তং তয়োবিবেকাজ্জীবভাবমাপনুস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ । যাতাং চ জীবোপভোগার্থ-শীশুরস্য সৃষ্টাদিষু প্রবৃত্তিঃ । তদেব প্রকৃতিত্বয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরং বিবিভক্তং তত্ত্বতো নিরুপরিষ্যন্ ভগবানুবাচ—ইদমিতি । ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভি-দীয়তে । সংসারস্য প্রবোধভূমিহাং । এতদ্ যো বেত্তি—অহং মমেতি মন্যতে—তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহঃ । ইতি প্রাহঃ । কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃহাং । তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-য়োবিবেকজ্ঞাঃ ॥ ২ ॥

গাতার্থসন্দীপনী । শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ চতুষ্টয় ও পঞ্চ প্রাণ সহিত সুখ-দুঃখের ভোগায়তন এই শরীরের নাম ক্ষেত্র ; অবিদ্যা দ্বারা যে আত্মার নাশ ও বিদ্যার দ্বারা যে আত্মার রক্ষা হয় তাহার নাম ক্ষেত্র ; অথবা যাহা দ্বারা রাগদ্বेषাদিযুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র ; কিংবা যাহা শমদমাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে জন্ম-মরণ হইতে রক্ষা করে, তাহার নাম ক্ষেত্র ; অথবা দীপশিখার ন্যায় যাহা আপনা আপনি ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার নাম ক্ষেত্র ; কিংবা যে ভূমি হইতে সুখ-দুঃখ রূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র । এই শরীর মধ্যে থাকিয়া যিনি “অহং” ও “মম” অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ । কৃষকগণ যেমন ভূমি হইতে ফল উৎপাদন করিয়া ভোগ করে, তক্রূপ যিনি শরীরে থাকিয়া শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ । শরীর জড় ও আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ । এই তত্ত্ব যিনি বিদিত আছেন, তিনিই শরীরকে ক্ষেত্র ও জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়াছেন ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত!) সর্বক্ষেত্রেষু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই) মাং (আমাকে) ক্ষেত্রজং (ক্ষেত্রজ্ঞ) বিদ্ধি (জানিও) ; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্যোক্তাঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ (যে) জ্ঞানং (অববোধ) তৎ জ্ঞানম্ (সেই জ্ঞান) মম মতম্ (আমার অভিমত) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত ! তুমি অদ্বিতীয়-ব্রহ্মরূপ আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিদিত হও । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়ের পৃথক জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান ॥ ৩ ॥

শাক্তরত্নাব্যম্ । এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাবুভাবুভৌ । কিমেতাবন্মাত্রাণ জ্ঞানেন জ্ঞাতব্য-বিত্তি ? নেতি । উচ্যতে—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । ক্ষেত্রজ্ঞং যথোক্তলক্ষণং চাপি মাং পরমেশ্বরম-সংসারিণং বিদ্ধি জানীহি । যোহসৌ সর্বক্ষেত্রেষুকঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপর্যন্তানেক-ক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তন্তং নিরন্তরসর্বোপাধিভেদং সদসদাদিশব্দপ্রত্যাগোচরং বিদ্বীত্যভি-প্রাণঃ । হে ভারত । যস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরযাখ্যাব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচরমন্যদ-

বশিষ্টমন্তি তস্মাৎ ক্বেত্রক্বেত্রজ্ঞয়োজ্ঞেয়ভূতয়োৰ্যজ্জ্ঞানং—ক্বেত্রক্বেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন
বিষয়ীক্ৰিয়তে—তজ্জ্ঞানং সম্যগ্জ্ঞানমিতি মতমভিপ্রায়ো মমেশ্বরস্য বিষেণঃ ।

ননু সৰ্ব্বক্বেত্রেষ্বেক এবেশ্বরঃ । নান্যন্তুহ্যতিরিক্তো ভোক্তা বিদ্যাতে চেৎ—তত ইশ্বরস্য
সংসারিত্বং প্রাপ্তম্ । ইশ্বরব্যতিরেকেণ বা সংসারিণোহন্যস্যাভাবাৎ সংসারাবাপ্রসঙ্গঃ ।
তচ্চোভয়মনিষ্টম্ । বন্ধমোক্ষতন্ধেতুগান্ধানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাদ্ধ ।

প্রত্যক্ষেণ তাবৎ সুখদুঃখতন্ধেতুলক্ষণঃ সংসার উপলভ্যতে । জগদ্বৈচিত্র্যোপলক্ষেচ
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মনিমিত্তঃ সংসারোহনুমীয়াতে । সৰ্ব্বমেতদনুপপন্নাগ্নেশ্বরৈকত্বে ।

ন । জ্ঞানাজ্ঞানয়োৰন্যত্বেনোপপত্তেঃ । দূরমেতে বিপরীতে বিষুচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যোতি
জ্ঞাতা (ক) ইতি । তথা—তয়োৰ্বিদ্যাবিদ্যয়োঃ ফলভেদোহপি বিরুদ্ধো নিৰ্দিষ্টঃ—শ্রেয়শ্চ
প্রেয়শ্চ (খ) ইতি । বিদ্যাবিষয়ঃ শ্রেয়ঃ । প্রেয়স্ত্ববিদ্যাকার্য্যমিতি ।

তথা চ ব্যাসঃ—রাবিমাবথ পস্থানৌ (গ) ইত্যাদি । ইমৌ দ্বাবেব পস্থানাবিত্যাди । ইহ চ
দে নিষ্ঠে উক্তে । অবিদ্যা চ সহ কার্যেণ বিদ্যায়া হাতব্যোতি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যেহবগম্যতে ।

শ্রুতরস্তাবৎ—ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টাঃ (ঘ) । তমেবং
বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পস্থা বিদ্যাতেহয়নায় (ঙ) । আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্না বিভেতি
কুতশ্চন (চ) । অবিদুষস্ত—অথ তস্য ভয়ং ভবতি (ছ) । অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ (জ) ।
ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মেব ভবতি (ঝ) । অন্যান্যোহসাবন্যোহহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্
(ঞ) । আত্মবিদ্ যঃ—সঃ ইদং সৰ্ব্বং ভবতি (ট) । যদা চৰ্ম্মবৎ (ঠ) ।—ইত্যাদ্যাঃ সহস্রশঃ ।

স্মৃতরশ্চ—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ (গী ৫।১৫) । ইহৈব তৈজ্জিতঃ সর্গো
যেষাং সান্যো স্থিতং মনঃ (গী ৫।১৯) । সমং পশ্যন্ হি সৰ্ব্বত্র (গী ১৩।২৯) ।—ইত্যাদ্যাঃ ।

ন্যায়তশ্চ—সৰ্পান কুশাণ্ণাণি তথোদপানং জ্ঞাত্বা মনুষ্যাঃ পরিবৰ্জয়ন্তি ।

অজ্ঞানতস্তত্র পতন্তি কেচিজ্জ্ঞানে ফলং পশ্য যথা বিশিষ্টম্ ॥

তথা চ দেহাদিদ্ব্যনাশ্চান্নবুদ্ধিরবিদ্বান্ রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্তো ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মানুষ্ঠানক্ৰজ্জায়তে ম্রিয়তে
চেত্যবগম্যতে । দেহাদিব্যতিরিক্তান্নদর্শিনো রাগদ্বেষাদি প্রহাণাৎ তদপেক্ষধৰ্ম্মাধৰ্ম্মপ্রবৃত্ত্য-
পশমানুচ্যন্তে—ইতি ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাভূৎ শক্যং ন্যায়তঃ ।

তত্রৈবং সতি ক্বেত্রজ্ঞস্যেশ্বরশৈব সতোহবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বমিব ভবতি ।
যথা দেহাদ্যান্নস্বয়ান্নঃ । সৰ্ব্বজন্তুনাং হি প্রদিক্কো দেহাদিদ্ব্যনাশ্চান্নভাবো নিশ্চিততোহবিদ্যা-
কৃতঃ । যথা স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়ঃ । ন চৈতাবতা পুরুষধৰ্ম্মঃ স্থাণোৰ্ভবতি । স্থাণুধৰ্ম্মো বা পুরুষস্য

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (ক) কঠোপনিষৎ, ২।৪ । | (খ) কঠোপনিষৎ, ২।২ । (গ) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪।৬ । |
| (ঘ) কঠোপনিষৎ, ২।৫ । | (ঙ) শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ, (চ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৯।১ । |
| | ৩।৮—৬।১৫ । |
| (ছ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৭।৯ । | (জ) কঠোপনিষৎ, ২।৫ ; মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৮ । |
| (ঝ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৯ । | (ঞ) রহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০ । |
| (ট) রহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৭।৮—১।৪।১০ । | (ঠ) শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ, ৬।২০ । |

তথা ন চৈতন্য-ধর্মো দেহস্য । দেহধর্মো বা চেতনস্য । সুখদুঃখ-মোহাভ্রকন্ডাদিরাশ্বনো ন যুক্তঃ । অবিদ্যাকৃতত্বাবিশেষাৎ । জরামৃত্যুবাৎ ।

ন । অতুল্যত্বাদিতি চেৎ ?

স্বাণুপুরুষো জ্যেষ্ঠাষেব সন্তো জ্ঞাত্ৰাহন্যো ন্যাস্মিন্নধ্যস্তাববিদ্যায়া । দেহাশ্বনোস্ত জ্যেষ্ঠজ্ঞাত্ৰোরেবেতরেতরাধ্যাস ইতি ন সমো দৃষ্টান্তঃ ।

অতো দেহধর্মো জ্যেষ্ঠোহপি জ্ঞাতুরাশ্বনো ভবতীতি চেৎ ?

না । অচৈতন্যাদিপ্রসঙ্গাৎ । যদি হি জ্যেষ্ঠস্য দেহাদেঃ ক্ষেত্রস্য ধর্ম্মাঃ সুখদুঃখ-মোহেচ্ছাদিয়ো জ্ঞাতুরাশ্বনো ভবন্তি তর্হি—জ্যেষ্ঠস্য ক্ষেত্রস্য ধর্ম্মাঃ কেচনাশ্বনো ভবন্ত্য-বিদ্যাধ্যারোপিতাঃ । জরামরণাদয়স্ত ন ভবন্তীতি বিশেষহেতুর্ভুক্তব্যঃ ।

ন । ভবন্তীত্যন্ত্যনুমানম্ । অবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাজ্জরাদিবদিতি । হেয়ত্বাৎ । উপাদেয়-ত্বাচ্ছেত্যাতি ।

তত্রৈবং সতি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সংসারো জ্যেষ্ঠো জ্ঞাতৃত্ববিদ্যাধ্যারোপিত ইতি । ন তেন জ্ঞাতুঃ কিঞ্চিদুচ্যতি । যথা বালৈরধ্যারোপিতেনাকাশস্য তলমলিনত্বাদিনা ।

এবং চ সতি সর্বক্ষেত্রেষুপি সতো ভগবতঃ ক্ষেত্রজস্যেশ্বরস্য সংসারিষ্মগন্ধমাত্রমপি নাস্ক্যম্ । ন হি কচিদপি লোকেহবিদ্যাধ্যাস্তেন ধর্মেণ কস্যচিদুপকারোহপকারো বা দৃষ্টঃ ।

যজ্ঞভূক্তং ন সমো দৃষ্টান্ত ইতি—তদসৎ ।

কথম ?

অবিদ্যাধ্যাসমাত্রং হি দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিকয়োঃ সাধর্ম্ম্যং বিবক্ষিতম্ । তন্ম্ ব্যভিচরতি । যত্তু জ্ঞাতরি ব্যভিচরতীতি মন্যসে—তস্যাপ্যনৈকান্তিকত্বং দর্শিতং জরাদিভিঃ ।

অবিদ্যাবত্বাৎ ক্ষেত্রজস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ ?

ন । অবিদ্যায়াস্তামসত্বাৎ । তামসো হি প্রত্যয়ঃ—আবরণাত্মকত্ববিদ্যা—বিপরীত-গ্রাহকঃ । সংশ্লোপস্থাপকো বা । অগ্রহণাত্মকো বা । বিবেকপ্রকাশভাবে তদভাবাৎ । তামসে চাবরণাত্মকে তিমিরাদিদোষে সত্যগ্রহণাদেববিদ্যাত্রয়স্যোপলক্ষেঃ ।

অত্রাহ—এবং তর্হি জ্ঞাতৃধর্ম্মোহবিদ্যা ?

ন । করণে চক্ষুষি তৈমিরকত্বাদিদোষোপলক্ষেঃ ।

যত্তু মন্যসে—জ্ঞাতৃধর্ম্মোহবিদ্যা—তদেব চাবিদ্যাধর্ম্মবত্তং ক্ষেত্রজস্য সংসারিত্বম্ । তত্র যদুক্তমীশ্বর এব ক্ষেত্রজ্ঞো ন সংসারী—ইত্যেতদযুক্তমিতি ।

তন্ম্ । করণে চক্ষুষি বিপরীতগ্রাহকাদিদোষস্য দর্শনান্ন বিপরীতাদিগ্রহণম্ । তন্নিমিত্তো বা তৈমিরকত্বাদিদোষো 'গ্রহীতুঃ' । চক্ষুষঃ সংস্কারেণ তিমিরেহপনীতে গ্রহীতুরদর্শনান্ন গ্রহীতুর্ধর্ম্মো যথা তথা সর্বত্রৈবাগ্রহণবিপরীতসংশয়প্রত্যয়ান্ত্রিনিমিত্তাঃ করণস্যেব কস্যচিদ্ভবিতুমর্হন্তি । ন জ্ঞাতুঃ জ্যেষ্ঠজস্য । সংবেদ্যত্বাচ্চ তেষাং প্রদীপ-প্রকাশবয় জ্ঞাতৃধর্ম্মত্বং । সংবেদ্যত্বাদেব স্বাভাব্যতিরিক্তসংবেদ্যত্বম্ । সর্বকরণবিয়োগে চ কেবলো সর্ববাদিভিরবিদ্যাভিদোষবত্বানভ্যাপগমাৎ । আশ্বনো যদি ক্ষেত্রজস্যাপ্যুষ্ণবৎ

স্বো ধর্মস্ততো ন কদাচিদপি তেন বিরোগঃ স্যাৎ । অবিক্রিয়স্যা চ ব্যোমবৎ সর্ব-
গতাস্যামূর্তস্যান্ননঃ কেনচিৎ—সংযোগবিরোগানুপপত্তেঃ সিদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞস্য নিত্যমেবে-
শ্বরত্বম্ । অনাদিত্বাৎ । নিৰ্গুণত্বাদিত্যাদীশ্বরবচনাচ্চ ।

ননুবৎ সতি সংসারসংসারিত্বাভাবে শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষঃ স্যাদিতি চেৎ ?

ন । সর্বৈবরত্ন্যুপগতত্বাৎ । সর্বৈবহ্যত্বাদিভিরত্ন্যুপগতো দোষো নৈকেন পরি-
হৰ্তব্যো ভবতি ।

কথমত্ন্যুপগত ইতি ?

মুক্তান্ননাং হি সংসারসংসারিত্বব্যবহারাবঃ সর্বৈবেরাত্ন্যুপগতভিরত্ন্যুপগম্যতে । ন চ
তেষাং শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষপ্রাপ্তিরত্ন্যুপগতা । তথা নঃ ক্ষেত্রজ্ঞানামীশ্বরৈকত্বে সতি—
শাস্ত্রানর্থক্যং ভবতু । অবিদ্যাবিশয়ে চার্ববত্বম্ । যথা দ্বৈতিনাং সর্বেষাং বন্ধাবস্থায়ামেব
শাস্ত্রাদ্যর্থবত্বং । ন মুক্তাবস্থায়াম্ । এবম্ ।

ননুত্বনো বন্ধমুক্তাবস্থে পরমার্থত এব বস্তভূতে দ্বৈতিনাং সর্বেষাম্ । অতো হেয়ো-
পাদেয়তৎসাদনগতাবে শাস্ত্রাদ্যর্থবত্বং স্যাৎ । অদ্বৈতিনাং পুনর্দ্বৈতস্যাপরমার্থত্বাদবিদ্যা-
কৃতত্বাবস্থায়াম্ চাত্ত্বনোহপরমার্থত্বে নিব্বিষয়ত্বাচ্ছাস্ত্রাদ্যানর্থক্যগিতি চেৎ ?

ন । আত্মনোহবস্থাবেদবস্তানুপপত্তেঃ । যদি তাবদাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে—যুগপৎ
স্যাতাং । ক্রমেণ বা । যুগপত্তাবহিরোধানু সত্ত্ববতঃ । স্থিতিগতী ইবৈকস্মিন্ ।
ক্রমভাবিত্বে চ নিনিমিত্তং সনিমিত্তং বা । নিনিমিত্তত্বেহনিম্নোক্ষপ্রসঙ্গঃ । সনিমিত্তত্বে
চ স্বতোহতাবাদপরমার্থত্বপ্রসঙ্গঃ । তথা চ সত্যত্ন্যুপগমহানিঃ ।

কিঞ্চ বন্ধমুক্তাবস্থয়োঃ—পৌৰ্ব্বাপর্য্যানিরূপণায়াং বন্ধাবস্থা পূৰ্ব্বং প্রকল্প্যা—অনাদি-
মত্যন্তবতী চ । তচ্চ প্রমাণবিরুদ্ধম্ । তথা মোক্ষাবস্থা—আদিমত্যানন্তা চ প্রমাণবিরুদ্ধ-
বাত্ন্যুপগম্যতে । ন চাবস্থাবতোহবস্থান্তরং গচ্ছতো নিত্যত্বমুপপাদয়িতুং শক্যম্ ।
অথানিত্যত্বদোষপরিহারায় বন্ধমুক্তাবস্থাবেদো ন কল্প্যতে । অতো দ্বৈতিনামপি শাস্ত্রা-
নর্থক্যদোষোহপরিহার্য এব । ইতি সমানত্বানুদ্বৈতবাদিনা পরিহৰ্তব্যো দোষঃ ।

ন চ শাস্ত্রানর্থক্যম্ । যথাপ্রসিদ্ধাবিষয়পুরুষবিষয়ত্বাচ্ছাস্ত্রস্য । অবিদুযাং হি ফল-
হেত্বোরনাত্মনোরাত্মদর্শনম্ । ন বিদুযাম্ । বিদুযাং হি ফলহেতুভ্যামাত্মনোহন্যত্বদর্শনে
সতি তয়োরহমিত্যাত্মদর্শনানুপপত্তেঃ । ন হ্যত্যন্তমূঢ় উন্মত্তাদিরপি জলাগ্ন্যাচ্ছায়া-
প্রকাশয়ৌর্বৈকাত্মতাং পশ্যতি । কিমুত বিবেকী ? তস্মান্ন বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং তাবৎ
ফলহেতুভ্যামাত্মনোহন্যত্বদর্শিনো ভবতি । ন হি দেবদত্ত স্বমিদং কুৰ্ব্বতি কস্মিশ্চ
কস্মপি নিযুক্তে বিষ্ণুমিত্রোহহং নিযুক্ত ইতি তত্রস্থো নিয়োগঃ শৃণু নুপি প্রতিপদ্যতে ।
নিয়োগবিষয়বিবেকগ্রহণাত্ত্বোপপদ্যতে প্রতিপত্তিঃ । তথা ফলহেত্বোরপি ।

ননু প্রাকৃতসম্বন্ধাপেক্ষয়া যুক্তৈব প্রতিপত্তিঃ শাস্ত্রার্থবিষয়া—ফলহেতুভ্যামন্যাত্মবিষয়-
দর্শনেহপি সতি—ইষ্টফলহেতৌ প্রবর্তিতোহস্মি । অনিষ্টফলহেতৌ চ নিবর্তিতোহ-
স্মীতি । যথা পিতাপুত্রাদীনামিতরেতরাত্মন্যত্বদর্শনে সত্যপন্যোন্যনিয়োগপ্রতিষেধার্থ
প্রতিপত্তিঃ ।

ন । ব্যতিরিক্তাত্মদর্শনপ্রতিপত্তেঃ প্রাগেব ফলহেত্বোরাত্মাভিমানস্য সিদ্ধত্বাৎ । প্রতিপন্-

নিয়োগপ্রতিষেধার্থো হি ফলহেতুভ্যামান্ননোহন্যস্বং প্রতিপদ্যতে । ন পূর্বম্ । তস্মা-
দ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমবিধিষয়মিতি সিদ্ধম্ । ননু স্বর্গকামো যজ্ঞেত—ন কলঞ্জং তক্ষয়েৎ—
ইত্যাদাব্যব্যতিরেকদর্শিনামপ্রবৃত্তৌ কেবলদেহাদ্যাবৃত্তীনাং চ । অতঃ কৰ্ত্তুরভাবাচ্ছাস্ত্রা-
নর্থক্যমিতি চেৎ ?

ন । যথাপ্রসিদ্ধিত এব প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপপত্তেঃ । ঈশ্বরক্ষেত্রজৈকত্বদর্শী বুদ্ধবিভাবনু
প্রবর্ততে । তথা নৈরাশ্র্যবাদ্যপি নাস্তি পরলোক ইতি ন প্রবর্ততে । যথাপ্রসিদ্ধিতস্ত
বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রশ্রবণান্যথানুপপত্ত্যানুমিতান্নাস্তিস্ব আশ্রয়বিশেষানভিঃ কৰ্ম্মফলসম্ভাতত্বঃ
শ্রদ্ধাধানতয়া চ প্রবর্ততে—ইতি সৰ্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষম্ । অতো ন শাস্ত্রানর্থক্যম্ ।

বিবেকিনামপ্রবৃত্তির্দর্শনাত্তদনুগামিনামপ্রবৃত্তৌ শাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেৎ ?

ন । কস্যচিদেব বিবেকোপপত্তেঃ । অনেকেষু হি প্রাণিষু কশ্চিদেব বিবেকী
স্যাৎ যথৈবেদানীম্ । ন চ বিবেকিনমনুবর্তন্তে মুচ্যঃ রাগাদিদোষতন্ত্রস্বাং প্রবৃত্তেঃ ।
অভিচরণাদৌ চ প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ । স্বাভাব্যাচ্চ প্রবৃত্তেঃ । স্বভাবস্ত প্রবর্তত ইতি
হ্যুক্তম্ ।

তস্মাদবিদ্যামাত্রং সংসারো যথাদৃষ্টবিষয় এব । ন ক্ষেত্রজস্য কেবলস্যবিদ্যা
তৎকার্য্যং চ । ন চ মিথ্যাজ্ঞানং পরমার্থবস্ত দূষয়িতুং সমর্থম্ । ন হ্যুষরদেশং স্নেহেন
পঙ্কীকৰ্ত্তুং শক্নোতি মরীচ্যদকম্ । তথাবিদ্যা ক্ষেত্রজস্য ন কিঞ্চিং কৰ্ত্তং শক্নোতি ।
অতশ্চেদমুক্তং—ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি । অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানমিতি চ ।

অথ কিমিদং সংসারিণামিবাহমেবং মমৈবেদমিতি পণ্ডিতানামপি ?

শৃণু—ইদং তৎ পাণ্ডিত্যং—যৎ ক্ষেত্র এবাশ্রয়দর্শনম্ । যদি পুনঃ ক্ষেত্রজমবিক্রিয়ং
পশ্যেযুস্ততো ন ভোগং কৰ্ম্ম বা কাণ্ডেক্ষয়ুৰ্ম্মম স্যাদिति । বিক্রিয়ৈব হি ভোগকৰ্ম্মণী ।
অথৈবং সতি ফলাথিহাদবিদ্বান্ প্রবর্ততে । বিদুষঃ পুনরবিক্রিয়াশ্রয়দর্শিনঃ ফলাথিহাতাবাৎ
প্রবৃত্ত্যানুপপত্তৌ কার্য্যকরণসংঘাতব্যাপারোপরমে নিবৃত্তিরূপচর্য্যতে ।

ইদং চান্যৎ পাণ্ডিত্যং কস্যচিদস্ত—ক্ষেত্রজং ঈশ্বর এব । ক্ষেত্রং চান্যৎ ক্ষেত্রজস্যৈব
বিষয়ঃ । অহং তু সংসারী স্মৃখী দুঃখী চ । সংসারোপরমশ্চ মম কৰ্ত্তব্যঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-
বিজ্ঞানেন । ধ্যানেন চেশ্বরং ক্ষেত্রজং সাক্ষাৎ কৃতা তৎস্বরূপাবস্থানেনেতি । যশ্চৈবং
বুধ্যতে যশ্চ বোধয়তি নাসৌ ক্ষেত্রজ ইতি ।

এবং মন্বানো যঃ স পণ্ডিতাপসদঃ—সংসারমোক্ষয়োঃ শাস্ত্রস্য চার্খবস্বং কৰোমীতি ।
আশ্রহা চ । স্বয়ং মূঢ়োহন্যাংশ্চ ব্যামোহয়তি শাস্ত্রার্থসম্প্রদায়রহিতত্বাচ্ছত্ৰতহানিমশ্রুত-
কল্পনাং চ কুব্বন্ । তস্মাদসম্প্রদায়বিৎ সৰ্ব্বশাস্ত্রবিদপি মূৰ্খবদেবোপেক্ষণীয়ঃ ।

যত্তুক্তমীশ্বরস্য ক্ষেত্রজৈকত্বে সংসারিত্বং প্রাপ্নোতি—ক্ষেত্রজ্ঞানাং চেশ্বরৈকত্বে
সংসারিণোহভাবাৎ সংসারাতাবপ্রসঙ্গ ইতি ।

এতৌ দৌষৌ প্রত্যুক্তৌ । বিদ্যাবিদ্যয়োৰ্বৈবলক্ষণ্যভ্যুপগমাদिति ।

কথম্ ?

অবিদ্যাপরিকল্পিতদোষণে তদ্বিষয়ং বস্তুরপারমার্থিকং ন দৃশ্যতীতি । তথা চ দৃষ্টান্তে

দশিতঃ—মরীচ্যন্তসৌমরদেশো ন পক্ষীক্রিয়ত ইতি । সংসারিণোহভাবাৎ সংসারাভাব-
প্রসঙ্গদোষোহপি সংসারসংসারিণোরবিদ্যাকল্পিতত্বোপপত্ত্যা প্রত্যুক্তঃ ।

ননুবিদ্যাবত্বমেব ক্ষেত্রজস্য সংসারিত্বদোষঃ । তৎকৃতং চ স্থিতিদুঃখিত্বাদি প্রত্যক্ষ-
মুপলভ্যত ইতি চেৎ ?

ন । জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রধর্ম্মত্বাচ্ জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজস্য তৎকৃতদোষানুপপত্তেঃ । যাবৎ
কিঞ্চিং ক্ষেত্রজস্য দোষজাতমবিদ্যমানমাসঞ্জয়সি তস্য জ্ঞেয়ত্বোপপত্তেঃ ক্ষেত্রধর্ম্মত্বমেব ।
ন ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বম্ । ন চ তেন ক্ষেত্রজ্ঞো দুয্যতি । জ্ঞেয়েন জ্ঞাতুঃ সংসর্গানুপপত্তেঃ ।
যদি হি সংসর্গঃ স্যাৎ—জ্ঞেয়ত্বমেব ন্যোপপদ্যেত । যদ্যদ্বনো ধর্ম্মোহবিদ্যাবত্ত্বং দুঃখিত্বাদি
চ—কথং ভোঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যেত ? কথং বা ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মঃ ? জ্ঞেয়ং চ সর্ব্বং ক্ষেত্রম্ ।
জ্ঞাতৈব ক্ষেত্রজ্ঞঃ—ইত্যবধারিতেহবিদ্যা দুঃখিত্বাদেঃ ক্ষেত্রজ্ঞবিশেষণত্বং ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বং ।
তস্য চ প্রত্যক্ষোপলভ্যত্বমিতি বিরুদ্ধমুচ্যতে—অবিদ্যামাত্রাবষ্টভাৎ কেবলম্ ।

অত্রাহ সা অবিদ্যা কস্যেতি ?

যস্য দৃশ্যতে তসৈব ।

কস্য দৃশ্যত ইতি ?

অত্রোচ্যতে—অবিদ্যা কস্য দৃশ্যত ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ ।

কথম্ ?

দৃশ্যতে চেদবিদ্যা তদ্বস্তমপি পশ্যসি । ন চ তদ্ব্যুপলভ্যমানে সা কস্যেতি প্রশ্নো
যুক্তঃ । ন হি গোমত্ব্যুপলভ্যমানে গাবঃ কস্যেতি প্রশ্নোহর্থবান্ ভবেৎ ।

ননু বিষমো দৃষ্টান্তঃ—গবাং তদ্ব্যুপলভ্যত্বং তৎসম্বন্ধোহপি প্রত্যক্ষ ইতি প্রশ্নো
নিরর্থকঃ । ন তথাবিদ্যা তদ্ব্যুপলভ্যত্বং । যতঃ প্রশ্নো নিরর্থকঃ স্যাৎ ।

অপ্রত্যক্ষোপলভ্যবিদ্যাবতাবিদ্যাসম্বন্ধে জ্ঞাতে কিং তব স্যাৎ ?

অবিদ্যায়া অনর্থহেতুত্বাৎ পরিহর্ভব্য স্যাৎ ।

যস্যাবিদ্যা স তাং পরিহরিষ্যতি ।

ননু মমৈবাবিদ্যা ।

জানাসি তর্হ্যবিদ্যাং তদ্বস্তং চাত্মনম্ ।

জানামি ন তু প্রত্যক্ষেণ ।

অনুমানেন চেজ্জানাসি কথং সম্বন্ধগ্রহণম্ ? ন হি তব জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়ভূতাবিদ্যায়া
তৎকালে সম্বন্ধো গ্রহীতুং শক্যতে । অবিদ্যায়া বিষয়ত্বেনৈব জ্ঞাতুরুপযুক্তত্বাৎ । ন চ
জ্ঞাতুরবিদ্যায়াশ্চ সম্বন্ধং যো গ্রহীতা জ্ঞানং চান্যতদ্বিষয়ং সম্ভবতি । অনবস্থাপ্রাপ্তেঃ ।
যদি জ্ঞাত্রাপি জ্ঞেয়সম্বন্ধো জ্ঞায়েত—অন্যো জ্ঞাতা কল্পেত্যত । তস্যাপ্যন্যঃ । তস্যাপ-
পান্যঃ—ইত্যনবস্থাপরিহার্য্যা । যদি পুনরবিদ্যা জ্ঞেয়া । অন্যত্বা জ্ঞেয়ং । জ্ঞেয়মেব ।
যথা জ্ঞাতাপি জ্ঞাতৈব । ন জ্ঞেয়ো ভবতি । যদা চৈবমবিদ্যা দুঃখিত্বাদৈর্নজ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজস্য
কিঞ্চিদুয্যতি ।

ননুয়মেব দোষঃ—যদ্বোধবৎক্ষেত্রবিজ্ঞাত্বমিতি চেৎ ?

ন। বিজ্ঞানস্বরূপস্যাবিক্রিয়স্য বিজ্ঞাত্বোপচারাৎ । যথোক্ততামাত্রোপগোন্তপ্তিক্রিয়োপচারণঃ । তদ্বৎ । যথা চাত্র ভগবতা ক্রিয়াকারকফলাভ্যভাব আত্মনি স্বত এব দর্শিতোহবিদ্যাধারোপিতৈরেব ক্রিয়াকারকাদ্যানুপচর্যতে তথা তত্র তত্র—য এনং বেত্তি হস্তারং—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ—নাদন্তে কস্যাচিৎ পাপ-মিত্যাদিপ্রকরণেষু দর্শিতঃ । তথৈব চ ব্যাখ্যাতেমস্মাভিঃ । উত্তরেষু চ প্রকরণেষু দর্শয়িষ্যামঃ ।

হন্ত তর্হ্যত্মনি ক্রিয়াকারকফলাভ্যভায়াঃ স্বতোহভাবেহবিদ্যয়া চাধ্যারোপিতত্বে—কৰ্ম্মাণ্যবিবৎকর্তব্যান্যেব—ন বিদুষাম্—ইতি প্রাপ্তম্ ।

সত্যমেবং প্রাপ্তম্ । এতদেব ন হি দেহভূতা শক্যমিত্যত্র দর্শয়িষ্যামঃ । সৰ্ব্ব-শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে চ—সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেত্যত্র বিশেষতো দর্শয়িষ্যামঃ । অলমিহ বহুপ্রপঞ্চেত্যুপসংহ্রিয়তে ॥ ৩ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুত্তম্ । ইদানীং তস্যৈব পার-মাখিকমসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজমিতি । তং চ ক্ষেত্রজং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সৰ্ব্ব-ক্ষেত্রেঘ্ননুগতং মামেব বিদ্ধি । তত্ত্বমসি (ক) ইতি শ্রুত্যা লক্ষিতেন চিদংশেন মজ্জ-পস্যোক্তত্বাৎ আদরার্থমেব তজ্জ্ঞানং স্তোতি । ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোহদেবং বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বান্মম জ্ঞানং মতম্ । অন্যত্বু বৃথাপাণ্ডিত্যম্ । বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ । তদুক্তং তৎ কৰ্ম্ম যন্ বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে । আয়াসায়াপরং কৰ্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পপটৈপুণম্ ॥ ইতি ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভা—আত্মাকার বৃত্তি, এবং রত—রমণাবস্থাগত । ভগবান্ অর্জুনকে আত্মাকার অখণ্ড বৃত্তিতে (আত্মজ্ঞানে) রতি বা প্রীতি যুক্ত জানিয়া “ভারত” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, অর্থাৎ যে আত্মজ্ঞানব্যাখ্যায় ভগবান্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অর্জুনকে তদ্বিষয়ের নিতান্ত শুশ্রূষা জানিয়াই ব্রহ্মজ্ঞতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিলেন । ভগবান্ সকল জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, নিত্য ও বিভূ, এবং ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ রূপে বিরাজ করিতেছেন । ক্ষেত্র মায়ারচিত ও ক্ষেত্রজ মায়ার অতীত । উভয়ে এইরূপ ভেদবুদ্ধির উদয় হইলে জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে । এই জ্ঞানই ভগবানের মতে অবিদ্যার অন্তকারী, অন্যথা সমস্ত জ্ঞানই অবিদ্যার আশ্রিত । “ক্ষেত্রজং চাপি” এই বাক্যেই ‘চ’কার দ্বারা পূর্বেভক্ত ক্ষেত্রও গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবান্কে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ এতদুভয়-রূপেই জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ উভয়ই ভগবান্ হইতে অভিনু—‘সৰ্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’, (খ) ‘ব্রহ্মৈবেদং সৰ্ব্বম্’, (গ) ‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’, (ঘ) ‘জন্মাদ্যস্য যতঃ’ (ঙ) ইত্যাদি শ্রুতিবচন ও ব্রহ্মসূত্রই ইহার প্রমাণ । গীতার দশমাধ্যায়ের শেষে “বিষ্টভাষ-

(ক) ছান্দোগ্য, ৩।৮।৭ । (খ) ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১ । (গ) নৃসিংহাস্তরতাপনী, ৭।

(ঘ) তৈত্তিরীয়, ৬।৮।৮ । (ঙ) ব্রহ্মসূত্র, ১।১২ ।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারী যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” এই উক্তি দ্বারা, জগৎ যে ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন, ইহা স্বয়ং ভগবান্ও নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবানের স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলে শরীররূপ ক্ষেত্রেরও আর পৃথক্ জ্ঞান থাকিতে পারে না, এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞানই পরা বিদ্যা, নতুবা অপর সমস্ত জ্ঞানই অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। শ্রুতি বলিতেছেন—“তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥” (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।৫)। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান অপরা বিদ্যার অন্তর্গত, এবং উপনিষদুক্ত যে অদ্বৈতজ্ঞান দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বাহ্যজগদ্বিষয়ক যত প্রকার জ্ঞান আছে, সমস্তই অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা।

তৎ কৰ্ম্ম যন্ বদ্বায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে ।

আয়াসায়াপরং কৰ্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈনপুণম্ ॥

যে নিকামকৰ্ম্মে আসক্তির বৃদ্ধি না হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহাই শুভকৰ্ম্ম; যে বিদ্যাভাসে আত্মজ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা বা পরা বিদ্যা; এতদ্ব্যতীত অপর সমস্ত কৰ্ম্মই কেবল পরিশ্রমজনক, এবং অন্যান্য যাবতীয় বিদ্যা শিল্পনৈনপুণ্যের জ্ঞানমাত্র ॥ ৩ ॥

অর্থবোধিনী। তৎ (সেই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা), যাদৃক্ চ (ও যাদৃশ), যদ্বিকারি (যে রূপ বিকারযুক্ত), যতঃ চ (যাহা হইতে), যৎ (যে রূপ) [কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে], সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ), যঃ (যে রূপ) যৎপ্রভাবঃ চ (ও যে রূপ প্রভাবসম্পন্ন), তৎ (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই শরীররূপ ক্ষেত্র যে রূপ প্রকৃতিযুক্ত, যে রূপ ইচ্ছাদি ধৰ্ম্মযুক্ত, যে রূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত; এই ক্ষেত্ররূপ কারণ হইতে যে রূপ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যে রূপ স্বভাব ও প্রভাব, সেই [ক্ষেত্র ও] ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

শান্তরত্নাভ্যাসম্। ইদং শরীরমিত্যাदिশ্লোকোপদিষ্টস্য ক্ষেত্রাদ্যার্থস্য সংগ্রহশ্লোকোহ-
য়মুপন্যস্যতে—তৎ ক্ষেত্রং যচ্চেত্যাदि। ব্যাচিখ্যাসিতস্য হ্যর্থস্য সংগ্রহোপন্যাসো ন্যায্য ইতি।
যন্নির্দিষ্টমিদং শরীরমিতি তৎ তচ্ছব্দেন পরামৃশতি। যচ্চেদং নির্দিষ্টং ক্ষেত্রং তদ্ যাদৃগ্ যাদৃশং
স্বকীয়ৈধর্মেণঃ। চশব্দঃ সমুচ্চ্যর্থঃ। যদ্বিকারি—যো বিকারো যস্য তদ্ যদ্বিকারি। যতো
যস্মাচ্চ যৎ। কার্য্যমুৎপাদ্যত ইতি বাক্যশেষঃ। স চ যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্দিষ্টঃ স যৎপ্রভাবঃ। যে প্রভাবা

**ঋষিভিবহধা গীতং ছন্দোভিবিবোধঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চ বহুতুমন্তিবিবিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥**

উপাধিকৃতাঃ শব্দয়ো যস্য যৎপ্রভাবশ্চ । তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োৰ্য্যথাত্ম্যং যথাবিশেষিতং সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বাক্যতঃ শৃণু । শ্রুত্বাহবধারয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র যদ্যপি চতুৰ্বিংশত্যা ভেদৈভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং তথাপি দেহরূপেণ পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেনাবিবেকঃ স্ফুট ইতি । তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাদ্যুক্তম্ । তদেতৎ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদिति । যদুক্তং ময়া ক্ষেত্রং তৎ ক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদিস্বভাবং । যাদৃগ্ যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্ম্মকম্ । যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তম্ । যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাভ্যবতি । যদिति যৈঃ প্রকারৈঃ স্বাবরজদ্বন্দ্বাদিভেদৈভিন্নমিত্যর্থঃ । স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যৎ-স্বরূপো যৎপ্রভাবশ্চ—অচিন্ত্যশূর্য্যযোগেণ যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নাঃ । তৎ সর্বং সংক্ষেপতো মন্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ আদি জড়বর্গরূপ ক্ষেত্র যেরূপ ইচ্ছা-দেহাদিধর্ম্মযুক্ত ও ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিকারযুক্ত তাহা (অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সমস্ত তত্ত্বই) কথিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

অবয়বোধিনী । [এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ] ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্তৃক) বহধা (অনেক প্রকারে) গীতম্ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে) ; বিবোধৈঃ (বিবিধ ছন্দোভিঃ (বেদ কর্তৃক) পৃথক্ (পৃথক্ রীতিতে) [ব্যাখ্যাত হইয়াছে] ; বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়রহিত) হেতুমন্তিঃ (যুক্তিযুক্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব চ (ব্রহ্মসূত্রপদসমূহ কর্তৃকও) [বহু প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে] ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । [বশিষ্ঠাদি] ঋষিগণ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নানা প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন । ঋগাদি বেদও এতদ্বিষয়কে পৃথক্ পৃথক্ রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যুক্তিযুক্ত, নিশ্চয়ার্থসূচক ব্রহ্মসূত্রপদসকলও এ সকল কথা বহু প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োৰ্য্যথাত্ম্যং বিবক্ষিতং স্তোতি শ্রোতবুদ্ধিপ্ররোচনার্থম্—ঋষিভিরিতি । ঋষিভিবশিষ্ঠাদিভিঃ । বহধা বহুপ্রকারং । গীতং কথিতম্ । ছন্দোভিঃ—ছন্দাংস্ব্যগাদীনি । তৈশ্छন্দোভিঃ । বিবিধৈর্নানাপ্রকারৈঃ । পৃথগ্বিবেকতো গীতম্ । কিঞ্চ ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চ । ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মসূত্রানি । তৈঃ পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রহ্মেতি তানি পদান্যুচ্যন্তে । তৈরেব চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োৰ্য্যথাত্ম্যং গীতমিত্যানুবর্ততে । আত্মৈত্যোবোপাগীত (ক) ইত্যাদিভিহি ব্রহ্মসূত্রপদৈরাস্মা জ্ঞায়তে । হেতুমন্তিঃ যুক্তিযুক্তৈঃ । বিনিশ্চিতৈঃ নিশ্চিতপ্রত্যয়োৎপাদকৈরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কৈবিস্তুরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষি-
ভিরিতি। ঋষিভির্বিশিষ্টাদিভিঃ। যোগশাস্ত্রেণ ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ
বহুধা গীতং নিরূপিতম্। বিবিধৈষিচিৎতৈনিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্মাদিবিষয়েঃ। ছন্দোভি-
র্বেদৈঃ। নানায়জ্ঞনীরদেবতাদিরূপেণ বহুধা গীতম্। ব্রহ্মণঃ সূত্রেঃ পদৈশ্চ। ব্রহ্ম সূত্রেতে সূচ্যত
এতিরিতি ব্রহ্মসূত্রোপি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (ক) ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণ-
পরাণ্যুপনিষদ্বাক্যানি। তথা চ ব্রহ্ম পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাজ্জায়ত এতিরিতি পদানি
স্বরূপলক্ষণপরাণি—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (খ) ইত্যাদীনি। তৈশ্চ বহুধা গীতম্। কিঞ্চ
হেতুমিতি—সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ (গ) কথমসতঃ সজ্জায়েত (ঘ) ইতি। তথা কো
হ্যেবান্যাং কঃ প্রাণ্যাং যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ (ঙ) এষ হ্যেবানন্দয়াতি (চ)
ইত্যাদিযুক্তিমিতি। অন্যদপানচেষ্টাং কঃ কুর্যাৎ। প্রাণ্যাং প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্যাদিতি
শ্রুতিপদয়োর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতয়াসদ্বিকার্যপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ।
তদেবমেতৈবিস্তুরেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতস্তভ্যং কথয়িষ্যামি। তচ্ছুদ্বিত্যর্থঃ।
যদ্বা—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (ছ) ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রোপি গৃহ্যন্তে। তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে
নিশ্চীয়াত এতিরিতি পদানি। তৈর্হেতুমিতি—ঈক্ষতের্নাশবদম্ (জ)—আনন্দময়োহভ্যাসাৎ
(ঝ) ইত্যাদিভির্বুক্তিমিতিবিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনৌ। এই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে শাস্ত্র কোথাও ত্রুটি
করেন নাই। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের যোগশাস্ত্র পাঠ করিলে এই সুক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে পারা
যায়। নানা ছন্দোবন্ধে, নানা মন্ত্র ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা ঋগাদি বেদেও এই তত্ত্ব জানিবার
প্রকরণ কথিত হইয়াছে। উপনিষদাদি ব্রহ্মসূত্ররাশিও এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা তটস্থ
ও স্বরূপ লক্ষণদ্বারা নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ছান্দোগ্য উপনিষদে “সদেব
সৌম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” (ঞ)—হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো, এই দৃশ্যমান
জগৎ উৎপত্তির পূর্বের সংস্বরূপ ছিল; সেই সংস্বরূপ এক ও অদ্বিতীয়। আবার অন্যত্র
“তদ্ব্যেক আহরসদবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত” (ট)—
এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্বের অসৎ ছিল; সেই এক ও অদ্বিতীয় অসৎ কারণ
হইতে এই সৎ কার্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই শেষোক্ত নাস্তিক্যবাদ নিতান্ত অমূলক।
বস্তুতঃ অসৎ হইতে সৎপদার্থের উৎপত্তি হয় না। আবার সিদ্ধান্তবাদিগণ উপক্রম ও
উপসংহারের একবাক্যতা করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ নানাস্থানে
নানাভাবে এই নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। এতাবতের সংক্ষিপ্ত সার ভগবান্ অর্জুনকে
বলিবেন, এইরূপ আভাস দিলেন ॥ ৫ ॥

- (ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।১।১। (খ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১। (গ) ছান্দোগ্য, ৩।২।১।
(ঘ) ছান্দোগ্য, ৩।২।২। (ঙ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১।
(চ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১। (ছ) বেদান্তসূত্র, ১।১।১। (জ) বেদান্তসূত্র, ১।১।৫।
(ঝ) বেদান্তসূত্র, ১।১।১২। (ঞ) ছান্দোগ্য, ৩।২।১। (ট) ছান্দোগ্য, ৩।২।১।

মহাভূতাণ্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ স্মৃৎস্বঃ সংঘাতাশ্চ তনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

অনয়বোধিনী । মহাভূতানি (পঞ্চমহাভূত), অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার), বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), অব্যক্তম্ এব চ (ও মূলপ্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়), একং চ (ও এক) [মনঃ], পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ (ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার বিষয়), ইচ্ছা (ইচ্ছা), দ্বেষঃ (দ্বেষ), স্মৃৎস্বঃ (স্মৃৎস্বঃ), দুঃখং (দুঃখ), সংঘাতঃ (শরীর), চেতনা (চেতনা), ধৃতিঃ (ধৈর্য), এতৎ (ইহা) সবিকারং (বিকারযুক্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্রনামে) সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (কথিত হইল) ॥ ৬।৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মনঃ, শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, স্মৃৎস্বঃ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি—সংক্ষেপতঃ এতাবৎ বিকারযুক্ত পদার্থ ‘ক্ষেত্র’ নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৬।৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । স্তুত্যাভিমুখীভূতযাজ্ঞানায় হংগবান্—মহাভূতানীতি । মহাভূতানি—মহাস্তি চ তানি ভূতানি । সর্ববিকারব্যাপকত্বাৎ । ভূতানি চ সূক্ষ্মানি । ন স্থূলানি । স্থূলানি ত্রিইন্দ্রিয়গোচরণবেদনাভিধায়িত্বাৎ । অহঙ্কারো মহাভূতকারণমহংপ্রত্যয়লক্ষণঃ । অহঙ্কারকারণং বুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা । তৎকারণমব্যক্তমেব চ । ন ব্যক্তমব্যক্তম্ । অব্যাকৃতম্ । ঈশ্বরশক্তিঃ । মম মায়া দূরত্বায়েত্যুক্তম্ । এবশব্দঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ । এতাবত্যেবাষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ । চশব্দো ভেদসমুচ্চয়ার্থঃ । ইন্দ্রিয়াণি দশ । শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বুদ্ধ্যৎ-পাদকস্বাদ্বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি । বাক্ পাণ্যাদীনি পঞ্চ কৰ্ম্মনিবর্তকত্বাৎ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি । তানি দশ । একং চ । কিং তৎ ? মনঃ—একাদশং সংকল্পপাদ্যত্মকম্ । পঞ্চ চেন্দ্রিয়-গোচরাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ । তান্যেতানি সাংখ্যাস্তত্ববিংশতিতত্ত্বান্যাচক্ষতে ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অখেনানীমান্নগুণা ইতি যানাচক্ষতে বৈশেষিকান্তেহপি ক্ষেত্রধর্ম্মা এব । ন তু ক্ষেত্রজস্য—ইত্যাহ শ্রীভগবান্—ইচ্ছেতি । ইচ্ছা যজ্ঞাতীয়ং স্মৃৎস্বহেতুমর্থ-মুপলব্ধবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্ঞাতীয়মুপলভমানস্তমাদাতুমিচ্ছতি স্মৃৎস্বহেতুরিতি । সেরমিচ্ছাত্ত-করণধর্ম্মো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্ । তথা দ্বেষঃ—যজ্ঞাতীয়মর্থং দুঃখহেতুত্বেনানুভূতবান্ পুনস্তজ্ঞাতীয়মুপলভমানস্তং হেষ্টি । সোহয়ং দ্বেষো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব । তথা স্মৃৎস্বনুকূলং প্রশান্তং সত্যত্বকং জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব । দুঃখং প্রতিকূলত্বকম্ । জ্ঞেয়ত্বাদপি ক্ষেত্রম্ । সংঘাতো দেহেন্দ্রিয়াণাং সংহতিঃ । তস্যামভিযুক্তান্তঃকরণবৃত্তিস্তপ্ত ইব লৌহপিণ্ডেঃ গ্লিঃ—আত্মচৈতন্যভাসরসবিক্রা চেতনা । সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্ । ধৃতির্ব্যাবসাদং প্রাপ্তানি দেহেন্দ্রিয়াণি ধ্রিয়ন্তে । সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্ । সর্বান্তঃকরণধর্ম্মোপলক্ষণার্থমিচ্ছাদি-গ্রহণম্ । যদুক্তং তদুপসংহরতি—এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং—সহ বিকারেণ মহ-দাদিনা—উদাহৃতমুক্তম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্ । মহাভূতানি ভূমাদীনি পঞ্চ । অহঙ্কারস্তংকারণভূতঃ । বুদ্ধিবিজ্ঞানাত্মকং মহত্ত্বম্ । অব্যক্তং মূল-প্রকৃতিঃ । ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্ষেদ্রিয়াণি । একং চ মনঃ । ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব । শব্দাদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ । তদেবং চতুর্বিংশতিতত্ত্বানুজ্ঞানি ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইচ্ছতি । ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ । সংঘাতঃ শরীরম্ । চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ । ধৃতির্ধৈর্যম্ । এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যস্বান্নাত্মধর্ম্মাঃ । অপি তু মনোধর্ম্মা এব । অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব । উপলক্ষণং চৈতৎ সংকল্পপাদীনাম্ । তথা চ শ্রুতিঃ—কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহুঁদীর্ঘীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব (ক) ইতি । অনেন চ যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ । এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তম্ । ইতি ক্ষেত্রোপ-সংহারঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও এই সকলের কারণভূত অভিমানলক্ষণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণরূপ অধ্যবসায়লক্ষণা মহত্ত্বনামী বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণরূপ সম্ব্রজস্তমোগোণাত্মক প্রধানরূপ অব্যক্ত—ক্ষিতি হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্ত এই আটটি ‘প্রকৃতি’ নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । ভগবানের অপূর্ব্ব শক্তির নামই মায়া, এবং তাহাই অব্যক্ত নামে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে । সৃষ্টির মূল জগদ্বিঘ্নিণী মায়াবৃত্তির নাম দৈক্ষণ । সেই দৈক্ষণ এখানে বুদ্ধি নামে কথিত হইয়াছে । ভগবানের সঙ্কল্পই অহঙ্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে । শ্রোত্রস্বগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, সংকল্পবিকল্পাত্মক মন, শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ বিষয়, এবং সুখাদিতে স্পৃহা, দুঃখাদিতে ঘ্বেষ, নিক্রপাধি ইচ্ছার বিষয়ীভূত ও পরমায়ুসুখাতিবাঞ্ছক চিত্তবৃত্তির নাম সুখ, ও তদ্বিরুদ্ধভাবে নাম দুঃখ । পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ ইন্দ্রিয়গণ সহ শরীরের নাম সংঘাত । স্বরূপ জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক প্রমাজ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তির নাম চেতনা । ব্যাকুল দেহ ও ইন্দ্রিয়কে সুস্থির রাখিবার প্রযত্নের নাম ধৃতি । ইচ্ছাদি বৃত্তির উল্লেখে অন্তঃকরণ উপলক্ষিত হইয়াছে । জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত পরিণামরাশির নাম বিকার । উৎপত্তি ও বিনাশ, এবং ক্ষিতি হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই বিকার । এতাবদ্বিকারবিশিষ্ট পদার্থই ‘ক্ষেত্র’ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৬ ৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সাংখ্য-মতে—অব্যক্ত (প্রকৃতি), বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ পঞ্চ বিষয়, এবং ক্ষিতি-অপ্-তেজ মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত একত্র চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ‘ক্ষেত্র’ নামে অভিহিত । বেদান্ত-মতে—অব্যক্ত (মায়া), বুদ্ধি (মায়িক বৃত্তিরূপ দৈক্ষণ), অহঙ্কার (বহুরূপে জগদ্বিকাশের মায়িক সঙ্কল্প), মায়ার পরিণাম পঞ্চ মহাভূত, মন (চতুষ্টয় অন্তঃকরণ), দশ ইন্দ্রিয়, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ বিষয় (ইচ্ছাদি ধর্ম্ম অন্তঃকরণ মধ্যে পরি-গণিত) এই সংঘাতই পঞ্চভূতাদির পরিণামরূপ জড়শরীর বা ক্ষেত্র । শরীরেদ্রিয়াদি স্থূল শরীর, মন-বুদ্ধাদি সূক্ষ্মশরীর, এবং অব্যক্তই (মায়া বা প্রকৃতি) কারণশরীর । এই ত্রিবিধ শরীরই

অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরাজ্জবম্ ।

আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

বিকারযুক্ত ক্ষেত্ররূপে কথিত হইয়াছে । ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীর-রূপ ক্ষেত্র বর্ণিত হইয়াছে । তৎপরে ক্ষেত্রজের বর্ণনা না করিয়া ৫টি শ্লোকে ভগবান্ ২০টি জ্ঞানের সাধন উপদেশ করিয়াছেন ; কেননা, এই সমস্ত সাধনাত্ম্যাসের দ্বারা শরীর সংযত ও শুদ্ধ এবং চিত্ত বিবেক-যুক্ত, অনাসক্ত ও ভগবদ্ভাবে অনুরঞ্জিত না হইলে বিষয়াসক্ত ও বিক্লিষ্ট মনে সাধক বুদ্ধিস্থক্ষেত্রজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না । জ্ঞানের সাধনাদ্ব গুলির মধ্যে সংক্ষেপে নিকাম কৰ্ম্ম, ভক্তিব্যোগ ও বিবেক-বিচারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । জ্ঞানের সাধন গুলিতে অভ্যস্ত হইলেই জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপ ধারণা করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, নতুবা কেবল জ্ঞান বিষয়ক ছয়টি শ্লোকের অর্থ জানিলেই তৎস্বরূপের কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না । এই জন্যই ভগবান্ জ্ঞানের সাধনসমূহ বিবৃত করিয়া পরে জ্ঞেয় ক্ষেত্রজের স্বরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন । ১৩শ অধ্যায়ের ১৩টি শ্লোকে সাংখ্যবেদান্ত-সম্মত দেহাত্ম-বুদ্ধি ত্যাগের বিচার সহ ভক্তিব্যোগের সাধনায় জীবের অন্তরস্থ পুরুষোত্তম পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপ সাক্ষাৎকারের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে । (৩য় অধ্যায়—৪২ শ্লোকের অর্থও দ্রষ্টব্য) ॥ ৬।৭ ॥

অবয়বোদ্ধি । অমানিত্ব (আত্মশ্রদ্ধার অভাব), অদস্তিত্ব (দস্তের অভাব), অহিংসা (পরপীড়নে অনিচ্ছা), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আৰ্জ্জবম্ (সরলতা), আচার্যোপাসনম্ (গুরুসেবা), শৌচং (সদাচার), স্থৈর্য্যম্ (স্থিরতা), আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । অমানিত্ব, অদাস্তিকতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য ও আত্মবিনিগ্রহ [এতাবৎ জ্ঞান-স্বরূপে কথিত হইয়াছে] ॥ ৮ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । यस্য ক্ষেত্রভেদজাতস্য সংহতিরিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তৎক্ষেত্রং ব্যাখ্যাতং মহাত্মাদিভেদভিনাং ধৃত্যন্তম্ । ক্ষেত্রজো বক্ষ্যমাণবিশেষণঃ । यस্য সপ্রভাবস্য ক্ষেত্রজস্য পরিজ্ঞানাদমৃতত্বং ভবতি তং—জ্ঞেয়ং যৎতৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা সবিশেষণং—স্বয়মেব বক্ষ্যতি ভগবান্ । অধুনা তু তজ্জ্ঞানসাধনগণমমানিত্বাদিলক্ষণং—যস্মিন্ সতি তজ্জ্ঞেয়বিশিষ্টানে যোগ্যোহধিকৃতো ভবতি যৎপরঃ সংন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ উচ্যতে তমমানিত্বাদিগণং জ্ঞানসাধনত্বাজ্-জ্ঞানশব্দবাচ্যং বিদধতি ভগবান্—অমানিত্বমিতি । অমানিত্বং—মানিনো ভাবো মানিত্বমাত্মনঃ শ্লাঘনম্ । তদভাবোহমানিত্বম্ । অদস্তিত্বং—স্বধৰ্ম্মপ্রকটীকরণং দস্তিত্বম্ । তদভাবোহদস্তিত্বম্ । অহিংসাহিংসনম্ । প্রাণিনামপীড়নম্ । ক্ষান্তিঃ পরাপরাধপ্রাপ্তাববিক্রিয়া । আৰ্জ্জবম্জুভাবঃ । অবক্রমম্ । আচার্যোপাসনং মোক্ষসাধনোপদেষ্টুরাচার্য্যস্য শুশ্রূষাদিপ্রয়োগেন সেবনম্ । শৌচং কায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনম্ । অন্তঃশচ মনস প্রতিপক্ষভাবনয়া রাগাদিমলানামপনয়নং শৌচম্ । স্থৈর্য্যং স্থিরভক্তিঃ । মোক্ষমাগ এব কৃত্যবসায়ত্বম্ । আত্মবিনিগ্রহ ইতি আত্মন উপকার-

শাকরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—ইন্দ্রিয়েতি । ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়-
ভোগেষু বিরাগভাবো বৈরাগ্যম্ । অনহঙ্কারোহহঙ্কারাভাব এব চ । জন্মমৃত্যুজরাব্যাদি-
দুঃখদোষানুদর্শনং—জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদিদুঃখান্তেষু
প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্ । জন্মনি গর্ভাবাসযোনিদ্বারা নিঃসরণং দোষঃ । তস্যানুদর্শনমা-
লোচনম্ । তথা মৃত্যৌ দোষানুদর্শনম্ । তথা জরায়াং প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধদোষানু-
দর্শনম্ । পরিভূততা চেতি তথা ব্যাধিষু শিরোরোগাদিষু দোষানুদর্শনম্ । তথা দুঃখেঘ-
ব্যাগ্নাধিভূতাবিদ্বেবনিমিত্তেষু । অথবা দুঃখান্যের দোষো দুঃখদোষঃ । তস্য জন্মাদিষু
পূর্ববদনুদর্শনম্ । দুঃখং জন্ম । দুঃখং মৃত্যুঃ । দুঃখং জরা । দুঃখং ব্যাধয়ঃ ।
দুঃখিনিমিত্তাহাজন্মদোষানুদর্শনম্ । দুঃখং জন্ম । দুঃখং মৃত্যুঃ । দুঃখং জরা । দুঃখং ব্যাধয়ঃ ।
দুঃখিনিমিত্তাহাজন্মদোষানুদর্শনম্ । দুঃখং জন্ম । দুঃখং মৃত্যুঃ । দুঃখং জরা । দুঃখং ব্যাধয়ঃ ।

অসক্তিরনভিঘ্নঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যাং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥

দুঃখদোষানুদর্শনাদ্বেহেদ্রিয়াদিবিষয়োপভোগেষু বৈরাগ্যমুপজায়তে । ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তিঃ করণানামানুদর্শনায় । এবং জ্ঞানহেতুত্বাজ্জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—ইদ্রিয়ার্থে ঘৃতি । জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনম্ । দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বিষয়ভোগে অস্পৃহা, লোকে ভাল বলুক বা ন বলুক তথাচ আপনাকে যে ভাল বলিয়া বোধ হয় এই জ্ঞান না থাকা, মাতৃগর্ভে বাস ও মাতৃযোনি দিয়া নিষ্ক্রমণ, মন্দিরস্থানসকল ভেদ করিয়া প্রাণের উৎক্রমণ, অত্যন্ত স্থবিরাবস্থা, জরাতিসারাদি ব্যাধি, ইষ্ট-বিরোগ বা অনিষ্ট-সংযোগাদিরূপ দুঃখ; এবং জন্মাদি ক্রেশের দোষ (অথবা কফ-পিত্তাদি জন্য শারীরিক দোষ)—এতাবতের ক্রেশকারিতা সর্বদা চিন্তা করা জ্ঞানলাভের একান্ত অনুকূল, অর্থাৎ এতদালোচনায় কদর্য ক্লেদময় দেহ-ধারণের বাসনা ক্ষীণ হইয়া আসে ॥ ৯ ॥

অন্যবোধিনী । পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র-স্ত্রী-গৃহাদি পদার্থে) অসক্তিঃ (অনাসক্তি), অনভিঘ্নঃ (তাহাদের জন্য সুখী বা দুঃখী না হওয়া), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ (এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট ইত্যাদির লাভে) নিত্যং (সর্বদা) সমচিত্তত্বম্ (অন্তঃকরণের সমানভাবে) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা, এবং ইষ্টানিষ্ট-লাভে সমচিত্ততা ॥ ১০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ—অসক্তিরিতি । অসক্তিঃ—সক্তিঃ সঙ্গনিমিত্তেষু বিষয়েষু প্রীতিমাত্রম্ । তদভাবোহসক্তিঃ । অনভিঘ্নোহভিঘ্নাভাবঃ । অভিঘ্নো নাম শক্তি-বিশেষ এব—অনন্যাত্ত্বাভাবানুকণঃ । যথান্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি চাহমেব সুখী দুঃখী চ—জীবতি মৃতে চাহমেব জীবামি মরিষ্যামি চেতি । ক্বেতি? আহ—পুত্রদারগৃহাদিষু । পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু । আদিগ্রহণাদন্যেঘ্যপ্যত্যন্তেষ্টেষু দাসবর্গাদিষু । তচ্ছোভয়ং জ্ঞানার্থত্বাজ্জ্ঞানমুচ্যতে । নিত্যং চ সমচিত্তত্বং তুল্যচিত্ততা । ক? ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু । ইষ্টানামনিষ্টানাং চোপপত্তয়ঃ সংপ্রাপ্তয়ঃ । তাস্মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যমেব তুল্যচিত্ততা । ইষ্টোপপত্তিষু ন হৃষ্যতি । ন কুপ্যতি চানিষ্টোপপত্তিষু । তচ্চৈতন্নিত্যং সমচিত্তত্বং জ্ঞানম্ ॥ ১০ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অসক্তিরিতি । পুত্রদারাদিষু সক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ । অনভিঘ্নঃ পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে চাহমেব সুখী দুঃখী চেত্যধ্যাসাতিরেকাভাবঃ । ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সর্বদা সমচিত্তম্ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কোন পদার্থে 'আমার' বলিয়া আসক্তি না থাকা, অন্যেতে মমতা বুদ্ধি বা সহানুভূতি জন্য অন্যের সুখে আপনাকে সুখী ও অন্যের দুঃখে আপনাকে দুঃখী মনে না করা, এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে প্রসন্ন বা ক্ষুণ্ণ না হইয়া সমভাবাপন্ন থাকা ॥ ১০ ॥

**ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥**

অন্যবোধিনী । ময়ি চ (এবং আমাতে) অনন্যযোগেন (অনন্যযোগদ্বারা) অব্য-
ভিচারিণী (ঐকান্তিক) ভক্তিঃ (ভক্তি), বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জন্মস্থানে নিবাস), জনসংসদি
(জনসমাজে) অরতিঃ (বিরাগ) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমাতে অনন্যযোগপূর্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি করা,
নির্জন্ম স্থানে নিবাস, [বিষয়ী] লোকের সভায় অপ্রীতি ॥ ১১ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । কিঞ্চ—ময়ি চেতি । ময়ি চেশ্বরেহনন্যযোগেনাপৃথক্সমাধিনা
নান্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরোহস্তি—অতঃ স এব নো গতিরিত্যেবং নিশ্চিতাব্যভি-
চারিণী বুদ্ধিরনন্যযোগঃ । তেন ভজনং ভক্তিঃ । ন ব্যভিচারশীলাব্যভিচারিণী । সা
চ জ্ঞানম্ । বিবিক্তদেশসেবিত্বং—বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বাস্তুচ্যাদিভিঃ সৰ্পব্যাঘ্রা-
দিভিঃচ রহিতোহরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদিষ্মিবিভক্তো দেশঃ । তং সেবিতুং শীলমসৌতি
বিবিক্তদেশসেবী । তস্য ভাবো বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ । বিবিক্তেষু হি দেশেষু চিত্তংপ্রসী-
দতি । তত আত্মাদিভাবনা বিবিক্তে সংজায়তে । অতো বিবিক্তদেশসেবিত্বং জ্ঞানমুচ্যতে ।
অরতিররমণম্ । কঃ ? জনসংসদি । জনানাং প্রাকৃতানাং সংস্কারশূন্যানামবিনীতানাং
সংসং সমবায়ো জনসংসং । ন সংস্কারবতাং বিনিতানাং সংসং । তস্যা জ্ঞানোপকারকত্বাৎ ।
অতঃ প্রাকৃতজনসংসদ্যরতির্জনার্থত্বজ্জ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

ঐধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—ময়ীতি । ময়ি পরমেশ্বরে । অনন্যযোগেন সৰ্ব্বাঙ্গ-
দৃষ্ট্যা । অব্যভিচারিণ্যেকান্তা ভক্তিঃ । বিবিক্তঃ শুদ্ধচিত্তপ্রসাদকরঃ । তং দেশং সেবিতুং
শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বম্ । প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতী রত্যভাবঃ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ ব্যতীত আমার গতি, মুক্তি বা আশ্রয়স্থান নাই,
অনন্যভাবে ভগবানে অকপট প্রেম করা, যে দেশ স্বভাবতঃ শুদ্ধ, সৰ্প-ব্যাঘ্রাদির উপদ্রব-
বর্জিত ও চিত্তপ্রসাদকর সেই বিবিক্ত প্রদেশে একাকী বাস, এবং জ্ঞানভক্তিবর্জিত, বিষয়-
ভোগলিপ্সু ও ভগবদ্বিমুখ লোকের সমাগম ত্যাগ করা, জ্ঞান-সাধনের পরম অনুকূল । শাস্ত্রে
“সঙ্গত্যাগ” কথাটি কুসঙ্গত্যাগকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে ।

“সঙ্গঃ সৰ্ব্বাঙ্গনা হেয়ঃ স চেত্যজ্ঞুং ন শক্যতে ।

স সন্তিঃ সহ কর্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥” কুলার্ণব-তন্ত্র, ১ম উল্লাস ।
মুমুকু ব্যক্তি কাহারই সঙ্গ করিবেন না । যদি সঙ্গত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়েন, তবে
সংসঙ্গ করিবেন, কেননা সংসঙ্গ ভবরোগের মহৌষধ ॥ ১১ ॥

সন্দীপন-পরিশিষ্ট । “ওঁ দুঃসঙ্গঃ সৰ্ব্বত্বেষ ত্যাজ্যঃ” (নারদভক্তিসূত্র—৪৩) । কুসঙ্গ
সৰ্ব্বথা পরিত্যাজ্য । দূষিতচরিত্র জনের সহবাসে প্রকৃতি দূষিত হয় । কেননা “ওঁ কামক্ৰোধ-
মোহস্মৃতিবংশবুদ্ধিশিখণ্ডিনীসখিনীকরমখ্যাং—(৪৪ সূত্র) । উহা (অসংসঙ্গ)—কাম, ক্রোধ,

শাক্তবিশ্বাসম্। কিঞ্চ—অধ্যাত্মেতি। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—আত্মাদিবিষয়ং জ্ঞান-
মধ্যাত্মজ্ঞানম্। তস্মিন্ নিত্যভাবে নিত্যত্বম্। অমানিষাদীনাং জ্ঞানসাধনানাং ভাবনাপরিপাক-
নিমিত্তং তত্ত্বজ্ঞানম্।

জ্ঞেয়ং যত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে ।

অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞানফললোচনে হি তৎসাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি । এতদমানিহাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ-
দর্শনান্তমুক্তং জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্ । জ্ঞানার্থত্বাৎ । অজ্ঞানং যদত এতস্মাদ্ যথোক্তাদন্যাথা
বিপর্যয়েণ । মানিত্বং দস্তিত্বং হিংসাকান্তিরনার্জবমিত্যাদ্যজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং পরিহরণায় ।
সংসারপ্রবৃত্তিকারণত্বাদিতি ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকুণ্ডলিকা । কিঞ্চ—অধ্যাত্মেতি । আত্মানমধিকৃত্য বর্তমানং জ্ঞান-
মধ্যাত্মজ্ঞানং । তস্মিন্মিত্যত্বং নিত্যত্বাৎ । তত্ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ । তত্ত্ব-
জ্ঞানসার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষঃ । তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্বোৎকৃষ্টত্বলোচনমিত্যর্থঃ ।
এতদমানিত্বমদস্তিত্বমিত্যাদি বিংশতিসংখ্যাত্মকং যদুক্তম্—এতজ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠা-
দিভিঃ । জ্ঞানসাধনত্বাৎ । অতোহন্যাথাস্মাদ্বিপরীতং মানিহাদি যত্ত্বদ জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্ ।
জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ । অতঃ সর্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মানাত্মবিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান-লভ্যার্থ একান্ত নিষ্ঠা, “অহং
ব্রহ্মস্মি” (ক), “তত্ত্বমসি” (খ) আদি আত্মজ্ঞানের প্রয়োজক দর্শন আলোচনা, এবং
অমানিহাদি সাধনের পরিপাক-জনিত ফল-স্বরূপ “আমিই ব্রহ্ম” ইত্যাকার ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞান হয়
বলিয়া, এতাবৎ জ্ঞান নামে উক্ত হইয়া থাকে । এতবিরুদ্ধ সমস্তই অজ্ঞান ॥ ১২ ॥

অম্বরবোধিনী । যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জানিবার বিষয়), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা
(জানিয়া) [মুমুকু ব্যক্তি] অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে), তৎ (তাহা) প্রবক্ষ্যামি
(বলিব); তৎ (সেই) অনাদিমং (আদিবজ্জিত) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) ন সৎ (সৎ নহেন),
ন অসৎ (অসৎও নহেন) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকেন) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] এক্ষণে মুমুকুদিগের জ্ঞেয় বস্তুর বিষয়
তোমাকে বলিতেছি ; যাহাকে বিদিত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, সেই
অনাদিমং পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যথোক্তেন জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং কিম্—ইত্যাকাঙক্ষায়ামাহ—জ্ঞেয়ং
যত্ত্বদিত্যাদি । ননু যমা নিয়মাশ্চামানিহাদয়ঃ । ন তৈর্জ্ঞেয়ং জ্ঞায়তে ন হ্যমানিহাদি কস্যচিদ্বস্তনঃ
পরিচ্ছেদকং দৃষ্টম্ । সর্বত্রৈব চ যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তদেব তস্য জ্ঞেয়স্য পরিচ্ছেদকং দৃশ্যতে ।
ন হ্যান্যবিষয়েণ জ্ঞানেনান্যদুপলভ্যতে । যথা ঘটবিষয়েণ জ্ঞানেনাগ্নিঃ । নৈষঃ দোষঃ ।
জ্ঞাননিমিত্তত্বজ্জ্ঞানমুচ্যতে—ইতি হ্যবোচাম । জ্ঞানসংহারিকারণত্বাচ্—জ্ঞেয়মিতি । জ্ঞেয়ং
জ্ঞাতব্যং যত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি । প্রকর্ষণে যথাবদ্বক্ষ্যামি । কিং ফলং তদिति প্ররোচনেন

শ্রোতুরভিমুখীকরণায়াহ—যজ্ঞ জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বামৃতমমৃতত্বশ্চাশুতে । ন পুনর্নিয়ত ইত্যর্থঃ ।
অনাদিমং—আদিরঙ্গ্যাস্তীত্যাদিমং । নাদিমদনাদিমং । কিং তৎ ? পরং নিরতিশয়ং
বুদ্ধি । জ্ঞেয়মিতি প্রকৃতম্ ।

অত্র কেচিৎ—অনাদি মৎপরমিতি পদং ছিন্দন্তি । বহুব্রীহিণোত্তেহথে মতুপ আনর্থ-
ক্যমনিষ্টং স্যাদিতি । অর্থবিশেষং চ দর্শয়ন্তি—অহং বাকদেবাখ্যা পরা শক্তি স্যা
তন্মৎপরমিতি ।

সত্যমেবং ন পুনরুক্তং স্যাদর্থশ্চেৎ সম্ভবতি । ন ত্বর্থঃ সম্ভবতি । বুদ্ধিঃ সর্ব-
বিশেষপ্রতিষেধনেনৈব বিজিজ্ঞাপয়িষিতত্বাৎ—ন সত্ত্বাসদুচ্যতে ইতি । বিশিষ্টশক্তিমত্ব-
প্রদর্শনং বিশেষপ্রতিষেধশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্ । তস্মান্মতুপো বহুব্রীহিণা সমানার্থত্বেহপি
প্রয়োগঃ শ্লোকপূৰ্ণার্থঃ ।

অমৃতত্বকলং জ্ঞেয়ং ময়োচ্যত ইতি প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ—ন সত্ত্বজ্ঞেয়মুচ্যত
ইতি । নাপ্যসত্ত্বদুচ্যতে ।

ননু মহতা পরিকরবন্ধেন কণ্ঠরবেণোদ্ভূষ্য জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামীত্যননুরূপমুক্তং—ন
সত্ত্বাসদুচ্যত ইতি ।

ন । অনুরূপমেবোক্তম্ ।

কথম্ ?

সর্বাসু হ্যপনিষৎসু জ্ঞেয়ং বুদ্ধি—নেতি নেতি (ক) অস্থূলমনণু (খ) ইত্যাদিবিশেষ-
প্রতিষেধনৈব নির্দিষ্ট্যতে নেদং তদिति । বাচোহগোচরত্বাৎ ।

ননু ন তদস্তি যদ্বস্তুস্তিশব্দেন নোচ্যতে । অথাস্তিশব্দেন নোচ্যতে নাস্তিতজ্ জ্ঞেয়ং ।
বিপ্রতিষিদ্ধং চ—জ্ঞেয়ং তৎ—অস্তিশব্দেন নোচ্যত ইতি চ ।

ন তাবন্নাস্তি । নাস্তিবুদ্ধ্যবিষয়ত্বাৎ ।

ননু সর্বা বুদ্ধয়োস্তিনাস্তিবুদ্ধ্যানুগতা এব । তত্রৈবং সতি জ্ঞেয়মপ্যস্তিবুদ্ধ্যানুগতপ্রত্যয়-
বিষয়ং বা স্যাৎ । নাস্তিবুদ্ধ্যানুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা স্যাৎ ।

ন অতীন্দ্রিয়ত্বেনোভয়বুদ্ধ্যানুগতপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাৎ । যদ্বীন্দ্রিয়গম্যং বস্তু ঘটাদিকং তদস্তি-
বুদ্ধ্যানুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা স্যাৎ । নাস্তিবুদ্ধ্যানুগতবিষয়ং বা স্যাৎ । ইদং তু জ্ঞেয়মতী-
ন্দ্রিয়ত্বেন শব্দৈকপ্রমাণগম্যত্বান্ন ঘটাদিবদুভয়বুদ্ধ্যানুগতপ্রত্যয়বিষয়মিতি । অতো ন
সত্ত্বাসদিত্যুচ্যতে ।

যজ্ঞজ্ঞং—বিরুদ্ধমুচ্যতে জ্ঞেয়ং তৎ ন সত্ত্বাসদুচ্যত ইতি—ন বিরুদ্ধম্ । অন্যদেব
তদ্বিদিদাদথো অবিদিদাদধি (গ) ইতি শ্রুতং ।

শ্রুতিরপি বিরুদ্ধার্থেতি চেৎ—যথা যজ্ঞায় শালামারভ্য কো হি তদেদ যদ্যমুগ্নিল্লৌকে-
হস্তি বা ন বেতি—(ঘ) ইত্যেবমিতি চেৎ ?

ন । বিদিদাবিদিদাত্যামন্যত্বশ্রুতেরবশ্যবিজ্ঞেয়ার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ । যদ্যমুগ্নিনিত্যাদি
(ঙ) তু বিধিশেষোহর্থবাদঃ ।

উপপত্তেশ্চ সদসদাদিশব্দবুদ্ধি নোচ্যত ইতি । সর্বেরা হি শব্দোহর্থপ্রকাশনায় প্রযুক্তঃ

(ক) বৃহদারণ্যক, ২।৩।৬ । (খ) বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮ । (গ) কেনোপনিষৎ, ১।৩ ।

(ঘ) ঋকযজুর্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬।১।১ । (ঙ) ঋকযজুর্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬।১।১ ।

শ্রুয়মাণশ্চ শ্রোতৃভিজ্ঞাতিক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেন সঙ্কেতগ্রহণস্যব্যপেক্ষার্থং প্রত্যাযয়তি ।
নান্যথা । অদৃষ্টত্বাৎ । তদযথা—গৌরশ্চ ইতি বা জাতিতঃ । পাচকঃ পাঠকঃ ইতি বা
ক্রিয়াতঃ । গুরুঃ কৃষ ইতি বা গুণতঃ । ধনী গোমানীতি বা সম্বন্ধতঃ । ন তু বুদ্ধ জাতিমৎ ।
অতো ন সদাদিশব্দবাচ্যম্ । নাপি গুণবৎ—যেন গুণশব্দেনোচ্যতে । নিগুণত্বাৎ । নাপি
ক্রিয়াশব্দবাচ্যং । নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ । নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তিমিতি (ক) শ্রুতেঃ । ন চ
সম্বন্ধি । একত্বাৎ । অদ্বয়ত্বাদবিষয়ত্বাদান্নত্বাচ্চ ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তম্ ।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে (খ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীক । এভিঃ সাধনৈর্যজ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্ ভিঃ । যজ্ঞ-
জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি । শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি । যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বাহমৃতং
মোক্ষং প্রাপ্নোতি । কিং তৎ—অনাদিমৎ । আদিমন্ তবতীত্যনাদিমৎ । পরং নিরতি-
শয়ং বুদ্ধ । অনাদি—ইত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিগাহনাদিমস্তে সিদ্ধেহপি পুনর্নতুপঃ প্রয়োগ-
শ্চান্দসঃ । যদ্বা—অনাদীতি মৎপরমিতি চ পদদ্বয়ম্ । মম বিক্ষোঃ পরং নিবিশেষেণ রূপং
বুদ্ধেক্তার্থঃ । তদেবাহ—ন সত্ত্বান্দাদুচ্যতে । বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে ।
নিষেধস্য বিষয়স্তুসচ্ছব্দেনোচ্যতে । ইদং তু তনুভয়বিলক্ষণম্ । অবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পূর্বোক্ত বিধিতে জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহাকে জানিতে হয়,
এক্ষণে ভগবান তাঁহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন । আবার তাঁহাকে জানিয়াই বা লাভ কি ? এই
সংশয় ভঞ্জনার্থ বলিলেন যে, তাঁহাকে জানিলে মুমুক্শুগণ অমৃতত্ব লাভ করেন । তিনি
অনাদিমৎ—সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ এবং দেশ-কাল-পরিচ্ছেদ-শূন্য পরমাত্মা । “অনা-
দিমৎ পরং” এতৎ পদের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ ভিন্ ভিন্ পথ অনুসরণ করিয়াছেন ।
কেহ বলেন “আদিমৎ” শব্দে কার্য্য এবং “পরং” শব্দে কারণ, অর্থাৎ যিনি কার্য্য ও
কারণ উভয়েরই অতীত । কেহ “অনাদি—মৎপরম্” এই রূপ পদচ্ছেদ করিয়া বলেন
যে, বুদ্ধ আদি বা উৎপত্তি বজ্জিত, এবং মৎপর অর্থাৎ আমার (সগুণ বুদ্ধের,) অতীত
যিনি, তিনিই মৎপর । “অস্তি—আছেন” বলিয়া তিনি প্রমাণগত বিষয় নহেন, এবং
“নাস্তি” পদবাচ্য তিনি নিষেধমুখ-প্রমাণেরও বিষয় নহেন । তিনি নিবিশেষ ও
স্বপ্রকাশ । নাম, রূপ ও গুণ আদি দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা হয় না ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । বুদ্ধির দ্বারাই সৎ ও অসতের নিশ্চয় হইয়া থাকে ; কিন্তু বুদ্ধ
বাক্য ও মনের অতীত (“যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”—তৈত্তিরীয়, ২।৪;
২।৯) । স্তূতরাং মায়া বা প্রকৃতির পরিণামরূপ বুদ্ধি কখনই মায়াতীত পুরুষের পরিচয়
গ্রহণে সমর্থ হইবে না । বুদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহ্য সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণা প্রকৃতি বা ন্যায়ানুসৃত
পরমাপুরুষ সৎ বা আদিকারণও নহেন, এবং শূন্যরূপ অসৎ ও নহেন ; যথা শ্রুতি—
“নাসদাসীনো সনাসীন্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যদিতি” (ঋগ্বেদ, ১০ম
মণ্ডল, ১২৯।১) । সৃষ্টি-বিকাশের পূর্বে অসৎ বা ব্যক্ত, সৎরূপ প্রকৃতি, পরমাণু অথবা

**সর্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥**

অসংরূপ শূন্য কিছুই ছিল না। বুদ্ধি নিরুদ্ধ ন! হইলে সদসদ্রূপিণী মায়ার অতীত স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য কোন উপায়েই লক্ষিত হয়েন না ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । সর্বতঃপাণিপাদং (সর্বত্র হস্তপদ-বিশিষ্ট) সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং (সর্বত্র চক্ষু, শির ও মুখ-বিশিষ্ট) সর্বতঃ শ্রুতিমং (সর্বত্র কর্ণ-বিশিষ্ট) তৎ (তিনি) লোকে (প্রাণিসমূহে) সর্বম্ (সমস্ত পদার্থ) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (স্থিতি করিতেছেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । সর্বত্র তাঁহার হস্ত ও পদ, সর্বত্র তাঁহার নেত্র, শির ও মুখ, সর্বত্র তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তিনি সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । সচ্ছব্দপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাদসম্বাশঙ্কয়াং জ্ঞেয়স্য সর্বপ্রাণিকরণোপাধি-
দ্বারেণ তদন্তিষ্ণং প্রতিপাদয়ন্তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ—সর্বত ইতি। সর্বতঃ পাণিপাদং
সর্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চাস্যেতি সর্বতঃপাণিপাদং তজ্ জ্ঞেয়ম্। সর্বপ্রাণিকরণোপাধিভিঃ
ক্ষেত্রজস্যাস্তিত্বং বিভাব্যতে। ক্ষেত্রজশ্চ ক্ষেত্রোপাধিত উচ্যতে। ক্ষেত্রং চ পাণি-
পাদাদিতিরনেকধা ভিন্নম্। ক্ষেত্রোপাধিভেদকৃতং চ বিশেষজাতং মিথৈব ক্ষেত্রজস্যেতি
তদপনয়নেন জ্ঞেয়ত্বমুক্তং ন সওনাঃসদুচ্যত ইতি। উপাধিকৃতং মিথ্যারূপমপ্যস্তিত্বাধিগম্য
জ্ঞেয়ধর্ম্মবৎ পরিকল্পেপ্যাচ্যতে—সর্বতঃপাণিপাদমিত্যাदि। তথাহি সম্প্রদায়বিদাং বচনম্—
অধ্যারোপাপবাদাত্যাং নিম্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত ইতি। সর্বদেহাবয়বত্বেন গম্যমানঃ পাণিপাদাদয়ো
জ্ঞেয়গুণস্তিস্তাবনিমিত্তধর্ম্মার্থ্যা ইতি জ্ঞেয়সম্ভাবলিঙ্গানি জ্ঞেয়স্যেতু্যপচারত উচ্যন্তে।
তথা ব্যাখ্যেয়মন্যৎ। সর্বতঃপাণিপাদং তজ্ জ্ঞেয়ম্। সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং—সর্বো-
তোহক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ মস্য তৎসর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্। শ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ম্।
সর্বতঃ সা মস্য তৎ সর্বতঃশ্রুতিমং। লোকে প্রাণিনিকারে। সর্বমাবৃত্য সর্বং ব্যাপ্য
তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। ন চলতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননুরং ব্রহ্মণঃ সদসছিলক্ষণত্বেন সতি—সর্বং খলিদং ব্রহ্ম
(ক)—ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ (খ) ইত্যাদিশ্রুতিভিবিরুদ্ধেত—ইত্যশঙ্ক্য—পরাস্য শক্তিবিবিধৈব
শ্রীতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ (গ) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়ান্ত্যশঙ্ক্য সর্বাত্মতাং তস্য
দর্শয়নাহ—সর্বত ইতি পঞ্চভিঃ। সর্বতঃ সর্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ মস্য তৎ।
সর্বতোহক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ মস্য তৎ। সর্বতঃ শ্রুতিমচ্ছ বর্ণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সম্লোকে
সর্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্বপ্রাণিবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিরূপাধিভিঃ সর্বব্যবহারাম্পদত্বেন
তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সার্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং সার্বৈন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।

অসক্তং সৰ্বভূচ্চৈব নিৰ্গুণং গুণভোক্তা চ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসমীপনী । প্রাণিবর্গের হস্ত, পদ, নেত্র ও শির আদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রবৃত্তি-শক্তি-রূপে সর্বত্র যিনি বিরাজ করেন, এবং যিনি সমস্ত অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠান-স্বরূপ ও যাঁহার সত্তায় সমস্ত পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে, তিনি চৈতন্যস্বরূপ বিভূ ; তিনিই মুমুকুগণের জ্ঞেয় পরব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥

অবয়বোধিনী । [তিনি] সার্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং (সকল ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণসমূহের প্রকাশক) সার্বৈন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ (সার্বৈন্দ্রিয়বিরহিত) অসক্তং (সর্বসম্বন্ধবিহীন) সৰ্বভূৎ এব চ (ও সকলদ্রব্যের আধার) নিৰ্গুণং (গুণবিরহিত) গুণভোক্তা চ (ও সর্বগুণের ভোক্তা) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । তিনি ইন্দ্রিয়-বর্জিত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ভাসমান । তিনি সর্ব সম্বন্ধ-বিহীন হইয়াও সমস্ত পদার্থই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । তিনি সত্ত্বাদিগুণ-রহিত ও তত্তদগুণের ভোক্তা রূপে বিদ্যমান ॥ ১৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াধ্যারোপণাজ জ্ঞেয়স্য তদ্ব্যবস্থায়া মা ভূদিত্যেবমর্থঃ শ্লোকারম্ভঃ—সার্বৈন্দ্রিয়েতি । সার্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসং—সৰ্বাণি চ তানী-ন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়াখ্যানি অন্তঃকরণে চ বুদ্ধিমনসী—জ্ঞেয়োপাধিত্বস্য তুল্যত্বাৎ—সার্বৈন্দ্রিয়গ্রহণের গৃহ্যন্তে । অপি চান্তঃকরণোপাধিহারাণৈব শ্রোত্রাদীনাম-প্যুপাধিত্বমিতি । অতোহন্তঃকরণবহিঃসরণোপাধিভূতৈঃ সার্বৈন্দ্রিয়গুণৈরধ্যবসায়সংকল্প-প্রবণবচনাদিভিরবতাসত ইতি সার্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসম্ । সার্বৈন্দ্রিয়ব্যাপারৈক্যাপ্তমিব তজ্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ । ধ্যায়তীব লেলায়তীব (ক) ইতি শ্রুতং । কস্মাৎ পুনঃ কারণানু-ব্যাপ্তমেবেতি গৃহ্যত ইতি ? অত আহ—সার্বৈন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ । সৰ্বকরণবিরহিত-মিত্যর্থঃ । অতো ন করণব্যাপারৈক্যাপ্তং তজ্ জ্ঞেয়ম্ । যন্তুয়ং মন্তুঃ—অপাণিপাদো-জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ (খ) ইত্যাদিঃ । স সার্বৈন্দ্রিয়োপাধি-গুণানুগুণ্যভজনশক্তিমং তজ্ জ্ঞেয়মিত্যেবংপ্রদর্শনার্থঃ । ন তু সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়া-বস্তপ্রদর্শনার্থঃ । অক্কো মণিমবিন্দং (গ) ইত্যাদিমন্ত্রার্থবস্তস্য মন্তস্যার্থঃ । যস্মাৎ সৰ্ব-করণবর্জিতং তজ্ জ্ঞেয়ং তস্মাদসক্তং সৰ্বসংশ্লেষবর্জিতম্ । যদ্যপ্যেবং তথাপি সৰ্ব-ভূচ্চৈব । সদাস্পদং হি সৰ্বং সৰ্বত্র সমুদ্রানুগমাৎ । ন হি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োহপি নিরাস্পদা ভবন্তি । অতঃ সৰ্বভূৎ—সৰ্বং বিতৰ্জীতি । স্যাদিদং চান্যৎ—জ্ঞেয়স্য সম্বন্ধি-গমদ্বারং নিৰ্গুণম্ । সম্বন্ধজন্তুমাংসি গুণাঃ । তৈবর্জিতম্ । তথাপি গুণভোক্তা চ । গুণানাং সম্বন্ধজন্তুমাংসং শব্দাদিহারাণে স্তখদুঃখমোহাকারপরিণতানাং ভোক্তা চোপলব্ধ-তজ্ জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—সার্বৈন্দ্রিয়েতি । সৰ্বেষাং চক্ষুরাদীনামিन्द्रিয়াণাং

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

গুণেষু রূপাদ্যাকারাস্থ বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসত ইতি তথা । সর্বৈন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ানাভাসয়তীতি বা । সর্বৈরিন্দ্রিয়ৈবিবজিতং চ । তথা চ শ্রুতিঃ—অপাণিপাদৌ জ্বনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ (ক) ইত্যাদিঃ । অসংস্কৃতং সঙ্গশূন্যম্ । তথাপি সর্বং বিতর্কীতি সর্বভূৎ । সর্বস্যাধারভূতম্ । তদেব নিগুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতম্ । গুণভোক্তৃ চ—গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকম্ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । তাঁহার নিজের ইন্দ্রিয় নাই ; কিন্তু তাঁহার শক্তি ভিন হস্ত-পদাদির কার্য্য কেহ করিতে পারে না । শ্রবণ, কথন, সংকল্প ও নিশ্চয় আদি এবং শ্রোত্র, বাক্, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াও তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত । সেই পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনিই । তিনি চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করেন, শ্রুতিবর্জিত হইয়াও শ্রবণ করেন । আবার তিনিই কাহারও সঙ্গ বা সম্বন্ধ যুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ত্রিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে । তিনি স্বয়ং নিগুণ অথচ গুণসমূহ উপলব্ধি করেন । শ্রুতি বলিয়াছেন, “সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ” (খ) তিনি সকলের সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও গুণবর্জিত ॥ ১৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । বুদ্ধচৈতন্যের প্রভাবেই অচেতন মন, বুদ্ধি, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় চেতনবৎ ক্রিয়াশীল প্রতীত হয় মাত্র । “ধ্যায়তীব লেলায়তীব” (গ) ইত্যাদি শ্রুতিতে অন্তঃকরণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশীলতা আত্মায় আরোপিত হওয়ায় নিগুণ ও নিষ্ক্রিয় আত্মচৈতন্যের মহিমাই প্রকাশিত হইয়াছে । অবিস্তান আত্মচৈতন্যের আশ্রয়ে বুদ্ধিই (ধ্যায়তীব) যেন চিন্তা করিয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয়ই (লেলায়তীব) যেন কর্ম্মতৎপর হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অনুবোধিনী । তৎ (তিনি) ভূতানাং (সর্বভূতের) বহিঃ (বহির্ভাগ) অন্তঃ চ (ও অন্তর), অচরং (স্থাবর) চরম্ এব চ (ও জঙ্গম), সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মতা জন্য) [তাঁহাকে] অবিজ্ঞেয়ং (জানিতে পারা যায় না), [তিনি] দূরস্থং চ (দূরে স্থিত) অন্তিকে চ (ও নিকটে স্থিত) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । সমস্ত বস্তুরই বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর তিনি । স্থাবর এবং জঙ্গমও তিনি । তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জন্য অবিজ্ঞেয় । তিনি দূর হইতেও দূরে, এবং অতি নিকট হইতেও নিকটে ॥ ১৬ ॥

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।১৯ । (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১১ । (গ) বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৭ ।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ।

ভূতভৰ্ত্ত্ব চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । কিঞ্চ—বহিরন্তশ্চেতি । বহিস্ত্বক্পর্য্যন্তং দেহমাত্মত্বেনাবিদ্যা-
কল্পিতমপেক্ষ্য তমেবাবধিং কৃৎস্না বহিরুচ্যতে । তথা প্রত্যগাত্মানমপেক্ষ্য দেহমেবাবধিং
কৃৎস্নাহন্তরুচ্যতে । বহিরন্তশ্চেত্যুক্তে মধ্যস্যাভাবে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—অচরং চরমেব চ ।
যচ্চরাচরং দেহাভাসমপি তদেব জ্ঞেয়ম্ । যথা রজ্জুসর্পাভাসঃ । যদ্যচরং চরমেব চ
ব্যবহারবিষয়ং সর্বং জ্ঞেয়ং—কিমর্থমিদমিতি সর্বৈর্ন বিজ্ঞেয়মিতি ? উচ্যতে—সত্যং
সর্বাভাসম্ । তথাপি ব্যোমবৎ সূক্ষ্মং তৎ । অতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্বেন রূপেণ তজ্জ্ঞেয়-
মপ্যবিজ্ঞেয়মবিদুষাম্ । বিদুষাং স্বাত্মৈবেদং সর্বং (ক) ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ (খ) ইত্যাদি-
প্রমাণতো নিত্যং বিজ্ঞাতম্ । অবিজ্ঞাততয়া দূরস্থম্ । বর্ষসহস্রকোটিত্যাং প্যবিদুষাম-
প্রাপ্যত্বাৎ । অস্তিকে চ তৎ—আত্মত্বাৎ—বিদুষাম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—বহিরিতি । ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং
বহিঃশাস্ত্রং তদেব—স্ববর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাং । জলতরঙ্গাণামন্তর্বহিঃ জলমিব ।
অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমং চ ভূতজাতং তদেব । কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য । এবমপি
সূক্ষ্মত্বাদ্রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ । ইদং তদिति স্পষ্টজ্ঞানার্থং ন ভবতি । অত এবাদি-
দুষাং যোজনলক্ষ্যান্তরিতমিব দূরস্থং চ । সবিকারীয়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ । বিদুষাং পুনঃ
প্রত্যগাত্মত্বাদস্তিকে চ তন্নিত্যং সন্নিহিতম্ । তথা চ মন্ত্রঃ—তদেজতি তনৈজতি তদদূরে
তদন্তিকে । তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ (গ) ॥ ইতি । এজতি চলতি ।
নৈজতি ন চলতি । তৎ উ অস্তিকে ইতিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যেমন কুণ্ডলের ভিতর ও বাহির সর্বত্রই স্ববর্ণ, অর্থাৎ
স্ববর্ণ ব্যতীত তাঁহাতে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না ; সেইরূপ দৃশ্য জগতের বাহ্য ও অভ্যন্তর
সমস্তই তিনি, অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তিনি । তিনি “সূক্ষ্মাৎ “সূক্ষ্মতরং
নিত্যম্” (ঘ) (শ্রুতি) । স্মৃতরাং শতকোটি বর্ষ চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত
হওয়া যায় না । অবিশ্রাসী, অবিবেকী ও বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তির পক্ষে তিনি দূর হইতেও
অতি দূরে প্রতীত হয়েন । আবার ভক্তিমান বিবেকবৈরাগ্যবান্ ও সংযতাত্মা পুরুষের
পক্ষে তিনি নিকট হইতেও অতি নিকটে বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । তৎ (তিনি) ভূতেষু চ (সর্বভূতে) অবিভক্তং (অবিচ্ছিন্ন)
[হইয়াও] বিভক্তম্ ইব (ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া) স্থিতং (প্রতীত হয়েন) ; [তিনি] ভূতভৰ্ত্ত্ব চ
(ভূতসকলের ধারণ কর্তা), গ্রসিষ্ণু (সংহর্তা), প্রভবিষ্ণু চ (ও উৎপাদন কর্তা) [রূপে]
জ্ঞেয়ম্ (জ্ঞানের বিষয়) [হয়েন] ॥ ১৭ ॥

(ক) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২ । (খ) নৃসিংহোত্তরতাপনী, ৭ । (গ) ঈশ, ৫ । (ঘ) কৈবল্য, ১।১৬ ।

জ্যোতিষামপি তাজ্জ্যোতিষমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্টিতম্ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । তিনি সর্বভূতে অবিভক্ত থাকিয়াও প্রত্যেক প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়েন । তিনি ভূতসকল ধারণ করিয়া আছেন । তিনি ভূতসকলের সংহর্তা ও উৎপাদন-কর্তা ॥ ১৭ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । কিঞ্চ—অবিভক্তমিতি । অবিভক্তং চ প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকম্ । ভূতেষু সর্বপ্রাণিষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ । দেহেঘ্যেব বিভাব্যমানত্বাৎ । ভূতভৰ্তৃ চ ভূতানি বিভভীতি তজ্ জ্ঞেয়ং । ভূতভৰ্তৃ চ স্থিতিকালে । প্রলয়কালে গ্রসিষু গ্রসনশীলম্ । উৎপত্তিকালে প্রভবিষু চ প্রভবনশীলম্ । যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদেন্নি-
থ্যাকল্পিতস্য । ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অবিভক্তমিতি । ভূতেষু স্বাবরজঙ্গমাদ্বকেষুবিভক্তং কারণাশ্রয়ানাভিঃ কার্য্যশ্রয়ানা বিভক্তং ভিন্নমিবাবস্থিতং চ । সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যানু ভবতি । তৎস্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ম্ । ভূতানাং ভৰ্তৃ চ পৌষকং স্থিতিকালে । প্রলয়কালে চ গ্রসিষু গ্রসনশীলম্ । সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষু নানাকার্য্যশ্রয়ানা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যেমন অগ্নি এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠদণ্ডে স্থিতিবিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে এক পরমাাত্রাকে ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধ হয় । পাছে ক্ষেত্রজ ও পরব্রহ্মে অজ্জুনের ভিন্নতা বোধ হয়, এই জন্য ভগবান্ কহিলেন যে, তাঁহাতেই ভূতসকলের স্থিতি, তাঁহাতেই লয় ও তাঁহা হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে । সেই ব্রহ্মই সমস্ত ভূতে ক্ষেত্রজরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

অমরবোধিনী । তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিঃ সমূহেরও) জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ) ; তমসঃ (তমঃশক্তির) পরম্ (অতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হইয়েন) । [তিনি] জ্ঞানং (জ্ঞান), জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়), জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানলভ্য), সর্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) বিষ্টিতম্ (অধিষ্টিত) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ । জড়বর্গরূপ তমঃশক্তির অতীত । তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও তিনিই জ্ঞানগম্য, এবং তিনিই সকলের হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । কিঞ্চ সর্বত্র বিদ্যমানমপি সনৌপলভ্যতে চেজ্ জ্ঞেয়ং তমস্তহি । ন । কিং তহি ?—জ্যোতিষামপীতি । জ্যোতিষামাদিত্যাदीনামপি তজ্ জ্ঞেয়ং । আশ্র-
চৈতন্যজ্যোতিষেদ্ধানি হ্যাদিত্যাदीনি জ্যোতীংষি দীপ্যন্তে । যেন সূর্যস্তুপতি তেজসেদ্ধঃ (ক)
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ (খ) । স্মৃতেশ্চৈহেব—যদাদিত্যগতং তেজঃ

(ক) মহানারায়ণ, ১৩৩ । (খ) কণ্ঠ্য-গীতা, ১৩১২ ।

(গ) ইত্যাদেঃ তমসোহজ্ঞানাং পরম্—অসংস্পৃষ্টমুচ্যতে । জ্ঞানাদেদুঃসম্পাদনবুদ্ধ্যা প্রাপ্তা-
বসাদস্যোত্তমার্থমাহ—জ্ঞানমমানিস্বাদি । জ্ঞেয়ং—জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা উক্তম্ ।
জ্ঞানগম্যং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সজ্ জ্ঞানফলমিতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে । জ্ঞায়মানং তু জ্ঞেয়ম্ ।
তদেতদ্রয়মপি হৃদি বুদ্ধৌ সৰ্বস্য প্রাণিজাতস্য বিষ্টিং বিশেষণ স্থিতম্ । তত্রৈব হ্যেতৎ
ত্রয়ং বিভাব্যতে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—জ্যোতিষামপীতি । জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি
জ্যোতিঃ প্রকাশকং তৎ । যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ (ক) ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-
তারকং নেমা বিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্বং তস্য ভাসা
সৰ্বমিদং বিভাতি (খ) ॥ ইত্যাদিশ্রুতেঃ । অতএব তমসোহজ্ঞানাং পরং তেনাসং-
স্পৃষ্টমুচ্যতে । আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিত্যাদিশ্রুতেঃ (গ) । জ্ঞানং চ তদেব বুদ্ধি-
বৃত্তাবভিব্যক্তম্ । তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ং চ জ্ঞানগম্যং চ । অমানিস্বাদিলক্ষণেন
পূৰ্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনেণ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ । জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সৰ্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি
বিষ্টিং বিশেষণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্ । বিষ্টিতমিতিপাঠেহধিষ্ঠায় স্থিত-
মিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

গীতাত্মসন্দীপনী । আদিত্য, ইন্দু, বিদ্যুৎ ও অগ্নি আদি প্রকাশক পদার্থ পুঞ্জের
প্রকাশ-শক্তি তিনি ; অর্থাৎ পরব্রহ্মের দিব্য জ্যোতিতেই ইহাদের এত জ্যোতি । শ্রুতি
বলিয়াছেন—“যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ” (ঘ) । “তস্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি” (ঙ) ।
ব্রহ্মের তেজেই সূর্য্য তাপযুক্ত ও তাঁহারই দিব্য প্রকাশে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে ।
সূর্য্যাদি জড়বর্গের সহিত সম্বন্ধ জন্য পাছে অজ্ঞান মনে করেন যে, তবে পরব্রহ্মও জড়
স্বভাব-যুক্ত, সেই জন্য ভগবান্ বলিলেন যে, তিনি কার্য্যপ্রপঞ্চ সহিত অবিদ্যারূপ অন্ধ-
কারের অতীত । তিনি কেবল অলৌকিক জ্যোতিই নহেন, বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তি-
রূপ সংবিৎ বা জ্ঞানস্বরূপও তিনিই । জ্ঞানোদয় হইলে যাঁহাকে জীব জানিতে চায়,
সেই জ্ঞেয় পদার্থ তিনি । এই অধ্যায়ের প্রথমে যে জ্ঞানের সাধনান্বরাশি কথিত হইয়াছে,
সেই ক্রম ব্যতীত তিনি কোন রূপ কল কৌশলে প্রকাশিত হয়েন না । স্বর্গাদির ন্যায়
তিনি দূরস্থ নহেন । তিনি সকল জীবে আত্মা রূপে অবস্থিতি করিতেছেন । চিত্তের
নির্মলতা হইলেই তিনি সকলের অব্যবহিতরূপে অনুভূত হয়েন ॥ ১৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ব্রহ্ম “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ” সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ,
এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত । জ্ঞানকে আলোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া সূর্য্যের উপমা
প্রদত্ত হইয়াছে । নতুবা বাহ্য দৃষ্টিতে সূর্য্যাদি স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও অনাত্ম বলিয়া তাঁহারা নিজকে
নিজে জানে না । চেতন্য ব্রহ্মই স্বয়ংপ্রকাশ ; কেননা, তিনি নিত্য নিজ জ্ঞানে স্থিত, এবং
অধিষ্ঠানরূপে অন্যান্য বিশেষ জ্ঞানেরও কারণ । যিনি নিজেকেও জানেন এবং অপরকেও জানেন
তিনিই বাস্তবিক চেতন । এই জন্য আত্মতিরিক্ত অন্য সমস্তই জড় ; কেননা, তাঁহারা নিজেকেও
জানে না, এবং অন্য কিছুও জানিতে পারে না । যেমন সূর্য্য সর্বত্র প্রকাশিত থাকিলেও

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।

মদন্ত মত্ত্বজ্ঞায় মন্তাব্যাপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

স্বচ্ছতার তারতম্যানুগারে দর্পণে বা জলে উহার সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়, অন্যত্র হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও জড়ে সাধারণভাবে এবং জীবের বুদ্ধিতে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত থাকায় জীবজগৎ চৈতন্যবৎ প্রতীত হয় । এই জন্যই জীবগণের মধ্যে সাধনশীল মনুষ্যের গুহ্য বুদ্ধিতেই (নিরুদ্ধ চিত্তে) ভগবানের চৈতন্যস্বরূপ লক্ষিত হয় ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । ইতি (এই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং (ও জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তম্ (কথিত হইল) । মদন্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (ইহা) বিজ্ঞায় (বিদিত হইয়া) মন্তাব্য (আমার ব্রহ্মভাব লাতার্থ—মোক্ষার্থ) উপপদ্যতে (উপযুক্ত হয়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] আমি ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এতাবৎ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলাম । আমার ভক্ত এই ক্ষেত্রাদি পদার্থত্রয় বিদিত হইয়া মদভাব-লাভের উপযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যথোক্তার্থোপসংহারার্থোহয়ং শ্লোক আরভ্যতে—ইতি ক্ষেত্রমিতি । ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্ । তথা জ্ঞানমমানিষাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনপর্য্যন্তম্ । জ্ঞেয়ং চ—জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাди তমসঃ পরমুচ্যতে ইত্যেবমন্তম্ । উক্তং সমাসতঃ সংক্ষেপতঃ । এতাবান্ সর্ব্বা হি বেদার্থো গীতার্থশ্চোপসংহৃত্যোক্তঃ । অস্মিন্ সম্যগদর্শনে কোহধিক্রিয়ত ইতি ? উচ্যতে—মদন্তো ময়ীশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেবে সমপিতসর্ব্বান্ ভাবো যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি বা সর্ব্বমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যেবং গ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্ন-
শুভঃ । স এতদ যথোক্তং সম্যগদর্শনং বিজ্ঞায় মন্তাব্য—মম ভাবো মন্তাবঃ পরমাত্ম-
ভাবস্তস্মৈ—পরমাত্মভাবায়োপপদ্যতে । মোক্ষং গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিকলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি । ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্ । তথা জ্ঞানং চামানিষাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তম্ । জ্ঞেয়ং চানাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্টিতমিত্যন্তম্ । বশিষ্ঠাদিভিঃ স্তুরেণোক্তং সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্ । এতচ্চ পূর্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদন্তো বিজ্ঞায় মন্তাব্যব্রহ্মভাবায়ো-
পপদ্যতে যোগ্যা ভবতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “মহাভূত” হইতে “ধৃতি” পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, “অমানিষ” হইতে “তত্ত্ব-
জ্ঞানার্থদর্শন” পর্য্যন্ত জ্ঞান, এবং “অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম” হইতে “হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্টিতম্” পর্য্যন্ত
জ্ঞেয় ব্রহ্মের বিষয় ভগবান্ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । মদন্তম্ ইত্যাদিতে ইহার আরও

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যাবাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত লক্ষণযুক্ত ভগবদ্ভক্তগণই এতাবধিষয় বিশদ-
রূপে অবগত হইয়া ভগবত্তাব লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা বিষয়ভোগ তুচ্ছ
বোধ করিয়া ভগবান্কেই পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ই স্থযোগ্য অধিকারী ॥ ১৯ ॥

অন্যবোধিনী। প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষং এব চ (ও পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়ই)
অনাদী (অনাদি) বিদ্ধি (জানিও) ; বিকারান্ চ (বিকারসমূহ) গুণান্ এব চ (ও গুণসমূহ)
প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতি ও পুরুষ—এ উভয়ই অনাদি। বিকারসমূহ ও
গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইহা তুমি বিদিত হও ॥ ২১ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম। তত্র সপ্তমেহধ্যায়ঃ ঈশ্বরস্য হে প্রকৃতি উপন্যাস্তে পরাপরে ক্ষেত্র-
ক্ষেত্রজলক্ষণে। এতৎযোনীনি ভূতানীতি চোক্তম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজপ্রকৃতিদ্বয়যোনিদ্বং
কথং ভূতানামিতি? অয়মর্থোহধুনোচ্যতে—প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং পুরুষং চৈবেশ্বরস্য
প্রকৃতি। তৌ প্রকৃতিপুরুষাবুভাবপ্যনাদী বিদ্ধি। ন বিদ্যত আদির্য্যোস্তাবনাদী।
নিত্যত্বাদীশ্বরস্য তৎপ্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুম্। প্রকৃতিদ্বয়বজ্রমেব হীশ্বর-
স্যেশ্বরত্বম্। যাত্যাং প্রকৃতিভ্যাগীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুঃ। তে হে অনাদী
সত্যৌ সংসারস্য কারণম্।

নাদী অনাদী ইতি তৎপুরুষসমাসং কেচিৎস্বয়ম্ভি। তেন হি কিলেশ্বরস্য কারণত্বং
সিধ্যতি। যদি পুনঃ প্রকৃতিপুরুষাবেব নিত্যৌ স্যাতাং—তৎকৃতমেব জগৎ। নেশ্বরস্য
জগতঃ কর্তৃত্বমিতি।—তদসৎ। প্রাক্ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পত্তেবীশিতব্যাবাদীশ্বরস্য-
নীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ সংসারস্য নিনিমিত্তত্বেহনির্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। শাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। বদ্ধ-
মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। নিত্যত্বে পুনরীশ্বরস্য প্রকৃত্যোঃ সর্বমেতদুৎপন্নং ভবেৎ।

কথম্?

বিকারাংশ্চ বক্ষ্যমাণান্ বুদ্ধাদিদেহেন্দ্রিয়ান্তান্—গুণাংশ্চ সূক্ষদুঃখমোহপ্রত্যয়াকার-
পরিণতান্ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্। প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকারকারণশক্তিজিগুণাত্মিকা
মায়া। সা সম্ভবো যেমাং বিকারাণাং গুণানাং চ তান্ বিকারান্ গুণাংশ্চ বিদ্ধি জানীহি
প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিপরিণামান্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতাৎ প্রপঞ্চিতম্।
ইদানীং তু যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেত্যেতৎ পূর্ব্বং (ক) প্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-
পুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি—প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাতি-

কার্য্যকরণকর্তৃত্বে * হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূচ্যতে ॥ ২১ ॥

মন্ত্বেতয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্বাপত্তিঃ স্যাৎ। অতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি। অনাদেশীশ্বরস্য শক্তিস্বাং প্রকৃতিরনাদিত্বম্। পুরুষোহপি তদংশদ্বাদনাদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাং চানাদিত্বং নিত্যত্বং চ শ্রীমচ্ছরভগবদ্ভাষ্যকৃষ্ণিত্তিপ্রবন্ধেনোপ-
পাদিতমিতি গ্রন্থবাহল্যানুস্মৃতিঃ প্রতন্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণ-
পরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সম্ভবান্ সংভূতান্ বিদ্ধি ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের শক্তি—মায়ী, অজ্ঞান ও অবিদ্যা এই তিন নামে প্রসিদ্ধ। মায়ী-শক্তি সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টপ্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা অপরা প্রকৃতি বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রনামী অপরা প্রকৃতি এখানে “প্রকৃতি” শব্দে কথিত হইল। ইতঃপূর্বে ক্ষেত্রজস্বরূপ জীবনামী পরা প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। এখানে তাহাই “পুরুষ” বলিয়া উক্ত হইল। এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রৌত্রাদি দশ ইন্দ্রিয় ও মন—এই ষোড়শ বিকার; এবং সুখদুঃখমোহ-
রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ মায়ারূপ প্রকৃতাংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে ॥ ২০ ॥

অদ্বয়বোধিনী। কার্য্যকরণকর্তৃত্বে (কার্য্য ও করণের কর্তৃত্বে) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) হেতুঃ (হেতু) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়েন); পুরুষঃ (পুরুষ) সুখদুঃখানাং (সুখদুঃখ-
সমূহের) ভোক্তৃত্বে (ভোগবিষয়ে) হেতুঃ (হেতু) উচ্যতে (কথিত হয়েন) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতিই দেহেন্দ্রিয়ে ক্রিয়াশক্তির মূল, এবং পুরুষ সুখ-
দুঃখভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। কে পুনস্তে বিকারা গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ?—কার্য্যেতি। কার্য্য-
করণকর্তৃত্বে—কার্য্যং শরীরম্। করণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ। দেহস্যারম্ভকাণি ভূতানি
বিষয়াশ্চ প্রকৃতিসম্ভবা বিকারাঃ পূর্ব্বোক্তা ইহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। গুণাশ্চ প্রকৃতি-
সম্ভবাঃ সুখদুঃখমোহান্নকাঃ। করণাশ্রয়ত্বাৎ করণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। তেষাং কার্য্যকরণানাং
কর্তৃত্বমুৎপাদকত্বং যতঃ কার্য্যকরণকর্তৃত্বম্। তস্মিন্ কার্য্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ কারণ-
মারম্ভকত্বেন প্রকৃতিরূচ্যতে। এবং কার্য্যকরণকর্তৃত্বেন সংসারস্য কারণং প্রকৃতিঃ।
কার্য্যকরণকর্তৃত্ব ইত্যস্মিনুপি পাঠে কার্য্যং যদযস্য বিপরিণামসম্ভবস্য কার্য্যং বিকারঃ।
বিকারি কারণম্। তয়োঃ বিকারবিকারিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্তৃত্ব ইতি। অথবা
ষোড়শ বিকারাঃ কার্য্যম্। সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কারণম্। তান্যেব কার্য্যকারণানুচ্যন্তে।
তেষাং কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যত আরম্ভকত্বেনৈব। পুরুষশ্চ সংসারস্য কারণং যথা
স্যানুচ্যতে। পুরুষো জীবঃ ক্ষেত্রস্তো ভোক্তেতি পর্য্যায়ঃ। সুখদুঃখানাং ভোগ্যানাং
ভোক্তৃত্ব উপলব্ধ্যে হেতুরূচ্যতে ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থা হি ভূক্তো প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসম্ভোগস্য সদসদেয়ানিজনম্ ॥ ২২ ॥

কথং পুনরেনে কার্যকরণকর্তৃত্বেন সুখঃদুঃখভোক্তৃত্বেন চ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসার-
কারণত্বমুচ্যত ইতি ?

অত্রোচ্যতে—কার্যকরণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা প্রকৃতে: পরিণামাতাবে পুরুষস্য চ
চেতনস্যাসতি তদুপলব্ধত্বে কৃত: সংসার: স্যাৎ । যদা পুন: কার্যকরণসুখদুঃখরূপেণ
হেতুফলাত্মনা পরিণতয়া প্রকৃত্যা ভোগয়া পুরুষস্য তদ্বিপরীতস্য ভোক্তৃত্বেনাবিদ্যারূপঃ
সংযোগ: স্যাত্তদা সংসার: স্যাদিতি । অতো যৎ প্রকৃতিপুরুষয়ো: কার্যকরণকর্তৃত্বেন
সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ সংসারকারণত্বমুক্তং তৎ যুক্তম্ ।

কঃ পুনরয়ং সংসারো নাম ?

সুখদুঃখসম্ভোগঃ সংসার: । পুরুষস্য চ সুখদুঃখানাং সম্ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিতি ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং
দর্শয়তি—কার্যেতি । কার্যং শরীরম্ । কারণানি সুখদুঃখাদিসাধনানীন্দ্রিয়াণি । তেষাং
কর্তৃত্বে তদাকাপরিণামে প্রকৃতিহেতুরুচ্যতে কপিলাদিভি: । পুরুষো জীবন্তংকৃতসুখ-
দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে । অয়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যচেতনায়া: প্রকৃতে: স্বত:কর্তৃত্বং
ন সম্ভবতি তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি—তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়া-
নিবর্তকত্বম্ । তচ্চাচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাচ্চেতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি । যথা
বহ্নেক্ষু জ্বলনম্ । বায়োস্তিৰ্য্যগ্গমনম্ । বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়স: স্রবণমিত্যাदि । অতঃ
পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতে: কর্তৃত্বমুচ্যতে । ভোক্তৃত্বং চ সুখদুঃখসংবেদনম্ । তচ্চ চেতনধম্ম
এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যত ইতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শরীরের নাম কার্য্য, এবং দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত—এই
ত্রয়োদশ কারণ । দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির যত কিছু কার্য্য হয়, তাহা সমস্তই প্রকৃতি হইতে
স্ফুরিত হইয়া থাকে । “আমি সুখী” বা “আমি দুঃখী” ইত্যাকার ভাব ক্ষেত্রজ পুরুষেই
আরোপিত হইয়া থাকে । যেমন অনলতপ্ত উজ্জ্বল লৌহপিণ্ডে, অগ্নি ও লৌহের ভেদ
বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ কার্য্য-কারণ ভাবে অভেদ-রূপে একত্র
বিজড়িত ও বিরাজিত । এতদ্ব্যক্কে অনুভব ব্যতীত প্রত্যক্ষত: স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে
পাওয়া যায় না ॥ ২১ ॥

অধ্বয়বোধিনী । হি (যেহেতু) পুরুষ (পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত
হইয়া) প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতি হইতে জাত) গুণান্ (সুখদুঃখাদি গুণসমূহ) ভূক্তো (ভোগ
করেন), অস্য (এই পুরুষের) সদসদেয়ানিজনম্ (সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম ধারণে)
গুণসঙ্গঃ (গুণের সহিত সংসর্গ) কারণম্ (হেতু) ॥ ২২ ॥

* অথবা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন—এই ষোড়শ বিকার কার্য্য, এবং
মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতি কারণ (৭ অ । ৪ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী
দ্রষ্টব্য) ।

বঙ্গানুবাদ । এই ক্ষেত্রজ পুরুষ মার্যরূপ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতিজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ জন্যই পুরুষকে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম লইতে হয় ॥ ২২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যৎ পুরুষস্য সুখদুঃখানাং ভোক্তৃৎ সংসারিত্বমিত্যুক্তং তস্য তৎ কিংনিমিত্তমিতি ? উচ্যতে—পুরুষ ইতি । পুরুষো ভোক্তা প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতাববিদ্যা-লক্ষণায়াং কার্য্যাকারণরূপেণ পরিণতায়াং স্থিতঃ প্রকৃতিস্থঃ । প্রকৃতিমাত্রত্বেন গত ইত্যোতৎ—হি যস্মাৎ তস্মাদ্ভুক্ত উপলভত ইত্যর্থঃ । প্রকৃতিজান্ প্রকৃতিতো জাতান্ সুখদুঃখ-মোহাকাশাভিযুক্তান্ গুণান্—সুখী দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতোহহমিত্যেবং—সত্যামপ্যবিদ্যায়াং সুখদুঃখমোহেষু গুণেষু ভুজ্যমাণেষু যঃ সঙ্গ আশ্রয়ভাবঃ সংসারস্য স প্রধানং কারণং জন্মনঃ । স যথাকাসো ভবতি তৎকৃতুর্ভবতীত্যাদি শ্রুতেঃ (ক) । তদেতদাহ—কারণং হেতুগুণ-সঙ্গঃ । গুণেষু সঙ্গোহস্য পুরুষস্য ভোক্তুঃ সদসদ্যোনিজন্মস্ব । সত্যশ্চাসত্যশ্চ যোনয়ঃ সদসদ্যোনয় । তাস্মৈ সদসদ্যোনিষু জন্মানি সদসদ্যোনিজন্মানি । তেষু সদসদ্যোনিজন্মস্ব বিষয়ভূতেষু কারণং গুণসঙ্গঃ । অথবা সদসদ্যোনিজন্মস্বস্য সংসারস্য কারণং গুণসঙ্গ ইতি সংসারপদমধ্যাহার্য্যম্ । সদ্যোনয়ো দেবাদিযোনয়ঃ । অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদিযোনয়ঃ । সামর্থ্যাৎ সদসদ্যোনয়ো মনুষ্যযোনয়োহপ্যবিরুদ্ধা দ্রষ্টব্যঃ । এত-দুক্তং ভবতি—প্রকৃতিস্থত্বাখ্যাহবিদ্যা । গুণেষু চ সঙ্গঃ কামঃ সংসারস্য কারণমিতি । তচ্চ পরিবর্জনারোচ্যতে—অস্য চ নিবৃত্তিকারণং জ্ঞানবৈরাগ্যে সঙ্গংন্যাসে গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্ । তচ্চ জ্ঞানং পূরস্তাদুপন্যস্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিষয়ম্ । যজ্ জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুত ইত্যুক্তং চান্যাপোহেনাতদ্ধনাদ্যারোপেণ চ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তথাপ্যাবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃৎ কথমিতি ? অত আহ—পুরুষ ইতি । হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থত্বং কার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ । অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন ভুঙ্জে । অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিঘৃসতীষু তিৰ্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকৰ্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পুরুষ প্রকৃতির সহিত অবিমিশ্রিতভাবে স্থিতি করাতেই অন্তঃ-করণবৃত্তিসহযোগে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক তাদাত্ম্য জন্য সঙ্গ-গুণাধিকারে পুরুষ দেবযোনিতে, রজোগুণাধিকারে মানবদেহে ও তমোগুণাধিকারে পশ্বাদিযোনিতে জন্মিয়া থাকেন। তাদাত্ম্য অভিমানই ভিন্ ভিন্ জন্মের একমাত্র কারণ। গুণত্রয়ের সঙ্গবজ্জিত হইলে, অর্থাৎ আপনাকে সঙ্গাদি গুণ হইতে নিলিপ্ত বুঝিয়া লইতে পারিলে, যোনিভ্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া যায়। গুণসঙ্গ—কাম বা বাসনা মুমুকুর পক্ষে নিতান্তই পরিহার্য্য। কামবজ্জিত হইয়া কোন কার্য্য করিলে, ও গুণাদি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে কাহাকেও আর সুখ-দুঃখাদি জন্য হুট বা ক্রিষ্ট হইতে হয় না। বিদ্বান্ ব্যক্তি অন্তঃকরণে নিঃসঙ্গ হইয়া যদি বহির্ব্যবহারে কোন প্রকার অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার দেহাদি পরিগ্রহ করিতে হয় না। কেননা, কার্য্যকালে কোন ফলাভিসন্ধি না থাকায় তাঁহাতে অভিমানরূপ অভিনিবেশ হইতে পায় না। স্মরণ্যং যোনিভ্রমণের কারণ রূপ বীজ সঞ্চিত হইতে পায় না।

উপদ্রষ্টানুমত্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

তাদাত্ম্য অভিমানই পুরুষকে প্রকৃতিজনিত ক্রিয়ার ফলভাগী করে। মনে কর, একটা পিশাচ কোন ব্যক্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে, অথচ সেই দেহে সেই ব্যক্তির আত্মাও অবস্থিতি করিতেছে। বহিরাগত পিশাচের তীব্র আবির্ভাব শক্তিতে অভিভূত হইয়া উক্ত ব্যক্তির আত্মা অন্তঃকরণ বৃত্তির সহযোগিতা বা তদাত্মতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এবং ঐ দেহে ও অন্তঃকরণে পিশাচের তাদাত্ম্য অভিমানের সঞ্চার হয়। তখন ঐ ব্যক্তির নাম করিয়া গালি দিলে সে অসন্তুষ্ট হয় না ; কিন্তু পিশাচের নাম করিয়া গালি দিলে ঐ ব্যক্তি বিকট বদনে তাড়না করিতে থাকে। তাহার দেহে আঘাত করিলে পিশাচ “যাচ্ছি, যাচ্ছি” বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। কারণ, এক্ষণে এই দেহে পিশাচ তাদাত্ম্য অভিমান করিতেছে। এইরূপ দেহে, গুণে বা গুণসম্বন্ধযুক্ত পদার্থে তাদাত্ম্য অভিমান থাকিলেই গুণ-ভেদানুসারে সুখ-দুঃখাদির ভোগ জন্য জীবকে নানাবিধ দেহ ধারণ করিতে হয় ॥ ২২ ॥

অস্ময়বোধিনী । অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) পুরুষঃ (আত্মা) পরঃ (স্বতন্ত্র) উপদ্রষ্টা (সাক্ষিস্বরূপ), অনুমত্তা চ (অনুগ্রাহক), ভর্তা (বিধানকর্তা), ভোক্তা (ভোক্তা), মহেশ্বরঃ (মহেশ্বর), পরমাত্মা চ (ও পরমাত্মা) ইতি অপি (ইহাও) উক্তঃ (কথিত হয়েন) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি সর্বথা স্বতন্ত্র ; কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমত্তা । তিনি ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর, এবং শ্রুতিতে তিনি পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । তস্যৈব পুনঃ সাক্ষান্নির্দেশঃ ক্রিয়তে—উপদ্রষ্টেতি । উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা স্বয়মব্যাপ্তঃ । যথাস্বিগ্ণযজ্ঞমানেষু যজ্ঞকর্ন্তব্যাপ্তেষু তটস্থোহন্যো-
হব্যাপ্তো যজ্ঞবিদ্যাকুশল ঋত্বিগ্ণযজ্ঞমানব্যাপারগুণদোষাণামীক্ষিতা । তদ্বৎ কার্য্যকরণব্যাপারেঘব্যাপ্তোহন্যো বিলক্ষণস্তেষাং কার্য্যকরণানাং সব্যাপার্যাং সামীপ্যেন দ্রষ্টা-
উপদ্রষ্টা । অথবা দেহচক্ষুর্নোবুদ্ধ্যাভ্যাসো দ্রষ্টারঃ । তেষাং বাহ্যো দ্রষ্টা দেহঃ । তত
আরভ্যাস্তরতমশ্চ প্রত্যক্ সমীপ আত্মা দ্রষ্টা । যতঃ পরোহস্তরতমো নাস্তি দ্রষ্টা সৌহৃতি-
শয়সামীপ্যেন দ্রষ্টৃহৃদুপদ্রষ্টা স্যাৎ । যজ্ঞোপদ্রষ্টৃবদ্বা সর্ববিষয়ীকরণাদুপদ্রষ্টা । অনুমত্তা
চ—অনুমোদনমনুমননং কুর্বৎসু তৎক্রিয়াসু পরিতোষঃ । তৎকর্তানুমত্তা চ ।
অথবা—অনুমত্তা কার্য্যকরণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোহপি প্রবৃত্ত ইব তদনুকুলো বিভাব্যতে ।
তেনানুমত্তা । অথবা প্রবৃত্তান্ স্বব্যাপায়েষু তৎসাক্ষিভূতঃ কদাচিদপি ন নিবারয়তীত্যনু-
মত্তা । ভর্তা—ভরণং নাম দেহেজ্জিয়মনৌরুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাস্থপারার্থ্যেন

নিমিত্তভূতেন চৈতন্যাভাগানাং যৎ স্বরূপধারণম্ তচ্চৈতন্যাত্মকৃতমেবেতি ভর্ত্তাশ্চেত্যুচ্যতে ।
 ভোক্তা—অগ্ন্যুষ্ণবনিত্যৈতন্যস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ স্বখদুঃখমোহান্নকাঃ প্রত্যয়াঃ সৰ্ববিষয়-
 বিষয়াশ্চৈতন্যগ্রন্থা ইব জায়মানা বিভক্তা বিভাব্যন্ত ইতি ভোক্তাশ্চেত্যুচ্যতে । মহেশ্বরঃ
 —সৰ্বান্নান্নাং স্বতন্ত্রান্নাচ্চ মহাংশচাসাবীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ । পরমাত্মা দেহাদীনাং বুদ্ধান্তানাং
 প্রত্যগাত্মনেন কল্পিতানাংবিদ্যয়া পরম উপদ্রষ্টৃদাদিলক্ষণ আশ্রয়েতি পরমাত্মা সোহতঃ
 পরমাত্মেন্যেন শব্দেন চাপ্যুক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ । কাসৌ? অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ
 পরোহব্যক্তাৎ । উক্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেন্যদাহতঃ (গী ১৫।১৭) ইতি যো বক্ষ্যমাণঃ
 ক্ষেত্রজঃ চাপি মাং বিদ্ধি (গী ১৩।২)—ইতি উপন্যস্তো ব্যাখ্যাণোপসংহৃতঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদনেন প্রকারেণ প্রকৃতিবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারঃ ।
 ন তু স্বরূপতঃ । ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি । অস্মিন্ প্রকৃতিকার্যে দেহে
 বর্ত্তমানোহপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব । ন তদুপৈর্নৈর্যুজ্যত ইত্যর্থঃ । তত্র হেতবঃ
 —যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ । তথা—অনুমত্তা—অনু-
 মোদিতোব সান্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ । সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ (ক) ইত্যাদিশ্রুতঃ ।
 তথা—ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধারক ইতি চোক্তঃ । ভোক্তা পালক ইতি চ । মহাংশচাসা-
 বীশ্বরশ্চ স বুদ্ধাদীনাংধিপতিরिति চ পরমাত্মাস্ত্বৰ্য্যামীতি চোক্তঃ শ্রুত্যা । তথা চ
 শ্রুতি—এষ সৰ্ব্বেশ্বর এষ ভূতাপিতরেষ ভূতপালঃ (খ) ইত্যাদিঃ ॥ ২৩ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । দেহে অবস্থান কালে আত্মার তাদাত্ম্য সৰ্ব্ব সঙ্ঘটিত হইলেও
 তিনি যে স্বরূপতঃ সকল বিষয় হইতে নিলিপ্ত ও নিত্য স্বতন্ত্র, তাহাই এই শ্লোকে
 ভগবান্ অর্জুনকে বুঝাইতেছেন । স্বচ্ছ স্ফটিকে জবাপুষ্পের ছায়া পড়িলে স্ফটিক
 রক্তবর্ণ দেখাইলেও, যেমন বস্তুতঃ শ্বেতস্ফটিকে রক্তাক্ততা নাই, তদ্রূপ আত্মাতে প্রকৃতি-
 সৰ্ব্ব-বশতঃ আমি জীব, আমি মনুষ্য, আমি সুখী ইত্যাদির অধ্যাস হইলেও আত্মা স্বরূপতঃ
 সৰ্ব্বথা স্বতন্ত্র । মনে কর, পাঠশালায় ছাত্রগণকে শিক্ষক পড়াইতেছেন, এবং যেন তুমি
 একজন দর্শক—শিক্ষক ও ছাত্রগণের সহিত তোমার কোন আত্মীয়তাই নাই ; কিন্তু শিক্ষক
 ছাত্রগণকে যথাযথ অর্থ বুঝাইতেছেন, অথবা ভ্রম বুঝাইতেছেন, ইহা যেমন তুমি বুঝিতে
 পার, আত্মাও সেইরূপ দর্শকের ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ, এবং ইন্দ্রিয়াদি দেহে কিরূপ কার্য
 করিতেছে তাহার সাক্ষী ও উপদ্রষ্টা মাত্র ; তিনি ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় কৰ্ত্তা নহেন । যিনি
 অভিসন্ধি পূর্বক কোন কার্য দর্শন করেন, তিনি দ্রষ্টা ; এবং যিনি অভিসন্ধি বিহীন—
 নিজ অবস্থায় নিজে বিদ্যমান, অথবা কার্যকলাপ যাহার দৃষ্টিপথে আপনাই আসিতেছে,
 তিনি উপদ্রষ্টা । তিনি দেহাদির কার্যে প্রবৃত্ত না হইয়াও নিত্য অব্যবহিত সমীপবর্ত্তী
 বলিয়া তিনি অনুমত্তা । তাহার সভা ব্যতীত দেহেদ্রিয়-মনোবুদ্ধির স্ফুর্তি বা পুষ্ট হইতে
 পারে না, এজন্য তিনি ভর্ত্তা । তিনি নিষিকার ও নিলিপ্ত হইয়াও বুদ্ধি আদিতে
 প্রতিবিম্বিত, বিষয়রাশির উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি ভোক্তা । ক্ষেত্রজ
 পুরুষ সকলের আত্মা, এই জন্য তিনি মহান্ এবং তিনি স্বতন্ত্র, এই জন্য তিনি ঈশ্বর ।
 শ্রুতিও বলিয়াছেন—“মহতো মহীয়ান্” (গ) “ঈশানং ভূতভাবস্য” (ক)—আত্মা আকাশাদি

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

মহৎ হইতেও মহান্, এবং বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ব্যবস্থাপক—ঈশান । জড়বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট পদার্থের নাম “পরম” । আত্মা সর্বোৎকৃষ্ট, এই জন্য শ্রুতিতে ক্ষেত্রজ পুরুষের নাম পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছে । যাঁহারা চার্বাকাদির ন্যায় দেহ ও ইন্দ্রিয় আদিকেই আত্মা বলিয়া মানেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা “ভোক্তা” । যাঁহারা আত্মাকে বস্তুতঃ কর্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত মনে করেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা “ভর্তা” । বস্ত্রাদিতে পত্র-পল্লবের সুচিকার্ষের ন্যায় যাঁহারা আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় আদির অব্যবহিত সমীপবর্তী বলিয়া জানেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে তিনি “অনুমত্তা” । যাঁহারা আত্মাকে সকল কার্য্যেই উদাসীনবৎ মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাকে “উপদ্রষ্টা” বলিয়া জানেন । আবার যাঁহারা এই সমস্ত অবস্থাই ভগবানের আয়ত্ত বা অধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, তিনি মহেশ্বর—জগৎপ্রভু । বস্তুতঃ তিনি গুণাতীত, অবস্থাাতীত, অন্তর্য্যামী, অখণ্ড পরমাত্মা ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (পুরুষকে) গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ (ও গুণসমূহের সহিত প্রকৃতিকে) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) সর্বথা (সর্ব প্রকারে) বর্তমানঃ অপি (বর্তমান থাকিলেও) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন অভিজায়তে (জন্ম লাভ করেন না) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রজ পুরুষকে এবং বিকারাদি গুণ সহিত প্রকৃতিকে অবগত করেন, তিনি সর্বথা বর্তমান থাকিলেও পুনর্জন্ম লাভ করেন না ॥ ২৪ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । য এবমিতি । তমেতৎ যথোক্তলক্ষণমাত্মনং—য এবং যথোক্তেন প্রকারেণ বেত্তি পুরুষং সাক্ষাদাত্মভাবেনায়মহমস্মীতি । প্রকৃতিং চ যথোক্তামবিদ্যালক্ষণাম্ । গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ নিবর্ত্তিতামভাবমাপাদিতাং বিদ্যয়া । সর্বথা সর্বপ্রকারেণ বর্তমানোহপি স ভূয়ঃ পুনঃ পতিতেহস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে দেহান্তরায় নাভিজায়তে নোৎপদ্যতে । দেহান্তরং ন গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ । অপিশবদাং কিমু বক্তব্যং স্ববৃত্তেস্থো ন জায়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ।

ননু যদিপি জ্ঞানোৎপত্ত্যানন্তরং পুনর্জন্মান্যতাব উক্তস্তথাপি প্রাগ্জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতানাং কর্ম্মণামুত্তরকালভাবিনাং চ যানি চাতিক্রান্তানেকজন্মকৃতানি তেষাং চ ফলমদ্বা নাশো ন যুক্ত ইতি স্ম্যস্ত্রীপি জন্মানি । কৃতবিপ্রণাশো হি ন যুক্ত ইতি । যথা ফলে প্রবৃত্তানাং নারদজন্মনাং কর্ম্মণাম্ । ন চ কর্ম্মণাং বিশেষোহবগম্যতে । তস্মাৎ ত্রিপ্রকারণ্যপি

কৰ্ম্মাণি ত্রীণি জন্মান্যারভেরন্ । সংহতানি বা সৰ্ব্বাণ্যেকং জন্মারভেরন্ । অন্যথা
কৃত্বিপ্রপাশে সতি সৰ্ব্বত্রানাস্থাপ্রসঙ্গঃ । শাস্ত্রানর্থক্যং চ স্যাদिति । অত ইদমযুক্তমুক্তং
ন স ভূয়োহভিজায়ত ইতি ।

ন । ক্রীয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি (ক)—ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (খ)—তস্য তাবদেব
চিরম্ (গ)—ইষীকাতুলবৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মানি প্রদূয়ন্তে (ঘ)—ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্য উক্তো বিদুষঃ
সৰ্ব্বকৰ্ম্মদাহঃ । ইহাপি চোক্তো যথৈধাংগীত্যাদিনা সৰ্ব্বকৰ্ম্মদাহঃ । বক্ষ্যতি চ । উপ-
পত্তেঃ চ । অবিদ্যাকামক্ৰেশবীজনিমিত্তানি হি কৰ্ম্মাণি ফলারম্ভকাণি জন্মান্তরাক্কুরমারভন্তে ।
ইহাপি চ সাহস্কারাভিসন্ধীনি কৰ্ম্মাণি ফলারম্ভকাণি । নেতরাণি—ইতি তত্র তত্র
ভগবতোত্তম । বীজান্যপ্যুপদন্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ । জ্ঞানদৈগ্ধস্তথা ক্রেশৈর্নান্না
সম্পদ্যতে পুনঃ ॥ (ঙ) ইতি চ ।

অস্ত তাবজ্ঞানোৎপত্তেরুত্তরকালকৃতানাং কৰ্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহঃ । জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ ।
ন স্থিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানাং কৰ্ম্মণামতীতানেকজন্মান্তরকৃতানাং চ দাহো
যুক্তঃ ।

ন । সৰ্ব্বকৰ্ম্মানীতিবিশেষণাৎ ।

জ্ঞানোত্তরকালতাবিনামেব সৰ্ব্বকৰ্ম্মণামিতি চেৎ ?

ন । সংকোচে কারণানুপপত্তেঃ ।

যত্তুক্তং যথা বর্তমানজন্মারম্ভকানি কৰ্ম্মানি ন ক্রীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব সত্যপি
জ্ঞানে তথাহনারক্কফলানামপি কৰ্ম্মণাং ক্রয়ো ন যুক্ত ইতি—তদসৎ ।

কথম্ ?

তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ । যথা পূৰ্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুৰ্ধনুষো লক্ষ্য-
বেধোত্তরকালমপ্যারক্কবেগক্কয়াৎ পতনেনৈব নিবর্তত এবং শরীরারম্ভকং কৰ্ম্ম শরীরস্থিতি-
প্রয়োজনে নিবৃত্তেহপ্যা সংস্কারবেগক্কয়াৎ পূৰ্ব্ববৎ প্রবর্তত এব । যথা স এবেষুঃ প্রবৃত্তি-
নিমিত্তানারক্কবেগস্তমুক্তো ধনুষি প্রযুক্তোহপ্যুপসংহ্রিয়তে তথাহনারক্কফলানি কৰ্ম্মাণি স্বাশ্রয়-
স্থান্যেব তত্তজ্ঞানেন নিবীজীক্ৰিয়ন্ত ইতি । পতিতেহস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে ন স ভূয়োহভি-
জায়ত ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তোতি—য এবমিতি ।
এবমুপদ্রষ্টৃহাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ স্খদুঃখাদিপরিণামৈঃ
সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সৰ্ব্বথা বিধিমতিলঙঘ্যহ বর্তমানোহপি পুনর্নাবিজায়তে ।
মুচ্যত এবত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । তিনি গুরু-বেদান্ত-বাক্য দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন,
এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সমক্ষে দেহাদি বিকার সহিত অবিদ্যা মায়া যে সমস্তই মিথ্যা, এইরূপে যিনি
প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেন, তিনি প্রারম্ভ কৰ্ম্মরাশিতে বেষ্টিত থাকিলেও অথবা শাস্ত্রবিধিসকল
উল্লম্বন করিলেও তাঁহার আর জন্ম হয় না । কেননা, ব্রহ্মবিদ্যার গুণে তাঁহার অবিদ্যাবীজ বিনষ্ট
হইয়া যায় । ব্রহ্মসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—“তদধিগম উত্তরপূর্বাঘ্যোরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ”

(ক) মুণ্ডক, ২।২।৮ । (খ) মুণ্ডক, ৩।২।৯ । (গ) ছান্দোগ্য, ৬।৯।১২ । (ঘ) ছান্দোগ্য, ৬।২৪।২
(অর্থতোহনুবাদঃ) ।

(ঙ) মহাভারত, শলা ১১৩।১৭, বন-১১৩।১০৭ । (চ) ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩ ।

ধ্যানেনাশ্রয়ি পশ্যন্তি কেচিদান্নানমাত্মনাম্ ।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

(চ), যিনি আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা “আমি ব্রহ্ম” ইত্যাকার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার পূর্বকৃত পুণ্য, পাপ ও সঞ্চিত কর্ম্মরাশি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

অবয়ববোধিনী । কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যান দ্বারা) আশ্রয়ি (বুদ্ধিতে) আত্মনা (মন দ্বারা) আত্মনং (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন); অন্যে (কেহ কেহ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগ দ্বারা); অপরে চ (কেহ কেহ বা) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগ দ্বারা) [আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন] ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । কেহ কেহ ধ্যান করিয়া প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন; কেহ কেহ বা সাংখ্যযোগ দ্বারা, এবং কেহ কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । অত্রোদ্বদর্শনে বহব উপায়বিকল্পা ইমে ধ্যানাদয় উচ্যন্তে— ধ্যানেনেতি । ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্ব্যপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্ চেতয়িতব্যেকাপ্রত্যয়া যচ্চিস্তনং তদ্রূপম্ । তথা—ধ্যায়তীব্রহ্মকঃ । ধ্যায়তীব পৃথিবী । ধ্যায়তীব পর্বতাঃ । ইত্যুপমোপাদানাৎ—তৈলধারাবৎ সন্ততোহবিচ্ছিন্না-প্রত্যয়ো ধ্যানম্ । তেন ধ্যানেনাশ্রয়ি বুদ্ধৌ পশ্যন্ত্যাশ্রয়ং প্রত্যক্চেতনমাত্মনাম্ স্বেনৈব প্রত্যক্চেতনেন ধ্যানসংস্কৃতেনাস্তঃকরণেন কেচিদ্ যোগিনঃ । অন্যে সাংখ্যেন যোগেন । সাংখ্যং নাম—ইমে সম্বন্ধস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ । অহং তেভ্যোহন্যঃ । তদ্ব্যাপারস্য সাক্ষিত্বতো নিত্যো গুণবিলক্ষণ আশ্রয়িত্ব চিস্তনম্ । এষ সাংখ্যো যোগঃ । তেন পশ্যন্ত্যাশ্রয়নামাত্মনেনেতি বর্ততে । কর্ম্মযোগেণ কঠোর যোগঃ । ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুপ্রীয়মানং ঘটনরূপং যোগার্থবাদ যোগ উচ্যতে গুণতঃ । তেন সম্বন্ধদ্বিজ্ঞানোৎপত্তিধারেণ চাপরে ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবমুত্তরবিবিজ্ঞানজ্ঞানে সাধনবিকল্পানাহ—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্ । ধ্যানেনাশ্রয়কারপ্রত্যয়াবৃত্ত্য—আশ্রয়ি দেহ এব আত্মনা মনসৈনমাত্মনং কেচিৎ পশ্যন্তি । অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষত্বলক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেন । অপরে চ কর্ম্মযোগেণ । পশ্যন্তীতি সর্বত্রানুযজঃ । এতেষাং চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্ত্বনিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মদর্শনোচ্ছৃ ব্যক্তিগণ উত্তম, মধ্যম, মন্দ, ও মন্দতর এই চারি অধিকারিশ্রেণীতে বিভক্ত । শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ বিপরীত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মাভিমুখ হয়, সেই উত্তমাদিকারিগণ প্রগাঢ় চিস্তনরূপ ধ্যান দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করেন । যে আত্মানাত্মবিচার দ্বারা প্রমাণগত ও প্রমেয়গত অসম্ভাবনার

অগ্রে ত্বমজানন্তঃ শ্রদ্ধাভ্যেত উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সাংখ্যযোগ । মধ্যমারিকারিগণ এই আত্মানন্দবিচাররূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা প্রত্যগাত্মা ক্ষেত্রজ পুরুষকে বিদিত হইয়া থাকেন । আবার মন্দাধিকারিগণ ভগবৎ-প্রীত্যর্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন । ধ্যানযোগ, বিচার ও কৰ্ম্ম—এই তিন আত্মদর্শনের সাধন-স্বরূপ ॥ ২৫ ॥

অন্যবোধিনী : অন্যে তু (অন্যে কেহ কেহ বা) এবম্ (এই প্রকার) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অন্যের নিকট হইতে) শ্রদ্ধা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন) । তে অপি (তঁাহারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ (শ্রুতিনিরত হইয়া) মৃত্যুং (মৃত্যু) অতিতরন্তি এব (অতিক্রম করিয়া থাকেন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] আবার কেহ কেহ বা পূর্বোক্ত উপায়ে আত্মাকে জানিতে না পারিয়া গুরুর নিকট হইতে উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন ; তঁাহারাও সেই উপদেশ শুনিতে শুনিতে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । অন্যে স্থিতি । অন্যে ত্বেষু বিকল্পেপশ্বন্যতমেনাপ্যেবং যথোক্তমাত্মানমজানন্তোহন্যেভ্য আচার্যেভ্যঃ শ্রদ্ধা—ইদমেবং চিন্তয়তেত্যুজাঃ—উপাসতে শ্রদ্ধাধাঃ সন্তুশ্চিন্তয়ন্তি । তেহপি চাতিতরন্ত্যেবাতিক্রমন্ত্যেব মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং সংসারমিত্যে-তৎ । শ্রুতিপরায়ণাঃ—শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌ পরং সাধনং যেষাং তে শ্রুতিপরায়ণাঃ । কেবলপরোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতা ইত্যভিপ্রায়ঃ । কিমু বক্তব্যং প্রমাণং প্রতি স্বতন্ত্রা বিবেকিনো মৃত্যুমতিতরন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—অন্য ইতি । অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গৈণৈবন্তুতমুপদ্রষ্টৃ স্বাদিলক্ষণমাত্মানং সাক্ষাৎকর্তুমজানন্তোহন্যেভ্য আচার্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রদ্ধোপাসতে ধ্যায়ন্তি । তেহপি চ শ্রদ্ধোপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শটনরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ধ্যান, বিচার বা কৰ্ম্মে যাঁহাদের চিত্ত সহজে বিনিবিষ্ট হয় না, সেই চতুর্থাধিকারিগণ দয়ালু সাধু সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন । শ্রদ্ধাপূর্বক গুরুর উপদেশ শুনিতে শুনিতে মন পাষাণবৎ হইলেও বিগলিত হইয়া যায় । গুরুভক্ত শিষ্যের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না । গুরুর কথামৃত পান করিতে করিতে হৃদয় আপনা-আপনি বুদ্ধ-ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে । মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিতে গুরুশুশ্রূষ ব্যক্তির কোনরূপ ক্লেশ হয় না ॥ ২৬ ॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগান্তদ্বিদ্ধি ভারতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

অবয়বোধিনী । ভারতর্ষভ (হে ভারতর্ষভ!) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) স্থাবর-জঙ্গমং (স্থাবর-জঙ্গম) সত্ত্বং (পদার্থ) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ হইতে) [হইয়া থাকে] বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারতবংশাবতংস! যত কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৭ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রৈকত্ববিষয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং যজ্জ্ঞানমৃতমশ্নুতে (গী ১৩।১৩) ইত্যুক্তম্ । তৎ কস্মাদ্ভেদোহিত্যেতি? তদ্বৈতত্বপ্রদর্শনার্থং শ্লোক আরভ্যতে—যাবদিত্যেতি । যাবৎ যৎ কিঞ্চিৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে সত্ত্বং বস্তু । কিমবিশেষণেতি? আহ—স্থাবরজঙ্গমম্ । স্থাবরং জঙ্গমং চ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তজ্জায়ত ইত্যেবং বিদ্ধি জানীহি হে ভারতর্ষভ । কঃ পুনরয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সংযোগোহভিপ্রেতঃ? ন তাবদ্রজ্জ্বেব ঘটস্যাবয়বসংশ্লেষহারকঃ সম্বন্ধবিশেষঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজস্য সম্ভবতি । আকাশবিনিরবয়বত্বাৎ । নাপি সমবায়লক্ষণঃ । তন্তুপটরোরিব ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোরিতরে-তরকার্য্যকারণভাবানভ্যুপগমাদিত্যেতি । উচ্যতে—ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোরিব বিষয়বয়রিণোভিনিঃস্বরূপয়োরিতরেতরধর্ম্মাধ্যাসলক্ষণঃ সংযোগঃ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজস্বরূপবিবেকভাবনিবন্ধনো রজ্জু-শুল্কাদীনাং তদ্বিবেকজ্ঞানভাবাদধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংযোগবৎ । সোহয়মধ্যাসস্বরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগো মিথ্যাজ্ঞানলক্ষণঃ । যথাশাস্ত্রং ক্ষেত্রক্ষেত্রজলক্ষণভেদপরিজ্ঞান-পূর্ব্বকং প্রাগ্দশিতরূপাৎ ক্ষেত্রান্মুগ্ধাদিবেষীকাং (ক) যথোক্তলক্ষণং ক্ষেত্রজং প্রবিভজ্য ন সত্ত্বান্দুচ্যতে (গী ১৩।১৩) ইত্যনেন নিরন্তরকোঁপাধি বিশেষঃ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম স্বরূপেণ যঃ পশ্যতি । ক্ষেত্রং চ মায়াশ্রিতত্বস্তিহর্ম্মাদিবৎ স্বপ্নদৃষ্টবস্তুবদগন্ধবর্নগরাদিবদসদেব সদিবাবভাসত ইত্যেবং নিশ্চিতবিজ্ঞানো যন্তস্য যথোক্তসমাগদর্শনবিরোধাদপগচ্ছতি মিথ্যাজ্ঞানং । তস্য জন্মহেতোরপগমাৎ । য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ (গী ১৩।১৪)—ইত্যনেন বিষয়ান্ ভূয়ো নাভিজায়ত ইতি যদুক্তং তদুপপন্নমুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । অত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেযু প্রপঞ্চিতস্বাক্ষ্যান-যোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতস্বাক্ষ্যানাদেচ সাংখ্যবিভিজ্ঞানবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়নুহ যাবদিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি । যাবৎ কিঞ্চিদ্বস্তুমাত্রং সত্ত্বমুৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজরোর্যোগাদবিবেককৃতভান্দান্ধ্যাদ্যাসান্তবতীতি জানীহি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ব্রহ্মবিদ্যাই যে অবিদ্যানাশের হেতু, তাহাই বুঝাইবার জন্য

(ক) কঠ, ৪।৯৭ ।

সমং সৰ্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ এই শ্লোক হইতে এতদধ্যায়ের সমাপ্তি পর্যন্ত সংসার ও সংসারনিবর্তক আত্মজ্ঞান বিস্তারপূর্বক বলিবেন ।

অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্যরূপ জড়, অনির্বচনীয় ভাব ও অভাবরূপ দৃশ্যপ্রপঞ্চ—সমস্তই ক্ষেত্র রূপ জানিবে । আর ক্ষেত্রাতীত, ক্ষেত্রের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ, পরমার্থ, সংস্করূপ, অসঙ্গ, উদাসীন, সর্বধর্মবর্জিত ও অদ্বিতীয় চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ । এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মায়াবশতঃ পরস্পর অবিবেক জন্য সত্য ও অন্তের মিথুনীকরণরূপ মিথ্যা তাদাত্ম্য অধ্যাসের নাম ইঁহাদের সংযোগ । এই সংযোগ-প্রভাবে চরাচর প্রকাশ পাইয়া থাকে । দৃশ্য জগৎ মিথ্যা মায়াকল্পিত জানিবে ॥ ২৭ ॥

অর্থবোধিনী । সৰ্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সমং (নির্বিশেষরূপে) তিষ্ঠন্তঃ (স্থিত) [এবং সমস্ত পদার্থ] বিনশ্যৎসু (বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তঃ (অবিনাশী) পরমেশ্বরং (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনি) [যথার্থ] পশ্যতি (দেখেন) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । বিনাশধর্মশীল সমস্ত পদার্থে আত্মাকে সমান ও নির্বিকারভাবে স্থিত তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ২৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ন স ভূয়োহভিজায়তে (গী ১৩।২৪) ইতি সম্যগদর্শনফলম-বিদ্যাদিসংসারবীজনিবৃত্তিহারেণ জন্মভাব উক্তঃ । জন্মকারণং চাবিদ্যানিমিত্তকঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজসংযোগ উক্তঃ । অতস্তস্যা অবিদ্যায়া নিবর্তকং সম্যগদর্শনমুক্তমপি পুনঃ শব্দান্ত-রেণোচ্যতে—সমং সৰ্বেষু ত্যাদি । সমং নির্বিশেষম্ । তিষ্ঠন্তঃ স্থিতিং কুর্বন্তম্ । কু ? সৰ্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু প্রাণিষু । কথং ? পরমেশ্বরম্ । দেহদ্রিয়মনোবুদ্ধ্যব্যক্তাঙ্ক-নোহপেক্ষ্য পরমশচাসাবীশ্বরশচ ঈশনশীলশ্চেতি পরমেশ্বরঃ । তং সৰ্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তম্ । তানি বিশিনষ্টি—বিনশ্যৎস্বিতি । তং চ পরমেশ্বরমবিনশ্যন্তমিতি ভূতানাং পরমেশ্বরস্য চাত্যন্তবৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থম্ । কথম্ ? সৰ্বেষাং হি ভাববিকারাণাং জনি-লক্ষণো ভাববিকারো মূলম্ । জন্মোত্তরকালভাবিনোহন্যে সৰ্বে ভাববিকারা বিনাশান্তাঃ । বিনাশাৎ পরো ন কশ্চিদস্তি ভাববিকারঃ । ভাবাভাবাং সতি হি ধ্বঙ্গিণি ধ্বঙ্গা ভবন্তি । অতোহন্ত্যভাববিকারাতাবানুবাদেন পূর্বভাবিনঃ সৰ্বে ভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি সহ কাঠৈর্যঃ । তস্মাৎ সর্বভূতৈর্বৈলক্ষণ্যমত্যন্তমেব পরমেশ্বরস্য সিদ্ধম্ । নির্বিশেষত্বমেকত্বং চ । য এবং যথোক্তং পরমেশ্বরং পশ্যতি স পশ্যতি । ননু সৰ্ব্বোহপি লোকঃ পশ্যতি । কিং বিশেষণেনেতি ? সত্যং পশ্যতি । কিন্তু বিপরীতং পশ্যতি । অতো বিশিনষ্টি স এব পশ্যতীতি । যথা তিমিরদৃষ্টিরনেকং চন্দ্রং পশ্যতি—তমপেক্ষ্যক-চন্দ্রদর্শী বিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি । তদ্বৎ পশ্যতি যথোক্তমাত্মনং যঃ

সমং পশ্যন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

পশ্যতি—স বিতজ্ঞানেকাত্মবিপরীতদর্শিত্যে বিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি । ইতরে পশ্যন্তো-
হপি ন পশ্যন্তি । বিপরীতদর্শিত্বাদনেকচন্দ্রদর্শিবদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অবিবেককৃতং সংসারোত্তবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিজ্ঞানবিষয়ং
সম্যগদর্শনমাহ—সমমিতি । স্বাবরজজ্ঞমাশ্রকেষু ভূতেষু নির্বিষেষং সজ্জপেণ সমং যথা
ভবত্যেবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মনং যঃ পশ্যতি—অত এব তেষু বিনশ্যাৎস্বপ্যাবিনশ্যন্তং যঃ
পশ্যতি—স এব সম্যক্ পশ্যতি । নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বস্তু মাত্রই পরিণামী, স্তূতরাং ক্ষয়শীল । মায়া-গন্ধর্ব্বনগরাদির
ন্যায় সমস্ত পদার্থই দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায় ; কিন্তু আত্মা তাবৎপদার্থেই স্থিতি
করিয়াও সমান ভাবে নিত্য বিদ্যমান থাকেন । তাঁহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়াদি ধর্ম্ম নাই ।
আবার সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই । যেমন স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলের, “কুণ্ডল” নাম
ও তাহার রূপ বা আকার বিনষ্ট হইলেও স্বর্ণ যেমন তেমনই থাকে, তজ্জপ সংস্করূপ বুদ্ধে
অবিদ্যাকলিপিত ভাসমান নামরূপময় স্বাবরজজ্ঞমাশ্রক জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার কোন হানি
হয় না । এইরূপ একরসবিদ্যমান আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তাঁহারই দৃষ্টি অশ্রান্ত ॥ ২৮ ॥

অম্বয়বোধিনী । হি (যেহেতু) [বিদ্বান্ ব্যক্তি] সৰ্বত্র (সর্বভূতে) সমং
(সমান) সমবস্থিতম্ (সমভাবে অবস্থিত) ঈশ্বরং (আত্মাকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা
(আত্মবুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না) ততঃ (সেই নিমিত্ত)
পরাং গতিং (পরম গতি) যাতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । যেহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্বভূতে সমান ও সমভাবে
অবস্থিত ঈশ্বররূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হনন করেন
না, সেই নিমিত্ত তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যথোক্তস্য সম্যগদর্শনস্য ফলবচনেন স্তুতিঃ কৰ্ত্তব্যেতি শ্লোক
আরভ্যতে—সমং পশ্যান্নিতি । সমং পশ্যান্নু পলভমানঃ । হি যস্মাৎ সৰ্বত্র সর্বভূতেষু সমবস্থিতং
তুল্যতয়াবস্থিতমীশ্বরমতীতানন্তরশ্লোকোক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ । সমং পশ্যন্ কিম্ ? ন হিনস্তি
হিংসাং ন করোত্যাত্মনা স্বেনৈব স্বমাত্মানম্ । ততস্তস্মাদহিংসনাদযাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং
মোক্ষার্থ্যম্ । ননু নৈব কশিচৎ প্রাণী স্বয়ং স্বমাত্মানং হিনস্তি । কথমুচ্যতেহপ্রাপ্তং ন
হিনস্তীতি ? যথা ন পৃথিব্যাং নান্তরিক্ষে ন দিব্যাগ্নিশ্চেতব্য ইত্যাদি । নৈষ দোষঃ । অজ্ঞান-
মাত্মতিরস্করণোপপত্তে । সৰ্ব্বো হ্যজ্ঞোহত্যন্তপ্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষমাত্মানং তিরস্কৃত্যানাত্মান-

প্রকৃত্যে চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

মান্বহেন পরিগৃহ্য তমপি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ কৃৎসোপাত্মানাত্মানং হত্মান্যাত্মানমুপাদত্তে নবম্ । তং চাপি হত্মান্যম্ । এবং তমপি হত্মান্যম্ । ইত্যেবমুপাত্মানাত্মানং হস্তীতাপ্তহা সৰ্ব্বোহন্তঃ । যন্ত পরমার্থাত্মাসাবপি সৰ্ব্বাবিদ্যায়া হত এব বিদ্যমানফলাভাবাদিতি সৰ্ব্বং আত্মহন এবাবিহাংসঃ । যন্তিতরো যথোক্তাত্মদর্শী স উত্তরথাপ্যাত্মনাত্মানং ন হিনস্তি ন হন্তি । ততো যাতি পরাং গতিম্ । যথোক্তং ফলং তস্য ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইতি? অত আহ—সমমিতি । সৰ্ব্বত্র ভূতমাत्रে সমং সমাগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্—হি যস্মাদাত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি—অবিদ্যায়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি—ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি । যন্তেবং ন পশ্যতি স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি । তথাচ শ্রুতিঃ—অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ । তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ইতি (ক) ॥ ২৯ ॥

গীতार्थসম্বোধনী। জ্ঞানিগণ আত্মাকে সৰ্ব্বত্র সমান, নিবিষ্কার ও সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তির হেতু-স্বরূপ জানিয়া “আমিই বুদ্ধ” এই অভেদ বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যাজাল ছিন্না করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন । আর অজ্ঞান ব্যক্তিগণ দেহাত্ম-বুদ্ধি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতে আত্মাকে অবিদ্যাজালে অধিকতর আচ্ছন্ন করিয়া হনন করিয়া থাকে । শ্রুতি বলিয়াছেন—“অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ । তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥” ইতি (ক) ॥ দম্ভ ও দর্পাদি আত্মরিকবৃত্তিশীল ব্যক্তিগণ অন্ধতমসাবৃত নরকে গমন করে ; যাহারা দেহাদি অনাত্মপদার্থে আত্মবুদ্ধি করে, তাহারা আত্মঘাতী ॥ ২৯ ॥

— — — — —

অন্বয়বোধিনী। যঃ চ (যিনি) কৰ্ম্মাণি (সমস্ত কার্য্য) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি কর্তৃকই) সৰ্ব্বশঃ (সৰ্ব্বপ্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হইতে) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা) [রূপে] পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি [সম্যক্] (দর্শন করেন) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন । যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া দর্শন করেন তিনিই সম্যগদর্শী ॥ ৩০ ॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্বম্নুপশ্যতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। সর্বভূতস্বমীশ্বরং সমং পশ্যন্তা হিনস্ত্যাত্মনাত্মানমিত্যুক্তম্ । তদনুপ-
পন্নং স্বগুণকর্ম্মবৈলক্ষণ্যভেদভিনোদ্বাদ্ব্যস্তিত্যেতদাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যেবেতি । প্রকৃত্যা-
প্রকৃতি ভগবতো মায়া ত্রিগুণাত্মিকা । মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাতি । (ক) মন্ত্রবর্ণাৎ । তয়া
প্রকৃত্যেব চ—নান্যেন—মহাদিকার্য্যকরণাকারপরিণতয়া । কর্ম্মাণি বাঞ্ছানঃকার্য্যভ্যাণি
ক্রিয়মাণানি নির্বর্ত্যমানানি । সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ । যঃ পশ্যত্যুপলভতে । তথাত্মানং
ক্ষেত্রজমকর্ত্তারং সর্বোপাধিবিরজিতং পশ্যতি । স পশ্যতি । স পরমার্থদর্শীত্বেপ্রায়ঃ ।
নির্গুণস্যাকর্ত্ত্বনির্বিশেষস্যাকাশস্যেব ভেদে প্রমাণানুপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্ত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাগ্ননঃ
সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যেবেতি । প্রকৃত্যেব দেহেজ্জিরাাকারেণ পরিণতয়া । সর্বশঃ সর্বৈবঃ
প্রকারৈঃ । ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি । তথাত্মানং চাকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ
কর্ত্ত্বং । ন স্বতঃ । ইত্যেবং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি । নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহেজ্জিরাাদিসংঘাতের পরিণামরূপ ক্রিয়ামাত্রই ত্রিগুণাত্মিকা
প্রকৃতি-শক্তিবিজুষ্টিত । ক্ষেত্রজ আত্মা সাক্ষিস্বরূপ—অকর্ত্তা । এই রূপ শাস্ত্র-বিচার-
নেত্রে যিনি আত্মতত্ত্ব দেখিতে না পান, তিনি অন্ধ । আত্মাকে সকলের অধিষ্ঠানভূত ও
স্বতন্ত্র বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগদর্শী ॥ ৩০ ॥

অমরবোধিনী। যদা (যখন) [সাধক] ভূতপৃথগ্ভাবম্ (ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্
ভাব), একস্থং (এক আত্মাতে অবস্থিত), ততঃ এব চ (এবং তাঁহা হইতেই) বিস্তারম্
(বিস্তার) অনুপশ্যতি (দর্শন করেন,) তদা (তখন) [তিনি] ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মস্বরূপ
হয়েন) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যখন সাধক ভূতসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক
আত্মাতে অবস্থিত, এবং একমাত্র আত্মা হইতেই ভূতসকলের বিস্তার দর্শন
করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান ॥ ৩১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। পুনরপি তদেব সম্যগদর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চ্যতে—যদেতি । যদা
যস্মিন্ কালে । ভূতপৃথগ্ভাবং ভূতানাং পৃথগ্ভাবং পৃথক্ ভবম্ । একস্বমেকস্মিন্নাত্মনি স্থিতম্ ।
একস্বম্নুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশম্নাত্মানং প্রত্যক্ষত্বেন পশ্যতি আত্মৈবেদং সর্বমিতি (খ) ।
তত এব চ তস্মাদেব চ বিস্তারমুৎপত্তিং বিকাশম্ । আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাশ্রয়মব্যয়ঃ ।

শরীরেহাপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

আত্মত আকাশ আত্মতন্ত্বেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবত্মতোহনুং (ক)
ইত্যেবমাদিপ্রকারৈবিস্তারং যদা পশ্যতি বুদ্ধ সম্পদ্যতে বুদ্ধৈব ভবতি তদা তস্মিন্ কাল
ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং তু ভূতানামপি প্রকৃতিতাবন্মাত্রেন্নোভেদাদ্ভূত-
ভেদকৃতমপ্যায়নো ভেদমপশ্যন্ বুদ্ধাঙ্কমুপৈতীত্যাহ—যদেতি । যদা ভূতানাং স্বাবরজঙ্গমানাং
পৃথগ্ভাবং ভেদং পৃথক্ত্বমেকস্বমেকস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিত-
মনুপশ্যত্যালোচয়তি । তত এব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাভূতানাং বিস্তারং স্টিমসময়েহনু-
পশ্যতি । তদা প্রকৃতিতাবন্মাত্রেন্ন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং বুদ্ধ সম্পদ্যতে ।
বুদ্ধৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইতিপূর্বে ভগবান্ ক্ষেত্রের পৃথক্ স্ব দেখাইয়া ক্ষেত্রজের সর্বথা
একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । ক্ষেত্রেরও যে পৃথক্ স্ব নাই, তাহাই এক্ষণে বুঝাইতেছেন ।
কুণ্ডলের নাম ও আকার কল্পনা মাত্র ; কিন্তু তাহার অধিষ্ঠানরূপ কাঞ্চন সৎ ও এক ।
কল্পনায় কনকনির্মিত কুণ্ডল, বলয় ও হারাদি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইলেও স্বর্ণ-রূপে সমস্তই
এক । কল্পনার কুণ্ডল, বলয় ও হার স্বপ্নবৎ অসত্য । এতাবৎ পৃথক্ বোধ হইলেও
বস্তুতঃ এক । শ্রুতি বলিয়াছেন—“যস্মিন্ সর্ববাণি ভূতান্যাত্মৈবাবুদ্বিজানতঃ । তত্র
কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ (খ) ॥” যে সময়ে সমস্ত ভূতই সাধকের নিজ
আত্মা রূপে প্রতীত হয়, সেই অদ্বিতীয় ভাবদর্শী জ্ঞানীর মোহ ও শোক কোথা হইতে
হইবে? বস্তুতঃ অনাঙ্গ বস্তু মাত্রই পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও উহা একমাত্র মায়া ভিন্ন
আর কিছুই নহে । ফলতঃ বুদ্ধ ভিন্ন অন্য পদার্থই নাই ॥ ৩১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। আত্মচৈতন্যের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই সাধক সমস্ত চরাচর
জগৎ বুদ্ধরূপ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন । সুষুপ্তি বা মূর্ছা কালে বাহ্য জগতের
সাময়িক জ্ঞান থাকে না মাত্র । কিন্তু আত্মস্থ হইবার অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে কেবল জ্ঞান মাত্রেরই
(সাংখ্যোক্ত জ্ঞানস্বরূপেরই) নিত্যবিকাশ থাকে । তখন দেশকালজাত পদার্থের পার্থক্য
বোধ স্বপ্নদৃশ্যবৎ অলীক বলিয়াই নিশ্চিত হয় । কেননা, আত্মচৈতন্যে বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইলে
মায়ার বিকাশ দেশ-কালেরও অস্তিত্ব থাকে না । এইরূপ অসম্প্রজাত সমাধিকালে একমাত্র
বুদ্ধচৈতন্যই থাকেন বলিয়া তাঁহার মহিমায় বা মায়াবশেই বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে
বলিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

অন্যবোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অনাদিত্বাৎ নিগুণত্বাৎ (অনাদি ও
নিগুণ বলিয়া) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (অধিকারী) পরমাত্মা (পরমাত্মা), শরীরস্থঃ অপি
(শরীরে থাকিয়াও) ন করোতি (কিছুই করেন না), [এবং] লিপ্যতে (লিপ্তও হয়েন
না) ॥ ৩২ ॥

বজ্রানুবাদ । হে কৌন্তেয় ! অনাদি ও নিগুণ বলিয়া পরমাত্মা অব্যয় । তিনি শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না ও [কর্মফলে] লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩২ ॥

শাস্ত্ররত্নাশ্রম । একগ্যায়নঃ সর্বদেহাঙ্গস্তে তদোষসম্বন্ধে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে— অনাদিস্বাদিতি । অনাদিস্বাৎ—অনাদের্ভাবোহনাদিস্বম্ । আদিঃ কারণং তদ্যস্য নাস্তি তদনাদি । যদ্যাদিমত্তং স্বেনাঙ্গনা ব্যোতি । অয়ং স্বনাদিস্বান্নিরবয়ব ইতি কৃৎস্না ন ব্যোতি । তথা নিগুণস্বাৎ—সগুণো হি গুণব্যয়াদ্যোতি । অয়ং তু নিগুণস্বান্ন ব্যোতীতি পরমাত্মায়মব্যয়ঃ । নাস্য ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ । যতঃ এবমতঃ শরীরস্থোহপি । শরীরেষ্টায়ন উপলব্ধির্ভবতীতি শরীরস্থ উচ্যতে । তদাপি ন করোতি কর্ম । তদকরণাদেব তৎফলেন ন লিপ্যতে । যো হি কর্তা স কর্মফলেন লিপ্যতে । অয়ং স্বকর্তা । অতো ন ফলেন লিপ্যত ইত্যর্থঃ ।

কঃ পুনর্দেহেষু করোতি লিপ্যতে চ ? যদি তাবদন্যঃ পরমাত্মনো দেহী করোতি লিপ্যতে চ তত ইদমনুপপন্নমুক্তম্—ক্ষেত্রক্ষেত্রৈকত্বং ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি নাং বিদ্ধি (গী ১৩।৩) ইত্যাদি । অথ নাস্তীশ্বরাদন্যো দেহী কঃ করোতি লিপ্যতে চেতি বাচ্যং । পরো বা নাস্তীতি । সর্বথা দুর্ক্লিপ্তেয়ং দুর্বাচ্যং চেতি ভগবৎপ্রোক্তমোপনিষদং দর্শনং পরিত্যজ্য বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যার্থতবৌদ্ধৈশ্চ ।

তত্রায়ং পরিহারো ভগবতা স্বেনৈবোক্তঃ—স্বভাবস্ত প্রবর্ততে (গী ৫।১৪) ইতি । অবিদ্যামাত্রস্বভাবো হি করোতি লিপ্যত ইতি ব্যবহারো ভবতি । ন তু পরমার্থত একস্মিন্ পরমাত্মনি তদস্তি । অত এতস্মিন্ পরমার্থসাংখ্যদর্শনে স্থিতানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং তিরস্কৃতাবিদ্যাব্যবহারাণাং কর্মসাধিকারো নাস্তীতি তত্র তত্র দর্শিতং ভগবতা ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্মভিস্তৎফলৈশ্চ স্রুতদুঃখাদিভির্কৈষম্যং দুস্পরিহরমিতি । কুতঃ সমদর্শনং ? তত্রাহ—অনাদিস্বাদিতি । যদুৎপত্তিমং তদেব হি ব্যোতি বিনাশমেতি । যচ্চ গুণবদ্বস্ত তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি । অয়ং তু পরমাত্মনাদিনিগুণশ্চ । অতোহব্যয়োহবিকারীত্যর্থঃ । তস্মাচ্ছরীরে স্থিতোহপি ন কিঞ্চিং করোতি । ন চ কর্মফলৈল্লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মা নিত্য একরসবিদ্যমান । তাঁহার কখনও উৎপত্তি বা আদি নাই, এই জন্য তিনি অনাদি । আবার তিনি ত্রিগুণাতীত । সূতরাং প্রাকৃতিক নিয়মেরও অধীন নহেন । তাঁহার জন্ম ও মরণাদি বিকার না থাকায় তিনি অব্যয় । জলমধ্যে সূর্য্য যেমন আধ্যাসিক রূপে স্থিতি করিয়া থাকে, আত্মাও সেইরূপ শরীরে অবস্থিতি করেন । জল চঞ্চল হইলে বস্তুতঃ সূর্য্য চঞ্চল হয় না, এবং জল শুকাইয়া গেলেও সূর্য্য বিনষ্ট হয় না ; সেইরূপ শরীরধর্ম্মের সহিত শরীরস্থ আত্মার কোন সংশ্রব নাই । জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ রূপ বিকার আত্মাতে নাই । আত্মা দেহে থাকিয়াও দেহধর্ম্মে নিলিপ্ত । সূতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতজনিত ক্রিয়ার ফল আত্মা ভোগ করেন না ॥ ৩২ ॥

যথা সৰ্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সৰ্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহি নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নঃ লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নঃ প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

অনুবোধিনী । যথা (যেমন) সৰ্ব্বগতং (সৰ্ব্বপদার্থে অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্মাৎ (সূক্ষ্ম স্বজন্য) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) তথা (তদ্রূপ) সৰ্ব্বত্র (সৰ্ব্বজীব) দেহে অবস্থিতঃ (দেহস্থিত) আত্মা (আত্মা) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যেমন সৰ্ব্বব্যাপী আকাশ সৰ্ব্ববস্তুরে থাকিয়াও অসংসৃত্যব জন্য কোন বস্তুর সহিতই লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ॥ ৩৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিমিব ন কৰোতি ন লিপ্যত ইতি? অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা সৰ্ব্বগতমিতি । যথা সৰ্ব্বগতং সৰ্ব্বব্যাপ্যপি সৎ সৌক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মভাবাদাকাশং খং নোপলিপ্যতে ন সম্বধ্যতে সৰ্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহি নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র হেতুং সন্নিষ্টান্তমাহ যথেনিতি । যথা সৰ্ব্বগতং পঞ্চাদিষুপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্মাদসঙ্গত্যাং পঞ্চাদিভিন্নোপলিপ্যতে । তথা সৰ্ব্বত্রোত্তমে মধ্যমেধমে বা দেহেবস্থিতোহপি আত্মা নোপলিপ্যতে । দৈহিকৈর্গুণদোষৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আকাশ যেমন সৰ্ব্বত্র বিরাজ করিয়াও কোন স্থান, কাল বা বস্তুর স্বগন্ধ, দুর্গন্ধ, বর্ষা, আতপ, অগ্নি, ধূম, রজঃ ও পঞ্চাদির গুণ-দোষে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেব, দানব, মানব, পশু ও পক্ষী আদির দেহে থাকিয়াও কাহারও প্রাকৃতিক ধৰ্ম্মে লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩৩ ॥

অনুবোধিনী । ভারত (হে ভারত!) যথা (যেমন) একঃ রবিঃ (এক সূর্য্য) ইমং (এই) কৃৎস্নঃ (সমস্ত) লোকং (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন) তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নঃ (সমস্ত ক্ষেত্রে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । যেমন সূর্য্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রজ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—যথা প্রকাশয়তীতি । যথা প্রকাশয়ত্বভাসয়ত্যেকঃ কৃৎস্নঃ লোকমিমং রবিঃ সবিতাদিত্যঃ । তথা তদ্ব্যবহৃত্যাদি ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রমেকঃ সন্ প্রকাশয়তি । কঃ? ক্ষেত্রী । পরামাশ্বেত্যর্থঃ । হে ভারত । রবিদৃষ্টান্তোহত্রোক্তন উভয়ার্থোহপি ভবতি । In the same way, the sun is the only one who illuminates the whole world, and the soul is the only one who illuminates the whole field. ॥ ৩৪ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞায়াং বৈমম্বরং জ্ঞানচক্ষুযা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্য়ান্তি তে পরম ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতনান্নাস্র্যং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অসঙ্গস্থানেপো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যন্তেন দর্শিতম্ । প্রকাশকত্বাচ্চ
প্রকাশ্যধর্মেইবুজ্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসম্বোধন । শ্রুতি বলিতেছেন—“সূর্য্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে
চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ । একস্তথা সর্বভূতান্তরাঙ্গা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ (ক) ॥”
যেমন সর্বলোকের চক্ষু—সর্বলোকের প্রকাশক সূর্য্য বাহ্য পদার্থসমূহেরদোষে দূষিত হয়েন
না । সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরাঙ্গা সকল দেহের প্রকাশক হইলেও কাহারও দুঃখ শোকাদিতে
লিপ্ত হয়েন না । বস্তুতঃ আত্মা শুভাশুভ কোন কর্মেরই ফলভাগী হয়েন না ॥ ৩৪ ॥

অবয়ববোধিনী । যে (যাঁহারা) এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র
ও ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (ভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি হইতে
মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুযা (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) বিদুঃ (জানিতে পারেন), তে (তাঁহারা) পরং
(পরম ধাম) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে
জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিভিন্ন রূপে জানিতে পারেন, এবং ভূতসমূহের কারণরূপ
মায়ার অত্যন্তাভাব বুঝিতে পারেন, তিনি কৈবল্য ধাম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সমস্তাধ্যায়ার্থোপসংহারার্থোহয়ং শ্লোকঃ—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ ইতি ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্থ্যখ্যাত্যায়োরবং যথাপ্রদর্শিতপ্রকারেণান্তরমিতরেতরবৈলক্ষণ্যবিশেষম্ ।
জ্ঞানচক্ষুযা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতমাত্রপ্রত্যয়িকং জ্ঞানং চক্ষুঃ । তেন জ্ঞানচক্ষুযা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ ভূতানাং প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণাব্যজ্ঞাত্যা । তস্যা ভূতপ্রকৃতেষ্যোক্ষণম-
ভাবগমনং চ যে বিদুর্বিজানন্তি । যান্তি গচ্ছন্তি । তে পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম ।
ন পুনর্দেহমাদদত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শাক্তরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি--ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো রিতি । এবমৃদ্ধ-
প্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো রন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ । তথা
চেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তুত্যাঃ সকাশান্মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকং চ যে বিদুঃ ।
তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৫ ॥

বিবিভৌ যেন তত্ত্বেন নিশ্চৌ প্রকৃতিপুরুষৌ ।

তং বন্দে পরমানন্দং নন্দননন্দনমীশ্বরম্ ।

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত্যাং ভগবদগীতাটীকায়াং স্তবোধিন্যাং

প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি ক্ষেত্রকে জড়, কার্যের কর্তা, বিকারযুক্ত ও পরিচ্ছিন্না
এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে চেতন, অকর্তা, অবিকারী ও অপরিচ্ছিন্না বলিয়া জানিতে পারেন, এবং
যিনি আত্মতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা ভূতপ্রকৃতি অবিদ্যা মায়ার সম্পূর্ণ উপশম করিতে সমর্থ হয়েন,
তঁাহার সর্বপ্রকার অনর্থের বিনিবৃতি ও পরমপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । অপরোক্ষ জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব নিশ্চল হইলে সমাধিভঙ্গের পরও
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে নিলিপ্ত ও নিষ্ক্রিয়, এবং দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ জড়ক্ষেত্রই সমস্ত কার্যের কর্তা
বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ; কিন্তু সমাধিকাল চিত্ত আত্মসংস্থ হইলে ক্ষেত্রের আর পৃথক্
অস্তিত্ব থাকে না । তখন উহা আত্মসত্তায় বিলীন হইয়া যায় । এইজন্য ক্ষেত্র ও
ক্ষেত্রজ্ঞের কল্পিত ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ ক্ষেত্রও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পৃথক্ নহে । যেমন
ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন (গীঃ সং—১৭), সেইরূপ পরব্রহ্মসত্তা হইতে ক্ষেত্রেরও
ভিন্নতা নাই (গীঃ সং—৩১ দ্রষ্টব্য) ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয়-প্রণীত

“গীতার্থ-সন্দীপনী” নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

—::—

শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বৈঃ পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

অম্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। জ্ঞানানাম্ (জ্ঞানসমূহের মধ্যে) উত্তমং (শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জনিয়া) সর্বৈঃ (সকল) মুনয়ঃ (মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরমসিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন! যে জ্ঞানসাধন দ্বারা মুনিগণ দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়েন, আমি তোমাকে আবার সেই সর্বোত্তম জ্ঞান-সাধনের বিষয় কহিতেছি ॥ ১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। সর্বমুৎপদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাদুৎপদ্যত ইত্যুক্তম্ । তৎ কথমিতি? তৎপ্রদর্শনার্থং পরং ভূয় ইত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে । অথবা—ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োজগৎকারণত্বম্ । ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ—ইত্যেবমর্থং প্রকৃতিস্বত্বং গুণেষু চ সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তম্ । কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ? কে বা গুণাঃ? কথং বা তে বধন্তি? গুণেভ্যশ্চ মোক্ষণং কথং স্যাৎ? মুক্তস্য চ লক্ষণং বক্তব্যম্ । ইত্যেবমর্থং চ—শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি! পরং জ্ঞানমিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । ভূয়ঃ পুনঃ । পূর্বেষু সর্বৈর্ঘৃথ্যায়েষুসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি । তচ্চ পরম্ । পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ । কিং তৎ? জ্ঞানং সর্বৈষাং জ্ঞানানামুত্তমম্ । উত্তমফলত্বাৎ । জ্ঞানানামিতি নামানিষ্টা-দীনাম্ । কিং তহি? যজ্ঞাদিজ্ঞেয়বস্তুবিষয়াণামিতি । তানি ন মোক্ষায় । ইদং তু মোক্ষায়তি পরোত্তমশব্দাভ্যাং স্তোতি শ্রোত্বুদ্ধিরচ্যুৎপাদনার্থম্ । যজ্জ্ঞাত্বা যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ঃ সংন্যাসিনো মননশীলাঃ । সর্বৈঃ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যামিতোহ-স্মাদেহবন্ধনাদুদ্বৃৎ । গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

পূম্প্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ ।

প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে ॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্বাবরজঙ্গমম্ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ (গী ১৩।২৭) ইত্যুক্তম্ । স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

স্বাতন্ত্র্যেণ । কিস্তীশ্বরেচ্ছয়েবেতি কথনপূর্বকং কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদেযানিজনমস্তু (গী ১৩।২২) ইত্যনেনোক্তং সঙ্গাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যানুবন্তুতং বক্ষ্য-
মাণমর্থং স্তোতি ভগবান্ পরং ভূয় ইতি দ্বাত্যাম্ । পরং পরমার্থনিষ্ঠম্ । জ্ঞায়তেহনেনেতি
জ্ঞানমুপদেশঃ । তজ্ জ্ঞানং ভূয়োহপি তুভ্যং প্রকর্ষণে বক্ষ্যামি । কথংভূতং ? জ্ঞানানাং
তপঃকর্মানিবিষয়াণাং মধ্য উত্তমম্ । মোক্ষহেতুত্বাৎ । তদেবাহ—যজ্ঞজ্ঞান মুনয়ো
মননশীলাঃ সর্বের্ । ইতো দেহবন্ধনাৎ । পরাং শিক্ধিং মোক্ষং । গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

গৌভার্তসন্দীপনৌ । পূর্বাধ্যায়ের “যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্” এই
আরম্ভ শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগই যে তাবদুৎপত্তির কারণ, ইহা ভগবান্
বলিয়াছেন । এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডনार्थ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন
কার্য, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যিক । আবার ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন, যে, গুণসঙ্গই
জন্মের কারণ । কিরূপে গুণের সংযোগ হয়, গুণ কি কি, কিরূপে গুণসমূহ জীবকে
বন্ধন করে, ইহাও এক্ষণে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যিক । “ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ” এই আরম্ভ
শ্লোকে ভূতপ্রকৃতির মোক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । এই ভূতপ্রকৃতি-সঙ্গাদিগুণ
হইতে সাধকের কিরূপে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাও বলা আবশ্যিক । এই সকল ব্যাখ্যার
জন্য চতুর্দশ অধ্যায় আরম্ভ হইল ।

ইতিপূর্বে ভগবান্ অর্জুনকে অনেক জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তদপেক্ষা
উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ জ্ঞানসাধন বলিবেন স্বীকার করিতেছেন । যজ্ঞ ও দানাদি জ্ঞানের বহির্ভঙ্গ
সাধন অপেক্ষা অমানিস্বাদি জ্ঞানের অন্তর্ভঙ্গ সাধন উৎকৃষ্ট । কিন্তু এক্ষণে যে আত্মজ্ঞানতত্ত্ব
কথিত হইবে, তাহা এতদুভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ । অমানিস্বাদি জ্ঞান-সাধনে “উৎকৃষ্ট-
বস্তুরিয়ক তত্ত্ব” ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান-সাধনে “উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি”
ব্যাখ্যাত হইবে ॥ ১ ॥

অধ্বয়বোধিনী । ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া)
[মুনিগণ] মম (আমার) সাধন্যং (স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত) (হইয়া) সর্গে অপি
(সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন
ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই জ্ঞানের সাধন করিলে সাধক আমার স্বরূপের
সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া থাকেন । তাঁহাকে সৃষ্টিকালে জন্ম ও
প্রলয়কালে লয় পাইতে হয় না ॥ ২ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অস্যাশ্চ সিদ্ধৈরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি—ইদমিতি । ইদং জ্ঞানং
যথোক্তমুপাশ্রিত্য । জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়েত্যেতৎ । মম পরমেশ্বরস্য সাধন্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ

মম যোনিম'ইদ্বক্ষ তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্ ।

সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । ন তু সমানধর্মতা সাধর্ম্যম্ । ক্ষেত্রজেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাদগীতাশাস্ত্রে । ফলবাদশ্চায়ং স্ত্যর্থমুচ্যতে । সর্গেহপি সৃষ্টিকালেহপি নোপজায়ন্তে নোৎপদ্যন্তে । প্রলয়ে ব্রহ্মণোহপি বিনাশকালে ন ব্যর্থন্তি চ ব্যর্থং নাপদ্যন্তে । ন চ্যবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ--ইদমিতি । ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্যেদং জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্যং মজ্রপঙ্কং প্রাপ্তাঃ সম্ভবঃ সর্গেহপি ব্রহ্মাদিষুৎপদ্যমানেষুপি নোৎপদ্যন্তে । তথা প্রলয়েহপি ন ব্যর্থন্তি । প্রলয়ে দুঃখানি নানুভবন্তি । পুনর্নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি এই জ্ঞান সাধন করেন, তিনি ভগবানের অদ্বিতীয় নিগুণ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন । হিরণ্যগর্ভাদির উৎপত্তি হইলেও তাঁহাকে আর উৎপত্তা হইতে হয় না, এবং হিরণ্যগর্ভের লয় হইলেও তাঁহাকে বিলীন হইতে হয় না ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত!) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) মম (আমার) যোনিঃ (গর্ভধানের স্থান) । তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং (জগতের বীজ) দধামি (প্রক্ষেপ করি) । ততঃ (তাহা হইতে) সর্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি (হয়) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত ! ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই আমার গর্ভাধানের স্থান স্বরূপ । আমি সেই মায়াতে সঙ্কল্পরূপ গর্ভ (জগদ্বীজ) আধান করিয়া থাকি । সেই গর্ভাধান হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শান্তরভাষ্যম্ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগ ইদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ--মমেতি । মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্বভূতানাং কারণম্ । সর্বকার্যোভ্যো মহাস্তত্ত্বাট্টা স্ববিকারিণাং মহাব্রহ্মেনি যোনিরেব বিশিষ্যতে । তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি । ক্ষেত্রক্ষেত্রজপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিশানীশ্বরোহমবিদ্যাকামকর্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনঃ ক্ষেত্রজং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ । সম্ভব উৎপত্তিঃ সর্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিহারাণ ততস্তস্মাদেয়ানৈর্মূলকারণাদগর্ভাধানান্তবতি হে ভারত ॥ ৩ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্বভূতোৎপত্তিঃ প্রতি হেতুং ন তু স্বতন্ত্রয়োঃ রিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি--মমেতি । দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নস্থানমহং । বৃহিত্ত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাৎ ব্রহ্ম । প্রকৃতিরিত্যর্থঃ । তন্মহদ্ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানম্ । তস্মিন্ অহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি । প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজং সৃষ্টিসময়ে ভোগযোগেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ । ততো গর্ভাধানাং সর্বভূতানাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩ ॥

সর্বযোনিষু কোন্তেয় মূর্তয় সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদেযানিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । প্রথম দুই শ্লোকে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের একত্র সংঘাতই যে সৃষ্টির কারণ, এবং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টিসামর্থ্য যে অসম্ভব, তাহাই বলিতেছেন । মহদ্বৃদ্ধ বা অবিদ্যা—অজ্ঞান—প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা অব্যাকৃত মায়াই যোনি-স্বরূপ । এই ব্রহ্মোপাধি মায়ী মহত্ত্ব নামক প্রথম কার্যের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া মহদ্বৃদ্ধ নামে উক্ত হইয়াছেন । এই মহদ্বৃদ্ধরূপ যোনিতে ভগবানের সৃষ্টিসঙ্কল্পই গর্ভাধান স্বরূপ । অবিদ্যা, কাম ও কর্মেযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীব প্রলয়-কালে বিলীন থাকে, তাহাকেই কার্য্যকারণসংঘাতরূপ ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভগবান্ চিদাভাসরূপ বীর্ঘ্যসেক করিয়া থাকেন । তাহাতেই হিরণ্যগর্ভাদি তাবৎ পদার্থেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সাংখ্যমতেও প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক উপদৃষ্ট না হইলে সৃষ্টি হয় না সত্য, এবং প্রকৃতিও পৃথগ্ভাবে কোন কার্য্যই করিতে পারেন না বটে ; কিন্তু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ কেবল কর্ম্মফলের অধীন ইহা মানব-যুক্তিতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না । কর্ম্মফল প্রবর্তনার জন্য কোনও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ামক থাকা আবশ্যিক ; কেননা, কোনও কারণে বাধ্য না হইলে কর্ম্মফল ভোগে—জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে কাহারও—প্রবৃত্তি হইতে পারে না । সেই স্বতঃসিদ্ধ কারণস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের সৃষ্টিকার্য্যে সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব না থাকিলেও তাঁহার বিদ্যমানতাই—অনির্বচনীয় মহিমাই—মায়াবিকাশের হেতু । এই জন্য সৃষ্টিবিকাশকার্য্য ঈশ্বরাধীন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । তিনি সুখদুঃখবহুল জগতের সৃষ্টি করেন না ; কিন্তু তাঁহার চৈতন্যসত্তাতেই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশিত হইয়াছে । দ্রষ্টা জীব ও দৃশ্য জগৎ উভয়ই মায়িক, একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সত্য । সুতরাং সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় আদি ঘটনা মায়িক জীবের কল্পনা মাত্র ইহা সত্য স্বরূপে বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইলেই নিশ্চয় হইতে পারে । শুদ্ধ ব্রহ্মের মায়ার বিকাশও যেমন অনির্বচনীয়, পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ-সম্বন্ধের কারণ নির্ণয় করাও সেইরূপ মনুষ্যবুদ্ধির বহির্ভূত ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । কোন্তেয় (হে কোন্তেয়!) সর্বযোনিষু (যাবতীয় যোনিতে) যাঃ (যে সকল) মূর্তয়ঃ (মূর্তিসমূহ) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) তাসাং (তাহাদিগের) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) যোনিঃ (কারণ) ; অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্তা) পিতা (পিতা) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কোন্তেয় ! দেবাদি সমস্ত যোনিতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, মায়াই ততাবতের মাতৃস্বরূপা এবং আমিই তাহাদের গর্ভাধানকর্তা পিতৃস্বরূপ ॥ ৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবধ্নুস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । সৰ্ব্বযোনিধ্বিতি । দেবপিতৃমনুষ্যপশুপ্লবাদিষু সৰ্ব্বযোনিষুকৌন্তেয় মূর্তয়ো দেহসংস্থানলক্ষণা মুচ্ছিতাঙ্গাবয়বা মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাস্তাসাং মূর্তীনাং বুদ্ধ মহৎ সৰ্ব্বাবস্থং যোনিঃ কারণম্ । অহমীশো বীজপ্রদো গর্ভধানস্য কৰ্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ন কেবলং স্থৈর্যপক্রম এব মদধিষ্ঠিতাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারঃ । অপি তু সৰ্ব্বদৈবেত্যাহ—সৰ্ব্বেতি । সৰ্ব্বাস্থ যোনিষু মনুষ্যান্যাস্থ যা মূর্তয়ঃ স্বাবরজঙ্গমাদ্বিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্তীনাং মহাবুদ্ধ প্রকৃতির্যোনির্দাতৃস্থানীয়া । অহং চ বীজপ্রদঃ গর্ভধানকৰ্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষাদি যে কোন যোনিতে জীব উৎপন্ন হউক না কেন ঈশ্বর ও মায়ার সংঘাতই তত্ত্বাবতের মূল কারণ । পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি, বা প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষ স্বতন্ত্র ভাবে কিছুই উৎপাদন করিতে পারেন না ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । মহাবাহো (হে মহাবাহো!) প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাত) সত্ত্বং, রজঃ, তম ইতি (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই) গুণাঃ (গুণত্রয়) দেহে (দেহমধ্যে) অব্যয়ং (অবিনাশী) দেহিনং (আত্মাকে) নিবধ্নুস্তি (বন্ধন করিয়া থাকে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মহাবাহো ! প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই গুণত্রয় দেহ মধ্যে অব্যয় জীবাত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কে গুণাঃ কথং বধ্নুস্তীতি ? উচ্যতে—সম্বন্ধমিতি । সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবংনামানঃ । গুণা ইতি পারিভাষিকঃ শব্দো ন রূপাদিবদ্রব্যপ্রিতা গুণাঃ । ন চ গুণগুণিনোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতম্ । তস্মাদ্ গুণা ইব নিত্যপরতন্ত্রাঃ ক্ষেত্রজং প্রত্যবিদ্যাত্মকত্বাৎ ক্ষেত্রজং নিবধ্নুস্তীব । তমাস্পদীকৃত্যত্মানং প্রতিলভন্ত ইতি নিবধ্নুস্তীত্যুচ্যতে । তে চ প্রকৃতিসম্ভবা ভগবন্মায়াসম্ভবা নিবধ্নুস্তীব । হে মহাবাহো । মহান্তো সমর্থতরা-বাজানুপ্রলম্বো বাহু যস্য স মহাবাহুঃ । হে মহাবাহো । দেহে শরীরে দেহিনং দেহবস্তুমব্যয়ম্ । অব্যয়ত্বং চোক্তমনাদিত্যাং (গী ১৩।৩২) ইত্যাদিশ্লোকে । ননু দেহী ন লিপ্যতে (গী ১৩।৩২) ইত্যুক্তম্ । তং কথমিহ নিবধ্নুস্তীত্যান্যথোচ্যতে ? পরিহৃতমস্মাভিরিব শব্দেন নিবধ্নুস্তীবেতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সৰ্ব্বভূতোৎপত্তিঃ নিরূপ্যোদানীং প্রকৃতিসংযোগেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি—সম্বন্ধমিত্যাদিচতুৰ্ভিঃ । সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবংসংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ । প্রকৃতেঃ সম্ভব উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ । গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ । তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্বেদনাভিব্যক্তাঃ সত্ত্বঃ

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।

সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

প্রকৃতিকার্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্ততোহব্যয়ং নিষিকারমেব সত্ত্বং
নিবধ্নাতি স্বকার্যেঃ সুখদুঃখমোদিভিঃ সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

গীতর্থসন্দীপনী । গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থাই
ত্রিগুণরূপে কথিত হয়। অঙ্গ ও অঙ্গীর ন্যায় গুণ ও প্রকৃতিতে বস্তুতঃ ভিন্নতা নাই।
জীবাত্মা জন্ম ও মরণাদি রহিত হইলেও ত্রিগুণের সঙ্গে দেহাত্ম্যতাব প্রাপ্ত হওয়ায় শোক-
মোহাদি রূপ নানাপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ৫ ॥

অনঘবোধিনী । অনঘ (হে নিষ্পাপ!) তত্র (সেই গুণসমূহের মধ্যে) নির্মলত্বাৎ
(নির্মলত্ব জন্ম) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ং (নিরূপদ্রব) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখসঙ্গেন
জ্ঞানসঙ্গেন চ (সুখ ও জ্ঞানরূপ সঙ্গ দ্বারা) [আত্মাকে] বধ্নাতি (বন্ধন করে) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে সর্বব্যসনবর্জিত [অর্জুন!] এই তিন গুণের মধ্যে
সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতা, প্রকাশকতা ও নিরূপদ্রবতা জন্য সুখ ও জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা
জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তত্র সত্ত্বমিতি । তত্র সত্ত্বাদীনাং সত্ত্বস্যৈব তাবলক্ষণমুচ্যতে ।
নির্মলত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকম্ । অনাময়ং নিরূপদ্রবম্ । সত্ত্বং তন্নিধাতি । কথম্ ?
সুখসঙ্গেন । সুখ্যহমিতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণ্যত্মনি সংশ্লেষণাপাদনং । মুষৈব
সুখে সঞ্জয়মিতি । সৈষাহবিদ্যা । ন হি বিষয়ধর্মো বিষয়িণো ভবতি । ইচ্ছাদি চ
ধৃত্যন্তঃ ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম ইত্যুক্তং ভগবতা । অতোহবিদ্যায়ৈব স্বকীয়ধর্মভূতয়া
বিষয়বিষয়াবিবেকলক্ষণয়াহস্বাত্মভূতে সুখে সঞ্জয়তীব সত্ত্বমিব কেরোতি । অসুখিনং
সুখিনমিব । তথা জ্ঞানসঙ্গেন চ । জ্ঞানমিতি সুখসাহচর্যাৎ ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্যাস্তঃ
করণস্য ধর্মঃ । নাত্মনঃ । আত্মধর্মত্বে সঙ্গানুপপত্তেঃ । বন্ধানুপপত্তেঃ চ । সুখ ইব
জ্ঞানাদৌ সঙ্গে মন্তব্যঃ । হে অনঘ অব্যসন ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারং চাহ—তত্রোতি । তত্র
তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরম্ । অনাময়ং চ
নিরূপদ্রবম্ । শান্তমিত্যর্থঃ । অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি ।
প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি । হে অনঘ নিষ্পাপ । অহং সুখী
জ্ঞানী চেতি মনোধর্মাস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মার আবরণ শক্তির বিনাশক ও পরম সুখের অভিব্যঞ্জক
বলিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশক ও অনাময় বলিয়া কথিত হইল। এই সত্ত্বগুণ “আমি সুখী,
আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি” ইত্যাদি অভিমান দ্বারা জীবকে বন্ধনদশায় প্রৱর্ত্তন করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

রাজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবধ্নাতি কোন্তেয় কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বিষয়ক বিশেষ বিশেষ পৃথক্ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, এবং তদ্ভজিত সুখে দেহান্নবুদ্ধি জীবকে প্রবৃত্ত করে। এই জন্য বুদ্ধিস্ব সত্ত্বগুণ দ্বারা বহির্বিষয়ের জ্ঞানে আকৃষ্ট হইলে জীবের বন্ধনই হইয়া থাকে। (কিন্তু ভক্তি ও বৈরাগ্যভ্যাসের ফলে অন্তর্মুখীন সত্ত্বগুণ অন্তঃকরণকে বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের ও নিত্য সুখের নিমিত্ত হইতেও পারে। সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণে রজোগুণ নিবৃত্তি-চেষ্টার, এবং তমোগুণ স্থিরতার সাধক হয়)। আত্মার অকর্তৃত্বাদি বিচার পূর্বক গুণসঙ্গ ত্যাগ করা যায় বটে; কিন্তু ভক্তিপূর্বক ভগবানের শরণাগত হওয়াই গুণাতীত হইবার সুগম উপায়। (গীঃ সং, ২৪—২৬) ॥ ৬ ॥

অনুবোধিনী । কোন্তেয় (হে কোন্তেয়!) রাগাত্মকং (অনুরাগাত্মক) রজঃ (রজোগুণ) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (তৃষ্ণা ও আসঙ্গের উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিও)। তৎ (তাহা) কৰ্ম্মসঙ্গেন (কৰ্ম্মসঞ্জির দ্বারা) দেহিনং (আত্মাকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসঙ্গলিপসার উৎপাদক। তাহা অনুরাগ-যোগে জীবকে কৰ্ম্মসঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । রজ ইতি—রজো রাগাত্মকম্। রজনাঙ্গাগো গৈরিকাদিবৎ। রাগাত্মকং বিদ্ধি জানীহি। তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণাপ্রাপ্তাভিলাষঃ। আসঙ্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণঃ সংশ্লেষঃ। তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তদ্রজো নিবধ্নাতি কোন্তেয় কৰ্ম্মসঙ্গেন। দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কৰ্ম্মসু সঞ্জনাং তৎপরতা কৰ্ম্মসঙ্গঃ। তেন নিবধ্নাতি রজো দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বং চাহ—রজ ইতি। রজঃসংস্কৃতং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণাপ্রাপ্তেহর্থহেভিলাষঃ। সঙ্গঃ প্রাপ্তেহর্থ প্রীতিবিশেষণোক্তঃ। তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাত্তদ্রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কৰ্ম্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি। তৃষ্ণাসঙ্গভ্যাং হি কৰ্ম্মস্বাসক্তির্ভব-
তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য বলবতী ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা, ও প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত মনোবেগের নাম আসঙ্গ। যে বৃত্তিদ্বারা চিত্ত রঞ্জিত বা আমোদিত হয়, তাহার নাম রাগ। তৃষ্ণা ও আসঙ্গ এই অনুরাগ হইতেই উৎপন্ন হয়। রজোগুণ জীবকে অনুরাগের বশবর্তী করিয়া নানা কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করে; তাহাতেই জীব বন্ধনগ্রস্ত হয় ॥ ৭ ॥

তমস্তুজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্বদেহিনাম্ ।

প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তম্ভিবধ্বাতি ভারত ॥ ৮ ॥

সত্ত্বং স্মখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।

জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তু্যত ॥ ৯ ॥

অন্বয়বেধিনী । ভারত (হে ভারত!) তমঃ তু (তমোগুণ) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত) সৰ্বদেহিনাং (সৰ্বজীবের) মোহনং (ভ্রান্তিজনক) বিদ্ধি (জানিও); তৎ (তাহা) প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা) [আত্মাকে] নিবধ্বাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত ! অজ্ঞানজাত ও সৰ্বজীবের ভ্রান্তিজনক তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তমস্ত্বিতি । তমস্ত্বীয়ো গুণঃ । অজ্ঞানজমজ্ঞানাজ্ঞাতং বিদ্ধি । মোহনং মোহকরমবিবেককরম্ । সৰ্বদেহিনাং সৰ্ব্বেষাং দেহবতাম্ । প্রমাদালস্যনিদ্রাদিভিঃ—প্রমাদশচালস্যং চ নিদ্রা চ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ । তাভিঃ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তত্তমো নিবধ্বাতি ভারত ॥ ৮ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বং চাহ—তম ইতি । তমস্তুজ্ঞানাজ্ঞাতমাবরণশক্তিপ্রধানাং প্রকৃতাংশাদুদ্ভুতং বিদ্বীত্যর্থঃ । অতঃ সৰ্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্ । অতএব প্রমাদেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্বাতি । তত্র প্রমাদোহনবধানম্ । আলস্যমনুদ্যমঃ । নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদো লয়ঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞান হইতে তমোগুণের উৎপত্তি । তমোগুণ জন্ম সতে অসৎ ভ্রম হইয়া থাকে । অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি, কার্য্যকালে আলস্য, এবং চেষ্টা ও যত্নাদির প্রয়োজনকালে তদ্রা ও নিদ্রাদি দ্বারা তমোগুণ জীবকে ঘোর অন্ধতামসে আবদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অন্বয়বেধিনী । ভারত (হে ভারত!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) [জীবকে] স্মখে (স্মখে) সঞ্জয়তি (মগ্ন করে), রজঃ (রজোগুণ) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মে), উত (এবং) তমঃ তু (তমোগুণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়া) প্রমাদে (প্রমাদে) সঞ্জয়তি (নিয়োগ করে) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত ! সত্ত্বগুণ জীবকে স্মখে, রজোগুণ কৰ্ম্মে, ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে নিয়োগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । পুনর্ভূতানাং ব্যাপারঃ সংক্ষেপত উচ্যতে—সত্ত্বমিতি । সত্ত্বং স্মখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি । রজঃ কৰ্ম্মণি । হে ভারত । সঞ্জয়তীত্যনুবর্ততে । জ্ঞানং সত্ত্বকৃতং বিবেকমাবৃত্যচ্ছাদ্য তু তমঃ স্বেনাবরণান্না প্রমাদে সঞ্জয়তু্যত । প্রমাদো নাম প্রাপ্তকর্তব্যাকরণম্ ॥ ৯ ॥

রজস্বমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ।

রজঃ সত্ত্বং তমোশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্বথা ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সত্ত্বাদীনামেবং স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্য্যতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি । সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি । দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ । এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কৰ্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি । তমস্ত মহৎ-সঙ্কেতোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্যচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি । মহত্ত্বিকপদিশ্যমানস্যার্থ-স্যানবধানে যোজয়তি । উতাপি । আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে দুঃখের কারণসমূহকে অভিভব পূর্ব্বক জীবকে সুখের দিকে আকর্ষণ করে । রজোগুণ প্রবল হইলে সুখের কারণকে অভিভব করিয়া লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্মমার্গে জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । আর তমোগুণ বদ্ধিত হইলে সত্ত্বগুণের কার্য্যরূপ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদবুদ্ধিতে জীবকে বিমুগ্ধ করে । “সঞ্জয়ত্যুত” পদস্থিত “উত” শব্দ “অপি” শব্দার্থবাচক, অর্থাৎ তদ্বারা আলস্যনিদ্রাদি গৃহীত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

অনুবোধিনী । ভারত (হে ভারত!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয়), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া], তথা (এবং তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়] ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত ! [যখন] রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ, তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ, এবং রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রবল হয়, [তখনই সত্ত্বাদি গুণসকল নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে] ॥ ১০ ॥

শান্তরত্নাশ্রম । উক্তং কার্য্যং কদা কুৰ্ব্বন্তি গুণা ইতি ? উচ্যতে—রজ ইতি । রজস্বমশ্চাভাব্য্যভিভূয় সত্ত্বং ভবত্যুদ্ভবতি বর্দ্ধতে যদা তদা লব্ধাস্বকং সত্ত্বং স্বকার্য্যং জ্ঞানসুখাদ্যভবতে । হে ভারত । তথা রজোগুণঃ সত্ত্বং তমোশ্চৈবোভাব্য্যভিভূয় বর্দ্ধতে যদা তদা কৰ্ম্মত্বাদি স্বকার্য্যভবতে । তম আখ্যো গুণঃ সত্ত্বং রজশ্চৈবোভাব্য্যভিভূয় তথৈব বর্দ্ধতে যদা তদা জ্ঞানাবরণাদি স্বকার্য্যভবতে ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি । রজস্বমশ্চৈতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি । অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি । ততঃ স্বকার্য্যে সুখজ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ । এবং রজোহপি সত্ত্বং তমশ্চৈতি গুণদ্বয়মভিভূয়োদ্ভবতি । ততঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাকৰ্ম্মাদৌ সঞ্জয়তি । এবং তমোহপি সত্ত্বং রজশ্চৈবোভাব্য্য গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি । ততঃ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । একজন মনুষ্যকে কখন যে সাধুপ্রকৃতি কখন বা অসাধুপ্রকৃতি, আবার কখন যে লোকাচারে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, সকল সময়ে সকল গুণ লোকের প্রবল থাকে না । সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে তাঁহাকে সা, রজোগুণের বৃদ্ধিকালে তাঁহাকে লোকাচারে ব্যাপৃত ও তমোগুণের প্রবলতাসময়ে তাঁহাকে অসৎ কার্যে প্রবৃত্ত দেখা যায় । অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতি অনুসারে জীবের সাধুতা, লৌকিকতা ও অসাধুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অনুবোধিনী । যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্বদ্বারেষু (সর্বেন্দ্রিয়-দ্বারে) জ্ঞানং (জ্ঞানরূপ) প্রকাশঃ (প্রকাশ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়), তদা উত (তখনই) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধম্ (বৃদ্ধিত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অর্জুন ! যখন দেহের শ্রোত্রাদি সর্বেন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশের উৎপত্তি হয়, সেই সময়ে সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যদা যো গুণঃ সমুদ্ভূতো ভবতি তদা তস্য কিং লিঙ্গমিতি ? উচ্যতে—সর্বদ্বারেঘ্যিতি । সর্বদ্বারেষু—আত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি শ্রোত্রাদীন সর্বাণি করণানি তেষু সর্বেষু দ্বারেঘ্যন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্বৃত্তিঃ প্রকাশো দেহেহস্মিন্ উপজায়তে । তদেব জ্ঞানম্ । যদেবং প্রকাশো জ্ঞানাখ্যা উপজায়তে তদা জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধমুদ্ভূতং সত্ত্বমিতি । উতাপি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং সত্ত্বাদীনাম্ বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—সর্বদ্বারেঘ্যিতি ত্রিভিঃ । অস্মিন্নাশ্রনো ভোগায়তনে দেহে সর্বেষুপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদি-জ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়ত উৎপদ্যতে তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাজ্জানীয়াৎ । উতশব্দাৎ স্খাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । স্খ ও দুঃখের ভোগায়তনস্বরূপ দেহের ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারাই জীব শব্দাদি অনুভব করিয়া থাকে । এই ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহের যখন জ্ঞানরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রূপ, রস ও শব্দাদি যখন আবরণদোষ-বর্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইতে থাকে, তখনই সত্ত্বগুণোদয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায় । সত্ত্বগুণের উদয় হইলে যদি কাহাকেও কোন কথা বল, তাহা সরল, মৃদু, সরস ও হিতার্থকর হইবে । কেহ কোন কথা বলিলে, তাহা বিরুদ্ধ ভাবে গৃহীত হইবে না । যাহা কিছু দেখিবে, তাহা পবিত্র ও সুন্দর বোধ হইবে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়েই যেন দেবভাব আসিয়া বিরাজ করিবে ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজস্যতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিচ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমস্যতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

অশ্বয়বোধিনী । ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) লোভঃ (পরদ্রব্যগ্রহণের ইচ্ছা), প্রবৃত্তিঃ (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের চেষ্টা), কৰ্ম্মণাম্ (কৰ্ম্মসমূহের) আরম্ভঃ (উদ্যম), অশমঃ (অশান্তি), স্পৃহা (বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা), এতানি (এই সকল [চিহ্ন] রজসি বিবৃদ্ধে (রজো-গুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারতর্ষভ ! রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কৰ্ম্মারম্ভ, অশম ও স্পৃহা উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শান্তরত্নভাষ্যম্ । রজস উদ্ভূতস্যেদং চিহ্নং—লোভ ইতি । লোভঃ পরদ্রব্যাদিৎসা । প্রবৃত্তিঃ প্রবর্তনং সামান্যচেষ্টা । আরম্ভ উদ্যমঃ । কস্য? কৰ্ম্মণাম্ । অশমোহনুপশমো হর্ষরাগাদিপ্রবৃত্তিঃ । স্পৃহা সর্বসামান্যবস্তুবিষয়া তৃষ্ণা । রজসি গুণে বিবৃদ্ধ এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে । হে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—লোভ ইতি । লোভো ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়-
মানেষপি পুনঃ পুনর্বর্দ্ধমানোহভিলাষঃ । প্রবৃত্তিনিত্যং কুর্ব্বজ্জপতা । কৰ্ম্মণামারম্ভো
গৃহাদিনির্মাণোদ্যমঃ । অশম ইদং কৃৎসেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ । স্পৃহা
—উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুস্থিতস্ততো জিহ্বা । রজসি বিবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি
জায়ন্তে । এভিলিঙ্গৈ রজোগুণস্য বিবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যখন দেখিবে যে, ধনাদিবিষয়লাভে তৃষ্ণা জন্মিতেছে ; তাহার
জন্য চেষ্টা, যত্ন ও প্রবৃত্তি বাড়িতেছে ; গৃহাদিনির্মাণে, নিজ স্বত্বাধিকারবিস্তারে উদ্যম
হইতেছে ; যখন দেখিবে, একটা কার্য্য করিয়া অপরাট্রির জন্য আবার আগ্রহ হইতেছে ;
অর্থাৎ অশান্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ; অন্যের ধনাদি আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্তি
জন্মিতেছে ; তখনই জানিবে রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে ॥ ১২ ॥

অশ্বয়বোধিনী । কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন!) অপ্রকাশঃ (আবরণ), অপ্রবৃত্তিঃ চ
(আলস্য), প্রমাদঃ (অনবধানতা), মোহঃ এব চ (ও মোহ), এতানি (এই সকল) তমসি
বিবৃদ্ধে (তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কুরুনন্দন ! তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যদা সত্ত্বে প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অপ্রকাশ ইতি । অপ্রকাশোহবিবেকঃ । অত্যন্তম্ । অপ্রবৃত্তিশ্চ প্রবৃত্ত্যভাবস্তৎকার্যম্ । প্রমাদো মোহ এব চ তৎকার্য্যে । অবিবেকো মূঢ়ত্বতোর্থঃ । তমসি গুণে বিবুদ্ধ এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে । হে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অপ্রকাশ ইতি । অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ । অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ । প্রমাদঃ কৰ্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যম্ । মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ । তমসি বিবুদ্ধে সত্যোতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে । এতৈস্তমসো বুদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । গুরু ও শাস্ত্রবাক্যরূপ জ্ঞানপ্রকাশের কারণ থাকিতেও বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ না হওয়ার অপ্রকাশ । প্রবৃত্তিগর্গের শাস্ত্রোপদেশাদি গুনিয়াও অগ্নিহোত্রাদির অনষ্ঠানে চিত্তের উদাস্যের নাম অপ্রবৃত্তি । কার্য্যের কৰ্ত্তব্যতা জানিয়াও তাহা সমুচিত সময়ে স্মরণ না হওয়ার নাম প্রমাদ । নিদ্রা বা বিপর্য্যয়বুদ্ধির নাম মোহ । যখন পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হয়, তখনই তমোগুণের বুদ্ধি হইয়াছে জানিবে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । যদা তু (যখন) সত্ত্বে প্রবুদ্ধে (সত্ত্বগুণ বুদ্ধি পাইলে) দেহভূৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়), তদা (তখন) উত্তমবিদাম্ (হিরণ্যগর্ভোপাসক-দিগের) অমলান্ (নির্ম্মল) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । দেহাভিমানী জীব সত্ত্বগুণের বুদ্ধি কালে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তাহার উত্তমবিদদিগের নির্ম্মল লোকে গতি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । মরণদ্বারেণাপি যৎ ফলং প্রাপ্যতে তদপি সঙ্গরাগহেতুকং সর্ব্বং গোণমেবেতি দর্শয়ন্বাহ—যদেতি । যদা সত্ত্বে প্রবুদ্ধ উদ্ভূতে তু প্রলয়ং মরণং যাতি প্রতিপদ্যতে দেহভূদায়া । তদোত্তমবিদাং মহাদাদিত্ত্ববিদামিত্যেতৎ । লোকানমলান্ মলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যেতৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । মরণসময়এব বিবুদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি ঘাত্যম্ । সত্ত্বে প্রবুদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি । তদা উত্তমান্ হিরণ্য-গর্ভাদীন্ বিদন্ত্যুপাসত ইত্যুত্তমবিদঃ । তেষাং যেহমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগ-স্থানবিশেষান্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণের নাম “উত্তম” ; আর যাঁহারা এই সকল দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা “উত্তমবিৎ” । ইঁহাদের বাসস্থান অতি পবিত্র, প্রকাশময় ও সুখসেব্য দিব্যভোগ্য ভাবে সুসজ্জিত । সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে দেহান্ত হইলে সাধকের এই রজস্তুমোমলবজ্জিত দিব্য লোকে গতি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রলয়ং গতা কৰ্ম্মসঙ্গিষু জায়তে ।

তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়াযোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

কৰ্ম্মণঃ স্কৃতস্যাহঃ সাত্ত্বিকং নিৰ্ম্মলং ফলম্ ।

রজসন্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসং ফলম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং গতা (মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে) [জীব] কৰ্ম্মসঙ্গিষু (কৰ্ম্মসঙ্গ মনুষ্যযোনিতে) জায়তে (জন্মলাভ করে); তথা (এবং) তমসি (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত) (হইলে) মূঢ়াযোনিষু (পশ্বাদিযোনিতে) জায়তে (জন্ম লাভ করে) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । রজোগুণের বৃদ্ধিকালে দেহাভিমानी জীবের মৃত্যু হইলে কৰ্ম্মাধিকারী মনুষ্যযোনিতে, ও তমোগুণের বৃদ্ধিকালে দেহান্ত হইলে পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । রজসীতি । রজসি গুণে বিবৃদ্ধে । প্রলয়ং মরণং । গতা প্রাপ্য । কৰ্ম্মসঙ্গিষু কৰ্ম্মসঙ্গিযুক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে । তথা তমদেব প্রলীনো মৃতস্তমসি বিবৃদ্ধে মূঢ়াযোনিষু পশ্বাদিযোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—রজসীতি । রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কৰ্ম্মসঙ্গেষু মনুষ্যেষু জায়তে । তথা তমসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়াযোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । রজোগুণ কৰ্ম্ম-সঙ্গ-প্রিয়তাবর্দ্ধক, স্কৃত্যং মৃত্যুকালে রজোগুণের আতিশয্য থাকিলে কৰ্ম্মলিপ্সু মনুষ্যযোনিতে; এবং তমোগুণ মূঢ়তা ও প্রমাদাদির বীজ স্বরূপ বলিয়া তমোগুণের আতিশয্য কালে দেহান্ত হইলে জীবাত্মা পশ্বাদি মূঢ়াযোনিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । [তত্ত্বদর্শিগণ] আহঃ (বলিয়াছেন)—স্কৃতস্য (সাত্ত্বিক) কৰ্ম্মণঃ (কৰ্ম্মের) নিৰ্ম্মলং সাত্ত্বিকং (নিৰ্ম্মল ও সুখদ) ফলম্ (ফল); রজসঃ তু (ও রাজসিক কৰ্ম্মের) ফলং (ফল) দুঃখম্ (দুঃখ); তমসঃ (তামসিক কৰ্ম্মের) ফলম্ (ফল) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । সাত্ত্বিক কৰ্ম্মের ফল নিৰ্ম্মল সুখ, রাজস কৰ্ম্মের ফল দুঃখ, তামস কৰ্ম্মের ফল অজ্ঞান; [মহর্ষিগণ] এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । অতীতশ্লোকার্থস্যৈব সংক্ষেপ উচ্যতে—কৰ্ম্মণ ইতি । কৰ্ম্মণঃ স্কৃতস্য সাত্ত্বিকস্যেত্যর্থঃ । আহঃ শিষ্টাঃ । সাত্ত্বিকমেব নিৰ্ম্মলং ফলমিতি । রজসন্ত ফলং দুঃখম্ । রাজসস্য কৰ্ম্মণ ইত্যর্থঃ । কৰ্ম্মাধিকারং ফলমপি দুঃখমেব কারণানু-

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
 প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
 উদ্ধৃৎ গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্য তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
 জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

রূপ্যাদ্রাজসমেব । তথাজ্ঞানং তমসস্তামসস্য কৰ্ম্মণোহধর্ম্মস্য ফলং পূর্ব্ববৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকৰ্ম্মদ্বারেন বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ—কৰ্ম্মণ ইতি । সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কৰ্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহঃ কপিলাদয়ঃ । রজস ইতি রাজসস্য কৰ্ম্মণ ইত্যর্থঃ । কৰ্ম্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ । তস্য দুঃখং ফলমাহঃ । তমসঃ ইতি তামসস্য কৰ্ম্মণ ইত্যর্থঃ । তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহঃ । সত্ত্বিকাদিকৰ্ম্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাदिনাষ্টাদশোহধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সত্ত্বগুণ প্রভাবে জীব কেবল নির্ম্মল সুখ, রজোগুণ প্রভাবে অল্প সুখ মিশ্রিত অধিক দুঃখ ও তমোগুণপ্রভাবে জীব কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে, ইহা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের মত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং (জ্ঞান) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) ; রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ (লোভই হয়) ; তমসঃ (তমোগুণ হইতে) অজ্ঞানং প্রমাদমোহৌ এব চ (অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহই) ভবতঃ (হইয়া থাকে) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ, এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কিং চ গুণেভ্যো ভবতি? সত্ত্বাদিতি । সত্ত্বানুরূপকৰ্ম্মকাং সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ । রজসো লোভ এব চ । প্রমাদমোহৌ চোভৌ তমসো ভবতঃ । অজ্ঞানমেব চ ভবতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি । সত্ত্বাজ্জ্ঞানং সঞ্জায়তে । অতঃ সাত্ত্বিকস্য কৰ্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি । রজসো লোভো জায়তে । তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তত্ত্বপূর্ব্বকস্য কৰ্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি । তমসস্ত্ব প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি । ততস্তামসস্য কৰ্ম্মণোহজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশরূপ জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াবশতঃ শব্দাদি দ্বারা সত্ত্বগুণোদয় কালে পরম সুখদায়ি-দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে । বারংবার কৰ্ম্ম-সঙ্গ বশতঃ রজোগুণপ্রভাবে অধিক হইতে অধিকতর তৃষ্ণা ও লোভ বাড়িতে থাকে । আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানাদি উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ) উদ্ধৃৎ (উদ্ধৃলোকে) গচ্ছন্তি

নাভ্যং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

(গমন করেন) । রাজসঃ (রজোগুণযুক্ত পুরুষগণ) মধ্যে (মনুষ্যালোকে) তিষ্ঠন্তি (থাকেন) । জঘন্য গুণবৃত্তিহাঃ (নিকটগুণাবলী) তামসঃ (তমোগুণবিশিষ্ট পুরুষেরা) অধঃ (অধোগতি) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উর্দ্ধলোকে গমন করিয়া থাকেন, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যালোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তমোগুণবৃত্তিগণ অধস্তন লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কিঞ্চ-উদ্ধৃতিমিতি । উদ্ধৃৎ গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষুৎপদ্যন্তে সত্ত্বাঃ সত্ত্বগুণবৃত্তিহাঃ । মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যেষুৎপদ্যন্তে রাজসঃ । জঘন্যবৃত্তিহাঃ—জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চ জঘন্যগুণস্তমঃ । তস্য বৃত্তিনিদ্রালস্যাদিঃ । তস্মিন্ স্থিতা জঘন্য-গুণবৃত্তিহাঃ মুঢ়াঃ । অধো গচ্ছন্তি পশ্বাদিষুৎপদ্যন্তে তামসঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—উদ্ধৃ মিতি । সত্ত্বাঃ সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ । উদ্ধৃৎ গচ্ছন্তি সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্য-গন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । রাজসাস্ত তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি । মনুষ্যালোক এবোৎপদ্যন্তে । জঘন্যো নিকটন্তমোগুণঃ । তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ । তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি । তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিশ্রাদিষু নিরয়েষুৎপদ্যন্তে ॥ ১৮ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষগণ পুণ্যের ন্যূনাতিরেকানুসারে উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেবলোকসমূহে, রাজসবৃত্তিস্থিত পুরুষগণ পাপপুণ্যমিশ্রিত লোভতৃষ্ণাকুল মনুষ্যালোকে, এবং নিদ্রালস্যাদিযুক্ত তমোগুণপ্রধান পুরুষগণ পশ্বাদি অধোযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অথবা ঘোর নরকাদিতে গমন করে ॥ ১৮ ॥

অমর্যবোধিনী । যদা (যখন) দ্রষ্টা (জীব) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে) অন্যঃ (অন্যকে) কৰ্ত্তারং (কর্ত্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (না দেখে), গুণেভ্যঃ চ (ও ত্রিগুণ হইতে) পরং (অতীত) [আত্মাকে] বেত্তি (জানিতে পারে) তদা (তখন সঃ (সেই জীব) মন্তাবম্ (ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে সময়ে দ্রষ্টা জীব সত্ত্বাদিগুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করে, ও আত্মাকে গুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই সময়ে ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

গুণানেনাতনতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাদুঃখবিমুক্তোহমৃতমশ্ন তে ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । পুরুষস্য প্রকৃতিস্বরূপেণ মিথ্যাজ্ঞানেন যুক্তস্য ভোগ্যেযু গুণেষু সুখদুঃখমোহান্নকেষু সুখী দুঃখী মূঢ়োহহমস্মীত্যেবংরূপো যঃ সঙ্গস্তংকারণং পুরুষস্য সদসদ্যেযানি জন্মপ্রাপ্তিলক্ষণস্য সংসারস্যেতি সনাসেন পূর্বাধ্যায়ৈ যদুক্তং তদ্বিহ সঙ্গং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিগুণাঃ (গী ১৪।৫) ইত্যত আরভ্য গুণস্বরূপং গুণবৃত্তং স্ববৃত্তেন চ গুণানাম্ বন্ধকস্বং গুণবৃত্তনিবন্ধস্য চ পুরুষস্য যা গতিরিত্যেতৎ সর্বং মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমূলং বন্ধকারণং বিস্তরেণোক্তাধুনা সম্যগদর্শনান্মোক্ষো বক্তব্য ইত্যাহ ভগবান্—নান্যমিতি । নান্যং কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ কর্তারমন্যং যদা দ্রষ্টা বিদ্বান্ সন্মানুপশ্যতি । গুণা এব সর্বাবস্থাঃ সর্বকর্ষণাং কর্তার ইত্যেবং পশ্যতি । গুণেভ্যশ্চ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতং বেত্তি মন্তাবং মম ভাবং বাস্তুদেবস্বং বাস্তুদেবঃ সর্বমিত্যেবং পশ্যন্ স দ্রষ্টাধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চযুক্তোহানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি । যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোহন্যং কর্তারং নানুপশ্যতি । অপি তু গুণা এব কর্মাণি কুর্বন্তীতি পশ্যতি । গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মনং বেত্তি । স তু মন্তাবং বুদ্ধত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সঙ্গাদিগুণত্রয়ই অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি ও অহংকার), বহিঃকরণ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়), শরীর ও বিষয় আদি ভাবে (শব্দস্পর্শাদিরূপে) পরিণত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, এবং আত্মা কার্য্য ও গুণ এই উভয় হইতেই স্বতন্ত্র, এইরূপ যিনি বিদিত হইতে পারেন, তিনি বুদ্ধাজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধস্বরূপ হয়েন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজসমূহ) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (ত্রিগুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ কর্তৃক) রিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ সত্ত্বাদি গুণ পরিহার এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ অতিক্রম করিয়া জীব মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথমধিগচ্ছতীতি ? উচ্যতে—গুণানেনাতন ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ জন্ম-মৃত্যুজরাদুঃখৈঃ—জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ দুঃখানি চ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখানি তৈঃ—জীবনৌব রিমুক্তঃ সন্ বিদ্বানমৃতমশ্নুতে । এবং মন্তাবমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

কৈলিঈশ্বরীন্ গুণানেনাতনতাতো ভবতি প্রভো ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবৰ্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ গুণকৃতদৰ্শনর্থনিবৃত্ত্য কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—গুণানিতি । দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেমাং তে দেহসমুদ্ভবাঃ । তানেনতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভিষ্মিমুক্তঃ সন্মৃতমশ্নুতে পরমানন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনৌ। গুণত্রয় জন্ম-মরণের হেতু । যিনি এই গুণত্রয় পরিহার করিতে পারেন, তাঁহাকে জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না । গুণসম্বন্ধিজিত হইতে পারিলে জীব এই দেহসম্বন্ধেই পরমানন্দরূপ অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২০ ॥

অমর্যবোধিনৌ। অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন বলিলেন) । প্রভো (হে প্রভো!) কৈলিঈশ্বরীঃ (কি কি চিহ্নারা) [দেহী] এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (গুণত্রয়) অতীতঃ (মুক্ত) ভবতি (হন), কিমাচারঃ (কিরূপ আচার যুক্ত হন), কথং চ (ও কি প্রকারে) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (গুণত্রয়) অতিবৰ্ত্ততে (অতিক্রম করেন) ? ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অৰ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! যিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করেন, তাঁহার চিহ্ন কিরূপ? তিনি কিরূপ আচারবিশিষ্ট হইবেন? এবং কিরূপেই বা এই তিনগুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। জীবনৌব গুণানতীত্যাশ্রয়ত্বমশ্নুত ইতি প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জুন উবাচ—কৈরিতি । কৈলিঈশ্বরীচৈশ্বরীনেতান্ ব্যাখ্যাতান্ গুণানতীতোহতিক্রান্তো ভবতি প্রভো? কিমাচারঃ কোহস্যাচার ইতি কিমাচারঃ । কথং কেন চ প্রকারেণৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবৰ্ত্ততে? ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। গুণানেনাতনতীত্যাশ্রয়ত্বমশ্নুত ইত্যেতচ্ছব্দা গুণাতীতস্য-লক্ষণমাচারঃ গুণাত্যয়োপায়ং চ সম্যগ্ভুৎস্বরজ্জুন উবাচ—কৈরিতি । হে প্রভো কৈলিঈশ্বরীঃ কীদৃশৈরাশ্রয়ণ্যপনৈশ্চিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ । ক আচারোহস্যেতি কিমাচারঃ । কথং বৰ্ত্ততে ইত্যর্থঃ । কথং চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্যাশ্রয়ত্বমশ্নুত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনৌ। সৎসাদি গুণত্রয়ের উৎপত্তি, ক্রিয়া, ফল ও তদগুণবিযুক্ত পুরুষের মহিমা শ্রবণ করিয়া গুণপাশবিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগের বাসনা বলবতী হওয়ায় অৰ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গুণাতিক্রমপটু পুরুষের লক্ষণ কি? তাঁহারা যথেষ্টাচারী অথবা বিহিতাচারী? আর এই জন্মমৃত্যুর বীজরূপ গুণের অধিকার হইতে অব্যাহতি পাইতে

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।

ন দ্বৈষ্টী সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাণ্ডক্ষতি ॥ ২২ ॥

হইলে কি কি করিতে হয়? প্রভু ভূত্যের দুঃখনিবারক, সুখদাতা ও ইষ্টসিদ্ধিকারী। এই জন্য এখানে ভগবান্কে ভবদুঃখনিবারণকারী পরমসুখদাতা জানিয়া অর্জুন প্রভো” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) প্রকাশং চ (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ (ও প্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (ও মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (সমুদিত) [হইলে], [যিনি] ন দ্বৈষ্টী (দ্বৈষ করেন না), [এবং উহার] নিবৃত্তানি (নিবৃত্ত) [হইলে] ন কাণ্ডক্ষতি (আকাণ্ডক্ষা করেন না) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, প্রকাশরূপ জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বয়ং উদিত হইলে যিনি কখনও দ্বৈষ করেন না, এবং তাহাদের নিবৃত্তিরও আকাণ্ডক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২২ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্। গুণাতীতস্য লক্ষণং গুণাতীতত্বোপায়ং চার্জুনেন পৃষ্টোহস্মি-
 ঞ্জ্ঞোকে প্রশ্নস্বার্থং প্রতিবচনং ভগবানুবাচ। যতাবৎ কৈলিঙ্গৈর্যুজো গুণাতীতো ভবতীতি
 তচ্ছৃণু—প্রকাশমিতি। প্রকাশং চ সম্বন্ধার্থ্যম্। প্রবৃত্তিং চ রজঃকার্য্যম্। মোহমেব চ
 তমঃকার্য্যম্। ইত্যেতানি ন দ্বৈষ্টী সংপ্রবৃত্তানি সম্যগ্বিষয়ভাবেনোদ্ভূতানি। মম তামসঃ
 প্রত্যয়ো জাতস্তেনাহং মুচুঃ। তথা—রাজসী প্রবৃত্তির্মমোপনু। দুঃখাস্তিকা তেনাহং
 রজসা প্রবৃত্তিতঃ প্রচলিতঃ স্বরূপাং। কষ্টং মম বর্ততে যোহয়ং মৎস্বরূপাবস্থানাদ্ ভ্রংশঃ।
 তথা সাত্ত্বিকো গুণঃ প্রকাশায় মাং বিবেকিত্বমাপাদয়ন্ স্বখে চ সঞ্জয়ন্ বধ্যাতীতি তানি
 দ্বৈষ্ট্যসম্যগদর্শিত্বেন। তদেবং গুণাতীতো ন দ্বৈষ্টী সংপ্রবৃত্তানি। যথা চ সাত্ত্বিকাদি-
 পুরুষঃ সাত্ত্বিকাদিকার্য্যাণ্যাত্মানং প্রতি প্রকাশ্য নিবৃত্তানি কাণ্ডক্ষতি ন তথা গুণাতীতো
 নিবৃত্তানি কাণ্ডক্ষতীত্যর্থঃ। এতন্ পরপ্রত্যক্ষং লিঙ্গম্। কিং তহি? স্বাত্মপ্রত্যক্ষ-
 ত্বাদাত্মবিষয়মেবৈতল্লক্ষণম্। ন হি স্বাত্মবিষয়ং দ্বৈষমাকাণ্ডক্ষাং বা পরং পশ্যতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা (গী ২।৫৪) ইত্যাদিনা দ্বিতীয়ে-
 হধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্বিবশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য
 লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশং চেত্যাদিষড্ ভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশ-
 মিতি। প্রকাশং চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ (গী ১৪।১১) ইতি পূর্ব্বোক্তং সম্বন্ধার্থ্যম্।
 প্রবৃত্তিং চ রজঃকার্য্যম্। মোহং চ তমঃকার্য্যম্। উপলক্ষণমেতৎ সত্বাদীনাম্। সর্ব্বাণ্যপি
 কার্য্যাণি যথায়ং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি সন্তি দুঃখবদ্ধা যো ন দ্বৈষ্টী। নিবৃত্তানি চ
 সন্তি সুখবদ্ধা ন কাণ্ডক্ষতি। গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যদি কারণ উপস্থিত হইলে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াস্বরূপ প্রকাশ, অথবা রজোগুণ জন্য প্রবৃত্তি, কিংবা তমোগুণ প্রভাবে মোহ উদ্ভিত হয়, তবে তাহাতে দুঃখবোধে যিনি বিরক্ত হইবেন না, অথবা সুখার্থসাধন জন্য তত্ত্বাবলিবারণের চেষ্টা বা ইচ্ছাও করেন না ; অর্থাৎ যিনি গুণক্রিয়াসমূহকে স্বপ্নাদৃষ্ট অলীক ঘটনাবলীর ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানেন (স্বপ্নের শব্দকে শব্দ ও স্বপ্নের মিত্রকে মিত্র বলিয়া যিনি গ্রাহ্য করেন না), তিনি গুণাতীত পুরুষ । গুণাতীত পুরুষের এ লক্ষণ অন্তঃকরণের । তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্যে ইহা জানিতে পারেন না । এই জন্য এ লক্ষণকে স্বার্থ লক্ষণ বা স্ব-সংবেদ্য বলে । আর যে লক্ষণ দেখিয়া অন্যে বুঝিতে পারে, তাহা পরার্থ লক্ষণ বা পরসংবেদ্য নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী । যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (স্থিত) গুণৈঃ (গুণসমূহ কর্তৃক) ন বিচাল্যতে (বিচালিত হন না), গুণাঃ (গুণসমূহ) বর্তন্তে (স্বকার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে) ইত্যেবং (এইরূপে) যঃ (যিনি) অবতিষ্ঠতি (অবস্থিতি) করেন, [ও] ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি উদাসীনের ন্যায় স্থিত, সত্ত্বাদি গুণ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গুণপরাঙ্পরাযোগেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি ধীরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

শান্তরত্নাশ্রম । অথেন্দানীং গুণাতীতঃ কিমাচার ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ—উদাসীনবদিতি । উদাসীনবদ্ যথোদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে তথায়ং গুণাতীত-হোপায়মার্গেহবস্থিত আসীন আত্মবিদগুণৈর্যঃ সংন্যাসী ন বিচাল্যতে বিবেকদর্শনাবস্থাতঃ । তদেতৎ স্ফুটীকরোতি —গুণাঃ কার্য্যকরণবিষয়াকারপরিণতা অন্যোহন্যাস্মিন্ বর্তন্ত ইতি যোহবতিষ্ঠতি । ছন্দোভঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদপ্রয়োগঃ । যোহনুতিষ্ঠতীতি বা পাঠান্তরং নেঙ্গতে ন চলতি স্বরূপাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরশ্রামিকৃতটীকা । তদেবং স্বসংবেদ্যং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যস্যোত্তরমাহ—উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ । উদাসীনবৎ সাক্ষিতরাসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্যোগে ন বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যাব্যতে । অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্তন্তে । এতৈর্নাম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যন্তুযুগীমবতিষ্ঠতি । পরস্মৈপদমর্থ্যম্ । নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । Public Domain Digitized by eGangotri

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যানিন্দাসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

নহেন, যিনি আপনাকে সমস্ত ব্যাপারপ্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অবগত হয়েন, সুখ-দুঃখাদির উদয় হইলে যিনি কোন মতেই বিচলিত হয়েন না, গুণত্রয় আপনা-আপনিই সাধক ও বাধক ভাবে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক ভাবে এবং উপকার্য ও উপকারক ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছে, আত্মা সর্বদা নিলিপ্ত, এইরূপ জানিয়া যিনি দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থায় স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

অবয়ববোধিনী । (যিনি) সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট), স্বস্থঃ (স্বরূপে স্থিত), সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি), তুল্য-প্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ে যাঁহার তুল্য জ্ঞান), ধীরঃ (বুদ্ধিমান), তুল্যানিন্দাসংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দাতে ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । দুঃখ ও সুখ যাঁহার সমান, স্বরূপাবস্থায় যাঁহার স্থিতি, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি, প্রিয় ও অপ্রিয় এতদুভয়ই যাঁহার সমান, এবং নিজনিন্দাতে ও নিজস্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান, সেই ধীর পুরুষই গুণাতীত ॥ ২৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—সমদুঃখসুখ ইতি । সমদুঃখসুখঃ—সমে দুঃখসুখে যস্য স সমদুঃখসুখঃ । স্বস্থঃ স্ব আয়নি স্থিতঃ প্রসন্নাঃ । সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ—লোষ্ট্রং চাশ্মা চ কাঞ্চনং চ সমানি যস্য স সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ । তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ—প্রিয়ং চাপ্রিয়ং চ প্রিয়া-প্রিয়ে । তে তুল্যে সয়ে যস্য সোহয়ং তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ । ধীরো ধীমান্ । তুল্যানিন্দাসং-স্তুতিঃ—নিন্দা চাত্মসংস্তুতিশ্চ নিন্দাসংস্তুতী । তে তুল্যে যস্য যতেঃ স তুল্যানিন্দাসং-স্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । অপি চ—সমেতি । সমে দুঃখসুখে যস্য । যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ । অতএব সমানি লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনানি যস্য । তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখ-দুঃখেতুভূতে যস্য । ধীরো ধীমান্ । তুল্যা নিন্দা চাত্মনঃ সংস্তুতিশ্চ যস্য ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি সুখ ও দুঃখকে অনান্বস্বরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম জানিয়া তাহাতে উৎফুল্ল বা ম্লান হয়েন না, অর্থাৎ স্বপ্নবৎ উভয়কেই মিথ্যাবোধে উপেক্ষা করেন । বস্তুতঃ স্বাভ্রানন্দস্বরূপে স্থিতি করিলে সুখদুঃখরূপ বৈষম্যবুদ্ধির আদৌ উদয়ই হয় না । লোভ ও তৃষ্ণাবজ্জিত হওয়ায় যাঁহার লোষ্ট্র, পাষণ্ড ও কাঞ্চনে ভেদবুদ্ধি নাই ; আত্মজ্ঞান জন্য যাঁহার নিজ হিত বা অহিত দৃষ্টির অভাব হওয়ায় হিতকারী ব্যক্তি প্রিয় ও অহিতকারী ব্যক্তি অপ্রিয় এই বিষম বুদ্ধির নাশ হইয়াছে, গুণ-দোষের স্তুতি-নিন্দা যিনি আত্মাতে আরোপ করেন না, এবং যিনি সদাই আভ্রানন্দে একরস-বিদ্যমান, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীত্যতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

অর্থবোধিনী । মানাপমানয়োঃ (মানে বা অপমানে) [যিনি] তুল্যঃ (সমভাবাপন্ন), মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্র ও শত্রুপক্ষে) তুল্য (সমজ্ঞানবিশিষ্ট), [এবং] সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বপ্রকার উদ্যমত্যাগী) সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহার মান ও অপমানে সমান বোধ, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ যাঁহার উভয়ই তুল্য, এবং যিনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৫ ॥

শাকরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—মানাপমানয়োঃ। মানাপমানয়োস্তুল্যঃ সমো নিষ্ণিকারঃ। তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। যদ্যপুদাসীনা ভবন্তি কেচিৎ স্বাভিপ্রায়েণ তথাপি পরাভিপ্রায়েণ মিত্রারিপক্ষয়োঃ ভবন্তীতি তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি কৰ্ম্মণ্যারম্ভান্ত ইত্যারম্ভাঃ। সর্ব্বানারম্ভান্ পরিত্যজুঃ শীলমস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। দেহধারণমাত্রনিমিত্তব্যতিরেকেণ সর্ব্বকৰ্ম্মপরিত্যাগী-তর্ঘ্যঃ। গুণাতীতঃ স উচ্যতে। উদাসীনবদিত্যাदि গুণাতীতঃ স উচ্যত ইত্যেতদন্তমুক্তং যাবদ্যত্নসাধ্যং তাবৎ সংন্যাসিনোহনুষ্ঠেয়ম্। গুণাতীতত্বসাধনং মুমুক্শোঃ স্থিরীভূতং তু স্বসংবেদ্যং সৎগুণাতীতস্য যত্নেৰ্লক্ষণং ভবতীতি ॥ ২৫ ॥

ঐখরস্বামিকৃতটীকা । অপি চ—মানেতি। মানেহপমানে চ তুল্যঃ। মিত্র-পক্ষেহরিপক্ষে চ তুল্যঃ। সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যজুঃ শীলং যস্য সঃ। এবং ভূতচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি সৎকারে ও তিরস্কারে, আদরে ও অনাদরে, মান ও অপমান বোধ করিয়া হুট ও ক্লিষ্ট হয়েন না, যিনি মিত্র ও শত্রু উভয়ের প্রতিই উদাসীন অর্থাৎ যাঁহার মিত্রের প্রতি আদর ও শত্রুর প্রতি ঘেঘ নাই, যিনি একজনের প্রতি অনুগ্রহ ও অপরের প্রতি নিগ্রহ করেন না, এবং লৌকিক বা বৈদিক কোন কার্যার্থই যাঁহার উদ্যোগ ও চেষ্টা নাই, কেবল দেহযাত্রানিব্বাহার্থ ভিক্ষাটনাদি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, সেই তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিই গুণাতীত ॥ ২৫ ॥

অর্থবোধিনী । যঃ চঃ (এবং যিনি) যাম্ (আমাকে) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক) ভক্তিয়োগেন (ভক্তিয়োগ সহ) সেবতে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) এতান্ (এই সকল) গুণান্ (গুণসমূহ) সমতীত্য (অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাব-লাভে) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।

শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখাস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগে নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ । যিনি আমাকে অনন্যভক্তিযোগ সহ সেবা করেন,
তিনি পূর্বোক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভে সমর্থ হয়েন ॥ ২৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অধুনা কথং চ ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে (গী ১৪।২১) ইতি প্রশ্নস্য
প্রতিবচনমাহ—মাং চেতি । মাং চেশ্বরং নারায়ণং সর্বভূতহৃদয়াশ্রিতং যো যতিঃ কক্ষী বা
অব্যভিচারেণ ন কদাচিদ্যো ব্যভিচরতি তেন ভক্তিযোগেন—ভজনং ভক্তিঃ সৈব যোগঃ ।
তেন ভক্তিযোগেন সেবতে । স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ যথোক্তান্ বুদ্ধভূয়ায়—ভবনং ভূয়ঃ
(ভূয়ঃ ?) । বুদ্ধভূয়ায় বুদ্ধভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ইতি ? অস্য প্রশ্নস্যোত্তর-
মাহ—মাং চেতি । চশব্দোহবধারণার্থঃ । মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণৈকান্তেন ভক্তি-
যোগেন যঃ সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য বুদ্ধভূয়ায় বুদ্ধভাবায়মোক্ষায়
কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি সর্বান্তর্যামী ভগবান্কে অকপট ভক্তি সহ ভজনা করেন,
অর্থাৎ যিনি তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া ভগবদ্ভজনা করিয়া
থাকেন, সেই ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি গুণত্রয়ের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বুদ্ধপদ লাভ করিতে
পারেন । ভক্তিমানের মুক্তি করতলস্থ । পরম ভক্ত ব্যক্তিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৬ ॥

অনুবোধিনী । হি (যেহেতু) অহং (আমি—বাসুদেব) অমৃতস্য (অমৃতস্বরূপ),
অব্যয়স্য চ (ও অব্যয়স্বরূপ), শাশ্বতস্য (শশ্বৎস্বরূপ—শাশ্বত) ধর্মস্য চ (ও ধর্মস্বরূপ),
ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ (এবং অব্যভিচারি সুখস্বরূপ) বুদ্ধাং (বুদ্ধভাবের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)
॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । যেহেতু আমি (বাসুদেব) অমৃতস্বরূপ ও অব্যয়-
স্বরূপ, আমি শাশ্বত ও ধর্মস্বরূপ এবং আমি অব্যভিচারি-সুখস্বরূপ ব্রহ্ম,
[আমাকে ভক্তি করিলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে] ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কুত এতদिति ? উচ্যতে—বুদ্ধাং ইতি । বুদ্ধাং পরমাত্মনো হি
যস্য প্রতিষ্ঠাহম্ । প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠা । অহং প্রত্যগাত্মা । কীদৃশস্য বুদ্ধাং ?

অমৃতস্যাবিনাশিনঃ। অব্যয়স্যাবিকারিণঃ। শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য। ধর্মস্য ধর্মজ্ঞানস্য। জ্ঞানযোগধর্মপ্রাপ্যস্য সুখস্যানন্দরূপস্য। ঐকান্তিকস্যাব্যভিচারিণঃ। অমৃতাদিশুভাবস্য পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মনঃ। প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা সম্যগ্জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীযতে। তদেতদ্বুদ্ধভূয়ায় কল্পতে (গী ১৪।২৬) ইত্যুক্তম্। যয়া চেশ্বরশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহাদি-প্রয়োজনায় বুদ্ধ প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ততে সা শক্তিবুদ্ধৈবাহম্। শক্তিশক্তিমতোরনন্যত্বা-দিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা বুদ্ধশব্দ বাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং বুদ্ধ। তস্য বুদ্ধণো নির্বিকল্প-কোহহমেব—নান্যঃ—প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ। কিংবিশিষ্টস্য? অমৃতস্যামরণধর্মকস্য। অব্যয়স্য ব্যয়রহিতস্য। কিঞ্চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য। সুখস্য তজ্জনিতসৌকান্তিকসৌকান্তনিত্যস্য চ প্রতিষ্ঠাহমিতি বর্ততে ॥ ২৭ ॥

ইতি শাকুরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—বুদ্ধণো হীতি। হি যস্মাদ্বুদ্ধণোহহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা। যনীভূতং বুদ্ধৈবাহম্। যথা যনীভূতঃ প্রকাশএব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ তথাব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ। তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বলক্ষণত্বাৎ। তথৈকান্তিকস্যাখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহম্ পরমানন্দৈক-রূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনো মন্তাবস্যাবশ্যজ্ঞাবিত্বাদ্ যুক্তমেবোক্তং বুদ্ধভূয়ায় কল্পত ইতি ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গ প্রসঞ্জিতভবাবুধিম্।

সুখং তরতি মন্তল ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত্যঃ ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং

গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনো। বাসুদেবই ‘তত্ত্বমসি’ (ক) মহাবাক্যের “তৎ” পদবাচ্যার্থ উৎপত্তি, স্থিতি লয়ের কারণ মায়াবিশিষ্ট সোপাধিক বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা এবং বাসুদেবই নিরূপাধিক বুদ্ধের লক্ষ্যার্থ স্বরূপ। বাসুদেব যে বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ, সেই “তৎ” পদবাচ্য বুদ্ধ বিনাশবর্জিত, অব্যয় অর্থাৎ বিপরীণামরহিত, তিনি শাশ্বত বা অপক্ষয়শূন্য, তিনি নির্বিকার, তিনি সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ ও তিনি নির্মল আনন্দস্বরূপ। বুদ্ধাও ভগবান বাসুদেবকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

“একস্ত্রমাস্ত্রা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।

নিত্যোহক্ষরোহজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোহদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ॥”

হে ভগবন্। তুমি সর্বত্র একস্বরূপ, সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ, সর্ব শরীরে তুমিই স্থিতি করিতেছ, তুমি নিত্যকাল বিদ্যমান, তুমি সত্যস্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ, তুমি অন্তবিবর্জিত, তুমি আদ্য, নিত্য, অক্ষর, সর্বব্যাপক ও অজ্ঞানাজ্ঞনরহিত, তুমি সর্বত্র পরিপূর্ণ, অদ্বয় ও উপাধি-বিহীন এবং তুমি অমৃতস্বরূপ। ভগবান বাসুদেবই পরমবুদ্ধস্বরূপ। তাঁহাকে যে ভাবে হউক,

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭।

অব্যভিচারিণী ভক্তি সহ সেবা করিলে জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । “বুদ্ধাণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” ইহার অন্যরূপ অর্থও হয় ; যথা—বুদ্ধাশ্বেদে বেদ, আমি বেদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ অর্থাৎ বেদ আমারই বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছে ; যথা শ্রুতি—“সর্বে বেদা যৎপদমা-মনন্তি” (ক)—কল্প উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডময় ঋগাদি সমস্ত বেদই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে বুদ্ধস্বরূপ পদেরই বর্ণনা করিয়াছেন । এই বেদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি, তিনি নিশ্চয়ই পরমধাম প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণই সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলিয়া ভগবান্ নিজ নিত্য স্বরূপের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাঁহার স্থূলবিকাশও তদ্বতঃ চিন্ময় (কেননা, বুদ্ধাতিরিক্ত অন্য কিছুই পৃথক্ সত্তা নাই), তবে দেশকাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন চক্ষুতে তাঁহার চি্দ্ৰশন স্বরূপও জড়ময়ই প্রতীত হইয়াছিল অনন্যভক্তিতে তাঁহার চিন্ময় স্বরূপে সমাধি করিতে পারিলে সাধক নিত্য সুখ লাভ করিয়া থাকেন। “যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নান্নে সুখমস্তুি”—অসীম সত্তাতেই অনন্ত সুখ পাওয়া যায়, সঙ্গীমভাবে(ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে) প্রকৃত সুখ নাই। বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির অতীত আত্মায় সমাধি দ্বারা ত্রিগুণাতীত হইতে পারিলে বুদ্ধস্বরূপতা লাভ হয়, তাহাই মুক্তি বা শান্তি-সুখ। (গীঃ সংঃ ৫অ। ২৯, ৭অ। ৩ দ্রষ্টব্য)।

“রূপের নাই যে আদি শেষ, এ রূপ স্বরূপের বিশেষ
যেন অরূপগাছে রূপের লতা জড়িত এ বেশ।”

—পরিবাজকের সঙ্গীত ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত
গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ ।

উদ্ধৃমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অনুবোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) । উদ্ধৃমূলম্ (উদ্ধৃদিকে যাহার মূল) অধঃশাখম্ (অধোদিকে যাহার শাখা) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অশ্বখং (শ্বঃ=কল্য ঞ্ছা=থাকা, কালও থাকিবে এইরূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ; অশ্বখরূপ সংসার) [শ্রুতিসমূহ] প্রাহুঃ (বলেন) ; ছন্দাংসি (বেদসকল) যস্য (যাহার) পর্ণানি (পত্ররাশি), তং (তাহাকে) যঃ (যিনি) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদবেত্তা) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই সংসাররূপ অশ্বখবৃক্ষের মূল উদ্ধৃদিকে ও শাখা-অধোদিকে, ইহা অব্যয়, ও কৰ্ম্মকাণ্ডরূপ বেদ ইহার পত্র । যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে বিদিত আছেন, তিনি বেদবেত্তা ॥ ১ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । যস্মান্মদধীনং কস্মিণাং কৰ্ম্মফলং জ্ঞানিনাং চ জ্ঞানফলমতো ভক্তিয়োগেন মাং যে সেবন্তে তে মৎপ্রসাদাজ্ জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণ গুণাতীতা মোক্ষং গচ্ছন্তি । কিমু বক্তব্যমান্ননস্তত্ত্বং সম্যগ্বিজানন্ত ইতি । অতো ভগবান্জুনেনাপৃষ্টমপ্যান্ননস্তত্ত্বং বিবন্ধুরুবাচ—উদ্ধৃমূলমিত্যাদি । তত্র তাবদ্বৃক্ষরূপকল্পনয়া বৈরাগ্যাহেতোঃ সংসার-স্বরূপং বর্ণয়তি । বিরক্তস্য হি সংসারান্তগবন্তজ্ঞানেহধিকারঃ । নান্যস্যেতি । উদ্ধৃ-মূলমিতি—উদ্ধৃমূলং কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বান্নিত্যত্বান্মহত্বাচ্চোদ্ধৃমুচ্যতে ব্রহ্মাব্যক্ত-মায়াশক্তিময়ং । তন্মূলমস্যেতি । সোহয়ং সংসারবৃক্ষ উদ্ধৃমূলঃ । শ্রুতেশ্চ—উদ্ধৃ-মূলোহবাক্শাখ এষোহশ্বখঃ সনাতন ইতি (ক) পুরাণে চ—

অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোহধিতঃ । বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ । মহা-ভূতবিশাখশ্চ বিষয়েঃ পত্রবাংস্তথা । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মস্পৃশুশ্চ স্তম্ভদুঃখফলোদয়ঃ ॥ আজীব্যঃ সৰ্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ । এতদ্ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মাচরতি নিত্যশঃ ॥ এতচ্ছিত্রা চ ভিত্তা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা । ততশ্চাত্তরতিং প্রাপ্য তস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ॥ (খ) ইত্যাদি ।

তমুদ্ধৃমূলং সংসারং মায়াময়ং বৃক্ষমধঃশাখম্ । মহদঙ্কারতন্মাত্রাদয়ঃ শাখা ইবাস্যাধো ভবন্তীতি সোহয়মধঃশাখঃ । তমধঃশাখম্ । ন শ্লোহপি স্বাতেত্যশ্বখঃ । তং ক্ষণপ্রবং-সিনমশ্বখং প্রাহুঃ কথয়ন্তি শ্রুতিবাদা অব্যয়ম্ । সংসারমায়ায়া অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎসোহয়ং সংসারবৃক্ষোহব্যয়ঃ । অনাদ্যনন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়ো হি স্পৃশুসিদ্ধঃ । তমব্যয়ম্ । তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যেদমন্যদ্বিশেষণং—ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি । ছন্দাংসি—ছাদনাদৃগৃযজুঃ—

(ক) কঠোপনিষৎ, ৬।১।

(খ) মহাভারত, অশ্বমেধিক পৰ্ব—৪৭।১২-১৫ ॥

সামলক্ষণানি যস্য সংসারবৃক্ষস্য পর্ণানীৰ পর্ণানি । যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি তথা
বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মতদ্বৈতফলপ্রকাশনার্থাঃ । যথাব্যাখ্যাতং সংসার-
বৃক্ষং সমূলং যন্তং বেদ স বেদবিৎ । বেদার্থবিদিত্যর্থঃ । ন হি সমূলাৎ সংসারবৃক্ষাদসমাজ্জ-
জ্ঞেয়োহন্যোহণুমাত্রোহপ্যবশিষ্টোহস্তুি । অতঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ স যো বেদ স বেদার্থবিদিতি ।
যস্মাৎ সংসারবৃক্ষে সমূলে সৰ্ব্বং জ্ঞেয়মন্তৰ্ভবতীতি তস্মাৎ সমূলসংসারবৃক্ষজ্ঞানং
স্তোতি ॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্ ।

বৈরাগ্যোপেক্ষতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেহদিগং ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবত ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমে-
কান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন বৃক্ষভাবো ভবতীত্যুক্তম্ । ন চৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং
বাবিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সাক্ষশ্লোকাত্যাং
সংসারস্বরূপং বৃক্ষরূপকালক্ষারেণ বর্ণয়ন্ ভগবানুবাচ—উদ্ধৃমূলমিতি । উদ্ধৃমূলমঃ ক্রা-
ক্রাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্ । অথ ইতি ততোহৰ্ব্বাচীনাঃ কার্যোপাধয়ো
হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে । তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তম্ । বিনশ্বরত্বেন শূঃ প্রভাত-
পর্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হদ্বাদশ্বখং প্রাহঃ । প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ং চ
প্রাহঃ । উদ্ধৃমূলোহবাক্ষাখ এষোহশ্বখঃ সনাতন ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ (ক) । ছন্দাংসি
বেদা যস্য পর্ণানি—ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ চ্ছায়াস্থানীয়ৈঃ কৰ্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য
সৰ্ব্বজীবাত্মীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ । যন্তমেবন্তুতমশ্বখং বেদ স এব
বেদার্থবিৎ । সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরঃ । বৃক্ষাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ । স চ
সংসারবৃক্ষে বিনশ্বরঃ । প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ । বেদোক্তৈঃ কৰ্ম্মভিঃ সেব্যতামাপা-
দিতশ্চ । ইত্যেতাবানেন হি বেদার্থঃ । অতএব বিদ্বান্ বেদবিদিত স্তুয়তে ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণ, গুণের ক্রিয়া ও গুণাতীত হইয়া কিরূপে
জীব মুক্তি লাভ করে, তাহা কথিত হইয়াছে । আবার পরিশেষে ইহাও উক্ত হইয়াছে
যে, অনন্য উপাসনাশীল ভগবদ্ভক্তও ভক্তিযোগে গুণগ্রাম অতিক্রম করিয়া বৃক্ষপদ লাভ
করিয়া থাকেন । সেই জ্ঞান ও অনন্য ভক্তি যে বৈরাগ্য ব্যতীত উদিত হয় না, তাহাই
কথিত হইতেছে ; এবং মনুষ্যবৎ বাসুদেব “আমিই বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা” কিরূপে বলিলেন
অর্জুনের এরূপ সংশয় না হয়, তাহারও ইঙ্গিত করা হইতেছে ।

স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট বৃক্ষকেই “উদ্ধৃ” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—এই
উদ্ধৃরূপ বৃক্ষই সংসাররূপ ভ্রমের অধিষ্ঠানভূমি । পশ্চাদুৎপন্ন কার্যরূপ উপাধিযুক্ত
হিরণ্যগর্ভাদি শাখাদি রূপে গৃহীত হইয়াছেন । যে বস্তু পরে থাকিবে এরূপ বিশ্বাস
নাই, তাহাই অশ্বখ । বৃক্ষই এই বৃক্ষের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, এইজন্য উহা “উদ্ধৃমূল” ।
হিরণ্যগর্ভাদি কার্য কলাপ ইহার শাখা, এই জন্য ইহা “অধঃশাখ” । এই সংসাররূপ

অধশ্চাঙ্কুং প্রসৃতান্তস্য শাখা

গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।

অধশ্চ মূলানুসন্ততানি

কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥ ২ ॥

বৃক্ষ অনাদি অনন্ত প্রবাহ দেহাদির আশ্রয়, এইজন্য ইহা “অব্যয়” । ধর্মাধর্মের প্রতি-
পাদক কর্মকাণ্ডযুক্ত বেদ এই বৃক্ষের পত্র । জীবের আত্মজ্ঞান উদয় হইলে এ বৃক্ষের
পত্রগুলি ঝরিয়া পড়ে, কার্যরূপ শাখা বিগুণ হইয়া যায়, এবং মায়াযুক্ত বৃক্ষমূল উৎপাটিত
হয় । মায়ায় সংসারের এই নিগূঢ় তত্ত্ব যিনি বিদিত করেন, তিনিই প্রকৃত বেদবেত্তা ॥ ১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । “উদ্ধৃ মূলোহবাক্শাখ এষোহশ্বখঃ সনাতনঃ” (কঠশ্রুতি ৬।১ ।)
এই অনাদিকালসিদ্ধ সংসাররূপ অশ্বখ (আগামী দিবস পর্য্যন্তও যাহার স্থায়িতার নিশ্চয়তা
নাই) বৃক্ষের মূল বা আদি কারণ সর্বোচ্চ গুণগুণ বৃদ্ধ, এবং ইহার বিবিধ শাখা স্বর্গ,
মর্ত্য ও নরক পর্য্যন্ত অধোদিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১ ॥

অনুবোধিনী । তস্য (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে বদ্ধিত)
বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়রূপপল্লবযুক্ত) শাখাঃ (শাখা) অধঃ উদ্ধৃং চ (নিম্নে ও উদ্ধৃ ভাগে)
প্রসৃতাতাঃ (বিস্তৃত) ; মনুষ্যালোকে (মর্ত্যালোকে) কর্মানুবন্ধীনি (ধর্মাধর্মরূপ কর্মের প্রসূতি),
মূলানি (মূলসমূহ) অধঃ চ (নিম্নদিকেও) অনুসন্ততানি (পরে বিস্তৃত হইয়াছে) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই সংসাররূপ বৃক্ষের শাখা নিম্ন ও উর্দ্ধে বিস্তৃত ।
সত্ত্বাদি গুণে বৃক্ষের পুষ্টি । শব্দাদি বিষয় তাহার পল্লব । বাসনারূপ মূল
নিম্নে ও উপরে অনুসৃত । এই বাসনা মনুষ্যদেহে পুণ্য-পাপের জনক
হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্য । অসৌব সংসারবৃক্ষস্যাপরাবয়বকল্পনোচ্যতে—অধ ইতি ।
অধো মনুষ্যাদিত্যো যাবৎ স্বাবরম্ । উদ্ধৃং চ যাবদ্বৃক্ষণো বিশৃঙ্খলো ধামেত্যেতদন্তঃ
যথাকর্ম যথাস্রুতং স্থানকর্ম ফলানি তস্য বৃক্ষস্য শাখা ইব শাখাঃ প্রসৃতাতাঃ প্রগতাতাঃ । গুণপ্রবৃদ্ধাঃ
—গুণৈঃ সম্বরজন্তমোভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্থলীকৃত*উপাদানভূতৈঃ । বিষয়প্রবালাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ
প্রবালা ইব দেহাদিকর্মফলেভ্যঃ শাখাভ্যোহঙ্কুরীভবন্তীব । তেন বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ ।
সংসারবৃক্ষস্য পরমমূলমুপাদানং কারণং পূর্বমুক্তম্ । অথেনানীং কর্মফলজনিতরাগদ্বेषা
দিবাসনা লালানীব ধর্মাধর্মপ্রবৃত্তিকারণান্যবাস্তবভাবীনি তান্যধঃ দেহাদ্যপেক্ষয়া মূলান্যানুস-
ন্ততান্যানুপ্রবিষ্টানি । কর্মানুবন্ধীনি—কর্ম ধর্মাধর্মলক্ষণম্ । অনুবন্ধঃ পশ্চাত্তাবী । যেযামুদ্ভু-
তিমনুদ্ভবতীতি তানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে বিশেষতঃ । অত্র হি মনুষ্যাণাং
কর্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

ন রূপমস্মৈ তথোপলভ্যতে

নাস্তা ন চাদিন চ সংপ্রতিষ্ঠা ।

অশ্বখামেনং স্তবিরুচমূল-

মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অধশ্চেতি । হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাঃ । তেষু চ যে দুর্কৃতিনশ্চেহধঃ পশ্বাদিয়োনিষু প্রসূতা বিস্তারং গত্যাঃ । সূকৃতিনশ্চোদ্ধং দেবাদিয়োনিষু প্রসূতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ । কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভিজলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ । কিঞ্চ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ । প্রশাখাস্থানীয়াভিরিদ্ভিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ । কিঞ্চ—অধশ্চ—চশব্দাদুদ্ধং চ । মূলান্যনুসন্তানি বিরুটানি । মুখ্যং মূলমীশ্বর এব । ইমানি ত্ববাস্তরমূলানি তত্তত্তোগবাসনালক্ষণানি । তেষাং কার্যমাহ—মনুষ্যালোকে কর্ম্মানুবক্ষীণীতি । কঠোরবানুবন্ধ্যন্তরকালভাবি যেষাং তানি । উদ্ধাধোলোকেষু প-ভুক্ততত্তত্তোগবাসনাদিভিহি কর্ম্মক্ষেপে মনুষ্যালোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি । তস্মিন্নোব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেযু লোকেষু । অতো মনুষ্যালোক ইত্যুক্তম্ । ॥ ২ ॥

গীতार्थসন্দীপনী। পূর্বশ্লোকে হিরণ্যগর্ভাদি শাখা বলিয়া কথিত হইয়াছেন । এ শ্লোকে উহা আরও বিশেষরূপে উক্ত হইতেছে । দুর্কৃতিযুক্ত জীবগণে এই সংসার বৃক্ষের শাখা নিম্নদিকে প্রসারিত, অর্থাৎ পশ্বাদি নীচ দেহে তাহাদের গতি হইবে ধর্ম্মাত্মা জীবসমূহে শাখা উদ্ধদিকে প্রসারিত, অর্থাৎ সংকর্ষণগুণে তাঁহারা পরিণামে দেবযোনি লাভ করিবেন । ত্রিগুণরূপ জলে সিল্প হইয়া বৃক্ষ বিলক্ষণ পুষ্ট হইতেছে । ইহার শাখা উদ্ধে বৃক্ষলোকে ও নিম্নে মনুষ্য-পশু-পক্ষী-বৃক্ষ-নারকীয় দেহাদি পর্য্যন্ত প্রসারিত । শাখার অগ্রভাগে ইন্দ্రిয়াদিভোগ্য শব্দাদিবিষয়রূপ কোমল পল্লব সফুরিত হইতেছে । মায়াবিশিষ্ট বৃক্ষের সত্তা এই বৃক্ষের প্রধান মূল হইলেও বাসনাজাল ইহার অবাস্তর মূল । বাসনা দ্বারাই রাগ-দ্বेषাদি বশতঃ জীব ধর্ম্মাধর্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং তজ্জন্য ফলভোগার্থ জীবের দেহাদির অনন্ত প্রবাহ চলিয়া থাকে । এই বাসনা জীবকে কর্ম্ম-প্রভাবে কখন উদ্ধে স্বর্গে ও কখন বা অধস্তন মহানরকে লইয়া যায় ॥ ২ ॥

অশ্বয়বেধিনী। ইহ (এই সংসারে) অস্য (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) ন উপলভ্যতে (জানা যায় না), তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ (না অন্ত) ন চ আদিঃ (না আদি) ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (না স্থিতি) [জানা যায়] । এনম্ (এই) স্তবিরুচমূলম্ (স্তবিরুচমূল) অশ্বখং (সংসাররূপ অশ্বখ বৃক্ষকে) দৃঢ়েন (তীব্র) অসঙ্গশস্ত্রেণ (বৈরাগ্যরূপশস্ত্র দ্বারা) ছিত্বা (ছেদন করিয়া) [বৃক্ষকে জানিতে হয়] ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসারবাসী প্রাণিগণ, এই সংসাররূপ বৃক্ষের কি প্রকার রূপ, ইহার আদি কোথায়, অন্ত কোথায় এবং মধ্য কোথায়—তাহার

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং

যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।

তামেব চাত্তং পুরুষং প্রপাদে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

কিছুই জানে না। তীব্রবৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা এই স্ফুটমূল সংসাররূপ অশ্বখবৃক্ষকে ছেদন করিয়া [ব্রক্ষকে জানিতে হয়] ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। যন্তুয়ং বর্ণিতঃ সংসারবৃক্ষঃ—ন রূপমিতি । রূপমস্যেহ যথোপ-
দশিতং তথা নৈবোপলভ্যতে । স্বপ্নমরীচ্যাদকমায়াগন্ধর্বনগরসমত্বাৎ । দৃষ্টনষ্টস্বরূপো
হি স ইতি । অত এব নাস্তো ন পর্যাস্তো নিষ্ঠা সমাপ্তির্বা বিদ্যতে । তথা ন চাদিঃ ।
ইত আরভ্যায়ং প্রবৃত্ত ইতি ন কেনচিদবগম্যতে । ন চ সংপ্রতিষ্ঠা—স্থিতির্লভ্যমস্য ন
কেনচিদুপলভ্যতে । অশ্বখমেনং যথোক্তং স্ফুরিতমূলং—স্ফুটং বিরূঢ়ানি বিরোহং গতানি
মূলানি यस্য তমেনং স্ফুরিতমূলম্ । অসঙ্গশস্ত্রেণ—অসঙ্গোহসঙ্গতা পুত্রবিত্তলৌকৈষণা-
দিভ্যে ব্যুধানম্ । তেনাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন পরমাত্মাভিমুখ্যনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃপুন-
র্বিবেকাভ্যাসাশুনিশিতেন । ছিদ্ৰা সংসারবৃক্ষং সবীজমুদৃত্য ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ন রূপমিতি । ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য
সংসারবৃক্ষস্য তথোক্তমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে । ন চাস্তোহবসানমপর্যন্তত্বাৎ
ন চাদিরনাদিত্বাৎ । ন চ সংপ্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ । কথং প্রতিষ্ঠীতি নোপলভ্যতে । যস্মা-
দেবন্তুতোহয়ং সংসারবৃক্ষে দুরূছেদোহনর্থকরশ্চ তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ
ছিদ্ৰা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ—অশ্বখমেনমিতি সাক্ষেন । এনমশ্বখং স্ফুরিতমূলমত্যন্তং
বদ্ধমূলং সন্তম্ । অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যমহংমতাত্যাগঃ । তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েণ সম্যগ্বিচারেণ
ছিদ্ৰা পৃথক্কৃত্য ॥ ৩ ॥

গীতর্থসন্দীপনী। অবিদ্যার অনন্ত ধারার মূলভূমি সংসারপাশ হইতে জীব কিরূপে
নিস্তার পাইবে, এক্ষণে ভগবান্ তাহাই কহিতেছেন । সংসারবিমুক্ত জীবগণ অজ্ঞানতা
বশতঃ এই সংসাররূপ অশ্বখের আদ্যন্তমধ্যরূপ বৃক্ষসত্তাকে জানিতে পারে না । যেমন
অগাধমহাসাগরগর্ভস্থ মৎস্য সাগরের সীমা দেখিতে পায় না, সেইরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াতে
বিমোহিত জীব যদিকে দেখে সেই দিকেই সংসার ভিন্না আর কিছুই দেখিতে পায় না ।
বিবেকবিচার দ্বারা ইহাকে মৃগতৃষ্ণা বা গন্ধর্বনগরাদির ন্যায় দৃষ্ট ও নষ্ট (যাহা দেখিতে
দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়) জানিয়া বিষয়সঙ্গলিপ্সা পরিত্যাগপূর্বক তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন
করিতে পারিলেই এই মিথ্যা সংসাররূপ বৃক্ষ উন্মূলিত হইয়া যায়, এবং তদধিষ্ঠান স্বরূপ
সংপদার্থ বৃক্ষের উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ততঃ (তদন্তর) তৎপদং (সেই পদ) পরিমার্গিতব্যং
(অনুেষ্য—জ্ঞাতব্য), যস্মিন্ (যাহাতে) গতাঃ (প্রবিষ্ট) [কেহ] ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন

নিবর্তন্তি (প্রত্যাবর্তন করে না), যতঃ (যাহা হইতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসারগতি) প্রস্বতা (বিস্তৃত হইয়াছে), [আমি] তন্ম্ এষ চ (সেই) আদ্যাং (আদি) পুরুষং (পুরুষকে) প্রপদ্যে (শরণরূপে গ্রহণ করিতেছি) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জন্ম হয় না, যাঁহার দ্বারা এই সংসারপ্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষেরই শরণাগত হই, এই বলিয়া তদনন্তর তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। তত ইতি। ততঃ পশ্চাৎ পদং বৈষ্ণবং তৎ পরিমাণিতব্যং। পরিমার্গণমন্বেষণং। জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টা ন নিবর্তন্তি নাবর্তন্তে ভুয়ঃ পুনঃ সংসারায়। কথং পরিমাণিতব্যমিতি? আহ—তমেব চ যঃ পদশব্দেনোক্তঃ। আদ্যমাদৌ ভবং পুরুষং প্রপদ্য ইত্যেবং পরিমাণিতব্যং তচ্ছরণতয়েত্যর্থঃ। কোহসৌ পুরুষ ইতি? উচ্যতে—যতো যস্মাৎ পুরুষাৎ সংসারমাবৃন্ধপ্রবৃত্তিঃ প্রস্বতা নিঃস্বতা। ঐন্দ্রজালিকাদিব মায়া। পুরাণী চিরন্তনী ॥ ৪ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা। তত ইতি। ততস্তস্য মূলভূতং তৎ পদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমাণিতব্যমন্বেষ্যম্। কীদৃশং? যস্মিন্ গতা যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্তন্তি। নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমেবাহ—তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রস্বতা বিস্বতা। তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি। ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যান্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সাধক সঙ্গুরুর নিকট হইতে “তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্” (ক) বৃদ্ধপদের সারতত্ত্ব অবগত হইয়া অনন্য ভক্তি সহ অবিদ্যা মায়া বিস্তারের মূল ও মুক্তিদাতা ভগবানের চরণে শরণ লইবার জন্য তৎপদ অন্বেষণ করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—“সোহন্বেষ্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” (খ)—সেই পরব্রহ্মবেই অন্বেষণ করিবে ও তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। ধীবর এক স্থান হইতে চক্রাকার জাল নিক্ষেপ করে; জলাশয়ের যত গুলি মৎস্য সেই জালের ভিতরে আসিয়া পড়ে, সকল গুলিই ধৃত ও হত হয়; কিন্তু যে মৎস্যগুলি ধীবরের চরণের নিকট বিচরণ করে, সেগুলি জালে আবদ্ধ হয় না। সেই রূপ বৃদ্ধ সংসারপ্রবৃত্তি জাল বিস্তার করিয়াছেন, অজ্ঞানী জীব মাত্রই জালে বিজড়িত হইয়া জন্মজন্মান্তররূপ ক্রেশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যে সূচতুর জীব বুদ্ধরূপ ধীবরের চরণে শরণ লইতে পারে, তাহারই বৃদ্ধপদ লাভ হয়। মায়াজালে তাহাকে আর আবদ্ধ হইতে হয় না ॥ ৪ ॥

নির্দ্বানমোহা জিতসঙ্গদোষা

অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ।

দ্বৈত্ববিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞ-

গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়াত স্মর্যো ন শশাক্তো ন পাবকঃ ।

যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

অনুবোধিনী । নির্দ্বানমোহাঃ (মান ও মোহ বর্জিত) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিশূন্য) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) বিনিবৃত্তকামাঃ (রাগবর্জিত) সুখদুঃখ-সংজ্ঞেঃ দ্বৈত্বঃ (সুখদুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব কর্তৃক) বিমুক্তাঃ (মুক্ত হইয়া) অমূঢ়াঃ (জ্ঞানিগণ) তৎ (সেই) অব্যয়ং পদং (অব্যয় পদ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাঁহাদের মান ও মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা আসক্তিশূন্য, যাঁহারা পরমাত্মস্বরূপবিচারতৎপর, যাঁহারা নিষ্কাম, যাঁহারা সুখদুঃখোপাধিক শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । কথংভূতান্তং পদং গচ্ছন্তীতি ? উচ্যতে—নির্দ্বানমোহা ইতি । নির্দ্বানমোহাঃ । মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ । তৌ নির্গতো যেভ্যস্তে নির্দ্বানমোহা মানমোহবর্জিতাঃ । জিতসঙ্গদোষাঃ । সঙ্গ এব দোষঃ সঙ্গদোষঃ । জিতঃ সঙ্গদোষো য়েষ্টে জিতসঙ্গদোষাঃ । অধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচনে নিত্যাস্তংপর্যঃ । বিনিবৃত্ত-কামাঃ । বিশেষতো নির্লেপেন নিবৃত্তাঃ কামা যেষাং তে বিনিবৃত্তকামা যতয়ঃ সংন্যাসিনঃ । দ্বৈত্বঃ প্রিয়াপ্রিয়াদিভিঃবিমুক্তাঃ । সুখদুঃখসংজ্ঞেঃ পরিত্যক্তাঃ । গচ্ছন্ত্যমূঢ়া মোহবর্জিতাঃ । পদমব্যয়ং তদ্ব্যথোক্তম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাপি দর্শয়নাহ—নির্দ্বানেতি । নির্গতো মানমোহাবহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে । জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো য়েষ্টে । অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ । বিশেষেণ নিবৃত্তাঃ কামো যেভ্যস্তে । সুখদুঃখহেতুত্বাং সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি । তৈঃবিমুক্তাঃ । অত এবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তঃ । তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । যাঁহারা গিরভিমান ও বিবেকী; প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর সমাগমে যাঁহাদের অনুরাগ বা বিরক্তি নাই, যাঁহারা মায়াতীত পরব্রহ্মপদার্থবিচার-পরায়ণ, যাঁহাদের বিষয়-ভোগে অভিলাষ নাই, শীতোষ্ণ-ক্ষুৎপিপাসাদি সুখদুঃখের হেতু স্বরূপ দ্বন্দ্বরাশিকে যাঁহারা নিবারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সম্যক্ আত্মজ্ঞানদ্বারা অবিনাশি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়েন ॥ ৫ ॥

অনুবোধিনী । যৎ (যে পদ) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [যোগিগণ] ন নিবর্তন্তে

(প্রত্যাবর্তন করেন না), তৎ (সেই পদ) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন না), ন শগাঙ্কঃ (চন্দ্রও পারেন না), ন পাবকঃ (অগ্নিও পারেন না), তৎ (সেই পদ) মম (আমার) পরমং ধাম (পরমোৎকৃষ্ট স্বরূপ) ॥ ৬ ॥

বজ্রানুবাদ । যে পদ প্রাপ্ত হইলে তত্বেতা পুরুষগণের পুনরাবৃত্তি হয় না, যে পদকে সূর্য্য, চন্দ্র, হতাশন প্রকাশ করিতে পারেন না ও যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাই আমার স্বরূপভূত পরমোৎকৃষ্ট পদ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তদেব পদং পুনর্বিশিষ্যতে—নেতি । তদ্ধামেতি ব্যবহিতেন ধাম্না সম্বধ্যতে । তদ্ধাম তেজোরূপং পদং ন ভাসয়তে সূর্য্য আদিত্যঃ সর্বাভাসনশক্তি-মন্ত্বেহপি সতি । তথা ন শগাঙ্কশ্চন্দ্রঃ । ন চ পাবকো নাগ্নিরপি । যদ্ধাম বৈষ্ণবং পদং গন্ত্য প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে । যচ্চ সূর্য্যাদির্ন ভাসয়তে । তদ্ধাম পদং পরমং মম বিষ্ণোঃ ॥ ৬ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা । তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি । তৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি । যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ । তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম । অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গে নিরস্তঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মায়াতীত ব্রহ্মপদ লাভ করিলে গুণাবেশের সম্পূর্ণ অভাব হয় । স্মৃতাং গুণাতিত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের পূর্নজন্ম হয় না । সেই পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূত । জড় পদার্থ চন্দ্র-সূর্য্যাদি চৈতন্য স্বরূপকে প্রকাশ করিবে কোথা হইতে ? শ্রুতিও বলিয়াছেন—

“ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভাতি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

তমেব ভাস্তমনু ভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥” (ক)

সেই পরব্রহ্মকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না । অতএব অল্পপ্রকাশযুক্ত অগ্নি কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত । তাঁহার দীপ্তিতেই জগৎ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে । যিনি রূপাদিবর্জিত, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তাঁহাকে কিরূপে দেখাইতে পারিবে? যিনি মনের অগোচর, মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রমাই বা তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বাক্যের অতীত, বাক্শক্তির অধিষ্ঠাতা অগ্নিই বা তাঁহাকে প্রকাশ করিবে কিরূপে? বস্তুতঃ তিনি বাঙ্মনশ্চক্ষুর অগোচরে । তিনি স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ আপনার তেজেই (জ্ঞানেই) আপনি প্রকাশিত । অথবা ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া যখন তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, তখনই তাঁহার দর্শন হয় । অন্যথা সহস্র উপায় করিলেও তাঁহার দর্শন লাভ হয় না ।

যাঁহারা বিষ্ণুপদকে কোন দূরাদূরতর লোকবিশেষ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিচার ভ্রম-জালজড়িত । ব্রহ্মস্বরূপকেই ব্রহ্ম বা বিষ্ণুপদ বলা যায় । ভেদবুদ্ধিবোধিত পদার্থ মাত্রই মিথ্যা । এই মিথ্যামতাবলম্বীদিগের পুনরাবৃত্তি হইবেই হইবে । স্মৃতাং বিষ্ণুপদ ভিনু স্থান বলিয়া স্বীকৃত হইলে তল্লোকবাসিবর্গের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকিতেছে । বস্তুতঃ ভেদবাদীর সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
মনঃষষ্ঠানোদ্ভিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। জীবের বৃক্ষস্বরূপতা লাভ ও অপুনরাবৃত্তি, মায়িক ভেদ অবলম্বন করিয়াই কথিত হইয়াছে। জীব বৃক্ষ হইতে স্বরূপতঃ অভিনূ হইলেও মায়ার পরিণাম অন্তঃকরণের ব্যবধানবশতঃই জীব নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করিয়া থাকে, এবং পার্থক্য-বোধ জন্যই জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখাদির ক্লেশ পাইয়া থাকে। নিদিধ্যাসনরূপ উপাসনার দ্বারা অন্তঃকরণের বিকোপ নিবৃত্ত—বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ—হইলেই জীবের স্বস্বরূপের নিশ্চয় হইয়া থাকে, এবং উহাই বৃক্ষপ্রাপ্তি বা বৃক্ষদর্শন বলিয়া কথিত হয় (৫ অ, ১৬ গীঃ সংঃ দ্রষ্টব্য)। যেমন জল শুক হইয়া গেলে জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্বের সূর্য্যে সন্মিলন, অথবা ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ ও মহাকাশের অভিনূতা হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য হইতে পৃথগ্ভাবে প্রতিবিম্বের সত্তা নাই, এবং মহাকাশ হইতে পৃথগ্ভাবে ঘটাকাশের অস্তিত্ব নাই, কেবল জল ও ঘটের ব্যবধানই পৃথক্‌ত্বের কারণ, সেইরূপ বৃক্ষ হইতে জীবের পৃথক্‌ সত্তা নাই, মায়া বা প্রকৃতির পরিণাম অন্তঃকরণের ব্যবধানই পৃথগ্ভাবে বিকাশের কারণ। সুতরাং তিনুতাকারক অন্তঃকরণ-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই বৃক্ষস্বরূপে জীবের অভিনূতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন আশ্রয় হইলে দেশকালাদির অভাববশতঃ বৃক্ষের চৈতন্যস্বরূপ হইতে জীবের পৃথক্‌ হইবার আর কোনও উপাধি না থাকায় জীবেরও বৃক্ষরূপেই নিত্যস্থিতি হয়। শ্রুতিতেও আছে যে, ভগবান্ জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন (“তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ”)। সুতরাং জীবরূপে যে পরমাত্মাই প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ। ভক্তি-বৈরাগ্যাদির দ্বারা পরমাত্মার নিত্য বিভূষরূপে তন্ময়তা হইলে জীবের ক্ষুদ্র পৃথগ্ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, এবং বৃক্ষের ভূমা চিন্মাত্র স্বরূপ প্রকাশিত হয়। (২ অঃ, ৫১ গীঃ সংঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

অম্বয়বোধিনী। মম এব (আমারই) সনাতনঃ (সনাতন) অংশঃ (অংশ) জীবভূতঃ (জীবস্বরূপ) [হইয়া] প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিস্থিত) মনঃষষ্ঠানি (মন সহ ছয়) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) জীবলোকে (সংসারে) কৰ্ষতি (আকর্ষণ করিয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ। এই জীব পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। যদ্ গচ্ছা ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তম্। ননু সৰ্ব্বা হি গতিরাগত্যন্তা। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা ইতি হি প্রসিদ্ধম্। কথমুচ্যতে তদ্ধামগতানাং নাস্তি নিবৃত্তিরিতি? শৃণু তত্র কারণম্—মমেতি। মমৈব পরমাত্মনো নারায়ণস্য। অংশো ভাগোহবয়ব একদেশ ইত্যনর্থান্তরম্। জীবলোকে জীবানাং লোকে সংসারে। জীবভূতঃ কৰ্ত্তা ভোক্তেতি প্রসিদ্ধঃ। সনাতনঃ পুরাতনঃ। যথা জলসূর্য্যকঃ সূর্য্যাংশো জলনিমিত্তাপায়ে সূর্য্যমেব গচ্ছা ন নিবর্ত্ততে

তথায়মপ্যংশস্তেনৈবায়না গচ্ছতি । এবমেব । যথা বা ঘটাদ্যুপাধিपरिच्छिन्नো ঘটাদ্যাकाश
आकाशांशः सन् घटादिनिमित्तापाय आकाशं प्राप्य न निवर्तते इत्येवम् । अत उपपन्न-
मुक्तं यद्गत्वा न निवर्तते (गी १५।६) इति ।

নু নিরবয়বস্য পরমাত্মনঃ কুতোহবয়ব একদেশোহংশ ইতি ? সাবয়বস্তে চ বিনাশ-
প্রসঙ্গঃ । অবয়ববিভাগাৎ ।

নৈষ দোষঃ । অবিদ্যাকৃতোপাধিपरिच्छिन्न একদেশোহংশ ইব কল্পিতো যতঃ । দর্শিত-
শ্চায়মর্থঃ ক্ষেত্রাদ্যায়ে বিস্তরণঃ । স চ জীবো মদংশত্বেন কল্পিতঃ কথং সংসরত্যা-
ক্রামতি চেতি ? উচ্যতে—মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি প্রকৃতিস্থানি স্বস্থানে কর্ণশকুলাদৌ
প্রকৃতৌ স্থিতানি কর্ষতাকর্ষতি ॥ ৭ ॥

ত্রীম্বরস্বামিকৃতটীকা । ননু চ স্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্তন্তে তহি
সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহ ইত্যাদিশ্রুতে: (ক) স্মৃষ্টিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ
সর্বেষামন্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্কা সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ ।
মমৈবাংশো যোহয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ । অসৌ
স্মৃষ্টিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেমাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে
সংসারোপভোগার্থমাকর্ষতি । এতচ্চ কর্ণেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্ । অয়ং ভাবঃ
—সত্যং স্মৃষ্টিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্বস্যপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদন্তোব মৎপ্রাপ্তিঃ ।
তথাপ্যবিদ্যাবৃত্তস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ঃ । ন তু শুদ্ধে । তদুক্তং—অব্যক্তা-
দ্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তীত্যাদিনা । অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছনুবিহান্ প্রকৃতৌ
লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি । বিদুষাং তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তের্নাবৃতি-
রिति ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে” ভগবানের এই কথা শুনিয়া পাছে
অজ্ঞানের এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, জীব নিজ স্থান হইতে যেখানে যাইবে সেখানে থাকিবে
কেন ? অবশ্যই তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে । জীব স্বর্গে গমন করে, তাহা হইতে
তাহার পুনরাবর্তন হয় । স্মৃষ্ট্যবস্থা হইতেও সাধকের পুনরাবর্তন হইয়া থাকে । অতএব
ব্রহ্মপদ লাভ করিলে জীবের পুনরাবৃত্তি হইবে না কেন ? এই সংশয় ভঞ্জনার্থ ভগবান্
এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন ।

ব্রহ্মের অংশ-অংশী ভাব না থাকিলেও মায়াপ্রভাবে তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে । জীব
নিত্যকালবিদ্যমান ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত । মায়িক উপাধি ও অন্তঃকরণব্যবধানে উহাকে
স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় । জীবের নিজ স্থান যদি সংসার হইত, তবে ব্রহ্মপদ পাইয়া
জীব সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে পারিত । বস্তুতঃ জীবের নিজ স্থান “ব্রহ্মপদ” । ব্রহ্মপদ
হইতে সংসারগত বলিয়া জীব ভাসমান হইয়া থাকে । আত্মজ্ঞান প্রভাবে সংসার হইতে
নিজস্থান—ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে তবে আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হইবে কেন ? যেমন সূর্য্য
জলে প্রতিবিম্বিত হয়, জল শুকাইয়া গেলে প্রতিবিম্ব সূর্য্যেই বিলীন হয় আর ফিরিয়া
আসে না, সেইরূপ অন্তঃকরণাদি ব্যবধান (বিচ্ছিন্ন) হইয়া গেলেই জীব ব্রহ্মে বিলীন

শরীরং যদাবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।
 গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

হইয়া যায়। সুষুপ্তাবস্থা বা প্রকৃতিতে বিলীন অবস্থাকে মুক্তাবস্থা বলা যায় না। কেননা, এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়শক্তিসকল মনে ও মন অজ্ঞানরূপ কারণে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞান না জন্মিলে মারোপাধিক জীব ইন্দ্রিয়গণ সহিত মনকে আকর্ষণ করিয়া লয়। উপাধি বিনষ্ট হইয়া গেলেই জীব স্ব স্বরূপাবস্থায় নিত্য স্থিতি করিতে থাকে ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ঈশ্বরঃ (জীবাত্মা) যৎ (যে) শরীরম্ (শরীর) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যৎ চাপি (ও যে দেহ) উৎক্রামতি (ত্যাগ করেন) [তাহা হইতে] বায়ুঃ (বায়ুকণ্টক) আশয়াৎ (পুষ্পাদি আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধসমূহ গ্রহণের ন্যায়) এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ পূর্বক) [তাহাতে] সংযাতি (গমন করেন) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন বায়ু গমন কালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লন, এবং অন্য দেহে প্রবেশকালে উক্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান ॥ ৮ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্। কস্মিন্ কালে?—শরীরমিতি। যচ্চাপি যদা চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরো দেহাদিসংঘাতস্বামী জীবন্তদা। কর্ষতীতিশ্লোকস্য দ্বিতীয়পাদোহর্থবশাৎ প্রাথম্যেন সম্বধ্যতে। যদা চ পূর্বস্মাচ্ছরীরাস্তরীয়াস্তরমবাপ্নোতি তদা গৃহীত্বৈতানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযাতি সম্যগ্‌যাতি গচ্ছতি। কিমিবেতি? আহ—বায়ুঃ পবনো গন্ধানিবাশয়াৎ পুষ্পাদেঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তান্যাক্ষয় কিং করোতীতি? অত্রাহ—শরীরমিতি। যদা শরীরান্তরং কর্ষণাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদ্যুৎক্রামতীশ্বরো দেহাদীন্যং স্বামী তদা পূর্বস্মাচ্ছরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্‌যাতি। শরীরে সত্যপীন্দ্রিয়-গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ। আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সুক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

গৌতমসম্মীপনী। জীবের দেহান্ত হইলে স্থূল শরীর পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে, প্রাণাদি বায়ু সকল বাহ্য বায়ুতে মিলিয়া যায়; কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির সহিত মন—মনোময় শরীর—সূক্ষ্ম দেহ, বায়ুর সহিত গন্ধের গতির ন্যায়, জীবাত্মার অনুগমন করিয়া থাকে। পূর্বদেহে থাকিয়া শুভাশুভ কর্ম বা অন্যরূপ সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের যে স্কীর্ণতা বা পুষ্টি বা গঠন হইয়া থাকে, তদুপযোগী বিষয় ভোগ করিবার জন্য জীব অন্য দেহকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়, এবং সেই দেহে প্রবেশ কালে পূর্বদেহের মন ও প্রকৃতিকে সঙ্গে করিয়া লয়, এবং পূর্বজন্মার্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং শ্রাণমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুজানং বা গুণান্বিতম্ ।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

অর্থবোধিনী । অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ (চক্ষুঃ), স্পর্শনং চ (ত্বক্), রসনং (জিহ্বা), শ্রাণম্ এব চ (নাসিকা) মনশ্চ (ও মনকে অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহ) উপসেবতে (উপভোগ করে) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । জীবাত্মা শ্রোত্র, নেত্র, শ্রাণ, রসনা ও ত্বক্ সহ মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কানি পুনস্তানীতি? শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রং । চক্ষুঃ । স্পর্শনং চ ত্বগিन्द्रিয়ং । রসনং জিহ্বা । শ্রাণমেব চ । মনশ্চ ষষ্ঠম্ । প্রত্যেকমিन्द्रিয়েণ সহাধিষ্ঠায় দেহস্থো বিষয়াজ্জ্ঞানাদীনুপসেবতে ॥ ৯ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তান্যোবেদ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ— শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেদ্রিয়াণি মনশ্চাস্তঃকরণমধিষ্ঠায়াশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুক্তো ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “শ্রাণমেব চ” পদের চকার দ্বারা বাগাদি পঞ্চ কৰ্ম্মেन्द्रিয় গৃহীত হইয়াছে, এবং “মনশ্চ” পদের চকার দ্বারা বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার গৃহীত হইয়াছে । অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেन्द्रিয়, পঞ্চ কৰ্ম্মেन्द्रিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অস্তঃকরণচতুষ্টয় এতাবৎ আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

অর্থবোধিনী । উৎক্রামন্তং (দেহ হইতে গমনশীল) স্থিতং বা অপি (অথবা দেহে স্থিত) ভুজানং বা (অথবা বিষয়ভোগনিরত) গুণান্বিতং (গুণসংযুক্ত) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না), জ্ঞানচক্ষুষঃ (বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । উৎক্রমণশীল অথবা দেহাবস্থিত কিংবা বিষয়ভোগ-প্রবৃত্ত বা গুণত্রয়শালী আত্মাকে মূঢ়গণ দেখিতে পায় না । জ্ঞাননেত্রযুক্ত মহাত্মগণই সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এবং দেহগতং দেহাৎ—উৎক্রামন্তমিতি । উৎক্রামন্তং পরিত্যজন্তং দেহং পূর্বোপাভং । স্থিতং বা দেহে তিষ্ঠন্তং । ভুজানং বা শব্দাদীংশ্চোপলভমানং । গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহাঽখ্যাভৈরন্বিতমনুগতং । সংযুক্তমিত্যর্থঃ । এবমুত্তমপ্যেনমত্যন্ত-দর্শনগোচরপ্রাপ্তং বিমূঢ়া দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবলাকৃষ্টচেতস্ত্যনেকথা মূঢ়া নানুপশ্যন্তি । অহো কষ্টং বর্ত্তত ইতানুক্ৰোশতি চ ভগবান্ । যে তু পুনঃ প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুষস্ত এবং পশ্যন্তি । জ্ঞানচক্ষুষো বিবিভক্তদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মবস্থিতম্ ।

যতন্তোহ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু কার্য্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণৈবংভূতাত্মানং সর্ব্বেহপি কিং ন পশ্যন্তি ? তত্রাহ—উৎক্রামন্তমিতি । উৎক্রামন্তং দেহাদেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নোব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিদ্ৰিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি । জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেথাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বিবেকবুদ্ধিবিচারবান্ মহাভগণ শুদ্ধহৃদয়রূপনেত্রে (দেহত্যাগকালে, দেহে স্থিতিকালে, শৌকমোহ স্মৃদুঃখাদি ভোগকালে, সত্ত্বাদি গুণসঙ্গকালে) আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন । কিন্তু বিষয়ভোগবাসনায় উন্মত্ত মূঢ়গণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় ॥ ১০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত ক্রিয়াই আত্মচেতন্যের সত্ত্বাবশতঃ হইতেছে । অথচ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নিলিপ্ত, ইহা আত্মজ্ঞ পুরুষের অনুভব হইয়া থাকে । আত্মার অপরোক জ্ঞান না হইলে কেবলমাত্র শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত আত্মার পৃথক্ সত্তার ধারণা হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী । যতন্তুঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণ) এনম্ (এইআত্মাকে) আত্মনি (বুদ্ধিতে) অবস্থিতং (অধিষ্ঠিত) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) । যতন্তুঃ অপি (যত্ন করিয়াও) অকৃতাত্মানঃ (মলিনচিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) এনম্ (ইহাকে) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । যোগিগণ প্রযত্ন দ্বারা নিজ নিজ দেহস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, কিন্তু মলিনচিত্ত অবিবেকী পুরুষগণ যত্ন করিলেও তাঁহাকে অবলোকন করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

শাস্ত্ররত্নায্যম্ । কেচিত্তু—যতন্তু ইতি । যতন্তুঃ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তো যোগিনশ্চ সমাহিতচিত্তা এনং প্রকৃতাত্মানং পশ্যন্ত্যয়মহমস্মীত্যুপলভন্ত আত্মনি স্বস্যাং বুদ্ধাববস্থিতম্ । যতন্তোহপি শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈরকৃতাত্মানোহসংস্কৃতাত্মানস্তপসেন্দ্রিয়জয়েন চ দুষ্টচরিতাদনুপরতা অশান্তদর্পাত্মানঃ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসোহবিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । দুর্জ্জেষ্টচায়ং যতো বিবেকিযপি কেচিৎ পশ্যন্তি কেচিন্ পশ্যন্তীত্যাহ—যতন্তু ইতি । যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদেনমাভ্যাসান্নানি দেহেহবস্থিতং বিবিজ্য পশ্যন্তি । শাস্ত্রাভ্যাসাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোহবিমুদ্রচিত্তা অত এবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শুদ্ধান্তঃকরণ যোগিগণ ধ্যানাদি দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্বাসয়তেহখিলম্ ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাণৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

করেন। নিকাম কর্মাদি দ্বারা যাহাদের চিত্ত নির্মল হয় নাই, তাহারা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহার দর্শন পায় না ; কেননা, চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের দ্বৈক্যযন্ত ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। আদিত্যগতং (সর্বাঙ্কিত) যৎ তেজঃ (যে তেজ), চন্দ্রমসি চ (চন্দ্রে) যৎ (যে তেজ), অণৌ চ (এবং অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ), অখিলং (সমস্ত) জগৎ (জগৎকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) তেৎ তেজঃ (সেই তেজ) মামকম্ (মদীয়) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আদিত্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, সে তেজ আমারই স্বরূপ জানিবে ॥ ১২ ॥

শাক্তরভাষণম্। যৎ পদং সর্বব্যবভাসকমপ্যগ্নাদিত্যাদিকং জ্যোতির্নাবভাসয়তে যৎপ্রাপ্তাশ্চ মুনুকবঃ পুনঃ সংসারাভিমুখা ন নিবর্তন্তে যস্য চ পদস্যোপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাকাশাদয় ইবাকাশস্যাংশাস্তস্য পদস্য সর্ববাস্তবং সর্বব্যবহারাস্পদং চ বিবক্ষুশ্চ-তুভিঃ শ্লোকৈবিতুভিসংক্ষেপমাহ ভগবান্—যদিতি। যদাদিত্যগতমাদিত্যাশ্রয়ম্। কিং তৎ? তেজো দীপ্তিঃ প্রকাশো জগদ্বাসয়তে প্রকাশয়তখিলং সমস্তম্। যচ্চন্দ্রমসি শশভূতি তেজোহবভাসকং বর্ততে। যচ্চাণৌ হতবহে। তত্তেজো বিদ্ধি বিজানীহি মামকং মদীয়ম্। মম বিষোস্তজ্জ্যোতিঃ।

অথবা যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যাত্মকং জ্যোতির্ষচ্চন্দ্রমসি যচ্চাণৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং মদীয়ম্। মম বিষোস্তজ্জ্যোতিঃ।

ননু স্বাবরেষু জঙ্গমেষু চ তৎ সমানং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিঃ। তত্র কথমিদং বিশেষণং যদাদিত্যগতমিত্যাদি?

নৈষ দোষঃ। সত্বাধিক্যাদাধিক্যোপপত্তেঃ। আদিত্যাদিষু হি সত্ত্বমত্যান্তপ্রকাশমত্যান্ত-ভাস্বরম্। অতন্তত্রৈবাবিস্তরাং জ্যোতিরিত্যি তদ্বিশিষ্যতে। ন তু তত্রৈব তদধিকমিতি। যথা হি লোকে তুল্যেহপি মুখসংস্থানে ন কাষ্ঠকুড়্যাদৌ মুখমাবির্ভবতি। আদর্শাদৌ তু স্বচ্ছ স্বচ্ছতরে চ তারতম্যেনাবির্ভবতি। তদ্বৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং ন তদ্বাসয়তে সূর্য ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তম্। তৎপ্রাপ্তানাং চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা। তত্র চ সংসারিণোহভাবমাশঙ্ক্য সংসারি-স্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্। ইদানীং তদের পারমেশ্বরং রূপমনস্তজ্জিহ্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদিচতুভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশুং প্রকাশয়তি তৎ সর্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসমনীপন

চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিঃস্বরূপমিহ ভগবিতুতি। যে

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

শ্বেতভাস্বররূপ তেজে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই । তিনি নিজ মায়ায় জগৎ বিস্তারিত রাখিয়াছেন । তাঁহার ব্রহ্মতেজেই সূর্য্যাদি জ্যোতিহান্ । এই তেজেই সূর্য্যাধিষ্ঠিত চক্ষু, চন্দ্রাধিষ্ঠিত মন ও অগ্ন্যাধিষ্ঠিত বাক্ ক্রিয়া করিতেছে । শ্রুতিও বলিয়াছেন, “যেন সূর্যাস্তপতি তেজসেদ্ধঃ । যেন চক্ষুঃষি পশ্যন্তি” (ক)—যে চৈতন্যরূপ তেজ দ্বারা সূর্য উত্তাপ দিতেছে ও চক্ষু (রূপাদি) দেখিতেছে ॥ ১২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্টে । যেমন সকল বস্তুই সূর্য্য কৰ্ত্তৃক প্রকাশিত হইলেও জল দর্পণাদিই স্বচ্ছতাবশতঃ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব প্রকাশে সমর্থ, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠাদিতে সেরূপ বিকাশ হয় না । আবার যেরূপ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু, স্ফটিক ও হীরক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আলোক বিকিরণে সমর্থ, সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য দেশকালাবচ্ছিন্ন জড়পদার্থে শব্দ, স্পর্শ, রূপ (জ্যোতি), রস ও গন্ধের জ্ঞানরূপে অস্পষ্টভাবে, এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীব পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হইতেছেন । স্তবরাং জড়-চৈতন্য উভয়ের মূলেই এক-মাত্র জ্ঞানেরই বিদ্যমানতা আছে । (১৩।১৮ ও ১৫।১৫ গীঃ সংঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ১২ ॥

অম্বয়বোধিনী । অহং চ (এবং আমি) ওজসা (শক্তি দ্বারা) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) ভূতানি (সমস্ত ভূতকে) ধারয়ামি (ধারণ করিতেছি), রসাত্মকঃ (রসযুক্ত) সোমঃ চ (চন্দ্ররূপ) ভূত্বা (হইয়া) সৰ্ব্বাঃ (সকল) ওষধীঃ (ব্রীহিষবাদি ওষধি-গণকে) পুষ্যামি (পরিপুষ্ট করিতেছি) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি নিজ প্রভাবে এই পৃথিবীকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া সমস্তভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি । সমস্ত রসযুক্ত সোমরূপ হইয়া ওষধি-রাশিকে আমিই পরিপুষ্ট করিতেছি ॥ ১৩ ॥

শাক্তরশ্ময়ম্ । কিঞ্চ—গামিতি । গাং পৃথিবীমাবিশ্য প্রবিশ্য । ধারয়ামি ভূতানি জগদহমোজসা বলেন । যদ্বলং কামরাগবিবজ্জিতমৈশ্বরং জগদ্বিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টম্ । যেন গুৰ্ব্বী পৃথিবী নাধঃ পততি । ন বিদীয়তে চ । তথা চ মন্তবর্ণঃ—যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়েতি (খ) । স দাধার পৃথিবীমিত্যাदिश्च (গ) । অতো গামাবিশ্য চ ভূতানি চরাচরাণি ধারয়ামীতি যুক্তযুক্তম্ । কিঞ্চ পৃথিব্যাং জাতা ওষধীঃ সৰ্ব্বাঃ ব্রীহিষবাদ্যাঃ পুষ্যামি পুষ্টিমতীঃ রসস্বাদুমতীশ্চ কৰোমি সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ সোমঃ সন্ । সৰ্ব্বরসাত্মকো রসস্বভাবঃ সৰ্ব্বরসানামাকরঃ সোমঃ । স হি সৰ্ব্বা ওষধীঃ স্বাত্ত্বরসানুপ্রবেশেন পুষ্যতি ॥ ১৩ ॥

(ক) মহানারায়ণ, ১।৩ ।

(খ) ঋগ্বেদ, ১০।১২।১৫, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪।১।৮ । (গ) ঋগ্বেদ, ১০।১২।১৬, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪।১।৮।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।
প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—গামিতি। গাং পৃথ্বীমোজসা বলেনাধিষ্ঠানাহমেব চরাচরাপি ভূতানি ধারয়ামি। অহমেব রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসম্বোধনো। ভগবানেরই প্রচণ্ডতেজঃপ্রভাবে পৃথিবী নিজস্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শক্তি কার্য্য না করিলে পৃথিবী হয়ত সূর্য্যভিমুখে ছুটিয়া গিয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইত, অথবা স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া রসাতলগামিনী হইত। বস্তুতঃ একটি ভৌতিক পরমাণুও তাঁহার শক্তি ব্যতীত অবিচলিত থাকিতে পারে না। চন্দ্রে সঞ্জীবনী সূধ্য আছে বলিয়াই উহার নামান্তর “সোম”। এই সোমাস্তব্বর্ত্তী অমৃতের গুণেই ঔষধাদির রোগনিবারিণী শক্তি; এ শক্তিও ভগবানের তেজ। বস্তুতঃ সংরক্ষণী শক্তির মূলাধার তিনিই ॥ ১৩ ॥

অর্থবোধনো। অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ (শরীরকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ু সহ) চতুর্বিধম্ (চারি প্রকার) অন্নং (অন্ন) পচামি (পরিপাক করি) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই জঠরাগ্নিরূপে সৰ্ব্ব প্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া চারিপ্রকার অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥

শান্তরত্নাশ্রম। কিঞ্চ—অহমিতি। অহমেব বৈশ্বানর উদরস্থোহগ্নিভূত্বা—অন্নমগ্নির্দেহানরো যোহয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমনুং পচ্যতে ইত্যাদিশ্রুতেঃ (ক)—বৈশ্বানরঃ সন্ প্রাণিনাং প্রাণবতাং দেহমাশ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ প্রাণাপানসমানযুক্তঃ প্রাণাপানাত্যাং সমায়ুক্তঃ সংযুক্তঃ পচামি পক্তিং করোম্যন্নং চতুর্বিধং চতুঃপ্রকারশনম্। ভোজ্যং পেয়ং চোষ্যং লেহ্যং চ। ভোক্তা বৈশ্বানরোহগ্নিঃ। ভোজ্যমন্নং সোমঃ। তদেতদুভয়মগ্নীষোমৌ সৰ্ব্বমিতি পশ্যতোহনুদোষলেপো ন ভবতি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অহমিতি। অহমীশ্বর এব বৈশ্বানরো জঠরাগ্নিভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্যন্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাত্যাং চ তদুদ্দীপকাত্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং পেয়ং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতেহপুপাদি তন্তক্যম্। যতু কেবলং জিহ্বয়া বিলোভ্য নিগীৰ্য্যতে পায়সাদি পেয়ং। যজ্জিহ্বায়াং

সৰ্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।

বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বোদ্ধা

বেদান্তকৃৎসদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

নিকিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীৰ্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লৈহ্যম্ । যতু দ্রংষ্ট্রাদিভিনিপীড়্য
সারাংশং নিগীৰ্য্যাবশিষ্টং তাজ্যত ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্ছোষ্যমিতি চতুর্বিধোহস্য ভেদঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে জঠরাগ্নি দ্বারা জীবের চৰ্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্বিধ
অন্ন, অথবা যাহা দ্বারা জীবের পাখিব, জলীয়, তৈজস ও বায়ব্য এই চারি প্রকার অন্ন—অর্থাৎ
মনুষ্যান্দির ব্রীহিবাদি অন্ন, চাতকাদির জলরূপ অন্ন, বালুখিল্যাদির অগ্নিরূপ তৈজস অন্ন এবং
সর্পাদির বায়ুরূপ অন্ন—পরিপাক হইয়া থাকে, তাহা ভগবানেরই বিভূতি ॥ ১৪ ॥

অহম্বোধিনী । অহং চ (আমি) সৰ্বস্য (সকল) [প্রাণীর] হৃদি (হৃদয়ে)
সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট আছি), মত্তঃ (আমা হইতেই) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) জ্ঞানং (ও জ্ঞান) [হয়],
অপোহনং চ (এবং স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাব) [হয়], সৰ্বৈঃ (সকল) বেদৈঃ চ (বেদ
কর্তৃক) অহম্ এব (আমিই) বেদ্যঃ (জ্ঞাতব্য), বেদান্তকৃৎ (বেদান্তার্থসম্প্রদায়প্রবর্তক) বেদবিৎ
চ (ও বেদার্থবেত্তা) অহম্ এব (আমিই) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই জীবাত্মা রূপে প্রবিষ্ট
হইয়া স্মৃতি ও জ্ঞান রূপে উদ্ভিত হই, আবার সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও
আমা দ্বারাই হইয়া থাকে। বেদসকল দ্বারা আমিই বেদ্য, বেদান্তার্থের
সম্প্রদায়প্রবর্তক—অর্থাৎ লোকসকলের জ্ঞানদাতাও আমিই এবং আমিই
বেদের [প্রকৃত] অর্থবেত্তা ॥ ১৫ ॥

শাক্তরহস্যম্ । কিঞ্চ—সৰ্বস্যোতি । সৰ্বস্য প্রাণিজাতস্যাহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ
সন্নিবিষ্টঃ । অতো মত্ত আন্তনঃ সৰ্বপ্রাণিণাং স্মৃতিজ্ঞানং চ । তদপোহনং যেমাং পুণ্য-
কন্নিণাং পুণ্যকর্মানুরোধেন জ্ঞানস্মৃতী ভবতস্তথা পাপকন্নিণাং পাপকর্মানুরূপেণ
স্মৃতিজ্ঞানয়োরাপোহনং চ অপায়নমপগমনং চ । বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব চ পরমাত্মা বেদ্যো
বেতিনব্যঃ । বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসম্প্রদায়কৃদিত্যর্থঃ । বেদবিদ্বৈদার্থবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—সৰ্বস্যোতি । সৰ্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামি-
রূপেণ প্রবিষ্টোহম্ । অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাাত্রস্য পূর্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতিভবতি ।
জ্ঞানং চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি । অপোহনং চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি । বেদৈশ্চ
সৰ্বৈস্তত্তদেবতাদিক্রূপেণাহমেব বেদ্যঃ । বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্তকশ্চ । জ্ঞানদো
গুরুরহমিত্যর্থঃ । বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যাহমেব ॥ ১৫ ॥

নীতার্থসন্দীপনী । মার্যাপ্তিত চৈতন্যই জীবাত্মা । এই আয়ত্বেতন্যপ্রভাবেই পূর্বজন্ম বা পূর্বাবস্থা জনিত সংস্কারপ্রবাহরূপ স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর, অলৌকিক ও লৌকিক জ্ঞান হইয়া থাকে । আবার সেই চৈতন্যসত্তাপ্রভাবেই কাম, ক্রোধ, মোহাদি জন্য স্মৃতি ও জ্ঞানের ভ্রংশও হইয়া থাকে । ঋগাদি বেদচতুষ্টয় কর্ণ, উপাসনা ও জ্ঞান প্রতিপাদন দ্বারা সেই পরমাত্মাকেই জানিতে উপদেশ করিয়াছেন । বেদে যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির কথা লিখিত আছে, তত্তাবৎ ও পরমাত্মাতেই লক্ষিত হইয়াছে । কেননা, তিনিই সর্বাত্মা রূপে বিরাজিত । বেদব্যাগাদিরূপে বেদার্থের উপদেষ্টা তিনিই । তিনিই আবার পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞাতা ; অর্থাৎ বেদার্থ বুঝাইবার কর্তা তিনি, এবং বুঝিবার কর্তাও তিনি । বুঝা হইতে স্বাবর পর্যন্ত সকলের বুদ্ধির মধ্যে তিনিই অধিষ্ঠাতা । মার্যাতীত চৈতন্যরূপে তিনিই বুদ্ধপদবাচ্য, এবং মার্যোপহিত চৈতন্য রূপে তিনিই ঈশ্বরপদবাচ্য । মার্যাতীতস্বরূপে যিনি বুদ্ধ, মার্যাপ্তিতস্বরূপে তিনিই বুদ্ধবেত্তা । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং বুদ্ধা” (ক), “বিজ্ঞানমানন্দং বুদ্ধা” (খ), “আনন্দো বুদ্ধা” (গ), “তদেতদ্বুদ্ধা” (ঘ), “অপূর্বমনপরম্” (ঙ), “অস্থূলমনথুহ্রস্বদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোহ-বাযুনাকাশমঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুকমশ্রোত্রমবাগমনোহিতৈজস্কমপ্রাণমমুখম্” (চ) “অনামগোত্রম্” (ছ), “অশব্দম্পর্শমরূপমব্যয়ম্” (জ), “নিকলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্” (ঝ), “নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সুক্লাং পরিপূর্ণমদ্বয়ং সদানন্দং চিন্মাত্রম্” (ঞ), শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ” (ট), “তত্ত্বমসি” (ঠ)--ইত্যাদি বচন দ্বারা বেদ মুমুকুগণকে বুদ্ধজ্ঞান উপদেশ করেন ॥ ১৫ ॥

সন্দীপনী-পরিমিষ্ট । (ক) বুদ্ধ সত্য (ত্রিকালে নিত্য বিদ্যমান), জ্ঞান (চৈতন্য-স্বরূপ) ও অনন্ত (দেশকালাতীত) । (খ) বুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ (বুদ্ধাদির অতীত বিশুদ্ধ জ্ঞান) ও আনন্দ (প্রিয়তমস্বরূপ) । (গ) বুদ্ধ আনন্দস্বরূপ । (ঘ, ঙ) সেই এই বুদ্ধ অপূর্ব (কারণহীন), এবং ইহা হইতে অপর কোনও ভিন্ন পদার্থ নাই । (চ) (বুদ্ধ) স্থূল নহেন, ক্ষুদ্র নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, রক্তবর্ণ নহেন, স্নেহ (আর্দ্রতা) নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, সঙ্গবিশিষ্ট নহেন, রস নহেন, গন্ধ নহেন, তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, বাক্য, মন, তেজ, প্রাণ ও মুখ নাই । (ছ) যাঁহার নাম ও গোত্র নাই । (জ) (বুদ্ধ) শব্দ, স্পর্শ ও রূপহীন এবং নিষ্কিঞ্চর । (ঝ) (বুদ্ধ) বিভাগহীন, নিষ্ক্রিয় ও নিষ্কিঞ্চর । (ঞ) (বুদ্ধ) নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ (জ্ঞানময়), মুক্ত, সত্য, সুক্লা, পরিপূর্ণ, অদ্বয় (ভেদশূন্য), সদানন্দ ও চিন্মাত্র (বিশুদ্ধ চৈতন্য) । (ট) বুদ্ধ শান্ত (নিষ্কিঞ্চর), শিব (মঙ্গলময়), অদ্বৈত (ভেদরহিত),

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১ ।

(খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।১।২৮ ।

(গ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।৬ ।

(ঘ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১৫ ; ২।১৫।১৯ ।

(ঙ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।১৫।১৯ ।

(চ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৮ ।

(ছ) মুক্তিকোপনিষৎ, ২।৭২ ।

(জ) কঠোপনিষৎ, ৩।১৫ ।

(ঝ) স্বৈতাস্বতরোপনিষৎ, ৬।৯

(ঞ) নৃসিংহস্তোত্রতাপনী, ৯ ।

(ট) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, ৭ ।

(ঠ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭ ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কুটাস্ত্বাক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

চতুর্থ (জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত—তুরীয়) বলিয়া (জ্ঞানিগণ) মনে করেন, তিনিই আত্মা ও বিশেষরূপে জ্ঞেয় । (ঠ) সেই (ব্রহ্ম) তুমি হও (অর্থাৎ সেই ব্রহ্মচৈতন্য হইতে আত্মস্বরূপ তুমি অভিন্ন—তোমার পৃথক্ সত্তা নাই) ॥ ১৫ ॥

অম্বয়বোধিনী । ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) দুই এব ইমৌ (এই দুই) পুরুষৌ (পুরুষ) লোকে (সংসারে) [প্রসিদ্ধ আছে], [তন্মধ্যে] সৰ্ব্বাণি ভূতানি (ভূতসকল) ক্ষরঃ (নশ্বর), [এবং] কুটস্থঃ (কারণস্বরূপ মায়াবীজ) অক্ষরঃ (অবিনাশী) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ । কার্যরূপ ভূতগণ ক্ষর এবং কারণরূপ মায়া অক্ষর বলিয়া কথিত হয়েন । ১৬ ॥

শান্তরভাষ্যম্ । ভগবত ঈশ্বরস্য নারায়ণস্য বিভূতিনংক্ষেপ উল্লে বিশিষ্টো-পাধিকৃতঃ—যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যাদিনা । অথাধুনা তস্যৈব ক্ষরাক্ষরোপাধিপ্রবি-ভক্ততয়া নিরূপাধিকস্য কেবলস্য স্বরূপনির্দিধারয়িত্বয়োত্তরশ্লোকা আরভ্যন্তে । তত্র সৰ্ব্ব-মেবাভীতানাগতানন্তরাধ্যার্যজাতং ত্রিধা রাশীকৃত্যাহ—দ্বাবিমাবিতি । দ্বাবিমৌ পৃথ-গ্রাশীকৃতৌ পুরুষাবিত্যুচ্যেতে লোকে সংসারে । ক্ষরশ্চ—ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশ্যেকো রাশিঃ । অপরঃ পুরুষোহক্ষরস্তদ্বিপরীতঃ । ভগবতো মায়াশক্তিঃ ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্যোৎ-পত্তিবীজমনেকসংসারিজন্তকানককর্মান্দিসংস্কারাশ্রয়োহক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে । কৌ তৌ পুরুষাবিতি ? আহ স্বয়মেব ভগবান্—ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি । সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ । কুটস্থঃ—কুটৌ রাশিঃ । রাশিরিব স্থিতঃ । অথবা কুটৌ মায়া বঙ্কনা জিহ্বতা কুটিলতেতি পর্যায়াঃ । অনেকমায়াদিপ্রকারেণ স্থিতঃ কুটস্থঃ । সংসারবীজানন্ত্যান্ ক্ষরতীত্যক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীমদ্ব্যাক্তিকৃতটীকা । ইদানীং তদ্ধাম পরমং যমেতি যদুক্তং স্বকীয়ং সৰ্ব্বোত্তমং স্বরূপং তদঙ্গয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ । ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ । তাবাবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সৰ্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তানি শরীরানি । অবিবেকিলোকস্য শরীরেষু পুরুষত্বপ্রদ্বিঃ । কুটঃ শিলারাশিঃ । পর্বত ইব দেহেষু নশ্যাৎস্বপি নিষ্ণিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কুটস্থশ্চেতনো ভোক্তা । স অক্ষরঃ পুরুষ ইত্যুচ্যেতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মায়ার বিকাশস্বরূপ উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত পদার্থ মাত্রই ক্ষর, এবং আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিস্বরূপ কারণরূপ মায়াশক্তি অক্ষররূপে কথিত হইয়া থাকে । চৈতন্যাত্মক পুরুষ এই দুই নামেই প্রসিদ্ধ ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্তুতঃ পরমাত্মতুদাহৃতঃ ।

(যা) লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্টে । কারণরূপে অনাদি মায়াশক্তি এবং তাহার কার্যরূপ চরাচর জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম চৈতন্যের আশ্রিত উপাধি বলিয়া গোণার্থে পুরুষরূপে কথিত হইয়াছে । ক্ষর ও অক্ষর নামে উক্ত কার্য ও কারণরূপে প্রকাশিত উভয় পুরুষই অচেতন, একমাত্র পরমাত্মাই প্রকৃত পুরুষ, এবং জীব-চৈতন্য তাঁহা হইতে অভিন্ন । সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মাই সর্বজীবে বিকাশ পাইতেছেন—“অনেন জীবেনান্বানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি শ্রুতিঃ (ক)—জীবাত্মা রূপে এই দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমি (পরমাত্মা) নামরূপময় জগৎকে প্রকাশ করি ॥ ১৬ ॥

অম্বয়বোধিনী । অন্যঃ তু (পক্ষান্তরে ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিভিন্ন) উত্তমঃ (উৎকৃষ্ট) পুরুষঃ (চৈতন্যরূপ পুরুষ) পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা এই সংজ্ঞায়) উদাহৃতঃ (কথিত হয়েন), যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অব্যয়ঃ (ও অব্যয়) লোকত্রয়ম্ (লোকত্রয়ে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্তি (প্রতিপালন করিতেছেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । আর পরমোৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর—এতদুভয় হইতেই ভিন্ন । তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত । তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন । তিনি অব্যয় ও তিনি ঈশ্বর ॥ ১৭ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস । আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ক্ষরাক্ষরোপাধিহ্ময়দোষণাস্পৃষ্টো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিস্তুত্বভাবঃ—উত্তম ইতি । উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্তুত্বাঃ । অত্যন্তবিলক্ষণ আভ্যাং । পরমাত্মেতি—পরমশ্চাসৌ দেহাদ্যবিদ্যাকৃতান্নভ্য আত্মা চ সর্বভূতানাং প্রত্যক্চেতন ইতি । অতঃ পরমাত্মেতুদাহৃত উক্তো বেদান্তেষু । স এব বিশেষ্যতে যো লোকত্রয়ং ভূত্বূঃ-স্বরাধ্যং স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যাবিশ্য প্রবিশ্য বিভর্তি স্বরূপসম্ভাবমাত্রেণ বিভর্তি ধারয়তি । অব্যয়ো নাস্য ব্যয়ো বিদ্যতে ইত্যব্যয়ঃ । ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞো নারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ উত্তম ইতি । এতাত্মাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণস্তুত্তমঃ পুরুষঃ । বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশ্চাসাবাত্মা চেতুদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ । আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাবিলক্ষণঃ । পরমত্বেনাক্ষরাচ্ছেতনাত্তোজ্ব-বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ । পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি । য ঈশ্বর ঈশনশীলোহ-ব্যয়শ্চ নিষিকার এব সল্লোকত্রয়ং কৃৎস্নমাবিশ্য বিভর্তি পালয়তি ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ ক্রমতীতোহিমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কার্য ও কারণরূপ মায়াশক্তির অতীত ও মায়োপাধির প্রকাশক পরমাত্মা এতৎ সমস্ত হইতে বিভিন্ন । তিনি পঞ্চকোষের অতীত ও অনধিগম্য । তিনি প্রভুত্ব-বলে ত্রিজগৎকে নিজ অধীনে রাখিয়া চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিব্যাদিকে নিজ নিজ কার্যে প্রেরণ করিতেছেন, সকলকে রক্ষা করিতেছেন ও সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন । তিনি অব্যয় ও ত্রিজগতের একমাত্র প্রভু ॥ ১৭ ॥

অর্থবোধিনী । যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরম্ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত), অক্ষরাৎ অপি চ (এবং অক্ষর হইতেও) উত্তমঃ অতঃ (উত্তম), (অতএব) লোকে বেদে চ (লোকেও বেদে) পুরুষোত্তমঃ ইতি (পুরুষোত্তম বলিয়া) প্রথিতঃ (প্রসিদ্ধ) অস্মি (হই) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতে পরমোৎকৃষ্ট । এই জন্য লোক ও বেদ মধ্যে আমার নাম পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । যথাব্যাক্যাতস্যেশ্বরস্য পুরুষোত্তম ইত্যেতন্মাম প্রসিদ্ধম্ । তস্য নামনির্বচনপ্রসিদ্ধ্যর্থবৎ নাম্নো দর্শয়ন্তিরতিশয়োহমীশ্বর ইত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্—যস্মাদিতি । যস্মাৎ ক্রমতীতোহং সংসারমাবৃক্ষমশ্বখ্যমতিক্রান্তোহহম্ । অক্ষরাদপি সংসারমাবৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তম উৎকৃষ্টতম উর্কতমো বা । অতঃ ক্রাক্ষরাত্যামুত্তমত্বাদস্মি ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুরুষোত্তম ইতি । এবং মাং ভক্তজনা বিদুঃ । কবয়ঃ কাব্যাদিষু চেদং নাম নিবধ্বন্তি । পুরুষোত্তম ইত্যেনেনাভিধানেনাভিগুণন্তি ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরসামিকৃতটীকা । এবন্তুতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি । যস্মাৎ ক্রমং জড়বর্গমতিবর্গমতিক্রান্তোহহং নিত্যমুক্তত্বাৎ । অক্ষরাচ্ছেতন-বর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিরন্তৃত্বাৎ । অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোহস্মি । তথা চ শ্রুতিঃ—স এষ সর্বসেশ্যোনাং সর্বস্যাদিপতি সর্বমিদং প্রশাস্তীত্যাদি (ক) ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ কার্যরূপ সংসারের অতীত ও অব্যাকৃত কারণ বীজরূপ অবিদ্যা হইতে অত্যুত্তম । কেননা, চেতন্য পদার্থ জড় হইতে পরমশ্রেষ্ঠ । পূর্বশ্লোকে ক্ষর ও অক্ষর—কার্য ও কারণ—দুই পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছে । পরমাত্মা কার্য ও কারণ এই উভয় পুরুষ হইতেই উত্তম । এইজন্য বেদ ও লোকমণ্ডলী তাঁহাকে “পুরুষোত্তম” বলিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সৰ্ববিভক্ত্যতি মাং সৰ্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

অশ্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত!) যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকারে) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীনচিত্ত) [হইয়া] পুরুষোত্তমং (পুরুষোত্তম) মাং (আমাকে) জানাতি (বিদিত হয়েন), সঃ (তিনি) সৰ্বভাবেন (সর্বপ্রকারে) মাং (আমাকে) ভজতি (ভজনা করেন), [তদন্তর] সৰ্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) [হন] ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি নির্মোহচিত্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম রূপে বিদিত করেন, তিনিই সর্বজ্ঞ, এবং তিনিই ভক্তিযোগ দ্বারা আমার যথার্থরূপ সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অথেন্দানীং যথানিরুক্তমাত্মনং যো বেদ তস্যোদং ফলমুচ্যতে—যো মাগিতি । যো মাগীশ্বরং যথোক্তবিশেষণমেবং যথোক্তেন প্রকারেণাসংমূঢ়ঃ সংমোহ-বজ্জিতঃ সন্ জানাতি—অয়মহমস্মীতি—পুরুষোত্তমং স সৰ্ববিৎ—সৰ্বাত্মনা সৰ্বং বেত্তীতি—সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বভূতস্থং ভজতি মাং সৰ্বভাবেন সৰ্বাভিচিত্ততয়া হে ভারত ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবমুত্তেগুরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি । এবমুক্তপ্রকারেণা-সংমূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি স সৰ্বভাবেন সৰ্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি । ততশ্চ সৰ্ববিৎ সৰ্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান্ “আমাদেরই মত একজন সাধারণ মনুষ্য” এইরূপ মোহ ঝাঁহার বিদূরিত হইয়াছে, তিনিই তাঁহাকে পুরুষোত্তম জ্ঞানে প্রেম-লক্ষণা ভক্তি দ্বারা প্রকৃত ভজনা করিতে সমর্থ । তিনি ভগবান্কে সর্বগতান্তরাত্মা বলিয়া জানেন, এইজন্য তিনি সর্বজ্ঞ । যিনি সোপাধিক ব্রহ্মরূপ বাসুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখিয়া ব্রহ্মবুদ্ধিতে দেখেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ও সৰ্ববিৎ ॥ ১৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে পরমাত্মার যে চৈতন্যসত্তার বিকাশ হইয়াছে তাহা যে ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা ১৪শ অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, এবং এখানেও সাধককে ভক্তিভাবে তাঁহার পুরুষোত্তম স্বরূপেই শরণাগত হইতে উপদেশ দিয়াছেন । সর্বশাস্ত্রময়ী গীতার এই অধ্যায়ে গীতার্থের সার সংগৃহীত হইয়াছে । ভগবানের মায়িক রূপের দর্শন মাত্রই, অথবা বৈকুণ্ঠাদি লোকে স্থিতিই ভক্তিসাধনার শেষ লক্ষ্য নহে ; কিন্তু তাঁহার প্রেমে তন্ময় হইয়া তাঁহারই স্বরূপে নিত্যস্থিতিরূপ অভিনুভাব লাভ করাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা—পর্য ভক্তি । তাঁহার চিন্ময় স্বরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানবীয় ভাবের কল্পনায় সাধনভক্তির পুষ্টি হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহার জ্ঞানস্বরূপেই নিত্য শান্তি-সুখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ।

এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

অনঘবোধিনী । অনঘ ভারত (হে নিপাপ ভারত!) ইতি (পূর্বোক্তপ্রকারে)
গুহ্যতমম্ (অতীব গুহ্য) ইদং (এই) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) ময়া (মৎকর্তৃক) উক্তম্ (কথিত হইল);
[যে কেহ] এতৎ (ইহা) বুদ্ধা (অবগত হইয়া) বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানসম্পন্ন) কৃতকৃত্যঃ চ (ও
কৃতার্থ) স্যাৎ (হয়েন) ॥ ২০ ॥

বজ্রানুবাদ । হে অনঘ ! হে ভারত ! আমি তোমার নিকট এই
যে অতীব গুহ্য রহস্যশাস্ত্র কীর্তন করিলাম যিনি ইহা বিদিত হয়েন, তিনি
আত্মজ্ঞানযুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । অস্মিন্ধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং নোক্ষফলমুক্তাখ্যেদানীং তৎ স্তোতি
—গুহ্যতমমিতি । ইত্যেতদগুহ্যতমং গোপ্যতমম্ । অত্যন্তরহস্যমিত্যেতৎ । কিং
তৎ ? শাস্ত্রম্ । যদ্যপি গীতাখ্যং সমস্তং শাস্ত্রমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায় ইহ শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে
স্বতার্থং প্রকরণাৎ । সৰ্ব্বোহি গীতাশাস্ত্রার্থোহস্মিন্ধ্যায়ে সমাসেনোক্তঃ । ন কেবলং
গীতাশাস্ত্রার্থ এব কিন্তু সৰ্ব্বশ্চ বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তঃ । যন্তং বেদ স বেদবিৎ (গী ১৫।১)
—বেদৈশ্চ সৰ্ব্বৈরহমেব বেদাঃ (গী ১৫।১৫) ইতি চোক্তম্ । ইদমুক্তং কথিতং ময়া হে
অনঘ । এতচ্ছাস্ত্রং যথাদর্শিতার্থং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যান্তবেৎ—নান্যথা—কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ।
কৃতং কৃত্যং কৰ্ত্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ । বিশিষ্টজন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কৰ্ত্তব্যং
তৎ সৰ্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং ভবেদিত্যর্থঃ । ন চান্যথা কৰ্ত্তব্যং পরিসমাপ্যতে
কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ । সৰ্বং কস্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (গী ৪।৩৩) ইতি
চোক্তম্ । এতদ্বি জন্মসাক্ষ্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ । প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো
ভবতি নান্যথা । ইতি চ মানবং বচনম্ (ক) । যত এতৎ পরমার্থতত্ত্বং মন্তঃ শ্রুতবানসি
ততঃ কৃতার্থস্তুং ভারতেতি ॥ ২০ ॥

ইতি শাস্ত্রে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি । ইত্যেনেং সংক্ষেপপ্রকারেণ
গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তম্ । ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রং হে
অনঘ ব্যসনশূন্য । অত এতদমুক্তং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্জ্ঞানী স্যাৎ । কৃতকৃত্যশ্চ
স্যাৎ । যোহপি কোহপি হে ভারত । যৎ কৃতকৃত্যোহসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

সংসারশাখিনং ছিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ ।

পুরুষোত্তমযোগাথে পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত্যাং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । গীতার ১৮ অধ্যায়ে যাহা কিছু বক্তব্য, ভগবান্ পঞ্চদশ অধ্যায়েই তত্তাবৎ সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা করিলেন। যদি কেহ গুরুমুখে এতাবৎ শাস্ত্রীয় নিগূঢ় রহস্য যথাযথ বিদিত হইতে পারেন, তবে তিনি যে যাগ-যজ্ঞ-তপোহনুষ্ঠানপূর্বক কৃতকার্য ও আত্মজ্ঞানযুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভগবান্ অর্জুনকে হে অনঘ—নিপাপ, হে ভারত—ভরতবংশাবতংস, সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিজ সাধু প্রকৃতি, উচ্চাধিকার ও পবিত্র কুলমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তিই যখন ভক্তি-পূর্বক গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরমপদের অধিকারী হয়, তখন হে অর্জুন, তুমি পবিত্র কুলে জন্মিয়া ও পবিত্রপ্রকৃতি হইয়া যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও কৃতকৃত্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিপাপ না হইলে আত্মজ্ঞানোপদেশ পাইবার অধিকার হয় না। “তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্ । মুমুক্শুণামপেক্ষ্যমান্নবোধো বিধীয়তে ॥” অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা যাঁহারা নিপাপ হইয়াছেন, অন্তঃকরণের বৃত্তিরাশি যাঁহাদের নিবৃত্তিমাৰ্গ অবলম্বন করিয়াছে, বিষয়ানুরাগ যাঁহাদের বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা মুমুকু ও নিরপেক্ষ, তাঁহাদিগকেই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিবার জন্য শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন। অন্যথা অনধিকারীকে আত্মজ্ঞানোপদেশ-দান নিষিদ্ধ। অর্জুন নিপাপ বলিয়া সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অধিকারী, এই জন্য ভগবান্ তাঁহাকে গুহ্য সমস্ত উপদেশ করিলেন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত
গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতঃ ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়শ্চপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥

অভয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) । অভয়ং (অভীরুতা) সত্ত্বসংশুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে স্থিতি) দানং (দান) দমঃ চ (দম) যজ্ঞঃ চ (ও যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (জপ বা শাস্ত্রপাঠ, বুদ্ধযজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) আর্জ্জবম্ (সরলতা) ।

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন ! অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে স্থিতি, দান, দম ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ ও আর্জ্জব—[এই সমস্ত দৈবী সম্পৎ] ॥ ১ ॥

শান্তরত্নাশ্রম । দৈব্যাস্থরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নবমেহধ্যায়ে সূচিতাঃ । তাসাং বিস্তরেণ প্রদর্শনায়ভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে । তত্র সংসারমোক্ষায় দৈবী প্রকৃতিঃ । নিবন্ধায়াস্থরী রাক্ষসী চেতি । দৈব্যা আদানায় প্রদর্শনং ক্রিয়তে । ইতরয়োঃ পরিবর্জ্জনায । শ্রীভগবানুবাচ—অভয়মিতি । অভয়মভীরুতা । সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্য সংব্যবহারেষু পরবঞ্চনামানুতাদিপরিবর্জ্জনম্ । শুদ্ধভাবেন ব্যবহার ইত্যর্থঃ । জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চান্নাদি-পদার্থানামবগমঃ । অবগতানামিচ্ছিয়াদ্যুপসংহারেণৈকাগ্রতয়া স্বাস্থ্যসংবেদ্যতাপাদনং যোগঃ । তয়োজ্ঞানযোগয়োর্ববস্থিতির্ব্যবস্থানং । তন্নিষ্ঠতা । এষা প্রথানা দৈবী সাত্ত্বিকী সম্পৎ । যত্র চ যেষামধিকৃতানাং যা প্রকৃতিঃ সম্ভবতি সাত্ত্বিকী সোচ্যতে । দানং যথাশক্তি সংবিভাগোহনাদীনাম্ । দমশ্চ বাহ্যকরণানামুপশমঃ । অন্তঃকরণস্যোপশমং শান্তিঃ বক্ষ্যতি । যজ্ঞশ্চ শ্রৌতোহগ্নিহোত্রাদিঃ । স্মার্তশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ । স্বাধ্যায় ধ্যাগ্ধে-দাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টার্থম্ । তপো বক্ষ্যমাণং শারীরাদি । আর্জ্জবম্জুস্বং সর্বদা ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

আস্থরীং সম্পদং ত্যজ্জ্ব । দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ ।

মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোহথ ষোড়শে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে এতদ্বৃদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেত্যুক্তং । তত্র ক এতত্ত্বং বুধ্যতে । কো বা ন বুধ্যতে ? ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেধিকারিণোহনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শা-ধ্যায়স্যারম্ভঃ । নিক্রপিতে হি কার্য্যার্থেহধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি । তদুক্তং ভট্টেঃ—ভাবো যো

যেন বোচব্যঃ স প্রাগান্দোলিতো যদা । তদা কস্যস্য বোচেতি শক্যং কর্তুং নিরূপণম্ ॥
ইতি । তত্রাধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ । অভয়ং
ভয়াভাবঃ । সত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ স্প্রশসনুতা । জ্ঞানযোগ আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ
পরিনিষ্ঠা । দানং স্বভোজ্যস্যানুদৈর্ঘ্যখোচিতং সংবিভাগঃ । দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ ।
যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপূর্ণমাসাদিঃ । স্বাধ্যায়ে বুদ্ধ্যযজ্ঞাদিঃ । জপযজ্ঞো বা । তপ
উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি । আর্জ্জবমবক্রতা ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বাসনাই যে সংসাররূপ বৃক্ষের অবান্তর মূল, তাহা পূর্বাধ্যায়ে
কথিত হইয়াছে । শুভ ও অশুভ ভোগবাসনা দ্বিবিধ । সাত্ত্বিকী বাসনা শুভ ও মুক্তি-
মার্গের হেতু, এবং রাজস ও তামস বাসনা অশুভ ও বন্ধনের হেতুস্বরূপ । সাত্ত্বিকী বাসনা
দৈবী সম্পৎ, এবং রাজস ও তামস বাসনা রাক্ষসী বা আত্মরী সম্পৎ বলিয়া কথিত
হইয়া থাকে । অশুভ বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক শুভ বাসনা অবলম্বন করা যে আবশ্যিক,
তাহা এই অধ্যায়ে কথিত হইবে ।

শাস্ত্রের যথাযথ অর্থ বিদিত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণতার নাম ‘অভয়’, অথবা
মৃত্যু আদির শঙ্কার অভাবের নাম অভয় । অন্তঃকরণের স্ননির্মলতা, অর্থাৎ মিথ্যা,
প্রবঞ্চনা, মায়াদি ত্যাগের নাম সত্বসংশুদ্ধি । আত্মস্বরূপ-নিশ্চয়ের নাম জ্ঞান । একা-
গ্রচিন্তে আত্মানুভূতির নাম যোগ । “আমা হইতে কোন প্রাণী যেন ভীত না হয়”—
এই ভাবটি পরমহংস ধর্মের উপলক্ষণ । এই অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার, মনোনাশ ও
বাসনাক্ষয় হইয়া থাকে । ভগবন্তজি দ্বারা এই সত্বসংশুদ্ধি লাভ হয় । ভগবন্তজিই
দৈবী সম্পৎ লাভের মূল । অতঃপর গৃহস্থগণের দৈবী সম্পৎ কথিত হইয়াছে । নিজাধি-
কৃত সামগ্রীর স্বত্বত্যাগ পূর্বক যোগ্যপাত্রের দান, বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের সংযম, শাস্ত্রবিহিত
কর্মের অনুষ্ঠান (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ আদি), বেদাদি অধ্যয়ন, বুদ্ধ্যর্চ্য বা কার্যিক
বাচিক ও মানসিক তপঃ (সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে) ও অকপটতা—এইগুলি দৈবী
সম্পৎ ॥ ১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । “অভয়ং সর্বভূতেভ্যঃ”—সর্বপ্রাণীই আমা হইতে অভয় লাভ
করুক, শ্রুতির এই আদেশ সন্যাসীর জীবনে অবশ্য পালনীয় । শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন
দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা লাভ এবং তত্ত্বজ্ঞানসহ মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়-রূপ—চিত্ত-
বৃত্তিনিরোধ-রূপ যোগ সন্যাসীর পক্ষে দৈবী সম্পৎ বলিয়া বিহিত হইয়াছে । জ্ঞানযোগে
স্থিত হইলেই প্রকৃত ভগবন্তজি লাভ হইয়া থাকে (৯অ। ১৩ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) । দান,
দম ও যজ্ঞই গৃহস্থের প্রধান দৈবী সম্পৎ, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রপাঠ) বুদ্ধ্যর্চারী, এবং তপস্যাই
বানপ্রস্থশ্রমীর দৈবী সম্পৎ । অবশেষে আর্জ্জব (কার্য্য, বাক্য ও ভাবের একতরূপ
সাত্ত্বিক ব্যবহার) চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমেরই সাধারণ দৈবী সম্পৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে
॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমাক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
 দয়া ভূতেশ্বালোলুপ্তং মার্দবং হ্রীচাপলম্ ॥ ২ ॥
 তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শোচমাক্রোহো নাতিমানিতা ।
 ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । অহিংসা (অহিংসা), সত্যম্ (সত্য), অক্রোধঃ (অক্রোধ), ত্যাগঃ (ত্যাগ), শান্তিঃ (শান্তি), অপৈশুনং (পরনিদ্রাবর্জন), ভূতেষু (জীবসকলের প্রতি) দয়া (দয়া), অলোলুপ্তং (লোভশূন্যতা), মার্দবং (মৃদুতা), হ্রীঃ (কুকর্ষে লজ্জা), অচাপলম্ (চঞ্চলশূন্যতা) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, সর্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা ও অচাপল্য—] এতাবৎ দৈবী সম্পৎ ॥ ২ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাম্ । কিঞ্চ—অহিংসেতি । অহিংসা অহিংসনং প্রাণিনাং পীড়াবর্জনম্ । সত্যমপ্রিয়ানৃতবজ্জিতম্ যথাত্তার্থবচনম্ । অক্রোধঃ পরৈরাক্রুষ্টম্যভিহতস্য বা প্রাপ্তস্য ক্রোধস্যোপশমনম্ । ত্যাগঃ সংন্যাসঃ—পূর্ব্বং দানস্যোক্তত্বাৎ । শান্তিরন্তঃকরণস্যোপশমঃ । অপৈশুনমপিশুনতা । পরস্মৈ পররুদ্ধপ্রকটীকরণং পৈশুনম্ তদভাবোহপৈশুনম্ । দয়া কৃপা ভূতেষু দুঃখিতেষু । অলোলুপ্তমিচ্ছিয়াণাং বিষয়সন্নিধাবাক্রিয়া । মার্দবং মৃদুতা অক্রোধ্যম্ । হ্রীলজ্জা । অচাপলমসতি প্রয়োজনে বাক্পাণিপাদাদীনামব্যাপারয়িত্বম্ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অহিংসেতি । অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্ । সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্ । অক্রোধস্তাডিতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ । ত্যাগ উদার্যম্ । শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ । পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনম্ । তদ্বর্জনমপৈশুনম্ । ভূতেষু দীনেষু দয়া । অলোলুপ্তমলোলুপত্বং লোভাভাবঃ । অবর্ণলোপ আর্ঘ্যঃ । মার্দবং মৃদুত্বমকুরতা । হ্রীকর্ষ্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা । অচাপলং ব্যর্থক্রিয়ারহিত্যম্ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অহিংসা—যে যে বৃত্তি দ্বারা জীব জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তত্তাবহৃত্তির হানি না করা । সত্য—যথার্থ অর্থবোধক বচনোচ্চারণ রূপ সত্য [যে বচনপ্রয়োগে অনর্থোৎপত্তি না হয়] । অক্রোধ—অনাদৃত বা তাড়িত হইয়াও ক্রুদ্ধ না হওয়া । ত্যাগ—শাস্ত্রবিধি পূর্ব্বক যোগ্য পাত্রে দান বা সর্ব্বকর্ন্ত্যাগ বা সন্ন্যাস । শান্তি—অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের উপশম । অপৈশুন্য—অন্যের কাছে আর একজনের অসাক্ষাতে দোষকীর্ত্তন না করা । দয়া—দীনের প্রতি করুণা । অলোলুপতা—ভোগের বস্তু সম্মুখে আসিলেও ইচ্ছিয়াদির বিকার না জন্মান । মৃদুতা—অক্রুর কোমল বাক্য প্রয়োগ । লজ্জা, এবং অচাপল্য—নিপ্প্রয়োজন বাহ্যেচ্ছিয়াদির ব্যাপার না করা । এই গুলিও দৈবী সম্পৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত!) তেজঃ (তেজঃ), ক্ষমা (ক্ষমা), ধৃতিঃ (ধৃতি),

শৌচম্ (শৌচ), অদ্রোহঃ (অবিরোধ), নাতিমানিতা (অভিমানশূন্যতা) [এই সকল শুভ গুণ] দৈবীং সম্পদম্ (দৈবী সম্পদকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । তেজঃ, ক্রমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানত্ব—
হে ভারত ! সত্বগুণময়ী বাসনা লইয়া যাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহারা ই
এতাবৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—তেজ ইতি । তেজঃ প্রাগ্ভ্যম্ । ন স্বগতা দীপ্তিঃ ।
ক্রমা তাদিত্যাক্রুষ্টস্য বা অন্তর্বিক্রিয়ানুপত্তিঃ । উৎপন্নায়াং বিক্রিয়ায়াং প্রশমনমক্ৰোধ
ইত্যবোচাম । ইথং ক্রমায়া অক্ৰোধস্য চ বিশেষঃ । ধৃতির্দেহেন্দ্রিয়েষুবসাদং প্রাপ্তেবু
তস্য প্রতিষেধকোহন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ । যেনোত্তত্তিতানি করণানি দেহশ্চ নাবসীদন্তি ।
শৌচং দ্বিবিধম্ । মৃজ্জলাভ্যাং কৃতং বাহ্যম্ । আভ্যন্তরং চ মনোবুদ্ধ্যোর্নৈর্দ্রল্যং মায়্যা-
রাগাদিকালুঘ্যাভাবঃ । এবং দ্বিবিধং শৌচম্ । অদ্রোহঃ পরজিখাংসাতাবোহিংসনম্ ।
নাতিমানিতা—অত্যাং মানোহতিমানঃ স যস্য বিদ্যতে সোহতিমানী । তদ্ভাবোহতি-
মানিতা । তদভাবো নাতিমানিতা । আত্মনঃ পূজ্যতাতিশয়ভাবনাভাব ইত্যর্থঃ । ভবন্ত্য-
ভয়াদীন্যেতদন্তানি সম্পদমভি জাতস্য । কিংবিশিষ্টাং সম্পদম্ ? দৈবীম্ । দেবানাং
যা সম্পৎ তামভিলক্ষ্য জাতস্য দৈববিভূত্যাং ভাবিকল্যাণস্যেত্যর্থঃ । হে ভারত ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ তেজ ইতি । তেজঃ প্রাগ্ভ্যম্ । ক্রমা পরিভবাদিষুৎ-
পদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ । ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসীদতশ্চিহ্নস্য স্থিরীকরণম্ । শৌচং
বাহ্যাত্মন্তরশুদ্ধিঃ । অদ্রোহো—জিহ্বাংসারাহিত্যম্ । অতিমানিতা—আত্মন্যতিপূজ্যত্বাতি-
মানঃ । তদভাবো নাতিমানিতা । এতান্যভয়াদীনি ষড়্ বিংশতিপ্রকারাণি লক্ষণানি দৈবীং
সম্পদমভি জাতস্য ভবন্তি । দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ।
ভাবিকল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । তেজঃ (যদ্বারা কাহারও প্রভাবে পরাভূত, অর্থাৎ ধর্ম বা সত্যপথ
হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়), ক্রমা (তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্যসত্ত্বেও ক্রোধ না করা),
ধৃতি (ব্যাকুল দেহেন্দ্রিয়াদিকে সুস্থির করিয়া রাখিবার শক্তি), শৌচ (অন্তঃকরণশুদ্ধি),
অদ্রোহ (অবিরোধ), নাতিমানিতা (আমি অন্যের পূজ্য একরূপ অভিমান না রাখা)—
এইগুলিও দৈবী সম্পৎ । যাঁহারা শুভ সাত্ত্বিকী বাসনা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ই
এই শ্লোকত্রয়োক্ত ষড়্ বিংশতি গুণ লাভ করিয়া থাকেন । শ্রুতিও বলিয়াছেন—“পুণ্যঃ
পুণ্যেন কর্মণা ভবতি । পাপঃ পাপেন” (ক) । পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্যময়ী বাসনা
দ্বারা জীব উত্তরোত্তর জন্মে পুণ্যবান্ ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৫ ।

দন্তো দর্পোহ্ভিমানশ্চ * ক্রোধঃ পারুষ্যামেব চ ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ সম্পদমাস্থরীম্ ॥ ৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । অহিংসাদি একাদশগুণ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেরই অসাধারণ দৈবী সম্পৎ, ক্ষত্রিয়ের তেজঃ, ক্ষমা ও ীতি, বৈশ্যের শৌচ ও অদ্রোহ, এবং নাতিমানিতা শূদ্রের অসাধারণ দৈবী সম্পৎ । ১ম শ্লোকোক্ত নয়টি গুণতত্ত্ব যথাক্রমে সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাত্মী চতুর্বর্ণের অসাধারণ ধর্মরূপে, এবং ২য় ও ৩য় শ্লোকোক্ত সাতেরটি গুণ চতুর্বর্ণের পৃথক পৃথক ধর্মরূপে কীর্তিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অর্থবোধিনী । পার্থ (হে পার্থ!) দন্তঃ (ধর্মস্বজিহ্ম), দর্পঃ (দর্প), অভিমানঃ চ (অভিমান), ক্রোধঃ চ (ক্রোধ), পারুষ্যম্ (নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞানং চ এব (ও অজ্ঞান) [এই সকল অসদ্ গুণ], আস্থরীং সম্পদম্ (আস্থরী সম্পৎকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে] ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ! অশুভ বাসনা দ্বারা যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই রজস্তমোগুণময় মনুষ্যগণ—দন্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান আদি আস্থরী সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শাক্তরত্নাব্যম্ । অখেদানীনাস্থরী সম্পদুচ্যতে—দন্ত ইতি । দন্তো ধর্মস্বজিহ্ম দর্পো বিদ্যাধনস্বজনাদিনিমিত্ত উৎসেকঃ । অভিমানঃ পূর্বোক্তঃ । ক্রোধশ্চ । পারুষ্যমেব চ পুরুষবচনম্ । যথা কাণং চক্ষুঃস্বান্নিরূপং রূপবান্ হীনাভিজনমুত্তমাভিজন ইত্যাদি । অজ্ঞানং চাবিবেকজ্ঞানং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ কর্তব্যাকর্তব্যাদিবিষয়ঃ । অভি জাতস্য । পার্থ । কিমভি জাতস্যেতি? আহ—অস্থরাণাং সম্পদাস্থরী তামভি জাতস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । আস্থরীং সম্পদমাহ—দন্ত ইতি । দন্তো ধর্মস্বজিহ্ম । দর্পো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তশ্চিত্তস্যোৎসেকঃ । অভিমানো ব্যাখ্যাত এব । ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ । পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বম্ । অজ্ঞানমবিবেকঃ । আস্থরীমিত্যুপলক্ষণম্ । অস্থরাণাং রাক্ষসানাং চ যা সম্পৎ তামভিলক্ষ্য জাতস্যেতানি দন্তাদীনি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান ও রূপে সর্বোত্তম, আমি সকলের পূজনীয়, এইরূপ যাহাদের সিদ্ধান্ত; পরের অনিষ্ট করিবার জন্য যে ব্যক্তি উত্তেজিত হয়, যে রক্ষবচনবল্লা, এবং যে ব্যক্তি সদসদ্বিচারবুদ্ধিবিহীন, সে ব্যক্তি পূর্বজন্মের রজস্তমোগুণময়ী অশুভ বাসনা দ্বারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে জানিবে ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্ত্রী মতা ।

মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভি জাতোহসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

অনুবোধিনী । দৈবী সম্পৎ (দৈবী সম্পৎ) বিমোক্ষায় (মোক্ষের জন্য), [এবং] আস্ত্রী (আস্ত্রী সম্পৎ) নিবন্ধায় (বন্ধনের নিমিত্ত) মতা (অভিপ্রেরিত) । পাণ্ডব (হে পাণ্ডব) । মা শুচঃ (শোক করিও না), [যেহেতু] দৈবীং সম্পদং (দৈবী সম্পৎকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতঃ অসি (জন্মিয়াছে) ॥ ৫ ॥

বজ্রানুবাদ । দৈবী সম্পৎ মোক্ষের হেতু, ও আস্ত্রী সম্পৎ বন্ধনের হেতু [জানিবে] । হে পাণ্ডব ! তুমি দৈবী সম্পৎ সহ জন্মিয়াছ, তুমি শোক করিও না ॥ ৫ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অনয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যমুচ্যতে—দৈবীতি । দৈবী সম্পদ্যা সা বিমোক্ষায় সংসারবন্ধনাং । নিবন্ধায়—নিয়তো বন্ধো নিবন্ধঃ । তদর্থমাস্ত্রী সম্পন্নতা অভিপ্রোতা । তথা রাক্ষসী চ । তত্রৈবমুক্তে সত্যজ্ঞানস্যাস্তগতং ভাবন্—কিমহমাস্ত্র-সম্পদযুক্তঃ কিংবা দৈবসম্পদযুক্ত ইত্যেবমালোচনারূপম্—আলক্ষ্যাহ ভগবান্ —মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ । সম্পদং দৈবীমভি জাতোহস্যভিলক্ষ্য জাতোহসি । ভাবিকাল্যাণস্তু-মসীত্যর্থঃ । হে পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

প্রীধরস্মাক্রিতটীকা । এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়নাহ—দৈবীতি । দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তদ্বজ্রানেহধিকারী । আস্ত্রীয়া সম্পদা যুক্তস্ত নিত্যং সংসারীত্যর্থঃ । এতচ্ছব্ধা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহবাকুলচিত্তমজ্ঞানমাস্থায়তি —হে পাণ্ডব মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ । যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভি জাতোহসি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণদ্বারা দৈবী সম্পৎ লাভ করেন, তাঁহারা তদ্বারা মুক্তিভাগী হয়েন । আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ অযথোচিত কার্য্যানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণ, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি দ্বারা আস্ত্র ও রাক্ষস ভাব লাভ করিয়া থাকে । এই আস্ত্রী সম্পৎ সংসার-বন্ধনের মূল, অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণের হেতুভূত । এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আস্ত্রী সম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । তাই ভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব ! তুমি তো সাত্ত্বিকী শুভবাসনা সহ উত্তম কুলে জন্মিয়াছ, আর “গুরু ও আত্মীয়গণ বধ করা অকর্তব্য” এই সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বশীভূত হইয়াই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ । আমি তোমাকে সকল কথাই ত প্রায় বুঝাইলাম । এক্ষণে আস্ত্রসম্পৎশীল বিষয়ী লোকের ন্যায় যেন শোকাভিভূত হইও না ।

“পাণ্ডব” এই সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ অজ্ঞানকে ইহাই বুঝাইলেন যে, পাণ্ডুর সকল পুত্রই দৈবসম্পদযুক্ত, তাহাতে তুমি আবার আমার পরম প্রিয় ভক্ত ; অতএব তুমি যে নিশ্চয়ই দৈবসম্পদযুক্ত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আস্মর এব চ ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আস্মরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

অম্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) দৈবঃ (দৈব) আস্মরঃ এব চ (ও আস্মর) দ্বৌ (দুই) ভূতসর্গৌ (ভূতসৃষ্টি) [আছে]; দৈবঃ (দৈবসৃষ্টি) বিস্তরশঃ (সবিস্তরে) প্রোক্তঃ (কথিত হইয়াছে)। আস্মরং (আস্মরী সৃষ্টি) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই জগতে দৈব সর্গ ও আস্মর সর্গ—এই দুই প্রকার ভূতসর্গই সৃষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! দৈব সর্গের বিষয় তোমাকে ইতিপূর্বে সবিস্তর বলিয়াছি। এক্ষণে আস্মর সর্গের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিসংখ্যাকৌ ভূতসর্গৌ ভূতানাং মনুষ্যাণাং সর্গৌ সৃষ্টী ভূতসর্গৌ সৃজ্যেতে ইতি সর্গৌ। ভূতান্যেব সৃজ্যমানানি দৈবাস্মরসম্পদ-যুক্তানি দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যুচ্যেতে। দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাস্চাস্মরাস্চেতি শ্রুতেঃ (ক)। লোকেহস্মিন্ সংসার ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং দ্বৈবিধোপপত্তেঃ। কৌ তৌ ভূতসর্গাবিতি? উচ্যেতে—প্রকৃতােব দৈব আস্মর এব চ। উক্তয়োরেব পুনরনুবাদে প্রয়োজনমাহ—দৈবো ভূতসর্গোহভয়ং সত্ত্বগুণদ্বিরিত্যাদিনা বিস্তরশো বিস্তরপ্রকারৈঃ প্রোক্তঃ কথিতঃ। ন দ্বাস্মরো বিস্তরশঃ। অতস্তৎপরিবর্জ্জনার্থমাস্মরং পার্থ মে মম বচনাদুচ্যমানং বিস্তরশঃ শৃণু বধায় ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আস্মরী সম্পৎ সর্ব্বাঙ্গানা বর্জ্জয়িতব্যেত্যেতদর্থমাস্মরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাং—দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাচ্ছৃণু। আস্মর-রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্। অতো রাক্ষসীমাস্মরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্তপ্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ। স্পষ্টমন্যং ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জগতে মনুষ্য দ্বিবিধ। যাঁহারা স্বভাবজাত রাগ-দ্বेष আদি অভিতুত করিয়া ধর্মপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা দেবতা। যাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাঁহারা আস্মর। ভগবান্ ইতিপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বিষয় বলিবার সময়ে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের বিষয় ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানলক্ষণ বর্ণন করিবার সময়ে, চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কীর্ত্তন করিবার সময়ে এবং ষোড়শ অধ্যায়ে “অভয়ং সত্ত্বগুণদ্বিঃ” আদি বচনে “দৈব ভূতসর্গ” বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছেন। এক্ষণে “আস্মর ভূতসর্গ” ব্যাখ্যা করিবেন। কেননা, কুৎসিত বিষয়ের স্বরূপ না বলিলে তাহা ঘৃণাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে জীবের ইচ্ছা হইবে কেন ?? ॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুঃ।
 ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
 অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনোশ্বরম্ ।
 অপরম্পরসমুত্তং কিমন্যং কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । আশুরাঃ (অশুরস্বভাব) জনাঃ (লোকেরা) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না) ; [এই নিমিত্ত] তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং (শৌচ নাই), ন চ আচারঃ (আচার নাই), ন অপি সত্যং বিদ্যতে (সত্যও বিদ্যমান নাই) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] যাহারা অশুরস্বভাব, তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান নাই এজন্য সেই আশুর মনুষ্যগণের শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই ॥ ৭ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস্য । আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেরাশুরী সম্পৎ প্রাণিবিশেষগণের প্রদর্শ্যতে। প্রত্যক্ষীকরণেন চ শক্যতেহংগাঃ পরিবর্জনং কর্ত্তুমিতি—প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং চ প্রবর্ত্তনম্। যস্মিন্ পুরুষার্থসাধনে কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিস্তাম্। নিবৃত্তিং চ তদ্বিপরীতাম্। যস্মাদনর্থহেতোর্নিবৃত্তিতব্যং সা নিবৃত্তিঃ। তাং চ জনা আশুরা ন বিদূর্ন জানন্তি। ন কেবলং প্রবৃত্তিনিবৃত্তী এব ন বিদুঃ। ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে। অশৌচা অনাচারা মায়াবিনোহনৃতবাদিনো হ্যাশুরাঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । আশুরীং বিস্তরশো নিক্রপয়তি—প্রবৃত্তিং চেত্যাদিদ্वादশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মানিবৃত্তিং চাশুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি। অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যং চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দত্ত ও দর্পাদি আশুর-ভাবযুক্ত মনুষ্যগণ প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত ধর্ম্ম অবগত নহে। “প্রবৃত্তিং চ” পদের চকার দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে যে, তাহারা ধর্ম্ম প্রতিপাদক বিধিবাক্যও অবগত নহে, এবং যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহারা সে অধর্ম্মও জানে না, ও অধর্ম্মপ্রতিপাদক নিষেধ বাক্যও অবগত নহে। যাহারা শাস্ত্রীয়-ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, তাহাদের আবার (বাহ্য ও আভ্যন্তর) শৌচই বা কোথায়, সদাচারই বা কোথায়, ও প্রিয়-হিত-মাথার্থ্যসম্ভাষণই বা কোথায় ? ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাপূন্য) অনীশ্বরম্ (ব্যবস্থাপকবিহীন) অপরম্পরসমুত্তং (অন্যোন্না শ্রী-পুরুষসংযোগজাত) কামহৈতুকম্ (কামজনিত), কিমন্যং (ইহার অন্য কারণ কিছুই নাই) —[এইরূপ] আছঃ (বলিয়া থাকে) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । ইহারা এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরম্পরসমুত্ত ও কামহৈতুক বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে জগতের অন্য কোনও কারণ নাই ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টান্নানোহম্বুদ্ধয়ঃ ।

প্রভবন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥

শান্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ অসত্যমিতি । অসত্যং—যথা বয়মনৃতপ্রায়ান্তখেদং জগৎ সর্বমসত্যম্ । অপ্রতিষ্ঠং চ—নাস্য ধর্মাধর্মৌ প্রতিষ্ঠা । অতোহপ্রতিষ্ঠং চেতি । ত আশুরা জনা জগদাহরনীশ্বরম্ । ন চ ধর্মাধর্মসব্যপেক্ষকোহস্য শাসিতেশ্বরো বিদ্যতে ইতি । অতোহনীশ্বরং জগদাহঃ । কিঞ্চ—অপরস্পরসম্বৃত্তম্ । কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রী-পুরুষয়োঃ ন্যোন্যাসংযোগাজ্জগৎ সর্বং সম্বৃত্তম্ । কিমন্যং কামহেতুকম্ । কামহেতুকমেব কামহেতুকম্ । কিমন্যাজ্জগতঃ কারণম্ ? ন কিঞ্চিদদৃষ্টং ধর্মাধর্মাди কারণান্তরং বিদ্যতে জগতঃ । কাম এব প্রাণিনাং কারণমিতি । লোকায়তিকদৃষ্টিরিয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু বেদোক্তয়োঃ ধর্মাধর্ময়োঃ প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিঃ চ কথং ন বিদুঃ ? কুতো বা ধর্মাধর্ময়োঃ রনঙ্গীকারে জগতঃ স্খদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়ানীশ্বরাজ্ঞামতিবর্তেরনু ? ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাৎ ? অত আহ—অসত্যমিতি । নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদি প্রমাণং যস্মিন্ স্তাদৃশং জগদাহঃ । বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ । তদুক্তং—ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ডবৃত্তিনিশাচরা ইত্যাদি (ক) । অতএব নাস্তি ধর্মাধর্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ । স্বাভাবিকং জগদৈষিচিৎপ্রমাহরিত্যর্থঃ । অত এব নাস্তীশ্বরঃ কর্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহঃ । তহি কুতোহস্য জগত উৎপত্তিঃ বদন্তীতি ? অত আহ—অপরস্পরসম্বৃত্তমিতি । অপরশ্চ পরশ্চৈতাপরস্পরম্ । অপরস্পরতোহন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ স্নিগ্ধানাং সম্বৃত্তং জগৎ । কিমন্যং ? কারণমস্য নাস্ত্যন্যং কিঞ্চিং । কিন্তু কামহেতুকমেব । স্ত্রীপুরুষয়োঃ রুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যোত্যাহরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । আশুর প্রকৃতির মনুষ্যগণ বলে যে, জগতে বা জগতের মূলে কোন সত্য সত্তার অস্তিত্ব নাই । ধর্মাধর্ম-রূপ প্রতিষ্ঠা যে এই জগদ্ব্যবস্থার হেতু, তাহা তাহারা স্বীকার করে না । তাহাদের মধ্যে শুভাশুভ কর্মের নিয়ন্তা ও স্খদুঃখ-ফলবিধাতা-রূপ ঈশ্বর নামে কোন পদার্থ এ জগতে নাই । এই জন্য তাহারা নির্ভীক-চিত্তে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় । ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তাহারা স্বীকার করে না । তাহারা বলে বিষয়ভোগস্বখাভিলাষী-স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—কামই জগতের উৎপত্তির হেতু । ধর্মাধর্ম-রূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বর-রূপ অন্য কারণ এ জগতের মূল নহে ॥ ৮ ॥

অধর্যবোধিনী । এতাং (এই) দৃষ্টিম্ (জ্ঞান) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টান্নানঃ (বিকৃতান্না) অল্পবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি) উগ্রকর্মাণঃ (উগ্রকর্মা ব্যক্তিগণ) অহিতাঃ (অহিতকারী) [হইয়া] জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (বিনাশার্থ) প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়) ॥ ৯ ॥

(ক) সর্বদর্শনসংগ্রহে চাক্ষার্কদর্শনম্ ।

কামমাশ্রিত্য দুষ্করং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।

মোহাদ্ গৃহীত্বাহসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । পূর্বোক্ত দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্মা ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের বিনাশার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । এতামিতি । এতাং দৃষ্টিমবষ্টত্যাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো নষ্টস্বাবা বিলষ্টপরলোকসাধনা অল্পবুদ্ধয়ঃ—বিষয়বিষয়া অন্নেব বুদ্ধির্যেযাং তেহল্পবুদ্ধয়ঃ—প্রভবন্ত্যন্ত-বন্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্রুরকর্মাণো হিংসাত্মকাঃ । ক্ষয়ায় জগতঃ প্রভবন্তীতি সম্বন্ধঃ । জগতোহ-হিতাঃ শত্রব ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—এতামিতি । এতাং লোকাযতিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোহল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ । অত এবোত্রং হিংস্রং কৰ্ম্ম যেমাং তে অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি । উত্তবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । জীবগণ আত্মরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি—রজঃ ও তমোদোষে তাহাদের আত্মা আবৃত হয় । তাহারা স্বভাবতঃ অল্প-বুদ্ধিজীবী (অল্প = মল, মাংস, রুধির, মজ্জাদি নিন্দিত পদার্থযুক্ত দেহ ; যাহাদের দেহে অহংবুদ্ধি, তাহারাই অল্পবুদ্ধি) ও উগ্রকর্মা (যাহারা দেহ মাত্র পোষণ করিবার জন্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্যেও প্রবৃত্ত হয়) ; তাহারা লোকে অহিতকারী ব্যাঘ্র-সর্পাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯ ॥

অনয়বোধিনী । [তাহারা] দুষ্করং (দুষ্করণীয়) কামম্ (কামনাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদগ্রাহান্ (অশুভসিদ্ধান্তসমূহ) গৃহীত্বা (গ্রহণপূর্বক) অশুচিব্রতাঃ (অশুচিব্রতযুক্ত) [হইয়া] প্রবর্তন্তে (কার্যে প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । তাহারা দুষ্করণীয় কামনাযুক্ত হৃদয়ে দম্ভ, মান ও মদে মত্ত, এবং অশুচিব্রত হইয়া অবিবেক বশতঃ অশুভ সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । তে চ—কামমিতি । কামমিচ্ছাবিশেষমাশ্রিত্যাবষ্টতা । দুষ্করম-শক্যপূরণম্ । দম্ভমানমদান্বিতাঃ—দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ দম্ভমানমদাঃ । তৈরন্বিতাঃ । মোহাদবিবেকতঃ । গৃহীত্বোপাদায় । অসদগ্রাহানশুভনিশ্চয়ান্ । প্রবর্তন্তে লোকে । অশুচিব্রতাঃ—অশুচীন ব্রতানি যেমাং তেহশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অপি চ—কামমাশ্রিত্যেতি । দুষ্করং পুরষিতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্তন্তে । কথং ? অসদগ্রাহান্

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।

কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

গৃহীত্বা । অনেন মস্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদীন্ দুরাগ্ৰহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্তন্তে । অশুচিব্রুতাঃ—অশুচীনি মদ্যমাংসাদিবিষয়াণি ব্রুতানি যেমাং তে ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শত কোটি বর্ষ ভোগ করিলেও যে বিষয়বাসনার পরিপূর্ত্তি হয় না, সেই বাসনাবশংবদ জীবগণ দম্ভাদিযুক্ত হয় ; “অমুক মন্ত্র জপ করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়”, “অমুক দেবতার পূজা করিলে অধিক ধন পাইব,” ইত্যাকার দুরাশায় তাহাদের মন প্রধাবিত হয়, এবং সেই জন্য তাহারা উচ্ছিষ্টাদি-ভোজন, শ্মশানাदিতে গমন ও মদ্য-মাংসাদি সেবনরূপ অশুচিব্রুতে প্রবৃত্ত হয় । ইহারা বেদমার্গভ্রষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে । পরিণামে তাহাদের অমেধ্যপূর্ণ নরকে গতি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অবয়বোধিনী । প্রলয়ান্তাম্ (মরণ পর্য্যন্তই যাহার স্থিতি সেই) অপরিমেয়াং চ (অপরিমেয়) চিন্তাম্ (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) কামোপভোগপরমাঃ (বিষয়-ভোগই যাহাদের পরমপুরুষার্থ) [এবং] এতাবৎ ইতি (এইরূপই) নিশ্চিতাঃ (নিশ্চয়) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । মরণ পর্য্যন্তই স্থিতি, যাহারা এইরূপ চিন্তাপরায়ণ, শব্দাদি ভোগই যাহাদের পুরুষার্থ, বিষয়জনিত সুখই সুখ—এইরূপ যাহাদের নিশ্চয় ॥ ১১ ॥

শান্তরত্নাশ্রম । কিঞ্চ—চিন্তেতি । চিন্তামপরিমেয়াং চ—ন পরিমাতুং শক্যতে যস্য। চিন্তায়া ইয়ন্তা সা অপরিমেয়া । তামপরিমেয়াং । প্রলয়ান্তাং মরণান্তাম্ । উপাশ্রিতাঃ সদা চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ । কামোপভোগপরমাঃ—কাম্যন্ত ইতি কামাঃ শব্দাদয়ঃ । তদুপভোগপরমাঃ । অয়মেব পরমঃ পুরুষার্থো যঃ কামোপভোগ ইত্যেবং নিশ্চিতাত্মনঃ । এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—চিন্তামিতি । প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যান্তাম্ । অপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতাঃ । নিত্যং চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ । কামোপভোগ এব পরমো যেমাং তে । এতাবদিতি—কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যদন্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ । অর্থসংখ্যানীহন্ত ইত্যন্তরেণানুয়ঃ । তথা চ বারীস্পত্যং সূত্রং—কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ ইতি । চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আশ্রয়-প্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ পরলোক, স্বর্গ, নরক ও মোক্ষাদি কিছুই মানে না । যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন খাও, পরও আনন্দ কর—যুদ্ধচন্দনবনিতাদি ভোগে জীবনের সার্থকতা কর, ইহাই তাহাদের পুরুষার্থ । দেহাতীত আত্মা নামে কোন পদার্থই নাই । তজ্জন্য তপঃক্লেশাদি সহন করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য, এইরূপ তাহাদের সিদ্ধান্ত ॥ ১১ ॥

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।

ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্যে মনোরথম্ ।*

ইদমস্তদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশারজ্জুদ্বারা) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ) কাম-
ক্ৰোধপরায়ণাঃ (কাম ও ক্ৰোধপরায়ণ ব্যক্তির) কামভোগার্থম্ (বিষয়ভোগের জন্য) অন্যায়েন
(অন্যায়পূর্বক) অর্থসঞ্চয়ান্ (ধন-সংগ্রহ) ঈহন্তে (ইচ্ছা করে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । আশাপাশে আবদ্ধ ও কামক্ৰোধাদিপরায়ণ হইয়া তাহারা
বিষয়ভোগের জন্য অন্যায় বৃত্তি দ্বারা ধন আহরণের ইচ্ছা করে ॥ ১২ ॥

শাক্তরত্নাশ্রয় । আশাপাশশতৈরিতি । আশাপাশশতৈঃ—আশা এব পাশাঃ ।
তচ্ছতৈরাশাপাশশতৈঃ । বদ্ধা নিয়ন্ত্রিতাঃ সন্তঃ সর্বত আকৃষ্যমাণাঃ । কামক্ৰোধপরায়ণাঃ
—কামক্ৰোধো পরময়নং পর আশ্রয়ো যেষাং তে কামক্ৰোধপরায়ণাঃ । ঈহন্তে চেষ্টন্তে
কামভোগার্থং কামভোগপ্রয়োজনায় । ন ধর্ম্মার্থম্ । অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ানর্থপ্রচয়ান্ । অন্যায়েন
পরস্বাপহরণাদিনেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত এব—আশেতি । আশা এব পাশাঃ । তেষাং
শতৈর্বদ্ধা ইত্যন্তত আকৃষ্যমাণাঃ । কামক্ৰোধপরায়ণাঃ—কামক্ৰোধো পরময়নমাশ্রয়ো
যেষাং তে । কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্যাদিনা অর্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “ভবন ও উদ্যান নির্মাণ করিব, স্ত্রী, ও পুত্রাদি স্মৃখী হইবে,
লোকসমাজে সম্মান বাড়িবে” ইত্যাকার আশাপাশে শৃঙ্খলাবদ্ধ চৌরের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া
ও “পরনারী বা বহু নারী ভোগ করিব, পরের অনিষ্ট করিব” ইত্যাকার চিন্তার বশীভূত
হইয়া, এবং তদ্বারাই পরমসুখোৎপত্তি হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, অত্যাচার ও
চৌর্য্যাদি দ্বারা আস্রর প্রকৃতিযুক্ত দুরাত্মগণ ধন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয় ।

“বরং দারিদ্র্যমন্যায়প্রভবান্ধিতবাদপি ।

ক্ষীণতা পীনতা দেহে পীনতা ন তু রোগজা ॥”

বরং দরিদ্র হইয়া থাকা ভাল, তথাচ অন্যায় উপায়ে বিভবশালী হওয়া ভাল নহে ।
কেননা, স্ত্রস্থ ক্ষীণ শরীরও ভাল, তথাচ রোগে ফুলিয়া স্থূল হওয়া কিছু নয় । এই
বিচার দ্বারা দেবপ্রকৃতির লোকগণ ধনর্থ অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ করেন না ॥ ১২ ॥

অম্বয়বোধিনী । অদ্য (অদ্য) ময়া (মৎকর্তৃক) ইদং (ইহা) লব্ধং (লব্ধ হইয়াছে),
ইদং (এই) মনোরথং (মনোরথ) প্রাপ্যে (আমি পাইব), ইদম্ (এই ধন) অস্তি (সম্ভিত

† ইমং প্রাপ্যে মনোরথমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ গাঠঃ ।

অসৌ ময়া হতঃ শক্রহ'নিষ্য চাপরানপি ।

ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আছে), পুনঃ (পুনর্ব্বার) মে (আমার) ইদং (এই) ধনম্ অপি (ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । অদ্য এই ধন লাভ করিলাম, আমার এই অভীষ্ট শীঘ্র সিদ্ধ হইবে । আমার গৃহে এত ধন পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত আছে, ও এই ধন পুনর্ব্বার [আগামী বর্ষে] আরও অধিক বর্দ্ধিত হইবে ॥ ১৩ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস । ঈদৃশ্চ তেষামভিপ্রায়ঃ—ইদমিতি । ইদং দ্রব্যমদ্যোদানীং ময়া লব্ধম্ । ইদং চান্যৎ প্রাপ্স্য মনোরথং মনস্তুষ্টিকরম্ । ইদং চাস্তি । ইদমপি মে ভবিষ্যত্যাগামিনি সংবৎসরে পুনর্ধনম্ । তেনাহং ধনী বিখ্যাতো ভবিষ্যামি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমদ্যোতিচতুর্ভিঃ । প্রাপ্স্য প্রাপ্স্যামি । মনোরথং মনসঃ প্রিয়ম্ । স্পষ্টমন্যৎ । এতেষাং চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আস্বরপ্রকৃতির মানবগণ কেবল ধন-তৃষ্ণাতেই দিনপাত করে । কত ধন পাইলাম, কত ধন পাইব, অন্য ধন কিরূপে আসিবে—এই প্রকার বিষয়-চিন্তা দ্বারা তাহারা নিজ নিজ নরকের পথ পরিষ্কার করিতে থাকে ॥ ১৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । অসৌ (ঐ) শক্রঃ (শক্র) ময়া (মৎকর্তৃক) হতঃ (হত হইয়াছে), অপরান্ অপি চ (ও অন্য শত্রুগণকেও) হনিষ্যে (বিনাশ করিব), অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু), অহং (আমি) ভোগী (ভোগের অধিকারী), অহং (আমি) সিদ্ধঃ (সিদ্ধ), বলবান্ (বলবান্), সুখী (সুখী) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি এই শত্রুকে নাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুদিগকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ ও আমিই সুখী ॥ ১৪ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস । অসৌ ময়েতি । অসৌ দেবদত্তনামা ময়া হতো দুর্জয়ঃ শক্রঃ । হনিষ্যে চাপরানন্যান্ বরাকানপি । কিমেতে করিষ্যন্তি তপস্বিনঃ । সর্ব্বথা অপি নাস্তি মন্তুল্যঃ । কথম্? ঈশ্বরোহহম্ । অহং ভোগী । সর্ব্বপ্রকারেণ চ সিদ্ধোহহম্ । সম্পন্নঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তুভিঃ । ন কেবলং মানুষোহহম্ । বলবান্ সুখী চাহমেব । অন্যে তু ভূমিভারায়াবতীর্ণাঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অসাবিতি । সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৪ ॥

আচ্যোহভিজ্ঞনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । এমন যে দুর্জয় শত্রু, তাহাকেও আমি নষ্ট করিয়াছি। আমার মত বীর কে আছে? আর অমুক যে শত্রু আছে, তাহাকেও বিনাশ করিব। “হনিষ্যে চ” পদের চকার দ্বারা ইহাই সুচিত হইয়াছে যে, কেবল তাহাকেই নষ্ট করিয়া ফাস্ত থাকিব তাহা নহে, তাহার ধন-দারাদিও হরণ করিব। আমার সমকক্ষ কে আছে? যত মনুষ্য দেখিতেছি, ইহারা ত আমার সমক্ষে কীট-পতঙ্গ বিশেষ—আমি ঈশ্বর। বিষয় ভোগের পূর্ণাধিকারী ত আমিই। আমি ভ্রাতা, পুত্র ও ভৃত্যাদি সম্পন্ন। আমি যাহা চাহি, তাহাই করিতে পারি। আমার তুল্য পরাক্রমী ও সুখী আর কে আছে? অস্মুর-প্রকৃতি মানবগণের চিন্তাপ্রবাহ এইরূপ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । [আমি] আচ্যঃ (ধনাচ্য) অভিজ্ঞনবান (কুলীন) অস্মি (হই), ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ কঃ (অন্য কে) অস্তি (আছে)? যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব) দাস্যামি (দান করিব) [ইহাতে] মোদিষ্যে (আনন্দিত হইব), ইতি (এইরূপে) [তাহারা] অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞানমোহিত হয়) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । আমি ধনাচ্য ও কুলীন, আমার তুল্য আর কেহ নাই, আমি যাগ করিব, দান করিব—ইহাতে আমার যথেষ্ট হর্ষ হইবে। [অস্মুর-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ] এইরূপে অজ্ঞানমোহিত হয় ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । আচ্য ইতি। আচ্যো ধনেন। অভিজ্ঞনবান্ সপ্তপুরুষঃ শ্রৌত্রিয়স্বাদিসম্পন্নঃ। তেনাপি ন মম তুল্যোহস্তি কশ্চিৎ। কোহন্যোহস্তি সদৃশস্তুল্যো ময়া? কিঞ্চ যক্ষ্যে যাগেনাপ্যন্যানভিভবিষ্যামি। দাস্যামি নটাদিত্যঃ। মোদিষ্যে হর্ষাতিশয়ং প্রাপ্স্যামি। এবমজ্ঞানেন বিমোহিতা অজ্ঞানবিমোহিতা বিবিধমবিবেক-ভাবমাপনুঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—আচ্য ইতি। আচ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজ্ঞনবান্ কুলীনঃ। যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি। দাস্যামি স্তাবকেভ্যঃ। মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাহ-তিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । ধনে, মানে, কুলে, শীলে, আমার মত আর কে আছে? যাহা কেহ করিতে পারে নাই এরূপ ধুমধামের সহিত আমি যাগ করিব। কত লোক আমার বাটীতে আসিবে। নট, ভাট ও নর্তকীগণ আমার স্তুতি করিবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন দান করিব, তাহারাও সন্তুষ্ট হইবে। লোকে আমার যশঃ কীর্তন করিবে। অস্মুরভাবাপন্ন মানববর্গ এইরূপ চিন্তায় বিমোহিত থাকে ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।

প্রসক্তাঃ কামাভোগেষু পতন্তি নরকেহুঁচৌ ॥ ১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ শুদ্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।

যজন্তে নামযজ্ঞন্তে দাস্তেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭ ॥

অশ্বয়বোধিনী । অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (নানাবিধ দূষিত সংকল্পে বিভ্রান্ত) মোহ-জালসমাবৃতাঃ (মোহজালে আচ্ছাদিত) কামভোগেষু (বিষয়ভোগ সমূহে) প্রসক্তাঃ (অত্যন্ত আসক্ত) [পুরুষগণ] অশুচৌ (অশুচি) নরকে (নরকে) পতন্তি (পতিত হয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] নানাবিধ দূষিত সংকল্প কলাপে বিভ্রান্ত, মোহজালে সমাবৃত ও বিষয়-ভোগে অত্যন্ত আসক্ত আত্মরপ্রকৃতির পুরুষগণ অশুচি নরক মধ্যে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । অনেকেতি । অনেকচিত্তবিভ্রান্তা উক্তপ্রকারেরনৈকৈশ্চিত্তৈ-ব্রিবিধং ভ্রান্তা অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ । মোহজালসমাবৃতাঃ—মোহোহবিবেকোহজ্ঞানম্ । তদেব জালমিবাবরণাকৃত্যং । তেন সমাবৃতাঃ । প্রসক্তাঃ কামভোগেষু । কাম্যন্ত ইতি কামা বিষয়াঃ । তেষামুপভোগেষু কামভোগেষু । তত্রৈব নিযগ্নাঃ সন্তপ্তেনোপচিতকলুষাঃ পতন্তি নরকেহুঁচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবম্ভূতযং প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি । অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তমনেকচিত্তম্ । তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ । তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ । মৎস্য ইব সূত্রময়েন জালেন যন্তিতাঃ । এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অতিনিবিষ্টাঃ সন্তোহুঁচৌ কশ্লে নরকে পতন্তি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পূর্বকথিতানুরূপ নানা অসৎ সংকল্প দ্বারা অস্থিরচিত্ত (“অনেক-চিত্ত”=একবস্ত্তে যাহার চিত্ত স্থির হয় না) ও ভ্রম-জালে বিজড়িত, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য আত্মরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অনর্থকারী বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া নানা পাপাচরণ করতঃ বিষ্ঠা, মূত্র, শ্বেত্মা, কৃষির আদি অমেধ্যপূর্ণ বৈতরণী প্রভৃতি অপার নরকার্গবে পতিত হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে ॥ ১৬ ॥

অশ্বয়বোধিনী । আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মপ্রায়াশিষ্টাঃ) (শুদ্ধাঃ (অনম্) ধনমান-মদান্বিতাঃ (ধন, মান ও মদযুক্ত) তে (সেই আত্মর-ব্যক্তিগণ) দাস্তেন (দস্তসহকারে) নামযজ্ঞেঃ (নামমাত্র যজ্ঞসমূহের দ্বারা) অবিধিপূর্বকং (অবিধিপূর্বক) যজন্তে (যজ্ঞ করে) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । আত্মসম্ভাবিত, শুদ্ধ ও ধনমানমদযুক্ত আত্মরব্যক্তিগণ অবিধিপূর্বক নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া দস্ত প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ ।

মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । আত্মসম্ভাবিতা ইতি । আত্মসম্ভাবিতাঃ সর্বগুণবিশিষ্টতয়াত্মনৈব সম্ভাবিতা আত্মসম্ভাবিতাঃ । ন সাধুভিঃ । স্ত্রীয়া অপ্রণতাত্মনাঃ । ধনমানমদান্বিতাঃ— ধননিমিত্তে মানো মদশ্চ । তাভ্যাং ধনমানমদাত্মান্বিতাঃ । যজ্ঞস্তে নামযজ্ঞে নামাত্রৈর্ষ্যজ্ঞেস্তু দন্তেন ধর্মবজ্জিতয়া । অবিধিপূর্বকং বিহিতাঙ্গৈতিকর্তব্যতারহিতম্ ॥ ১৭ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃষ্ণভট্টকঃ । যক্ষ্য ইতি চ যন্তেবাং মনোরথ উক্তঃ স কেবলং দন্তাহঙ্কারাদি- প্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়োহ—আত্মেতিয়াভ্যাম্ । আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ । ন তু সাধুভিঃ কৈশিচৎ । অত এব স্ত্রীয়া অনম্ভাঃ । ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ । নামমাত্রেন য়ে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ । যদ্বা দীক্ষিতঃ সোমযাজ্ঞীত্যেবমাদিনামমাত্রপ্রদ্বিষয়ে য়ে যজ্ঞাষ্টৈশ্বর্ষজন্তে । কথং? দন্তেন । ন তু শক্য়ান্ । অবিধিপূর্বকং চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সম্মানিত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সম্মান করেন, তিনিই প্রকৃত সম্মান- ভাজন । কিন্তু আসুর ব্যক্তিগণ অন্য কর্তৃক সম্মানিত না হইলেও আপনাকে আপনি সম্মানভাজন বলিয়া মনে করে । ধনাভিमानে, আত্মাভিमानে ও বৃথাভিमानে মত্ত হইয়া যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে । এ যজ্ঞে যজ্ঞকর্তার শ্রদ্ধা নাই, বেদবিধি অনুসারে দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র ও দক্ষিণাদির দিকে দৃষ্টি নাই, কর্মনিষ্ঠা নাই, আছে কেবল লোকদেখান ধুমধাম । স্মতরাং এরূপ দাত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠাতার যজ্ঞফল লাভ হয় না । এরূপ যজ্ঞ নাম- মাত্র যজ্ঞ, বস্তুতঃ বিহিত যজ্ঞ নহে ॥ ১৭ ॥

অদ্বয়বোধিনী । অহঙ্কারং (অহঙ্কার), বলং (বল), দর্পং (দর্প), কামং (কাম), ক্রোধং চ (ও ক্রোধ) সংশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (অসূয়াপরায়ণ) [তাহারা] আত্মপরদেহেষু (নিজ ও অন্যের দেহস্থিত) মাং (আমার প্রতি) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষ করিয়া থাকে) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধে বশীভূত এবং অসূয়াকারী আসুর পুরুষগণ নিজ ও অন্যের দেহস্থিত [আত্মরূপী] আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অহঙ্কারমিতি । অহঙ্কারম্—অহঙ্করণমহঙ্কারঃ । বিদ্যমানৈরবিদ্যা- মাত্মনৈশ্চ গুণৈরাত্মন্যধ্যারোপিতৈবিশিষ্টমাত্মানমহমিতি মন্যতে । সোহহঙ্কারোহবিদ্যাখ্যাঃ কষ্টতমঃ সর্বদোষাণাং মূলম্ । সর্বানর্থপ্রবৃত্তীনাং চ । তন্ম । তথা বলং পরাতিভবনিমিত্তং । কামরাগান্বিতম্ । দর্পং—দর্পো নাম যস্যোত্তবে ধর্মমতিক্রমতীতি । সোহয়মন্তঃকরণাশ্রয়ো দোষবিশেষঃ । কামং স্রাদ্ধাদিবিষয়ম্ । ক্রোধমনিষ্টবিষয়ম্ । এতানন্যাংশ্চ মহতো দোষান্ সংশ্রিতাঃ । কিন্তু তে মামীশ্বরমাত্মপরদেহেষু স্বদেহে পরদেহেষু চ তদ্বুদ্ধিকর্মসাক্ষিত্বতঃ মাং প্রদ্বিষন্তঃ । যচ্ছাসনাতিবর্ত্তিৎ প্রদ্বিষঃ । তং কুর্বন্তঃ । অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গস্থানাং গুণেষুসহমানাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাস্তরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

শ্রীমদ্ব্যাক্তিকতীকা । অবিধিপূর্বকস্বমেব প্রপঞ্চয়তি—অহঙ্কারমিতি । অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্ত আত্মপরদেহেঘ্যাদেহেষু পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে । দন্তযজ্ঞেষু শঙ্কায় অভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি । তথা পশ্বাদীনাং প্যাবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহ এবাবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্ । অভ্যসূরকাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আস্তুর পুরুষগণ আপনার কোন গুণ বা শরীরের যথোচিত বল না থাকিলেও আপনাকে সর্বাপেক্ষা গুণবান্ ও বলবান্ বলিয়া মনে করে । গুরু ও সজ্জনগণকে অবজ্ঞা পূর্বক আপনাকে মহান্ বোধে বৃথা দৰ্প করে । কিরূপে কিছু লাভ হইবে, কিরূপে অন্যের অনিষ্ট করিব, এইরূপ চিন্তাতেই তাহাদের মনোবৃত্তির প্রবাহ । “ক্রোধং চ” পদের চকার দ্বারা মাৎসর্ধ্যাদি অন্যান্য দোষও উপলক্ষিত হইয়াছে । তাহাদের নরকেই গতি হইয়া থাকে । কেননা, তাহারা দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হইয়া সর্বদেহাবস্থিত ও প্রিয় হইতেও পরমপ্রিয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে প্রীতি করে না । আর সদাচার, সাধু ও গুরুজনের প্রতি যাহাদের তুচ্ছবুদ্ধি, সজ্জনে যাহাদের শঙ্কা নাই, বেদ-বিহিতব্রতচারী শুদ্ধাত্মগণের প্রতি যাহারা অসূয়া প্রকাশ করে ও তাহাদের কুৎসা কীৰ্ত্তন করে, তাহাদের ভগবন্তজির উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায় ? ভক্তিহীনের গতি নরক ভিন্ন আর কোথায় হইবে ? “মামাত্মপরদেহেষু” আদি বচনের অর্থ এই যে, জীবের নিজ দেহে বা পুত্রভার্যাদি বা পশ্বাদি অন্য দেহে চৈতন্যস্বরূপ আমাকে অথবা রাম-কৃষ্ণাদি আমার নিজ লীলাবিগ্রহে ও ধ্রুব-প্রহাদাদি ভক্তগণের দেহে আমার আবির্ভাবকে যাহারা বিদেষ করে, তাহারা ভক্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং নরকার্ণবে ভাসিয়া যায় ॥ ১৮ ॥

অর্থম্বোধিনী । অহং (আমি) দ্বিষতঃ (দ্বেষপরবশ) ক্রুরান্ (ক্রুর) তান্ (সেই) নরাধমান্ (নরাধম) অশুভান্ (অশুভকারিগণকে) সংসারেষু (সংসারে) আস্তরীষু (আস্তরী) যোনিষু এব (যোনিসমূহেই) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করিয়া থাকি) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । এইরূপ দ্বেষী, ক্রুর, নরাধম, নিত্য অশুভকৰ্ম্মানুষ্ঠান-শীল আস্তুর পুরুষগণকে আমি নরক মার্গে পুনঃ পুনঃ নিপাতিত করি । [তাহাদিগকে অতি ক্রুর ব্যাত্র-সর্পাদি যোনিতে ভ্রমণ করাই] ॥ ১৯ ॥

শাস্তরভাষ্যম্ । তানহমিতি । তানহং সর্বান্ সন্মার্গপ্রতিপক্ষভূতান্ সাধুদ্বৈধিণো দ্বিষতঃ চ মাং ক্রুরান্ সংসারেষ্বেব নরকসংসরণমার্গেষু নরাধমানধর্মদোষবজ্রাং ক্ষিপামি প্রক্ষিপামি ।

আসুরীং যোনিমাপন্ন মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।

মামপ্রাপ্যৈব কোন্তেয় তাতা যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

অজ্ঞাং সন্ততমশুভানশুভকৰ্ম্মকারণ আসুরীঘ্বেব ক্রুরকৰ্ম্মপ্রায়স্ব ব্যাবুদ্ভিহাদিযোনিষু ।
ক্ষিপামীত্যেনে সৰ্ব্বদঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রিধরস্বাক্ষরভট্টিকা । তেষাং কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতিন ভবতীত্যাহ—তানিতি
দ্বাভ্যাম্ । তানহং মাং দ্বিযতঃ ক্রুরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমাৰ্গেষু তত্রাপ্যাসুরীঘ্বেবাতি-
ক্রুরাস্ব ব্যাবুদ্পাদিযোনিষুজন্মমনবরতং ক্ষিপামি । তেষাং পাপকৰ্ম্মণাং তদুৎ ফলং
দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবদ্বিদ্বেষ্টা, জীবহিংসাপরায়ণ, নরাদম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ
কৰ্ম্মানুষ্ঠাননিরত আসুর ব্যক্তিগণকে ভগবান্ কদাপি কৃপা করেন না । তাহারা চতুরশীতি
লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে । শ্রুতিও বলিয়াছেন—“অথ য ইহ
কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যন্তে কপূমাং যোনিমাপদ্যেরণ্ডহুযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণাল-
যোনিং বা” ইতি (ক) । শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকৰ্ম্মকারণগণ শীঘ্রই নীচ যোনি প্রাপ্ত হয় ।
কখন কুকুরযোনি, কখন শূকরযোনি, কখন বা চাণালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । জগতে
যে কাহাকেও ধনী, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও ধৰ্ম্মাত্মা, কাহাকেও পাপাত্মা; কাহাকেও
সুখী, আবার কাহাকেও দুঃখী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টিবৈষম্য নহে ।
জীবের নিজ নিজ পূৰ্ব্বজন্মাজ্জিত কৰ্ম্মফল মাত্র । যে যেমন বীজ বপন করে, তাহার
বৃক্ষ সেইরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে । যাহার পুণ্য কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধু প্রবৃত্তি ও
ভগবানে ভক্তি নাই, তাহার অধোগতি অবশ্যস্তাবিনী ॥ ১৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । জীবনে সুখ-দুঃখ ভোগ পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্মের কৰ্ম্মফল বশতঃ
হইলেও তাহা ঈশ্বরাধীন । ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যতীত, অচেতন কৰ্ম্ম ফলদানে সমর্থ হইবে
কিছুপে? কোন জীবই নিজে কষ্ট পাইতে ইচ্ছা করে না, স্মতরাং তাহাকে অনাদিকাল
হইতে কিছুপে কৰ্ম্মফলের বাধ্য হইতে হইয়াছে? কোন স্বতঃসিদ্ধ প্রেরক না থাকিলে
কৰ্ম্মফল-প্রবাহের কারণ কি তাহা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে না । যেমন বৃষ্টি
বৃক্ষ বা ফলের সাক্ষাৎ কারণ নহে সত্য, বীজই তত্ত্বাবতের প্রধান কারণ; কিন্তু বৃষ্টি
ব্যতীত বীজ অক্লুরিত হইতে পারে না, স্মতরাং বৃষ্টিই বীজের বৃক্ষ ও ফলরূপে বিকশিত
হইবার কারণ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । সেইরূপ ঈশ্বর জীবের সুখ-দুঃখ
ভোগের সাক্ষাৎ কারণ নহেন; কিন্তু তাঁহার সত্তাপ্রভাবেই (জ্ঞানশক্তিতে) জীবের জন্ম-
জন্মাজ্জিত কৰ্ম্মরাশি বিবিধ ফল প্রসব করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

অমর্যবোধিনী । কোন্তেয় (হে কোন্তেয়!) মূঢ়াঃ (মূঢ়ব্যক্তির) জন্মনি জন্মনি
(জন্মে জন্মে) আসুরীং (আসুরী) যোনিম্ (যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হয়), (স্মতরাং)

ত্রিবিধং নরকাস্যদং দ্বারং নাশনমাস্তনঃ ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়াই) ততঃ (তদন্তর) অধমাং গতিং (অধোগতি) যাস্তি (লাভ করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্তেয় ! যে ব্যক্তি একবার আসুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সে অবিবেক জন্য আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া জন্মে জন্মে আরও অধোগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । আসুরীমিতি । আসুরীং যোনিমাপন্যাঃ প্রতিপন্যাঃ মূঢ়া অবিবেকিনঃ । জন্মনি জন্মনি প্রতিজন্ম । তমোবহলাস্বেব যোনিষু জায়মানাঃ । অধো গচ্ছন্তি । তে মূঢ়া মামীশ্বরমপ্রাপ্যানাসাদৈব হে কৌন্তেয় ততস্তস্মাদপি যাস্ত্যধমাং নিকৃষ্টতমাং গতিম্ । মামপ্রাপ্যেবেতি ন মংপ্রাপ্তৌ কাচদিপ্যাশঙ্কাস্তি । অতো মচ্ছিষ্ট-সাধুস্বর্গমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—আসুরীমিতি । তে চ মামপ্রাপ্যেবেত্যেবকারেণ মংপ্রাপ্তিশঙ্কা কুতস্তেভাম্ ? মংপ্রাপ্ত্যপায়ং সন্মার্গমপ্যপ্রাপ্য ততোহপ্যধমাং ক্রিমিকীটাদিগতিং যাস্তীত্যুক্তম্ । শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দোপনৌ । বিবেক ও ভক্তি ভিন্ন ভগবান্কে লাভ করা যায় না । তমোগুণী আসুর পুরুষের এ দুটিরই অভাব । স্ততরাং ঈদৃশী দূষিত প্রকৃতি লইয়া একবার জন্মগ্রহণ করিলে তাহার উদ্ধার হওয়া দুর্ব্বট । দুষ্ট ব্যক্তির সহজে সংকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না । বেদবিহিত সংকার্য্য না করিলে, বিবেক বা চিত্তশুদ্ধি হইবেই বা কিরূপে ? “মাং” পদে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ উপলক্ষিত হইরাছে । নীচকন্নিগণ বেদমার্গ অবলম্বন করিতে না পারায় ক্রমশঃ নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ শীঘ্রই আসুরী সম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পৎ আশ্রয় করিবেন ॥ ২০ ॥

অর্থবোধিনী । কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (ক্রোধ) তথা লোভঃ (ও লোভ)—ইদং (এই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) নরকস্য (নরকের) দ্বারম্ (দ্বার) ; [অতএব] আস্তনঃ (জীবাস্ত্রার) নাশনম্ (নাশক) । তস্মাৎ (সেই জন্য) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । জীবের অধোগতির কারণ স্বরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ ; ইহারা অবশ্য পরিহার্য্য ॥ ২১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সর্বস্য আসুর্ভ্যাঃ সম্পদঃ সংক্ষেপোহয়মুচ্যতে । যস্মিন্ত্রিবিধে সর্ব আসুরসম্পদেদোহনস্তোহপ্যন্তর্ভবতি । যৎপরিহারেণ পরিহৃতশ্চ ভবতি । যন্মূলং সর্বস্যানর্থস্য । তদেতদুচ্যতে—ত্রিবিধমিতি । ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং নরকস্য প্রাপ্তাবিদং দ্বারং নাশনমাস্তনঃ ।

এতৈব্বিমুক্তঃ কোন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভিনঃ ।

আচরত্যাগ্ননঃ শ্রেয়ন্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

যদ্বারং প্রবিশন্তে নশ্যত্যগ্না । কস্মৈচিৎ পুরুষার্থায় যোগেয়া ন ভবতীত্যেতৎ । অত
উচ্যতে—দ্বারং নাশনমগ্নন ইতি । কিং তৎ? কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ । তস্মাদেত-
দ্রয়ং ত্যজেৎ । যত এতদ্বারং নাশনমগ্ননঃ । তস্মাৎ কামাদিত্রয়মেতদ্যজেৎ । ত্যাগস্ত-
তিরিয়ম্ ॥ ২১ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । উক্তানামাস্বরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং
সর্বথা বর্জ্যনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি । কামঃ ক্রোধো লোভশ্চৈতীদং ত্রিবিধং নরকস্য
দ্বারম্ । অত এবাগ্ননো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকম্ । তস্মাদেতদ্রয়ং সর্বদ্বাষ্টনা ত্যজেৎ
॥ ২১ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রভাবে মানবগণ ধর্ম কার্যে প্রবৃত্ত
হইতে পারে না । ইহারা মানবের মহান্ রিপু । কেননা, ইহারা মানবকে স্বর্গাদি সুখে
বঞ্চিত করে, ও অধস্তন নরকাদিতে নিক্ষেপ করে । এই জন্য স্ত্রীগণ প্রযত্নপূর্বক
এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবেন । সংসঙ্গ ও বিবেক দ্বারা আপনাকে এই তিন
অনর্থকারী শত্রুর হস্ত হইতে বাঁচাইতে না পারিলে কাহারও কল্যাণ নাই ॥ ২১ ॥

অম্বয়বোধিনী । কোন্তেয় (হে কোন্তেয়) । এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) তমো-
দ্বারৈঃ (নরকের দ্বার হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্ত) [হইয়া] নরঃ (মনুষ্য) আগ্ননঃ (আপনার)
শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরতি (সাধন করেন), ততঃ (তদনন্তর) পরাং গতিং (পরম গতি) যাতি
(লাভ করেন) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কোন্তেয় ! নরকের দ্বার স্বরূপ এই কাম, ক্রোধ
ও লোভকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য শ্রেয়ঃসাধনপূর্বক পরম গতি লাভ
করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । এতৈরিতি । এতৈব্বিমুক্তঃ কোন্তেয় তমোদ্বারৈঃ—তমসো
নরকস্য দুঃখমোহাদ্বকস্য দ্বারাণি কামাদয়ৈস্তৈঃ । এতৈস্ত্রিভিঃবিমুক্তো নর আচরত্যানুতিষ্ঠতি ।
কিম? আগ্ননঃ শ্রেয়ঃ । যৎপ্রতিবন্ধঃ পূর্বং নাচচার তদপর্গমাচরতি । ততস্তদাচরণাৎ-
যাতি পরাং গতিং মোক্ষমপীতি ॥ ২২ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । ত্যাগে চ বিশিষ্টং ফলমাহ—এতৈরিতি । তমসো নরকস্য
দ্বারভূতৈরৈতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভিঃবিমুক্তো নর আগ্ননঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ।
ততশ্চ মোক্ষং প্রাপোতি ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্রবিধিষুংসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ ।*

ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি কামাদি বিষয় রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার নরকে গতি ও অধমযোনি-প্রাপ্তি হয় না । অধিকন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ উপদ্রব-শূন্য ও চিত্ত বিশুদ্ধ হয় । তাহা হইলেই মনুষ্যের বেদবিহিত তপস্যায় ও আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয়, এবং সংসাধন দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪১ শ্লোকে কামের উৎপত্তি, কার্য ও বিবিধ দোষসমূহ দূর করিবার উপায় বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বিধিপূর্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে রাজসিক ও তামসিক ভাব ক্ষীণ হইলে সাত্ত্বিক বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে । ২য় অধ্যায়ের ৬২ ও ৬৩ শ্লোকার্থও এই সঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যিক ॥ ২২ ॥

অর্থবোধিনী । যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধি (শাস্ত্রবিধিকে) উংসৃজ্য (পরিত্যাগ পূর্বক) কামকারতঃ (স্বেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ততে (কার্যে প্রবৃত্ত হয়) সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (লাভ করে না), ন সুখং (না সুখ), ন পরাং গতিং (না পরমগতি) [প্রাপ্ত হয়] ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, তাহার সিদ্ধিলাভ (অন্তঃকরণের শুদ্ধি), ইহলোকে সুখ, এবং [স্বর্গ ও মোক্ষরূপ] উৎকৃষ্ট গতিও লাভ হয় না ॥ ২৩ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । সর্বদ্যৈতস্যাস্ত্রসম্পৎপরিবর্জনস্য শ্রেয় আচরণস্য শাস্ত্রং কারণম্ । শাস্ত্রপ্রমাণাদুভয়ং শক্যং কৰ্ত্তুম্ । নান্যথা । অতঃ—যঃ শাস্ত্রেতি । যঃ শাস্ত্রবিধিং—শাস্ত্রং বেদঃ । তস্য বিধিং কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যজ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যম্ । উংসৃজ্য ত্যজ্জ্ব । বর্ততে কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ সন্ । ন স সিদ্ধিং পুরুষার্থযোগ্য-তামবাপ্নোতি । নাপ্যস্মিন্ন্লোকে সুখম্ । নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—য ইতি । শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুংসৃজ্য যঃ কামচারতো যথেষ্টং বর্ততে স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি । ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । লোকে যাহা বুঝিতে পারে, অথবা যাহা বুঝিতে পারে না,

† বর্ততে কামচারত ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাৰ্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপৰ্ব্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
দৈবাস্তুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

তত্তাবতের সমস্ত গুঢ়ার্থ শিক্ষা দিবার জন্যই শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি শাস্ত্র বিধিনিষেধবাক্য দ্বারা ও নানাবিধ উপদেশ দ্বারা, অধিকারী অনুসারে মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যকে উপেক্ষা করিয়া বিষয়বিষ-
বহিবিদগ্ধ নিজ দুর্বল বুদ্ধি দ্বারা যথেষ্ট কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না ;
তাহার ইহলৌকিক সুখ লাভ করাও ভার ; কেননা, শাস্ত্র ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়
সুখ লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি অতিক্রম
করিয়া ধৰ্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় তাহার স্বৰ্গ বা মুক্তি লাভেরও কোন উপায় হয় না। দুর্জ্ঞেয়
আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। স্বকপোল-কল্পনার
বশীভূত হইয়া ধৰ্ম্মভ্রষ্ট হওয়া অত্যন্ত অনর্থকর ॥ ২৩ ॥

অধয়বোধিনী । তস্মাৎ (সেইজন্য) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কার্য্য ও অকার্য্যের
নিরূপণে) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) তে (তোমার) প্রমাণম্ (প্রমাণস্বরূপ)। [অতএব] ইহ (অধিকার
অনুসারে) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা) জ্ঞাত্বা (বিদিত হইয়া) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) কৰ্ত্তুম্
(করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । কার্য্যাকার্য্যের নিরূপণ করিতে হইলে শাস্ত্রই প্রমাণ-
স্বরূপ। অতএব শাস্ত্রানুসারে নিজ অধিকারানুরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিদিত
হইয়া কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৪ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । তস্মাদিতি। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞানসাধনং তে তব কার্য্য-
কার্য্যব্যবস্থিতৌ কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যব্যবস্থায়াম্। অতো জ্ঞাত্বা বুদ্ধা শাস্ত্রবিধানোক্তম্। বিধিবি-
ধানম্ শাস্ত্রমেব বিধানং শাস্ত্রবিধানম্। কুৰ্য্যাৎ—ন কুৰ্য্যাৎ—ইত্যেবংলক্ষণম্। তেনোক্তং
সকৰ্ম্ম যতঃ কৰ্ত্তুমিহাৰ্হসি। ইহেতি কৰ্ম্মাধিকার ভূমিপ্রদর্শনার্থমিতি ॥ ২৪ ॥

ইতি শাস্ত্রে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমদ্ব্যমিকৃতটীকা।

ব্যবস্থাস্থাং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণম্ । অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম
জ্ঞাৎবেহ কৰ্ম্মাধিকারে বৰ্ত্তমানো যথাধিকারং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমৰ্হসি তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বগুদ্বিসম্যাগ্জ্ঞান-
মুক্তীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

দেবদৈতেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারস্ত সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত্যাং ভগবদগীতাটীকাস্থাং সুরবোধিন্যাং

দৈবাস্ত্রসম্পত্তিভাগযোগো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ,

গীতার্থসন্দীপনী । যখন শাস্ত্রই কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণস্বরূপ, এবং যখন শাস্ত্রবিধি
উল্লঙ্ঘন করিলে অধোগতি হয়, তখন হে অর্জুন! তুমি স্বেচ্ছানুসারে কোন কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাপবর্গ হইতে ব্রষ্ট হইও না । শাস্ত্র তোমার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুরূপ যেরূপ
যুদ্ধকার্য্যের ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহার অমর্য্যাদা করিয়া আস্ত্রসম্পদের অধিকারী হইও
না । যাহা শাস্ত্রবিহিত, তাহা তোমার রুচিকর হউক বা না হউক, তাহারই অনুষ্ঠান কর,
তাহাতেই তোমার প্রম কল্যাণ হইবে ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিহোদয়-প্রণীত

গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

—::—

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অনুবোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) । কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধি (শাস্ত্রবিধি) উৎসজ্য (পরিত্যাগ পূর্বক) শ্রদ্ধা অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজনাদি করিয়া থাকে), তেযাং তু (তাহাদিগের) নিষ্ঠা (নিষ্ঠা) কা (কিরূপ) ? সত্ত্ব (সাত্বিকী) ? রজঃ (রাজগী) ? আহো (অথবা) তমঃ (তামসী) ? ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক পূজনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের নিষ্ঠা কি সাত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী ? ॥ ১ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে (গী ১৬।২৪) ইতি ভগবদ্বাক্যান্বক-প্রণবীজোহৰ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্রবিধিমিতি । যে কেচিদবিশেষিতাঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রবিধানং শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রচোদনামুৎসজ্য পরিত্যজ্য যজন্তে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি । শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ শ্রদ্ধা-স্তিক্যবুদ্ধয়ান্বিতাঃ সংযুক্তাঃ সন্তঃ । শ্রুতিলক্ষণং স্মৃতিলক্ষণং বা কক্ষিচ্ছাস্ত্রবিধিমপশ্যন্তো বৃদ্ধব্যবহারদর্শনাদেব শ্রদ্ধাধানতয়া যে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি ত ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা ইত্যেবং গৃহ্যন্তে । যে পুনঃ কক্ষিচ্ছাস্ত্রবিধিমুপলভমানা এব তমুৎসজ্যায়থা-বিধি দেবাদীন্ পূজয়ন্তি ত ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসজ্য যজন্ত ইতি ন পরিগৃহ্যন্তে । কস্মাৎ ? শ্রদ্ধয়ান্বিতত্ববিশেষণাৎ । দেবাদিপূজাবিধিপরং কক্ষিচ্ছাস্ত্রং পশ্যন্ত এব তদুৎসজ্যশ্রদ্ধাধানতয়া তদ্বিহিতায়াং দেবাদিপূজায়াং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ প্রবর্তন্ত ইতি ন শক্যং পরিকল্পয়িতুং যস্মাৎ । তস্মাৎ পূর্বোক্তা এব যে শাস্ত্রবিধিমুৎসজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ইত্যত্র গৃহ্যন্তে । তেষামেবন্তুতানাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ ? সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ? কিং সত্ত্বং নিষ্ঠাবস্থানম্ ? আহোস্বিদ্রজঃ ? অথবা তম ইতি ? এতদুক্তং ভবতি—যা তেষাং দেবাদিবিষয়া পূজা সা কিং সাত্বিকী ? আহোস্বিদ্রাজসী ? উত তামসীতি ? ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ।

উক্তাধিকারহেতুনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা তু সাত্বিকী ।

ইতি সপ্তদশে গোণশ্রদ্ধাভেদস্তিধোচ্যতে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে—যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ । ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতীত্য-নেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসজ্য কামচারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেহধিকারো নাস্তীত্যুক্তম্ । তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসজ্য

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥

কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্তমানানাং কিমধিকারোহস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জুন উবাচ—
য ইতি । অত্র শাস্ত্রবিধিসুংস্ফজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধ্বা তমুল্লভ্য বর্তমানা ন
গৃহ্যন্তে । তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ । আস্তিক্যবুদ্ধিহি শ্রদ্ধা । ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেহর্থ
শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি । তানেবাধিকৃত্য ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা । যজন্তে সাত্ত্বিকাদেবানি-
ত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ । অতো নাত্র শাস্ত্রোল্লিঙ্ঘনো গৃহ্যন্তে । অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা-
লস্যায়া শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃৎস্ব কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কুচিদেবতারাদিনাদৌ
প্রবর্তমানা গৃহ্যন্তে । অতোহয়মর্থঃ—যে শাস্ত্রবিধিসুংস্ফজ্য দুঃখবুদ্ধ্যালস্যাগ্যানাদৃত্য কেবল-
মাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তেষাং তু কা নিষ্ঠা ? কা স্থিতিঃ ? ক
আশ্রয়ঃ ? তামেব বিশেষণ পৃচ্ছতি—কিং সম্বন্ধ ? আহো কিং বা রজঃ ? অথ বা তম
ইতি ? তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সম্বন্ধসংশ্রিতা ? রজঃসংশ্রিতা বা ? তমঃ-
সংশ্রিতা বেত্যর্থঃ । শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যালস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজস্যতাম-
সত্বাত্রেধা সন্দেহঃ । যদি সম্বন্ধসংশ্রিতা তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্যথোক্তান্নজ্ঞানেহধিকারঃ
স্যাৎ । অন্যথা নেতি প্রশ্নতাৎপর্যার্থঃ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কর্ণানুষ্ঠাতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । ১ম, যাহারা শাস্ত্রবিধি
জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা করতঃ নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারা অসুর-
সম্প্রদায় । ২য়, যাহারা শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ বিদিত হইয়া তদনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মের
অনুষ্ঠান করেন, তাহারা দেবসম্প্রদায়, কিন্তু আর এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, যাহারা
শাস্ত্রবিধি জানিয়াও আলস্য বা ঔদাস্য পূর্বক তদনুসারে না চলিয়া শ্রদ্ধাসহ স্বেচ্ছানুরূপ
কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে শাস্ত্রের উপেক্ষা জন্য আসুর ভাব ও শ্রদ্ধা জন্য
দৈব ভাব এতদুভয়ই বিদ্যমান । আছে । এই শ্রেণীর মনুষ্যগণ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ? এই
সংশয় অপনোদনার্থ অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যাহারা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না করিয়া
পিতৃপিতামহাদির আচরিত অথবা স্বেচ্ছানুমোদিত কার্যের শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করে,
তাহাদের নিষ্ঠা সম্বন্ধ, রজঃ বা তমোগুণপ্রসূত ? ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী । শ্রীভগবানু উবাচ (ভগবানু কহিলেন) । দেহিনাং (দেহাভিমাত্রী
ব্যক্তিগণের) সাত্ত্বিকী (সত্ত্বগুণপ্রধান), রাজসী (রজোগুণপ্রধান) তামসী (ও তমোগুণ
প্রধান) ইতি (এই) ত্রিবিধা এব (তিন প্রকার) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) ভবতি (আছে) ; সা
(তাহা) স্বভাবজা (স্বভাবজাত) ; তাং (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ? ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবানু কহিলেন, দেহাভিমাত্রী ব্যক্তিগণের সাত্ত্বিকী,
রাজসী ও তামসী প্রকৃতি ভেদে স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার ; তদ্বিবরণ
শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সাংগান্যবিষয়োহয়ং প্রশ্নো নাপ্রতিভজ্য প্রতিবচনমহীতি—শ্রীভগবানুবাচ ত্রিবিধেতি । ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা ভবতি শ্রদ্ধা । যস্যং নিষ্ঠায়াং স্বং পৃচ্ছসি । দেহিনাং সা স্বভাবজা । জন্মান্তরকৃতো ধর্মাদিসংস্কারো মরণকালেহিবিভ্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে । ততো জাতা স্বভাবজা । সাত্ত্বিকী সত্বনির্বৃত্তা দেবপূজাদিবিষয়া । রাজসী রজোনির্বৃত্তা যক্ষরক্ষঃ পূজাদিবিষয়া । তামসী তমোনির্বৃত্তা প্রেতপিশাচাদিপূজাবিষয়া । এবং ত্রিবিধা । তামুচ্যমানাং শ্রদ্ধাং শৃণুবধারয় ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ত্রিবিধেতি । অয়মর্থঃ—শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিক্যেকবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা । লোকাচার-মাত্রেন তু প্রবর্তমানানাং দেহিনাং বা শ্রদ্ধা সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি । তত্র হেতুঃ—স্বভাবজা । স্বভাবঃ পূর্বকর্মসংস্কারঃ । তস্মাজ্জাতা । স্বভাবমন্যাথা কৰ্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্ । তত্ত্ব তেষাং নাস্তি । অতঃ কেবলং পূর্ব-স্বভাবেনৈব ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি । তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণুতি । তদুক্তং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দনেত্যাदिना ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মনুষ্য পূর্বজন্মাজ্জিত ক্রিয়ানুরূপই প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে । যিনি পূর্বজন্মে সত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণানুসারে ক্রিয়া করিয়াছেন, তিনি বর্তমানদেহে তদনুসারে সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। “রাজসী চৈব” এই পদে “চ+এব” দুইটি শব্দ দুইটি অর্থের সূচনা করিয়াছে। ইহজন্মে শাস্ত্র শ্রবণ ও মনন পূর্বক যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা সাত্ত্বিকী; “চ” শব্দ তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। আর শাস্ত্রের অপেক্ষা না করিয়া আপনা-আপনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে সাধারণ শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে, তাহাই “এব” শব্দের প্রতিপাদ্য, এবং এই শ্রদ্ধাই সাত্ত্বিকী আদি ভেদে ত্রিবিধ। ভগবান্ এই শ্লোকোক্ত শ্রদ্ধারই বিষয় কীর্ত্তন করিবেন ॥ ২ ॥

অনুবোধিনী । ভারত (হে ভারত!) সর্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সত্ত্বানুরূপা (নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তির অনুরূপ) ভবতি (হইয়া থাকে) । অয়ং (এই) পুরুষঃ (পুরুষ) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাময়) ; যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যে রূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ এব (তাদৃশই) সঃ (তিনি) ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত ! প্রাণিমাত্রেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তিরই অনুরূপ হইয়া থাকে । পুরুষও শ্রদ্ধাময়, অতএব যে পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি তাদৃশই হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সৈবং ত্রিবিধা ভবতি—সত্ত্বানুরূপেতি । সত্ত্বানুরূপা বিশিষ্টসংস্কারো-

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজস্যাঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চাত্রে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

প্রেতাভ্যন্তঃকরণানুরূপা সৰ্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । যদ্যেবং ততঃ কিং
স্যাদিতি ? উচ্যতে—শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপ্রায়েহয়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃ । কথম ? যো
যচ্ছৃদ্ধঃ—যা শ্রদ্ধা যস্য জীবস্য স যচ্ছৃদ্ধঃ—স এব তচ্ছৃদ্ধানুরূপ এব স
জীবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীমদ্রস্মিতকৃতটীকা । ননু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন স্বয়ৈব শ্রীভাগবত উদ্ধবং
প্রতি নিদিষ্টত্বাৎ । যথোক্তং—শমো দমস্তিতিকেষ্য তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ । তুষ্টিস্ত্যাগোহ-
স্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়া নিবৰ্দ্ধিতী ॥ (ক) ইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য বৃত্তয় ইতি । অতঃ কথং তস্যাত্ত্রৈবি-
ধ্যমুচ্যতে ? সত্যম্ । তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোগিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবি-
ধ্যচ্ছৃদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ—সত্ত্বানুরূপেতি । সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী
সৰ্বস্য বিবেকিনোহবিবেকিনো লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি । তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ
শ্রদ্ধাবিকারস্ত্রিবিধ্যা শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । তদেবাহ যো যচ্ছৃদ্ধঃ—যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য ।
স এব সঃ । তাদৃশশ্রদ্ধাযুক্ত এব সঃ । যঃ পূৰ্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষণেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষ স
পুনস্তাদৃশঃ স্ব সংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্ত এব ভবতি । যস্ত রজস উৎকর্ষণেণ রাজসশ্রদ্ধয়া
যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি । যস্ত তমস উৎকর্ষণেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব
ভবতীতি । লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্তমানেষুেবং সাত্ত্বিকরাজসতামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা । শাস্ত্রজনিত-
বিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী—একৈব—শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ত্রিগুণাত্মক অপক্ষীকৃত পঞ্চমহাভূতে সত্ত্বগুণই প্রধান । এইজন্য
পঞ্চভূতজাত অন্তঃকরণ প্রকাশস্বভাববশতঃ “সত্ত্ব” নামে অভিহিত হইয়াছে । সেই অন্তঃকরণ
দেহাদিদেহে সত্ত্বগুণযুক্ত, যক্ষাদিদেহে রজোগুণাভিতূত-সত্ত্বগুণযুক্ত, ভূতপ্রেতাদিদেহে
তমোগুণাভিতূত-সত্ত্বগুণযুক্ত, মনুষ্যদেহে রজঃ ও তমোগুণাভিতূত-সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া থাকে ।
অন্তঃকরণের বিচিত্রতার জন্য শ্রদ্ধার বৈচিত্র্য জন্মে । সত্ত্বগুণাধিক্যযুক্তঅন্তঃকরণে
সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, রজোগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে রাজসী শ্রদ্ধা ও তমোগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃ-
করণে তামসী শ্রদ্ধার উদয় হয় । পুরুষে কোন না কোন শ্রদ্ধা থাকিবেই থাকিবে । এইজন্য
পুরুষ শ্রদ্ধাময় । যে পুরুষে যেক্রপ শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে, সত্ত্বাদিভেদে সেই পুরুষ সাত্ত্বিক,
রাজস বা তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যজন্তে
(পূজা করেন), রাজস্যাঃ (রাজসিকগণ) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষরাক্ষসগণকে), অন্যে (অপর)
তামসাঃ (তামসিক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ (প্রেত ও ভূতগণকে) যজন্তে
(পূজা করে) ॥ ৪ ॥

(ক) শ্রীভাগবতম্, ১১।২৫।২ ।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ ।

দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ ।

মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্ত্বরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাহারা দেবতার পূজা করেন তাঁহারা সাত্ত্বিক, যাহারা যক্ষ-রাক্ষসের পূজা করেন তাঁহারা রাজস, ও যাহারা ভূত-প্রেতাদির পূজা করে তাহাদিগকে তামস বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ততশ্চ কার্যেণ লিঙ্গেন দেবাদিপূজয়া সত্ত্বাদিনিষ্ঠা অনুমেয়েত্যাহ—যজন্ত ইতি । যজন্তে পূজয়ন্তি সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনিষ্ঠা দেবান্ । যক্ষরক্ষাসি রাজস্যাঃ । প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ সপ্তমাতৃকাদীংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি । সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি । রাজসাস্ত রজঃপ্রকৃতীন যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে । এতেভোহন্যে বিলক্ষণান্তামসা-জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে । সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদেবাদীনাং পূজারুচিভিস্তত্ত্বপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিষু জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানাদিযুক্ত যে ব্যক্তিগণ নিজ নিজ স্বভাবলব্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা বস্তুরূপাদি দেবগণকে পূজা করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক । যাহারা শাস্ত্রজ্ঞানবর্জিত অথবা স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা রজোগুণযুক্ত কুবেরাদি যক্ষকে ও নৈঋতাদি রাক্ষসকে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা রাজস । তমোগুণযুক্ত ভূত-প্রেতাদির পূজকগণ তামস বলিয়া কথিত হয় । স্বধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়া উল্কাযুক্ত-কটপূতনাদি নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অঙ্গরবোধিনী । দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দস্ত ও অহঙ্কার যুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কামনা, আসক্তি ও বলবিশিষ্ট) যে (যে সকল) অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) শরীরস্থং (শরীরস্থিত) ভূতগ্রামম্ (ভূতসমূহকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ এব (ও শরীরমধ্যস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতং (অশাস্ত্রবিহিত) ঘোরং (ঘোর) তপঃ তপ্যন্তে (তপস্যা করে) তান্ (তাহাদিগকে) আস্ত্বরনিশ্চয়ান্ (আস্ত্বরবুদ্ধিবিশিষ্ট) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও) ॥ ৫।৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যাহারা অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যা করে, এবং দস্ত, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলযুক্ত, যাহারা বিবেকবর্জিত, এবং যাহারা শরীরস্থ ভূতসমূহকে ক্লিষ্ট করিয়া আত্মস্বরূপ আমাকেও ক্লিষ্ট করে, তাহাদিগকে আস্ত্বরনিশ্চয় বলিয়া জানিও ॥ ৫।৬ ॥

শান্তরত্নাভ্যাম্ । এবং কার্যতো নির্ণীতাঃ সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রবিধুঃসর্গে । তত্র কশ্চিদেব সহশ্রেষু দেবপূজাদিতৎপরঃ সত্ত্বনিষ্ঠো ভবতি । বাহুল্যেন তু রজোনিষ্ঠাস্তমো-নিষ্ঠাশ্চৈব প্রাণিনো ভবন্তি । কথম্?—অশাস্ত্রেতি । অশাস্ত্রবিহিতম্—ন শাস্ত্রবিহিতম-শাস্ত্রবিহিতম্ । ঘোরং পীড়াকরং প্রাণিনামাশ্রয়শ্চ । তপস্তপ্যন্তে নিব্বর্তয়ন্তি যে জনাঃ । তে চ দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ । দম্ভশ্চাহঙ্কারশ্চ দম্ভাহঙ্কারৌ । তাভ্যাং সংযুক্তা দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ । কামরাগবলান্বিতাঃ—কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ । তৎকৃতং বলং কামরাগবলম্ । তেনান্বিতাঃ । কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

শান্তরত্নাভ্যাম্ । কর্ণয়ন্ত ইতি । কর্ণয়ন্তঃ কৃশীকুর্বন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং করণসমুদায়মচেতসোহবিবেকিনঃ । মাং চৈব তৎকর্ণবুদ্ধিসাক্ষিত্বমন্তঃশরীরস্থং কর্ণয়ন্তঃ । মদনুশাসনাকরণমেব মৎকর্ণনম্ । তান্বিদ্ব্যাস্মরনিশ্চয়ান্ । আস্মরো নিশ্চয়ো যেষাং ত আস্মরনিশ্চয়াঃ । তান্ পরিহরণার্থং বিদ্বীত্যুপদেশঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসতামসেঘৃপি । পুনর্বিবেশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিত-মিতিরাভ্যাম্ । শাস্ত্রবিধিমজানন্তোহপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি । কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি । অধমাস্ত তামসা ভবন্তি । যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্ঘেন চ তদাচারানুবর্তিনঃ সন্তোহশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্বন্তি । তত্র হেতবঃ দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ । তথা—কামোহভিলাষঃ । রাগ আসক্তিঃ । বলমাগ্রহঃ । এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ । তানাস্মরনিশ্চয়ান্ বিদ্বীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—কর্ণয়ন্ত ইতি । শরীরস্থং প্রারম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্ণয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্বন্তোহ-চেতসোহবিবেকিনঃ । মাং চান্তর্যামিতয়াহন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্জালঙ্ঘনেনৈব কর্ণয়ন্তঃ সন্ত এব যে তপশ্চরন্তি তানাস্মরনিশ্চয়ান্ । আস্মরেহতিক্রুরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ । বিদ্বি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে সকল কঠোর তপস্যার বিধি বেদ বা স্মৃতি আদিতে উল্লিখিত হয় নাই, অর্থাৎ সনাতনশাস্ত্রবিরোধী মতের অনুমোদিত বা স্বকপোলকল্পিত ঘোর তপস্যা যাহারা আচরণ করে, ও অহস্মুখতাভিমান, কাম, রাগ ও বলাদিতে অভিভূত-চিত্ত, যাহারা উপবাস বা অত্যल्प আহাৰাদি করিয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহকে কৃশ করে ও সঙ্গে সঙ্গে ভোজ্যস্বরূপ ও বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে, অর্থাৎ আমার আত্মা-স্বরূপ বেদবিধি উন্নয়ন করিয়া আমাকে তুচ্ছ বোধ করে, সেই বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণ ইহলোকে সর্বস্বখে বঞ্চিত ও পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হয় । সেই সর্বপুরুষার্থত্ৰষ্ট ব্যক্তিগণ আস্মরনিশ্চয় । বেদের বিপরীতার্থভাবনাকারিগণই সেই “আস্মরনিশ্চয়” পদে অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের মনোবৃত্তি আস্মরভাবাপন্ন ॥ ৫।৬ ॥

আহারস্তপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

অনুবোধিনী । সর্বস্য (সমস্ত প্রাণীর) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ভবতি (হয়) ; তথা (এবং) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) তপঃ (তপঃ) দানং চ (ও দান) [তিন প্রকার] । তেষাং (তাহাদিগের) ইমং (এই) ভেদং (বিভিনুতা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । সমস্ত প্রাণীর আহার তিন প্রকার, এবং যজ্ঞ, তপ এবং দান তিন তিন প্রকার । আহারাদির প্রকার ভেদ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । আহারাণাং চ রস্যস্নিগ্ধাদিবর্গত্রয়রূপেণ তিনানাং যথাক্রমং সাত্ত্বিকরাজসতামসপুরুষপ্রিয়ত্বপ্রদর্শনমিহ ক্রিয়তে । রস্যস্নিগ্ধাদিষু আহারবিশেষেষু যজ্ঞনঃ প্রীত্যতিরেকেণ লিঙ্গেন সাত্ত্বিকত্বং রাজসত্বং তামসত্বং চ বুদ্ধা রজস্তমোলিঙ্গানামাহারাণাং পরিবর্জনার্থং সত্বলিঙ্গানাং চোপাদানার্থম্ । তথা যজ্ঞাদীনামপি সত্বাদিগুণভেদেন ত্রিবিধত্বপ্রতিপাদনমিহ রাজসতামসান্ বুদ্ধা কথং নু নাম পরিত্যজেৎ সাত্ত্বিকানেনানুতিষ্ঠেদিত্যেবমর্থমাহ—আহারস্ত্বিতি । আহারস্তপি সর্বস্য ভোক্তুঃ প্রাণিনস্ত্রিবিধো ভবতি প্রিয় ইষ্টঃ । তথা যজ্ঞঃ । তথা তপঃ । তথা দানম্ । তেষাং আহারাদীনাং ভেদমিমং বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ৭ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্তিত্যাদিত্রয়োদশভিঃ । সর্বস্যাপি জনস্য য আহারোহনাদিঃ । স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি । তথা যজ্ঞতপোদানানি চ ত্রিবিধানি ভবন্তি । তেষাং বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু । এতচ্চ রাজসতামসাহারযজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সম্বন্ধৌ যতঃ কর্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । চর্ব্যা, চোষ্য ও লেহ্যাদি আহার, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কৃচ্ছ্র চাক্রায়ণাদি তপঃ, গো ও স্তবর্ণাদি দান, এ সমস্তই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে যে তিন প্রকার, তাহাই ভগবান্ ব্যাখ্যা করিবেন । ॥৭॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের ত্রিবিধ ভেদ হইতে তত্তৎ কর্তার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সহজে অনুমিত হইতে পারে । এইরূপে শাস্ত্রাদেশ পালনপূর্বক ঈশ্বর প্রীত্যর্থ আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ রাজসী ও তামসী প্রবৃত্তির ক্ষয় এবং সাত্ত্বিকী শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । বেদাদি শাস্ত্রে যে মারণ-উচ্চাটনাদি তামসিক ক্রিয়া ও সকাম হিংসাত্মক যজ্ঞাদির বিধি আছে, তাহাও অজ্ঞানীকে কন্ম প্রবৃত্তি দিবার জন্যই বলিতে হইবে । শাস্ত্রবিধির সত্যতায় বিশ্বাস জন্মিলেই নিত্যসুখকর নিবৃত্তিদায়ক সাত্ত্বিক কন্মের অনুষ্ঠানে স্বতঃই ইচ্ছা হইবে । সাত্ত্বিক আহার ও দানাদিতে আগ্রহ বৃদ্ধি করাই ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য ॥ ৭ ॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী), রস্যাঃ (সরস), স্নিগ্ধাঃ (স্নিগ্ধ), স্থিরাঃ (স্থির), হৃদ্যাঃ (হৃদ্য) আহারাঃ (আহারসকল) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিকগণের প্রিয়) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী, এবং সরস, স্নিগ্ধ, স্থির ও হৃদ্য আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয় ॥ ৮ ॥

শাস্ত্ররহস্যম্ । আয়ুরিতি । আয়ুশ্চ সত্ত্বং চ বলং চারোগ্যং চ সুখং প্রীতিশ্চ । তাসাং বিবর্দ্ধনা আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ । তে চ রস্যা রসোপেতাঃ । স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ । স্থিরাশ্চিরকালস্থায়িনো দেহে । হৃদ্যা হৃদয়প্রিয়াঃ । আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ সাত্ত্বিকসোপাঃ ॥ ৮ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্রাহারত্ৰৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতিত্রিভিঃ । আয়ুর্জীবিতং । সত্ত্বমুৎসাহঃ । বলং শক্তিঃ । আরোগ্যং রোগরাহিত্যম্ । সুখং চিত্তপ্রসাদঃ । প্রীতি-রতিরুচিঃ । আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষণে বৃদ্ধিকরাঃ । তে চ রস্যা রসবন্তঃ । স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ । স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ । হৃদ্যা দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়দমাঃ । এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে আহার দ্বারা পরমায়াুঃ দীর্ঘ হয়, যাহাতে শরীরের অবসাদ বিদূরিত হয়, যাহা দ্বারা দুর্বল শরীরেও বলের সঞ্চয় হয়, যাহা সেবন করিলে শরীরের পীড়া না হয়, ও পীড়া থাকিলে তাহা আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, যাহা ভোজনে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, যাহা ভোজন করিবার সময় রুচি অধিক হয়, যাহা স্বাদু, স্নিগ্ধ (অর্থাৎ ঘৃতাदि স্নেহযুক্ত), যাহার শক্তি শরীরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিতে থাকে, যে বস্তু দুর্গন্ধ-অশুচিচ্ছাদিদোষবিমুক্ত হওয়ায় দর্শনমাত্রেই খাইতে ইচ্ছা হয় ও মন প্রকুল্ল করে, সেই সকল আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় । এতাবৎই সাত্ত্বিকগণের আহার্য্য ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । অনেকের মনে হইতে পারে যে, মাংসাদি আহার শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে, সুতরাং উহারাও সাত্ত্বিক আহারের মধ্যে পরিগণিত হইবে । কিন্তু মাংসাহার দীর্ঘজীবনের অনুকূল নহে, এবং উহা অনেক দুরারোগ্য রোগের কারণ । বিশেষতঃ মাংসাহারের উগ্রতার বৃদ্ধাচর্যের হানি হইয়া থাকে, এবং হিংস্র পশুভাবের অত্যধিক বৃদ্ধি হয় । এইজন্য মৎস্য-মাংস প্রভৃতি তামস আহারের অন্তর্গত এবং হিংসাত্মক বলিয়া ইহারা সাত্ত্বিক গুণ বিকাশের বিরোধী । সুতরাং শ্রী-পুরুষের মধ্যে যাহারা চিত্তের স্থিরতাসহ ভগবদুপাসনার শান্তি লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎস্যমাংসমদ্যাদি আহার অতীব অহিতকর । সাত্ত্বিক বৃত্ত-দুষ্কাদিও অত্যধিক পরিমাণে আহার করিলে তামসিক ভাবেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কটু, ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।

আহারা রাজসস্যোষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

যাতযামং গতরসং পুতি পর্যুষিতং চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী । কটুমূলবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, প্রদাহকারী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (কষ্ট, শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহার-সকল) রাজসস্য (রাজস ব্যক্তিদিগের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । অতি কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উগ্র (বা বিদগ্ধপাকী) এবং দুঃখ, শোক ও রোগের জনক আহার রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥ ৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কটুতি । কটুমূলবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিন ইত্যত্রাতিশব্দঃ কটুাদিষু সর্বত্র যোজ্যঃ । অতিকটুরতিতীক্ষ্ণ ইত্যেবম্ । কটুমূলবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিন আহারা রাজসস্যোষ্টাঃ । দুঃখশোকাময়প্রদাঃ—দুঃখং চ শোকং চাময়ং চ প্রযচ্ছন্তীতি দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তথা কটুতি । অতিশব্দঃ কটুাদিষু সপ্তষপি সম্বধ্যতে তেনাতিকটুনিষাদিঃ । অত্যম্লোহতিলবণোহত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ । অতিতীক্ষ্ণো মরিচাদিঃ । অতিরুক্ষঃ কঙ্কুকোদ্রবাদিঃ । অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ । অতিকটুদয় আহারা রাজসস্যোষ্টাঃ প্রিয়াঃ । দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়সন্তাপাদি । শোকঃ পশ্চাত্তাপি দৌর্লভস্যম্ । আময়ে রোগঃ । এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “অতি উষ্ণ” পদে যে “অতি” শব্দ রহিয়াছে উহাকে কটু . আদি সপ্ত শব্দের সহিতই অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ অতি কটু, অতি অম্ল ইত্যাদি । যাহা খাইবার সময় পীড়া বোধ হয়, যাহা খাইলে পরে মন অপ্রসন্ন হয়, এবং যে আহারে জ্বরাদি পীড়া হয়, তাহাই দুঃখ, শোক ও রোগের জনক । এইরূপ আহারই রাজস । সাম্বিক ব্যক্তিগণ রাজস আহার অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । যাতযামং (বহু পূর্বের পকু) গতরসং চ (ও নির্গতরস) পুতি (দুর্গন্ধ) পর্যুষিতম্ (পূর্বদিনে পকু) উচ্ছিষ্টম্ অপি চ (ও উচ্ছিষ্ট) অমেধ্যং (অপবিত্র) যৎ (যে) ভোজনং (আহার) [তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামস ব্যক্তিদিগের প্রিয়) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে খাদ্য যাতযাম, যাহার রস শুকাইয়া গিয়াছে, যাহা দুর্গন্ধ, পর্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, সে আহার তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যাতযামমিতি । যাতযামং মন্দপকুম্ । নির্বীৰ্য্যস্য গতরসশব্দে-নোক্তম্ । গতরসং রসবিযুক্তম্ । পুতি দুর্গন্ধম্ । পর্যুষিতং চ পকুং সত্রাত্র্যন্তরিতং চ যৎ । উচ্ছিষ্টমপি চ ভুক্তাবশিষ্টমপি । অমেধ্যমযজ্ঞাহম্ । ভোজনমীদৃশং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যথা যাতযামসিতি । যাতো যামঃ প্রহরো यस্য পক্বস্যো দনাদেন্দ্র্যাতযামম্ । শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ । গতরসং নিস্পীড়িতসারম্ । পুতি দুর্গন্ধম্ । পর্যুষিতং দিনান্তরপক্বম্ । উচ্ছিষ্টমন্যভুজাবশিষ্টম্ । অমেধ্যমভক্ষ্যং কলজাদি । এবন্তুতং ভোজনং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে আহার অর্দ্ধপক্ব বা যাহা অতিপক্ব হইয়া বিরস হইয়াছে, অথবা অনেকক্ষণ পাক হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছে, সেই আহার “যাতযাম” । যাহার সারাংশ নিকাশিত হইয়াছে (মথিতদুগ্ধাদি), যে আহারে দুর্গন্ধ জন্মিয়াছে, যাহা একরাত্রি পূর্বে অগ্নিপক্ব হইয়াছে, যে আহার অন্যের ভুজাবশেষ, এবং মৎস্য, মাংস, মদ্য ও অণু প্রভৃতি অপবিত্র আহার তামস ব্যক্তিগণের প্রিয়, অর্থাৎ এতাবৎ আহারে তনোগুণের বৃদ্ধি হয় । সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের পক্ষে তামস আহার নিতান্ত নিষিদ্ধ । রাজস আহার সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী । যথা, অতি কটু—সরসের বিরোধী ; অতি-রুক্ষ—স্নিগ্ধের বিরোধী ; অতি-তীক্ষ্ণ, অতি উগ্র—ধাতুর পোষণ বা স্থিরতার বিরোধী ; অতি উষ্ম—হৃদ্যত্বের বিরোধী ; আময়প্রদ—আয়ুঃ, সত্ত্ব ও বলের বিরোধী ; দুঃখশোকপ্রদ—স্বুখ ও প্রীতির বিরোধী । রাজস আহারের ন্যায় তামস আহারও সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী । গতরস, যাতযাম, পর্যুষিত—সরস, স্নিগ্ধ ও স্থিরের বিরোধী ; আবার দুর্গন্ধ, উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য—হৃদ্যের বিরোধী । তামস আহার সাধারণতঃ আয়ুঃ, সত্ত্বাদির বিরোধী ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী । অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত ব্যক্তিগণকর্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ কর্তব্যই) ইতি (এইরূপ) মনঃ সমাধায় (মনঃসমাধান করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (যথাশাস্ত্র-বিহিত) যঃ যজ্ঞঃ (যে যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । ফলাভিসন্ধিবর্জিত হইয়া অবশ্যকর্তব্য বোধে যে শাস্ত্র-বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

শাকরভাষ্যম্ । অথেনানীং যজ্ঞস্ত্রিবিধ উচ্যতে—অফলেতি । অফলাকাঙ্ক্ষিভির-ফলাভিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টঃ শাস্ত্রচোদনাদিষ্টো যো যজ্ঞ ইজ্যতে নিব্বর্ত্যতে । যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞস্বরূপনিব্বর্তনমেব কার্যমিতি মনঃ সমাধায় । নানেন পুরুষার্থো মম কর্তব্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য । স সাত্ত্বিকো যজ্ঞ উচ্যতে ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যজ্ঞোহপি ত্রিবিধঃ । তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষি-ভিরিতি । ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ

অভিসন্ধায় তু ফলং দন্তার্থমপি চৈব যৎ
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

ইজ্যতেহনুষ্ঠীয়তে স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ । কথমিজ্যতে? যষ্ট্যবমেবেতি । যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্যম্ । নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বৈত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এক্ষণে ত্রিবিধ যজ্ঞ কথিত হইতেছে । অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও জ্যোতিষ্টোম আদি যজ্ঞ কাম্য ও নিত্য ভেদে দ্বিবিধ । “দর্শপূর্ণমাসাত্ম্যং স্বর্গকামো যজ্ঞেত” ইত্যাদি বিধানে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য । “যাবজ্জীব-মগ্নিহোত্রং জুহোতি” ফলাকাঙ্ক্ষাবজ্জিত হইয়া যে একরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা নিত্য । ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য অতিকর্তব্য বোধে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই নিত্য যজ্ঞই সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী । ফলম্ (ফল) অভিসন্ধায় তু (কামনাপূর্বক) অপি চ (এবং) দন্তার্থম্ এব (নিজ মহত্বপ্রকাশের জন্যই) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়), ভরতশ্রেষ্ঠ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) তং (সেই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) রাজসং (রাজস) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্বর্গাদি ফলকামনায় ও নিজ মহত্ব প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস ॥ ১২ ॥

শাস্ত্ররত্নাবলম্বী । অভিসন্ধায়েতি । ফলমভিসন্ধায়োদ্दिश्य । দন্তার্থমপি চৈব । যদিজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি । ফলমভিসন্ধায়োদ্दिश्य তু যদিজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে । দন্তার্থং চ স্বমহত্বখ্যাপনার্থং চ । তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দেহান্তে স্বর্গ পাইব ও ইহলোকে আমাকে সকলে ধর্ম্মান্না বলিবে, এই ভাবে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অথবা কেবল স্বর্গার্থে বা কেবল যশোলিপ্সায় যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস । সাত্ত্বিকগণ একরূপ যজ্ঞ করিবেন না ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী । [বেদবিদগণ] বিধিহীনম্ (শাস্ত্রবিধিবজ্জিত) অসৃষ্টান্নং (অনুদান-বিহীন) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবজ্জিত) অদক্ষিণং (দক্ষিণাশূন্য) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাবিহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামস) পরিচক্ষতে (বলিয়াছেন) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিবজ্জিত ও অনুদানবিহীন, যে যজ্ঞ

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই, যথাবিহিত দক্ষিণা নাই, ও যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা তামস যজ্ঞ ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । বিধিহীনমিতি । বিধিহীনং যথাচোদিতবিপরীতম্ । অস্বষ্টানুং—ব্রাহ্মণেভ্যো ন সৃষ্টং ন দত্তম্ নুং যস্মিন যজ্ঞে সোহস্বষ্টানুং । তমস্বষ্টানুম্ । মন্ত্রহীনং মন্ত্রতঃ স্বরতো বর্ণতো বা বিযুক্তং মন্ত্রহীনম্ । অদক্ষিণমুক্তদক্ষিণারহিতম্ শ্রদ্ধাবিরহিতম্ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে তমোনির্ব্বৃত্তং কথয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তামসং যজ্ঞমাহ—বিধিহীনমিতি । বিধিহীনং শাস্ত্রোক্ত-বিধিগুন্যম্ । অস্বষ্টানুং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন নিষ্পাদিতম্ নুং যস্মিন্ যজ্ঞম্ । মন্ত্রহীন-যথোক্তদক্ষিণারহিতম্ । শ্রদ্ধাশূন্যং চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত না হয়, যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদিকে অনুদান করা না হয়, যে যজ্ঞে উদাত্তানুদাত্ত আদি স্বরে মন্ত্র উচ্চারিত না হয়, যে যজ্ঞে যথারীতি দক্ষিণা দেওয়া না হয়, যে যজ্ঞে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণাদির প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, বেদবিদগণ তাহাকে তামস যজ্ঞ বলিয়াছেন । তামস যজ্ঞে ইহলোকে বা পরলোকে কোন শুভ ফলই লাভ হয় না ॥ ১৩ ॥

অন্নয়বোধিনী । দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা), শৌচম্ (শৌচ), আর্জ্জবং (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা চ (ও অহিংসা) শারীরং (শারীরিক) তপঃ (তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, আর্জ্জব, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এইগুলি শারীর তপঃ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অথেন্দানীং তপস্ত্রিবিধমুচ্যতে—দেবেতি । দেবাস্চ দ্বিজাস্চ গুরব্শ্চ প্রাজ্ঞাস্চ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞাঃ । তেষাং পূজনং দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্ । শৌচম্ । আর্জ্জবম্জুতম্ । ব্রহ্মচর্য্যম্ । অহিংসা চ । শরীরনির্ব্বৃত্ত্যং শারীরম্ । শরীরপ্রধানৈঃ সর্ব্বৈরেব কার্য্যকরণৈঃ কৰ্ম্মাদিভিঃ সাধ্যং শারীরং তপ উচ্যতে । পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ (গী ১৮।১৫) ইতি হি বক্ষ্যতি ॥ ১৪ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাতিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদিভিঃ । তত্র শারীরমাহ—দেবেতি । প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেহপি তত্ত্ববিদঃ । দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকং চ শারীরং শরীরনির্ব্বৃত্ত্যং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বৈগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ এক্ষণে শারীর, বাচিক ও মানস ভেদে ত্রিবিধ তপের বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ আদিকে প্রণামাদি যথাশাস্ত্র পূজা, সদাচারযুক্ত উত্তম ব্রাহ্মণের সৎকার, পিতা, মাতা, আচার্য্য ও বৃদ্ধাদি গুরুগণের পূজা, বেদার্থবেত্তা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির যথাবিধি সৎকার অর্থাৎ অভিবাদন, শুশ্রূষা, প্রদক্ষিণ অনুদান আদি দ্বারা পূজা (দ্বিজ বলিলেই বেদজ্ঞ বুঝায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতিরিক্ত আর কাহাকেও বুঝায় না, এইজন্য—কোন কোন টীকাকারের মতে—ভগবান্ স্বতন্ত্র করিয়া “প্রাজ্ঞ” শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্ বা বুদ্ধনিষ্ঠ ব্যক্তি, স্থলভা সন্ন্যাসিনী, বিদূর ও ধর্ম্মব্যাধ আদির ন্যায় স্ত্রী বা শূদ্র হইলেও, তাঁহার পূজা ও সৎকার করিতে হইবে), মৎস্য-মাংস-মদিরাদি নিষিদ্ধাহারের ত্যাগ ও মৃজ্জলাদি দ্বারা শরীরশুদ্ধি, আর্জ্জব অর্থাৎ [সরলতা বা] শাস্ত্রসিদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্যোগ ও আয়োজন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ মৈথুনাদি পরিত্যাগ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রাণিপীড়ন পরিত্যাগ এবং (“অহিংসা চ”—এস্থলে “চ”কার দ্বারা অস্তেয় ও অপরিগ্রহ উপলক্ষিত হইয়াছে) চৌর্য্য ও বিরোধ না করা শারীর তপঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৪ ॥

অনুবোধিনী । অনুদ্বৈগকরং (অনুদ্বৈগকর), সত্যং প্রিয়হিতং চ (সত্য, প্রিয় ও হিতজনক) যৎ (যে) বাক্যং (বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চ এব (ও বেদাভ্যাস) বাঙময়ং (বাচিক) তপঃ (তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । কাহারও দুঃখদায়ক না হয় এরূপ সম্ভাষণ, সত্য, প্রিয় ও হিতবাক্য কখন এবং বেদাভ্যাস করা বাঙময় তপস্যা ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অনুদ্বৈগকরমিতি । অনুদ্বৈগকরং প্রাণিনামদুঃখকরং বাক্যম্ । সত্যং প্রিয়ং হিতং চ যৎ । প্রিয়হিতে দৃষ্টাদৃষ্টার্থে । অনুদ্বৈগকরত্বাদিভি নৈর্বাক্যং বিশেষ্যতে । বিশেষণধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থশ্চ শব্দঃ । পরপ্রত্যয়নার্থং প্রযুক্তস্য বাক্যস্য সত্য-প্রিয়হিতানুদ্বৈগকরত্বানামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনতয়া স্যাৎ যদি ন তদ্ বাঙময়ং তপঃ । তথা সত্যবাক্যস্যেতরেণামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনতয়াং ন বাঙময়ত-পন্তুম্ । তথা প্রিয়বাক্যস্যাপীতরেণামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনস্য ন বাঙময়ত-পন্তুম্ । তথা হিতবাক্যস্যাপীতরেণামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনস্য ন বাঙময়ত-পন্তুম্ । কিং পুনস্তৎ তপঃ ? যৎ সত্যং বাক্যমনুদ্বৈগকরং প্রিয়ং হিতং চ তৎ পরমং তপো বাঙময়ম্ । যথা শাস্তো ভব বৎস । স্বাধ্যায়ং যোগং চানুষ্ঠিত্ব । তথা তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি । স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব যথাবিধি বাঙময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বৈগকরমিতি । উদ্বৈগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বৈগকরং বাক্যম্ । সত্যম্ । শ্রোতুঃ প্রিয়ম্ । হিতং চ পরিণামে সুখকরম্ । স্বাধ্যায়াভ্যাসনং বেদাভ্যাসনং বাঙময়ং বাচিকং তপঃ ।

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে বাক্য শুনিলে শ্রোতা মনোবেদনা না পায় এরূপ সদালাপ, সত্যকথন (যে বাক্য প্রমাণমূলক ও কোন প্রমাণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত না হয় এবং সত্যার্থের প্রতিপাদক), যে কথা শ্রোতার শ্রুতি ও বোধ-সুখকর হয়, ও যাহা শুনিলে শ্রোতার কল্যাণ সাধিত হয়, এরূপ বাক্য কথন এবং শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদাধ্যয়ন—এইগুলি বাঞ্ছ্য তপস্যা ॥ ১৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শ্রোতার অনুদ্বৈগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগই বাঞ্ছ্য তপস্যা । বাক্যের এই চারিটি ধর্মের কোনও অভ্রহানি হইলে—অর্থাৎ অনুদ্বৈগকর বাক্য অসত্য, অপ্রিয় বা অহিতকর হইলে, সত্যবাক্য উদ্বৈগজনক, অপ্রিয় বা অহিতকর হইলে, প্রিয়বাক্য উদ্বৈগজনক, অসত্য বা অহিতকর হইলে, অথবা হিতবাক্য উদ্বৈগজনক, অসত্য বা অপ্রিয় হইলে—তাহা সাত্ত্বিক তপস্যা মধ্যে পরিগণিত হইবে না । সত্ত্বগুণযুক্ত পুরুষই ঐরূপ বাচিক তপস্যা সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

অর্থবোধিনী । মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রশান্ততা) সৌম্যত্বং (অক্রুরতা) মৌনং (মৌনভাব) আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসং (মানস) তপঃ (তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । চিত্তের প্রশান্ততা, সৌম্যতা, মৌনভাব, মনোনিগ্রহ ও অন্তঃকরণশুদ্ধি—এইগুলি মানস তপঃ ॥ ১৬ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । মনঃপ্রসাদ ইতি । মনঃপ্রসাদো মনসঃ প্রশান্তিঃ । স্বচ্ছতাপাদনং মনসঃ প্রসাদঃ । সৌম্যত্বং যৎ সৌম্যস্যামাহঃ । মুখাদিপ্রসাদকার্যেনোন্মাদঃ সন্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ । মৌনং বাক্যসংযমোহপি মনঃসংযমপূর্ব্বকো ভবতি—ইতি কার্যেণ কারণমুচ্যতে । মনঃসংযমো মৌনমিতি । আত্মবিনিগ্রহো মনোনিরোধঃ । সর্ব্বতঃ সামান্যরূপ আত্মবিনিগ্রহঃ । বাগ্মিষয়সৈব মনসঃ সংযমো মৌনমিতি বিশেষঃ । ভাবসংশুদ্ধিঃ—পরৈর্ব্যবহারকালেহ-মায়াবিশ্বং ভাবসংশুদ্ধিঃ । ইত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । মানসং তপ আহ—মনঃপ্রসাদ ইতি । মনসঃ প্রসাদঃ স্বচ্ছতা । সৌম্যত্বমক্রুরতা । মৌনং মৌনভাবঃ । মনোনিগ্রহঃ । আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ । ভাবসংশুদ্ধির্ব্যবহারে মায়াবাহিত্যম্ । ইত্যেতন্মানসং তপঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । চিত্তে বিষয়চিন্তাজনিত ব্যাকুলতা না থাকা, সৌম্যভাব (সর্ব্বলোকহিতৈষণা ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ের চিন্তা না করা), মৌনভাব (একাগ্রতা পূর্ব্বক আত্মচিন্তন), কাম-ক্রোধাদির নিবৃত্তিপূর্ব্বক হৃদয়শুদ্ধি ও ছল-কাপট্যাতির পরিহার প্রভৃতি মানস তপঃ বলিয়া উক্ত হইল ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্ত্ত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুজৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

সংকারমানপূজার্থং তাপো দাস্তেন চৈব যং ।

ক্রিয়াতে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

অবয়বোধিনী । অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) যুজৈঃ (একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (পুরুষগণকর্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া (পরমশ্রদ্ধা সহ) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তং (পূর্বোক্ত) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) তপঃ (তপস্যাকে) [শিষ্টীগণ] সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । ফলাভিসম্বিশূন্য একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি পরমশ্রদ্ধাসহ যে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১৭ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস । যথোক্তং কারিকং বাচিকং মানসং চ তপস্তপ্তং নরৈঃ সত্বাদি-
গুণভেদেন কথং ত্রিবিধং ভবতীতি? উচ্যতে—শ্রদ্ধয়েতি। শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া
প্রকৃষ্টয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং তপস্তং প্রকৃতং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং ত্র্যধিষ্ঠানং নরৈরনুষ্ঠাতৃভিরফলা-
কাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈর্যুজৈঃ সমাহিতৈঃ। যদীদৃশং তপস্তং সাত্ত্বিকং সত্বনির্বৃত্তং
পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ; ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং শরীরবাঙানোভিনির্বর্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতম্।
তস্য ত্রিবিধস্যপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েত্যাদিত্রিভিঃ। তং
ত্রিবিধমপি তপঃ পরয়া শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুজৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং
কথয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কারিক-বাচিকাদি ত্রিবিধ তপস্যার বিবরণ বলিয়া এক্ষণে
ভগবান্ সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার তপস্যার ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিজ সুখলাভ বা দুঃখ-
নাশের কোন প্রকার কামনা না করিয়া কেবল অতিকর্তব্য বোধে শ্রদ্ধাপূর্বক যে কারিক,
বাচিক ও মানস তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১৭ ॥

অবয়বোধিনী । সংকারমানপূজার্থং (সংকার, মান ও পূজা লভ্যার্থ) দাস্তেন চ
এব (এবং দস্তপূর্বক) যং (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়াতে (অনুষ্ঠিত হয়), ইহ (এই লোকে)
চলম্ (চঞ্চল) অধ্রুবং (ক্ষণিক) তং (সেই) তপঃ (তপস্যা) রাজসং (রাজস) [বলিয়া]
প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে তপস্যা সংকার, মান ও পূজার জন্য দস্তপূর্বক
অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস। রাজস তপস্যা ইহলোকেই ফল দান করে, ইহা
চঞ্চল ও অধ্রুব ॥ ১৮ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস । সংকারেতি। সংকারঃ সাধকারঃ-সাধরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণঃ—

মূঢ়গ্রাহেণান্নো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

ইত্যেবমর্থম্ । মানো মাননং প্রত্যাখ্যানাভিবাদনাদিঃ । তদর্থম্ । পূজা পাদপ্রক্ষালনাচ্চনা-
শয়িত্বাদিঃ । তদর্থং চ তপঃ সংকারমানপূজার্থম্ । দন্তেন চৈব যৎ ক্রিয়তে তপস্তদ্বিহ
প্রোক্তং কথিতং রাজসং চলং কাদাচিত্তিকফলস্বেনাপ্ধবম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসমাহ— সংকারেতি । সংকারঃ—সাকারঃ সাধু-
রয়মিতি তাপসোহয়মিত্যাদিবাক্পূজা । মানঃ প্রত্যাখ্যানাভিবাদনাদিদ্বেহিকী পূজা । পূজা
অর্থলভ্যাদিঃ । এতদর্থং দন্তেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে । অত এব চলমনিয়তম্ । অধ্ববং
চ ক্ষণিকম্ । যদেবন্তুতং তপস্তদ্বিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । লোকে আমাকে বলিবে “ইনি বড় কঠোরব্রত করেন, ইনি অনু-
ত্যাগ করিয়া কেবল ফল-মূল আহাৰ করেন, ইনি শ্রেষ্ঠ সাধক”, “আমি কোথাও যাইবামাত্র
লোকে আমাকে তপস্বী জানিয়া অভ্যর্থনাদি করিবে, লোকে আমার পাদপ্রক্ষালন ও
অর্চনা করিবে ও অর্থাদি দান করিবে”—ইত্যাদি মনে করিয়া দম্ভপূর্বক যে তপস্যার
অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস । এ তপস্যায় পারলৌকিক ফল হয় না, কেবল ইহলোকে
অল্পকালস্থায়ী কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় মাত্র । আবার সর্বত্রই যে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে
তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই, এজন্য ইহা চঞ্চল ও অধ্বব ॥ ১৮ ॥

অমর্যবোধিনী । মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেকপূর্বক) আত্মনঃ (নিজের) পীড়য়া (পীড়া
দিয়া) পরস্য বা (বা পরের) উৎসাদনার্থং (বিনাশার্থ) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে
(অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) তামসং (তামস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হইয়াছে) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । দুরাগ্রহপূর্বক শরীরাদিকে পাড়া দিয়া, অথবা অন্য
প্রাণীর বিনাশার্থ যে তপস্তার অনুষ্ঠান হয়, তাহা তামস ॥ ১৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । মূঢ়গ্রাহেণেতি । মূঢ়গ্রাহেণাবিবেকনিশ্চয়েনাত্মনঃ পীড়য়া
ক্রিয়তে যতপঃ পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশার্থং বা তত্তামসং তপ উদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি । মূঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃ-
তেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যতপঃ ক্রিয়তে । পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচার-
রূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । রাজা হইবার জন্য পঞ্চতপ আদি, লোকে জিতেন্দ্রিয়তার
পরিচয় দিবার জন্য লিঙ্গনালচ্ছেদন ইত্যাদি কৃচ্ছসাধন, অথবা অন্য ব্যক্তির বিনাশার্থ
যে মন্ত্র-জপ বা সাধনাদি করা হয়, তাহা তামস তপঃ । বিবেকিগণ রাজস বা তামস
তপের অনুষ্ঠান করিবেন না ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি যদ্বানং দীয়তেহনুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্বানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

অনুবোধিনী । অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (উপযুক্ত স্থানে), কালে চ (উপযুক্ত সময়ে) পাত্রে চ (ও উপযুক্ত পাত্রে) দাতব্যম্ (দেওয়া কৰ্তব্য) ইতি (এইভাবে) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই) দানং (দান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে দান কেবল কৰ্তব্যানুরোধে, দেশ, কাল ও পাত্রের উত্তমতা বিচারপূর্বক, প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ॥ ২০ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । ইদানীং দানত্ৰৈবিধ্যমুচ্যতে—দাতব্যমিতি । দাতব্যমিত্যেবং মনঃ কৃৎস্না যদ্বানং দীয়তেহনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় । সমর্থ্যাপি নিরপেক্ষং দীয়তে । দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ । কালে সংক্রান্তাদৌ । পাত্রে চ ষড়ঙ্গবিধেদ-পারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়েত্যর্থঃ । তদ্বানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । পূর্বং প্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্ৰৈবিধ্যমাহ—দাতব্যমিতি । দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্বানং দীয়তেহনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় । দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ । কালে গ্রহণাদৌ । পাত্রে চেতি দেশকালসাহচর্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা । পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃ শ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ । যদ্বা পাত্র ইতি তৃজন্তং । রক্ষকায়েত্যর্থঃ । চতুর্থোবৈষ্য । স হি সর্বসমাদাপদগণাদাতারং পাতীতি পাতা তস্মৈ । যদেবন্তু তং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

গাতার্থসন্দীপনী । এক্ষণে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ দানের বিবরণ ব্যাখ্যাত হইতেছে । যে সময়ে যেক্রপ ব্যক্তিকে যে পদার্থ দান করিবার জন্য শ্রুতি ও স্মৃতি আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রাজ্ঞাবশংবদ ও ফলকামনাবর্জিত হইয়া যে অনু, স্ববর্ণাদি দান করা যায় ও প্রতিগ্রহীতার নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক । সাধু, সন্ন্যাসী আদি যাহারা কেবল ভগবানের আরাধনা করেন, যাহারা দেশহিতসাধননিরত, যাহারা অকর্শন্য ও নিতান্ত দুঃখী তাহারাই দানের যোগ্য পাত্র । অশিক্ষিত অসাধু ব্যক্তিকে কিছুমাত্র দান করিতে নাই । ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—

“অব্রতশ্চানধীযানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ ।

তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বৈধঃ ॥” (ক)

যাহারা ব্রাহ্মচার্য ও বিদ্যাশিক্ষা না করে, তাহাদিগকে যে গ্রামের লোক ভোজন করায়,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

যত্তুপ্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্दिश्य वा पुनः ।
 दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् *॥ ২১ ॥
 অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়াত ।
 অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

রাজা সেই গ্রামকে অর্থাৎ সেই গ্রামের লোকদিগের প্রতি চৌরোচিত দণ্ড বিধান করিবেন । সাধু ও বিদ্যাবানের প্রাপ্য অনু গ্রহণ করায় অসাধু ও অনধীত ব্যক্তি পরস্বাপহারী, আর দানকর্তা চৌর্যের প্রশ্রয়দাতা এই জন্য উভয়েই দণ্ডার্থ । যথাশাস্ত্র দান না করিয়া অবিদ্যাজনিত স্নেহ, মমতা ও করুণার বশীভূত হইয়া দান করিলে দান অসিদ্ধ হয় । “বিদ্যাতপোভ্যাশ্রয়নো দাতুশ্চ পালনক্ষম এব প্রতিগহীয়াৎ”—যে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আপনার ও দাতার রক্ষণে সমর্থ সেই ব্যক্তিই দাতার ধন গ্রহণ করিবার অধিকারী । বিদ্যা ও তপোবজ্জিত ব্যক্তি দানের অযোগ্য ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী । যৎ তু (যে দান) প্রত্যুপকারার্থং প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) ফলম্ উদ্दिश्य वा (অথবা ফলের কামনায়) পুনঃ চ (অধিকন্তু) পরিক্রিষ্টং (চিভের (ক্লেশসহ) দীয়াতে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই) দানং (দান) রাজসং (রাজস) [বলিয়া] স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে দান প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদি ফল-কামনায় এবং যে দান ক্লেশসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা রাজসিক ॥ ২১ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । যদিতি । যত্তু দানং প্রত্যুপকারার্থং—কালে দ্বয়ং মাং প্রত্যুপ-করিষ্যতীত্যেবমর্থম্ । ফলং বাস্য দানস্য মে ভবিষ্যত্যদৃষ্টমিতি । তদুদ্दिश्य পুনর্দীয়াতে চ পরিক্রিষ্টং খেদসংযুক্তং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসং দানমাহ—যদিতি । কালান্তরেহয়ং মাং প্রত্যু-পকরিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্दिश्य যৎ পুনর্দানং দীয়াতে পরিক্রিষ্টং চিত্ত-ক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবন্তুতং তদ্দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এই ধন ব্রাহ্মণকে দান করিতেছি, এ ব্যক্তি কোন সময়ে আমার উপকার করিবে, অথবা এই দান জন্য পুণ্যফলে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিব, এইরূপ ভাবিয়া যে দান করা হয়, কিংবা দান করিয়া যদি মনে হয় যে, কেনই বা বৃথা এত দান করিলাম? এইরূপ দানকে বেদবিদগণ রাজস দান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী । অদেশকালে (অনুপযুক্ত দেশে ও কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও অপাত্র সমূহে) অসংকৃতম্ (সংস্কার না করিয়া) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞাসহ) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়াতে (দেওয়া হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২২ ॥

ও তৎসদিতি নির্দেশো ব্রাহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে দান অনুপযুক্ত দেশে, অযোগ্য কালে ও অপাত্রে প্রদত্ত হয়, ও যে দান সংকাররহিত, এবং যে দান অবজ্ঞাপূর্বক প্রদত্ত হয়, তাহা তামস দান ॥ ২২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অদেশকাল ইতি । অদেশকালে—অদেশেহপুণ্যে দেশে ম্লেচ্ছা-শূচ্যাদিসংকীর্ণে । অকালে পুণ্যহেতুত্বেনাপ্রখ্যাতে সংক্রান্ত্যাদিবিশেষরহিতে । অপাত্রেভ্যাশ্চ মূর্থতন্মরাদিত্যঃ । দেশাদিসম্পত্তৌ চাসংকৃতং প্রিয়বচনপাদপ্রক্ষালনপূজাদিরহিতম্ । অবজ্ঞাতং পাত্রপরিভবযুক্তং চ যৎ । তদানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । তামসং দানমাহ—অদেশেতি । অদেশহশুচিস্থানে । অকালেহ-শৌচাদিসময়ে । অপাত্রেভ্যো বিটনটনর্ভকাদিত্যঃ । যদানং দীয়তে দেশকালপাত্র-সম্পত্তাবপ্যসংকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসংকারশূন্যম্ । অবজ্ঞাতং পাত্রতিরস্কারযুক্তম্ । এবজ্ঞুতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । স্বভাবদূষিত বা দুর্জ্ঞানসম্বন্ধ-জন্য পাপযুক্ত অশুচি স্থানে, যে সময়ের লগ্নাদি শাস্ত্রে অপুণ্যকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে সেই সময়ে, এবং বিদ্যা ও তপস্যা-দিবর্জিত ব্যক্তিকে, অথবা বেশ্যা, নর্তকী, তোষামোদকারী প্রভৃতি অপাত্রে যে দান করা হয়, তাহা তামসিক । আর দেশ-কাল-পাত্র উপযুক্ত হইলেও যদি দাতা প্রতি-গ্রহীতাকে নিষ্ট-সন্তোষাদি দ্বারা সংকার না করিয়া, অথবা ঘৃণা বা অনাদর করিয়া দান করে, সে দানও তামস দান বলিতে হইবে ॥ ২২ ॥

অমরবোধিনী । ওঁ তৎ সৎ ইতি (ওঁ তৎ সৎ—এই) ত্রিবিধঃ (তিনপ্রকার) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মের) নির্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে) । তেন (তদ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ চ (ব্রাহ্মণগণ) বেদাঃ চ (বেদসকল) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (পূর্বকালে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । “ওঁ তৎ সৎ” ব্রাহ্মের এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদি কালে প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি [কর্তা], [করণরূপ] বেদ ও [কর্মরূপ] যজ্ঞ উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃतीনাং সাদৃশ্যকরণায়ামুপদেশ উচ্যতে—ওঁ তৎসদিতি । ওঁ তৎসদিত্যেব নির্দেশঃ । নির্দিশ্যতেহেনেনেতি নির্দেশঃ । ত্রিবিধো নামনির্দেশো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতিশিচিন্তিতো বেদান্তেষু ব্রাহ্মবিত্তিঃ । ব্রাহ্মণাস্তেন নির্দেশেন ত্রিবিধেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা নিশ্চিতাঃ পুরা পূর্বম্ । ইতি নির্দেশস্তত্বার্থ-মুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । ননুবং বিচার্যমাণে সর্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামস-
প্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রাস ইত্যাপেক্ষ্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকছোপপাদন-প্রকারং
দর্শয়িতুমাং—ওমিতি । ওঁ তৎসদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দেশো নামব্যপদেশঃ
স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ । তত্র তাবদোমিতি ত্রিবৃদ্ ব্রহ্ম (ক) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেরোমিতি ব্রহ্মণো
নাম । জগৎকারণত্বেনাপ্রসিদ্ধত্বাদবিদুষাং পরোক্ষত্বাচ্চ তচ্ছব্দেহপি ব্রহ্মণো নাম ।
পরমার্থস্বরূপত্বপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সচ্ছব্দেহপি ব্রহ্মণো নাম । সদের সৌম্যেদমগ্র আসী-
দিত্যাदि শ্রুতে: (খ) । অয়ং ত্রিবিধোহপি নামনির্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত্ত্বং সমর্থ
ইত্যায়েন স্তোতি । তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্টাদৌ
বিহিতা বিধাত্রা নিম্নিতাঃ । সগুণীকৃত্য ইতি বা । যদ্বা যস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দেশস্তেন
পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতনাঃ সৃষ্টাঃ । তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দেশোহতিপ্রশস্ত
ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আহাৰ, যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি বিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করিতে
যত্ন করিলেও অনুরূপতার প্রমাদাদি দোষে কোন না কোন ত্রুটি থাকিয়া যাইবারই সম্ভাবনা ।
এইজন্য ভগবান্ কার্যশুদ্ধির নিমিত্ত তৎপ্রায়শ্চিত্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন । ওঁ কারকরূপে
পরব্রহ্মের নাম যেমন অ+উ+ম্ এই ত্রিবর্ণাত্মক, সেইরূপ প্রাচীন মহর্ষিগণ পরব্রহ্মের
ওঁ+তৎ+সৎ এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম, সকল কার্যের আদিতে স্মরণ করিতেন । কার্যের
বৈগুণ্যদোষবিনাশার্থ পরব্রহ্মের এই বেদোক্ত নাম অবশ্যই উচ্চারণ করিবে । ধর্মশাস্ত্রও
বলিয়াছেন—

“প্রমাদাৎ কুর্ব্বতঃ কৰ্ম্ম প্রচ্যবেতাত্বরেষু যৎ ।

স্মরণাদেব তদ্বিক্ষেপঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥”

যজ্ঞাদি কার্যকালে যদি মন্ত্র উচ্চারণাদির প্রমাদ বশতঃ যজ্ঞের কোন অঙ্গভঙ্গ হয়,
তবে ভগবানের নাম স্মরণ করিলে তদোষ খণ্ডিত হইবে । “ব্রাহ্মণাস্তেন”—এস্থলে
ব্রাহ্মণ শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতি মাত্রই উপলক্ষিত হইয়াছে ।
ত্রিজাতিগণ যজ্ঞারম্ভ কালে কার্যের বৈগুণ্যদোষ পরিহারার্থ “ওঁ তৎ সৎ” এই মন্ত্র অবশ্যই
উচ্চারণ করিবেন । এই নামের প্রভাবেই ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিতে সমর্থ
হইয়াছিলেন ; ভগবানের নামে সমস্ত বিঘ্নবৈগুণ্য কাটিয়া যায় ॥২৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । গীতামাহাত্ম্য মধ্যে (সপ্ততম শ্লোকে) চতুর্বর্ণের জ্ঞী-
পুরুষেরই গীতা পাঠে অধিকার উল্লিখিত হইয়াছে । দ্বিজেন্দ্রের সূত, সঞ্জয় প্রভৃতি গীতার
আবৃত্তি করিয়াছেন । গীতা পাঠকালে “ওঁ তৎ সৎ” না বলিলে ছন্দোভঙ্গ হইবে ।
বৃহদারণ্যক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মবাদিনী, বাচকুবী, গার্গী ও মৈত্রেয়ীর, এবং
শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে আচার্য্য শঙ্করের সহিত মণ্ডনমিশ্রের জ্ঞী সারদা দেবীর (সন্যাসিনী
উভয়ভারতীর) ব্রহ্মবিষয়ক বিচার ও আলোচনার উল্লেখ আছে । যাজ্ঞবল্ক্যের জ্ঞী
মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন—ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় (তয়োহি মৈত্রেয়ী ব্রহ্ম-

বাদিনী বভুব—বৃহদা, ৪।৫।১)। ঘোষা, রোমশা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, যমী, বাক্ (অভূণ ঋষির কন্যা—, শচী, শ্রদ্ধাকামায়নী, রাত্রি প্রভৃতি বহু স্ত্রীলোক ঋগ্বেদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। যথা—ঘোষা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩৯ সূক্তের ঋষি; রোমশা ১ম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের, লোপামুদ্রা ১ম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের, বিশ্ববারা ৫ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের, অপালা ৮ম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের, যমী ১০ম মণ্ডলের ১০ম সূক্তের, বাক্ ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের, শচী ১০ম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তের, শ্রদ্ধাকামায়নী ১০ম মণ্ডলের ৫১ সূক্তের, রাত্রি ১০ম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তের ঋষি বলিয়া ব্যক্ত আছেন। মহাভারতের ভিক্ষুকী স্থলভার সহিত রাজর্ষি জনকের সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ (শান্তি পর্ব, ৩২৫ অধ্যায়); স্থলভা রাজর্ষি প্রধানের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়া ছিলেন (১৮২-১৮৩); জনকের রাজসভায় তর্ক-বিতর্কের মধ্যে তাহার সহিত জনকের যে বিচার হয় তাহাতে পরিশেষে জনককেই নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। এই সমুদয় স্ত্রী-ঋষিরা ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। শৌনকঋষিকৃত বৃহদ্বেদব্রততেও উক্ত হইয়াছে—“ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতাঃ”। ব্রহ্মবাদিনী শব্দের অর্থ—যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদকে বলেন অর্থাৎ বেদ বা বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। এস্থলে ব্রহ্ম অর্থ বেদ। যথাঃ—সায়ণ অথর্ববেদের (১১।৩।২৬ মন্ত্রের) ভাষ্যে বলিয়াছেন—“ব্রহ্ম বেদঃ তদ্ বদিতুং শীলম্ এষাম্ ইতি ব্রহ্মবাদিনঃ, ব্রহ্মবিচারকা মহর্ষয়ঃ।” বর্তমান কালেও কাশীতে অনুষ্ঠিত পুত্রোষ্ট্র প্রভৃতি যজ্ঞে ঋষিকের স্ত্রীও পতিসহ বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সর্বত্রই বিবাহ বা শ্রাদ্ধকালে দ্বিজ-স্ত্রীগণকর্তৃক বেদমন্ত্র শ্রুত বা উচ্চারিত হইয়া থাকে। শ্রৌত সূত্রে বিবাহাদি প্রকরণে অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে—“ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ”। গৃহ্যসূত্রে—বিবাহপ্রকরণে—“মন্ত্রত্রয়ং কনৈব্য পঠতি” (পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে হরিহর-ভাষ্য)। সূত্রাং স্ত্রীলোকদের পক্ষে বেদপাঠ বা বৈদিক-মন্ত্রের উচ্চারণ একেবারে নিষিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। এই জন্য অনুমিত হইতেছে যে, স্ত্রী-শূদ্র-পতিত-ব্রাহ্মণদিগেররক্ষে বেদ শ্রবণ-পঠনাদির নিষেধসূচক—“স্ত্রীশূদ্রদ্বিজ-বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা” (শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৪র্থ অঃ, ২৫শ শ্লোক)—বচনটি সাধারণ বিধির অন্তর্গত এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে উহা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রী-শূদ্রাদিকে প্রণব ও স্বাহাযুক্ত মন্ত্রাদি দানের নিষেধবাক্যও অযোগ্য পাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। যেহেতু বৈষ্ণব-স্মৃতি হরিভক্তি-বিলাসে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত এবং তন্ত্রাদিতে তান্ত্রিক মতে অভিষিক্ত স্ত্রী-শূদ্রাদিকে শালগ্রাম পূজার পূর্ণাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার বৈদিক কালে না থাকিলেও পঞ্চরাত্র ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদিতে শূদ্রের সন্ন্যাস অনুমোদিত হইয়াছে। সূত্রাং দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রকারগণ মুমুক্শু স্ত্রী-শূদ্রাদিকে প্রণব-জপে, বিষ্ণু-পূজায় বা সন্ন্যাস-গ্রহণে বাধা দেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্র—“ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” এই মন্ত্রের জপ করিতে বিপ্র ও বিপ্রের (স্ত্রী-শূদ্রাদি) সকলেই সমানাধিকারী—এই কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। যথা—“বিপ্রা বিপ্রেরাশ্চৈব সর্বেরা পাত্ৰাধিকারিণঃ” (৩য় উলাস)। যাজন ও অধ্যাপনাদি

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।

প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

দ্বারা জীবিকা-নির্বাহের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের এবং যজ্ঞাদির যথাযথ অনুষ্ঠানসহ বেদবিদ্যার ধারণায় সমর্থ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পক্ষেই বিধিপূর্বক বেদপাঠাদি নির্দিষ্ট আছে, এবং শ্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুগণের পক্ষে এইরূপ বৈধ বেদপাঠ ও প্রণবাদের উচ্চারণ যোগ্যতানুসারে বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত অন্যত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র ।

স্বয়ং বেদও শূদ্রাদিকে বেদবিদ্যার উপদেশ দান করিতে আদেশ করিয়াছেন :—

“যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ ।

ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥

গুরু যজুর্বেদ—২৬ অঃ, ২য় মন্ত্ৰ ।

মন্ত্ৰার্থ—যথা (যেমন) [আমি] জনেভ্যঃ (সকল জন বা মনুষ্যের জন্য) ইমাম্ (এই) কল্যাণীং (কল্যাণকারিণী বা মুক্তিদায়িনী) বাচং (বেদবাক্য) মা বদানি (বলিতেছি বা উপদেশ দিতেছি), [এখানে জনেভ্যঃ পদটী দ্বারা কাহাকে কাহাকে বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যে পরেই বলিতেছেন] ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে উপদেশ দিতেছি), [তৎপরেই বলিতেছেন] শূদ্রায় (শূদ্রকে উপদেশ দিতেছি), অর্য্যায় (বৈশ্যকে উপদেশ দিতেছি), স্বায় (আত্মীয় জনকে, অর্থাৎ শ্রী-পুত্র-কন্যা-বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে উপদেশ দিতেছি), চ (এবং) অরণায় (পরকে বা শত্রুকে উপদেশ দিতেছি) । সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কল্যাণকারিণী বা মুক্তিদায়িনী বেদবাণী ধারণায় অসমর্থ অনধিকারী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও বলিবার নিষেধ নাই ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । তস্মাৎ (এই জন্য) ওঁ ইতি (ওঁ এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবিদগণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কৰ্ম্ম) সততং (নিরন্তর) প্রবর্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । এই জন্য ওঁকার উচ্চারণ করিয়া বেদবিদগণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ আদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে হয় ॥ ২৪ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । তস্মাদিতি । তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্যোচ্চাৰ্য্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া যজ্ঞাদিস্বরূপাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্তন্তে । বিধানোক্তাঃ শাস্ত্রচৌদিতা । সততং সৰ্ব্বদা । ব্রহ্মবাদিনাং ব্রহ্মবদনশীলানাম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং প্রত্যেকনোক্তাদীনাম্ প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যানোক্তারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি । যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্যোচ্চাৰ্য্য কৃত্বা

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ান্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

সম্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যতৎ প্রযুক্ত্যত ।

প্রশান্তে কৰ্ম্মণি তথা সচ্ছন্দঃ পার্থ যুক্ত্যত ॥ ২৬ ॥

বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সততং সৰ্ব্বদা—অঙ্গবৈকল্যেহপি—প্রকর্ষণে বর্তন্তে । সপ্তমা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ওঁ শব্দটি ভগবানের একটি বিশেষ নাম, এই জন্য বেদবিদগণ যখন যে কোন শাস্ত্রোক্ত কার্যেই প্রবৃত্ত হউক না কেন, ওঁ এই নাম উচ্চারণ করিয়া তবে কার্য্যারম্ভ করেন ; কেননা, ভগবানের নামের গুণে সমস্ত বৈগুণ্য বিদূরিত হয় । ওঁ এই এক শব্দেরই যখন এত প্রভাব, তখন “ওঁ তৎ সৎ” নামের যে আরও অধিক প্রভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । তৎ ইতি (তৎ এই শব্দ) (উচ্চারণপূর্বক) ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) মোক্ষকাঙ্ক্ষিত্তিঃ (মুমুক্শুগণকর্তৃক) বিবিধাঃ (নানাবিধ) যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (যজ্ঞ, তপস্যা ও দানক্রিয়া) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । মুমুক্শু ব্যক্তিগণ “তৎ” শব্দ উচ্চারণপূর্বক ফলাভি-
সন্ধিবর্জিত-চিন্তে নানাবিধ যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া
থাকেন ॥ ২৫ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । তদिति । তদিত্যনভিসন্ধায়—তদिति ব্রহ্মাভিধানমুচ্চাৰ্য্যানভি-
সন্ধায় চ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মণঃ ফলম্ । যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ—যজ্ঞক্রিয়াস্তপঃক্রিয়া*চ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
দানক্রিয়া*চ বিবিধাঃ ক্ষেত্রহিরণ্যপ্রদানাদিলক্ষণাঃ ক্রিয়ন্তে নির্বর্ত্যন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিত্তির্মো-
ক্ষার্থিভির্মুমুক্শুভিঃ ॥ ২৫ ॥

ত্রীধরস্বামিকৃষ্ণটীকা । দ্বিতীয়ং নাম প্রস্তোতি—তদिति । তদিত্যুদাহৃত্যেতি
পূর্বস্যানুষঙ্গঃ । তদিত্যুদাহৃত্যোচ্চাৰ্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিত্তিঃ পুরুষৈঃ ফলাভি-
সন্ধিমকৃৎ যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে । অতশ্চিত্তশোধনাধারেণ ফলসঙ্কল্পত্যাগেন
মুমুক্শুসম্পাদকত্বাত্চহৃদনির্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “তত্ত্বমসি” (ক) এই মহাবাক্যান্তর্গত “তৎ” শব্দ উচ্চারিত
হইলে চিত্তের অশান্তি নিবারিত হয় । ফলাভিসন্ধানবুদ্ধি বিনষ্ট হয়, এবং যজ্ঞদানাদি কার্য্য
ভগবানের এই আশ্চর্য্য নামের গুণে নিঃস্বপ্ন হইয়া থাকে । অনুষ্ঠাতৃগণ
কেবল নিজ অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্যই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন । “তৎ” শব্দ
পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । পাথ (হে পার্থ), সম্ভাবে (আছে এইরূপ বুঝাইতে) সাধুভাবে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭ ।

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।
কৰ্ম্ম চৈব তদর্থায়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

চ (এবং সাধুভাব বুঝাইতে) সৎ ইতি এত (সৎ এই শব্দ) প্রযুক্ত্যতে (প্রযুক্ত হয়) ।
তথা (এবং) প্রশস্তে (মঙ্গলজনক) কৰ্ম্মণি (কার্য্যে) সচ্ছব্দঃ (সৎ শব্দ) যুক্ত্যতে (ব্যবহৃত
হয়) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ ! সত্তাব, সাধুভাব ও মঙ্গলজনক কার্য্য কালে
শিষ্টগণ “সৎ” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । ওঁ তচ্ছব্দয়োবিনিয়োগ উক্তঃ । অথেনানীং সচ্ছব্দস্য
বিনিয়োগঃ কথ্যতে—সত্তাব ইতি । সত্তাবে অসতঃ সত্তাবে । যথা অবিদ্যমানস্য পুত্রস্য
জন্মনি । তথা সাধুভাবে—অসদ্বৃত্ত্যসাধোঃ সদ্বৃত্ততা সাধুভাবঃ । তস্মিন্ সাধুভাবে
চ । সদিত্যেতদভিধানং ব্রহ্মণঃ প্রযুক্ত্যতে । তত্রোচ্যতেহভিধীয়তে । প্রশস্তে কৰ্ম্মণি
বিবাহাদৌ চ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ—যুক্ত্যতে প্রযুক্ত্যত ইত্যেতৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সচ্ছব্দস্য প্রশস্ত্যমাহ—সত্তাব ইতিদ্বাভ্যাম্ । সত্তাবেহস্তিত্বে ।
দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্মুখ্যে । সাধুভাবে চ সাধুত্বে । দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ-
মিত্যস্মিন্মুখ্যে । সদিত্যেতৎ পদং প্রযুক্ত্যতে । প্রশস্তে মঙ্গলিকে বিবাহাদিকৰ্ম্মণি চ
সদিদং কৰ্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুক্ত্যতে প্রযুক্ত্যতে । সংগচ্ছত ইতি বা ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ”, (ক) এই শ্রুতিতে “সৎ”
শব্দটি বন্ধের নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । সত্তাব (অস্তিত্ব) অর্থাৎ অমুক বস্তু আছে
কি নাই—এরূপ আশঙ্কা স্থলে, ও সাধুভাব (সাধুত্ব) অর্থাৎ অমুক বস্তু পবিত্র বা অশুদ্ধ,
ভাল কি মন্দ—এইরূপ সংশয় স্থলে মহাত্মগণ “সৎ” শব্দ উচ্চারণ করিয়া এতাবদ্বৈগুণ্য-
দোষ নিবারণ করেন, এবং নিষ্কিণ্ণে কার্য্য নির্বাহ নিমিত্ত বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে
শিষ্টগণ “সৎ” শব্দ উচ্চারণ পূর্বক সমস্ত প্রতিবন্ধকতার শাস্তি করেন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যজ্ঞে (যজ্ঞে), তপসি (তপস্যার অনুষ্ঠানে), দানে চ (ও দানে)
[যে] স্থিতিঃ (অবস্থান—নিষ্ঠা) [তাহা] সৎ ইতি চ (সৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ।
তদর্থায়ং (ঈশ্বরার্থে) কৰ্ম্ম চ এব (কৰ্ম্মও) সৎ ইতি এব (সৎ বলিয়াই) অভিধীয়তে
(কথিত হয়) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । মহাত্মগণ যজ্ঞ, তপঃ ও দান রূপ কার্য্যকালে এবং
ভগবৎপ্রীত্যর্থে কোন অনুষ্ঠান করিবার সময়ে, “সৎ” শব্দ উচ্চারণ করিয়া
থাকেন ॥ ২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তং তপশ্চপ্তং কৃতং চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞানাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

শাঙ্করভাষ্যম্ । যজ্ঞ ইতি । যজ্ঞে যজ্ঞকৰ্ম্মণি যা স্থিতিস্তপসি চ যা স্থিতির্দানে চ যা
স্থিতিঃ সা চ সদিত্যুচ্যতে বিদ্বিঃ । কৰ্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং যজ্ঞদানতপোহর্থীয়ম্ । অথবা যস্যাভি-
ধানব্রয়ং প্রকৃতং তদর্থীয়ম্ । ঈশ্বরার্থীয়মিত্যেতৎ । সদিত্যেবাভিধীয়তে । তদেতদযজ্ঞদানতপাদি
কৰ্ম্মাসাত্ত্বিকং বিগুণমপি শ্রদ্ধাপূৰ্ব্বকং ব্রহ্মগোহভিধানব্রয়প্রয়োগেণ সগুণং সাত্ত্বিকং সম্পাদিতং
ভবতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—যজ্ঞ ইতি । যজ্ঞাদিষু চ যা স্থিতিস্তাৎপর্যোগাবস্থানং
তদপি সদিত্যুচ্যতে । যস্য চৈদং নামব্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কৰ্ম্ম পুজো-
পহারগৃহাসনপরিমার্জনোপলেপনরসমালিকাদিক্রিয়া তৎসিদ্ধয়ে যদনাৎ কৰ্ম্ম ক্রিয়ত উদ্যানশালিক্ষে-
ত্রধনাজ্ঞানাদিবিষয়ং তৎ কৰ্ম্ম তদর্থীয়ম্ । তচ্ছাতিবাবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে । যস্মাদেবমতি-
প্রশস্তমেতন্নামব্রয়ং তস্মাদেতৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসাদৃগুণার্থং কীৰ্ত্তয়েদিতি তাৎপর্যার্থঃ । অত্র চার্খবাদানু-
পপত্তা বিধিঃ কল্পাতে । বিধেয়ং স্তুয়তে বস্তু ইতি ইতিন্যায়াৎ । অপরে তু প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ
ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষাভিরিত্যাদিবর্ত্তমানোপদেশঃ সমিধো যজ্ঞতীত্যাদিবদ্বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহঃ ।
ততু সত্ত্বাবে সাধুভাবে চেতাদিষু প্রাপ্তার্থত্বান সংগচ্ছত ইতি পূৰ্ব্বোক্তক্ৰমেণ বিধিকল্পনৈব
জ্যায়সী ॥ ২৭ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদির ক্রিয়াপরায়ণতার স্থিতিরূপ নিষ্ঠাকালে,
এবং তদর্থীয় কৰ্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদি সম্পাদনের অনুকূল কৰ্ম্মবিশেষে, বা ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল কৰ্ম্ম-
বিশেষে অথবা ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালে মহাভাগ “সৎ” শব্দ উচ্চারণ করিয়া
সৰ্ব্বপ্রকার বৈগুণ্য-নিবারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

অনুবোধধিনী । অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূৰ্ব্বক) হতং (হোম), দত্তং (দান), তপ্তং
(অনুষ্ঠিত) তপঃ (তপস্যা), যৎ চ (ও অন্যান্য যাহা) কৃতম্ (অনুষ্ঠিত হয়), [সে সমস্ত]
অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) । পার্থ (হে পার্থ!) তৎ (তাহা)
নো ইহ (না এই লোকে), ন চ প্রেত্য (না পরলোকে) [ফল দান করে] ॥ ২৮ ॥

বজ্রানুবাদ । অশ্রদ্ধাপূর্বক যে যজ্ঞ, দান ও তপঃ বা অন্য কৰ্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎ সমস্ত অসৎ বলিয়া কথিত হয় । শ্রদ্ধাবিহীন কার্য ইহলোকে বা পরলোকে কোন ফলই দান করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তত্র চ সৰ্বত্র শ্রদ্ধাপ্রধানতয়া সৰ্বং সম্পাদাতে যস্মাৎ তস্মাৎ—
অশ্রদ্ধয়েতি । অশ্রদ্ধয়া হতং হবনং কৃতম্ । দত্তং চ ব্রাহ্মণেভ্যোহশ্রদ্ধয়া । তপস্তপ্তমনুষ্ঠিতমশ্রদ্ধয়া । তথা অশ্রদ্ধয়েব কৃতং যৎ স্ততিনমস্কারাদি তৎ সৰ্বমসদিত্যুচ্যতে । মৎপ্রাপ্তিসাধনমার্গ-
বাহ্যত্বাৎ । পার্থ ! ন চ তদ্বহব্যায়াসমপি প্রেতা ফলায় । নো অপীহার্থম্ । সাধুভিনিন্দিতত্বাদিতি ॥ ২৮ ॥

ইতি শাক্তরে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদानीং সৰ্বকৰ্মসু শ্রদ্ধয়েব প্রবৃত্তার্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সৰ্বং
নিবর্ততি—অশ্রদ্ধয়েতি । অশ্রদ্ধয়া হতং হবনম্ । দত্তং দানম্ । তপস্তপতং নিবর্তিতম্ ।
যচ্চান্যদপি কৃতং কৰ্ম । তৎ সৰ্বমসদিত্যুচ্যতে । যতস্তৎ প্রেতা লোকান্তরে ন ফলতি—বিগুণত্বাৎ ।
নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি—অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

রজস্তুমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং প্রিতঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানেহধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতাত্মাং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিনাং

শ্রদ্ধাভিন্নবিভাগযোগো নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

গীতার্থসন্দীপনী । যদি আলসাদিপ্রমাদযুক্ত ব্যক্তি “ও তৎ সৎ” উচ্চারণ করিলে তাহার কার্যবৈগুণ্য সমস্তই কাটিয়া যায়, তবে আসুর ব্যক্তিগণ (সত্ত্বগুণাবলম্বী ও শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলেও) “ও তৎ সৎ” বলিয়া যজ্ঞাদি কৰ্মের অনুষ্ঠান করিলে হয় তো সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে, অজ্ঞানের এই প্রকার আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, হে অজ্ঞান ! অশ্রদ্ধাপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দান, বা ব্রাহ্মণাদিকে গো-সুবর্ণাদি দান, কিংবা কায়িক-বাচিকাদি তপসা, অথবা যে কোন কৰ্ম অশ্রদ্ধাপূর্বক সাধিত হয়, তৎ সমস্তই অসাধু । পাষণাদিতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ এই অশ্রদ্ধার কার্যেও “ও তৎ সৎ” শুদ্ধিসাধক হয় না । শ্রদ্ধা ব্যতীত ধৰ্ম্মরূপ অদৃষ্ট বা অপূৰ্ব বা সংস্কার সঞ্চারিত হয় না, ও শিষ্টগণ শ্রদ্ধাবিহীন কার্যের প্রশংসা করেন না । সুতরাং অশ্রদ্ধাপূর্ণ কার্য পরলোকে স্বর্গাদি ও ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদি-রূপ ফলদান করিতে পারে না । এই জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাই প্রশস্ত । এই সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান কালে যে কিছু বৈগুণ্যের আশঙ্কা থাকে, তাহা “ও তৎ সৎ” এই মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রেই বিদূরিত হইয়া যায় ।

শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগী আসুর ব্যক্তির ধৰ্ম ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির দেবধৰ্ম—এতদুভয়ধৰ্মযুক্ত ব্যক্তি আসুর কি দেবতা, অজ্ঞানের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, রাজস ও তামস শ্রদ্ধা সহ যাহারা রাজস ও তামস যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা অসুর, ইহারা শাস্ত্রবিহিত জ্ঞানসাধনের অনধিকারী । আর যাহারা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাপূর্বক সাত্ত্বিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহারা দেব ।

তাহারা শাস্ত্রপ্রতিপাদিত জ্ঞানের সম্যগধিকারী । সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস শ্রদ্ধা ও আহারাদির প্রতিপাদন পূর্বক ভগবান্ এই অধ্যায়ে এতাবৎ নিরূপণ করিয়া অজ্ঞানের মনোমালিন্য দূর করিলেন ॥ ২৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সাত্ত্বিক শুভকর্মই যে সকল ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহা ৯ম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকেও বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অধিকন্তু সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক যজ্ঞ-তপস্যাতির ন্যায় ত্রিবিধ উপাসনার ভেদও ৯ম অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে । আবার অনন্যভক্তিসহ পত্রপুষ্পাদি সামান্য উপচার দ্বারা সাত্ত্বিকভাবে উপাসনা করিলেও ভগবানের কৃপালাভ হয় (৯ অঃ । ২৬), এবং দুরাচার আসুর প্রকৃতি ব্যক্তিও ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে তাহারও রাজসিক ও তামসিক ভাব নষ্ট হইয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিকাশ হইয়া থাকে । ভগবৎকৃপায় তাহার সমস্ত পাপক্ষয় ও হৃদয়ে সাধুভাবের প্রতিষ্ঠা হয় । (৯ম অঃ । ৩০) ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদবধুতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত

গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ(০)ঃ—

অৰ্জুন উবাচ ।

সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী । অৰ্জুন উবাচ (অৰ্জুন কহিলেন) । মহাবাহো (হে মহাবাহো!) হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ!) কেশিনিসূদন (হে কেশিনিসূদন!), সংন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (ও ত্যাগের) তত্ত্বং (তত্ত্ব) পৃথক্ (পৃথকরূপে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য জানিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। (তুমি কৃপা করিয়া ব্যাখ্যা কর) ॥ ১ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাসম্ । সৰ্ব্বসৌব গীতাশাস্ত্রসার্থোহস্মিন্নধ্যায় উপসংহত্য সৰ্ব্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমর্থোহয়মধ্যায় আরভাতে । সৰ্ব্বেষু হাতীতেষ্বধ্যায়েষুতোহর্থোহস্মিন্নধ্যায়েষ্ববগম্যতে । অৰ্জুনস্ত সংন্যাসত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ—সংন্যাসস্যোতি । সংন্যাসস্য সংন্যাস-শব্দার্থস্যোত্যোতৎ । হে মহাবাহো । তত্ত্বং—তস্য ভাবস্তত্ত্বম্ । যথাআমিত্যোতৎ । ইচ্ছামি বেদিতুং জ্ঞাতুম্ । ত্যাগস্য চ ত্যাগশব্দার্থস্যোত্যোতৎ । হৃষীকেশ । পৃথগিতরেতরবিভাগতঃ । কেশিনিসূদন—কেশিনামা কশিদসুরঃ । তং নিসূদিতবান্ ভগবান্ বাসুদেবঃ । তেন তন্নাশ্না সম্বোধ্যতেহৰ্জুনেন ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ন্যাসত্যাগবিভাগেন সৰ্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্ ।

স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্নয়ে ॥

অত্রচ—সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংন্যাস্যন্তে সুখং বশী । সংন্যাসযোগযুক্তাত্মোত্যাতিষু কৰ্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টঃ । তথা—তাত্ত্বা কৰ্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ইত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কৰ্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্ । ন চ পরস্পরং বিরুদ্ধং সৰ্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ । অতঃ কৰ্ম্মসংন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরুজ্জুন উবাচ—সংন্যাসস্যোতি । ভো হৃষীকেশ সৰ্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক । হে কেশিনিসূদন কেশিনাশ্নো মহতো হ্যাকুতেদৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভুরুগ্নিতুমাগচ্ছতোহত্যন্তং ব্যাভে মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎকৃগমেব বিরুদ্ধেন তেনৈব বাহন্য কৰ্কটিকাফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান্ । অত এব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনম্ । সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগিব্যেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ত্যাসং সংত্যাগং কবায়ো বিদুঃ ।

সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সপ্তদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিকাদি ভেদে আহার ও যজ্ঞাদি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । এক্ষণে সন্ন্যাসের সাত্ত্বিকাদি ভেদ কথিত হইবে । শাস্ত্রে যাহা “বিদ্বৎসন্ন্যাস” বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহা গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে “গুণাতীত” বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সুতরাং তাহাতে সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ থাকিতে পারে না । আর আত্মসাক্ষাৎকারার্থ মুমুক্শুগণ যে “বিবিদিষা সন্ন্যাস” গ্রহণ করেন, তাহাও ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবাজ্জুন) নিগুণাত্মক—সুতরাং তাহাতেও গুণভেদ দৃষ্ট হয় না । বস্তুতঃ এতদ্বিবিধ সন্ন্যাস গুণাতীত । কিন্তু যাহার আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষেচ্ছা কিছুই হয় নাই, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞও নহে ও যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুও নহে, তাহার ‘কৰ্ম্মসন্ন্যাস’ সাত্ত্বিকাদি গুণভেদযুক্ত । এই প্রকার সন্ন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিবরণ শুনিবার জন্য অজ্জুন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন ।

কৰ্ম্মাধিকারী ব্যক্তি যে কৰ্ম্মের আংশিক অনুষ্ঠান ও আংশিক পরিত্যাগ পূৰ্বক সন্ন্যাসের গৌণ রুতি অবলম্বন করে, তাহার প্রকারভেদ কিরূপ? “সন্ন্যাস” ও “ত্যাগ” এই দুইটি ঘট ও পটের ন্যায় বিভিন্নজাতীয়, অথবা ঘট ও কলসের ন্যায় একই পদার্থের বিভিন্ন নাম মাত্র—অজ্জুনের ইহাই জিজ্ঞাস্য । অজ্জুন এই শ্লোকে ভগবানকে “মহাবাহো” ও “কশিনিসূদন” শব্দে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বাহ্য বিষয়-বিপত্তি বিনাশের সামর্থ্য, এবং “হ্রষীকেশ” শব্দে সম্বোধন পূৰ্বক তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম শাসনের যে সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে, তাহারই সূচনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী । শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) । কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং (কাম্য) কৰ্ম্মণাং (কৰ্ম্মসমূহের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সংন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (জানেন) । বিচক্ষণাঃ (সূক্ষ্মদর্শিগণ) সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগং (সর্বপ্রকার কৰ্ম্মের ফল-ত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলেন) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ । ভগবান্ কহিলেন, কাম্যকৰ্ম্মত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ “সন্ন্যাস” ও সমস্ত কৰ্ম্মের ফল ত্যাগকেই বিচক্ষণগণ “ত্যাগ” কহিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । তত্র তত্র নির্দিষ্টেটী সংন্যাসত্যাগশব্দৌ ন নিলুপ্তিতার্থৌ পূৰ্বেষ্বধ্যায়েষু । অতোহজ্জুনায় পৃষ্টবতে তন্নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি । কাম্যানামন্বমেধাদীনাং কৰ্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং সংন্যাসশব্দার্থমনুষ্ঠেয়ত্বেন প্রাপ্তসাননুষ্ঠানং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ কেচিদ্ধির্দুর্বি-জানন্তি । নিতানৈমিত্তিকানামনুষ্ঠীয়মানানাং সৰ্বকৰ্ম্মণামাত্মসম্বন্ধিতয়া প্রাপ্তস্যা ফলস্য পরিত্যাগঃ সৰ্বকৰ্ম্মফলত্যাগঃ । তৎ প্রাহুঃ কথয়ন্তি ত্যাগং ত্যাগশব্দার্থং বিচক্ষণাঃ পণ্ডিতাঃ । যদি

কাম্যাক্ষমপরিত্যাগঃ ফলপরিত্যাগো বাহর্থো বস্তব্যঃ সৰ্ব্বথা পরিত্যাগমাত্রং সংন্যাসত্যাগ-
শব্দয়োরেকোহর্থঃ স্যাৎ । ন ঘটপটশব্দাবিব জাতান্তরভূতার্থো ।

ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং কৰ্ম্মণাং ফলমেব নাস্তীত্যাহঃ । কথমুচ্যতে তেষাং ফলত্যাগঃ ?
যথা বক্ষ্যাম্যঃ পুত্রত্যাগঃ ।

নৈষ দোষঃ । নিত্যানামপি কৰ্ম্মণাং ভগবতঃ ফলবত্বসংশয়ঃ । বক্ষ্যতি হি ভগবান্—
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ (গী ১৮।১২) ইতি । ন তু সংন্যাসিনাম্ (গী ১৮।১২) ইতি চ ।
সংন্যাসিনামেব হি কেবলং কৰ্ম্মফলাসম্বন্ধং দর্শয়ন্নসংন্যাসিনাং নিত্যকৰ্ম্মফলপ্রাপ্তিং—ভবতাত্যাগি-
নাং প্রেত্য (গী ১৮।১২) ইতি—দর্শয়তি ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি । কাম্যানাং—
পুল্কাশো যজ্ঞেত স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতোবমাদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং—কৰ্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং
সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ । সম্যক্ফলৈঃ সহ সৰ্ব্বকৰ্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা বিদূর্জানন্তী-
তার্থঃ । সৰ্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কৰ্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং বিচক্ষণা
নিপুণাঃ । ন তু স্বরূপতঃ কৰ্ম্মত্যাগম্ ।

ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবনাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ ? ন হি বক্ষ্যাম্যঃ
পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি ।

উচ্যতে—যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকাম ইত্যাদিবদহরহঃ সক্ষ্যামুপাসীত যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং
জুহোতীত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রুয়তে তথাপ্যপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষ্যবস্তং প্রবর্তয়িতুমশক্যবন্
বিধির্বিষ্মজিতা যজ্ঞেতেত্যাদিষু সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপতোব । ন চাতীবগুরুমতশ্রদ্ধয়া
স্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনমিতি মন্তবাম্ । পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেদুঃস্পরিহরত্বাৎ । শ্রুয়তে
চ নিত্যাদিষু ফলং—সৰ্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীতি (ক) । কৰ্ম্মণা পিতৃলোক ইতি (খ) ।
ধৰ্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি (গ) ইত্যেবমাদিষু । তস্মাদ্ভুক্তমুক্তং—সৰ্ব্বকৰ্ম্মফলত্যাগং প্রাহস্ত্যাগং
বিচক্ষণা ইতি ।

ননু ফলত্যাগেন নুনরপি নিষ্ফলেষু কৰ্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ ।

তন্ন । সৰ্ব্বেষামপি কৰ্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ । তথা চ
শ্রুতিঃ—তমেতং বেদানুবচনেন ব্রহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেনেতি (ঘ) ।
ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সৰ্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্তা বিবিদিষার্থং সৰ্ব্বকৰ্ম্মানুষ্ঠানং ঘটত এব ।
বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিরন্তরদেহাদাভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা । তাবৎপর্যন্তং
চ সত্ত্বশুদ্ধার্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কৰ্ম্ম কুর্ষতস্তৎফলত্যাগ এব কৰ্ম্মত্যাগো নাম ।
ন স্বরূপেণ । তথা চ শ্রুতিঃ—কুর্ষন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ (ঙ) ইতি । ততঃ
পরং তু সৰ্ব্বকৰ্ম্মনিরুত্তিঃ স্বত এব ভবতি । তদুক্তং নৈক্ষৰ্ম্মাসিকৌ—প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ২।২৩।২ । (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৫।১৬ । (গ) মহানারায়ণো-
পনিষৎ, ২২।১ । (ঘ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।২২ । (ঙ) ঈশোপনিষৎ, ২ ।

তাজ্যং দোষবদিত্যেকৈ কৰ্ম্ম প্রাহ্মণ্যনোষিণঃ যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম ন তাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

কৰ্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ । কৃতার্থানাস্তমায়ান্তি প্রাহুড়ন্তে ঘনা ইব ॥ (ক) ইতি । উক্তং চ ভগবতা—যন্তুঅরতিরেব স্যাদিত্যাदि । বশিষ্ঠেন চোক্তং—ন কৰ্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কৰ্ম্মভিত্ত্য-জ্ঞাতে হাসৌ । কৰ্ম্মণো মূলভূতস্য সঙ্কল্পসৌব নাশতঃ ॥ ইতি । জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালঙ্কা-ত্যজেদ্বা । তদুক্তং শ্রীভাগবতে—তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বীত ন নির্বিদ্যোত যাবতা । মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (খ) । জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মন্ত্তো বানপেক্ষকঃ । সলিঙ্গানাপ্রমাণ-স্ত্যক্তা চরেদবিধিগোচরঃ ॥ (গ) ইত্যাদি । অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ ॥ ২ ॥

গীতार्थসন্দীপনী। “স্বৰ্গকামো যজ্ঞেত,” “পুল্লকামো যজ্ঞেত” ইত্যাদি শ্রুতিবিধিবাক্যা-নুসারে যে কামাকৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে জীব বন্ধনমুক্ত হইতে পারে না । কামা কৰ্ম্মমাত্রই মুক্তির প্রতিবন্ধক । কামাকৰ্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ ও তৎসহ কামা কৰ্ম্মেরও পরিবৰ্দ্ধন করার নাম সন্ন্যাস, এবং অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকৰ্ম্মসমূহের ও কামাকৰ্ম্মসমূহের ফলকামনামাত্রবৰ্দ্ধনের নাম “তাগ,” ইহাই বিচারবান্ সুক্লদর্শাদিগের মত । সন্ন্যাসী কামাকৰ্ম্মের ফলাশা ও তত্তাবতের আদৌ অনুষ্ঠানই করিবেন না । তাগী চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও কামা কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু কোনরূপ ফলকামনা করিবেন না । সন্ন্যাস ও তাগ, ঘট ও পটের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ নহে ; কিন্তু অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য স্বরূপতঃ কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও ফলেচ্ছাপরিত্যাগবশতঃ “তাগ” সন্ন্যাসেরই অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। একে (কোন কোন) মনীষিণঃ (পণ্ডিতগণ) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) দোষবৎ (দোষবিশিষ্ট) ইতি (এই হেতু) তাজ্যং (তাজ্য) প্রাহঃ (বলেন) । অপরে চ (অপরে কেহ কেহ) যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কৰ্ম্ম) ন তাজ্যম্ (তাজ্য নহে) ইতি (এইরূপ) [বলেন] ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন যে, দোষযুক্ত বলিয়া কৰ্ম্ম ত্যাগ করা কর্তব্য । আবার কেহ কেহ বলেন—যজ্ঞ, দান ও তপঃ রূপ কৰ্ম্ম কোন নতাই পরিত্যাগ করিতে নাই ।

শাক্তরভাষ্যম্। তাজ্যমিতি । তাজ্যং ত্যক্তবাম্ । দোষবৎ—দোষোহস্যাস্তীতি দোষবৎ । কিং তৎ ? কৰ্ম্ম । বন্ধহেতুত্বাৎ সৰ্ব্বমেব । অথবা দোষো যথা রাগাদিস্ত্যজ্ঞাতে তথা তাজ্যমিত্যেকৈ । কৰ্ম্ম প্রাহ্মণ্যনোষিণঃ পণ্ডিতাঃ সাংখ্যাদিদৃষ্টিমাপ্রিতাঃ । অধিকৃতানাং

(ক) নৈক্কৰ্ম্মাসিদ্ধি, ১৮৪৯ । (খ) ভাগবত, ১১২০।১ । (গ) ভাগবত, ১১১৮।২৮

কৰ্মিণামপীতি । তল্লৈব যন্তদানতপঃকৰ্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে । কৰ্মিণ এবাধিকৃতাঃ । তান-
পেক্ষাতে বিকল্পাঃ । ন তু জ্ঞাননিষ্ঠান্ বুখ্যায়িনঃ সংন্যাসিনোহপেক্ষা । জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং
(গী ৩।৩) নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তেতি কৰ্ম্মাধিকারাদপোদ্ধুতা যে ন তান্ প্রতি চিন্তা ।

ননু কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ (গী ৩।৩) ইত্যধিকৃতাঃ পূৰ্ব্বং বিভক্তনিষ্ঠা অপীহ সৰ্ব্বশাস্ত্রা-
র্থোপসংহারপ্রকরণে যথা বিচার্যন্তে তথা সাংখ্যা অপি জ্ঞাননিষ্ঠা বিচার্যন্তামিতি ।

ন । তেষাং মোহদুঃখনিমিত্তত্যাগানুপপত্তেঃ । ন কায়ক্লেশনিমিত্তানি দুঃখানি সাংখ্যা
আত্মনি পশ্যন্তি । ইচ্ছাদীনাং ক্লেত্রধৰ্ম্মজ্ঞৈনৈব দৰ্শিতত্বাৎ । অতস্তে ন কায়ক্লেশদুঃখ-
ভয়াৎ কৰ্ম্ম পরিত্যজন্তি । নাপি তে কৰ্ম্মমাণ্যাত্মনি পশ্যন্তি । যেন নিয়তং কৰ্ম্ম মোহাৎ
পরিত্যজেয়ুঃ । গুণানাং কৰ্ম্ম নৈব কিঞ্চিৎ করোমি (গী ৫।৮) ইতি হি তে সংন্যাসন্তি ।
সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংন্যাস্য (গী ৫।১৩) ইত্যাদিভির্হি তত্ত্ববিদঃ সংন্যাসপ্রকার উক্তঃ । তস্মাদ্
যেহনোহধিকৃতাঃ কৰ্ম্মণানাত্মবিদো যেষাং চ মোহাৎ তাগঃ সম্ভবতি । কায়ক্লেশভয়াচ্চ । ত এব
তামসাত্ম্যাগিনো রাজসাংচেতি নিন্দান্তে । কৰ্ম্মিণামনাত্মজ্ঞানাং কৰ্ম্মফলতাগন্ত্যর্থম্ ।
সৰ্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (গী ১২।১৬) মৌনী—সমুত্তো যেন কেনচিৎ—অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ
(গী ১২।১৯) ইতি গুণাতীতলক্ষণে চ পরমার্থসংন্যাসিনো বিশেষিতত্বাৎ । বন্ধকতি চ—
নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা (গী ১৮।৫০) ইতি । তস্মাজ্ জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিনো নেহ বিবক্ষিতাঃ ।
কৰ্ম্মফলতাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসত্বাদ্যাপেক্ষয়া সংন্যাস উচ্যতে । ন মুখ্যাসৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসঃ ।

সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসাসম্ভবে চ ন হি দেহভূতা (গী ১৮।১১) ইতি হেতুবচনানুখ্যা এবতি চেৎ ?

ন । হেতুবচনস্য স্ত্যত্বার্থত্বাৎ । যথা ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ (গী ১২।১২) ইতি কৰ্ম্মফল-
তাগন্ত্যতিরেক যথোক্তানেকপক্ষানুষ্ঠানশক্তিমন্তমজ্জুনমজ্জং প্রতি বিধানাৎ । তথৈদমপি ন হি
দেহভূতা শক্যম্ (গী ১৮।১১) ইতি কৰ্ম্মফলতাগন্ত্যত্বার্থং বচনম্ । ন সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা
সংন্যাস্য—নৈব কুৰ্ব্বম কারয়ন্নাস্তে (গী ৫।১৩) ইত্যস্য পক্ষস্যাপবাদঃ কেনচিদদর্শয়িতুং শক্যঃ ।
তস্মাৎ কৰ্ম্মণাধিকৃতান্ প্রত্যবৈষ সংন্যাসত্যাগবিকল্পঃ । যে তু পরমার্থদর্শিনঃ সাংখ্যাস্তেষাং
জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসলক্ষণায়ামধিকারঃ । নান্যত্র । ইতি ন তে বিকল্পার্থাঃ । তচ্চা-
পপাদিতমস্মাভির্কেদাবিনাশিনম্ (গী ২।২১) ইত্যস্মিন্ প্রদেশে । তৃতীয়াদৌ চ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অবিদুষঃ ফলতাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থঃ । ন কৰ্ম্মতাগ
ইতি । এতদেব মতান্তরনিরাসেন দৃঢ়ীকৰ্ত্তুং মতভেদং দৰ্শয়তি—তাজ্যমিতি । দোষবদ্ধিংসাদি-
দোষবদ্ভেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সৰ্ব্বমপি কৰ্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকৈ সাংখ্যাঃ প্রাহৰ্ম্মনীষিণ ইতি ।
অসায়ং ভাবঃ—যা হিংস্যাৎ সৰ্ব্বা ভুতানীতি নিষেধঃ—পুরুষস্যানর্থহেতুর্হিংসা—ইত্যাহ ।
অগ্নিসোমীয়ং পশুমালাভেতাদ্যিপ্রাকারণিকো বিধিস্ত হিংসয়াঃ ক্রতুপকারকত্বমাহ । অতো
ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষণায়াগোচরত্বাধাবাধকত্যা নাস্তি । দ্রবাসাধ্যেষু চ সৰ্ব্বেষুপি কৰ্ম্মসু
হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সৰ্ব্বমপি কৰ্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি । তদুক্তং—দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হাবিশুদ্ধিক্ষিয়া-

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসন্তম ।

ত্যাগো হি পুরুষব্যাস্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

তিশয়যুক্ত ইতি (ক) । অস্যার্থঃ—গুরুপাঠাদনু শ্রুত ইতানুশ্রবো বেদঃ । তদ্বোধিত উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিরানুশ্রবিকঃ । তত্রাবিশু দ্বির্হিংসা । তথা ক্ষয়ো বিনাশঃ । অগ্নিহোত্রজ্যোতিষ্টোমাদিজনোষু স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ততে । পরোৎকর্ষস্ত সর্বান দুঃখাকরোতি ।

অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কৰ্ম ন ত্যাজ্যমিতি প্রাহঃ । অয়ং ভাবঃ—কুত্থথাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণৈব কৰ্তব্য । সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃত পুরুষস্য প্রতাবায়হেতুরেব । যথা হি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে । তাদর্থ্যলক্ষণত্বাচ্ছেষত্বস্য । ন ত্বেবং নিষেধো নিষেধস্য তাদর্থ্যমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ । অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ । তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামানাশাস্ত্রস্য বিশেষণে বাধান্নাস্তি দোষবত্ত্বম্ । অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কৰ্ম ন ত্যাজ্যমিতি । অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা বার্যতে সমান্যবিশেষণ্যায়ং সম্পাদয়িতুম্ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসম্বীপনী । কাম-ক্ৰোধাদি যেমন মুক্তির বাধক, নিত্য-নৈমিত্তিককাম্য কৰ্মাদিকেও তদুপ দোষাকর ও মুক্তির প্রতিবন্ধক সিদ্ধান্ত করিয়া কেহ কেহ কৰ্মসমূহকে বর্জনীয় বলিয়াছেন । তাহাতে যাহাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় নাই (অর্থাৎ যাহারা কৰ্মাধিকারী), তাহারাও কৰ্ম ত্যাগ করিতে পারে । আবার কেহ কেহ বলেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মুক্তি হয় না; অতএব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ কখনও পরিত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কৰ্মানুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক ॥ ৩ ॥

অনুবোধিনী । ভরতসন্তম (হে ভরতসন্তম!) তত্র (সেই) ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর) । পুরুষব্যাস্র (হে পুরুষব্যাস্র!) ত্যাগঃ হি (ত্যাগ) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভরতসন্তম! কৰ্মত্যাগ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত তুমি শ্রবণ কর । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তত্রৈতেষু বিকল্পভেদেষু—নিশ্চয়মিতি । নিশ্চয়ং শৃণুবধারয় । মে মম বচনাৎ । তত্র ত্যাগে ত্যাগসংন্যাসবিকল্পে যথাदर्শিতে । ভরতসন্তম ভরতানাং সাধুতম । ত্যাগো হি ত্যাগসংন্যাসশব্দবাচ্যো হি যোহর্থঃ স এক এবোত্যভিপ্রেতাহ—ত্যাগো হীতি । পুরুষব্যাস্র ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারস্তামসাদিপ্রকারৈঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ শাস্ত্রেষু সমাক্ কথিতঃ । যস্মা-

যজ্ঞদানতপঃকৰ্ম ন ত্যাজ্যং কাৰ্য্যমেব তৎ ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনোষিণাম্ ॥ ৫ ॥

তামসাদিভেদেন ত্যাগসংন্যাসশব্দবাচ্যোহর্থোহধিকৃতস্য কশ্মিণোহনাত্মজস্য ত্রিবিধঃ সন্তবতি ।
ন পরমার্থদর্শিন ইতি । অয়মর্থো দুর্জানঃ । তস্মাদত্র তত্ত্বং নান্যো বক্তুং সমর্থঃ । তস্মান্নিশ্চয়ং
পরমার্থশাস্ত্রার্থবিষয়মধ্যবসায়মৈশ্বরং মে মন্তুঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং মতভেদমুপন্যাস্য স্বমতং কথয়িতুমাং—নিশ্চয়মিতি ।
তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নো ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু । ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব-
মিতি মা অবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাস পুরুষশ্রেষ্ঠ । ত্যাগোহয়ং দুর্বোধঃ । হি যস্মাদয়ং
কর্মত্যাগস্তত্ত্ববিজ্ঞিত্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সমাগিব্যেকেন প্রকীর্তিতঃ । ত্রৈবিধ্যং চ নিয়তস্য তু
সংন্যাসঃ কর্মণঃ (গী ১৮।৭) ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় নাই, সেই কর্ম্মাধিকারিগণ যে
“কর্ম্মত্যাগ” করে, অজ্ঞান তাহারই বিবরণ জানিতে চাহিলেন । ভগবান্ সেই ত্যাগতত্ত্ব অতীব
দুর্কিঞ্জেয় বলিয়া অজ্ঞানকে সহজে বুঝাইবার জন্য সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্যাগকে তিন
প্রকারে বিভক্ত করিতেছেন । ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা—প্রথম ত্যাগ ;
ফলকামনা সত্ত্বে যে কর্ম্মের ত্যাগ, তাহা দ্বিতীয় ত্যাগ ; এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ ও তৎসহ
কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ, ইহা তৃতীয়বিধ ত্যাগ । প্রথম ত্যাগ—সাত্ত্বিক, ইহা অবশ্য কর্তব্য ।
দ্বিতীয় ত্যাগ রাজস ও তামস ভেদে দুই প্রকার, এজন্য উহা অকর্তব্য । কর্ম্ম ক্লেশসাধ্য
বলিয়া ত্যাগ করা ‘রাজস’ ও ভ্রান্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম-ত্যাগ ‘তামস’ বলিয়া কথিত হইয়াছে । গুণাতীত
ত্যাগও “সাধনরূপ-ত্যাগ” ও “ফলরূপ-ত্যাগ” এই দ্বিবিধ । কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির পর
আত্মজ্ঞানলাভ হইলে যে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা “সাধনরূপ-ত্যাগ” । শাস্ত্রে এবংবিধ ত্যাগ
“বিবিদিষা সন্ন্যাস” নামে উক্ত হইয়াছে । আর জন্মজন্মান্তরীয় সাধনসিদ্ধির প্রভাবে প্রথম
হইতেই মনুষ্যের যে ফলকামনায় ও কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাসক্তি জন্মে, তাহার নাম “ফলরূপ-ত্যাগ” ।
ইহারই নামান্তর “বিদ্বৎ সন্ন্যাস” । “ত্যাগতত্ত্ব” অতি দুর্কিঞ্জেয়, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কৃপায়
অজ্ঞানের তাহা জানিবার সুবিধা হইল ।

ভগবান্ অজ্ঞানকে “ভরতসত্তম” ও “পুরুষব্যাস” সম্বোধন করিয়া অজ্ঞানের কৌলিক শ্রেষ্ঠতা
ও ব্যক্তিগত মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছেন । যে ব্যক্তি উচ্চবংশজাত ও স্বয়ং উচ্চভাবযুক্ত হইবেন,
তিনি উচ্চবিষয় ও নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং
(ত্যাজ্য নহে) ; তৎ (তাহা) কাৰ্য্যম্ এব (করাই কর্তব্য) ; [যে হেতু] যজ্ঞঃ (যজ্ঞ), দানং
(দান) তপঃ চ এব (ও তপস্যাই) মনোষিণাং (বিবেকিগণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকর) ॥ ৫ ॥

এতানপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।
কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম কোন মতেই ত্যাগ করিতে নাই ; কেননা, ইহারা ফলাভিসন্ধিবর্জিত ব্যক্তিগণকে পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কঃ পুনরসৌ নিশ্চয় ইতি ? অত আহ—যজ্ঞ ইতি । যজ্ঞো দানং তপ ইত্যেতদ্বিবিধং কর্ম্ম ন ত্যজ্যং ন ত্যক্তব্যম্ । কার্য্যং করণীয়মেব তৎ । কস্মাৎ ? যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি বিশুদ্ধিকারণানি মনীষিণাম্ । ফলানভিসন্ধীনামিত্যেতৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রথমং তাবম্ভিষেকমাহ—যজ্ঞেতিদ্বাভ্যাম্ । মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরণাণি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বৈধ সময়ে সুপাত্রে বিধিপূর্বক দান ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোরূপ কর্ম্মত্রয়, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ কোন আশ্রমেরই পরিত্যাজ্য নহে । কেননা, এই সকল কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তির বাধকস্বরূপ পাপের ক্ষয় ও জ্ঞানের সাধকস্বরূপ সাধুরূপের উত্তেজনা করিয়া দেয় । অতএব কর্ম্মাধিকারী পুরুষ নিষ্কাম হইলেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৫ ॥

অনুবোধধনী । পার্থ (হে পার্থ !) অপি তু (কিন্তু) এতানি (এই) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কৰ্ত্তব্যানি (করা কৰ্ত্তব্য)—ইতি (ইহা) মে (আমার) নিশ্চিতম্ (অবধারিত) উত্তমং (উত্তম) মতম্ (মত) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অর্জুন । পূর্বোক্ত যজ্ঞদানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে কৰ্ত্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদিফলকামনা ত্যাগ করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ ত্যাগ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এতান্যাপীতি । এতান্যপি তু কর্ম্মাণি যজ্ঞদানতপাংসি পাবনানুষ্ঠানানি । সঙ্গমাসক্তিং তেষু ত্যক্ত্বা ফলানি চ তেষাং পরিত্যক্ত্য কৰ্ত্তব্যানীত্যনুষ্ঠেয়ানীতি মে মম নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র (গী ১৮।৪) ইতি প্রতিজ্ঞায় পাবনত্বং চ হেতুমুক্ত্বা—এতান্যপি কর্ম্মাণি কৰ্ত্তব্যানীত্যেতন্নিশ্চিতং মতমুত্তমমিতি প্রতিজ্ঞাতার্থোপসংহার এব । নাপূর্ব্বার্থং বচনম্—এতান্যাপীতি । প্রকৃতসম্বিকৃষ্টার্থত্বোপপত্তেঃ । সাসঙ্গস্য ফলার্থিনো বন্ধহেতব এতান্যপি কর্ম্মাণি মুমুক্শোঃ কৰ্ত্তব্যানীতাপিশব্দস্যার্থঃ । ন ত্বন্যানি কর্ম্মাণ্যপেক্ষেতান্যাপীত্যাচ্যতে ।

অন্যো তু বর্ণয়ন্তি—নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলাভাবাৎ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চেতি নোপপদাতে । অত এতান্যাপীতি যানি কাম্যানি কর্ম্মাণি নিত্যোভ্যোহন্যান্যোতান্যপি কৰ্ত্তব্যানি । কিমুত যজ্ঞদানতপাংসি নিত্যানীতি ?

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কৰ্ম্মণো নোপপদ্যতে । মোহান্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

তদসৎ । নিত্যানামপি কৰ্ম্মণামিহ ফলবত্বসোপপাদিতত্বাৎ—যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি (গী ১৮।৫) ইত্যাদিবচনেন । নিত্যান্যপি কৰ্ম্মাণি বন্ধহেতুত্বাশঙ্কয়া জিহাসোশ্মু মুক্ষোঃ কুতঃ কাম্যেযু প্রসঙ্গঃ ? দুরেণ হাবরণং কৰ্ম্ম (গী ২।৪৯) ইতি চ নিন্দিতত্বাৎ যজ্ঞার্থাৎ কৰ্ম্মনোহন্যত্র (গী ৩।৯) ইতি চ কাম্যকৰ্ম্মণাং বন্ধহেতুত্বস্য নিশ্চিতত্বাৎ । ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ (গী ২।৪৫) —ত্ৰৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ (গী ৯।২০)—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি (গী ৯।২১) ইতি চ । দূরবাবহিতত্বাচ্চ । ন কাম্যেষেবতান্যপীতি বাপদেশঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যেন প্রকারেণ কৃতান্যোতানি পাবনানি ভবন্তি তৎ প্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতানীতি । যানি যজ্ঞাদীনি কৰ্ম্মাণি ময়া পাবনানীতান্তমেতান্যাপোব কৰ্ত্তব্যানি । কথম্ ? সঙ্গং কৰ্ত্তৃত্বাভিনিবেশং তান্তু । কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কৰ্ত্তব্যানীতি । ফলানি চ তান্তু । কৰ্ত্তব্যানীতি চ মে মতং নিশ্চিতম্ । অত এবোত্তমম্ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কাম্য কৰ্ম্মেও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে বটে । কিন্তু তাহাতে স্বৰ্গভোগাদি ফলদান জন্য আত্মজ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধকতা হয় । যেমন দেহ বলিয়াই পশুদেহ ও দেবদেহ একরূপ নহে, এবং ইন্দ্রের দেবদেহের ভোগ্য বস্তু শূকরদেহে ভোগ করা যায় না, সেইরূপ কাম্য কৰ্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকারক হইলেও উহা ভোগোপযোগী মাত্র, জ্ঞানসাধনোপযোগী নহে । আমি যুবা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ইত্যাদি রূপ অভিমানের নাম “সঙ্গ” । “সঙ্গ” ও “ফলকামনা” ত্যাগ পূৰ্ব্বক চিত্তশুদ্ধিকারক কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলাই ভগবানের অভিপ্রায় ॥ ৬ ॥

অবয়ববোধিনী । নিয়তস্য তু কৰ্ম্মণঃ (কিন্তু নিত্যকৰ্ম্মের) সংন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নহে) । মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য (সেই নিত্য কৰ্ম্মের) পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগ) তামসঃ (তামসিক বলিয়া) পরিকীৰ্ত্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । কিন্তু নিত্য কৰ্ম্ম ত্যাগ করা কোন মতেই কৰ্ত্তব্য নহে । মোহবশতঃ নিত্য কৰ্ম্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ কহে ॥ ৭ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । তস্মাদজস্যসাধিকৃতস্য মুমুক্ষোঃ—নিয়তস্যেতি । নিয়তস্য তু নিত্যস্য সংন্যাসঃ পরিত্যাগঃ কৰ্ম্মণো নোপপদ্যতে । অজস্য পাবনত্বসোপপাদিতত্বাৎ । মোহাদজ্ঞানান্তস্য নিয়তস্য পরিত্যাগঃ—নিয়তং চাবশ্যং কৰ্ত্তব্যং ত্যজ্যতে চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্ । অতো মোহনিমিত্তঃ পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । মোহশ্চ তম ইতি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্ৰৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি নিয়তস্যেতি

দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম কাযক্লেশভয়াভ্যাজেৎ ।*

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

প্রতিঃ । কাম্যাস্য কৰ্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ । নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কৰ্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো নোপপদাতে । সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ । অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়েহপি ত্যাজ্যমিত্যেবংলক্ষণান্নোহাদেব ভবেৎ । স চ মোহস্য তামসস্বাত্ম্যমসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কাম্য কৰ্ম্ম বন্ধনের হেতু ; এজন্য আত্মজানপিপাসু মুমুক্শুগণ তাহা ত্যাগ করিবেন ; কিন্তু নির্দোষ নিত্য কৰ্ম্ম কোন ক্রমেই ত্যাজ্য নহে, বরং নিত্য কৰ্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে । নিত্য কৰ্ম্ম বেদবিহিত, পরমার্থ লাভের হেতু, ধৰ্ম্মসাধনের পরমানুকূল ও অবশ্য অনুষ্ঠেয় । না বুঝিয়া অথবা হঠকারিতাবশতঃ এতাবৎ ত্যাগ করার নাম তামস ত্যাগ । নিত্য যজ্ঞকালে যজ্ঞস্থানের মার্জনায ও হোমাদিতে কীট-পতঙ্গ নাশের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীব হিংসা দেখিয়া হয়তো মনে হইবে যে উহা অপকৰ্ম্ম, সুতরাং কাম্যকৰ্ম্মের ন্যায় নিত্যযজ্ঞ ত্যাজ্য ; কিন্তু বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ‘হিংসা’ জনিত পাপভাগী হইতে হয় না ; কেননা দ্বৈষপূৰ্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্যের ফলই হিংসা—পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে । অতএব নিত্যকৰ্ম্মান্তর্গত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কোনও রূপ পাপ হয় না, উহা নিতান্ত নির্দোষ ও পরমোপকারক ॥ [গীঃ সংঃ ৪।১৮ দ্রষ্টব্য ।] ৭ ॥

অনুব্যবোধিনী । কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) দুঃখম্ ইতি এব যৎ (দুঃখকর বলিয়াই যে) কাযক্লেশভয়াৎ (কাযিক ক্লেশের ভয়ে) [যিনি তাহা] ত্যাজেৎ (ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) [সেই] রাজসং (রাজস) ত্যাগং (ত্যাগ) কৃত্বা (করিয়া) ত্যাগফলম্ (প্রকৃত ত্যাগের ফল) ন এব লভেৎ (প্রাপ্ত হন না) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । কৰ্ম্মানুষ্ঠান কৃচ্ছ্রসাধ্য ইহা মনে করিয়া কাযিক ক্লেশভয়ে যে নিত্য কৰ্ম্ম ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজস ত্যাগ । রাজস ত্যাগ দ্বারা প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ হয় না ॥ ৮ ॥

শাক্তরত্নাভ্যাস । কিন্তু—দুঃখমিতি । দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম কাযক্লেশভয়াচ্ছরীর-দুঃখভয়াভ্যাজেৎ পরিত্যজেৎ—স কৃত্বা রাজসং রজোনির্বৃত্তং ত্যাগম্—নৈব ত্যাগফলং জ্ঞানপূৰ্ব্বকস্য সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগস্য ফলং মোক্ষাখ্যং লভেৎ নৈব লভতে ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি । যঃ কৰ্ত্তা—আত্মবোধং বিনা—কেবলং দুঃখমিত্যেবং মজ্জা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং কৰ্ম্ম ত্যাজেদিত্যি যতাদুশস্ত্যাগো রাজসঃ ।

*দুঃখমিত্যেব যঃ কৰ্ম্ম ইতি পঠতি শ্রীধরস্বামী ।

কার্যামিত্যেব যৎ কৰ্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জুন ।

সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

দুঃখস্য রাজসহাৎ । অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃৎস্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং
নৈব লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পূর্বোক্ত মোহের অভাব হইলেও কর্ম্মাধিকারীর অন্তঃকরণশুদ্ধি
না হওয়া প্রযুক্ত অগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম শরীরের ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয় ।
শারীরিক ক্লেশের ভয়ে বিহিতকর্ম্মত্যাগ নিত্য অপ্ৰশস্ত । ইহাতে কোনরূপ কল্যাণ সাধিত
হয় না । বরং অযথোচিত ত্যাগ জন্য জ্ঞাননিষ্ঠা-রূপ ফলে বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ৮ ॥

অবয়ববোধিনী । অজ্জুন (হে অজ্জুন !) সঙ্গং (আসক্তি) ফলং চ এব
(ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্যম্ (কর্তব্য) ইতি এব (এইরূপই ভাবিয়া)
যৎ (যে) নিয়তং (নিত্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়), সঃ (সেই) ত্যাগঃ
(ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া) মতঃ (কথিত হয়) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । কর্তব্যবোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মে আসক্তি ও
কর্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ করার নামই সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥ ৯ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কঃ পুনঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগ ইতি ? আহ—কার্যামিতি । কার্যং
কর্তব্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং নিত্যং ক্রিয়তে নির্বর্ত্যতে—হে অজ্জুন সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং
চৈব । নিত্যনাং কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বং ভগবদ্বচনং প্রমাণমবোচাম । অথবা যদাপি ফলং ন
শ্রুয়তে নিত্যস্য কর্ম্মণস্তথাপি নিত্যং কর্ম্ম কৃতমাত্মসংস্কারং প্রত্যবায়পরিহারং বা ফলং
করোত্যাত্মন ইতি কল্পয়েত্যবাঙঃ । তত্র তামপি কল্পনাং নিবারণ্যতি—ফলং ত্যক্তে ত্যানেন ।
অতঃ সাধুক্তং—সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চেতি । স ত্যাগো নিত্যকর্ম্মসু সঙ্গফলপরিত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ
সত্ত্বনির্বৃত্তো মতোহভিমতঃ ।

ননু কর্ম্মপরিত্যাগস্ত্রিবিধঃ সংন্যাস ইতি চ প্রকৃতম্ । তত্র তামসো রাজসশ্চোক্তস্ত্যাগঃ ।
কথমিহ সঙ্গফলত্যাগস্তৃতীয়ত্বেনোচ্যতে ? যথা ব্রহ্মো ব্রাহ্মণা আগতাঃ । তত্র ষড়ঙ্গবিদৌ দ্বৌ ।
ক্ষত্রিয়শ্চ ত্রীত্য ইতি । তদ্বৎ ।

নৈব দোষঃ । ত্যাগসামান্যেন স্ত্যত্যাৎহাৎ । অস্তি হি কর্ম্মসংন্যাসস্য ফলাভিসন্ধিত্যাগস্য
চ ত্যাগত্বসামান্যম্ । তত্র রাজসতামসত্বেন কর্ম্মত্যাগনিন্দয়া কর্ম্মফলাভিসন্ধিত্যাগঃ সাত্ত্বিকত্বেন
স্তুষ্টতে—স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মত ইতি ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্যামিতি । কার্যামিত্যেবং বুদ্ধা
নিয়তমবশ্যকর্তব্যবাতীয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলং চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে ইতি যৎ—তাদৃশস্ত্যাগঃ
সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুষজ্জতে ।
 ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, সে পর্যন্ত কৰ্ম্মাধিকারী ‘অগ্নিহোত্রং জুহোতি’, ‘অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত’ এইরূপ বেদবিধি পালন করা কৰ্তব্যবোধে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিবেন । আমি কৰ্ম্ম করিতেছি এরূপ অভিমান, এবং আমার এরূপ ফলসিদ্ধি হইবে এরূপ কামনা, সাত্ত্বিক ব্যক্তি মনে মনে পোষণ করিবেন না । ‘স্বর্গকামো যজ্ঞেত’, ‘পুল্লকামো যজ্ঞেত’, ‘পশুকামো যজ্ঞেত’ ইত্যাদি বচনে কাম্যকৰ্ম্মের স্বরূপ ফলাভিসিদ্ধি লিখিত আছে । অগ্নিহোত্র, সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকৰ্ম্মের সেরূপ কোন অভিসিদ্ধি নাই । বরং উহা না করিলে ক্ষতি আছে । যথা শ্রুতি, ‘অকৃত্বা বৈদিকং নিতাং প্রত্যাবায়ী ভবেন্নরঃ’—বেদপ্রতিপাদিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকৰ্ম্ম না করিলে কৰ্ম্মাধিকারী প্রত্যাবায়ভাগী হইবেন । স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—

‘একাহং জপহীনস্ত সন্ধ্যাহীনো দিনব্রহ্মম্ ।

দ্বাদশাহমনগ্নিশ্চ শূদ্র এব ন সংশয়ঃ ॥”

যে দ্বিজ একদিন ইষ্টমন্ত্র বা গায়ত্রী জপ না করেন, যিনি তিন দিন পর্যন্ত সন্ধ্যাবজ্জিত থাকেন, এবং যিনি দ্বাদশ দিন পর্যন্ত অগ্নিহোত্র না করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় শূদ্র বলিয়া জানিবে ।

“তস্মান্ন লঙঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়াং প্রাতঃ সমাহিতঃ ।

উল্লঙঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥”

অতএব সমাহিতচিত্তে প্রাতঃ ও সায়াংকালে সন্ধ্যানিয়ম কখন লঙঘন করিবে না । যে ব্যক্তি মোহবশতঃ এ নিয়ম উল্লঙঘন করে, তাহার নিশ্চয় নরকে গতি হইয়া থাকে ।

স্থানান্তরে ইহাও লিখিত আছে—

“সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিতব্রতাঃ ।

বিধূতপাপান্তে যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥” (ক)

যিনি সংযতচিত্তে নিয়মপূর্বক সন্ধ্যোপাসনাদি করেন, তিনি পাপমুক্ত হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন । সাত্ত্বিক কৰ্ম্মাধিকারিগণ নিত্যকৰ্ম্মের এই সকল উপাদেয় ফল থাকিতেও তাহা আকাঙক্ষা করিবেন না । কেননা, যাহা বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার আকাঙক্ষা করিবেন কেন ? আকাঙক্ষা করিলে জীবকে সংসারপাশে আবদ্ধ হইতে হয় ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণবিশিষ্ট) মেধাবী (জ্ঞানী) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়-রহিত) ত্যাগী (ত্যাগশীল ব্যক্তি) অকুশলং (দুঃখকর) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্মের প্রতি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ্ট করেন না), [এবং] কুশলে (শুভকর কৰ্ম্ম) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ১০ ॥

(ক) একাদশীতত্ত্বে রঘুনন্দনধৃতং যমবচনম্ ।

বজ্রানুবাদ । সাত্ত্বিকত্যাগযুক্ত পুরুষ সন্তুগ্ণবিশিষ্ট, মেধাবী (তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ) ও সর্বসংশয়বর্জিত হয়েন। তাঁহার দুঃখকর কার্যে ঘেষ ও প্রীতিকর কার্যে অনুরাগ থাকে না ॥ ১০ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যন্তুধিকৃতঃ সঙ্গং ত্যক্তা ফলাভিসন্ধিং চ নিতাং কৰ্ম কৰোতি তস্য ফলরাগাদিনাহকলুষীক্ৰিয়মাণমন্তঃকরণং নিত্যৈশ্চ কৰ্মভিঃ সংজিয়মাণং বিশুদ্ধাতি । তদ্বিশুদ্ধং প্রসন্নমাআলোচনক্ষমং ভবতি । তস্যৈব নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণস্যাআজ্ঞানাভিমুখস্য কমেণ যথা তন্নিষ্ঠা স্যাত্তত্ত্ববামিত্যাহ—ন দ্বেষ্টীতি । ন দ্বেষ্টাকুশলমশোভনং কামাং কৰ্ম্ম শরীরারম্ভ-দ্বারেণ সংসারকারণম্ । কিমনেনেত্যেবম্ । কুশলে শোভনে নিতো কৰ্ম্মগি সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিতন্নিষ্ঠাহেতুত্বেন মোক্ষকারণমিদমিত্যেব নানুষজ্জতে । তত্রাপি প্রয়োজনমপশ্যন্নুষঙ্গং প্রীতিং ন কৰোতীত্যোতৎ । কঃ পুনরসৌ ? ত্যাগী । পূৰ্ব্বোক্তেন সঙ্গফলপরিত্যাগেন তদ্ব্যাস্ত্যাগী । যঃ কৰ্ম্মগি সঙ্গং ত্যক্তা তৎফলং চ নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠায়ী স ত্যাগী । কদা পুনরসাবকুশলং কৰ্ম্ম ন দ্বেষ্টি ? কুশলে চ নানুষজ্জত ইতি ? উচ্যতে—সত্ত্বসমাবিষ্টো যদা সত্ত্বেনাআনান্ধবিবেকবিজ্ঞান-হেতুনা সমাবিষ্টঃ সংব্যাপ্তঃ । সংযুক্ত ইত্যোতৎ । অত এব চ মেধাবী মেধয়াআজ্ঞানলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া সংযুক্তঃ । মেধাবিহ্নাদেব ছিন্নসংশয়ঃ । ছিন্নসংশয়—ছিন্নোহবিদ্যাকৃতঃ সংশয়ো যস্য । আত্মস্বরূপাবস্থানমেব পরং নিঃশ্রেয়সসাধনম্ । নানাৎ কিঞ্চিদিত্যেব নিশ্চয়েন ছিন্নসংশয়ঃ । যোহধিকৃতঃ পুরুষঃ পূৰ্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কৰ্ম্মযোগানুষ্ঠানেন ক্রমেণ সংস্কৃতায়া সন্ জন্মাদিবিক্ৰি-য়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাআনমাত্মত্বেন সম্বুদ্ধঃ । স সৰ্ব্বকৰ্ম্মাগি মনসা সংন্যাস্য নৈব কুৰ্ব্বন্ন কারয়মা-সীনো নৈক্ষৰ্ম্মালক্ষণং জ্ঞাননিষ্ঠামশ্নুত ইত্যোতৎ । পূৰ্ব্বোক্তস্য কৰ্ম্মযোগস্য প্রয়োজনমেনেন শ্লোকেনোক্তম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবংভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দেষ্টী-ত্যাগী । সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী । অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃ-স্নানাদিকং কৰ্ম্ম ন দ্বেষ্টি । কুশলে চ সুখকরে কৰ্ম্মগি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন কৰোতি । তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ । যত্র পবপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখং চ ত্যজতি তত্র কিয়দেতত্ত্বাকালিকং সুখং দুঃখং চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ । অত এব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরূপাদিৎসাপরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসম্বীপনী । যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া সাত্ত্বিকত্যাগপরায়ণ হয়েন, সন্তুগ্ণ তাঁহাকে আশ্রয় করে। আত্মানান্ধবিবেকজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে বিকশিত হয়। বিবেক-বৈরাগ্য-শম-দমাদি ষট্ সম্পত্তি, মুমুক্শুতা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তত্ত্বমসি (ক) মহাবাক্যবিচারজনিত ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারজ্ঞানরূপ মেধা তাঁহাতে প্রকাশিত হয়, এবং অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য তাঁহার সর্বপ্রকার সংশয় নিরাকৃত হইয়া যায়। তিনি কৰ্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানবর্জিত হইয়া

ন হি দেহভূতা শক্যং ত্যক্তুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতঃ ।

যন্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

মুক্তিপদলাভে কৃতকৃতা হইয়া থাকেন । সাত্ত্বিক ত্যাগই মহাফলপ্রদ । অতএব প্রযত্নপূৰ্ব্বক এইরূপ ত্যাগ অভ্যাস করাই কর্তব্য ॥ ১০ ৷

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভ হইলেই আত্মার কর্তৃত্বরূপ সংশয় বিদূরিত হয়, এবং প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মদ্বারা যে আত্মার বন্ধন হয় না, তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে থাকে । আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এবং ব্রহ্মলোকে বা বৈকুণ্ঠাদিতে সালোকা, সামীপা আদি স্থিতিবিশেষ প্রকৃত মুক্তি নহে, একমাত্র কৈবলাই মুক্তি । পরব্রহ্ম হইতে জীবের অভেদভাবই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, এইরূপ নিশ্চয় সাত্ত্বিক ত্যাগেই লাভ হইয়া থাকে । (১৬, ১৯ ও ২০ শ্লোকের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য) ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী । দেহভূতা (দেহাতিমানী ব্যক্তি) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহ) ত্যক্তুং (ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যম্ (সমর্থ হয় না) । যঃ তু (যিনি) কৰ্ম্মফলত্যাগী (কৰ্ম্মফলের কামনা ত্যাগ করেন), সঃ (তিনি) ত্যাগী ইতি (ত্যাগী বলিয়া) অভিধীয়তে (কথিত হয়) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ । দেহাভিমানী পুরুষ একেবারে কখনই সমস্ত কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না । এই জন্য যিনি কৰ্ম্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । যঃ পুনরধিকৃতঃ সন দেহাত্মাভিমানিত্বেন দেহভূদজ্ঞোহবাধিতাত্মকর্তৃত্ব-বিজ্ঞানতয়াহং কৰ্ত্তেতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্যশেষকৰ্ম্মপরিত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ কৰ্ম্মফলত্যাগেন চোদিত-কৰ্ম্মানুষ্ঠান এবাধিকারঃ । ন তন্ত্যাগ ইতি । এতমর্থং দর্শয়িতুমাং—ন হীতি । ন হি যস্মাদ্বেহ-ভূতা—দেহং বিভর্তীতি দেহভূৎ । দেহাত্মাভিমানবান্ দেহভূদুচ্যতে । ন বিবেকী । স হি বেদা-বিনাশিনম্ (গীতা ২।২১) ইত্যাদিনা কৰ্ত্তৃত্বাধিকারান্নিবর্তিতঃ । অতশ্চেন দেহভূতাহজ্ঞেন ন শক্যং ত্যক্তুং সংন্যাসিতুং কৰ্ম্মাণ্যশেষতো নিঃশেষেণ । তস্মাদ্ভক্তজ্ঞোহধিকৃতো নিত্যানি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ কৰ্ম্মফলত্যাগী কৰ্ম্মফলাভিসন্ধিমাত্রসংন্যাসী স ত্যাগীত্যাভিধীয়তে কৰ্ম্মাপি সন্নতি স্ততাভিপ্রায়েণ । তস্মাৎ পরমার্থদর্শিত্বেনৈবদেহভূতা দেহাত্মভাবরহিতেনাশেষকৰ্ম্মসংন্যাসঃ শকাতে কৰ্ত্তুং ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননুবংভূতাৎ কৰ্ম্মফলত্যাগাদ্বরং সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগঃ । তথা সতি কৰ্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাসুখং সংপদ্যতে তত্রাহ—ন হীতি । দেহভূতা দেহাত্মা-ভিমানবতা নিঃশেষেণ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যম্ । তদুত্তম—ন হি কশ্চিৎ ক্লণমপি

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ ॥

জাভু তিষ্ঠতাকৰ্ম্মকুদিত্যাদিনা । তস্মাদযন্ত কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্নপি কৰ্ম্মফলতাগী স এব মুখ্যস্ত্যা-
গীতাভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যত দিন পর্য্যন্ত আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ, ইত্যাকার অভিমান কৰ্ম্মাধিকারীর হৃদয় হইতে দূরীভূত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত রাগদ্বेषাদি মনুষ্য-হৃদয়কে পরিত্যাগ করে না । এইজন্য দেহিগণ অজ্ঞানাবিশ্ট হইলেও কেবল ফলকামনা-ত্যাগ করিতে পারিলেই তাগী বলিয়া কথিত হইলেন, অর্থাৎ কৰ্ম্মী বস্তুতঃ অত্যাগী হইলেও ফলকামনা-ত্যাগ জন্য তাগীর ন্যায় প্রশংসাজনক হইলেন । পরমার্থদর্শী তত্ত্ববেত্তা পুরুষকেই প্রকৃত তাগী বলিতে হইবে ॥ ১১ ॥

অবয়বোধিনী । অত্যাগিনাং (অত্যাগিগণের) প্রেত্য (দেহপাতের পর) অনিষ্টম্ (অসুখকর) ইষ্টং (সুখকর) মিশ্রং চ (এবং সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত) [এই] ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কৰ্ম্মণঃ (কৰ্ম্মের) ফলং (ফল) ভবতি (হইয়া থাকে) । তু (কিন্তু) সংন্যাসিনাং (সন্ন্যাসীদের) ন কচিৎ (কখনই হয় না) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ । অত্যাগিগণ মরণানন্তর অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র কৰ্ম্ম সকলের ফলভোগ করিয়া থাকে । কিন্তু সন্ন্যাসিগণ এতত্রিবিধ কৰ্ম্মের ফলভোগভাগী হয়েন না ॥ ১২ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনং যৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মপরিতাগাৎ স্যাদিতি ? উচ্যতে—অনিষ্টমিতি । অনিষ্টং নরকতির্য্যগাদিলক্ষণম্ । ইষ্টং দেবাদিলক্ষণম্ । মিশ্রমিষ্টানিষ্টসংযুক্তং মনুষ্যালক্ষণং চ । এবং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং কৰ্ম্মণো ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মলক্ষণস্য ফলং বাহ্যানেককারকব্যাপার-নিষ্পন্নং সদবিদ্যাকৃতমিদ্ভজালমায়োপমং মহামোহকরং প্রত্যাগাখ্যাপসপীৰ—ফলশূন্য লয়মদর্শনং গচ্ছতীতি ফলনির্বচনং—তদেতদেবংলক্ষণং ফলং ভবত্যত্যাগিনামজ্ঞানাং কৰ্ম্মিণামপরমার্থ-সংন্যাসিনাং প্রেত্য শরীরপাতাদৃষ্টম্ । ন তু সংন্যাসিনাং—পরমার্থসংন্যাসিনাং পরমহংস-পরিব্রাজকানাং কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানাং কচিৎ । ন হি কেবলসমাগদর্শননিষ্ঠা অবিদ্যাদিসংসারবীজং নোন্মূলয়ন্তি কদাচিদিদার্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবংভূতস্য কৰ্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি । অনিষ্টং নারকিত্বম্ । ইষ্টং দেবত্বম্ । মিশ্রং মনুষ্যত্বম্ । এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কৰ্ম্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধম্—তৎ সৰ্ব্বমত্যাগিনাং সাকামানামেব প্রেত্য পরন্তু ভবতি । তেষাং ত্রিবিধকৰ্ম্মসম্ভবাৎ । ন তু সংন্যাসিনাং কচিদপি ভবতি । সংন্যাসিশব্দেনাত্ন ফলত্যাগসাম্যাৎ

প্রকৃতাঃ কৰ্মফলত্যাগিনোহপি গৃহান্তে । অনাপ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ । স
সংন্যাসী চ যোগী চেত্যেবমাদৌ চ কৰ্মফলত্যাগেষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদৰ্শনাৎ । তেষাং সাত্ত্বিকানাং
পাপাসম্ভবাদীশ্বর্যপণেন চ পুণ্যফলস্য তান্ত্বাৎ ত্রিবিধমপি কৰ্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতাত্মসন্দীপনী । দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ স্বর্গাদিফলকামনাত্যাগী হইলেও আত্ম
জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত “গৌণ সন্ন্যাসী” বা অত্যাগী বলিয়া কথিত হইলেন । এই অত্যাগী মনুষ্যের
অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবার পূর্বে মৃত্যু হইলে তাঁহাকে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়, এবং পাপকৰ্ম-
জন্য তির্য্যগাদি দেহ বা নরক, পুণ্যকৰ্মজন্য দেবদেহ বা স্বর্গ ও পাপপুণ্যমিশ্রিতকৰ্মজন্য মানবদেহ
বা মর্ত্যাদ্য লাভ করিয়া দুঃখ-সুখাদি ভোগ করিতে হয় ; কিন্তু যে মুখ্যসন্ন্যাসিগণ দেহাত্মবুদ্ধি
পরিহারপূর্বক ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জন্য কাৰ্য্যসহিত
অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায়—“বিদেহকৈবল্য” প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । বিধিপূর্বক কৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া
যে পরমহংস পরিব্রাজকগণ ব্রহ্মাত্মাভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা “মুখ্য সন্ন্যাসী” । তাঁহাদের
দেহান্ত হইলে ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র ফলের সম্পূর্ণ অভাবপ্রযুক্ত অদৃষ্ট বা সংস্কার জন্মিতে না পারায়
কোন প্রকার ভোগায়তন শরীর তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে না । অজ্ঞানই জন্মজন্মান্তরের
হেতু । অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে পুনর্দেহ ধারণের আশঙ্কা কোথায় ? ভগবান্ বেদবাস ব্রহ্মসূত্রে
লিখিয়াছেন—“তদধিগম উত্তরপূর্বায়োরপ্তেযবিনাশৌ তদ্বাদেশাৎ” (ক)—প্রত্যক্ অভিন্ন
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পূর্বসঞ্চিত কৰ্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তত্ত্বজ্ঞানের
প্রভাবে ভবিষ্যৎ দেহের কৰ্মফলরূপ সংস্কাররাশি সঞ্চিত হইতে পারে না । নিষিদ্ধ কৰ্ম
পরিত্যাগ করিলে জীবের অনিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় না । ঈশ্বর্যপণ বুদ্ধিতে বৈধ কৰ্মের
অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাদি ফলকামনা ত্যাগ করিলে ইষ্ট ফল ভোগার্থ দেহ ধারণ করিতে হয় না ।

“মোক্ষার্থী ন প্রবর্তেত তত্র কামানিষিদ্ধয়োঃ ।

নিতানৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া ॥”

মুমুক্শু ব্যক্তি কাম্য বা নিষিদ্ধ কৰ্মে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু যে নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া না
করিলে প্রত্যবায় হয়, সেই কাৰ্য্যগুলি মাত্র প্রত্যবায়পরিহারার্থ অনুষ্ঠান করিবেন । দেহাভিমানী
কৰ্মিগণ সাধারণতঃ সকাম ও নিষ্কাম, এই দুইভাগে বিভক্ত । সকাম কৰ্মীর জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ
অনিবার্য্য । নিষ্কাম কৰ্মীর বা গৌণ সন্ন্যাসীর আত্মজ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরাবর্তনের
আশঙ্কা থাকে । আর যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্ব কৰ্ম পরিত্যাগ
পূর্বক ‘সন্ন্যাস’ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই তত্ত্ববেত্তা পুরুষগণ অবিদ্যা-মায়্যা-সম্পর্ক-রহিত হওয়ায়
কৈবলাপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

পাঞ্চমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
সাংখ্য কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

অবয়বোধিনী । মহাবাহো (হে মহাবাহো!) কৃতান্তে সাংখ্যে (কৰ্ম্মসিদ্ধান্তযুক্ত বেদান্তে) সৰ্বকৰ্ম্মণাং (সকল কৰ্ম্মের) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির জন্য) প্রোক্তানি (কথিত) ইমানি (এই) পঞ্চ (পঞ্চবিধ) কারণানি (কারণ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (অবগত হও) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মহাবাহো! সৰ্বকৰ্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে যে পঞ্চবিধ কারণ নিরূপিত আছে, তাহা তুমি আমার বচনানুরূপ যথাক্রমে পরিজ্ঞাত হও ॥ ১৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । অতঃ পরমার্থদর্শন এবাশেষকৰ্ম্মসংন্যাসিত্বং সম্ভবতি । অবিদ্যাধারো-
পিতত্বাদান্নি ক্রিয়াকারকফলানাম্ । ন ত্বজস্যধিষ্ঠানাদীনি ক্রিয়াকৰ্ত্ত্বকারকাণ্যাত্মনেন পশ্যতোহ-
শেষকৰ্ম্মসংন্যাসঃ সম্ভবতি । তদেতদুত্তরৈঃ শ্লোকৈর্দর্শয়তি—পঞ্চৈতি । পাঞ্চমানি বক্ষ্যমাণানি
হে মহাবাহো কারণানি নিৰ্ব্বর্ত্তকানি । নিবোধ মে মম । ইত্যুত্তরত্র চেতঃসমাধানার্থং । বস্ত-
বৈষম্যপ্রদর্শনার্থং চ । তানি চ কারণানি জ্ঞাতব্যতয়া স্তৌতি—সাংখ্যে । জ্ঞাতব্যঃ পদার্থাঃ
সংখ্যায়ন্তে যস্মিন্স্থান্ত্রে তৎ সাংখ্যং বেদান্তঃ । কৃতান্ত ইতি তস্যৈব বিশেষণম্ । কৃতমিতি
কৰ্ম্মোচ্যতে । তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তির্যত্র স কৃতান্তঃ । কৰ্ম্মান্ত ইত্যোতৎ । যাবানর্থ উদপানে
(গী ২।৪৬)—সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (গী ৪।৩৩) ইত্যাত্মজ্ঞানে সজ্ঞাতে
সৰ্বকৰ্ম্মণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি । অতন্তস্মিন্নাত্মজ্ঞানার্থে সাংখ্যে কৃতান্তে বেদান্তে প্রোক্তানি
কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্ত্যর্থং সৰ্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বতঃ কৰ্ম্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য
সমভ্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কৰ্ম্মফলেন লেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাং—পঞ্চৈতিপঞ্চভিঃ । সৰ্ব-
কৰ্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয় ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি মে বচনানিবোধ জানীহি । আত্মনঃ
কৰ্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবম্ । তেষাং স্তুত্যাৰ্থমেবাহ—সাংখ্যে ইতি ।
সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মাহনেনেতি সাংখ্যম্ তত্ত্বজ্ঞানম্ । প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যম্ ।
তস্মিন্ । কৃতং কৰ্ম্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তঃ । তস্মিন্ । বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ।
যদ্বা সাংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যম্ । কৃতোহস্তো নির্ণয়োহস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্য-
শাস্ত্রমেব । তস্মিন্ প্রোক্তানি । অতঃ সমাণ্ণিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । লৌকিক বা বৈদিক আদি যতপ্রকার কৰ্ম্ম আছে তত্ত্বাবৎ
সুসিদ্ধির জন্য অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকারণ অজ্ঞানকে সাবধান হইয়া শ্রবণ করিবার জন্য ভগবান্ সতর্ক
করিতেছেন । কেননা, এ বিষয় দুর্বিজ্ঞেয় না হইলেও সৰ্বজ্ঞ ভগবানের উপদেশ সমাহিতচিত্তে
না শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না । “মহাবাহো” সম্বোধনের দ্বারা ভগবান্ অজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও
সামর্থ্যশীলতার পরিচয় দিয়াছেন । পাছে অজ্ঞান অধিষ্ঠানাদি কারণগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের নিজ

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

কল্পিত মনে কবেন, এই জনা ভগবান্ যে গুলিকে বেদান্তসিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। যে বেদান্তশাস্ত্রে আখ্যানাভ্যাজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; যে-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মননাদি দ্বারা জীবের মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই শাস্ত্রে যে অধিষ্ঠানাদি কারণ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যে নিঃসংশয় ও দ্র্যস্তিশূন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্তশাস্ত্র অনাত্মমূলক কৰ্ম্মের পঞ্চ কারণ প্রতিপাদনার্থ প্রবৃত্ত হয়েন নাই। কেবল অসঙ্গ আত্মাকে কৰ্ম্মের অসম্বন্ধতা প্রতিপাদনার্থ এই মায়াকল্পিত পঞ্চ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা (এবং) কৰ্ত্তা (কৰ্ত্তা—চিৎ ও অহঙ্কার) পৃথগ্বিধং করণং চ (পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৃথক্ চেষ্টাঃ চ (পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা) অত্র (এই কারণ সমূহের মধ্যে) পঞ্চমং (পঞ্চমস্থানীয়) দৈবম্ এব চ (দৈব—ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম—সংস্কার) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অধিষ্ঠান, কৰ্ত্তা, নানাবিধ করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং এতৎ-কারণ সমূহের সহিত দৈব—এই পাঁচটি কৰ্ম্মের কারণ-স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাস্যম্। কানী তানীতি ? উচ্যতে—অধিষ্ঠানমিতি । অধিষ্ঠানমিচ্ছাদ্বেষ-সুখদুঃখজ্ঞানাদীনামভিব্যক্তরাশ্রয়োহধিষ্ঠানং শরীরম্ । তথা কৰ্ত্তা—উপাধিলক্ষণো ভোক্তা । করণং চ শ্রোত্রাদিকং শব্দাদুপলব্ধয়ে পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং দ্বাদশসংখ্যম্ । বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা বায়বীয়াঃ প্রাণাপানাদ্যাঃ । দৈবং চৈব দৈবমেব চাত্ত্বৈতেষু চতুষু পঞ্চমম্ । পঞ্চানাং পূরণম্ । আদিত্যাदि চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকম্ ॥ ১৪ ॥

ত্ৰিধরস্মাকৃতটীকা। তান্যোবাহ—অধিষ্ঠানমিতি । অধিষ্ঠানং শরীরম্ । কৰ্ত্তা চিদচিদগ্ৰন্থিহঙ্কারঃ । পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারম্ । করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি । বিবিধাঃ কার্যাতঃ স্বরূপতশ্চ । পৃথগ্ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপাৰাঃ । অত্ৰৈতেষেব পঞ্চমং কারণং দৈবম্ । চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাदि সৰ্ব্বপ্ৰেকোহন্তর্যামী বা ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনাদি ধৰ্ম্মের অভিভাব্তির আশ্রয় স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থলশরীরের নাম “অধিষ্ঠান”। অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান আদি নামোপহিত ও আত্মার সহিত তাদাত্ম্যাদ্যাসযুক্ত অহঙ্কারের নাম “কৰ্ত্তা”। অপঞ্চীকৃত মহাভূতোৎপন্ন শব্দাদি বিষয়োপলব্ধির সাধনরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলের নাম “করণ”। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ আদি পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ ভেদে “করণ” নানা প্রকার। চিৎ ও অহঙ্কার “কৰ্ত্তা” স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। “চেতনার” আভাস সৰ্ব্বত্রই তুল্য। “করণং চ”—ইহার চকার

শরীরবাঙ্মনোভির্ষং কৰ্ম্ম প্রারভতে নরঃ ।

ত্যায্যং বা বিপরীতং বা পশ্চাতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

পূৰ্বোক্ত শরীরাদির অনুরূতিবাচক (অর্থাৎ শরীরাদি যেমন অনাত্মা ও ভৌতিক; সেইরূপ করণও অনাত্মভূত, ভৌতিক ও কল্পিত) । পঞ্চভূতের কার্যারূপ এবং বায়বীয়ত্বরূপে কথিত প্রাণাদি “চেষ্টা” ও নানাপ্রকার (যথা প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান ; অথবা নাগ, কুম্ভ, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়) । “বিবিধাশ্চ”—ইহার চকারও অনাত্মত্ব ও ভৌতিকত্বের অনুরূতিবাচক । যে সকল দেবতার অনুগ্রহে পূৰ্বোক্ত কারণসমূহ হইতে কার্যানিষ্পত্তি হইয়া থাকে, সেই দেবতা-দিগের শক্তি, (অর্থাৎ “দৈব”) পঞ্চম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । “দৈবং চ”—ইহার চকারও শরীরাদির ন্যায় দৈবও যে অনাত্মা, ভৌতিক ও মায়াকল্পিত তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে । শরীররূপ অধিষ্ঠানের দেবতা পৃথিবী ; কৰ্ত্তৃস্বরূপ অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র ; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহবা, ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতাঃ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় । বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ ক্রিয়েন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে বহিঃ, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি । মন ও বুদ্ধির দেবতা চন্দ্র ও রুহস্পতি । প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই চেষ্টারূপ পঞ্চ প্রাণের দেবতা যথাক্রমে সদোজাত, বায়দেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান । কোন কোন টীকাকার “দৈব” পদে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অনুবোধিনী । নরঃ (মনুষ্য) শরীরবাঙ্মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ (যে) ন্যায্যং বা (ন্যায্যানুযায়ী) বিপরীতং বা (অথবা অন্যায্য বা অধর্ম্মজনক) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করে), এতে পঞ্চ (এই পাঁচটি) তস্য (সেই কৰ্ম্মের) হেতবঃ (কারণ) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যে কোনরূপ ক্রিয়াই আরম্ভ করুক না কেন, পূৰ্বোক্ত পঞ্চবিধ কারণ সর্বপ্রকার কর্ম্মেরই হেতুভূত ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । শরীরেতি । শরীরবাঙ্মনোভির্ষং কৰ্ম্ম ত্রিভিরেতৈঃ প্রারভতে নিবর্ত্তয়তি নরো ন্যায্যং বা ধর্ম্মাং শাস্ত্রীয়ম্ । বিপরীতং বা অধর্ম্মশাস্ত্রীয়ম্ । যচ্চাপি নিমিষিতচেষ্টাদি জীবনহেতুঃ তদপি পূৰ্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্ময়োরেব কার্যামিতি ন্যায্যবিপরীতয়োরেব গ্রহণেন গৃহীতম্ । পশ্চাতে যথোক্তাস্তস্য সর্বসৌব কৰ্ম্মণো হেতবঃ কারণানি ।

ননুশিষ্টানাদীনি সর্বকৰ্ম্মণাং কারণানি । কথমুচ্যতে শরীরবাঙ্মনোভিঃ কৰ্ম্ম প্রারভত ইতি ?

নৈষ দোষঃ । বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং সর্বং কৰ্ম্ম শরীরাদিভিন্নপ্রধানম্ । তদন্ততয়া দর্শন-শ্রবণাদি চ জীবনলক্ষণং ত্রিধৈব রাশীকৃতমুচ্যতে শরীরাদিভিন্নারম্ভত ইতি । ফলকালেহপি তৎপ্রধানৈর্ভূজ্যত ইতি পঞ্চানামেব হেতুত্বং ন বিরুদ্ধাৎ ॥ ১৫ ॥

তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মনং কেবলং তু যঃ ।

পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিহীন স পশ্যতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা ।

এতেষামেব সৰ্বকৰ্ম্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি । যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কৰ্ম্ম ত্রিষেবাত্তৰ্ভাব্য শরীরবাণ্মনোভিরিত্যুক্তম্ । শারীরং বাচিকং মানসং চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মেতি প্রসিদ্ধেঃ । শরীরাদিভিৰ্যদ যৎ ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মমাং বা কৰোতি নরন্তস্য কৰ্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ।

শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ধৰ্ম্মই হউক, শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদি অধৰ্ম্মই হউক, জীবনরক্ষার জন্য উচ্ছাস, নিঃশ্বাস, নিমেষ, উদ্যোগ, জুস্তগাদি স্বাভাবিক কৰ্ম্মই হউক, মনুষ্য যাহারই কেন অনুষ্ঠান করুক না, তাহা সমস্তই এতৎপঞ্চকারণমূলক । এই শ্লোকের “শরীর” পদে “অধিষ্ঠান,” “নর” পদে “কৰ্ত্তা,” “বাণ্মনঃ” পদে “করণ,” এবং “প্রারভতে” পদে “চেষ্টা” গৃহীত হইয়াছে । আর “ন্যায্যং বা বিপরীতং বা”—ইহা দ্বারা ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্মরূপ “দৈব” লক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী ।

তত্র এবং সতি (কৰ্ম্মের পঞ্চ কারণ এইরূপে নিরূপিত হইলে) যঃ তু (যে ব্যক্তি) আত্মনং (আত্মাকে) কেবলং (কেবল) কৰ্ত্তারং (কৰ্ত্তৃস্বরূপে) পশ্যতি (অবলোকন করে), অকৃতবুদ্ধিহাং (অসংস্কৃতবুদ্ধিহেতু) সঃ (সেই) দুৰ্ম্মতিঃ (দুষ্টিবুদ্ধি) ন পশ্যতি (সমাক্রূপে দর্শন করে না) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ ।

অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণ নিরূপিত হইল । যে মুঢ় ব্যক্তি অসঙ্গ ও উদাসীন আত্মাকে কৰ্ত্ত্বরূপে অবলোকন করে সেই দুৰ্ম্মতি কদাচ সম্যগ্দর্শী হয় না ॥ ১৬ ॥

শাক্তব্রতাসম্বন্ধ ।

তত্রৈতি । তত্রৈতি প্রকৃतेन সম্বধ্যতে । এবং সতি—এবং যথোক্তৈঃ পঞ্চভির্হেতুভিনির্ব্বর্ত্ত্য সতি কৰ্ম্মণি । তত্রৈবং সতীতি দুৰ্ম্মতিত্বস্য হেতুত্বেন সম্বধ্যতে । তত্র তেষা আনমন্যাত্মেনাবিদ্যায়া পরিকল্প্য তৈঃ ক্রিয়মাণস্য কৰ্ম্মণোহহমেব কৰ্ত্তেতি কৰ্ত্তারমাত্মনং কেবলং শুদ্ধং তু যঃ পশ্যত্যবিদ্বান্—কস্মাৎ বেদান্তাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈরকৃতবুদ্ধিহাদসংস্কৃতবুদ্ধিহাং । যোহপি দেহাদিবাতিরিক্তাত্মবাদান্যাত্মানমেব কেবলং কৰ্ত্তারং পশ্যতাসাবপ্যকৃতবুদ্ধিরেব । অতোহকৃতবুদ্ধিহীন স পশ্যত্যাশ্রয়ন্তত্বম্ । কৰ্ম্মণো বেতার্থঃ । অতো দুৰ্ম্মতিঃ কুৎসিতা বিপরীতা দুষ্টি অজস্রং জনন-মরণ-প্রতিপত্তিহেতুভূতা মতিরসোতি দুৰ্ম্মতিঃ । স পশ্যন্নপি ন পশ্যতি । যথা তৈমিরিকোহনেকং চন্দ্রম্ । যথা বা অগ্নেসু ধাবৎসু চন্দ্রং ধাবন্তম্ । যথা বা বাহন উপবিষ্টোহনোমু ধাবৎস্বাত্মনং ধাবন্তম্ ॥ ৬১ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা ।

ততঃ কিম্ ? অত আহ—তত্রৈতি । তত্র সৰ্বস্মিন্

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাহপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

কৰ্ম্মণোতে পঞ্চ হেতব ইতি । এবং সতি কেবলং নিরুপাধিমসঙ্গমাত্মানং তু যঃ কৰ্ত্তারং পশ্যতি
শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যাসংস্কৃতবুদ্ধিহীনকৰ্ম্মতিরসৌ সমাঙ ন পশ্যতি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অধিষ্ঠানাদি পাঁচটী কার্যমাত্রেরই কারণ । আত্মা স্বপ্রকাশ,
অসঙ্গ, নিষ্কিয় ও অদ্বিতীয় । অবিদ্যাপ্রভাবে এই আত্মার প্রতিবিম্ব (চিদাভাস *) উক্ত পাঁচ
কারণে পতিত হওয়ায় মূৰ্খগণ সেই প্রতিবিম্বকে আত্মস্বরূপ জানিয়া আত্মাকেই কার্যের কারণ
বলিয়া অনুমান করে । অব্যবহিকগণ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত না হওয়াতেই এইরূপ ভ্রমে
পতিত হইয়া থাকে । রজ্জ্বতে সর্পভ্রান্তি হইলে যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জ্বর স্বরূপ দর্শন করিতে
পায় না, সেইরূপ আত্মাকে কৰ্ত্তা বলিয়া বোধ হইলে জীবের প্রকৃত আত্মদর্শন হয় না । বিবেক-
বুদ্ধির বশীভূত হইয়া যিনি গুরু ও বেদ বাক্যের বংশবদ এবং শ্রবণ মননাদি সহ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান-
পরায়ণ হইয়েন, তাঁহারই কেবল অবিদ্যা মায়াজাল কাটিয়া যায় । তিনিই কেবল অধিষ্ঠানাদি
কারণে আত্মার তাদাত্মাবুদ্ধি পরিহার করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার পুরঃসর জন্ম-মরণ অতিক্রম করিতে
পারেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যস্য (যাঁহার) অহংকৃতঃ (আমি কৰ্ত্তা) ভাবঃ (এই ভাব) ন
(নাই), যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (বিষয়ে আসক্ত হয় না), সঃ (তিনি)
ইমান্ (এই সমস্ত) লোকান্ (লোককে) হত্বা অপি (হনন করিয়াও) ন হন্তি (হনন করেন না)
[বা তজ্জন্য] ন নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন না) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । “আমি কৰ্ত্তা” এরূপ অভিমান যিনি করেন না, যাঁহার বুদ্ধি
কার্যে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না, অথবা
তজ্জন্য ফলভাগী হইবেন না ॥ ১৭ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । কঃ পুনঃ সুমতিঃ সম্যক্ পশ্যতীতি ? উচ্যতে—যসোতি । যস্য
শাস্ত্রাচার্যোপদেশনায়সংস্কৃতাত্মানো ন ভবত্যাহংকৃতঃ—অহং কৰ্ত্তেত্যেবংলক্ষণঃ—ভাবো ভাবনা
প্রত্যয়ঃ । এত এব পঞ্চাধিষ্ঠানাদয়োহবিদ্যাত্মানি কল্পিতাঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং কৰ্ত্তারঃ । নাহম্ । অহং
কু তদ্ব্যাপারিণাং সাক্ষিভূতঃ অপ্রাণো হামনাঃ শুভ্রাহরুণাৎ পরতঃ পর † কেবলোহব্যকিয়
ইতোবং পশ্যতীত্যেতৎ । বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্যাত্মন উপাধিভূতা ন লিপ্যতে নানুশায়িনী ভবতি—
ইদমহংকার্যং তেনাহং নরকং গমিষ্যামীতোবং যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে—স সুমতিঃ । স পশ্যতি ।
হত্বাহপি স ইমাল্লোকান্—সৰ্ব্বানিমান্ প্রাণিন ইত্যর্থঃ—ন হন্তি হননকিয়ঃ ন করোতি । ন
নিবধ্যতে—নাপি তৎকার্যোণাধঃস্বফলেন সম্বধ্যতে ।

* যেমন রূপের সদৃশ প্রতিবিম্ব, শব্দের সদৃশ প্রতিধ্বনি—সেইরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব আত্মার
(জ্ঞানের) সদৃশ ।

† মুণ্ডক—২।১।২ ।

ননু হস্তাহপি ন হন্তীতি বিপ্রতিষিদ্ধমুচ্যতে । যদাপি স্তুতিঃ ।

নৈষ দোষ । লৌকিকপারমাথিকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া তদুপপত্তেঃ দেহাদ্যাশ্চবুদ্ধ্যা হস্তাহমিতি ।

লৌকিকীং দৃষ্টিমাপ্রিত্য হস্তাপীত্যাহ । যথাদর্শিতাং পারমার্থিকীং দৃষ্টিমাপ্রিত্য ন হন্তি ন নিবধাতে ইত্যেতদুভয়মুপপদ্যতে এব ।

ননুধিষ্ঠানাদিভিঃ সমুদ্রয় করোত্যেবাশ্মা । কর্তারমাশ্মানং কেবলং তু (গী ১৮।১৬) ইতি কেবল-
শব্দপ্রয়োগাৎ ।

নৈষ দোষঃ । আশ্মানোহবিক্রিয়স্বভাবত্বেহধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতত্বানুপপত্তেঃ । বিক্রিয়াবতো
হান্যৈঃ সংহননং সম্ভবতি । সংহত্য বা কর্তৃত্বং সাৎ । ন ত্ববিক্রিয়সামান্যঃ কেনচিৎ সংহননমন্তীতি
ন সমুদ্রয় কর্তৃত্বমুপপদ্যতে । অতঃ কেবলত্বমাত্মনঃ স্বাভাবিকমিতি কেবলশব্দোহনুবাদমাত্রম্ ।
অবিক্রিয়ত্বং চাত্মানং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্ । অবিকার্যোহয়মুচ্যতে (গী ২।২৫)—গুণৈরেব কর্ম্মাণি
ক্রিয়ন্তে (গী ৩।২৭)—শরীরস্থোহপি ন করোতি (গী ১৩।৩১) ইত্যাদাসকৃদুপপাদিতং গীতাস্থেব
তাবৎ । শ্রুতিষু চ ধ্যায়তীব লেনায়তীব (ক) ইত্যেবমাদ্যাসু । ন্যায়তশ্চ নিরবয়বমপরতত্ত্বম-
বিক্রিয়মাত্মতত্ত্বমিতি রাজমার্গঃ । বিক্রিয়াবত্বাভ্যুপগমেহপাত্মনঃ স্বকীয়ৈব বিক্রিয়া স্বস্যা
ভবিতুমর্হতি । নাধিষ্ঠানাদীনাং কর্ম্মাণ্যশ্চকর্তৃকাণি সূঃ । নহি পরস্য কর্ম্ম পরেণাকৃতমগম্যমর্হতি ।
যত্বেবিদ্যায়া গমিতং ন তত্তস্য । যথা রজতত্বং ন গুস্তিকায়্যাঃ । যথা বা তলমলবস্তুং বালৈর্গমিতমবিদ্যায়া
নাকাশস্য । তথাহিষ্ঠানাদিবিক্রিয়াহপি তেষামেবেতি । নাশ্মনঃ । তস্মাদ্ যুক্তমুক্তম্—
অহংকৃতত্ববুদ্ধিলেপাভাবাদ্বিদ্ভিন্ন হন্তি ন নিবধাতে ইতি । নায়ং হন্তি ন হন্যতে (গী ২।১৯)
ইতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়তে (গী ২।২০) ইত্যাদিহেতুবচনেনাবিক্রিয়ত্বমাত্মন উক্তা বেদাবিনাশিনম্
(গী ২।২১) ইতি বিদুষাং কর্ম্মাধিকারনিরুত্তিং শাস্ত্রাদৌ সৎকল্পত উক্তা মধো প্রসারিতাং
চ তত্র তত্র প্রসঙ্গং কৃত্তেহোপসংহরতি শাস্ত্রার্থপিণ্ডীকরণায় বিদ্বান হন্তি ন নিবধ্যত ইতি । এবং
চ সতি দেহভৃত্বাভিমানানুপপত্তাববিদ্যাকৃত্যশেষকর্ম্মসংন্যাসোপপত্তেঃ সংন্যাসিনামনিষ্টাদি দ্বিবিধং
কর্ম্মণঃ ফলং ন ভবতীত্যুপপন্নম্ । তদ্বিপর্যায়াক্তেতরেষাং ভবতীত্যেতচ্চাপরিহার্যামিতোষ গীতা
শাস্ত্রসার্থ উপসংহৃতঃ । স এষ সর্ববেদার্থসারো নিপুণমতিভিঃ পণ্ডিতৈর্বিচার্য্য প্রতিপত্তব্য ইতি
তত্র তত্র প্রকরণবিভাগেন দর্শিতোহস্মাভিঃ শাস্ত্রন্যায়ানুসারেণ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কস্তর্হি সূমতির্যস্য কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—
যসোতি । অহমিতি কৃত্তোহহং কর্ত্তেত্যেবমুচ্যতে ভাবঃ অভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি । যদ্বা অহংকৃত্তো-
হহংকারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি । শরীরাদীনামেব কর্ম্মকর্ত্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ ।
অত এব যস্য বুদ্ধির্ন লিপাতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে । স এবংভূতো দেহাদিবাতিরিক্তাশ্চ-
দর্শীমাল্লোকান সর্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হস্তাহপি বিবিক্ততয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি । ন চ তৎফলৈ-
র্নিবধাতে বন্ধং ন প্রাপ্নোতি । কিং পুনঃ সত্ত্বগুণদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিত্তিস্যা

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৭ ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।
করণং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

বন্ধশঙ্কেতার্থঃ । তদুক্তং—ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা কৰোতি যঃ । লিপ্যতে ন স পাপেন
পদ্যপত্রমিবাস্তসা ॥ ইতি (ক) ॥ ১৭ ॥

গীতার্থবন্দীপনী । যিনি সাধনসম্পন্ন, যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ, দেহাত্মাবুদ্ধি না থাকায় যাহার অহঙ্কার আদৌ স্ফুরিত হয় না, অথবা যিনি পরমাত্মায় আত্মাকে বিনীত করিয়া “আমি” বাচক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ দেখিতে পান না, কার্য্যকালে তাঁহার কৰ্ত্তৃত্বাভিমান হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই । আত্মা সৰ্ব্বদাই শুদ্ধ, সৰ্ব্বসম্বন্ধশূন্য, কুটস্থ, দ্বৈতভাববর্জিত ও জন্মমরণাদিরহিত—এইরূপ জানিলে মানব কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায় । তিনি সমস্ত কার্য্যকেই অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণের ফলস্বরূপ জানিয়া আপনাকে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্রস্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন । আত্মজ পুরুষের সম্মুখে পাপ পুণ্যের ফলস্বরূপ দুঃখ বা সুখরূপ কোন তরঙ্গই উদ্ভিত হয় না । আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিলে পাপপুণ্যজনিত ইষ্টানিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় না । যাহার কৰ্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব অভিমান নাই, তাঁহার অনিষ্ট, ইষ্ট বা মিশ্রফল ভোগের আশঙ্কাও নাই । তত্ত্ববেত্তা পুরুষ আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া যদি লোকসমূহকে বধও করেন, তথাপি বধজনা তাঁহাকে বন্ধন-দশাগ্রস্ত হইতে হয় না । কেননা, সে বধ বধই নহে । যে বধরূপ কার্য্যের মূলে “আমি মারিতেছি” এরূপ অভিমান নাই, সেই শূন্যগর্ত্ত বধরূপ কার্য্য অনিষ্টফলরূপ সংস্কার বা অদৃষ্ট প্রসব করিতে পারে না । লোকবাবহারে শরীরের নিপাত হইলেও আত্মদর্শীর সম্মুখে আত্মার নিধন কখনই হয় না । আত্মা মরেন না, আত্মাকে কেহ মারিতে পারে না “ন জায়তে ম্রিয়তে বা” (খ) ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ । অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার ধ্বংস হয় না । “আমি অকর্ত্তা অভোক্তা” এইরূপ জ্ঞান হইলেই “পরমার্থ সন্ন্যাস” কহা যায় । ঈদৃশ পরমার্থসন্ন্যাসযুক্ত অজাতশত্রু ব্যক্তি গৃহস্থগণের মধ্যেও দৃষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) [ও] পরিজ্ঞাতা (পরিজ্ঞাতা) [এই] ত্রিবিধা (তিনপ্রকার) কৰ্ম্মচোদনা (কৰ্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু) ; [এবং] করণং (করণ) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) [ও] কৰ্ত্তা (কৰ্ত্তা) ইতি ত্রিবিধঃ (এই তিনটী) কৰ্ম্মসংগ্রহঃ (কৰ্ম্মের আশ্রয়) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটী কৰ্ম্মের প্রবর্তক । আর করণ, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা—এই তিনটী কৰ্ম্মের আশ্রয় ॥ ১৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অথৈদানীং কৰ্ম্মমাং প্রবর্তকমুচ্যতে—জ্ঞানমিতি । জ্ঞানং—জায়তেহ-

নেনেতি সৰ্ববিষয়মবিশেষণোচ্যতে । তথা জ্ঞেয়ং জ্ঞাতবাম্ । তদপি সামান্যেনৈব সৰ্বমুচ্যতে । তথা পরিজ্ঞাতোপাধিলক্ষণোহবিদ্যাকল্পিতো ভোক্তা । ইতোত্তরমেষামবিশেষণ সৰ্বকৰ্ম্মণাং প্রবৃত্তিকা ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা কৰ্ম্মচোদনা । জ্ঞানাদীনাং ত্রি ব্রহ্মাণাং সন্নিপাতে হানোপাদানাদি-
প্রয়োজনঃ সৰ্বকৰ্ম্মারম্ভঃ স্যাৎ । ততঃ পঞ্চতিরথিতানাতিতির্য্যকং বাওমনঃ কায়শ্রয়ভেদেন ত্রিধা রাশীভতং ত্রিষু করণাদিসু সংগৃহ্যত ইতোতদুচ্যতে । করণং ক্রিয়তেহনেতি । বাহ্যং শ্রোত্রাদি । অন্তঃস্থং বুদ্ধাদি । কৰ্ম্মেপিসততমং কৰ্ত্ত্বঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানম্ । কৰ্ত্তা করণানাং ব্যাপারস্মিতো-
পাধিলক্ষণঃ । ইতি ত্রিবিধত্রিপ্রকারঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ । সংগৃহ্যতেহস্মিন্নিতি সংগ্রহঃ । কৰ্ম্মণঃ সংগ্রহঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ । কৰ্ম্মেণু হি ত্রিষু সমবৈতি । তেনায়াং ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা । হত্বাহপি ন হন্তি ন নিবধ্যত—ইতোতদেবোপপাদয়িতুং কৰ্ম্মচোদনায়াঃ কৰ্ম্মাশ্রয়সা চ কৰ্ম্মফলাদীনাং চ ত্রিগুণাত্মকস্বামিগুণস্যানন্তৎসম্বন্ধো নাস্তীতি-
প্রায়েণ কৰ্ম্মচোদনাং কৰ্ম্মাশ্রয়ঃ চাহ—জ্ঞানমিতি । জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ । জ্ঞেয়মিষ্ট-
সাধনং কৰ্ম্ম । পরিজ্ঞাতা এবন্তুতজ্ঞানাশ্রয়ঃ । এবং ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা । চোদ্যেতে প্রবর্তাতেহ-
নয়েতি চোদনা । জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিতার্থঃ । যদ্বা চোদনেতি বিধিরুচ্যতে । তদুক্তং ভট্টেঃ—চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশৈক্যার্থবাচিনঃ । ইতি । ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিভয়মবলম্ব্য কৰ্ম্মবিধিঃ প্রবর্তত ইতি । তদুক্তং—ত্ৰৈগুণ্যবিষয়া বেদা ইতি ।
তথা চ করণং সাধকতমম্ । কৰ্ম্ম চ কৰ্ত্তৃরীপিসততমম্ । কৰ্ত্তা ক্রিয়ানিৰ্ভরকঃ । কৰ্ম্ম সংগৃহ্যতেহ-
স্মিন্নিতি কৰ্ম্মসংগ্রহঃ । করণাদি ত্রিবিধং কায়কম্ । ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ । সম্প্রদানাদিকারকভয়ং
তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্তকমেব কেবলম্ । ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ । অতঃ করণাদিভয়মেব
ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণ অবলম্বনে যদ্বারা বস্তুর যথার্থ উপলব্ধি হয়, তাহার নাম জ্ঞান । জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কৰ্ম্মভূত পদার্থই জ্ঞেয়, এবং জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার
আশ্রয় ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিপরিবৃত্তিত ভোক্তার নাম পরিজ্ঞাতা । এই তিনটীই সমস্ত কৰ্ম্মের
আরম্ভ করিয়া থাকে । এই তিনটীর অভাবে কোন কার্য হইতে পারে না । এতন্মধ্যে একটীরও
যদি অভাব হয়, তাহা হইলেও কোন কার্য হইতে পারে না । যাহার শক্তিসাহচর্য্যো ক্রিয়াসিদ্ধি
হয়, তাহার নাম করণ । বাহ্য ও আন্তর ভেদে করণ দ্বিবিধ । শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, বাহ্যকরণ ;
এবং মনঃ ও বুদ্ধি আদি, অন্তঃকরণ । যাহা অনুষ্ঠাতার বা কৰ্ত্তার ইচ্ছা অনিষ্টকারক তাহার নাম
কৰ্ম্ম । উৎপাদা, আপ্য সংস্কার্য্য ও বিকার্য্য ভেদে কৰ্ম্ম চতুর্বিধ । যাহা পূর্বে ছিল না, কিন্তু
উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা উৎপাদ্য । যাহা পূর্বেও ছিল, এখনও আছে, তাহা আপ্য ।
যাহা অপকৰ্ম্মযুক্ত ও যাহাকে সংস্কৃত করিতে হইবে, তাহা সংস্কার্য্য । যাহার পূর্বাভাব বিকৃত
হইয়া গিয়াছে, তাহাই বিকার্য্য । যিনি সকল কারকের প্রয়োজক, তিনিই কৰ্ত্তা । এখানে চিৎ
ও অচিৎ উভয়কেই কৰ্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । “করণং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তেতি” বাক্যের ইতি শব্দ

জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছণু তাত্ৰাপি ॥ ১৯ ॥

দ্বারা সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ গৃহীত হইয়াছে । শ্রেয়োবুদ্ধিপূৰ্বক দানের নাম সম্প্রদান । সংযোগ ও বিভাগের অবধির নাম (অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম) অপাদান । আধারের নাম অধিকরণ । এতাবৎ সমস্তই কৰ্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ । কুটস্থ আত্মা কোন কৰ্ম্মেরই আশ্রয় নহেন ॥ ১৮ ॥

অব্যবোধিনী । গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান) কৰ্ম্ম চ (কৰ্ম্ম) কৰ্ত্তা চ (ও কৰ্ত্তা) গুণভেদতঃ (গুণভেদবশতঃ) ত্রিধা এব (তিন প্রকার) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে) ; তানি অপি (সেই সকলও) যথাবৎ (যথাযথরূপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা, সত্ত্বাদিগুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে । তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি যথাযথরূপে শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

শাক্তবিশ্বাম্ । অথেনানীং ক্রিয়াকারকফলানাং সৰ্ব্বেষাং গুণাত্মকত্বাৎ সত্ত্বরজস্তমো-
গুণভেদতঃপ্রতিবোধো ভেদো বক্তব্য ইত্যারভাতে—জ্ঞানং কৰ্ম্ম চেতি । জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ । কৰ্ম্ম ক্রিয়া । ন কারকং পারিভাষিকমীপিসততমং কৰ্ম্ম । কৰ্ত্তা চ নির্বর্তকঃ ক্রিয়ানাম্ । ত্রিধৈবাব-
ধারণং গুণব্যতিরিক্তজাতান্তরাভাবপ্রদর্শনার্থম্ । গুণভেদতঃ সত্ত্বাদিভেদেনেতার্থঃ । প্রোচ্যতে
কথ্যতে । গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে । কাপিলমপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রম্ । তদপি গুণভোক্তৃ-
বিষয়ে প্রমাণমেব পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে যদ্যপি বিরুদ্ধ্যতে । তে হি কাপিলা গুণগৌণব্যাপার-
নিরূপণেহভিযুক্তা ইতি তচ্ছাস্ত্রমপি বক্ষ্যমাণার্থস্তুতার্থত্বেনোপাদীয়াত ইতি ন বিরোধঃ । যথাবদযথা-
ন্যায়ং যথাশাস্ত্রং শৃণু । তানাপি জ্ঞানাদীনি তত্ত্বেদজাতানি গুণভেদকৃতানি শৃণু । বক্ষ্যমাণেহে-
যনঃসমাধিং কুর্বিতার্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততঃ কিম্? অত আহ—জ্ঞানমিতি । গুণাঃ সমাক্
কার্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদান্তেহস্মিমিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রম্ । তস্মিন্ জ্ঞানং চ কৰ্ম্ম চ
কৰ্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে । তানাপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছণু ।
ত্রিধৈবেত্যেকাকারো গুণগ্নয়পাধিবাতিরেকেণান্ননঃ স্বতঃ কৰ্ত্তৃত্বাদিপ্রতিষেধার্থঃ । চতুর্দশেহধ্যায়ে
—তত্র সত্ত্বং নিশ্মলত্বাদিত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ । সপ্তদশেহধ্যায়ে—যজন্তে
সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদিনা গুণকৃতগ্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদি-
সেবয়া সাত্ত্বিকঃ স্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্ । ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামানুসঙ্গকো নাস্তীতি
দর্শয়িতুং সৰ্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যাত ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯ ॥

সৰ্বভূতেষু যৌনকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক জ্ঞানরূপ উপাধি দ্বারাই জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞেয় পদার্থ বস্তুতঃ জ্ঞানের অন্তর্ভাব মাত্র। “জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ” বাক্যে চকার দ্বারা কৰ্ম্ম ও করণকে এই ক্রিয়ার অন্তর্ভাবস্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা, বস্তুর কারকত্ব ক্রিয়ারূপ উপাধি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ক্রিয়া বাতীত কারকত্বের সম্ভাবনা কোথায়? আবার “কর্তা চ” স্থলে চকার দ্বারা পূৰ্ব্বোক্ত পরিজ্ঞাতাকে কর্তার অন্তর্ভাব বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। কুতর্কিকগণ কর্তাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। এই জন্য এ কর্তা যে গুণাতীত নহে, ভগবান্ তাহাই দেখাইবার জন্য এই কর্তা শব্দকে ত্রিগুণোপেত বলিয়া দেখাইতেছেন। যে শাস্ত্রে গুণ-সংখ্যাদির বিচার বিহীন হইয়াছে, ভগবান্ সেই সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারেই জ্ঞানকৰ্ম্মাদির ত্রিগুণাত্মকতা প্রদর্শন করিতেছেন। গুণাতীত পুরুষের জীবন্ত-ভাব নিরূপণ করিবার জন্য চতুর্দশ অধ্যায়ে “তত্র সত্ত্বং নিশ্চলম্ভাৎ” ইত্যাদি বচন দ্বারা সত্ত্বাদি গুণের বন্ধনকারকত্ব দেখাইয়াছেন। আবার সপ্তদশ অধ্যায়ে “যজ্ঞন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্” ইত্যাদি বচনে সত্ত্বাদিগুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণ করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, আসুররূপ রাজস-তামস স্বভাব পরিত্যাগ পূর্বক সাত্ত্বিক অ'হারাদি সেবন করিলে দৈবরূপ সাত্ত্বিক স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এই অষ্টাদশ অধ্যায় স্বভাবতঃ গুণাতীত অসঙ্গ আত্মার ক্রিয়া, কারক ও ফল, এ তিনটির সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই—ইহাই বুঝাইবার জন্য ক্রিয়াকারকাদির ত্রিগুণাত্মকত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। বস্তুতঃ আত্মার সহিত ক্রিয়া ও কারকাদির কোন সম্বন্ধই নাই। সংক্ষেপে তিন অধ্যায়ের বিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইল; ইহাতে পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যেন (যাহার দ্বারা) [মনুষ্য] বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন) সৰ্বভূতেষু (ভূতসমূহে) অবিভক্তম্ (অবিভক্ত ভাবে স্থিত) একম্ (এক) অব্যয়ং (অক্ষয়) ভাবম্ (স্বরূপ) ইক্ষতে (উপলব্ধি করে), তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্বত্র ব্যাপক এক অব্যয় সত্তারূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান ॥ ২০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানস্য তু তাবৎ ত্রিবিধত্বমুচ্যতে—সৰ্বভূতেষু। সৰ্বভূতেষু বস্তুবাদি-স্বাবরাস্তেষু ভূতেষু যেন জ্ঞানেনৈকং ভাবং বস্তু। ভাবশব্দো বস্তুবাচী—একমাত্মবস্তিতার্থঃ। অব্যয়ং ন বোতি স্বাভাব্য স্বধর্মেণ বা কুটস্থনিত্যামিত্যর্থঃ। ইক্ষতে পশ্যতি যেন জ্ঞানেন। তৎ চ ভাবমবিভক্তং প্রতিদেহম্। বিভক্তেষু দেহভেদেষু ন বিভক্তং তদাত্মবস্তু বোমম্মিরন্তরমিত্যর্থঃ। তজ্জ্ঞানমদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যগদর্শনং বিদ্বীতি ॥ ২০ ॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ।
বেত্তি সৰ্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্বি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিগ্নৈবিধ্যমাহ—সৰ্বভূতেষু বিত্তিঃ । সৰ্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্বাবরাস্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যায়ত্ত্ববিত্ততত্ত্বমনুসৃতমেকমবায়ং নিৰ্ব্কারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ত আলোচয়তি তজ্জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্বি ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী সূক্ষ্ম, স্থূল, সমষ্টি ও বাষ্টিরূপে ভূতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে । যে জ্ঞান লাভ হইলে মানব সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ পরিহার পূৰ্ব্বক সৰ্বত্র একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মসত্তা দর্শন করিতে পারে, যে জ্ঞানের দ্বারা সৰ্ব্বাধিষ্ঠানরূপ অবিভক্ত পরমাত্মাকে সৰ্বত্র ব্যাপক দেখিতে পায়, সেই সৰ্ব্বপ্রপঞ্চোপাধিনির্মিত আত্মজ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে । সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হইলে দ্বৈতদৃষ্টির নিরুত্তি হইয়া যায় ॥ ২০ ॥

অনুবোধিনী । পৃথক্ত্বেন তু (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) [অর্থাৎ মনুষ্য যে জ্ঞানের দ্বারা] সৰ্বেষু ভূতেষু (সবর্বভূতে) পৃথগ্বিধান্ (ভিন্ন ভিন্ন) নানাভাবান্ (নানাবিধ ভাব) বেত্তি (বিদিত হয়), তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞানকে) রাজসং (রাজস) [বলিয়া] বিদ্বি (জানিও) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ । পৃথক্ পৃথক্ দেহাদি ভূতসমূহে যে জ্ঞানের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের অনুভব হয়, তাহারই নাম রাজস জ্ঞান ॥ ২১ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ । যানি দ্বৈতদর্শনানাসমাগ্ভূতানি রাজসানি তামসানি চ তানি—ইতি ন সাক্ষাৎ সংসারোচ্ছিত্তয়ে ভবন্তি—পৃথক্ত্বেনেতি । পৃথক্ত্বেন তু ভেদেন প্রতিশরীরমন্যত্বেন যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ ভিন্নানাত্মনঃ পৃথগ্বিধান্ পৃথক্প্রকারান্ ভিন্নলক্ষণানিত্যর্থঃ । বেত্তি বিজান্নাতি যজ্জ্ঞানং সৰ্বেষু ভূতেষু—জ্ঞানস্য কত্বত্বাসম্ভবাদ্ যেন জ্ঞানেন বেত্তীত্যাৰ্থঃ—তজ্জ্ঞানং বিদ্বি রাজসং রজোগুণনিৰ্ব্ভূতম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি । পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞান-মিত্যেসৌ বিবরণম্ । সৰ্বেষু ভূতেষু দেহেষু নানাভাবান্ বস্তুত এবানেকান্ ক্ষেত্রজান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদ্ভদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তজ্জ্ঞানং রাজসং বিদ্বি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী, কাহাকেও পণ্ডিত, কাহাকেও মুর্থ দেখিয়া যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেহে স্বতন্ত্র আত্মার অনুভব হয়, সৰ্বত্র এক আত্মা হইলে সকলেই সুখী বা সকলেই দুঃখী হইত, যে জ্ঞানের দ্বারা এইরূপ বিচারসিদ্ধি হয়, সেই জ্ঞান রাজস । ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর, আত্মার ভেদ অনুসারে জড়বর্গের ভেদ, ঈশ্বরের ভেদ অনুসারে জড়বর্গের ভেদ, এবং জড়বর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ, এই বুদ্ধি রাজসজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

যত্ত্বকৃৎসবদেকস্মিন্ কার্যো সত্তমহৈতুকম্ ।

অতত্ত্বার্থবদঙ্গং চ তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।

অফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ম্ম যত্ত্বং সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

অল্পবোধিনী । যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্যো (এক বা আংশিক বিষয়ে) কৃৎসবৎ (সম্পূর্ণ বলিয়া) সত্তম্ (আবদ্ধ হয়), অহৈতুকম্ (অযৌক্তিক), অতত্ত্বার্থবৎ (অযথার্থ), অঙ্গং চ (ও তুচ্ছ), তৎ (সেই জ্ঞান) তামসম্ (তামস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২২ ॥

বজ্রানুবাদ । আর যে জ্ঞানের দ্বারা কোন একটি পদার্থবিশেষে সম্পূর্ণ আত্মার বিদ্যমানতার অনুভব হয়, সেই অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞানই তামস জ্ঞান ॥ ২২ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম । বহিতি । যত্ত্ব জ্ঞানং কৃৎসবৎ সমস্তবৎ সৰ্ব্ববিষয়মিবৈকস্মিন্ কার্যো দেহে বহির্বা প্রতিমাদৌ সত্তমেতাবানবাস্তবো বা । নাতঃ পরমস্তীতি । যথা নগ্নরূপণকাদীনাং শরীরান্তর্কর্তী দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা পাষণদাকর্ষাদিমাত্রম্ । ইতোবমেকস্মিন্ কার্যো সত্তমহৈতুকং হেতুবর্জিতং নিযুক্তিকং নিষ্প্রমাণকমতত্ত্বার্থবদ্যথাত্ত্বার্থবৎ । যথাত্ত্বতোহর্থস্তত্ত্বার্থঃ । সোহস্য জ্ঞেয়ত্বতোহস্তীতি তত্ত্বার্থবৎ । ন তত্ত্বার্থবদতত্ত্বার্থবৎ । অহৈতুকত্বাদেবান্ধং চ । অল্পবিষয়-ত্বাদল্পফলত্বাৎ । তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ । তামসানাং হি প্রাণিনামবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তামসং জ্ঞানমাহ—যদিতি । একস্মিন্ কার্যো দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎসবৎ পরিপূর্ণবৎ সত্তম্—এতাবানবাস্তবো বা ইত্যভিনিবেশযুক্তম্ । অহৈতুকং নিরূপপত্তিকম্ । অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ । অত এবান্ধং তুচ্ছম্ । অল্প-বিষয়ত্বাৎ । অল্পফলত্বাৎ । যদেবস্তুতং জ্ঞানং তত্ত্বামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মা অখণ্ড ও সৰ্ব্বব্যাপী । সেই পরিপূর্ণ আত্মা কোন একটি দেহবিশেষে বা কোন একটি মূর্তিবিশেষে অথবা কোন একটি কার্যাবিশেষে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ বা সংস্থিত, অর্থাৎ সেই নিরূপিত দেহ, বিগ্রহ বা কার্য বাতীত আত্মা আর কোথাও নাই, এতাদৃশ বুদ্ধি তামস জ্ঞান হইতে উদ্ভূত । এই জ্ঞান আত্মার নিতাত্ত্ব ও বিভূত্বের বিরোধী । ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ২০, ২১, ২২ শ্লোকে ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ জ্ঞান ও ৩০, ৩১, ৩২ শ্লোকে শাখ্যাত ত্রিবিধ বুদ্ধির সম্বন্ধ একত্র আলোচনা করিলে উভয়ই বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইবে ॥ ২২ ॥

অল্পবোধিনী । অরাগদ্বেষতঃ (রাগদ্বেষবর্জন হেতু) অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাংক্ষাশূন্য-বাস্তিকর্তৃক) নিয়তং (নিত্য) সঙ্গরহিতম্ (আসক্তিবিশীনভাবে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) যৎ কৰ্ম্ম (যে কৰ্ম্ম) তৎ (তাহা) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক কৰ্ম্ম) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৩ ॥

যত্ন কামেপ্সুনা কৰ্ম সাহকারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । ফলকামনারহিত পুরুষ সঙ্গুণ্য ও রাগদ্বেষাদিবর্জিত হইয়া যে নিত্য কৰ্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক কৰ্ম ॥ ২৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অথেনানীং কৰ্মমগ্নৈববিধ্যমুচ্যতে—নিয়তমিতি । নিয়তং নিত্যম্ । সঙ্গরহিতমাস্তিবর্জিতম্ । অরাগদ্বেষতঃ কৃতং—রাগপ্রযুক্তেন দ্বেষপ্রযুক্তেন চ কৃতং রাগদ্বেষতঃ কৃতম্ । তদ্বিপরীতং কৃতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ । অফলপ্রেপ্সনা—ফলং প্রেপ্সতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ ফলতৃষ্ণাঃ । তদ্বিপরীতেনাফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ত্তা কৃতং কৰ্ম যত্নং সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং ত্রিবিধং কৰ্মমাহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ । নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতম্ । সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যম্ । অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি । ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ । তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কৰ্ত্তা যৎ কৃতং কৰ্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ ত্রিবিধ জ্ঞানের নিরাপণ করিয়া এক্ষণে ত্রিবিধ কৰ্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন । দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি অঙ্গযুক্ত অগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যোপাসনাদি যে যে কৰ্ম, “আমি মহাযাজিক, আমার সমান যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই” এই প্রকার অভিমান ও গর্ব বর্জন পূর্বক অনুষ্ঠিত হয়, যে কৰ্ম কৰ্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব বা রাগ-দ্বেষাদি সম্পর্কশূন্য হইয়া সম্পাদিত হয় (অর্থাৎ এই কার্যে আমার সম্মান বাড়িবে অথবা অমুক শত্রু পরাভূত হইবে—এইরূপ ভাবের উদয় না হয়), সে কৰ্ম সাত্ত্বিক ॥ ২৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । পুনঃ তু (আর) কামেপ্সুনা (সকাম) সাহকারেণ বা (অথবা অহকারী ব্যক্তি কৰ্ত্তৃক) বহুলায়াসং (অতিক্রমশ্রম) যৎ (যে) কৰ্ম (কৰ্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । সকাম বা অহকারযুক্ত ব্যক্তি যে কৃচ্ছ্রসাধ্য কাম্য কৰ্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, সেই কাম্য কৰ্মসমূহ রাজস ॥ ২৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যদিতি । যত্ন কামেপ্সুনা কৰ্মফলপ্রেপ্সুনেত্যাঃ । কৰ্ম সাহকারেণ বা—সাহকারেণেতি ন তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষয়া । কিং তর্হি ? লৌকিকশ্রোগ্রিয়নিরহকারাপেক্ষয়া । যো হি পরমার্থনিরহকার আত্মবিন্ তস্যা কামেপ্সুত্ববহুলায়াসকৰ্ত্তৃত্বপ্রাপ্তিরন্তি । সাত্ত্বিকস্যাপি কৰ্মগোহনাঅ-বিৎ সাহকারঃ কৰ্ত্তা । কিমুত রাজসভাগসয়োঃ ? লোকেহনাঅবিদপি শ্রোগ্রিয়ো নিরহকার উচ্যতে—নিরহকারোহয়ং ব্রাহ্মণ ইতি । তস্মাত্তদপেক্ষয়েব সাহকারেণ বেতু্যন্তম্ । পুনঃশব্দঃ পাদপূরণার্থঃ । ক্রিয়তে বহুলায়াসং কৰ্ম মহত্যায়াসেন নির্বর্ততে । তৎ কৰ্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্ ।
মোহাদারভাতে কৰ্ম্ম যন্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসঃ কৰ্ম্মাহ যদিতি । যত্ন কৰ্ম্ম কামেপ্সুনা ফলং
প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহস্কারেণ বা মৎসমঃ কোহনাঃ শ্রোগ্রিয়োহস্তীতোবং নিরুঢ়াহস্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে
যচ্চ পুনর্বহলায়াসমতিক্লেশযুক্তম্ তৎকৰ্ম্ম রাজসমুদাহৃতম ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বর্গাদিফল লাভ যাঁহার হৃদয়ের লক্ষ্য, তিনিই কাম্য কৰ্ম্মের
অনুষ্ঠান করেন। নিত্য কৰ্ম্ম না করিলে যেমন প্রতাবায়ভাগী হইতে হয়, কাম্য কৰ্ম্ম না করিলে
কামনার অসিদ্ধ ব্যতীত মনুষ্যকে সেরূপ কোন প্রতাবায়ভাগী হইতে হয় না। কারণ কাম্য কৰ্ম্মের
নিত্যতা নাই বলিয়া কামনা সিদ্ধ হইলে আর তাহা অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয় না। কাম্য
কৰ্ম্ম সাধন করিবার সময় যদি তাহার কোন একটী অঙ্গের হানি হয়, তাহা হইলেই অনুষ্ঠাতা
তজ্জনিত ফলে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সাঙ্গোপাঙ্গ সকাম কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান কালে কৰ্ম্মীকে
অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। রাজস কৰ্ম্মের মূল অভিমান ও কামনা ॥ ২৪ ॥

অবয়বোধিনী। অনুবন্ধং (ভাবি শুভাশুভ), ক্ষয়ং (ধনক্ষয়) হিংসাং (হিংসা)
পৌরুষং চ (ও স্বসামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিচার না করিয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ (যে)
কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) আরভাতে (আরম্ভ করা হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস) [বলিয়া] উচ্যতে
(কথিত হয়) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভাবি অশুভ, ক্ষয়, হিংসা, পৌরুষ আদি বিচার না করিয়া
অবিবেকবশতঃ যে কৰ্ম্মের আরম্ভ করা হয় তাহা তামস ॥ ২৫ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। অনুবন্ধমিতি । অনুবন্ধং—পশ্চাত্তাবি যদন্ত সোহনুবন্ধ উচ্যতে । তৎ
চানুবন্ধম্ । ক্ষয়ং—যস্মিন্ কৰ্ম্মণি ক্রিয়মাণে শক্তিক্ষয়োহর্থক্ষয়ো বা স্যাত্তং ক্ষয়ম্ । হিংসাং
প্রাণিপীড়াম্ । অনপেক্ষ্য চ পৌরুষং পুরুষকারং—শক্লোমীদং কৰ্ম্ম সমাপয়িতুমিত্যেবমাত্মসামর্থ্যম্ ।
ইত্যেতানানুবন্ধাদীন্যনপেক্ষ্য পৌরুষান্তানি মোহাদবিবেকত আরভাতে কৰ্ম্ম যৎ তৎ তামসং
তমোনিরুত্তমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং কৰ্ম্মাহ—অনুবন্ধমিতি । অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধঃ
পশ্চাত্তাবি শুভাশুভম্ । ক্ষয়ং বিত্তবায়ম্ । হিংসাং পরপীড়াম্ । পৌরুষং চ স্বসামর্থ্যমনবেক্ষা-
পর্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কৰ্ম্মারভাতে তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভবিষ্যতে কি কি হানি হইবে, ইহা
সাধন কালে শরীরের কত ক্লেশ, ধন বা সেনাদির কত ক্ষয় হইবে, তাহা বিবেচনা না করিয়া—
কুরুক্ষেত্র মহারণে দুর্যোধনের ন্যায় নিজ সামর্থ্যের দিকে না তাকাইয়া—কেবল কতকগুলি জীব-
হিংসার জন্য যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস ॥ ২৫ ॥

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ ।
 সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥
 রাগী কৰ্ম্মফলাপ্রেপ্সুলু'কো হিংসাত্মকোহুষ্টিচিঃ ।
 হর্ষশোকান্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ২৩, ২৪, ২৫ এই তিন শ্লোকে ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ কৰ্ম্ম এবং ২৬, ২৭, ২৮ শ্লোকে ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ কৰ্ত্তারও বিশেষ সাদৃশ্য হেতু একত্র পঠন আবশ্যিক ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী । মুক্তসঙ্গঃ (ফলকামনাবর্জিত), অনহংবাদী (অহঙ্কারশূন্য), ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৃতি ও উৎসাহ যুক্ত), সিদ্ধাসিদ্ধোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) নির্বিকারঃ (হর্ষ-বিষাদশূন্য), কৰ্ত্তা (কৰ্ত্তা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । ফলকামনাবর্জিত, অনহংবাদী, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকারচিত্ত, এইরূপ কৰ্ত্তাই সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ইদানীং কৰ্ত্তৃত্বদে উচ্যতে—মুক্তসঙ্গ ইতি । মুক্তসঙ্গো মুক্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্গো যেন স মুক্তসঙ্গঃ । অনহংবাদী নাহংবদনশীলঃ । ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ । ধৃতিধারণম্ । উৎসাহ উদামঃ । তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তো ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ । সিদ্ধাসিদ্ধোঃ—ক্ৰিয়মাণস্য কৰ্ম্মণঃ ফলসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সিদ্ধাসিদ্ধোনির্বিকারঃ । কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণেন প্রযুক্তঃ ন ফলরাগাদিনা । যঃ স নির্বিকার উচ্যতে । এবংভূতঃ কৰ্ত্তা যঃ স সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কৰ্ত্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতিত্রিভিঃ । মুক্তসঙ্গস্তাত্ত্বিক-ভিনিবেশঃ । অনহংবাদী গর্বোত্তিরহিতঃ । ধৃতির্ধৈর্যম্ । উৎসাহ উদামঃ । তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ । আরম্ভস্য কৰ্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্বিকারো হর্ষবিষাদশূন্যঃ । এবংভূতঃ কৰ্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ত্রিবিধ কৰ্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে ভগবান্ ত্রিবিধ কৰ্ত্তা নিরূপণ করিতেছেন । যিনি মুক্তসঙ্গ বা ফলত্যাগী,—“আমি কৰ্ত্তা,” “আমি ভোক্তা” বলিয়া যাঁহার অভিমান নাই যিনি গুণবান্ হইয়াও গুণের অহঙ্কার করেন না, যিনি বিঘ্ন আদি গ্রস্ত হইয়াও তাহাতে উদ্বিগ্ন হয়েন না, এবং “এই কৰ্ম্ম অবশ্যই সাধন করিব” এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি, কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহাতে সুফলই হউক বা কুফলই হউক, তন্নিমিত্ত যাঁহার মন হাট বা ক্লিষ্ট হয় না, যিনি কেবল শাস্ত্র অনুসারে কৰ্ত্তব্যবোধে কৰ্ম্ম সাধন করিয়া যান, শাস্ত্রে সেই কৰ্ত্তাই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । রাগী (বিষয়ানুরাগী), কৰ্ম্মফলাপ্রেপ্সুঃ (কৰ্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী), লুপ্তঃ (লোভী), হিংসাত্মকঃ (হিংসাপরায়ণ), অশুচিঃ (শৌচহীন), হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষ ও শোকযুক্ত), কৰ্ত্তা (কৰ্ত্তা) রাজসঃ (রাজস) [বলিয়া] পরিকীৰ্ত্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ২৭ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ শুদ্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহলসঃ ।

বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী, কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুদ্ধচিত্ত, হিংসা-পরায়ণ, অশুচি, হর্ষ ও শৌকযুক্ত, সেই কর্তা রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । রাগীতি । রাগী রাগোহস্যাস্তীতি রাগী । কর্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্মফলার্থী । লুব্ধঃ পরদ্রব্যেযু সজ্ঞাততৃষ্ণঃ । তীর্থাদৌ চ স্বদ্রব্যাপরিত্যাগী । হিংসাত্মকঃ পরপীড়াস্বভাবঃ । অশুচির্বাহ্যন্তঃশৌচবর্জিতঃ । হর্ষশোকান্বিতঃ । ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষঃ । অনিষ্টপ্রাপ্তাবিষ্টবিয়োগে চ শোকঃ । তাভ্যাং হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ সংযুক্তঃ । তসৌ চ কর্মণঃ সম্পত্তিবিপত্ত্যোহর্ষশোকৌ স্যাতাম্ । তাভ্যাং সংযুক্তো যঃ কর্তা স রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসং কর্তারমাহ—রাগীতি । রাগী পুত্রাদিষু প্রীতিমান্ । কর্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্মফলকামী । লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী । হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ অশুচি-বিহিতশৌচশূন্যঃ । লাভালাভয়োহর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পুত্র-পরিবারাদির স্নেহে ও নানা বিষয়ভোগে যাহার ইচ্ছা, পরধন-হরণে যাহার প্রবৃত্তি, এবং ধন থাকিতেও যে ব্যয়কুষ্ঠ, নিজের লাভের জন্য যে অন্যের হানি করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত শৌচাচারবর্জিত, এবং যে ব্যক্তি কার্য্য সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট এবং অসিদ্ধ হইলে দুঃখিত হয়, সেই কর্তা রাজস ॥ ২৭ ॥

অনুবোধিনী । অযুক্তঃ (অসাবধান) প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্য) শুদ্ধঃ (অনমু) শঠঃ (বঞ্চক) নৈকৃতিকঃ (পরাপমানকারী) অলসঃ (অলস) বিষাদী (বিষাদযুক্ত) দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা (ও যাহার কার্য্যে দীর্ঘকাল ব্যয় হয় এইরূপ কর্তা) তামসঃ (তামস) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । আর যে ব্যক্তি অসাবধান, বিবেকশূন্য, উদ্ধত, শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী—শাস্ত্রে সেই ব্যক্তি তামস কর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অযুক্ত ইতি । অযুক্তোহসমাহিতঃ । প্রাকৃতোহত্যন্তাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ প্রকৃতিপরবশো বালসমঃ । শুবোধা দণ্ডবন্ন নমতি কস্মৈচিৎ । শঠো মায়ারী শক্তিগৃহনকারী । নৈকৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ । অলসোহপ্রবৃত্তিশীলঃ । বিবাদী কর্তব্যোৎপাদি সর্বদাহবসন্নস্বভাবঃ । দীর্ঘসূত্রী চ কর্তব্যানাং দীর্ঘপ্রসারণঃ সর্বদা মন্দস্বভাবঃ । যদদা যো বা কর্তব্যং তন্মাসেনাপি না করোতি । যশ্চৈবন্তুতঃ স কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তামসং কর্তারমাহ—অযুক্ত ইতি । অযুক্তোহনবহিতঃ । প্রাকৃতো

বুদ্ধার্ভেদং ধৃতৈশ্চৈব গুণতন্ত্রিবিধং শৃণু । প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্তেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

বিবেকশূন্য । স্তব্ধোহনমুঃ । শঠঃ শক্তিগুহনকারী । নৈকৃতিকঃ পরাবমানী । অলসোহনুদামশীলঃ । বিষাদী শোকশীলঃ । যদ্য বা ধো বা কর্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ সঃ দীর্ঘসূত্রী এবন্তুতঃ কর্তা তামস উচ্যতে । কন্তু ত্রৈবিধো নৈব জাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুত্তং ভবতি । কৰ্ম্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যপি ত্রৈবিধ্যমুত্তং জ্ঞাতবাম্ । বুদ্ধে ত্রৈবিধ্যেন করণস্যপি ত্রৈবিধ্যমুত্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্তিপ্রযুক্ত কর্তব্য কার্যে সতর্ক থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি শাস্ত্রসংস্কারবর্জিত, যে ব্যক্তি গুরু বা দেবতাদির সম্মুখে নম্র ভাব ধারণ না করে, যে ব্যক্তি নিজ মনের ভাব গোপন করিয়া অনাকে প্রবঞ্চনা করে, “ইহা আমার পরমোপকারী, ইহা পাইলে আমি পরমোপকৃত হইব,” —এইরূপ বলিয়া স্বার্থ সাধনার্থ যে ব্যক্তি অন্যের জীবিকারূতি ছেদন করে, যে ব্যক্তি অবশ্য কর্তব্য কার্য্য করিতেও আলস্য করে, যাহার চিত্ত সর্বদাই অসন্তুষ্ট বা অনুশোচনায়ুক্ত, যে ব্যক্তি একটী সামান্য কার্য্য করিতেও শিথিলপ্রযত্ন অথবা নানা চিন্তা করিতে থাকে, এইরূপ ব্যক্তি তামস কর্তা বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয় !) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতৈঃ চ (ও ধৃতির) গুণতঃ এব (গুণানুসারে) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) পৃথক্তেন (পৃথক্ পৃথক্) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (যাহা বলা হইতেছে) [সেই] ভেদং (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ধনঞ্জয় ! সত্ত্বাদিগুণভেদে বুদ্ধির ও ধৃতির তিন তিন প্রকার ভেদ আমি তোমাকে সমগ্ররূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

শাস্ত্ররত্নাবলম্বী । বুদ্ধেভেদমিতি । বুদ্ধেভেদং ধৃতৈশ্চৈব ভেদং গুণতঃ সত্ত্বাদিগুণতন্ত্রিবিধং শৃণুতি সূত্রোপন্যাসঃ । প্রোচ্যমানং কথ্যমানমশেষেণ নিরবশেষতো যথাবৎ পৃথক্তেন বিবেকতো ধনঞ্জয় । দিগ্বিজয়ে মানুষং দৈবং চ প্রভুতং ধনং জিতবান্ তেনাসৌ ধনঞ্জয়োহজ্জুনঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং বুদ্ধে ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে—বুদ্ধেভেদ-মিতি স্পষ্টোক্তার্থঃ ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কর্তা চ”, (জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও কর্তা) ইত্যাদির প্রকার-ভেদ বলা হইল । এক্ষণে “মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যৎসাহসমন্বিতঃ” (২৬ শ্লোক) বচনে যে বুদ্ধি ও ধৃতির সূচনা করিয়াছেন, ভগবান্ তাহারই প্রকারভেদ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছেন । যে বৃত্তির প্রভাবে বস্তুবিষয়াদির নিশ্চয় হয় তাহার নাম বুদ্ধি । ধৃতি বুদ্ধিরই বৃত্তিবিশেষ । সত্ত্বাদিগুণভেদে তাহার লক্ষণ কিরূপ হয় তাহাই সর্বজ্ঞ ভগবান্ অজ্ঞানকে অবহিতচিন্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন । কি গ্রাহ্য ও কি অগ্রাহ্য, ভগবান্ সমস্তই বিবৃতরূপে ব্যাখ্যান করিতেছেন । এখানে বুদ্ধি ও ধৃতি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রতি লক্ষিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকাৰ্য্য ভয়াভয়ে ।

বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

যয়া ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মং চ কার্য্যং চাকাৰ্য্যমেব চ ।

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী । পার্থ (হে পার্থ !) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি) কার্য্যাকাৰ্য্যে (কার্য্য ও অকার্য্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং (বন্ধন) মোক্ষং চ (ও মুক্তি) যা (যে বুদ্ধি) বেত্তি (বিদিত হয়) সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ হে পার্থ ! যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি পরিস্ফুট হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

শাস্ত্ররত্নাশ্রয়ম্ । প্রবৃত্তিমিতি । প্রবৃত্তিং চ—প্রবৃত্তিঃ প্রবর্তনং বন্ধহেতুঃ কৰ্ম্মমার্গঃ । নিবৃত্তিং চ—নিবৃত্তিশ্চৈবাহেতুঃ সংন্যাসমার্গঃ । বন্ধমোক্ষসমানবাক্যত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তৌ কৰ্ম্মসংন্যাস-মার্গাবিতাবগম্যাতে । কার্য্যাকাৰ্য্যে বিহিতপ্রতিষিদ্ধে লৌকিকে বৈদিকে বা শাস্ত্রবুদ্ধেঃ কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যে করণাকরণে ইত্যোতৎ । কস্য ? দেশকালাদ্যপেক্ষয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থানাং কৰ্ম্মণাম্ । ভয়াভয়ে । বিভেতাস্মাদিতি ভয়ং চৌরব্যাঘ্রাদি । তদ্বিপরীতমভয়ম্ । ভয়ং চাভয়ং চ ভয়াভয়ে দৃষ্টাদৃষ্টয়ো-র্ভয়াভয়য়োঃ কারণে ইত্যর্থঃ । বন্ধং সহৈতুকং মোক্ষং চ সহৈতুকং যা বেত্তি বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী । তত্র জ্ঞানং বুদ্ধিবৃত্তিঃ । বুদ্ধিস্ত বৃত্তিমতী । ধৃতিরপি বৃত্তিবিশেষ এব বুদ্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তত্র বুদ্ধেঃ স্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতিজিভিঃ । প্রবৃত্তিং ধৰ্ম্মে । নিবৃত্তিমধৰ্ম্মে । যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যমকার্য্যং চ । ভয়াভয়ে কার্য্যাকাৰ্য্যানিমিত্তাবর্থানর্থৌ । কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি সা সাত্ত্বিকী । যয়া পুমান্ বেত্তীতি বস্তব্যে কারণে কৰ্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । প্রবৃত্তিমার্গ কৰ্ম্মকাণ্ড, ও নিবৃত্তিমার্গই সন্যাসধৰ্ম্ম । প্রবৃত্তিমার্গের কৰ্ম্মের নাম কার্য্য, এবং নিবৃত্তিমার্গে থাকিয়া যে কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা অকার্য্য । প্রবৃত্তিমার্গে স্থিতি জনা গৰ্ভবাসাদি যে দুঃখ উপপন্ন হয় তাহার নাম ভয়, এবং নিবৃত্তিমার্গে অবলম্বন জন্য তদুঃখনিবৃত্তির নাম অভয় । প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃত কৰ্ত্তৃত্বাভিমানাদির নাম বন্ধন এবং নিবৃত্তি-মার্গে তত্ত্বজ্ঞানকৃত অজ্ঞানতিরোভাবের নাম মোক্ষ । যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয়রূপে এই সকল বিষয় বিদিত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী । পার্থ (হে পার্থ !) যয়া চ (যে বুদ্ধির দ্বারা) [মনুষ্য] ধৰ্ম্মম্ (ধৰ্ম্ম) অধৰ্ম্মং চ (ও অধৰ্ম্ম) কার্য্যম্ (কার্য্য) অকার্য্যম্ এব চ (ও অকার্য্য) অযথাবৎ (সন্দ্বিধরূপে) প্রজানাতি (জানিতে পারে) সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) রাজসী (রাজসী) ॥ ৩১ ॥

অধর্মঃ ধর্মমিতি যা মত্ততে তমসাবৃত্য ।

সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য অথবাৎ অর্থাৎ সন্দ্বিধরূপে জানিতে পারা যায়, সে বুদ্ধি রাজসী ॥ ৩১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যয়েতি । যয়া ধর্মঃ শাস্ত্রচোদিতম্ । অধর্মঃ চ তৎপ্রতিষিদ্ধঃ । কার্যং চাকার্যমেব চ পূর্বোক্তে এব কার্য্যাকার্য্যো । অথথাবৎ ন মথাবৎ সর্বতো নির্ণয়েন ন প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসীং বুদ্ধিমাহ - যয়েতি । অথথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেতার্থঃ । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রবিহিত কর্মের নাম ধর্ম, এবং তন্নিষিদ্ধ কর্মের নাম অধর্ম । ধর্ম এবং অধর্ম উভয়েরই অদৃষ্ট । কার্য ও অকার্য উভয়ের ফল দৃষ্ট । রাজসী বুদ্ধির দ্বারা অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট কোন ফলই ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না । এই বুদ্ধির অস্পষ্ট আলোকে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৩১ ॥

অনুবোধিনী । পার্থ (হে পার্থ) যা (যে বুদ্ধি) অধর্মঃ (অধর্মকে) ধর্মম ইতি (ধর্ম বলিয়া) মন্যতে (মনে করে), [এবং] সর্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ চ (বিপরীত) [বলিয়া মনে করে], তমসা আবৃত্য (অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত) সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) তামসী (তামসী) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ! যে বুদ্ধি অন্ধকারাবৃত হইয়া অধর্মকে ধর্ম এবং সকল প্রকার বিষয়কেই বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, সে বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অধর্মমিতি । অধর্মঃ প্রতিষিদ্ধম্ । ধর্মঃ বিহিতম্ । ইতি যা মন্যতে জানাতি তমসাবৃত্য সতী । সর্বার্থান্ সর্বান্বেব জ্ঞেয়পদার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বিপরীতান্বেব জানাতি । বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্মমিতি । বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধি-স্তামসীতার্থঃ । বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্বোক্তম্ । জ্ঞানং তু তদ্বৃতিঃ । ধৃতিরপি তদ্বৃতিরিব । যদ্বা—অন্তঃকরণস্য ধর্মিণো বুদ্ধিরপ্যধাবসায়লক্ষণা বৃত্তিরিব । ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুত্বেহপি ধর্মাদধর্মোভয়সাধনত্বেন* প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্ । উপলক্ষণং চৈতদন্যাসাম্ ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । তমোরূপ মহান্ দোষ (মোহাঙ্ক অজ্ঞান) বিশেষদর্শনের সম্পণ

* ধর্মাদধর্মোভয়সাধনত্বেন ইতি পাঠান্তরম্ ।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।

যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

বিরোধী । বুদ্ধি যখন এই দোষে অভিভূত হয়, তখন অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রতীতি জন্মে (অর্থাৎ অদৃষ্ট ফল লাভের জন্য চিত্ত অগ্রসর হয় না) । যে সকল কার্য্য বস্তুতঃ সুখপ্রদ, তাহা দুঃখদায়ক বলিয়া, এবং যাহা দুঃখপ্রদ তাহা সুখদায়ক বলিয়া বোধ হয় । এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই লোক-সকল তত্ত্বজ্ঞ ঋষি ও যোগীদিগকে হেয় ও অসভ্য বলিয়া এবং বিষয়াসক্ত মহাস্বার্থপর শিল্পচতুর বাস্তিদিগকে উচ্চশিক্ষিত ও সুসভ্য বলিয়া মনে করে । এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই যাগ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, দেবার্চনাদিকে কুসংস্কার বলিয়া, এবং বর্ণাশ্রমধর্ম পরিহারপূর্ব্বক আশাস্ত্রীয় দ্বেচ্ছাচারকে মার্জিত সংস্কার বলিয়া উপলব্ধি হয় । এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই সঙ্কর্ম্মমূলক সদাচার, সদাহার ও সদ্ভাবহার পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং অনার্য্য ও কদর্য্য আচার আহালাদি করাকে লোকে নিজ নিজ পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকে । বলিতে কি, মনুষ্য তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই নিজ পরমশ্রেয়ঃ-সাধনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনি আপনাকে বিনষ্ট করিতে থাকে ॥ ৩২ ॥

অবয়বোদ্ভিনী । পার্থ (হে পার্থ !) যোগেন (একাগ্রতা বশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (ঐকান্তিক) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতির দ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদয়) ধারয়তে (এক পদার্থের ধারণ করা যায়) সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) সাত্ত্বিকী (সত্ত্বগুণপ্রধান) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগের দ্বারা মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তিকে নিরোধ করে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । ধৃত্যেতি । ধৃত্যা যয়াব্যভিচারিণ্যেতি বাবহিতেন সম্বন্ধঃ । ধারয়তে—কিম্ ? মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ । মনশ্চ প্রাণাশ্চেন্দ্রিয়াণি চ মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণি । তেষাং ক্রিয়াশ্চেষ্টাঃ । তা উচ্ছান্তমার্গপ্রবৃত্তেধারয়তে ধারয়তি । ধৃত্যা হি ধার্য্যমাণা উচ্ছান্তমার্গবিষয়া ন ভবতি । যোগেন সমাধিনা । অব্যভিচারিণ্যা নিত্যসমাধানুগত্যেত্যর্থঃ । এতদুক্তং ভবতি—অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধার্য্যমাণা যোগেন ধারয়তীতি । যৈবংলক্ষণা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং ধৃত্যেত্বেবিধামাহ—ধৃত্যেতিগ্ৰিতিঃ । যোগেন চিত্তেকাগ্রোপ হেতুনা । অব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়া ধারয়তে নিষচ্ছতি সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে ধৃতি (চিত্তের একাগ্রতাবশতঃ) মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মার্গে বিচরণ করিতে দেয় না, অর্থাৎ নিরন্তর অনুকূল বৈধ বিয়য়েই তাহাদের কার্য্যাচেষ্টা আবদ্ধ বা সামাহিত রাখে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন ।
 প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥
 যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।
 ন বিমুঞ্চতি দুর্শ্লেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । সাত্ত্বিকী ধৃতিই সকাম ধর্ম, অর্থ ও কাম (বিষয়) ভোগের পরিবর্তে মনকে প্রধানতঃ মোক্ষমার্গানুকূল সমাধিতৎপর করে । সাত্ত্বিকী ধৃতির বলেই ভক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ হয়, এবং প্রেম ও পরবৈরাগ্যবশতঃ সাধকের ভগবানে তন্ময়তা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । পার্থ (হে অর্জুন !) যয়া (যে) ধৃত্যা তু (ধৃতির দ্বারা) [মনুষ্য] ধর্মকামার্থান্ (ধর্ম, কাম ও অর্থ) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে) [এবং] প্রসঙ্গেন (সেই সেই প্রসঙ্গে) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলাকাঙ্ক্ষী) [হয়] সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) রাজসী (রাজসী) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । কর্তৃত্বাদিতে অভিনিবেশ পূর্বক ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য ধর্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যয়েতি । যয়া তু ধর্মকামার্থান্—ধর্মশ্চ কামশ্চার্থশ্চ ধর্মকামার্থাঃ । তান্ ধর্মকামার্থান্ । ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনসি নিত্যকর্তব্যারূপানবধারণয়তি । হে অর্জুন । প্রসঙ্গেন যস্য যস্য ধর্মাধেধারণপ্রসঙ্গেন তেন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি যঃ পুরুষঃ । তস্য ধৃতির্যা সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া দ্বিতি । যয়া তু ধৃত্যা ধর্মার্থকামান্ প্রধানেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি । তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি । সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

গীতাংসন্দীপনী । যে ধৃতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির অনুকূল, তাহাই শ্রেষ্ঠ । কিন্তু রাজসী ধৃতি মনুষ্যকে মুক্তির জন্য ধর্মাাদিতে আরূঢ় না রাখিয়া স্বর্গাদি ফল লাভের জন্যই তত্ত্বাৎ সাধনের আনুকূল্য করে । যজ্ঞাদি কর্মজনিত পুণ্যরূপ অপূর্বের নাম ধর্ম । বিষয়জনিত সুখের নাম কাম, এবং ধনাদি পদার্থের নাম অর্থ । রাজসবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ ফলাভিলাষী হইয়াই ত্রিবর্গ সাধনে প্ররুত হয় ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী । দুর্শ্লেধাঃ (দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতির দ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিষাদং (বিষাদ) মদং চ এব (ও মদ) ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না) সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) তামসী (তমঃপ্রধান) [বলিয়া] মতা (অভিহিত) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতির সাহায্যে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ কদাচ পরিত্যাগ করে না, তাহার নাম তামসী ধৃতি ॥ ৩৫ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যয়েতি । যয়া স্বপ্নং নিদ্রাম্ । ভয়ং ভ্রাসম্ । শোকং সন্তাপম্ । বিষাদমবসাদং বিষণ্ণতাম্ । মদং বিষয়সেবাম্ । আত্মনো বহু মন্যমানো মত্ত ইব মদমেব চ মনসি নিত্যমেব কৰ্ত্তব্যরূপতয়া কুৰ্ব্বন্ন বিমুক্তি—ধারণ্যতোব দুর্শ্মেধাঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুষো যন্তস্য ধূতিৰ্য্য সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তামসীং ধূতিমাহ—যয়েতি । দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্শ্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধূতা স্বপ্নাদীন বিমুক্তি পনঃ পনরাবর্তয়তি—স্বপ্নোহত্র নিদ্রা সা ধূতিস্তামসী ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এখানে নিদ্রাই স্বপ্নরূপে কথিত হইয়াছে । যে ধূতি এইরূপ স্বপ্ন, প্রতিকূলবস্তুর দর্শনজনিত ভ্রাস, ইষ্টবস্তুর বিয়োগজনিত শোক, মনোবৈকল্যরূপ বিষাদ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়সেবনতৎপরতারূপ মদরক্তিকে বিদূরিত করিতে দেয় না, অথবা যে ধূতির প্রভাবে এই সমস্ত রুত্তিই উত্তম বলিয়া নিশ্চয় হয়, তাহা তামসী ধূতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবোধধিনী । ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ !) ইদানীং তু (এক্ষণে) ত্রিবিধং (ত্রিবিধ) সুখং (সুখ) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর), যত্র (যে স্থানে) [মনুষ্য] অভ্যাসাৎ (অভ্যাসবশতঃ) রমতে (প্রীতি লাভ করে) দুঃখান্তং চ (ও দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভরতর্ষভ ! অভ্যাসবশতঃ যে সুখে আসক্তি বৃদ্ধি পায় ও যে সুখ প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবসান হয়, [আমি] সেই সুখের ত্রিবিধ প্রকারভেদ [কহিতেছি], তুমি [অবহিতচিত্তে] শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । গুণভেদেন ক্রিয়াগাং কারকাগাং চ ত্রিধা ভেদ উক্তঃ । অথেদানীং ফলস্যা চ সুখস্য ত্রিবিধো ভেদ উচ্যতে—সুখমিতি সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং—শৃণু—সমাধানং কুৰ্ব্বিতোতৎ—মে মম ভরতর্ষভ । অভ্যাসাৎ পরিচয়াদান্তে রমতে রুত্তিং প্রতিপদ্যতে যত্র যস্মিন সুখানুভবে । দুঃখান্তং চ দুঃখাবসানং দুঃখোপশমং চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ইদানীং সুখস্য ত্রিবিধং প্রতিজানীতেহর্কেন—সুখমিতি । স্পষ্টোহর্থঃ । তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি সাক্ষ্যেন । যত্র যস্মিন্শ্চ সুখহভ্যাসাদিত-পরিচয়াদ্রমতে । ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রুত্তিং প্রাপ্নোতি । যস্মিন্ রমমাগচ্ছ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।

তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ক্রিয়া ও কৰ্ত্তার প্রকারভেদ সমস্ত কথিত হইল । এক্ষণে সেই ক্রিয়া ও কৰ্ত্তৃ-জনিত সুখরূপ ফলের সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার ভেদ ভগবান্ ব্যাখ্যা করিতেছেন । কোন্ সুখ গ্রাহ্য এবং কোন্ সুখ পরিত্যাজ্য তাহাই বুঝিবার জন্য ভগবান্ অজ্ঞানকে সাবধান করিলেন । “অভ্যাসাদ্রমতে যত্র” ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে সাত্ত্বিক সুখের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । যম-নিয়মাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া অভ্যাসযোগে অধিকারী ব্যক্তি এই সমাধি সুখে রমণ—অর্থাৎ অনুভব-পূৰ্ব্বক পরিতৃপ্তি লাভ—করিয়া থাকেন । বিষয় সুখের ন্যায় ইহাতে আশু তৃপ্তি হয় না । বিষয় সুখের অবসান হইলেই আবার দুঃখের উদয় হয় ; কিন্তু এ সুখের শেষ ভাগে দুঃখোদয়ের আশঙ্কা নাই, কেবল অনন্ত সুখের ধারা বহিয়া গিয়াছে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যত্তৎ (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমতঃ) বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়), পরিণামে (শেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য), আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং (যাহা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জন্মে), তৎ (সেই) সুখং (সখ) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] প্রোক্তম্ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে সুখ প্রথমতঃ বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃততুল্য বোধ হয়, এবং যে সুখদ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, [যোগী পুরুষগণ] তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যদিতি । যত্তৎ সুখমগ্রে পূৰ্ব্বং প্রথমসংনিপাতে জ্ঞানবৈরাগ্যাধ্যান-সমাধ্যারম্ভেহত্যভ্যাসপূৰ্ব্বকত্বাদ্ বিষমিব দুঃখাত্মকং ভবতি । পরিণামে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিপরিপাকজং সখ্যমমৃতোপমম্ । তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং বিদ্বন্ভিঃ । আত্মনো বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ । আত্মবুদ্ধেঃ প্রসাদো নৈশ্মলাৎ সলিলবৎ স্বচ্ছতা । ততো জাতমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ । আত্মবিষয়া বাত্মাবলম্বনা বা বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ । তৎপ্রসাদপ্রকর্যাদ্বা জাতমিত্যেতৎ । তস্মাৎ সাত্ত্বিকং তৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরশ্যামিকৃতটীকা । কীদৃশং তৎ? যত্তদिति । যত্তৎ কিমপাগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনদ্বাদুঃখাবহমিব ভবতি । পরিণামে ত্রমৃতসদৃশম্ । আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ । তস্যাঃ প্রসাদো রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াহবস্থানম্ । ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সাত্ত্বিক সুখ জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধি আদি দ্বারা সাধিত হয় । জ্ঞানাদি সাধন করিতে মানুষের প্রথম বড় ক্লেশ বোধ হয়, কেননা উহা মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ; কিন্তু এতাবৎ বিধিপূৰ্ব্বক সিদ্ধ হইলে পরিণামে পরমানন্দদায়ক বোধ হয় ।

বিষয়েজ্জিয়সংযোগাদ্যন্তদগ্রেহ্মতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎ সূখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সূখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিদ্রালম্প্রমাদোখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

নিদ্রা ও আলস্যাদিদোষবজ্জিত হইয়া স্বচ্ছন্দতাপূর্বক সংস্থিতির নাম আনন্দবুদ্ধিপ্রসাদ । সাত্ত্বিক সুখ এই আনন্দজনের নিত্য অনুগত । অনান্দবুদ্ধির নিরতি হইয়া গেলে যে সমাধিসুখের উদয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ ॥ ৩৭ ॥

অনুবোধিনী । বিষয়েজ্জিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইজ্জিয় সংযোগ হইতে) [উৎপন্ন] যন্তৎ (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমং (অমৃতবৎ) [কিন্তু] পরিণামে (পরিণামে) বিষম্ ইব (বিষতুল্য) তৎ (সেই) সুখং (সুখ) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত হয় ॥ ৩৮ ॥

বজ্জানুবাদ । বিষয় ও ইজ্জিয়ের সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয়, এবং যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ ॥ ৩৮ ॥

শাক্তব্রহ্মাণ্ডম্ । বিষয়েতি । বিষয়েজ্জিয়সংযোগাদ্ জায়তে যৎ সূখং তৎ সূখং অগ্রে প্রথমক্ষণেহ্মতোপমমমৃতমমম্ । পরিণামে বিষমিব বলবীৰ্য্যরূপপ্রজ্ঞামেধাধনোৎসাহহানিহেতুত্বাৎ অধর্ম্মতজ্জনিতনরকাদিহেতুত্বাচ্চ । পরিণামে তদুপভোগবিপরিণামান্তে বিষমিব । তৎ সূখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । রাজসং সুখমাহ—বিষয়েতি । বিষয়াণামিজ্জিয়াণাং চ সংযোগাদ্যন্তৎ প্রসিদ্ধং জীসংসর্গাদিসুখমমৃতমপমমাস্য তাদৃশং ভবতাগ্রে প্রথমম্ । পরিণামে তু বিষতুল্যম্ । ইহামুক্ত চ দুঃখহেতুত্বাৎ । তৎ সূখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইজ্জিয়ের সম্বন্ধ বশতঃ যে সুখের উৎপত্তি হয়—অর্থাৎ সুস্থির শ্রবণে, সুরূপ দর্শনে, সুমধুর রস আশ্বাদনে, সুগন্ধ আশ্রাণে, সুকোমল স্পর্শে বা জীসজ্ঞমাদিতে যে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা রাজস সুখ । এই সুখ লাভে মন-ইজ্জিয়াদি সংযত করিতে হয় না বলিয়া প্রথমতঃ পরম সুখকর, এবং এই সুখের বিচ্ছেদকালে ভোক্তার ঐহিক ও পারলৌকিক বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিয়া পরিণামে উহা বিষবৎ বোধ হইয়া থাকে । ঐদৃশ বৈষয়িক সুখকে সাধুগণ রাজস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ৩৮ ॥

অনুবোধিনী । যৎ চ (যে) সখং (সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (ও পরিণামে) আত্মনঃ (বুদ্ধির) মোহনং (মোহকর) নিদ্রালম্প্রমাদোখং (নিদ্রা, আলস্য

ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সত্ত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্যাভিভিঃ ৭ৈঃ ॥ ৪০ ॥

ও অনবধানত হইতে উৎপন্ন) তৎ (সেই সুখ) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে সুখ প্রাপ্তিতে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহমুক্ত করে, এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামস সুখ ॥ ৩৯ ॥

শাক্তরশ্মিকৃতটীকা । যদগ্রে চেতি । যদগ্রে চানুবন্ধে চাবসানান্তরকালে সুখং মোহনং মোহকরমাত্মনঃ । নিদ্রালস্যপ্রমাদোৎপন্ন--নিদ্রা চালস্যং চ প্রমাদশ্চেত্যেতত্ত্বাঃ সমুত্তীর্ণতীতি নিদ্রালস্যপ্রমাদোৎপন্নম্ । তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তামসং সখমাহ--দিত্তি । অগ্রে চ প্রথমক্ষণেহনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরম্ । তদেবাহ--নিদ্রা চালস্যং চ প্রমাদশ্চ কৰ্ত্তব্যার্থাবধারণ-রাহিত্যেন মানোগ্রাহ্যমেতত্ত্বা উত্তীর্ণতীতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে সুখ আত্মজ্ঞান হইতে বা বিদ্যায়ৈন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কেবল তন্দ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, সাধগণের মতে তাহাই তামস সুখ ॥ ৩৯ ॥

অনুবোধিনী । পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (অথবা দেবতাদিগের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং (এমন প্রাণী বা পদার্থ) ন অস্তি (নাই) যৎ (যাহা) এভিঃ (এই) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) ভিঃ ৭ৈঃ (তিনগুণ কৰ্ত্তৃক) মুক্তং স্যাৎ (বিমুক্ত আছে) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ । পৃথিবীতে বা স্বর্গে অথবা দেবতাদিগের মধ্যে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহাতে প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ নাই ॥ ৪০ ॥

শাক্তরশ্মায়ম্ । অথৈদানীং প্রকরণোপসংহারার্থঃ শ্লোক আরভাতে--নেতি । ন তদন্তি তদন্তি পৃথিব্যাং বা মনুষ্যাদি সত্ত্বং প্রাণিজাতম্ । অন্যদ্বা অপ্ৰাণিজাতম্ । দিবি দেবেষু বা পুনঃ সত্ত্বম্ । প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈরেভিঃ তিনগুণৈঃ সত্ত্বাদিভিস্তত্ত্বং পরিত্যক্তং যৎ স্যাভবেৎ । ন তদন্তীতি পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অনুক্তমপি সংগৃহ্যন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি--ন তদিত্তি । এভিঃ প্রকৃতিসত্ত্ববৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ তিনগুণৈঃ সত্ত্বং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতম্ । অন্যদ্বা যৎ স্যাৎ তৎ । পৃথিব্যাং মনুষ্যালোকাদিসু দিবি দেবেষু চ ক্বাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ ।

কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশ্চৈঃ ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ণ্ডগত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির বৈষম্য হইলেই ণ্ডগত্রয়ের স্ফূরণ হয়। প্রকৃতি শব্দে কেহ কেহ মায়া বা জন্মান্তরীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম-জনিত সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি যে অর্থে গ্রহণ করুন না কেন, পরমাত্মা বাতীত অন্যত্র কোন বস্তুই ত্রিগুণময় পাশরূপ বন্ধন এড়াইতে পারে না। তখন হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকলই ত্রিগুণময় মায়া রূপ রজ্জ্বতে গ্রথিত রহিয়াছে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। পরন্তপ (হে পরন্তপ !) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশাদিগের) শূদ্রাণাং চ (ও শূদ্রগণের) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ (স্বভাবজাত) ণ্ডৈঃ (ণ্ডগসমূহ দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ! স্বভাবজ ণ্ডানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কৰ্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। সৰ্ব্বঃ সংসারঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সত্ত্বরজস্তমোগাঙ্কোহবিদ্যা-পরিকল্পিতঃ সমুলোহনর্থ উক্তো ব্রহ্মরূপপরিকল্পনয়া চোৰ্দ্ধমূলম্ (গী ১৫।১) ইত্যাদিনা। তং চাসঙ্গ-শস্ত্রেণ দৃঢ়েন চ্ছিত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতবাম্ (গী ১৫।৩,৪) ইতি চোক্তম্। তত্র চ সৰ্ব্বস্য ত্রিগুণাঙ্কত্বাৎ সংসারকারণনিবৃত্তানুপগতো প্রাপ্তায়াং যথা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাৎতথ^১ বক্তবাম্। সৰ্ব্বশ্চ গীতাশাস্ত্রার্থ উপসংহৃতব্যঃ। এতাবানেষ চ সৰ্ব্বো বেদস্মৃত্যর্থঃ পুরুষার্থমিচ্ছন্তিরনুষ্ঠেয়ঃ। ইত্যোবমর্থং চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামিত্যাদিরারভাতে--ব্রাহ্মণেতি। ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশশ্চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশঃ। তেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্। শূদ্রাণাং চ শূদ্রাণামসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদানধিকারাৎ। হে পরন্তপ কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানীতরতরবিভাগেন ব্যবস্থাপিতানি। কেন? স্বভাবপ্রভবৈ-ণ্ডৈঃ। স্বভাব ঈশ্বরস্য প্রকৃতিস্ত্রিগুণাঙ্কিকা মায়া। সা প্রভবো যেমাং ণ্ডানাং তে স্বভাবপ্রভবাঃ। তৈঃ শমাদীনী কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি ব্রাহ্মণাদীনাম্। অথবা ব্রাহ্মণস্বভাবসা সত্ত্বগুণঃ প্রভাবঃ কারণম্। তথা ক্ষত্রিয়স্বভাবস্য সত্ত্বোপসর্জনং রজঃ প্রভবঃ। বৈশ্যস্বভাবস্য তমউপসর্জনং রজঃ প্রভবঃ। শূদ্রস্বভাবস্য রজউপসর্জনং তমঃ প্রভবঃ। প্রশান্তৈশ্বর্যোহামৃততা-স্বভাবদর্শনাচ্চতুর্ণাম্। অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্তমানজন্মানি স্বকার্যাভিমুখ-ত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ। স প্রভবো যেমাং ণ্ডানাং তে স্বভাবপ্রভবা ণ্ডাঃ। ণ্ডপ্রাদুর্ভাবসা নিকারণস্থানুপপত্তেঃ স্বভাবঃ কারণমিতি কারণবিশেষোপাদানম্। এবং স্বভাবপ্রভবৈঃ প্রকৃতিপ্রভবৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিণ্ডৈঃ স্বকার্যানুরূপেণ শমাদীনী কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানীতি।

ননু শাস্ত্রপ্রবিভক্তানি শাস্ত্রেণ বিহিতানি ব্রাহ্মণাদীনাং শমাদীনি কৰ্ম্মাণি । কথমুচ্যতে
সত্ত্বাদি গুণপ্রবিভক্তানীতি ?

নৈষঃ দোষঃ । শাস্ত্রেণাপি ব্রাহ্মণাদীনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষাপেক্ষ্যৈব শমাদীনি কৰ্ম্মাণি
প্রবিভক্তানি । ন গুণানপেক্ষয়া । ইতি শাস্ত্রপ্রবিভক্তানাপি কৰ্ম্মাণি গুণপ্রবিভক্তানীত্যাচ্যতে ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ননু চ যদ্যেবং সৰ্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতং
চ ত্রিগুণাত্মকমেব তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বত্বাধিকারবিহিতৈঃ কৰ্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাদনা
তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেতোবাং সৰ্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকরণান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেতাং
মাবদধ্যায়সমাপ্তি । হে পরন্তপ হে শত্রুতাপন । ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়ানাং বিশাং চ শূদ্রানাং চ কৰ্ম্মাণি
প্রবিভক্তানি প্রকর্ষণে বিভাগতো বিহিতানি । শূদ্রানাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবেন
বৈলক্ষণ্যং । বিভাগোপলক্ষণমাহ—স্বভাবঃ সাত্ত্বিকাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈগুণৈরূপ
লক্ষণভূতৈঃ । যদ্বা—স্বভাবঃ পূর্বজন্মসংস্কারঃ । তস্মাৎ প্রাদুর্ভূতৈরিতার্থঃ । তত্র সত্ত্বপ্রধানা
ব্রাহ্মণাঃ সত্ত্বোপসর্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ । তমউপসর্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ । রজউপসর্জন-
তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসঙ্কীর্ণী । ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়া, কৰ্ত্তা ও ফলরূপ সংসার মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত
অনর্থরূপ বলিয়া যে চতুর্দশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ভগবান্ এইখানে তাহার উপসংহার
করিতেছেন । আর পঞ্চদশ অধ্যায়ে অনর্থরূপ সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া বিষয়বৈরাগ্যরূপ
“অসঙ্গ” শাস্ত্রদ্বারা তাহা ছেদন করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন । যদি সমস্ত সংসারই ত্রিগুণাত্মক
হইল, তাহা হইলে সংসাররূপ বৃক্ষের কিরূপে উচ্ছেদ হইবে ? বিশেষতঃ অসঙ্গরূপ শস্ত্র পরম
দুর্লভ । বেদোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম প্রতিপালন করিলে পর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবকে এই অসঙ্গ
রূপ শস্ত্রের অধিকারী করেন । বেদে এই পরম পুরুষার্থপ্রদ বর্ণাশ্রম-ধর্মের অত্যাৱশ্যকতা
দেখাইয়া ভগবান্ গীতার উপসংহার করিবার জন্য উত্তর প্রকরণ আরম্ভ করিলেন ।

অজ্ঞান অন্তরের ও বাহিরের শত্রু সকলের সন্তাপদাতা বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে পরন্তপ বলিয়া
সম্বোধন করিলেন । “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বিশ্” এই তিন শব্দের একত্র সমাসে তিন বর্ণের দ্বিজত্ব
এবং বেদাধ্যানে ও অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্মে অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে । “শূদ্রানাং” পদে শূদ্রের
পৃথগুণত্ব, একজাতিত্ব ও দ্বিজসেবাদি ধর্ম উপলক্ষিত হইয়াছে । এক ঈশ্বর সকলকে এক
প্রকার সৃষ্টি না করিয়া কেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ করিলেন, এবং কেনই বা তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন
কৰ্ম্মের বিধান করিলেন, অজ্ঞানের এই সংশয় অপনোদনার্থ ভগবান্ বলিলেন, “স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ” ।
উহাতে পরমেশ্বরের বা ব্রাহ্মণশূদ্রাদির কোন গুণ বা দোষ নাই ; প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণস্বভাবপ্রযুক্তই
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কৰ্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে । সত্ত্বগুণাধিকাপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণ
শাস্ত্র, সত্ত্বসংমিশ্রিতরজোগুণাধিকাপ্রযুক্ত ক্ষত্রিয় প্রভৃত্যুক্ত তমঃসংযুক্তরজোগুণাধিকাপ্রযুক্ত

বৈশ্য কামনাশীল, এবং রজঃসংমিশ্রিততমোগাধিকাপ্রযুক্ত শূদ্র মৃৎস্বভাব হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে ।
 গুণরাশির কিয়া স্বভাবের তরঙ্গমাত্র । জীবের অনাদিকালসিদ্ধ সংস্কার বশতঃই এইরূপ তরঙ্গ
 উদ্ভিত হইয়া থাকে । এতদ্বর্ণচতুষ্টয় শাস্ত্রবিহিত স্ব স্ব কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরম কল্যাণ লাভ
 করিতে পারে । মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, “দ্বিজাতীনাং ধায়নমিচ্ছা দানম্ ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণস্যাদিকাঃ
 প্রবচনযাজনপ্রতিগ্রহাঃ ॥ ২ ॥ পূৰ্ব্বেষু নিয়মস্ত ॥ ৩ ॥ রাজোহধিকং রক্ষণং সৰ্ব্বভূতানাম্ ॥ ৭ ॥ ন্যায্য-
 দণ্ডম্ ॥ ৮ ॥ বৈশ্যস্যাদিকং কৃষিবণিকপাণ্ডপালাকুসীদম্ ॥ ৪৯ ॥ শূদ্রচতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ ॥ ৫০ ॥
 তস্যাপি সত্যমক্ৰোধঃ শৌচম্ ॥ ৫১ ॥ আচমনার্থে পাণিপাদপ্রক্ষালনমিত্যেক ॥ ৫২ ॥ শ্রাদ্ধ-
 কৰ্ম্ম ॥ ৫৩ ॥ ভূতভরণম্ ॥ ৫৪ ॥ স্বদারবৃত্তিঃ ॥ ৫৫ ॥ পরিচর্য্যোত্তরেণাম্ ॥ ৫৬ ॥” (১০ অধ্যায়) ॥
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি এবং বেদাধ্যায়ন, অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম ও দান
 এই তিনটি দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধৰ্ম্ম । ১ । বেদের অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটি
 ব্রাহ্মণের জীবিকার্থ বিশেষ ধৰ্ম্ম (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জীবিকার্থ এ কয়েকটি কার্য্য করিবেন না) । ২ ।
 পূৰ্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি তিন ধৰ্ম্ম ও প্রাণিবর্গের রক্ষা এবং নীতিপূৰ্ব্বক দ্রুতদিগের দণ্ডবিধান
 করা ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম । ৩, ৭, ৮ । পূৰ্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি দ্বিজাতির সাধারণ ধৰ্ম্মত্রয়, কৃষি, বাণিজ্য
 গবাদিপশুপালন, ধনরক্ষির জন্য ধনপ্রয়োগ পূৰ্ব্বক কুসীদ গ্রহণ করা বৈশ্যের ধৰ্ম্ম । ৪৯ ।
 শূদ্র দ্বিজাতি না হইলেও সত্য, অক্ৰোধ, শৌচ, আচমনার্থ পাণিপাদপ্রক্ষালন, পিতৃপিতামহাদির
 শ্রাদ্ধ, ভূতাদিগের ভরণ-পোষণ, স্বদারবৃত্তি ও দ্বিজাতিগণের সেবা ইত্যাদি করিবে । ৫০-৫৬ ।
 ইহাই শূদ্রের ধৰ্ম্ম । সত্বাদি গুণভেদে এইরূপ বর্ণভেদ ও বর্ণধৰ্ম্ম বেদে কথিত হইয়াছে ।

যেমন মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণ আবার
 দশ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা অগ্নিসংহিতা—

দেবো মুনিদ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ ।

পশুশ্লেচ্ছোহপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ অগ্নি, ৩৬৪ ॥

স্ব স্ব গুণকিয়ানুসারে ব্রাহ্মণগণ দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, শ্লেচ্ছ ও
 চণ্ডাল, এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন ।

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্ ।

অতিথিং বৈশ্বদেবং চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ অগ্নি, ৩৬৫ ॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রের সারার্থ গ্রহণপূৰ্ব্বক যথাবিধি স্নান, সন্ধ্যা, উপাসনা ও
 প্রণবসহ গায়ত্রীাদি অর্থভাবনা, হোম, দেবতাপূজন, অতিথিসংস্কার, বৈশ্বদেবকৃত্যাদি অহরহঃ
 অনুষ্ঠান করেন তাঁহাকে “দেবব্রাহ্মণ” বলা যায় ।

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ ।

নিবৃত্তোহহরহঃ শাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥ অগ্নি, ৩৬৬ ॥

যে ব্রাহ্মণ প্রথমবচনোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া বিশেষতঃ শাক, পত্র, ফল মূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করতঃ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন, এবং অহরহঃ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে “মুনিব্রাহ্মণ” বলা যায় ।

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ ।

সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৬৭ ॥

যিনি প্রথমোক্ত “দেবব্রাহ্মণের” লক্ষণযুক্ত হইয়া স্বর্গাদিরূপ কৰ্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য অথচ মোক্ষকামনায় আন্তত্বানুসন্ধানপূর্বক বেদান্তাধ্যয়ন ও সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্র দ্বারা তাহার বিচারণা করেন, তিনি “দ্বিজব্রাহ্মণ” নামে অভিহিত হইবেন ।

অস্ত্রাহতাশ্চ ধনানঃ সংগ্রামে সর্বসম্মুখে ।

আরস্তে নির্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৬৮ ॥

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত অধ্যয়ন ও ধৰ্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ, অর্থাৎ যিনি রণক্ষেত্রে ধনুর্দ্ধারী হইয়া বিপক্ষকে আঘাত করেন ও ক্ষত্রিয়জনোচিত ভোগের অভিলাষী, তাহাকে “ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ” বলা যায় ।

কৃষিকৰ্ম্মরতো যশ্চ গবাং চ প্রতিপালকঃ ।

বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৬৯ ॥

যিনি বৈশ্যোচিত অধ্যয়ন ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান করতঃ কৃষিকৰ্ম্মে রত থাকেন এবং গোপালক ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হইবেন, তাহাকে “বৈশ্যব্রাহ্মণ” বলা যায় ।

লাক্ষালবণসংমিশ্রকুসুম্তক্ষীরসর্পিষাম্ ।

বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৭০ ॥

যে ব্রাহ্মণ লাক্ষালবণসংমিশ্র বস্ত্র, কুসুম, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, (সূরা) ও মাংসাদি বিক্রয় করে, তাহাকে “শূদ্রব্রাহ্মণ” কহা যায় ।

চৌরশ্চ তুষ্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা ।

মৎস্যমাংসে সদা লুণ্ঠা বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৭১ ॥

যে ব্রাহ্মণ চৌর (বিদ্বান্ ও ধার্মিক না হইয়া তাহাদিগের ন্যায় বাহা ভাব প্রকাশ করতঃ সাধারণকে প্রবঞ্চনা পূর্বক, বিদ্বান্ ও ধার্মিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য বস্তু যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বা ভোগ করে), তুষ্কর, (পরস্বাপহারক, উৎকোচাদিগ্রহণতৎপর ও প্রবঞ্চক), সূচক (পিশুণতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া ও পারুষ্যাদিযুক্ত) দংশক (পর্যাপকারী) এবং মৎস্য ও মাংসে লোলপ, তাহাকে “নিষাদব্রাহ্মণ” বলে ।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসুত্রেণ গর্হিতঃ ।

তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুকদাহতঃ ॥ অত্রি, ৩৭২ ॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ ব্রহ্মসত্ত্ব বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া “আমি ব্রাহ্মণ” এই বলিয়া গর্বিত, তিনি ঐ পাপদ্বারা “পশুব্রাহ্মণ” বলিয়া কথিত হইলেন ।

বাপীকুপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ ।

নিঃশব্দং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো শ্লেচ্ছ উচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৭৩ ॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রতত্ত্বার্থবিহীন এবং বৈদিক কৰ্ম্মানুষ্ঠানপরাংমুখ, অথচ পরকর্তৃক পরোপকারার্থ প্রস্তুত বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম, জলাশয়াদির নিঃশব্দচিত্তে অবরোধ করে, তাহাকে “শ্লেচ্ছব্রাহ্মণ” বলে ।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিবর্জিতঃ ।

নির্দয়ঃ সৰ্ব্বভূতেষু বিপ্রচাণ্ডাল উচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৭৪ ॥

যে ব্রাহ্মণ বেদোক্তক্রিয়াবিহীন এবং সৰ্ব্বপ্রকার বৈদিক ধৰ্ম্ম বিবর্জিত, শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ, শিম্বোদরপরায়ণ ও নির্ভর, তাহাকে “চাণ্ডালব্রাহ্মণ” कहा যায় ।

প্রাচীনকালে আৰ্য্যাবর্তে অনুলোম ও প্রতিলোম ভেদে দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল ; তন্মধ্যে অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রবিহিত ও প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ । দ্বিজাতিগণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রশস্ত ছিল ।

বিপ্রান্মুর্দ্ধাবসিস্তো হি ক্ষত্রিয়ান্যং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।

অম্বষ্ঠঃ শুদ্রাণ্যং নিষাদো জাতঃ পারশবোহপি বা ॥ যাজ্ঞবল্ক্য. ১।৯১ ॥

ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যাতে মুর্দ্ধাবসিত, বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ, বিবাহিতা শুদ্রকন্যাতে নিষাদ (পারশব) জন্মিয়াছে ।

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সূতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ ।

শুদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্কেহপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ মনু, ১০।৪১ ॥

মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট প্রভৃতি সকলেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যাহারা জন্মে তাহারা সজাতিজ পুত্র । অনন্তরজ, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত অনুলোমবিবাহক্ৰমে জাত-- ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে (মুর্দ্ধাবসিত), ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে (অম্বষ্ঠ) এই দুই পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে (মাহিষ্য) এক পুত্র এই ছয় পুত্র দ্বিজধর্ম্মী—উপনয়নাদি ধর্ম্মশীল ।

ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ভ্রাহ্মণো ভবেৎ ॥

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৪৭।১৭ ॥

ব্রাহ্মণকর্তৃক যথাবিধি বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয় ।

ভার্য্যাস্ততশ্চো বিপ্রস্য তিস্ত্বাত্মাহস্য জায়তে ।

অনুপূৰ্ণ্যাত্ততো হীনা মাতৃজাতৌ প্রসুয়তে ॥

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, ৪৮।৪ ॥

“বিপ্রস্য চতশ্চো ভার্য্যা ব্রাহ্মণত্রিষ্ণুবৈশ্যশূদ্রকন্যাঃ । অনুপূৰ্ণ্যাদানুলোম্যাত্তাদ্যাসু তিস্ত্ব
ভার্য্যাস্বস্য বিপ্রস্যাত্মৈবাপত্যরূপেণ ব্রাহ্মণো জায়তে । আত্মশব্দেন ব্রাহ্মণরূপত্বমপত্যানামুক্তম্ ।
ততো হীনা শূদ্রা ভার্য্যা মাতৃজাতৌ প্রসুয়তে ॥”

মনু, ১০।৫ শ্লোকের প্রমাদভঞ্জনী টীকা ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যাাদি চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা
ও বৈশ্যকন্যা এই তিন পত্নীতে ব্রাহ্মণের আত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ এই তিন পত্নীর
গর্ভে উৎপন্ন পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে ।

মহর্ষি ব্যাসও স্বীয় সংহিতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন—

উঢ়্যাস্ত সর্বণ্যামন্যাং বা কামমুদ্রহেৎ ।

তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সর্বণাৎ প্রহীয়তে ॥ ২ অঃ । ১০ ॥

ব্রাহ্মণের বিবাহিতা সর্বণা পত্নীতে অথবা বিবাহিতা অন্য দ্বিজ কন্যা (ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা)
পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র সর্বণ হইতে হীন হইবেনা, অর্থাৎ মুর্দ্ধাবিস্তৃত ও অশ্বর্ষ ব্রাহ্মণই হইবেন ।

মহামুনি বেদব্যাস আরও বলিয়াছেন—

বিপ্রবদ্বিপ্রবিনাসু ক্ষত্রবিনাসু ক্ষত্রবৎ ।

জাতঃ কৰ্ম্মাণি কুর্ষ্বীত বৈশ্যবিনাসু বৈশ্যবৎ ॥

ব্রাহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যোভ্যা জাতঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ । ১ অঃ । ৭। ৮ ॥

ব্রাহ্মণ বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন পুত্র বিপ্রবৎ
কৰ্ম্ম করিবে এবং ক্ষত্রিয়বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যাতে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন পুত্র
ক্ষত্রিয়বৎ কৰ্ম্ম করিবে ; বৈশ্যবিবাহিতা বৈশ্যাতে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন পুত্র বৈশ্যবৎ কৰ্ম্ম করিবে ;
কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কতৃক বিবাহিতা শূদ্রাতে যে পুত্র জন্মিবে সে শূদ্রবৎ কৰ্ম্ম করিবে ।
ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মণের বিবাহিতা দ্বিজাতিমাত্র-স্ত্রী-গর্ভজাত পুত্রই যে ব্রাহ্মণ * তাহাতে আর সন্দেহ
থাকিতেছে না ।

* “মহাভারত পার্শ্বো অবগত হওয়া যায় যে, ভৃগুপুত্র চাবন শর্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যাকে
বিবাহ করেন । এই ক্ষত্রিয়কন্যা সুকন্যার গর্ভে চাবনের ঔরসে জন্ম হয় । প্রমতির পুত্র কুরু
ঘৃতাচির গর্ভজাত । কুরুর পুত্র গন্ধর্ষকন্যাজাত শুনক । এই শুনকই ভারতবিখ্যাত মহামুনি
শৌনকের প্রপিতামহ । ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ঋচীক গাধিরাজকন্যা সত্যবতীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ
করেন, এবং তদীয় গর্ভে মহর্ষি জমদগ্নির উৎপত্তি হয় । আবার মহর্ষি জমদগ্নি রাজা প্রসেনজিতের
কন্যা রেণুবাকে বিবাহ করেন, এবং তদীয় ঔরসে রেণুকাগর্ভে বিখ্যাতকীর্তি পরশুরামের জন্ম হয় ।

ঔশনস ধর্মশাস্ত্রেও আছে—

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হ্যস্বর্ষ উচ্যতে । ৩১ ॥

বিধিপূর্বক বিবাহিতা বৈশাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন পুত্র অনুষ্ঠ বলিয়া কথিত হন ।

ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নী ও ধর্মপত্নী এবং ধর্মপত্নীজাত পুত্রই ঔরস পুত্র, সুতরাং মূর্দ্ধাবাসিত ও অস্বর্ষও ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত ।

মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

স্বৈ ক্ষেত্রে সংস্কৃত্যাস্ত স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্ ।

তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥ ৯ অঃ । ১৬৬ ॥

সবর্ণা এবং সংস্কৃতা (মন্ত্রবিধানে সংস্কৃতা) ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা স্ত্রীতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্র ঔরস । দত্তকাদি বহুবিধ পুত্রের মধ্যে ঔরসই সর্বশ্রেষ্ঠ ।

অধীয়ারংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ ।

প্রশ্নয়াদ্ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিত্তি নিশ্চয়ঃ ॥ মনু, ১০১১ ॥

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নপূর্বক গৃহাশ্রমী দ্বিজগণ পঞ্চযজ্ঞাদি স্ব স্ব কর্মানুষ্ঠান জন্য বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন রূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন । অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণই

রামায়ণে দৃষ্ট হয়—রাজা দশরথের কন্যা শান্তাকে বিভাণ্ডক মুনিপুত্র ঋষ্যশ্রুঙ্গ বিবাহ করেন । এই ঋষ্যশ্রুঙ্গের পত্নী শান্তাকে ব্যাসদেব মহাভারতে অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা ও বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । মহাভারতেই আছে যে, মহামুনি অগস্ত্য ইক্ষাকুবংশীয় নিমি রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন । মহর্ষি অঙ্গিরাজা রাজা মরুতের কন্যাকে বিবাহ করেন । মহর্ষি হিরণ্যহস্ত মহারাজ মদিরাধ্বের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন । মহর্ষি কৌৎস রাজর্ষি ভগীরথের কন্যা হংসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন । আরও দেখা যায়, ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্ত বিশ্বামিত্র হইতে তাঁহার ভৃত্যপূর্বা (ক্ষত্রিয়জা ও বৈশ্যজা) পত্নীতে মুদগল, কাশ্যপ, গর্গ, যাজ্ঞবল্ক্য, গালব, সুশ্রুত প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । এইরূপে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্র বংশ হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ গোত্র বা বংশধারা নির্গত হইয়াছে । মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি বৈশ্য চিত্রমুখের কন্যাকে বিবাহ করেন । শক্তির ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে মহর্ষি পরাশরের জন্ম হইয়াছিল—(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব) । যে ভগবান অগস্ত্য ও তৎপত্নী লোপামুদ্রার কথা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ, সেই বিপ্রদম্পতী অসবর্ণ বিবাহ-সূত্রেই সন্নিহিত হইয়াছিলেন । মহর্ষি অগস্ত্য বংশরক্ষাকল্পে পিতৃগণকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিদর্ভরাজনন্দিনী লোপামুদ্রাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন ; এবং তদীয় গর্ভে উৎপাদিত সন্তান হইতেই পিতৃলোকের সদ্গতি হয়—(মহাভারত, বনপর্ব) । মহর্ষি অগস্ত্য ও জমদগ্নি দুই বিশাল গোত্রের প্রবর্তয়িতা । এতদ্ব্যতীত মৌদগল্য, কৌশিক, কৌণ্ডিন্য, বাৎস্য, সৌপায়ন, সাবর্ণ্য—এই ছয়টি মূল গোত্রের প্রবরেই মহর্ষি জমদগ্নি, চাবন, ভার্গব প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয় । সুতরাং, একটী বা দুইটী নয়—আটটী বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ বংশে অনুলোম বিবাহের প্রমাণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে । ইহাদের সঙ্গে অঙ্গিরস, কাণ্ণায়ন, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, সৌকালিন, পরাশর, কাত্যায়ন, দ্ব্যতকৌশিক, বশিষ্ঠ, গৌতম, শক্তি, অনারুকাঙ্ক—এই বারটী গোত্রও অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে । অবশিষ্ট গোত্রে অনুলোম বিবাহ কখন হয় নাই, একথা কেহই বলিতে পারে না, বরং এই গোত্রগুলির ন্যায় অন্যান্য গোত্রেও অসবর্ণ বিবাহ হইত, ইহাই সকলে বলিবেন ।”

সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা দ্বিজাতিমাত্র-স্ত্রী-গর্ভজাত পুত্রেরাই ব্রাহ্মণ ।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকৰ্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

জীবিকার্থ করিবেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়াদির অধিকার নাই। কিন্তু জীবিকার্থ না হইলে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপন ও ব্যাখ্যানে অন্যান্য দ্বিজগণেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

অব্রাহ্মণাদধায়নমাপৎকালে বিধীয়তে ।

অনুব্রজ্য চ শুশ্রূষা যাবদধায়নং ওরোঃ ॥ মনু, ২।৪১ ॥

আপৎকাল উপস্থিত হইলে যোগ্য ব্রাহ্মণের অভাবে “অব্রাহ্মণের” নিকট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের নিকট, যোগ্য ক্ষত্রিয়ের অভাবে যোগ্য বৈশ্যের নিকট, বেদাধ্যয়ন করিবে। পঠদশায় এরূপ গুরুর অনুগমনাদি শুশ্রূষা করিবে। এস্থলে ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন যে বিপ্রগণ অনুগমনাদি দ্বারা মন্ত্রদাতা ক্ষত্রিয়াদি গুরুর শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহার পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদিমাত্র করিবেন না।

শ্রদ্ধাধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি ।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কলাদপি ॥ মনু, ২।২৩৮ ॥

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং সুভাষিতম্ ।

শিল্পানি চাপাদুষ্টানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ ॥ মনু, ২।২৪০ ॥

অবর জাতির নিকট, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিকট শ্রদ্ধায়ুক্ত হইয়া শুভা বিদ্যা অর্থাৎ বেদাদি বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। অন্ত্যজ শূদ্র ও চণ্ডালদির নিকট পরম ধর্ম এবং নীচকুল (নীচজাতি নহে) হইতেও স্ত্রীরত্ন (রাগগুণশীলাদियুক্ত স্ত্রী) গ্রহণীয়।

অতএব উত্তমা বিদ্যা, স্ত্রীরত্ন, ধর্ম, শৌচ, সৎকথা এবং নির্দোষ শিল্প সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা যায়। এতদনুসারে পঞ্চালরাজ জৈবলি প্রবাহণের নিকট হইতে ধৃতকেশুর পিতা উদ্দালক ঋষি পঞ্চাঙ্গি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কয়েকবার বেদব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন। পাণ্ডব পিতামহ ভীষ্মের নিকট ঋষিগণ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছিলেন। সুত নৈমিষারণ্যে ঋষিপ্রমুখ মহাত্মা শ্রোতৃবর্গের নিকটে পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন। কাকবকভক্ষ্মকারী ব্রাহ্মণ ধর্মব্যাধের নিকট ধর্মশিক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৪১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । এই সঙ্গে ৪ অঃ ১১৩ ও ১৮ অঃ ১৪২ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

অশ্বয়বোধিনী । শমঃ (অন্তরিত্তিয়নিগ্রহ), দমঃ (বাহ্যেত্তিয়নিগ্রহ), তপঃ (তপস্যা), শৌচং (শৌচ), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জবং (সরলতা), জ্ঞানং (জ্ঞান), বিজ্ঞানম্

(বিশেষ জ্ঞান), আস্তিক্যাম্ এবং চ (ও আস্তিকতা) স্বভাবজং ব্রহ্মকৰ্ম (ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কৰ্ম) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ । শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—(এই নয়টি) ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কৰ্ম (ধর্ম) ॥ ৪২ ॥

শাক্তব্যাখ্যাম্ । কানি পুনস্তানি কৰ্ম্মাণীতি ? উচ্যতে—শম ইতি । শমো দমশ্চ যথাব্যথাযাতার্থে । তপো যথোক্তং শারীরাদি । শৌচং ব্যাখ্যাতম্ । ক্ষান্তিঃ ক্ষমা । আর্জবম্ভুতৈব চ । জ্ঞানম্ । বিজ্ঞানম্ । আস্তিক্যমাস্তিক্যভাবঃ শ্রদ্ধাধনতাগমর্থেষু । ব্রহ্মকৰ্ম ব্রাহ্মণজাতেঃ কৰ্ম স্বভাবজম্ । যদুতং স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ প্রবিত্ততানীতি তদেবোক্তং স্বভাবজমিতি ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্মারিকৃতটীকা । তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বভাবিকানি কৰ্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি । শমশ্চিত্তোপরমঃ দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ । তপঃ পূর্বোক্তং শারীরাদি । শৌচং বাহ্যভ্যন্তরম্ । ক্ষান্তিঃ ক্ষমা । আর্জবমবকৃত্য । জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্ । বিজ্ঞানমনুভবঃ । আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ । এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কৰ্ম্ম ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । শম—অন্তঃকরণবৃত্তির নিগ্রহ । দম—শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ । তপঃ—সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা । শৌচ—বিবেকাদির দ্বারা অন্তঃকরণের এবং মূজ্জলাদির দ্বারা বাহিরের শুদ্ধিকরণ । ক্ষমা—অনাদৃত বা তিরস্কৃত হইয়াও যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য ক্রোধাদিকে নিরোধ করিতে পারে । আর্জব—কৌটিল্যহীনতা । জ্ঞান—যড়ঙ্গ হইতে বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ । বিজ্ঞান—কৰ্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির সাধনকৌশল এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অনুভব করিবার শক্তি । আস্তিক্য—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা । যদিও সাত্ত্বিকাবস্থায় এই নববিধ ধর্ম চারি বর্ণেরই অনুষ্ঠেয়, তথাপি এগুলি ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম । কেননা এগুলি না থাকিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বা সত্ত্বগুণি ক্ষণি হইয়া পড়ে । মিত্র ও শত্রু উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করা, অন্যের নিন্দা না করা, মাংস ও মদিরাদি সেবন পরিত্যাগ এবং সজ্জন-সমাগত রূপ শৌচ, মহাআদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য্য সম্পাদন, অভ্যাগত ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান, সুখ ও দুঃখে সমভাব আদি উপাদেয় ধর্মগুলি সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই কল্যাণকর । এগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ এবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদির নৈমিত্তিক ধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । গুণ ও কৰ্ম্মের তারতম্যেই উচ্চ ও নীচ বর্ণের ভিন্নতা হইয়া থাকে । নিম্নাধিকারিগণ উচ্চাধিকারিব্যক্তিবর্ণের সেবা ও পরিচর্যা দ্বারাই উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারে । সদাচার-শৌচ-সম্পন্ন ধর্মশীলের সঙ্গ ও শুশ্রূষায়, কদাচারনিরত, শৌচব্রষ্ট ও ধর্মহীন ব্যক্তির উন্নতিই হইয়া থাকে । কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের উপদেশ গ্রহণ ও পালন করিয়া যেরূপ

কল্যাণ লাভ করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিহীন বিমূঢ় নিম্নবর্ণও সেইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞাসম্পন্ন উচ্চবর্ণের উপদেশ শ্রবণ ও পালন করিয়া কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে ।

“ভৃগু কহিলেন, হে তপোধন ! ইহলোক বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই, সমস্ত জগৎই ব্রাহ্মজাতিময় । মনুষ্যাগণ পূর্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া কৰ্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে । যে ব্রাহ্মগণ রজোগুণপ্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধৰ্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজস্তমোগুণ যুক্ত হইয়া পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব, এবং যাঁহারা তমোগুণাধীন, হিংসা-পরতন্ত্র, লুপ্ত, সৰ্ব্ব-কৰ্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচব্রত হইয়া উত্তিয়াছেন, তাঁহারাশুদ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন । ব্রাহ্মগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন । অতএব সকল বর্ণেরই ধৰ্ম ও যজ্ঞক্ৰিয়ায় অধিকার নিত্য বিদ্যমান আছে ।” (মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮৮ অঃ । ১০—১৪ শ্লোক) ।

“যিনি শৌচাচারে প্রতিষ্ঠিত, বিঘ্নসাশী (অতিথি ও পরিবারস্থ সকলের আহারের পর যিনি ভোজন করেন), গুরুপ্রিয়, নিত্যসংযত ও সত্যপরায়ণ এবং যাঁহাতে সত্য, দান অদ্রোহ, অনুশংসতা, লজ্জা (শাস্ত্রনিষিদ্ধকার্য্য-নিবৃত্তি) করুণা ও তপস্যা দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ । যদি শুদ্রে ব্রাহ্মণের এই সমস্ত গুণ দৃষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণে এই গুণসমূহ বিদ্যমান নী থাকে, তাহা হইলে সেই শুদ্র শুদ্র নহে, এবং সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে ।” (শান্তিপর্ব ১৮৯ অঃ । ৩, ৪, ৮ শ্লোক) ।

মহাভারতে অনুশাসন পৰ্বাধ্যায়ে মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন—“হে দেবি ! ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে শুদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কৰ্ত্তব্য । ফলতঃ আমার মতে শুদ্র সংস্কারসম্পন্ন ও সংকৰ্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয় । কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও বংশ দ্বিজত্বের কারণ নহে, আচরণই দ্বিজত্বের কারণ । ইহলোকে সকলেই সদাচরণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, সদাচার সম্পন্ন হইলে শুদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় ।” (১৪৩ অঃ । ৪৮—৫১ শ্লোক) ।

শ্রীমন্তগবতেও আছে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্নাভিব্যাজকম্ ।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দেশেৎ ॥ (৭ম স্কন্ধ, ১১ অঃ । ৩২) ॥

পুরুষের বর্ণাভিব্যাজক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, বর্ণান্তরেও যদি তাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণ দ্বারাই বর্ণ নির্দেশ করিতে হইবে । শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামিমহোদয় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন যে, “যদি শম-দমাদি ব্রাহ্মণের গুণ অনাজাতীয় ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়, তবে তিনিও ব্রাহ্মণের লক্ষণেই পরিচিত হইবেন ।”

শম, দম, তপঃ, শৌচাদি সাধনে ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি সকলেরই সমানাধিকার আছে । ইহাতে স্বধৰ্ম্ম-ত্যাগের বা পরধৰ্ম্ম-গ্রহণের দোষ নাই । পরিচর্যা শুদ্রের বিশেষ ধৰ্ম্ম বটে ; কিন্তু শম-দমাদি সাধারণ ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শুদ্রেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ।

পরিচর্যাশ্রকং কৰ্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

অনুবোধিনী । শৌর্য্যং (শৌর্য্য), তেজঃ (তেজ), ধৃতিঃ (ধৃতি), দাক্ষ্যং (দক্ষতা), যুদ্ধে চ অপি (ও যুদ্ধে) অপলায়নং (অপরাণুমুখতা), দানম্ (দান), ইশ্বরভাবঃ চ (ও প্রভুত্ব) স্বভাবজং ক্ষাত্রং কৰ্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কৰ্ম্ম) ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন (অপরাণুমুখতা), দান ও ইশ্বরভাব (প্রভুত্ব)—এই কয়েকটী ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কৰ্ম্ম (ধৰ্ম্ম) ॥ ৪৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । শৌর্য্যমিতি । শৌর্য্যং শূরস্য ভাবঃ । তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্ । ধৃতিধারণম্ । সৰ্ব্ববিস্বাস্বনবসাদো ভবতি যয়া ধৃত্যোত্তমিতয়া । দাক্ষ্যং দক্ষস্য ভাবঃ—সহসা প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেণব্যামোহেন প্রবৃতিঃ । যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমপরাণুমুখীভাবঃ শত্রুভ্যাঃ । দানং দেয়েষু মন্তুহস্ততা । ইশ্বরভাব ইশ্বরন্য ভাবঃ প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণমীশিতব্যান্ প্রতি । ক্ষাত্রং কৰ্ম্ম ক্ষত্রিয়জাতেবিহিতং কৰ্ম্ম ক্ষাত্রং কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকানি কৰ্ম্মাণ্যাহ—শৌর্য্যমিতি । শৌর্য্যং পরাক্রমঃ । তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্ । ধৃতির্ধৈর্য্যম্ । দাক্ষ্যঃ কৌশলম্ । যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ পরাণুমুখতা । দানমৌদার্য্যম্ । ইশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ । এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বভাবজং কৰ্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বলবান্ ব্যক্তিকেও প্রহার করিবার প্রবৃত্তি রূপ পরাক্রম শৌর্য্য, শত্রুকর্তৃক পরাভূত না হইবার শক্তি তেজ, বিপদে পড়িলেও চিন্তের অবিচলিতাবস্থারূপ ধৃতি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যকৌশলনিরূপণশক্তি দক্ষতা, শত্রুশস্ত্রে বারংবার আহত হইয়াও যুদ্ধে অপরাণুমুখতারূপ শক্তি অপলায়ন, অসঙ্কোচে সুবর্ণ, গো, গৃহ, অন্ন, ভূমি আদিতে মমত্ববুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে সমর্পণরূপ কার্য্য দান, প্রজাপালনার্থ ভৃত্যাদির উপর প্রভুত্ব-প্রয়োগরূপ (অথবা) শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত দুরাত্মাদিগের দমন জন্য প্রভুত্বপ্রকাশরূপ) ইশ্বরভাব । এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

অনুবোধিনী । কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গৌরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্যকৰ্ম্ম (বৈশ্যের স্বভাবজ কৰ্ম্ম) । শূদ্রস্য অপি (ও শূদ্রের) পরিচর্যাশ্রকং (সেবারূপ) কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত) ॥ ৪৪ ॥

স্ব স্ব কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।

স্বকৰ্ম্মণ্যভিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের, এবং দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা শূদ্রের স্বভাবজাত কৰ্ম্ম (ধৰ্ম্ম) ॥ ৪৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কৃষীতি । কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং—কৃষিচ গোরক্ষ্যং চ বাণিজ্যং চ কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যম্ । কৃষিভূমৈর্ষিলেখনম্ । গা রক্ষতীতি গোরক্ষঃ । তস্য ভাবো গোরক্ষ্যম্ । পাশুপাল্যমিতার্থঃ । বাণিজ্যং বণিক্কৰ্ম্ম কুয়বিকুয়াদিলক্ষণম্ । বৈশ্যকৰ্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কৰ্ম্ম স্বভাবজম্ । পরিচর্য্যাত্মকং শুশ্রূষাস্বভাবং কৰ্ম্ম শূদ্রস্যপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কৰ্ম্মাণ্যাহ—কৃষীতি । কৃষিঃ কৰ্ষণম্ । গা রক্ষতীতি গোরক্ষঃ । তস্য ভাবো গোরক্ষ্যম্ । পাশুপাল্যমিতার্থঃ । বাণিজ্যং কুয়বিকুয়াদি । এতদ্বৈশ্যাস্য স্বভাবজং কৰ্ম্ম । ত্রৈবর্গিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যপি স্বভাবজং কৰ্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । ধান্য ও যবাদির উৎপাদনার্থ ভূমিকৰ্ষণ, গোকুলরক্ষিকরণ ও তাহাদিগের রক্ষণ, অনাদি বিবিধ কুয়-বিকুয় ব্যাপার ও কুসীদ আদি গ্রহণরূপ বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কৰ্ম্ম । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করাই শূদ্রের স্বভাবজ কৰ্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ৪ অঃ । ১৩ শ্লোকের সন্দীপনী-পরিশিষ্ট ও ১৮ অঃ । ৪২ শ্লোকের গীতार्থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

অনুবোধিনী । স্ব স্ব (নিজ নিজ) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মে) অভিরতঃ (তৎপর) নরঃ (মনুষ্য) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) লভতে (লাভ করিয়া থাকে) । স্বকৰ্ম্মণ্যভিরতঃ (স্ব স্ব কৰ্ম্মে নিষ্ঠায়ুক্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । মনুষ্য নিজ নিজ কৰ্ম্মে নিষ্ঠাবান হইলে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । স্ব স্ব কৰ্ম্মে নিষ্ঠায়ুক্ত থাকিলে কিরূপে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । এতেষাং জাতিবিহিতানাং কৰ্ম্মণাং সম্যগনুষ্ঠিতানাং স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলং স্বভাবতঃ । বর্ণা আশ্রমাশ্র কৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কৰ্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুল-ধৰ্ম্মায়ুঃশ্রেতরত্ত্ববিশুসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্ত ইত্যাদিস্মৃতিভ্যাঃ । পুরাণে চ বর্ণানামাশ্রমিণাং চ লোকফলভেদবিশেষস্মরণাৎ কারণান্তরাঙ্কিদং বক্ষ্যমাণং ফলং—স্ব স্ব ইতি । স্ব স্ব যথোক্তলক্ষণ-ভেদে কৰ্ম্মণ্যভিরতস্তৎপরঃসংসিদ্ধিং স্বকৰ্ম্মানুষ্ঠানাদশুদ্ধিফলেন সতি কার্যোদ্ভিগাণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগাতা-

যতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিদতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

লক্ষণাং সংসিদ্ধিং লভতে প্রাপ্নোতি নরোহধিকৃতঃ পুরুষঃ । কিং স্বকৰ্ম্মানুষ্ঠানাদেব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিঃ ? ন । কথং তর্হি ? স্বকৰ্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা যেন প্রকারেণ বিদতি তচ্ছণু ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবন্তুতস্য ব্রাহ্মণাদিকৰ্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বে স্ব ইতি । স্বস্বাধিকারবিহিতে কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগাতাং লভতে ; কৰ্ম্মণাং জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—স্বকৰ্ম্মেতি সাক্ষেন । স্বকৰ্ম্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্তজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃণু ॥ ৪৬ ॥

গীতার্থমন্দীপনী । দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষে বেদান্ত কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় । বর্ণাশ্রমবিহিত কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যার অনুশীলন করিবে । কৰ্ম্ম “বন্ধনের কারণ” অজ্ঞানের এই সংশয় দূর করিবার জন্য কিরূপে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইতে হয় না, এবং কৰ্ম্মের দ্বারা কিরূপেই বা মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে, ভগবান্ তাহাই অজ্ঞানকে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন ।

বর্ণধৰ্ম্ম, আশ্রমধৰ্ম্ম, বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম, গোপ ধৰ্ম্ম ও নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম ভেদে বেদান্ত ধৰ্ম্ম পঞ্চবিধ । ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপনয়নাদিরূপ যে বিশেষ বিশেষ ধৰ্ম্ম, তাহা বর্ণধৰ্ম্ম ; ব্রহ্মচর্যা, গার্হস্থ্যাদিতে অবশ্য পালনীয় যে বিশেষ বিশেষ ধৰ্ম্ম, তাহাই আশ্রমধৰ্ম্ম ; এবং মৌজী, মেখলাদিবন্ধনরূপ যে ধৰ্ম্ম বর্ণ ও আশ্রম উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম ; রাজ্যাভিষেকযুক্ত হইয়া প্রজাপালনধৰ্ম্মরূপ গুণাদিকে আশ্রয় করিয়া যে ধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা গোপ ধৰ্ম্ম ; পাপনিবৃত্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপ যে ধৰ্ম্ম কোন বিশেষ কারণমাত্রকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক ধৰ্ম্ম । মহর্ষি হারীত আশ্রমধৰ্ম্ম, বিশেষধৰ্ম্ম, সমানধৰ্ম্ম, ও কুৎস্নধৰ্ম্ম—এইরূপ চারিভাগে ধৰ্ম্মকে বিভক্ত করিয়াছেন । বর্ণোচিত ধৰ্ম্ম, আশ্রমোচিত ধৰ্ম্ম, বর্ণ ও আশ্রম উভয় উপযোগী ধৰ্ম্ম (অহিংসা, অপ্রমাদ, শ্রাদ্ধকৰ্ম্ম, অভ্যাগতসেবা, সত্য অক্ৰোধ, স্বস্তীসঙ্গতি শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা ইত্যাদি) এবং আত্মজ্ঞান উৎপত্তির প্রতিবন্ধকরূপ প্রত্যাবায় পরিহারার্থ নিষ্কাম কৰ্ম্ম হারীতের চতুর্বিধ ধৰ্ম্মের লক্ষ্যস্থল । শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সকলেরই পরম কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে । তদ্বিরুদ্ধ কার্যা করিলে নরকাদিতে গতি হয় । বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানাদিকার ও পরিশেষে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে । ভগবান্ এক্ষণে এতদ্বিষয়েরই সূচনা করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । যতঃ (যাঁহা হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃতিঃ (চেষ্টা) [হয়], যেন (যৎকর্তৃক) ইদং (এই) সর্বং (সমস্ত, বিশ্ব) ততঃ (ব্যাপ্ত), মানবঃ (মানব)

শ্রেয়ান্ স্বধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাং স্বনুষ্ঠিতাং ।

স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

স্বকৰ্ম্মণা (নিজ কৰ্ম্ম দ্বারা) তম্ (সেই ঈশ্বরকে) অভ্যর্চ্য (অর্চনা করিয়া) সিদ্ধিং (সিদ্ধি)
বিন্দ্ভতি (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অর্জুন! যে ঈশ্বর আকাশাদি ভূতসমূহকে সৃষ্টি
করিয়াছেন, যে ঈশ্বর সচরাচর বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, মানব নিজ কৰ্ম্ম
দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যত ইতি । যতো যস্মাৎ প্রবৃত্তিরূপত্তিঃ । চেষ্টা বা । যস্মাদন্তর্যামিণ
ঈশ্বরাত্তুতানাং প্রাণিনাং স্যাৎ । যেনেশ্বরেণ সর্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্ । স্বকৰ্ম্মণা পূর্বোক্তেন
প্রতিবর্ণং তমীশ্বরমভ্যর্চ্য পূজয়িত্বারাধা কেবলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগাতালক্ষণাং সিদ্ধিং বিন্দ্ভতি মানবো
মনুষ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তমেবাহ--যত ইতি । যতোহন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্
ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিচেষ্টা ভবতি । যেন চ কারণাত্মনা সর্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্ ।
তমীশ্বরং স্বকৰ্ম্মণা অভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মায়াপাধিক চৈতন্য আনন্দঘন, সর্বস্ত, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জগৎ
হইতে অভিন্ন বলিয়া জগতের উপাদান কারণ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন । স্বপদশনের ন্যায় এই
সৃষ্টি মায়াময়ী । অন্তর্যামী ঈশ্বর সৎরূপে ও স্ফুরণরূপে ইহার সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন ।
জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণই অন্তর্যামী পরমেশ্বর । যে ব্যক্তি নিজ বর্ণাশ্রমোচিত
কৰ্ম্মের দ্বারা সেই সর্বাধিষ্ঠান-রূপ পুরুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মাঐক্য-
জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকার-রূপ অন্তঃকরণশুদ্ধি বা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

অনুবোধোদধিনী । বিগুণঃ (অসমাক্ রূপে অনুষ্ঠিত) স্বধৰ্ম্ম (কুলজধৰ্ম্ম) স্বনুষ্ঠিতাৎ
(সমাক্ রূপে অনুষ্ঠিত) পরধৰ্ম্মাৎ (পরধৰ্ম্ম অপেক্ষা) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) ; স্বভাবনিয়তং (স্বভাবজ)
কৰ্ম্ম (কৰ্ম্ম) কুৰ্ব্বন্ (করিয়া) [মনুষ্য] কিল্বিষম্ (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । সম্যগ্রূপে অনুষ্ঠিত পরধৰ্ম্ম অপেক্ষা স্বধৰ্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া
অনুষ্ঠিত হইলেও শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বভাবজ কৰ্ম্ম সাধন করিলে মনুষ্যকে পাপভাগী হইতে
হয় না ॥ ৪৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যত এবমতঃ—শ্রেয়ানিতি । শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ । স্বে ধৰ্ম্মঃ স্বধৰ্ম্মঃ ।
বিগুণোহপীতাপিশব্দে দ্রষ্টব্যঃ । পরধৰ্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ । স্বভাবনিয়তং স্বভাবেন নিয়তম্ । যদুক্তং

সহজং কৰ্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
সৰ্ব্বাৱন্তা হি দোষণ ধূমেনাগ্নিৱিবাবৃত্তাঃ ॥ ৪৮ ॥

স্বভাবজমিতি তদেবোক্তং স্বভাবনিয়তমিতি । যথা বিষজাতস্যেব ক্রিমের্বিষং ন দোষকরং তথা স্বভাবনিয়তং কৰ্ম কুৰ্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং পাপম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বকৰ্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেনানিতি । বিগুণোহপি স্বধৰ্ম্মঃ সমগুনুষ্ঠিতাদপি পরধৰ্ম্মাচ্ছেয়াঙ্কেষ্ঠঃ । ন চ বন্ধুবাদিযুক্তান্বন্ধাদেঃ স্বধৰ্ম্মান্তিকটনাদি-পরধৰ্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্ । যতঃ স্বভাবেন পূৰ্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কৰ্ম কুৰ্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি ॥ ৪৭ ॥

গীতार्थসন্দীপনী। মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্যাদি সম্পূর্ণাঙ্গসহ যজ্ঞ এবং ভিক্ষাটনাদি ব্রাহ্মণের ধৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা তুমি (ক্রত্ৰিয়) যুদ্ধাদি স্বধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উপাদেয় ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে । যুদ্ধাদি ধৰ্ম্ম ক্রত্ৰিয়ার (আমার) স্বধৰ্ম্ম হইলেও বন্ধুবাদি জন্য তাহাতে পাপভাগী হইতে হইবে, অজ্ঞানের এই শঙ্কা দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, ক্রত্ৰিয়ার স্বভাবজ যুদ্ধাদি ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বন্ধুবাদি জন্য পাপভাগী হইতে হয় না । ভগবান্ এ সকল কথা পূৰ্ব্বেও সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন । অজ্ঞানের সংশয় দূরীকরণার্থ এক্ষণে তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছেন ॥ ৪৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ৩ অঃ । ৩৫ ও ১৮ অঃ । ৪৮ শ্লোকের গীতार्थসন্দীপনী দ্রষ্টব্য ॥৪৭॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং (স্বভাবজাত) কৰ্ম্ম (কৰ্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই) ; হি (কেননা) সৰ্ব্বাৱন্তাঃ (সকল কৰ্ম্মই) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) দোষণে (দোষ দ্বারা) আবৃত্তাঃ (আবৃত) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয় ! স্বভাবজ কৰ্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই । ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কৰ্ম্মই [সামান্যতঃ] দোষাবৃত থাকে ॥ ৪৮ ॥

শাক্তব্যাখ্যান। স্বভাবনিয়তং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বাণো বিষজাত ইব ক্রিমিঃ কিল্বিষং নাপ্নোতী-ত্যন্তম্ । পরধৰ্ম্মশ্চ ভয়াবহ ইতি । অনাত্মজশ্চ “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপাকৰ্ম্মকৃতিষ্ঠতি” (গী ৩।৫) ইতি । অতঃ—সহজমিতি । সহজং সহ জন্মনৈবোৎপন্নম্ । কিং তৎ ? কৰ্ম্ম । কৌন্তেয় সদোষমপি ত্রিগুণাত্মকত্বান ত্যজেৎ । সৰ্ব্বাৱন্তাঃ—আরভ্যন্ত ইত্যারন্তাঃ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণীতোতৎ প্রকরণাৎ । যে কেচিদারন্তাঃ স্বধৰ্ম্মাঃ পরধৰ্ম্মাশ্চ তে সৰ্ব্বে সদোষাঃ ।—হি-যস্মাৎ—ত্রিগুণাত্মক-ধৰ্ম্ম হেতুঃ—ত্রিগুণাত্মকদোষণে ধূমেন সহজেনাগ্নিৱিবাবৃত্তাঃ । সহজস্য কৰ্ম্মণঃ স্বধৰ্ম্মাখ্যাস্য

পরিত্যাগেন পরধর্মানুষ্ঠানেহপি দোষান্নৈব মুচ্যতে । ভয়াবহশ্চ পরধর্মঃ । ন চ শক্যতেহশেষ-
তন্ত্যক্ত মজ্জেন কর্ম্ম যতন্তুমান্ন তাজেদিত্যর্থঃ ।

কিমশেষতন্ত্যক্তুমশক্যং কর্ম্ম—ইতি ন তাজেৎ ? কিংবা সহজস্য কর্ম্মগন্ত্যাগে দোষো
ভবতীতি ? কিঞ্চাতঃ ? যদি তাবদশেষতন্ত্যক্তুমশক্যমিতি ন ত্যাজ্যং সহজং কর্ম্ম—এবং
তর্হ্যশেষতন্ত্যাগে গুণ এব স্যাদিতি সিদ্ধং ভবতি ।

সতামেবম্ । অশেষতন্ত্যাগ এব নোপপদ্যত ইতি চেৎ কিং নিত্য প্রচলিতাশ্রকঃ পুরুষঃ ?
যথা সাংখ্যানাং গুণাঃ । কিংবা ক্রিয়ৈব কারকম্ ? যথা বৌদ্ধানাং পঞ্চ ক্রদ্ধাঃ ক্ষণপ্রধংশিনঃ ।
উভয়থাহপি কর্ম্মগোহশেষতন্ত্যাগো ন ভবতি । অথ তৃতীয়োহপি পক্ষঃ—যদা করোতি তদা
সক্রিয়ং বস্তু । যদা ন করোতি তদা নিষ্ক্রিয়ং বস্তু তদেব । তত্রৈবং সতি শক্যং কর্ম্মাশেষ-
তন্ত্যক্তুম্ অয়ং ত্বদ্ভিমংস্তৃতীয়ে পক্ষে বিশেষঃ—ন নিত্যপ্রচলিতং বস্তু । নাপি ত্রিযৈব কারকম্ ।
কিং তর্হি ? ব্যবস্থিতে দ্রব্যেবিদ্যমানা ক্রিয়োৎপদ্যতে । বিদ্যমানা চ বিনশতি ।

শুদ্ধং দ্রব্যং শক্তিমদবতিষ্ঠত ইত্যেবমাহঃ কাণাদাঃ । তদেব চ কারকমিত্যদ্ভিম্ পক্ষে কো
দোষ ইতি ?

অয়মেব তু দোষঃ—যতন্তুভাগবতং মতমিদম্ ।

কথং জায়তে ?

যত আহ ভগবান্—“নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ” (গীতা ২।১৬) ইত্যাদি । কাণাদানাং হাসতো
ভাবঃ সতশ্চাভাব ইতীদং মতমভাগবতম্ ।

অভাগবতত্বেহপি ন্যায়বদেৎ কো দোষ ইতি চেৎ ?

উচ্যতে—দোষবত্ত্বিদং সর্বপ্রমাণবিরোধাৎ ।

কথম্ ?

যদি তাবদ্ব্যপ্ত্যাদি দ্রব্যং প্রাপ্তোৎপত্তেরত্যন্তমেবাসদুৎপন্নং চ স্থিতং কঞ্চিৎ কালং
পুনরত্যন্তমেবাসত্ত্বমাপদ্যতে । তথা চ সত্যসদেব সজ্জায়তে । সদেব অসত্ত্বমাপদ্যতে । অভাবো
ভাবো ভবতি । ভাবশ্চাভাব ইতি । তত্রাভাবো জায়মানঃ প্রাপ্তোৎপত্তেঃ শশবিষাণকল্পঃ
সমবায়াসমবায়িনিমিত্তাখ্যং কারণমপেক্ষ্য জায়ত ইতি । ন চৈবমভাব উৎপদ্যতে কারণং চাপেক্ষত
ইতি শক্যং বস্তুম্ । অসত্যং শশবিষাণাদীনামদর্শনাৎ । ভাবাত্মকাস্চেষ্টাদয় উৎপদ্যমানাঃ
কিঞ্চিদভিবাঙ্কিতমাত্রকারণমপেক্ষ্যোৎপদ্যন্ত ইতি শক্যং প্রতিপত্তুম্ ।

কিঞ্চ—অসতশ্চ সত্ত্বাবে সতশ্চাসত্ত্বাবে ন ক্লেচিৎ প্রমাণপ্রমেন্নবাবহারেযু বিশ্বাসঃ কস্যাচিৎ
স্যাৎ । সৎ সদেবাসদসদেবেতি নিশ্চয়ানুপপত্তেঃ । কিঞ্চ—উৎপদ্যত ইতি দ্ব্যপ্ত্যাদেদ্রেবাস্য
স্বকারণসত্তাসম্বন্ধমাহঃ । প্রাপ্তোৎপত্তেঃ সৎ পশ্চাৎ স্বকারণব্যাপারমপেক্ষ্য স্বকারণৈঃ পরমাণভিঃ
সত্ত্বয়া চ সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বধ্যতে । সম্বন্ধং সৎ কারণসমবেতং সম্ভবতি । তত্র
বক্তব্যং—কথমসতঃ সৎ কারণং ভবেৎ ? সম্বন্ধো বা কেনচিৎ ? নহি বক্ষ্যাপুত্রস্য সত্তা সম্বন্ধো
বা কারণং বা কেনচিৎ প্রমাণতঃ কল্পয়িতুং শক্যম্ ।

ননু নৈব বৈশেষিকৈরভাবস্য সম্বন্ধঃ কল্পতে । দ্বাণুকাদীনাং হি দ্রব্যগাং স্বকারণেন সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সতামেবোচ্যত ইতি ।

ন । সম্বন্ধাৎ প্রাক্ সত্তাহনভূপগমাৎ । ন হি বৈশেষিকৈঃ কুলালদণ্ডচক্রাদিব্যাপারাৎ প্রাগঘটাদীনামস্তিত্বমিষাতে । ন চ যদ এব ঘটাদ্যাকারপ্রাপ্তিমিচ্ছন্তি । ততশ্চাসত এব সম্বন্ধঃ পারিশেষ্যাদিষ্টো ভবতি ।

ননু সতোহপি সমাবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ ।

ন । বন্ধ্যাপুত্রাদীনামদর্শনাৎ । ঘটাদেরসে প্রাগভাবস্য স্বকারণসম্বন্ধো ভবতি । ন বন্ধ্যাপুত্রাদেরভাবস্য তুল্যত্বহপীতি বিশেষোহভাবস্য বক্তব্যঃ । একস্যাভাবঃ । দ্বয়োরভাবঃ । সর্বস্যাভাবঃ । প্রাগভাবঃ । প্রধ্বংসাভাবঃ । ইতরেতরাভাবঃ । অত্যন্তাভাব ইতি লক্ষণতো ন কেনচিদ্দেশ্যে দর্শয়িতুং শক্যঃ । অসতি চ বিশেষে ঘটস্য প্রাগভাব এব কুললাদিভিষট্-ভাবমাপদ্যতে সম্বধ্যতে চ ভাবেন কপালাখেন স্বকারণেন সর্বব্যবহারযোগ্যশ্চ ভবতি । ন তু ঘটস্যৈব প্রধ্বংসাত্ত্বোহভাবত্বে সতাপীতি প্রধ্বংসাদ্যভাবানাং ন কচিদ্ব্যবহারযোগ্যত্বম্ । প্রাগভাবস্যৈব দ্বাণুকাদিদ্রব্যখ্যাস্যোৎপত্তাদিব্যবহার্যত্বমিত্যেতদসমঞ্জসম্ । অভাবত্বাবিশেষাদত্যন্ত-প্রধ্বংসাত্ত্বাবয়োরিব ।

ননু নৈবাস্মাভিঃ প্রাগভাবস্য ভাবাপত্তিরুচ্যতে । ভাবস্যৈব হি তহি ভাবাপত্তিঃ । যথা ঘটস্য ঘটাপত্তিঃ । পটস্য বা পটাপত্তিঃ । এতদপাত্ত্যভাবস্য ভাবাপত্তিবদেব প্রমাণবিরুদ্ধম্ । সাংখ্যস্যাপি যঃ পরিণামপক্ষঃ সোহপ্যপূর্বধর্মোৎপত্তিবিনাশাদীকরণাদ্বৈশেষিকপক্ষান্ন বিশিষ্যতে । অভিব্যক্তি-তিরোভাবাদীকরণেহপাভিব্যক্তিরিত্যভাবয়োর্বিদ্যমানত্ববিদ্যমানত্বনিরূপণে পূর্ববদেব প্রমাণবিরোধঃ ।

এতেন কারণস্যৈব সংস্থানমুৎপত্তাদীত্যেতদপি প্রত্যুক্তম্ । পারিশেষ্যাৎ সদেকমেব বস্তু-বিদ্যায়োৎপত্তিবিনাশাদিধর্ম্মরনেকধা নটবদ্বিকল্পাত ইতীদং ভাগবতং মতমুক্তম্—“নাসতো বিদ্যাতে ভাবঃ” (গীতা ২।১৬) ইত্যস্মিঞ্জেদ্যুকে । সৎপ্রত্যয়সাব্যভিচারাত্ । বাভিচারাদ্ভেত্তরেমামিতি ।

কথং তর্হ্যাত্মনোহবিক্রিয়ত্বেশেষতঃ কৰ্ম্মণস্ত্যাগো নোপপদ্যত ইতি ?

যদি বস্তুভূতা গুণা যদি বাহবিদ্যাকল্পিতাস্তদ্ব্যধর্ম্মঃ কৰ্ম্ম তদাত্মনাবিদ্যাহধ্যারোপিতমেবেত্যা-বিদ্বান্ “ন হি কশ্চিৎ ক্লমমপাশেষতস্ত্যক্তুং শক্নোতি” (গী ৩।৫) ইত্যুক্তম্ । বিদ্বান্স্ত পুনর্বিদ্যায়াহ-বিদ্যায়াং নিরুত্তায়াং শক্নোত্যেবশেষতঃ কৰ্ম্ম পরিত্যক্তুম্ । অবিদ্যাহধ্যারোপিতস্য শেষানুপপত্তেঃ । ন হি তৈমিরিকদৃষ্ট্যহধ্যারোপিতস্য দ্বিচন্দ্রাদেস্তিমিরাপগমে শেষোহবতিষ্ঠতে । এবং চ সতীদং বচনমপপন্নং—“সর্বকৰ্ম্মাণি মনসা” (গী ৫।১৩) ইত্যাদি । “স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণাভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ” (গী ১৮।৪৫) । “স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ” (গী ১৮।৪৬) ইতি চ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যদি পুনঃ সাংখ্যাদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে তহি সদোষত্বং পরধর্ম্মেহপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি । সহজং স্বভাববিহিতং কৰ্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ । হি যস্মাৎ সর্বোহপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সর্বগাণি

অসত্ত্ববুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ । নৈকশ্ম্যাসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

কৰ্ম্মাণি দোষণে কেনচিদারতা ব্যাপ্তা এব । যথা সহজেন ধুমেনাগ্নিরারতস্তদ্রং । অতো যথা
অগ্নেধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেবতে তথা কৰ্ম্মণোহপি দোষাংশং
বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেবাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আত্মজ্ঞানগুণ্য অজ্ঞানী পুরুষ কোন না কোন কৰ্ম্ম না করিয়া
থাকিতে পারে না । যতক্ষণ কার্য্যকারিণী চেত্ৰটা অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ শাস্ত্রবিহিত
বর্ণাশ্রমধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে । শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূৰ্ব্বক নিজ অভিরুচি অনুসারে পরধৰ্ম্ম
উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহা কখনও অবলম্বন করিবে না । কেননা, স্বধৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে কোন দোষ
স্পর্শ করিলেও তাহাতে ক্ষতি হইবে না । এমন কার্য্যই নাই, যাহাতে গুণ-দোষ আদৌ
স্পর্শ করে না । যেমন নিজ বনিতা কুরূপা হইলে পরনারীকে সুন্দরী দেখিলেও নিজকল্যাণেচ্ছ
ব্যক্তি তাহাতে গমন করেন না, সেইরূপ নিজ বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও পরধৰ্ম্মকে উপাদেয়
বোধে কখনই গ্রহণ করিবে না । যেমন বিষ হইতে উৎপন্ন কীট বিষকে পরিত্যাগ করে না,
সেইরূপ অনাত্মজ ব্যক্তি ত্রিগুণাত্মক সামান্য দোষ থাকিলেও স্বভাবজ কৰ্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে
না । অনাত্মজ ব্যক্তি সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগে সমর্থ হয় না । আর যে শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সমস্ত
কৰ্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে হয় ও উপাদেয় কৰ্ম্মের বিচারই বা কোথায় ? তুমি
যখন ব্রাহ্মণের ভিক্ষাটনাদি ধৰ্ম্মের আশ্রয় লইতে চাহিতেছে, তখন তোমাকে সৰ্ব্বকৰ্ম্মত্যাগীও
বলিতে পারি না । যদি কৰ্ম্মই করিতে হইল তবে স্বভাবজ কৰ্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর ॥ ৪৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ১৬ অঃ । ২৩ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়বোধিনী । সর্বত্র (সমস্ত বিষয়ে) অসত্ত্ববুদ্ধিঃ (আসক্তিশূন্যবুদ্ধি), জিতাত্মা
(নিরহঙ্কার), বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি), সংন্যাসের (সন্ন্যাসের দ্বারা) পরমাং (পরম)
নৈকশ্ম্যাসিদ্ধিম্ (আত্মজ্ঞান) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । সর্বত্র অনাসত্ত্ববুদ্ধি, জিতাত্মা, স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা
পরম নৈকশ্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যা চ কৰ্ম্মজা সিদ্ধিরুক্তা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগাতালক্ষণা তস্যাঃ ফলভূতা
নৈকশ্ম্যাসিদ্ধির্জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা বক্তব্যোতি শ্লোক আরভাতে—অসত্ত্ববুদ্ধিরিতি । অসত্ত্ববুদ্ধিঃ—
অসত্ত্বা সঙ্গরহিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য সোহসত্ত্ববুদ্ধিঃ । সর্বত্র পুত্রদারাদিৎবাসক্তিনিমিত্তেষু ।
জিতাত্মা—জিতো বশীকৃত আত্মাহন্তঃকরণং যস্য স জিতাত্মা । বিগতস্পৃহঃ বিগতাত্মা স্পৃহা তৃষ্ণা
দেহজীবিতভোগেষু যস্মাৎ স বিগতস্পৃহঃ । য এবন্তুত আত্মজঃ স নৈকশ্ম্যাসিদ্ধিং—নির্গতানি
কৰ্ম্মাণি যস্মামিচ্ছিক্ত্বয়ব্রজ্যাসম্বোধাৎ স নৈকশ্ম্য । তস্য ভাবো নৈকশ্ম্যম্ । নৈকশ্ম্যং চ তৎ সিদ্ধিশ্চ

সা নৈকশ্রমাসিদ্ধিঃ । নৈকশ্রমস্য বা সিদ্ধিঃ । নিক্রিয়াত্বস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধিনির্গতিঃ । তাং নৈকশ্রমাসিদ্ধিম্ । পরমাং প্রকৃষ্টাং কশ্রমজসিদ্ধিবিলক্ষণাম্ । সদ্যোমুক্তাবস্থানরূপাং সংন্যাসেন সমাগ্দর্শনেন তৎপূর্বকেন বা সর্বকশ্রমসংন্যাসেনাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি । তথা চোক্তং—“সর্বকশ্রমাণি মনসা সংন্যাসা—নৈব কুর্ব্বন কারয়ন্নাস্তে” (গীতা ৫।১৩) ইতি ॥ ৪৯ ॥

ত্রিধরস্বামিকৃতটীকা । ননু কশ্রমাণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পদাত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসন্তবুদ্ধিরিতি । অসন্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্হিসা । জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ । বিগতস্পৃহঃ—বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ সং । এবতুতঃ সঙ্গং তাত্মা ফলং চৈব স তাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ—ইতোবং পূর্বোক্তেন কশ্রমাসত্তিতৎফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈকশ্রমাসিদ্ধিং সর্বকশ্রমনিরুত্তিলক্ষণাং সত্ত্বগুন্নিমিগচ্ছতি । যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কশ্রমানুষ্ঠানমপি নৈকশ্রমামেব কত্বভ্রান্তিনিবেশাভাবাৎ । তদুক্তং—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যোত তত্ত্ববিদিত্যাদিলোক-চতুঃটয়েন । তথাপানেনোক্তলক্ষণেন সংন্যাসেন পরমাং নৈকশ্রমাসিদ্ধিং সর্বকশ্রমাণি মনসা সংন্যাসাস্তে সুখং বশীতোবলক্ষণাং পারমহংসাপরপর্যায়ামাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যাঁহার স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ও ধন আদিতে আদৌ আসক্তি নাই, এবং অনাসক্তিপ্রযুক্ত সমস্ত বিষয়ভোগ হইতে যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিনিবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং যিনি জীবনের হেতুভূত অন্নপানাদি কার্যের জন্যও নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ দৃশ্য বিষয়সমূহে দোষদর্শন পূর্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া একমাত্র মুক্তিপদে চিত্ত সমিবিষ্ট করিয়াছেন, ও নিজাম কশ্রম করিয়া যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই শিখাসূত্রপরিতাগী সন্ন্যাসী হইয়া পরম নৈকশ্রমাসিদ্ধি (নিকশ্রম-ব্রহ্ম, নৈকশ্রমা=আত্মজ্ঞান) লাভ করিয়া থাকেন । বিষয়াসত্ত বাস্তির ইহাতে অধিকার নাই ॥ ৪৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবিধের সাধন দ্বারাও পরম শান্তি লাভ হয় না, ইহা যিনি নিজ জীবনে নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত বিবেকজাত বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, এবং তিনিই মোক্ষ লাভের নিমিত্ত বিষয়াসত্তি ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণে সুখী হইয়া থাকেন । তিনিই সন্ন্যাসী (সমাক্ত্যাগী) হইয়া নিশ্চিত চিত্তে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন । শ্রুতি বলিতেছেন—

“শান্তো দান্ত উপরতস্তিষ্টিক্ষুঃ সমাহিতো ভুত্বান্নোবান্নানং পশ্যতি (ক)”—শম, দম, উপরতি (সন্ন্যাস), তিষ্টিক্ষা (ক্লেশসহিষ্ণুতা) ও একাগ্রতা সহ অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে আত্মাকে (স্বচৈতন্য) দর্শন করিবে, অর্থাৎ আত্মসংস্থ হইলে চৈতন্যস্বরূপ লাভ হইবে; কিন্তু কোনরূপ বিষয়াশা থাকিলে আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য মনের এইরূপ একাগ্রতা ও নিশ্চলতা হয় না । এই জন্য বিষয়াশা নিবৃত্ত হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত । আত্মজ্ঞান লাভ করা ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ । অর্থ বা সম্মান লাভের ইচ্ছা থাকিলে, অথবা হিতকর লৌকিক কশ্রমানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি থাকিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা কদাচ উচিত নহে । গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই

সিদ্ধিং প্রাপ্তা যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে ।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

তত্ত্বং কার্য্য করা উচিত । একমাত্র আত্মজ্ঞানসাধনের জন্যই বিবিদিষাসন্ন্যাসে বিবেকী পুরুষের
অধিকার আছে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়বোধিনী । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয় !) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধ ব্যক্তি) যথা
(যেরূপে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন), যা (যাহা) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা
(পরিসমাপ্তি) তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) মে (আমার নিকট) নিবোধ
(শ্রবণ কর) ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে কৌন্তেয় ! এইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার
করেন, তাহা এবং তাঁহার পরা জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি,
শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । পূর্বোক্তেন স্বকর্মানুষ্ঠানেশ্বরভাষ্যার্থনরূপেণ জনিতাং প্রাপ্তন্তলক্ষণাং
সিদ্ধিং প্রাপ্তসোঃপন্নাত্মবিবেকজ্ঞানস্য কেবলাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপা নৈষ্কর্মানলক্ষণা সিদ্ধির্থেন কুমোহ
ভবতি তদ্বস্তব্যমিত্যাহ—সিদ্ধিমিতি । সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ স্বকর্মণেশ্বরং সমভার্চ্য তৎপ্রসাদজাং
কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ । সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি তদনুবাদ উত্তরার্থঃ ।
কিং তদুত্তরম্ ? যদর্থোহনুবাদ ইতি । উচ্যতে—যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাননিষ্ঠারূপেণ ব্রহ্ম
পরমাত্মানমাপ্নোতি তথা তৎ প্রকারং জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিকুমং মে মম বচনান্নিবোধ ত্বম্ । নিশ্চয়েনা-
বধারণতোতৎ । কিং বিস্তরেণ ? নেত্যাহ—সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব । হে কৌন্তেয় যথা ব্রহ্ম
প্রাপ্নোতি তথা নিবোধেতি । অনেন যা প্রতিজ্ঞাতা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিদন্তয়া দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা
জ্ঞানস্য যা পরেতি । নিষ্ঠা পর্যাবসানম্ । পরিসমাপ্তিরিত্যেতৎ । কস্য ? ব্রহ্মজ্ঞানস্য যা পরা
পরিসমাপ্তিঃ । কীদৃশী সা ? যাদৃশমাত্মজ্ঞানম্ । কীদৃক্ তৎ ? যাদৃশ আত্মা । কীদৃশোহসৌ ?
যাদৃশো ভগবতোক্তঃ । উপনিষদ্বাকৌশ্চ । ন্যায়তশ্চ ।

ননু বিষয়াকারং জ্ঞানম্ । ন বিষয়ো নাপ্যাকারবানাত্মেষাতে ক্লেচিৎ ।

নন্দাদিত্যবর্ণং (ক) ভারূপঃ (খ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (গ) ইত্যাকারবত্ত্বমাত্মনঃ শ্রুয়তে ।

ন । তমোরূপত্বপ্রতিষেধার্থত্বাত্তেষাং বাক্যানাম্ । দ্রবাণ্ডগাদ্যাকারপ্রতিষেধ আত্মনস্তমো-
রূপত্বে প্রাপ্তে তৎপ্রতিষেধার্থান্যাদিত্যবর্ণম্ (ঘ) ইত্যাদিবাক্যানি । অরূপমিতি চ বিশেষতো

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮ ।

(খ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩।১৪।২ ।

(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৯ ; ৪।৩।১৪ ।

(ঘ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮ ।

রূপপ্রতিষেধাৎ । অবিষয়ত্বাচ্চ । ন সংদুশে তিষ্ঠতি রূপমস্যা ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনেনম্ (ক) ।
অশব্দমস্পর্শম্ (খ) ইত্যাদৌঃ । তস্মাদাত্মাকারং জ্ঞানমিত্যনুপপন্নম্ ।

কথং তর্হ্যাত্মানো জ্ঞানম্ । সর্ব্বং হি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তত্তদাকারং ভবতি । নিরাকার-
শ্চাত্ত্বাত্ত্বম্ । জ্ঞানাত্মানোশ্চৈতন্যোনিরাকারত্বে কথং তত্তাবনানিষ্ঠেতি ?

ন । অত্যন্তনির্ম্মলত্বস্বচ্ছত্বসূক্ষ্মত্বোপপত্তেরাত্মনঃ । বুদ্ধেচ্চাত্মসমনৈর্ম্মল্যাদুপপত্তেরাত্ম-
চৈতন্যাকারভাসত্বোপপত্তিঃ । বুদ্ধ্যভাসং মনঃ । তদাভাসানীন্দ্রিয়াণি । ইন্দ্রিয়াভাসশ্চ দেহঃ ।
অতো লৌকিকৈর্দেহমাত্র এবাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে । দেহচৈতন্যবাদিনশ্চ লোকায়তিকাঃ—চৈতন্যবিশিষ্টঃ
কায়ঃ পুরুষ ইত্যাহঃ । তথা অন্য ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনঃ । অন্যে মনশ্চৈতন্যবাদিনঃ । অন্যে
বুদ্ধিচৈতন্যবাদিনঃ । অতোহপান্তরবাস্তবব্যাকৃতাখ্যামবিদ্যাবস্থমাত্মত্বেন প্রতিপন্নঃ কেচিৎ ।
সর্ব্বত্র হি বুদ্ধাদিদেহান্ত আত্মচৈতন্যভাসতাত্মদ্রাব্যস্তিকারণমিতি । অতশ্চাত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন
বিধাতব্যম্ । কিং তর্হি ? নামরূপাদানাত্মাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব কার্য্যা । নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানম্
কার্য্যম্ । অবিদ্যাধ্যারোপিতসর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমাণত্বাৎ । অত এব হি
বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধাঃ—বিজ্ঞানবাতিরেকেণ বস্তুর নাস্তীতি প্রতিপন্নঃ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষতাং চ
স্বসংবিদিতত্বাভ্যুপগমেন । তস্মাদবিদ্যাধ্যারোপণনিরাকরণমাত্রং ব্রহ্মণি কৰ্ত্তব্যম্ । ন তু ব্রহ্ম-
বিজ্ঞানে যত্নঃ । অত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাৎ । অবিদ্যাকল্পিতনামরূপবিশেষাকারাপহতবুদ্ধিত্বাদত্যন্তপ্রসিদ্ধং
সুবিজ্ঞেয়মাসন্নতরমাত্মত্বতমপপ্রসিদ্ধং দুর্বিজ্ঞেয়মতিদূরমনাদিব চ প্রতিভাত্যবিবেকিনাম্ ।
বাহ্যাকারনিবৃত্তিবুদ্ধীনাং তু লব্ধগুর্বাশ্চ প্রসাদানাং নাতঃ পরং সুখং সুপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়ং স্বাসন্নমস্তি ।
তথাচোক্তং—প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মম্ (গীতা ৯।২) ইত্যাদি ।

কেচিৎ পণ্ডিতম্ভাঃ—নিরাকারত্বাদাত্মবস্ত নোপৈতি বুদ্ধিঃ । অতো দুঃসাধ্যা সমাগ্-
জ্ঞাননিষ্ঠা—ইত্যাহঃ ।

সত্যমেবং গুরুসম্প্রদায়রহিতানামশ্রুতবেদান্তানামত্যন্তবহির্বিষয়াসত্ত্ববুদ্ধীনাং সমাক্ প্রমাণেত্ব-
কৃতশ্রমাণাম্ । তদ্বিপরীতানাং তু লৌকিকগ্রাহ্যগ্রাহকত্বৈতবস্তুনি সদ্বুদ্ধিনির্নিতরাং দুঃসম্পাদ্যা ।
আত্মচৈতন্যবাতিরেকেণ বস্তুত্তরস্যানুপলব্ধেঃ । যথা চৈতদেবমেব নানাথেত্যবোচাম । উক্তং চ
ভগবতা—যস্যাং জাগ্রতি তুতানি সা নিশা পশ্যতো মুনোঃ (গীতা ২।৬৯) ইতি । তস্মাদবাহ্যাকার-
ভেদবুদ্ধিনিবৃত্তিরেবাত্মস্বরূপাবলম্বনে কারণম্ । ন, হ্যায়া নাম কস্যচিৎ কদাচিদপ্রসিদ্ধং প্রাপো
হেয় উপাদেয়ো বা । অপ্রসিদ্ধে হি তস্মিন্নাত্মনি স্বার্থাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়াঃ ব্যার্থাঃ প্রসজোরন্ । ন চ
দেহাদ্যচৈতন্যার্থত্বং শকাং কল্পয়িতুম্ । ন চ সুখার্থং সুখম্ । দুঃখার্থং বা দুঃখম্ । আত্মাবগত্য-
বসানার্থত্বাচ্চ সর্ব্ববাবহারস্যা । তস্মাদন্যথা স্বদেহস্য পরিচ্ছেদায় ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ততোহপ্যা-
নোত্তরতমত্বাত্তদবগতিং প্রতি ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা । ইত্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা বিবেকিনাং সুপ্রসিদ্ধোতি
সিদ্ধম্ ।

(ক) কঠোপনিষৎ, ৬।৯ । শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।২০ ।

(খ) কঠোপনিষৎ, ৩।১৫ ।

মুক্তিকোপনিষৎ, ৩।৭২ ।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মনঃ নিয়ম্য চ ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্ৱা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

যেষামপি নিরাকারং জ্ঞানমপ্রত্যক্ষং তেষামপি জ্ঞানবশৈব জ্ঞেয়াবগতিরিতি জ্ঞানমতান্তং
প্রসিদ্ধং সুখাদিবদেবেত্যভ্যুপগন্তব্যম্ ।

জিজ্ঞাসানুপপত্তেষ্চ । অপ্রসিদ্ধং চেজ্ জ্ঞানং জ্ঞেয়বজ্জিজ্ঞাসোত । যথা জ্ঞেয়ং ঘটাদিনক্ষণং
জ্ঞানেন জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছতি তথা জ্ঞানমপি জ্ঞানান্তরেন জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছেৎ । ন চৈতদস্তুি ।
অতোহত্যন্তপ্রসিদ্ধং জ্ঞানম্ । জ্ঞাতা অপ্যত এব প্রসিদ্ধ ইতি । তস্মাদ্ জ্ঞানে যদ্বো ন কৰ্ত্তব্যঃ ।
কিঙ্কনান্যান্যাবুদ্ধিনিবৃত্তাবেব তস্মাদ্ জ্ঞাননিষ্ঠা সুসম্পাদ্যা ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবমুতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ—সিদ্ধিং
প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ । নৈক্ষর্য্যাসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা তং
প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনামিবোধ । প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা
জ্ঞানস্য যা পরেতি । নিষ্ঠা পর্য্যবেশানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মানব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা ভগবদারাধনা করিয়া তাঁহার রূপায়
যে সর্ব্ব কৰ্ম্ম পরিত্যাগ ও অঃস্তকরণশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন,
তাহা আমার বাক্য দ্বারা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর । আমার অধিক বলিবার ও তোমারও
অধিক শুনিবার বা বুঝিবার এখন অবকাশ নাই । গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস এবং শ্রবণ ও মনন
রূপ বিচার দ্বারাই আত্মজ্ঞানের উদয় হয় । এই জ্ঞানের পরিসমাপ্তিরূপ নিষ্ঠাই পরা নিষ্ঠা । এই
পর্য্য নিষ্ঠার পরে আর সাধন নাই । অতএব হে অর্জ্জুন ! এই শেষ গুঢ় রহস্য নিশ্চয়বুদ্ধিতে
শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

অন্বয়বোধিনী । বিশুদ্ধয়া (বিশুদ্ধ) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (ধৈর্য্য দ্বারা)
আত্মানং (অহঙ্কারকে) নিয়ম্য চ (সংযত করিয়া) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে)
ত্যাক্ত্ৱা চ (ত্যাগ করতঃ) রাগদ্বেষৌ চ (ও রাগ-দ্বেষকে) ব্যুদস্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ । বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ও ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত এবং
শব্দাদিবিষয় ও রাগ-দ্বেষকে পরিত্যাগ করিয়া [মনুষ্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে] ॥ ৫১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । সেয়ং জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠোচ্যতে কথং কার্য্যোতি—বুদ্ধোতি । বুদ্ধ্যা
অধ্যবসায়াত্মিকয়া বিশুদ্ধয়া মায়ারহিতয়া যুক্তঃ সম্পন্নঃ । ধৃত্যা ধৈর্য্যেণাত্মানং কার্য্যাকরণসংঘাতং
নিয়ম্য চ নিয়মনং কৃষ্টা বশীকৃত্য । শব্দাদীন্—শব্দ আদির্যেমাং তে শব্দাদয়ঃ তান্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্ৱা ।
সামর্থ্য্যাহরীরাহুতিমাগ্নহেতুভূতান্ কেবলান্ যুক্ত্ৱা—ততোহধিকান্ সুখার্থাংস্ত্যক্ত্ৱেত্যর্থঃ ।
শরীরস্থিত্যর্থহেন প্রাপ্তেষ্চ চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ পরিত্যজ্য চ ॥ ৫১ ॥

বিবিক্তসেবী লম্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরা নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবাহ—বুদ্ধোক্তি । উক্তেন প্রকারেণ বিবিক্তয়া পূৰ্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্য সাত্ত্বিক্যাত্মানং তামেব বুদ্ধিং নিয়মা নিশ্চলাং কৃৎস্না শব্দাদীন বিষয়াস্তাত্ত্ব্য । তদ্বিশয়ো রাগদ্বেষ্টৌ চ বুদ্ধস্য । বুদ্ধ্যা বিবিক্তয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনানুয়ঃ ॥ ৫১ ॥

গীতাথসন্দীপনী। “অহং ব্রহ্মস্মি” (ক) এইরূপ সিদ্ধান্তকারিবুদ্ধিযুক্ত হইয়া শরীর-ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত (অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গ হইতে প্রত্যাহত) করিয়া—অর্থাৎ রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয় হইতে—চিত্তকে যিনি আকর্ষণ করিতে পারেন, ও বিষয়সমূহে অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, সেই মহাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হইবেন ॥ ৫১ ॥

অন্বয়বোধিনী। বিবিক্তসেবী (নিৰ্জ্ঞানস্থাননিবাসী) লম্বাশী (পরিমিতাহারী) যতবাক্কায়মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মন সংযত করিয়া) নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (সৰ্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হইয়া) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্বক) ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিৰ্জ্ঞানস্থাননিবাসী, পরিমিতাহারী, যিনি বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ এবং বৈরাগ্যবান্, [তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত] ॥ ৫২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। ততঃ—বিবিক্তসেবীতি । বিবিক্তসেবী—অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহাদীন্ বিবিক্তান্ দেশান্ সেবিতুং শীলমসৌতি বিবিক্তসেবী । লম্বাশী লম্বশনশীলঃ । বিবিক্তসেবালম্বশনয়োৰ্নিদ্ৰাদিদোষনিবর্তকত্বেন চিত্তপ্রসাদহেতুত্বাদগ্রহণম্ । যতবাক্কায়মানসঃ—বাক্ চ কায়শ্চ মানসং চ যতানি সংযতানি যস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য স জ্ঞাননিষ্ঠো যতিযতবাক্কায়মানসঃ স্যাৎ । এবমুপরতসৰ্ব্বকরণঃ সন্ । ধ্যানযোগপরঃ । ধ্যানমাত্মস্বরূপচিন্তনম্ । যোগ আত্মবিষয় এবৈকাগ্রীকরণম্ । তৌ ধ্যানযোগৌ পরত্বেন কৰ্ত্তবৌ যস্য স ধ্যানযোগপরঃ । নিত্যং—নিত্য-গ্রহণং মন্ত্ৰজপাদান্যাকৰ্ত্তব্যাবপ্রদর্শনার্থম্ । বৈরাগ্যং বিরাগভাবঃ । দৃষ্টদাশেষে বিষয়েষু বৈতৃষ্ণ্যম্ । সমুপাশ্রিতঃ সমাশ্রুপাশ্রিতো নিত্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বিবিক্তেতি । বিবিক্তসেবী শুচিদেশাবস্থায়ী । লম্বাশী মিতভোজী । এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগেদহচিন্তো ভূত্বা নিত্যং সৰ্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানাদাবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনর্দৃষ্টং বৈরাগ্যং সমাশ্রুপাশ্রিতো ভূত্বা ॥ ৫২ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।

বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যিনি জনসঙ্গ পরিহারপূর্বক নিভৃত গিরিগুহায় বা বনমধ্যে নিবাস করেন, যিনি দেহভরণোগ্যোগী পরিমিত ও পবিত্র আহার গ্রহণ করেন, অর্থাৎ নিদ্রালস্যাকারক গুরুতর ভোজন করেন না, যিনি যম, নিয়ম ও আসনাদি সিদ্ধির দ্বারা বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি সদাই ধ্যানযোগসম্পন্ন, অর্থাৎ যাহার চিত্ত আত্মচিন্তন দ্বারা সदैব তদাকারাকারিত হইয়া থাকে, বিষয়ভোগ-বাসনায় যাহার চিত্তবৃত্তি বহির্মুখে ধাবিত হয় না, তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ ॥ ৫২ ॥

অনুবোধিনী । অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহং (বাহ্য ভোগ সাধনরূপ প্রতিগ্রহ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ (মমতাবিহীন) [ও] শান্তঃ (বিক্ষেপশূন্য) [হইলে—মনুষ্য] ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থ) কল্পতে (যোগ্য হয়) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক নির্মম ও বিক্ষেপশূন্য হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হয় ॥ ৫৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ—অহঙ্কারমিতি । অহঙ্কারম্—অহঙ্করণমহঙ্কারো দেহেন্দ্রিয়াদিশু তম্ । বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিশূন্তং । নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যম্ । স্বাভাবিকভূতেন ত্যাগস্যাস্যাকাঙ্ক্ষাৎ । দর্পং—দর্পো নাম হর্ষান্তরভাবী ধর্মান্তিক্রমহেতুঃ । হাণ্ডো দৃপ্যতি । “দুপ্তো ধর্মমতিক্রামতি” (ক) ইতি স্মরণাৎ । তং চ । কামমিচ্ছাম্ । ক্রোধং দ্বেষং চ । পরিগ্রহম্—ইন্দ্রিয়মনোগদোষপরিতাগেহপি শরীরধারণপ্রসঙ্গেন ধর্মানুষ্ঠাননিমিত্তেন বা বাহ্যঃ পরিগ্রহঃ প্রাপ্তঃ । তং চ বিমুচ্য পরিত্যজ্য পরমহংসপরিব্রাজকো ভূত্বা । দেহজীবনমাত্রেহপি নির্গতমমভাবো নির্মমঃ । অতএব শান্ত উপরতঃ । যঃ সংহতায়্যাসো যতির্জাননিষ্ঠঃ । ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—অহঙ্কারমিতি । ততশ্চ বিরক্তোহহমিত্যাদাহঙ্কারম্ । বলং দুরাগ্রহম্ । দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণম্ । প্রারম্ভবশাৎ প্রাপ্যমাণেষুপি বিষয়েষু কামম্ । ক্রোধং পরিগ্রহং চ বিমুচ্য বিশেষণে তাক্ত্বা । বলাদাপন্যেযু নির্মমঃ সন্ । শান্তঃ পরমাত্মপশান্তিং প্রাপ্তঃ । ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় । কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । আমি কুলীন, আমি মহাপুরুষের শিষ্য, আমি বড় ত্যাগী ও আমার সমকক্ষ কেহই নাই—ইত্যাদিরূপ অহঙ্কার যাহার নাই, শান্তবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহ রূপ বল

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্ত্ত্বিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কার্য সাধন করিয়া যিনি দর্প করেন না, অথবা হর্ষজনিত মদমত্ততা ঘাঁহার নাই, ঘাঁহার পারলৌকিক বিষয়ভোগে কামনা নাই, যিনি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধ হয়েন না, স্পৃহাশূন্য হইয়াও যিনি শরীর মাত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাহ্য ভোগ সাধনরূপ কোন প্রতিগ্রহ করেন না, এবং যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে শিখা-সূত্র পরিত্যাগপূর্বক সম্যাসী হইয়া নিশ্চরম হইয়াছেন, ঘাঁহার অহং মমেতি বুদ্ধি দ্বারা হর্ষ ও বিষাদাদিতে চিত্তের আদৌ বিক্ষেপ হয় না, নেই জ্ঞানসাধনশীল ব্যক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) প্রাসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), সর্বেষু ভূতেষু (সর্বভূতে) সমঃ (সমদর্শী হইয়া) পরাং (পরমা) মন্ত্ত্বিং (পরমাত্মভক্তি) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হয়েন না ও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি সর্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অনেক ক্রমেণ—ব্রহ্মভূত ইতি । ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ । প্রসন্নাত্মা লব্ধাধ্যাত্মপ্রসাদঃ । ন শোচতি । কিঞ্চিদর্থবৈকল্যামাত্মনো বৈশুণ্যং চোদ্दिश्या ন শোচতি ন সন্তপাতে । ন কাঙ্ক্ষতি । নহ্যপ্রাপ্তিবিষয়াকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিদ উপপদাতে । অতো ব্রহ্মভূতস্যায়ং স্বভাবোহনৃদাতে--ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতীতি । ন হ্রস্বতীতি বা পাঠঃ । সমঃ সর্বেষু ভূতেষু—আত্মোপমোন সর্বেষু ভূতেষু সুখং দুঃখং বা সময়েব পশ্যতীত্যর্থঃ । নাত্মসন্দর্শনমিহ তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ--ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাতী (গী ১৮।৫৫) ইতি । এবম্ভূতো জ্ঞাননিষ্ঠো মন্ত্ত্বিং মন্নি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরমুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে । চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্ (গী ৭।১৬) ইত্যুক্তম্ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ব্রহ্মাহম্ (ক) ইত্যেবং নৈশ্চল্যোনাবস্থানসা ফলমাহ—ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ । প্রসন্নচিত্তঃ । নষ্টং ন শোচতি । ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি । দেহাদাভিমানাভাবাৎ । অত এব সর্বেষুপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ । সর্বভূতেষু মন্ত্ত্বাবনালক্ষণাং পরাং মন্ত্ত্বিং লভতে ॥ ৫৪ ॥

গীতार्थসন্দীপনী । যিনি বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ-মননাদি দ্বারা “অহং ব্রহ্মাশ্মি” (খ) এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি শম ও দমাদি সাধনপূর্বক চিত্তশুদ্ধির প্রভাবে

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চামি তত্ত্বতঃ ।
তাতা মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, যাঁহার দেহাভিমান না থাকায় কোন প্রকার শোকের উদয় হয় না, যিনি ভোগার্থ কোন পদার্থেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, যাঁহার নিগ্রহ, অনুগ্রহ, প্রিয়, অপ্রিয়, স্বকীয়, ও পরকীয় সকলই সমান, অর্থাৎ তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আত্মদৃষ্টিবশতঃ যাঁহার সকলই সমান বোধ হয়, এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী ভগবানের পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে ভক্তি দ্বারা সাধারণতঃ মনুষ্য ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম শ্রদ্ধা বা গোণী ভক্তি। কিন্তু পরা ভক্তি কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান রূপ সাধন সকলের পরিণামফলস্বরূপ। জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার নামই পরা ভক্তি। বৈধ কর্ম অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গোণী ভক্তি, গোণীভক্তি দ্বারা ভগবদুপাসনা, ভগবদুপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান, ইষ্টোপাসনার ফলরূপ গোণ অপরোক্ষ জ্ঞান বা সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। ইহা শ্রবণ-মনন বা বিচারণা জনিত “পরোক্ষ জ্ঞান” নহে। জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি ও ভগবৎসাক্ষাৎকার, ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয়, এবং এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। চিন্তার নিবৃত্তিই চিত্তশুদ্ধি বা চিন্তাবৃত্তিনিরোধ। চঞ্চলতাই মনের মলিনতা। উপাস্য দেবতার ধ্যান ও জপাদি করিতে করিতে ক্রমে চিন্তার নিশ্চলতা হইলে উপাস্য-সাক্ষাৎকাররূপ গোণ অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ সাধক দেহান্তে সালোকা-সামীপ্যাদি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। উপাস্য-সাক্ষাৎকার হইলে—“দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচল্যে” ইতি শ্রুতিঃ (ক),—সগুণোপাসকের দেহান্তে ইষ্টদেব তারকব্রহ্ম মন্ত্রের উপদেশ দান করেন, পরে ব্রহ্মলোকে নিঃশুণ ব্রহ্মসাধনা দ্বারা প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। ভক্তি ও বৈরাগ্যের তীব্রতা হইলে এই জীবনে তত্ত্বসাক্ষাৎকার (ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ) হয়; তাহাই কৈবল্য বা মুক্তি এবং ভগবৎকৃপায় তাঁহার স্বরূপের অপরোক্ষতা বা অভেদ ভাবই পরাভক্তি—

“চৈতন্যরাপিণী মা যে চিন্তাতীতা?”

মায়ের স্বরূপ অরূপ কায়ী বুঝিবে কে তা?”

--(পরিব্রাজকের সঙ্গীত) ॥ ৫৪ ॥

অশ্বষবোধিনী। [আমি] যাবান্ (যে রূপ) যঃ চ (ও যাহা) অশ্মি (হই)
[ব্রহ্মভূত ব্যক্তি] মাং (আমাকে--ভগবান্কে) ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বারা) [সেইরূপে] তত্ত্বতঃ
(স্বরূপতঃ) অভিজানাতি (বিদিত করেন), ততঃ (অনন্তর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে)
জ্ঞাত্বা (জানিয়া) তদনন্তরং (তদনন্তর) [আমাতাই] বিশতে (প্রবেশ করেন) ॥ ৫৫ ॥

(ক) নৃসিংহপুর্নোদ্যোগ, ১৭।

বঙ্গানুবাদ । তৎপরে সাধক এই ভক্তির প্রভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । ততো জ্ঞানলক্ষণয়া—ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি । যাবানহমুপাধিকৃত—বিস্তরভেদো যশ্চাহং বিধ্বস্তসর্বোপাধিভেদ উত্তমঃ পুরুষ আকাশকল্পঃ । তৎ মামদ্বৈতং চৈতন্যমাত্রৈকরসমজমজরমমরমভয়মনিধনং তত্ত্বতোহভিজানাতীতি । ততো মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং মামেব । নাত্র জ্ঞানানন্তরপ্রবেশক্ৰিয়ৈ ভিন্নে বিবক্ষিতে—জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি । কিং তর্হি ? ফলান্তরাভাবস্ত্রানমাত্রমেব । ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি (গী ১৩।৩) ইত্যুক্তত্বাৎ ।

ননু বিরুদ্ধমিদমুক্তম্ । জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা তয়া মামভিজানাতীতি । কথং বিরুদ্ধমিতি চেৎ ? উচ্যতে—যদৈব যস্মিন্ বিষয়ে জ্ঞানমুৎপদাতে জাতুস্তদৈব তৎ বিষয়মভিজানাতীতি জ্ঞাতেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠাং জ্ঞানান্তিলক্ষণামপেক্ষত ইতি । ততশ্চ জ্ঞানেন নাভিজানাতীতি । জ্ঞানান্ত্বা তু জ্ঞাননিষ্ঠয়াহভিজানাতীতি ।

নৈষঃ দোষঃ । জ্ঞানস্য স্বাত্মোৎপত্তি পরিপাকহেতুযুক্তস্য প্রতিপক্ষবিহীনস্য যদাত্মানুভব-নিশ্চয়াবসানত্বং তস্য নিষ্ঠাশব্দাভিলাপাচ্ছাত্রাচার্যোপদেশেন জ্ঞানোৎপত্তি পরিপাকহেতুং সহকারিকারণং বুদ্ধিবিগ্ধাদ্যাদ্যামানিত্বাদি চাপেক্ষ্য জনিতস্য ক্ষেত্রজপরমাত্মৈকত্বজ্ঞানস্য কত্রাদিকারকভেদবুদ্ধিনিবন্ধনসর্বকর্মসংন্যাসসহিতস্য স্বাত্মানুভবনিশ্চয়রূপেণ যদবস্থানং সা পরা জ্ঞাননিষ্ঠেত্বাচ্যতে । সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠার্তাদিভক্তিগ্রন্থাপেক্ষয়া পরা চতুর্থী ভক্তিরিত্যুক্তা । তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোহভিজানাতীতি । যদনন্তরমেবেশ্বরক্ষেত্রজভেদবুদ্ধিরশেষতো নিবর্ততে । অতো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি বচনং ন বিরুদ্ধাৎ । অত্র চ সর্বং নিরুক্তিবিধায়া শাস্ত্রং বেদান্তেতিহাসপূরণস্মৃতিলক্ষণং ন্যায়প্রসিদ্ধমর্থবদ্বতি । বিদিত্বা...বুখ্যাত্মা ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তি (ক) । তস্মান্ন্যাসমেঘাং তপসামতিরিক্তমাহঃ (খ) । ন্যাস এবাতারেচয়ৎ (গ) ইতি । সংন্যাসঃ কর্মমাং ন্যাসঃ (গী ১৮।২) । বেদানিমং চ লোকমমুং চ পরিত্যজা (ঘ) । ত্যজ ধর্মমধর্মং চ (ঙ) ইত্যাদি । ইহ চ দর্শিতানি বাক্যানি । ন চ তেষাং বাক্যানামানর্থক্যং যুক্তম্ । চার্যবাদত্বম্ । স্বপ্রকরণশ্চত্বাৎ । প্রত্যগাত্মাহবিক্রিয়স্বরূপনিষ্ঠত্বাচ্চ মোক্ষসা । ন হি পূর্বসমুদ্রং জিগমিষোঃ প্রাতিলোমোন প্রত্যাক্সমুদ্রং জিগমিষুণা সমানমার্গত্বং সম্ভবতি । প্রত্যগাত্মবিষয়প্রত্যয়সন্ধানকরণাভিনিবেশশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা । সা চ প্রত্যাক্সমুদ্রগমনবৎ কর্মমাং সহভাবিত্বেন বিরুদ্ধাৎ ? পূর্বতসর্ষপয়োরিবাস্তুরবানুরোধঃ প্রমাণবিদাং নিশ্চিতঃ । তস্মাৎ সর্বকর্মসংন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা কার্যোতি সিদ্ধম্ ॥ ৫৫ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৫।১ ; ৪।৪।২২ । (খ) মহানারায়ণোপনিষৎ ২৪ ৯ ;

তৈত্তিরীয়ারণ্যক ১০।৬।৩।১৯ ।

(গ) মহানারায়ণোপনিষৎ, ২১।২ ; তৈত্তিরীয়ারণ্যক, ১০।৬।২।১২ । (ঘ) আপঃ ধঃ,

১।২।৩।১৩ । (ঙ) মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩২৯।৪০ ।

সৰ্বকৰ্ম্মাণ্যপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ৷
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততশ্চ—ভক্তোতি । তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভি-
জানাতি । কথন্তুতম্? যাবান্ সৰ্ব্ববাপী যশ্চাঙ্গি সচ্চিদানন্দরূপস্তথাভূতম্ । ততশ্চ মামেবং
তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানসাপ্যাপরমে সতি মাং বিশতে । পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥৫৫॥

গীতার্থসন্দীপনী । পরা ভক্তি বাতীত ভগবানের সুক্স্মাতিসুক্স্ম সত্তা যথাযথ অনুভব
করিতে পারা যায় না । শাস্ত্র, বিচার ও বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার দর্শনানন্দ অনুভব করা যায়
না । শাস্ত্র যে তাঁহাকে পরিপূর্ণ, সত্য, জ্ঞান, আনন্দঘন, সর্বোপাধি-বিশিষ্ট, এক, অখণ্ড
অদ্বিতীয়, অজর, অমর, অত্যন্ত, অশোক, গুণাতীত ইন্দ্রিয়াতীত ও ভাবাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা
করিয়াছেন—পরা ভক্তি বাতীত ঈদৃশ স্বরূপের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই । পরমাত্মার
স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই পরমহংস সন্ন্যাসীর আত্মসত্তা সেই নিঃশব্দ পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায় ।
জ্ঞানের পরিনিষ্ঠাসম্পন্ন অবস্থায় সাধকের প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ভোগায়তনস্বরূপ দেহও যে বিনষ্ট হইয়া
যাইবে তাহা নহে, তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন ॥ ৫৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । জ্ঞানসাধনের চতুর্থ ভূমিকায় অপরোক্ষভাবে পরমাত্মার স্বরূপ
সাক্ষাৎকার হয়, এই সময়েই পরা ভক্তির বিকাশ হইতে থাকে, এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের অবশিষ্ট
তিন ভূমিকায় প্রেমের পরাকাষ্ঠা—পরা ভক্তির পূর্ণতা হয় । জ্ঞান সাধনের প্রধান তিনটি ভূমিকা
শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা অথবা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন পরাভক্তি সাধনার সোপানসদৃশ ।
জীবন্মুক্ত পুরুষই প্রকৃত প্রেমিক, এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের (অভিন্নভাবে পরব্রহ্মস্বরূপে) পরম
শান্তিই ভগবানের রূপাদৃষ্টি ও পরা ভক্তির পরিস্ফুট বিকাশ । (৩ অঃ । ১৮ শ্লোকের সন্দীপনী-
পরিশিষ্টে সপ্ত জ্ঞানভূমিকার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৫৫ ॥

অনুবোধিনী । [তিনি] সদা (সৰ্বদা) সৰ্বকৰ্ম্মাণি (সমস্ত কৰ্ম্ম) কুৰ্ব্বাণঃ অপি
(করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাস্বতম্
(নিত্য) অব্যয়ং পদম্ (অক্ষয় স্থান) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । সৰ্বদা সমস্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমার শরণাগত
হয়েন, তিনি আমার প্রসাদে শাস্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । স্বকৰ্ম্মণা ভগবতোহভ্যর্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং
জ্ঞাননিষ্ঠাযোগাতা । যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা । স ভগবত্ত্বক্তিযোগোহধনা শুভ্যতে
শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায়—সৰ্বকৰ্ম্মাণীতি । সৰ্বকৰ্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি
সদা কুৰ্ব্বাণোহনুষ্ঠিতম্ । মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—অহং বাসুদেব ঈশ্বরো ব্যাপাশ্রয়ো হস্য স মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

ময্যর্পিতসর্বাভাব ইত্যর্থঃ । সোহপি মৎপ্রসাদান্নমেশ্বরস্য প্রসাদাদবাপ্নোতি শাস্ততং নিত্যং বৈষ্ণবং পদমবায়ম্ ॥ ৫৬ ॥

ত্ৰীধরস্বামিকৃতটীকা । স্বকর্মভি পরমেশ্বরারাধনাদুত্তং মোক্ষ প্রকারমুপসংহরতি— সর্বকর্মণীতি । সর্বকর্ম্মাণি সর্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি কাম্যানি চ কর্ম্মাণি পূর্বোক্তকুমেণ মদ্বাপাশ্রয়ঃ সন্ সর্বদা কুর্বাণঃ । মদ্বাপাশ্রয়ঃ—অহমেব ব্যাপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ঃ—ন তু স্বর্গাদি ফলং—যস্য সঃ । মৎপ্রসাদাচ্ছান্তমনাদি । অবায়ং নিতাম্ । সর্বোৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬ ॥

গীতার্থসঙ্গীপনী । অন্তঃকরণশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্ম্ম পরিতাগ করিতে নাই, এবং শুদ্ধান্তঃকরণ-বাস্তি সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । কর্ম্মসন্ন্যাস বাতীত ব্রহ্মপদ লাভ হয় না, অর্জুনের এই অপসিদ্ধান্ত বা ভ্রম ভঞ্জন করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার বুদ্ধি বলবতী হয় । ভগবচ্ছরণাগত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করুন বা সন্ন্যাসের অনধিকারীই হউন, ভগবৎকৃপায় তিনি পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন । সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসধর্ম্মের কোন অঙ্গহানি হইলে সেই নিত্য, সন্যাতন ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ লাভে সংশয়ও থাকিতে পারে ; কিন্তু যে শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ভগবানের নিত্যধাম লাভ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে । তাঁহার শরণাগত হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সামর্থ্যাদির কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না । সমস্ত সাধনের ফলস্বরূপ তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সাধক নিজ জন্ম সফল করেন । “কি অভাব তা’র যে বা একবার, তোমার শরণ লয় হে” ॥ ৫৬ ॥

অনুবোধিনী । চেতসা (বুদ্ধি দ্বারা) সর্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যাস্য (সমর্পণপূর্বক) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ (জ্ঞানযোগ) উপাশ্রিত্য (আশ্রয়পূর্বক) সততং (সর্বদা) মচ্ছিত্তঃ (মৎগতচিত্ত) ভব (হও) ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন!] তুমি বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর ॥ ৫৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি । চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্বকর্ম্মাণি দুষ্টাদুষ্টার্থানি । ময়ীশ্বরে সংন্যাস্য—‘যৎ করোষি যদায়াসি’ (গী ৯।২৭) ইত্যুক্তন্যায়েন । মৎপরঃ—অহং বাসুদেবঃ পিতৃভ্যঃ সন্তোষকরঃ স্বর্গমুৎকৃষ্টং প্রদাতাঃ । বুদ্ধিযোগ—

মচ্ছিত্তঃ সৰ্বদুৰ্গাণি মৎপ্রসাদান্তরিত্যসি ।

অথ চেতুমহঙ্কারান শ্রোষ্যসি বিনষ্টক্যসি ॥ ৫৮ ॥

ময়ি সমাহিতবুদ্ধিঃ বুদ্ধিযোগঃ । তং বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য । আশ্রয়োহনন্যশরণত্বম্ । মচ্ছিত্তো
মযোব চিত্তং যস্য তব স ত্বং মচ্ছিত্তঃ । সততং সৰ্বদা ভব ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি । সৰ্বকৰ্ম্মাণি চেতসা ময়ি
সংন্যাস্য সমৰ্প্য । মৎপর—অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ । ব্যবসায়াজ্ঞিকয়া বুদ্ধ্যা
যোগমুপাশ্রিত্য । সততং কৰ্ম্মানুষ্ঠানকালেহপি । ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিরিতিন্যায়েন মযোব চিত্তং
যস্য স যথাভূতো ভব ॥ ৫৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, বিবেকযুক্ত
বুদ্ধি বিচার দ্বারা তৎসমস্তই পরমেশ্বরে সমৰ্পণ করিবে, এবং জগতের সমস্ত আশা ভরসা পরিত্যাগ
পূৰ্ব্বক কৰ্ম্মফলের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া মোক্ষানুকূল বুদ্ধিযোগ
অবলম্বনপূৰ্ব্বক চিত্তকে সৰ্বদাই ভগবৎপ্রেমে আপ্নত করিয়া রাখিবে । হে ভগবান্ ! হে প্রভো !
হে শরণাগতরক্ষক ! তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ রক্ষাকর্তা নাই, আমি তোমারই হইলাম, মনে
মনে এইরূপ স্থির করিয়া ভগবানে মন সমৰ্পণ কর ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়বোধিনী । [তুমি] মচ্ছিত্তঃ (মৎপ্রসাদে হইয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার
অনুগ্রহে) সৰ্বদুৰ্গাণি (সমস্ত দুঃখ) তরিত্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) । অথ চেৎ (আর যদি) ত্বম্
(তুমি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) [আমার বাক্য] ন শ্রোষ্যসি (শ্রবণ না কর) [তাহা
হইলে] বিনষ্টক্যসি (বিনষ্ট হইবে) ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] মদগতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে দুস্তর সংসার-
দুঃখাদি হইতে উত্তীর্ণ হইবে । আর যদি অহঙ্কারপূৰ্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ না কর,
তাহা হইলে তুমি বিনষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥

শাকরভাষ্যম্ । মচ্ছিত্ত ইতি । মচ্ছিত্তঃ সৰ্বদুৰ্গাণি সৰ্বাণি দুস্তরাণি সংসার-
হেতুজাতানি মৎপ্রসাদান্তরিত্যসি অতিক্রমিত্যসি । অথ চেদ্ যদি ত্বং মদুত্তমহঙ্কারাৎ—পণ্ডিতো-
হহমিতি—ন শ্রোষ্যসি ন গ্রহীষ্যসি ততস্ত্বং বিনষ্টক্যসি বিনাশং গমিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততো মন্তবিষ্যতি তচ্ছৃণু—মচ্ছিত্ত ইতি । মচ্ছিত্তঃ সন্
মৎপ্রসাদাৎ সৰ্বাণ্যপি দুৰ্গাণি দুস্তরাণি সংসারিকদুঃখানি তরিত্যসি । বিপক্ষে দোষমাহ—অথ
চেদ্ যদি পুনস্তুমহঙ্কারাজ্জাত্যভিমানান্নদুস্তমেতন্ম শ্রোষ্যসি তর্হি বিনষ্টক্যসি পুরুষার্থাদ্
ব্রহ্মেটা ভবিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । কামক্ৰোধাদি ও বিষয়ব্যাপারাদি দ্বারা সংসার নানা দুঃখে পরিপূর্ণ
হইয়া রহিয়াছে । যিনি নিজ পুরুষ দেখাইতে গিয়া বলপূৰ্ব্বক রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি দমন করিতে
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ।

মিথ্যৈষ* ব্যবসায়ান্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

যান, তিনি প্রায়ই সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন না । কিন্তু যিনি কোন প্রযত্ন না করিয়াও কেবল ভগবানের শরণাগত হয়েন, প্রবল বায়ুবেগে মেঘমালা যেমন খণ্ডবিখণ্ড হইয়া উড়িয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার কামকোথাপি দুঃখরাশিও ভগবৎকৃপালেশমাগ্রেই আপনা-আপনিই বিদূরিত হইয়া যায় । আর হে অজ্ঞান ! যদি তুমি নিজ পাণ্ডিত্যভিমানের বশীভূত হইয়া আমার বাক্য (ভগবদ্বাণী) অবহেলা কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই স্বধর্মদ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ৭ অঃ । ১৪ গীতার্থ-সন্দীপনী ও সন্দীপনী-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ॥ ৫৮ ॥

অস্বয়বোধিনী । অহঙ্কারম্ (অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎসো (যুদ্ধ করিব না) ইতি (এইরূপ) যৎ মন্যসে (যে মনে করিতেছে) তে (তোমার) এষঃ (এই) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা (মিথ্যাই), [কেননা] প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) ত্বাং (তোমাকে) [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি (প্রবর্তিত করিবে) ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গানুবাদ । যদি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া “আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহাও নিষ্ফল হইবে । কেননা, প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে অবশ্য প্রবর্তিত করিবেই করিবে ॥ ৫৯ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । ইদং চ ত্বয়া ন মন্তবাৎ—স্বতন্ত্রোহহং কিমর্থং পরোক্তং করিষ্যামীতি—যদिति । যদেতত্ত্বমহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি ন যুদ্ধং করিষ্যামীতি মন্যসে চিন্তয়সি নিশ্চয়ং কৱেষি । মিথ্যৈষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়ন্তে তব । যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষান্ত্রস্বভাবস্তাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কামং বিনশ্ক্ষ্যামি । ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেৎ ? তত্রাহ—যদহঙ্কারমিতি । মদুত্তমনাদৃত্য কেবলমহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি তন্মন্যসে ত্বমধ্যবসাসি । এষ তে ব্যবসায়ো মিথ্যৈষ । অস্বতন্ত্রত্বাত্তব । তদেবাহ—প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগণ-রূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্তয়িষ্যতোব ॥ ৫৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । “আমি ধর্ম্মাত্মা, যুদ্ধরূপ ক্রুর কর্ম্ম করিব না” ব্রথাভিমানবশতঃ যদি তুমি এইরূপ স্থির করিয়া থাক, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে ; কেননা যে রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি, সেই রাজসী † প্রকৃতি নিশ্চয়ই তোমাকে যুদ্ধার্থ নিযুক্ত করিবে । তোমার অভিমান বা অহঙ্কার সেই প্রকৃতির গতি কিছুতেই বোধ করিতে পারিবে না ॥ ৫৯ ॥

* মিথ্যৈষ—ইতি শ্রীধরস্বামি-ধৃতঃ পাঠঃ ।

† যুদ্ধকালে অজ্ঞান নিজ প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য সাধনে বিলম্ব করায় রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিলে অজ্ঞান তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া রাজসী প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন ।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্তেন কর্মণা ।

কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যাস্যবশোহপি তৎ ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশজ্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়ায়া ॥ ৬১ ॥

অন্থয়বোধিনী । কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্তুং (যে যুদ্ধ করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্তেন (স্বীয়) কর্মণা (কর্মদ্বারা) নিবন্ধঃ (বশীভূত হইয়া) অবশঃ (অস্বাধীনভাবে) তৎ অপি (তাহাও) করিষ্যসি (করিবে) ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন!] মোহপ্রযুক্ত তুমি যে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ না, পরিণামে স্বভাবজাত ক্রিয়-প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তাহা তোমাকে করিতেই হইবে ॥ ৬০ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । যস্মাচ্—স্বভাবজেনেতি । স্বভাবজেন শৌর্যাদিনা যথোক্তেন কৌন্তেয় নিবন্ধো নিশ্চয়েন বন্ধঃ স্তেনাত্মীয়েন কর্মণা কর্তুং নেচ্ছসি যৎ কর্ম মোহাদবিবেকতঃ । করিষ্যাস্যবশোহপি পরবশ এব তৎ কর্ম ॥ ৬০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—স্বভাবজেনেতি । স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্বকর্ম-সংস্কারঃ । তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্মণা শৌর্যাদিনা পূর্বোক্তেন নিবন্ধো যন্তিতত্ত্বং মোহাদ্ যৎ কর্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্তুং নেচ্ছস্যবশঃ সংসৃতং কর্ম করিষ্যাস্যেব ॥ ৬০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অর্জুন আপনাকে যে সুশিক্ষিত, ধর্মজ্ঞ ও কর্তব্যাপরাগ্ন বোধ করিতেছেন, তাহা মোহপ্রভাববশতঃ । যেমন রঙ্গের উপর রসায়ন করিলে তাহা রৌপ্যবৎ বোধ হয়, কিন্তু ধাতুগত তাহা যে রঙ্গ সেই রঙ্গই থাকিয়া যায়, এবং অগ্নিপরীক্ষা কালে রঙ্গেরই পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ অর্জুনের ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিতে শিক্ষাভিমানরূপ রসায়নস্পর্শে ব্রাহ্মণোচিত ভাব প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধরূপ পরীক্ষাস্থলে অর্জুনের প্রকৃতিগত শৌর্য্য-বীর্য্য আপনা-আপনি প্রকাশিত হইয়া আসিবে । কেননা, প্রাকৃতিক শক্তির মর্য্যাদা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না । “স্বভাব” শব্দে ভগবান্ ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি ও ঈশ্বরের ইচ্ছা উভয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন । অর্জুনের মনের ভাব যাহাই হউক না কেন, তিনি ক্ষত্রিয়প্রকৃতির ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কখনও সমর্থ হইবেন না ॥ ৬০ ॥

অন্থয়বোধিনী । অর্জুন (হে অর্জুন!) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) মায়ায়া (মায়াদ্বারা) সর্বভূতানি (প্রাণিসমূহকে) যন্তারূঢ়ানি ইব (যন্তারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়) ভ্রাময়ন্ (ভ্রামণ করাইয়া) সর্বভূতানাং (সর্বজীবের) হৃদ্যেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠান করিতেছেন) ॥ ৬১ ॥

বজ্রানুবাদ । ঈশ্বর প্রাণিসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া যন্ত্রাক্রান্ত [কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায়] তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন ॥ ৬১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । যস্মাৎ—ঈশ্বর ইতি । ঈশ্বর ঈশনশীলো নারায়ণঃ সর্বভূতানাং সর্বপ্রাণিনাং হৃদয়ে হৃদয়দেশেহজ্জুন গুরুত্তরাভ্রস্বভাব বিশুদ্ধান্তঃকরণ ইতি—‘অহং কৃষ্ণমহরজ্জুনং চ’ (ক) ইতি দর্শনাৎ—তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে । স কথং তিষ্ঠতীতি ? আহ—ব্রাময়ন্ ভ্রমণং কারয়ন্ । সর্বভূতানি যন্ত্রাক্রান্তানি যন্ত্রাণ্যক্রান্তানাধিষ্ঠিতানীবেতীবশম্বেদাহ্র দ্রষ্টব্যঃ । যথা দারুকৃতপুরুষাদীনি যন্ত্রাক্রান্তানি মায়য়া ছদ্মনা ব্রাময়ন্তিস্তিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৬১ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্ৰ্যং স্বভাবপারতন্ত্ৰ্যং কৰ্মপারতন্ত্ৰ্যং চোক্তম্ । ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্ । সর্বভূতানাং হৃদয়ে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরোহন্তর্যামী তিষ্ঠতি । কিং কুর্ষন্ ? সৰ্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ব্রাময়ন্তন্তৎকৰ্মসু প্রবর্তয়ন্ । যথা দারুযন্ত্রমাক্রান্তানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ব্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ । যদ্বা—যন্ত্রাণি শরীরাণি । আক্রান্তানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ব্রাময়ন্তিত্যর্থঃ । তথা চ স্বেতাস্থতরাণাং মন্তঃ—একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাশ্রা । কৰ্মাধাক্ষঃ সর্বভূতাদিবিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুণশ্চ ॥ (খ) ইতি । অন্তর্যামিব্রাহ্মণং চ—য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনমন্তরো যময়তি যমাত্মা ন বেদ যস্যাশ্রা শরীরমেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ (গ) । ইত্যাদি ॥ ৬১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । মায়ারচিত মনুষ্য মায়াপ্রভাবে আপনাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করে, এবং ইহাও মনে করে যে তাহার বুঝি স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিবার স্বতন্ত্র শক্তি আছে । মায়াপ্রভাবে মনুষ্য এই ভ্রমে অন্ধাভূত । বস্তুতঃ ভগবান্ই জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ, তিনিই জগতের নায়ক । তাঁহারই মায়ায় তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে জগৎ চালিত হইতেছে । নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়া গেলে বা বায়ুর বেগে মেঘ উড়িয়া গেলে, লোকে বলে নৌকা চলিতেছে, মেঘ চলিতেছে ইত্যাদি । সেইরূপ ভগবানের অলক্ষিত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবোধ মনুষ্যাগণ মনে করিয়া থাকে, আমরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছি । তুমি আপনাকে যতই কেন স্বাধীন মনে কর না, ঐশী শক্তির অধীন হইয়া তোমাকে চিরদিনই থাকিতে হইবে । যাহার ইচ্ছা ঐশশক্তিপ্রবাহের অনুকূল, তিনিই ধন্য ও তিনিই সাধু । যেমন সূত্রধার—কাষ্ঠনির্মিত অশ্ব, হস্তী ও ব্যাঘ্র আদিকে যন্ত্রাক্রান্ত করিয়া ঘুরাইয়া দিলে তাহারা ঘুরিতে থাকে, এবং সূত্র সংযত করিলে তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভগবানের মায়াসূত্রের প্রভাবে জীবসমূহ নানা ভাবে নানা দিকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভবলীলা ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে । অতএব হে অজ্জুন । তুমি বিশুদ্ধচিত্তে এই গুহ্য রহস্য বিদিত হইয়া নিজোচিত কার্য্যে অগুসর হও । [৯।১০ গীঃ সং দ্রষ্টব্য] ॥ ৬১ ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্বভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাস্বতম্ ॥৬২॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতে গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া ।

বিমৃশ্যতদাশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়বোধিনী । ভারত (হে ভারত!) সৰ্বভাবেন (সৰ্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও)। তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার কৃপায়) পরাং শান্তিং (পরম শান্তি) [ও] শাস্বতং স্থানং (নিত্য ধাম) প্রাপস্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে ভারত! তুমি সৰ্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও; তাঁহার অনুগ্রহে, তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাস্বত ধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । তমিতি । তমেবেশ্বরং শরণমাশ্রয়ং সংসারার্তিহরণার্থং গচ্ছাশ্রয় । সৰ্বভাবেন সৰ্বাঙ্গানাং হে ভারত । ততস্তৎপ্রসাদাদীশ্বরানুগ্রহাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং শান্তিমুপপত্তিং স্থানং চ মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমবাপ্যসি শাস্বতং নিত্যম্ ॥ ৬২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তমিতি—যস্মাদেবং সৰ্ব্ব জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মা-দহঙ্কারং পরিত্যজ্য সৰ্বভাবেন সৰ্বাঙ্গানাং তমীশ্বরমেব শরণং ততস্তসৌব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানং চ পারমেশ্বরং শাস্বতাং নিত্যং প্রাপ্যসি ॥ ৬২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভাগবতী শক্তি প্রবৃত্তিরূপিণী হইয়া প্রাণিসমূহকে শুভ ও অশুভ কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে । যিনি সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই প্রবৃত্তিনিবৃত্তির কারণভূত ভগবানের আশ্রয় * গ্রহণ করিবেন; কেননা, তিনি আশ্রিত ব্যক্তিকে কৃপাপূৰ্ব্বক মায়ামুক্ত করিয়া দেন । ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে কার্য্য-সহিত অবিদ্যা চির দনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে । মনোনিবৃত্তিরূপ পরমা শান্তি ভগবদ্ভক্তের চিরানুগত হইয়া থাকে, এবং নিত্যানন্দময় পরম ধামে তাঁহার চিরস্থিতি হয় ॥ ৬২ ॥

অন্বয়বোধিনী । ইতি (এই) গুহ্যাৎ (গুহ্য হইতে) গুহ্যতরং (অতি গুহ্য) জ্ঞানং (আজ্ঞান) তে (তোমার নিকট) ময়া (মৎকর্তৃক) আখ্যাতে (ব্যাখ্যাত হইল), অশেষেণ (নিঃশেষরূপে) এতৎ (ইহা) বিমৃশ্য (বিচার করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) তথা (সেইরূপ) কুরু (কর) ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে অজ্ঞান! আমি তোমার নিকট গুহ্যতীক্ষ্ণ আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা করিলাম । আমার কথিত এই গীতার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর ॥ ৬৩ ॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । ইতীতি । ইত্যোক্তে তুভ্যং জ্ঞানমাখ্যাতং কথিতম্—গুহ্যং গোপ্যাদ্গুহ্যতমতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিত্যর্থঃ ময়া সর্বজ্ঞেনশ্রবণে । বিমৃশ্য বিমর্শনমালোচনং কৃৎস্না এতদ্যথোক্তং শাস্ত্রমশেষেণ সমস্তং যথোক্তং চার্খজাতম্ , যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সর্বগীতার্থমুপসংহরন্বাহ—ইতীতি । ইত্যেনে প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্ । কথংভূতম্ ? গুহ্যান্গোপ্যাদ্-হস্যমন্ত্রযোগাদিবিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্ । এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রনশেষতো বিমৃশ্য পর্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেষ্টসি তথা কুরু । এতস্মিন্ পর্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্তিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অজ্ঞান ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ও শরণাগত ভক্ত । এই জন্য ভগবান্ কোন স্থানে অজ্ঞান কৰ্ত্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া, কোথাও বা বিনা জিজ্ঞাসায় কৃপাপূৰ্বক মোক্ষসাধন-রূপ অনেক জ্ঞানগৰ্ভ গুহ্য রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আত্মজ্ঞান যে কৰ্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ—ইহা ভগবান্ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন । মন্ত্র, তন্ত্র, মণি ও রসায়নাদি গুহ্য পদার্থ হইতেও আত্মজ্ঞান অত্যন্ত গুহ্য । কেননা, এতাবতের দ্বারা অনিত্য সাংসারিক সুখ মাত্র প্রাপ্তি হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞানের দ্বারা জীবের ব্রহ্মানন্দরূপ নিত্য সুখ লাভ হইয়া থাকে । তাই ভগবান্ বলিতেছেন—এই গীতাশাস্ত্রের প্রারম্ভ হইতে পর্যাবসান পর্যন্ত তুমি ভাল করিয়া বিচার কর । মুমুক্শু ব্যক্তির অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে পাপ কৰ্ম্ম আদি নাশের নিমিত্ত স্বর্গফল কামনাদি পরিত্যাগপূৰ্বক ভগবদ্বর্গ-বুদ্ধিতে বর্ণাশ্রম-ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সাধক আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মবেত্তা গুরুর সমীপে বেদান্তবাক্য বিচারার্থ শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিধানানুসারে শিখাসূত্র পরিত্যাগ পূৰ্বক সর্বকৰ্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন । সন্ন্যাসী ভগবানের শরণাগত হইয়া বিবিক্তদেশসেবা আদি জ্ঞানসাধন অভ্যাস পূৰ্বক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন । আর যাঁহারা সর্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসের অভিলাষ করেন না, তাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির পরেও শাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালনার্থ ও লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, এবং ভগবানের শরণাগত হইয়া সম্পূর্ণ মুক্তিভাগী হইবেন ॥ ৬৩ ॥

অম্বয়বোধিনী । সর্বগুহ্যতমং (সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম) মে (আমার) পরমং বচঃ (শ্রেষ্ঠ বাক্য) ভূয়ঃ (পুনৰ্বার) শৃণু (শ্রবণ কর), [তুমি] মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টং (প্রিয়) অসি (হও) ; ইতি ততঃ (সেই হেতু) তে (তোমাকে) হিতং (কল্যাণকর বাক্য) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ৬৪ ॥

মননা ভব মদ্ভক্তা মদ্যাজী মাং নমস্করু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ ॥

আমি পুনর্ব্বার সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৬৪ ॥

শাক্তবিশেষ্যম্ । ভূয়োহপি ময়োচ্যমানং শৃণু—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি । সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বগুহ্যভোহত্যন্তগুহ্যতমং রহস্যম্ । উক্তমপাসকুড়ুম্যঃ পনঃ শৃণু । মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচো বাক্যম্ । ন ভয়াৎ নাপার্থকারণাদা বক্ষ্যামি । কিং তর্হি ? ইষ্টং প্রিয়োহসি মে মম । দৃঢ়মবাভিচারেণেতি কৃৎস্না । ততস্তেন কারণেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি । তে তব হিতং পরং জ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনম্ । তচ্ছি সর্ব্বহিতানাং হিততমম্ ॥ ৬৪ ॥

প্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অতিগন্তীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্যালোচয়িতুমশরু বতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্ব্বগুহ্যতমমিতিব্রিভিঃ । সর্ব্বভোহপি গুহ্যভো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনঃরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু । পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মতাভং মে মম ত্রুমিষ্টং প্রিয়োহসীতি মত্বা । তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি । যদ্বা—মম ত্রুমিষ্টোহসি । ময়া বক্ষ্যমাণং দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য । ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ । দৃঢ়মতিরিতি ঋচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ইতিপূর্বে ভগবান্ সন্ন্যাস পর্যান্ত নিক্ষাম কৰ্ম্মযোগের গুহ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন । তৎপরে নিক্ষাম কৰ্ম্মের ফলস্বরূপ গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এক্ষণে গুহ্যতত্ত্বগুহ্যতম তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন । অর্জুন তাঁহার প্রিয় শরণাগত ভক্ত । এই জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ আপনিই অর্জুনের হিতার্থ গুহ্যতম পরামর্শ দানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

অর্থবোধিনী । [ত্বং (তুমি)] মননাঃ (মঙ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্যাজী (আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানশীল) ভব (হও), মাং (আত্মস্বরূপ আমাকে) নমস্করু (নমস্কার কর); [তাহা হইলে] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে); অহং (আমি) তে (তোমার নিকট) সত্যং প্রতিজ্ঞানে (সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি) [কেননা, তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও) ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে অর্জুন !] তুমি মদগতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও । আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর । তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে । ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি । কেননা, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম। কিং তৎ ? আহ—মন্মনা ইতি । মন্মনা ভব মচ্চিত্তো ভব । মন্তন্তো ভব মন্তজনো ভব । মদ্যাজী মদ্যজনশীলো ভব । মাং নমস্করু নমস্কারমপি মমৈব কুরু । তত্রৈব বর্তমানো বাসুদেব এব সর্বসমর্পিতসাধাসাধনপ্রয়োজনো মামেবৈষ্যস্যাগমিষ্যসি । সত্যং তে তব প্রতিজানে । সত্যং প্রতিজ্ঞাং করোমোতস্মিন্ বস্তুনীতার্থঃ । যতঃ প্রিয়োহসি মে । এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞং বুদ্ধা ভগবন্তেরবশ্যাস্তাবিমোক্ষফলমবধার্য ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণো ভবেদिति বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ত্ৰিধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবাহ—মন্মনা ইতি । মন্মনা ভব । মচ্চিত্তো ভব । মদ্যাজী মদ্যজনশীলো ভব । মামেব নমস্করু । এবং বর্তমানস্তং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্যসি । অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ । ত্বং হি মে প্রিয়োহসি । অতঃ সত্যং যথা ভবতোবাং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মপদ লাভের জন্য ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে হয়, ভগবান্ প্রথমে এই কথা বলিলে পাছে অজ্ঞান মনে করেন যে, কংস-শিশুপালাদি তো দ্বেষপূর্বক ভগবান্কে চিন্তা করিয়াছিল, অতএব আমিও সেইরূপ চিন্তা করি । এইজনা ভগবান্ বলিলেন যে, ভক্তিশূক্ত চিত্তে আমার ভজনা কর । এই ভক্তিই বা কিরূপে হইবে ? অজ্ঞানের এই শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি সর্বদা আমার পূজাপরায়ণ হও । পূজার সামগ্রীর অভাব হইলে যদি পূজা পূর্ণ না হয়, অজ্ঞানের এই শঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি আমাকে নমস্কার অর্থাৎ অতি নম্রতাপূর্বক শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা আমার আরাধনা কর । “মদ্যাজী” ও “নমঃ” পদদ্বয়ে ভগবানের অর্চনা ও বন্দনা উপলক্ষিত হইয়াছে । ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্তন, ভগবানের নাম-রূপ স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন ও বন্দন, এবং দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—ভক্তির এই নয় প্রকার লক্ষণ । এই ভক্তিযোগ সহকারে যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবানের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই ভক্ত অবশ্যই ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন । “মন্মনাঃ” এই পদের দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মে চিত্তবিলয়রূপ গীতার তৃতীয় শ্লোক বা জ্ঞানকাণ্ডীয় জীব-ব্রহ্মের অভেদ ভাব, “মন্তন্ত” এই পদের দ্বারা ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় শ্লোক বা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভোপযোগী উপাসনা কাণ্ড বা ভক্তিযোগ, এবং “মদ্যাজী” এই পদের দ্বারা ভগবান্ নিষ্কাম বর্ণাশ্রমধর্মের আবশ্যকতা অর্থাৎ গীতার প্রথম শ্লোক বা কর্মযোগ সংক্ষেপে কীর্তন করিলেন । ধনাদির অভাবে পূজার কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলেও তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করিলে সমস্ত ক্রটি পরিপূর্ণ হইয়া যায় । যেমন দর্পণাদি উপাধি নিরুক্ত হইলে প্রতিবিম্ব বিম্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার কথিতানুরূপ আরাধনা করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমার অভেদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৫ ॥

সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বা * সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়বোধিনী । সর্বধৰ্ম্মান্ (সকলপ্রকার ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ-পূর্বক) একং (কেবলমাত্র) মাং (সর্বাত্মরূপ আমাকে) শরণং (আশ্রয়) ব্রজ (প্রাপ্ত হও) ; অহং (আমি) ত্বা (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না) ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । তুমি সমুদয় ধৰ্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও । আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব । তুমি শোক করিও না ॥ ৬৬ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ । কৰ্ম্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বরশরণতামুপসংহৃত্যাথেদানীং কৰ্ম্মযোগ-নিষ্ঠাফলং সমাপদর্শনং সর্ববেদান্তবহিতং বক্তব্যমিত্যাহ—সর্বধৰ্ম্মানিতি । সর্বধৰ্ম্মান্—সর্বৈচ-তে ধৰ্ম্মাশ্চ সর্বধৰ্ম্মাঃ তান্ । ধৰ্ম্মশব্দেনান্নাধৰ্ম্মোহপি গৃহ্যতে । নৈষ্কৰ্ম্মাসা বিবক্ষিতত্বাৎ । নাবিরতো দুষ্টরিতাৎ (ক) ইতি । তাজ ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মং চ (খ)—ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যাঃ । সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য সংনাস্য সর্বকৰ্ম্মাণীত্যোক্তং । মামেকং সৰ্ব্বাত্মানং সমং সর্বভূতস্থমীশ্বরমচুতং গৰ্ভজনা-জরামরণবিবর্জিতম্ । অহমেবেতোবমেকং শরণং ব্রজ । ন মন্তোহন্যদন্তীতাবধারণেত্যর্থঃ । অহং ত্বা ত্বামেবং নিশ্চিতবুদ্ধিং সর্বপাপেভ্যঃ সর্বধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবন্ধনরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্ত্বাভাবপ্রকাশী-করণেন । উক্তং চ—নাশয়াম্যাত্ত্বাভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা (গী ১০।১১) ইতি । অতো মা শুচঃ শোকং মা কাষীরিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । ততোহপি গুহ্যতমমাহ—সর্বৈতি । মন্ডাক্যৈব সর্বং ভবিষ্য-তীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈষ্কৰ্ম্ম্যং তাস্তা মদেকশরণো ভব । এবং বর্তমানঃ কৰ্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কাষীঃ । যতস্তাং মদেকশরণং সর্বপাপেভ্যোহহং মোক্ষয়িষ্যামি ॥ ৬৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম প্রভৃতি যত প্রকার ধৰ্ম্ম আছে, সকল ধৰ্ম্মেরই অধিষ্ঠানভূমি একমাত্র ভগবান্ । তাই ভগবান্ বলিতেছেন, সকল ধৰ্ম্মের স্বতন্ত্র সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকেই সর্ব ধৰ্ম্মের স্বরূপ বলিয়া বিদিত হও, এবং আমাকেই পরমতত্ত্ব জানিয়া অনাত্মবিষয়-চিন্তামাত্রকেই চিত্ত হইতে দূর করিয়া দাও, এবং অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তীব্র প্রেমের আবেশে আমাকেই নিরন্তর চিন্তা কর । “সর্বধৰ্ম্মান্” পদে ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, সাধারণ ও অসাধারণ (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন আদির) সর্ব প্রকার ধৰ্ম্মই উপলক্ষিত হইয়াছে । সর্ব-ধৰ্ম্ম-পরিত্যাগ শুনিয়া কেহ সর্বকৰ্ম্মসম্ভ্রাস বলিয়া মনে করিবেন না । কেননা, ভগবান্ তাহা হইলে শরণগ্রহণরূপ কৰ্ম্মের ব্যবস্থা করিতেন না ।

* অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য ইতি পঠতি শ্রীধরস্বামী ।

(ক) কঠোপনিষৎ, ২।২৪ ।

(খ) মহাভারত—শান্তিপর্ব, ৩২৯।৬০ ।

ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়াই সমস্ত শাস্ত্রের গুহা রহস্য এবং সমস্ত সাধনের চরম ফল । বর্ণাশ্রম ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া অজ্ঞানের সন্ন্যাসধর্ম যে আস্থা বাড়িয়াছিল, ভগবান্ এই শ্লোকে সেই সন্ন্যাসধর্মও পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহার শরণাগতি ভিন্ন কোন ধর্ম-কর্মই যে শ্রেষ্ঠ নহে, তাহাই বুঝাইলেন । সন্দেহচিহ্নিত অজ্ঞান বন্ধুবান্ধব-বধজন্য পাপের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাই ভগবান্ বলিলেন যে, তুমি তজ্জনা চিন্তা করিও না, তোমার বিনা প্রায়শ্চিত্তেই আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব । শ্রুতি বলিয়াছেন, “ধর্মের পাপমপনুদতি”— (ক)—ধর্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয় ; ভগবান্ স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ, তিনি পাপ বিনষ্ট করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? “ঈশ্বরের আমি,” “ঈশ্বর আমার” ও “ঈশ্বরই আমি”—এই ত্রিবিধ শরণাগতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে । প্রথম, যথা—

“সতাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনন্তুম্ ।

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্লেচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যাকৃত ষট্ পদী ।

হে অখিলনাথ ! যদিও সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই সত্য, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে, কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না । সেইরূপ হে নাথ ! তোমাতে ও আমাতে কোন ভেদ না থাকিলেও “আমি তোমারই,” কিন্তু “তুমি আমার,” একথা বলিতে পারি না ।

দ্বিতীয় শরণাগতি, যথা—

“হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্রুতম্ ।

হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥” শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, তৃতীয়শতক, ৯৭ শ্লোক ।*

গোপিকাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলে পর যখন তিনি একদিন হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করেন, সেই সময় গোপিকাগণ ভগবান্কে বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি যে আমাদের হাত ছাড়াইয়া বলপূর্ব্বক পলায়ন করিলে, ইহাতে তোমার পৌরুষ কি ? আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া যদি পলাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি । এখানে ভক্ত “ভগবান্ আমার,” এই ভাবের পরিচয় দিয়াছেন ।

তৃতীয় শরণাগতি, যথা —

“সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ ।

ইতি মতিরচলা ভাবতানন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাং ॥” বিষ্ণুপুরাণ যমগীতা, ৩৭।৩২ ।

“স্বাভব জন্মান্নক সমস্ত জগৎ ও আমি এবং বাসুদেবস্বরূপ সেই পরমপুরুষ অদ্বিতীয়”— এইরূপ স্থির নিশ্চয় ভাব যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান, হে দূত ! ঈদৃশ ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে তুমি কদাচ গমন করিও না । ঈদৃশ তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিকে তুমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও । (দূতের প্রতি যমের উক্তি) ।

(ক) মহানারায়ণোপনিষৎ, ২২।১ ।

*হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ কৃষ্ণেদমদ্রুতম্ ।

হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ (ঐসিয়াটিক সোসাইটির পৃথি) ।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।

ন চাশুক্রমবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যাসুয়তি ॥ ৬৭ ॥

ভগবান্ প্রথমে কৰ্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তিनिষ্ঠা, পরস্পর সাধা-সাধন ভাবে বিস্তারপূৰ্ব্বক বলিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে সেই সকল কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতার উপসংহার করিতেছেন। “স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ” (১৮।৪৬) এই বচনে কৰ্ম্মনিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন। “ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাহ্বা বিশতে তদনন্তরম্” (১৮।৫৫) এই বচনে কৰ্ম্মসন্ন্যাসপূৰ্ব্বক শ্রবণ মননাদি সাধনের পরিপাক সহিত জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন, এবং “সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” এই বচনে ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠার উপসংহার করিলেন ॥ ৬৬ ॥

অন্থয়বোধিনী। ইদং (ইহা) অতপস্কায় (তপস্যাবিহীন ব্যক্তির নিকট) তে (তোমার) কদাচন (কখনও) ন বাচ্যং (বলা উচিত নয়) ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকে নহে), ন চ অশুক্রমবে (শ্রবণেচ্ছা বিহীন ব্যক্তিকেও নহে), যঃ (যে) মাং (পরমেশ্বর-রূপ আমাকে) অভ্যাসুয়তি (অসুয়া করে) ন চ [তাহাকেও বলা] (উচিত নহে) ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জুন! তোমার হিতার্থ যে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা তপস্যাবিহীন, ভক্তিবিজ্ঞিত, শুশ্রূষারহিত এবং আমার প্রতি অসুয়াকারী ব্যক্তিকে কদাচ উপদেশ করিতে নাই ॥ ৬৭ ॥

শাক্তবিশেষণম্। অগ্নিম্ হি গীতাশাস্ত্রে পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নিশ্চিতং কিং জ্ঞানম্? কিং কৰ্ম্ম বা? আহোম্বিদুস্তমমিতি? কুতঃ সংশয়ঃ? যজ্ঞজ্ঞাহ্বাহমুতমশ্নুতে (গী ১৩।১৩), ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাহ্বা বিশতে তদনন্তরম্ (গী ১৮।৫৫) ইত্যাদীনি বাক্যানি কেবলাজ্ঞান-নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিঃ দর্শয়ন্তি। কৰ্ম্মণোবাধিকারন্তে (গী ২।৪৭), কুরু কৰ্ম্মব (গী ৪।১৫) ইত্যেবমাদীনি কৰ্ম্মণামবশ্যকর্তব্যতাং দর্শয়ন্তি। এবং জ্ঞানকৰ্ম্মণোঃ কর্তব্যতোপদেশাৎ সমুচ্চিত্যোরপি নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং সাৎ—ইতি ভবেৎ সংশয়ঃ। কিং পুনরত্র মীমাংসাফলম্?

নম্বেতদেব—এষামনাতমস্য পরমনিঃশ্রেয়সসাধনত্বাবধারণম্। অতো বিস্তীর্ণতরং মীমাংসামেতৎ আত্মজ্ঞানস্য তু কেবলস্য নিঃশ্রেয়সহেতুত্বম্। ভেদপ্রত্যয়নিবর্তকত্বেন কৈবল্যাফলাবসানত্বাৎ। ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিরবিদ্যাগ্ন্যানি নিত্যপ্রবৃত্তা—মম কৰ্ম্মাহং কৰ্ত্তাহমুচৈম ফলায়েদং কৰ্ম্ম করিষ্যামীতীয়মবিদ্যাহনাদিকালপ্রবৃত্তা। অস্যা অবিদ্যায়া নিবর্তকম্—অয়মহমগ্নিম্ (ক) কেবলোহকর্ত্তাহক্ৰিয়োহফলো ন মত্তোহন্যোহন্তি কশ্চিদিত্যেবংরূপমাবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যমানম্। কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুত্বতয়া ভেদবুদ্ধির্নিবর্তকত্বাৎ। তুশব্দঃ পক্ষদ্বয়ব্যবহারার্থঃ। ন কেবলেভ্যঃ

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১১।১।

কৰ্মভ্যাঃ—ন চ জ্ঞানকৰ্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং—নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিরিতি পক্ষদ্বয়ং নিবর্তয়তি ।
অকার্যত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়সস্য কৰ্মসাধনত্বানুপপত্তিঃ । ন হি নিত্যং বস্তু কৰ্মণা জ্ঞানেন বা ক্রিয়তে ।
কেবলজ্ঞানমপ্যনর্থকং তর্হি ?

ন । অবিদ্যানিবর্তকত্বে সতি দৃষ্টকৈবল্যাফলাবসানত্বাৎ । অবিদ্যাতমোনিবর্তকস্য জ্ঞানস্য
দৃষ্টং কৈবল্যাফলাবসানত্বম্ । রজ্জ্বাদিবিষয়ে সর্পাদ্যজ্ঞানতমোনিবর্তকপ্রদীপপ্রকাশফলবৎ ।
বিনিবৃত্তসর্পাদিবিবল্লরজ্জুকৈবল্যাবসানং হি প্রকাশফলম্ । তথা জ্ঞানম্ । দৃষ্টার্থানাং চ
ছিদিক্রিয়াহগ্নিমহ্নাদীনাং ব্যাপ্তকর্তাদিকারকাণাং দ্বৈধীভাবাগ্নির্দর্শনাদিফলাদন্যফলে কৰ্মান্তরে বা
ব্যাপারানুপপত্তির্যথা তথা জ্ঞাননিষ্ঠাক্রিয়াং দৃষ্টার্থায়াং ব্যাপ্তস্য জ্ঞানাদিকারকস্যাত্মকৈবল্যা-
ফলাদন্যফলে কৰ্মান্তরে বা প্রবৃত্তিরনুপপন্নেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠা কৰ্মসহিতোপপদ্যতে ।

ভুক্তিক্রিয়াহগ্নিহোত্নাদিক্রিয়াবৎ স্যাদিতি চেৎ ?

ন । কৈবল্যাফলে জ্ঞানে ক্রিয়াফলার্থিত্বানুপপত্তেঃ । কৈবল্যাফলে হি জ্ঞানে প্রাপ্তে সৰ্ব্বতঃ
সংপ্লুতোদকে ফলে কৃপতড়াগাদিক্রিয়াফলার্থিত্বাবাবৎ ফলান্তরে তৎসাধনভূত্যাং বা
ক্রিয়ামার্থিত্বানুপপত্তিঃ । ন হি রাজ্যপ্রাপ্তিফলে কৰ্মণি ব্যাপ্তস্য ক্ষেত্রমাত্রপ্রাপ্তিফলে
ব্যাপারোপপত্তিঃ । তদ্বিষয়ং চার্হত্বম্ । তন্মান্ন কৰ্মণোহস্তি নিঃশ্রেয়সসাধনত্বম্ । ন চ
জ্ঞানকৰ্মণোঃ সমুচ্চিতয়োঃ । নাপি জ্ঞানস্য কৈবল্যাফলস্য কৰ্মসাহায্যাপেক্ষা । অবিদ্যানিবর্তকত্বেন
বিরোধাৎ । ন হি তমস্তমসো নিবর্তকম্ । অতঃ কেবলমেব জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সসাধনমিতি ।

ন । নিত্যাকরণে প্রত্যাবায়প্রাপ্তেঃ । কৈবল্যস্য চ নিত্যত্বাৎ । যত্তাবৎ কেবলজ্ঞানাৎ
কৈবল্যপ্রাপ্তিরিত্যেতৎ—তদসৎ । যতো নিত্যানাং কৰ্মণাং শ্রুতাত্তানামকরণে প্রত্যাবায়ো
নরকাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ স্যাৎ ।

নন্বেবং তর্হি কৰ্মভ্যো মোক্ষো নাস্তি—ইত্যানির্শোর্ক্ষপ্রসঙ্গ-এব ।

নৈষ দোষঃ । নিত্যাত্মানোক্ষস্য । নিত্যানাং কৰ্মণামনুষ্ঠানাৎ প্রত্যাবায়স্যাপ্রাপ্তিঃ ।
প্রতিষিদ্ধস্য চাকরণাদনিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ । কাম্যানাং চ বর্জনাদিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ ।
বর্তমানশরীরারম্ভকস্য চ কৰ্মণঃ ফলোপভোগক্ষয়ে পতিতেহগ্নিমঞ্জুরীয়ে দেহান্তরোৎপত্তৌ চ
কারণভাবাদান্নো রাগাদীনাং চাকরণাৎ স্বরূপাবস্থানমেব কৈবল্যম্—ইত্যত্বসিদ্ধং কৈবল্যমিতি ।

অতিক্রান্তানেকজন্মান্তরকৃতস্য স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তিফলসান্নারম্ভকার্যস্যোপভোগানুপপত্তেঃ ক্ষয়া-
ভাব ইতি চেৎ ?

ন । নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাস্যাসদুৎখোপভোগস্য তৎফলোপভোগত্বোপপত্তেঃ । প্রায়শ্চিত্তবদ্ধা
পূর্বোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থত্বান্নিত্যকৰ্ম্মণাম্ । আরম্ভানাং চ কৰ্ম্মণামুপভোগেনৈব ক্ষীণত্বাদপূর্বোপাং
চ কৰ্ম্মণামনারম্ভেহযত্নসিদ্ধং কৈবল্যমিতি ।

ন । তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পস্থা বিদ্যতেহয়নায় (ক) ইতি বিদ্যায়্য অন্যঃ পস্থা
মোক্ষায় ন বিদ্যতে ইতি শ্রুতেশ্চর্ম্মবৎ (খ) আকাশবেষ্টনাসম্ভবদবিদুষো মোক্ষাসম্ভবশ্রুতেঃ—

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।১।৬৬। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২০ ।

জ্ঞানাৎ কৈবল্যমাপ্যোতি ইতি চ পুরাণস্মৃতেরনারম্ভফলানাং পুণ্যানাং কৰ্ম্মণাং ক্ষয়ানুপপত্তেঃ । যথা পূৰ্ব্বোপাত্তানাং দুরিতানামনারম্ভফলানাং সম্ভবন্তথা পুণ্যানামনারম্ভফলানাং স্যাৎ সম্ভবঃ । তেষাং চ দেহান্তরমকৃৎক্ষয়ানুপপত্তৌ মোক্ষানুপপত্তিঃ । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মহেতুনাং চ রাগদ্বেষমোহানামন্য-
ব্রাহ্মজ্ঞানাদুচ্ছেদানুপপত্তেঃ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মোচ্ছেদানুপপত্তিঃ । নিত্যানাং চ কৰ্ম্মণাং পুণ্যলোকফলশ্রুততের্ণা
আশ্রমাশ্চ স্বকৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ (ক)—ইত্যাদিস্মৃতেঃ কৰ্ম্মক্ষয়ানুপপত্তিঃ ।

যে হ্রাহঃ—নিত্যানি কৰ্ম্মাণি দুঃখরূপত্বাৎ পূৰ্ব্বকৃতদুরিতকৰ্ম্মণাং ফলমেব । ন তু তেষাং
স্বরূপবাতিরেকেণান্যৎ ফলমস্তি । অশ্রুতত্বাৎ । জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানাদিতি ।

ন । অপ্রসূতানাং কৰ্ম্মণাং ফলদানাসম্ভবাৎ । দুঃখফলবিশেষানুপপত্তিঃ স্যাৎ । যদুত্তং—
পূৰ্ব্বজন্মকৃতদুরিতানাং কৰ্ম্মণাং ফলং নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাসদুঃখং ভুজ্যত ইতি—তদসৎ । ন হি
মরণকালে ফলদানায়ানক্ষুরীভূতস্য কৰ্ম্মণঃ ফলমন্যকৰ্ম্মারম্ভে জন্মানুপভুজ্যত ইত্যুপপত্তিঃ । অন্যথা
স্বৰ্গফলোপভোগায়াগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মারম্ভে জন্মনি নরকফলোপভোগানুপপত্তিঃ স্যাৎ । তস্য দুরিতদুঃখ-
বিশেষফলদানুপপত্তেঃ । অনেকেষু হি দুরিতেষু সম্ভবৎসু ভিন্নদুঃখসাধনফলেষু নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাস-
দুঃখমাত্রফলেষু কল্ম্যমানেষু দ্বন্দ্বরোগাদিবাধানিমিত্তং ন হি শকাতে কল্পয়িতুং । নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাস-
দুঃখমেব পূৰ্ব্বকৃতদুরিতফলং ন শিরসা পায়ণবহনাদিদুঃখমিতি । অপ্রকৃতং চেদমুচ্যতে—
নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাসদুঃখং পূৰ্ব্বকৃতদুরিতকৰ্ম্মফলমিতি ।

কথম্ ?

অপ্রসূতফলস্য হি পূৰ্ব্বকৃতদুরিতস্য নোপপদ্যত ইতি প্রকৃতম্ ; তত্র প্রসূতফলস্য কৰ্ম্মণঃ
ফলং নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাসদুঃখমাহ ভবান্ । ন অপ্রসূতফলস্যোতি । অথ সৰ্ব্বমেব পূৰ্ব্বকৃতং দুরিতং
প্রসূতফলমেবেতি মনাতে ভবান্—ততো নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাসদুঃখমেব ফলমিতি বিশেষণমযুক্তম্ ।
নিত্যকৰ্ম্মবিধানার্থক্যপ্রসঙ্গঃ । উপভোগেনৈব প্রসূতফলস্য দুরিতকৰ্ম্মণঃ ক্ষয়োপপত্তেঃ । কিঞ্চ
শ্রুতস্য নিত্যস্য দুঃখং কৰ্ম্মণশ্চেৎ ফলং নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাসাদেব তদুদ্যতে । ব্যায়ামাদিবৎ ।
তদন্যস্যোতি কল্পনানুপপত্তিঃ । জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানান্নিত্যানাং কৰ্ম্মণাং প্রায়শ্চিত্তবৎ পূৰ্ব্বকৃত-
দুরিতফলদানুপপত্তিঃ । যস্মিন্ পাপকৰ্ম্মনিমিত্তে যদ্বিহিতং প্রায়শ্চিত্তং ন তু তস্য পাপস্য তৎ ফলম্ ।
অথ তসৌব পাপস্য নিমিত্তস্য প্রায়শ্চিত্তদুঃখং ফলং জীবনাদিনিমিত্তমপি নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানাসদুঃখং
জীবনাদিনিমিত্তসৌব তৎ ফলং প্রসজ্যেত । নিত্যপ্রায়শ্চিত্তয়োৰ্নৈমিত্তিকত্বাবিশেষাৎ ।

কিঞ্চান্যৎ—নিত্যস্য কামস্য চাগ্নিহোত্রাদেরনুষ্ঠানাসদুঃখস্য তুল্যত্বান্নিত্যানুষ্ঠানাসদুঃখমেব
পূৰ্ব্বকৃতদুরিতস্য ফলম্ । ন তু কাম্যানুষ্ঠানাসদুঃখমিতি বিশেষো নাস্তীতি তদপি পূৰ্ব্বকৃতদুরিত-
ফলং প্রসজ্যেত । তথা চ সতি নিত্যানাং ফলাশ্রবণাত্তদ্বিধানান্যথানুপপত্তেঃ নিত্যানুষ্ঠানাস-
দুঃখং পূৰ্ব্বকৃতদুরিতফলমিত্যর্থাপত্তিকল্পনা চানুপপন্না । এবংবিধানান্যথানুপপত্তেরনুষ্ঠানাসদুঃখ-
ব্যতিরিক্তফলদানুমানাচ্চ নিত্যানাম্ । বিরোধাত্চ । বিরুদ্ধং চেদমুচ্যতে—নিত্যকৰ্ম্মণ্যনুষ্ঠান-

(ক) আপস্তম্ব ধৰ্ম্মসূত্র, ২।২।২৩

মানেহন্যস্য কৰ্ম্মণঃ ফলং ভুজাত ইত্যভ্যুপগম্যমানে স এবোপভোগো নিত্যস্য কৰ্ম্মণঃ ফলমিতি নিত্যস্য কৰ্ম্মণঃ ফলাভাব ইতি চ বিরুদ্ধমুচ্যতে । কিঞ্চ কাম্যাগ্নিহোত্ৰাদবনুষ্ঠীয়মানে নিত্যমপাগ্নিহোত্ৰাদি তন্ত্ৰেণৈবানুষ্ঠিতং ভবতীতি তদায়াসদুঃখেনৈব কাম্যাগ্নিহোত্ৰাদিফলমুপক্ষীণং স্যাৎ । তন্ত্ত্বত্বাৎ ।

অথ কাম্যাগ্নিহোত্ৰাদিফলমনাদেব স্বৰ্গাদি তদনুষ্ঠানায়াসদুঃখমপি ভিন্নং প্রসজ্যেত । ন চ তদন্তি । দৃষ্টবিরোধাৎ । ন হি কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখাৎ কেবলনিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভিদতে । কিঞ্চানাদবিহিতমপ্রতিষিদ্ধং চ কৰ্ম্ম তৎকালফলম্ । ন তু শাস্ত্রচোদিতং প্রতিষিদ্ধং বা তৎকালফলম্ । ভবেদ্ যদি তদা স্বৰ্গাদিষ্বপ্যদৃষ্টফলশাসনে চোদ্যমো ন স্যাৎ । অগ্নিহোত্ৰাদীনামেব কৰ্ম্মস্বরূপা- বিশেষেহনুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রণোপক্ষয়ো নিত্যানাম্ । কাম্যানাং চ স্বৰ্গাদিমহাফলত্বমঙ্গতিকর্তব্য- তাদাধিকো হ্রসতি ফলকামিত্বমাত্রণেতি ন শকাৎ কল্পয়িতুম্ ।

তস্মান্ন নিত্যানাং কৰ্ম্মণামদৃষ্টফলাভাবঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে । অতশ্চাবিদ্যাপূৰ্ব্বকস্য কৰ্ম্মণো বিদ্যেব শুভস্যাশুভস্য বা ফল্যকারণমশেষতঃ । ন নিত্যকৰ্ম্মানুষ্ঠানম্ । অবিদ্যাকামবীজং হি সৰ্ব্বমেব কৰ্ম্ম । তথা চোপপাদিতম্ । অবিদ্বদ্বিয়ং কৰ্ম্ম বিদ্বদ্বিয় চ সৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসপূৰ্ব্ব- কা জ্ঞাননিষ্ঠা । উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ (গী ২।১৯)—বেদাবিনাশিনং নিতাং (গী ২।২১)— জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ (গী ৩।৩)—অজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাং (গী ৩।২৬)—তত্ত্ববিত্ত্ব.....শূণ্য শূণ্যে বর্তন্ত ইতি মহা ন সজ্জতে (গী ৩।২৮)—সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংন্যাস্যন্তে (গী ৫।১৩)—নৈব কিঞ্চিৎ কৰোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ (গী ৫।৮)— অর্থাৎ কৰোমীতি । আরুরুক্ষাঃ কৰ্ম্ম কারণম্ । আরুত্সা যোগস্থস্য শম এব কারণম্ । উদারান্ত্রয়োহপাঞ্জাঃ । জ্ঞানী হ্রাষ্ট্রৈব মে মতম্—অজ্ঞাঃ কৰ্ম্মিণো গতাগতং কামকামা লভন্তে— অনন্যাশ্চিত্তয়ন্তো মাং—নিত্যযুক্তা যথোক্তমাত্মনমাকাশকল্পমকল্পমমুপাসতে । দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে (গী ১০।১০) । অর্থাৎ কৰ্ম্মিণোহজ্ঞা উপযান্তি । ভগবৎকৰ্ম্মকারিণো যে যুক্ততমা অপি কৰ্ম্মিণোহজ্ঞাস্ত উত্তরোত্তরহীনফলতাগাবসানসাধনাঃ । অনির্দেশ্যাকুরো- পাসকাস্তুদ্বেষ্টা সৰ্ব্বভূতানাম (গী ১২।১৩) ইত্যধ্যায়পরিসমাপ্ত্যুক্তসাধনাঃ ক্ষেত্ৰাধ্যায়াদাধ্যায়ব্রহ্মোক্ত জ্ঞানসাধনাশ্চ । অধিষ্ঠানাদিপঞ্চহেতুকসৰ্ব্বকৰ্ম্মসংন্যাসিনামাশ্রিত্ত্বজ্ঞানবতাং পরস্যাং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং বর্তমানানাংভগবত্ত্ববিদ্যামনিষ্ঠাদি-কৰ্ম্মফলব্রহ্মং পরমহংসপরিব্রাজকানামেব লব্ধভগৎ- স্বরূপাশ্রিত্ত্বশরণানাং ন ভবতি । ভবত্যেবানোষামজ্ঞানাং কৰ্ম্মিণামসংন্যাসিনাম্—ইত্যেব গীতাশাস্ত্রোক্তস্য কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যার্থস্য বিভাগঃ ।

অবিদ্যাপূৰ্ব্বকত্বং সৰ্ব্বস্য কৰ্ম্মাণোহসিদ্ধিমিতি চেৎ ?

ন । ব্রহ্মহত্যাদিবৎ । যদাপি শাস্ত্রাবগতং নিতাং কৰ্ম্ম তথাপ্যবিদ্যাবত এব ভবতি ।

যথা প্রতিষেধশাস্ত্রাবগতমপি ব্রহ্মহত্যা দিলক্ষণং কৰ্ম্মানর্থকারণমবিদ্যাকামাদিদোষবতো ভবতি—অন্যথা প্রবৃত্তনুপপত্তেঃ—তথা নিত্যকৰ্ম্মনিষ্ঠকাম্যবিদ্যাভাবাৎ ।

দেহবাতিরিক্তান্নাজাতে প্রবৃত্তির্নিত্যাদিকর্মস্বনুপপন্নেতি চেৎ ?

ন । চলনান্নকস্য কর্মণোহনান্নকর্তৃকস্যাং করোমীতি প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ ।

দেহাদিসংঘাতেহংপ্রত্যায়ো গৌণঃ । ন মিথ্যেতি চেৎ ?

ন । তৎকার্যোত্বপি গৌণত্বোপপত্তেঃ । আত্মীয়ে দেহাদিসংঘাতেহংপ্রত্যায়ো গৌণঃ । যথাত্মীয়ে পুন্নে—আত্মা বৈ পুন্ননামাহসি (ক) ইতি । লোকে চাপি—মম প্রাণ এবায়ং গৌরীতি । তদ্বৎ । নৈবায়ং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ । মিথ্যাপ্রত্যয়স্ত স্বাণুপুরুষায়োরগৃহ্যমাণবিশেষয়োঃ । ন গৌণপ্রত্যয়সা মুখ্যকার্যার্থভ্রমধিকরণস্তত্বার্থভ্রান্তোপমাশব্দেন । যথা সিংহো দেবদত্তোহগ্নিস্মাগ-বক ইতি সিংহ ইবাগ্নিরিব কৌর্যাপৈঙ্গলাদিসামান্যবত্তাদেবদত্তমাণবকাধিকরণস্তত্বার্থমেব । ন তু সিংহকার্যমাগ্নিকার্যং বা গৌণশব্দপ্রত্যয়নিমিত্তং কিঞ্চিৎ সাধ্যতে । মিথ্যাপ্রত্যয়কার্যং ভ্রনর্থমনুভবতি । গৌণপ্রত্যয়বিষয়ং চ জানাতি নৈষ সিংহো দেবদত্তঃ স্যাৎ । নায়মগ্নিস্মাগবক ইতি । তথা গৌণেন দেহাদিসংঘাতেনান্না কৃতং কর্ম ন মুখ্যোহংপ্রত্যয়বিষয়েণান্না কৃতং স্যাৎ । ন হি গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং কর্ম মুখ্যসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং স্যাৎ । ন চ কৌর্যেণ পৈঙ্গলেন বা মুখ্যসিংহাগ্নয়োঃ কার্যং কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে । স্তুতার্থেনোপক্ষীগত্বাৎ । স্তুয়মানো চ জানীতো নাহং সিংহো নাহমগ্নিরিতি । ন সিংহস্য কর্ম মমাগ্নেচেতি । তথা ন সংঘাতস্য কর্ম মম মুখ্যস্যান্ন ইতি প্রত্যায়ো যুক্ততরঃ স্যাৎ । ন পনরহং কর্তা মম কর্মেতি ।

যচ্চাহঃ—আত্মীয়ে স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নৈঃ কর্মহেতুভিরাশ্মা করোতীতি ।

ন । তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়পূর্বকত্বাৎ । মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তেণাটানিষ্টানুভূতক্রিয়াফলজনিত-সংস্কারপূর্বকা হি স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নাদয়ঃ । তথাহস্মিন্ জন্মনি দেহাদিসংঘাতাভিমানরাগদ্বेषাদিকৃতৌ ধর্মাদধর্মৌ তৎফলানুভবশ্চ তথাহতীতেহতীততরেহপি জন্মনীতানাদিরবিদ্যাকৃতঃ সংসারোহতীতোহ-নাগতচ্চানুমেরঃ । ততশ্চ সর্বকর্মসংন্যাসাজ্ জ্ঞাননিষ্ঠান্যামাতান্তিকঃ সংসারোপরম ইতি সিদ্ধম্ ।

অবিদ্যান্নকত্বাচ্চ দেহাভিমানস্য তন্নিবৃত্তৌ দেহানুপপত্তেঃ সংসারানুপপত্তিঃ । দেহাদিসংঘাত আত্মাভিমানোহবিদ্যান্নকঃ । ন হি লোকে গবাদিভ্যোহনোহং মন্তৃশান্যো গবাদয় ইতি জানৎ-স্তেত্বহমিতিপ্রত্যয়ং মন্যতে কশ্চিৎ । অজানন্ত স্বাণৌ পুরুষবিজ্ঞানবদবিবেকতো দেহাদিসংঘাতে কুর্যাদহমিতিপ্রত্যয়ং ন বিবেকতো জানন্ । যন্ত—আত্মা বৈ পুন্ননামাহসি (ক) ইতি পুন্নেহংপ্রত্যয়ঃ স তু জনাজনকসম্বন্ধনিমিত্তো গৌণঃ । গৌণেন চান্না ভোজনাদিবৎ পরমার্থকার্যং ন শকাতে কন্তুং গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং মুখ্যসিংহাগ্নিকার্যবৎ ।

অদৃষ্টবিষয়চোদনাপ্রামাণ্যাদান্নকর্তব্যং গৌণৈর্দেহেন্দ্রিয়াভিঃ ক্রিয়ত ইতি চেৎ ?

ন । অবিদ্যাকৃতান্নকত্বাৎ তেষাম্ । ন গৌণা আত্মানো দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ ।

কথং তর্হি মিথ্যাপ্রত্যয়েনৈবাসঙ্গস্যান্নঃ সঙ্গত্যান্নত্বমাপদাতে ? তদ্বাবে ভাবাৎ । তদভাবে চাভাবাৎ । অবিবেকিনাং হাজ্ঞানকালে বালানাং দূশাতে দীর্ঘোহং গৌরোহমিতি

দেহাদিসংঘাতেহংপ্রত্যয়ঃ । ন তু বিবেকিনামন্যেহং দেহাদিসংঘাতাদি জ্ঞানবতাং
তৎকালে দেহাদিসংঘাতেহংপ্রত্যয়ো ভবতি । তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়াভাবেহভাবাৎ তৎকৃত এব ।
ন গৌণঃ । পৃথগ্গৃহ্যমাণবিশেষসামান্যোহি সিংহদেবদন্তয়োরগ্নিমাণবকয়োৰ্বা গৌণঃ প্রত্যয়ঃ
শব্দপ্রয়োগো বা স্যাৎ । নাগ্গৃহ্যমাণসামান্যবিশেষয়োঃ ।

যত্তুতং শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি—তন্ন । তৎপ্রামাণ্যস্যাদৃষ্টবিষয়ত্বাৎ । প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানুপ-
লব্ধে হি বিষয়েহগ্নিহোত্রাদিসাধাসাধনসম্বন্ধে শ্রুতেঃ প্রামাণ্যম্ । ন প্রত্যক্ষাদিবিষয়ে । অদৃষ্ট-
দর্শনার্থত্বাৎ প্রামাণ্যস্য । তস্মান্ন দৃষ্টমিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তস্যাংপ্রত্যয়স্য দেহাদিসংঘাতে গৌণত্বং
কল্পয়িতুং শক্যম্ । ন হি শ্রুতিশতমপি শীতোহগ্নিপ্রকাশো বেতি ক্রবৎ প্রামাণ্যমুপৈতি ।

যদি খ্ৰিয়াৎ শীতোহগ্নিপ্রকাশো বেতি—তথাহ্যপার্থান্তরং শ্রুতের্বিবক্ষিতং কল্প্যম্
প্রামাণ্যান্যথানুপপত্তেঃ । ন তু প্রমাণান্তরবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধং বা ।

কৰ্ম্মণো মিথ্যাপ্রত্যয়বৎকর্তৃকত্বাৎ কৰ্ত্তু রভাবে শ্রুতেরপ্রামাণ্যমিতি চেৎ ?

ন । ব্রহ্মবিদ্যাগ্ন্যমর্থবত্বোপপত্তেঃ ।

কৰ্ম্মবিধিশ্রুতিবদ্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ?

ন । বাধকপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ । যথা ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুত্যাঅন্যবগতে দেহাদিসংঘাতেহংপ্রত্যয়ো
বাধাতে—তথান্বনোবান্বাবগতি ন কদাচিৎ কেনচিৎ কথঞ্চিদপি বাধিতুং শক্যা । ফলাবতিরেকা-
দবগতেঃ । যথাহগ্নিরূক্ষঃ প্রকাশশ্চেতি । ন চ কৰ্ম্মবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যম্ । পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বপ্রবৃতি-
নিরোধেনোত্তরোত্তরাপূৰ্ব্বপ্রবৃতিজননস্য প্রত্যাগাত্মাভিমুখ্যপ্রবৃত্ত্যুৎপাদনার্থত্বাৎ । মিথ্যাৎসেহপা-
পায়স্যোপেয়সত্যাতয়া সত্যত্বমেব স্যাৎ । যথার্থবাদানাং বিধিশেষাণাম্ । লোকেহপি
বালোন্মত্তাদীনাং পয়াদৌ পায়য়িতব্যে চূড়াবৰ্দ্ধনাদিবচনম্ । প্রকারান্তরস্থানাং চ সাক্ষাদেব
প্রামাণ্যসিদ্ধিঃ । প্রাগাত্মজ্ঞানাদেহাতিমাননিমিত্তপ্রত্যক্ষাদিপ্রামাণ্যবৎ ।

যত্তু মন্যসে—স্বয়মবাপ্রিয়মাণোহপ্যাশ্চা সন্নিধিমাত্রেণ কৰোতি তদেব চ মুখ্যং কৰ্ত্তৃত্বমান্বনঃ ।
যথা রাজা যুধ্যমানেষু যোধেষু যুধাত ইতি প্রসিদ্ধং স্বয়মযুধ্যমানোহপি সন্নিধানাদেব । জিতঃ
পরাজিতশ্চেতি । তথা সেনাপতির্বাচৈব কৰোতি । ক্রিয়াফলসম্বন্ধশ্চ রাস্তঃ সেনাপতেশ্চ দৃষ্টঃ ।
যথা চ ঋত্বিক্কৰ্ম্ম যজমানস্য তথা দেহাদীনাং কৰ্ম্মাঙ্করুতং স্যাৎ । তৎফলস্যাঙ্গগামিত্বাৎ । যথা
বা ভ্রামকস্য লোহভ্রাময়িত্বাদব্যাপ্তসৌব মুখ্যমেব কৰ্ত্তৃত্বং তথা চান্বন ইতি ।

তদসৎ । অকুৰ্ব্বতঃ কারকত্বপ্রসঙ্গাৎ ।

কারকমনেকপ্রকারমিতি চেৎ ?

ন । রাজপ্রভৃতীনাং মুখ্যস্যাপি কৰ্ত্তৃত্বস্য দর্শনাৎ । রাজা তাবৎ স্বব্যাপারেণাপি যুধাতে ।
যোধানাং যোধয়িত্ত্বেন ধনদানেন চ মুখ্যমেব কৰ্ত্তৃত্বম্ । তথা জয়পরাজয়ফলোপভোগে । তথা
যজমানস্যাপি প্রধানত্যাগেন দক্ষিণাদানেন চ মুখ্যমেব কৰ্ত্তৃত্বম্ । তস্মাদব্যাপ্তস্য কৰ্ত্তৃত্বোপচারো
যঃ স গৌণ ইত্যবগম্যতে । যদি মুখ্যং কৰ্ত্তৃত্বং স্বব্যাপারলক্ষণং নোপলভ্যতে রাজযজমানপ্রভৃতীনাং

তদা সন্নিধিমাত্রেণাপি কত্বং মুখাং পরিকল্পতে । যথা ভ্রামকস্য লোহভ্রামণেন । ন তথা রাজযজমানাদীনাং স্বব্যাপারো নোপলভ্যতে । তস্মাৎ সন্নিধিমাত্রেণাপি কত্বং গোণমেব । তথা চ সতি তৎফলসম্বন্ধোহপি গোণ এব স্যাৎ । ন গোণেন মুখাং কার্যাং নির্বর্তাতে ।

তস্মাদসদেবৈতদঙ্গীয়তে—দেহাদীনাং ব্যাপারেণাব্যাপৃত আত্মা কৰ্ত্তা ভোক্তা চ সাদিতি । ভ্রান্তিনিমিত্তং তু সৰ্বমুপদাতে । যথা স্বপ্নে । মায়ায়াং চৈবম্ । ন চ দেহাদাত্মপ্রত্যয়ভ্রান্তি-সন্তানবিস্ফেদেষু সুষুপ্তিসমাখ্যাদিষু কত্বং ভোক্তৃত্বাদানর্থ উপলভ্যতে । তস্মাদ্ ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্ত এবায়ং সংসারভ্রমঃ । ন তু পরমার্থ ইতি সমাগদর্শনাদত্যন্তমেবোপারম ইতি সিদ্ধম্ ।

সৰ্বং গীতাস্ত্রার্থমুপসংহৃত্যাস্মিন্নধ্যায়ৈ বিশেষতঃ চাত্ত ইহ শাস্ত্রার্থদার্ট্যায় সংক্ষেপত উপসং-হারং কৃত্বাহথেদানীং শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিমাং—ইদমিতি । ইদং শাস্ত্রং তে তব হিতায় ময়োক্তং সংসারবিস্কিস্তয়ে । অতপক্ষায় তপোরহিতায় । ন বাচ্যমিতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে । তপস্বিনেহপা-ভক্তায় গুরুদেবভক্তিহিতায় কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায় ন বাচ্যম্ । ভক্তস্তপস্ব্যপি সন্নগুশ্রম্যো ভবতি তস্মা অপি ন বাচ্যম্ । ন চ যো মাং বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যঃ মত্বাহভাসূয়-ত্যাশ্রমপ্রশংসাদিদোষাধারোপণেন মমেশ্বরত্বমজানন্ সহতে । অসাবপাযোগাঃ । তস্মা অপি ন বাচ্যম্ । ভগবতানুসূয়াযুক্তায় তপস্বিনে ভক্তায় গুশ্রম্যবে বাচ্যং শাস্ত্রমিতি সামর্থ্যাঙ্গম্যতে । তত্র মেধাবিনে তপস্বিনে বেতানর্যোৰ্বিকল্পদর্শনাদ্ভুশ্রম্যভক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যম্ । গুশ্রম্যভক্তিবিষয়কায় ন তপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যম্ । ভগবতানুসূয়াযুক্তায় সমস্তগুণ-বতেহপি ন বাচ্যম্ । গুরুগুশ্রম্যভক্তিমতে চ বাচ্যম্ । ইত্যেব শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিঃ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্তনে নিয়মমাং—ইদমিতি । ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্রয়াহতপক্ষায় স্বধৰ্ম্মানুষ্ঠানহিতায় ন বাচ্যম্ । ন চাভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যম্ । ন চাগুশ্রম্যবে পরিচর্য্যামকুৰ্ব্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা বাচ্যম্ । মাং পরমেশ্বরং যোহভাসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি তস্মৈ চ ন বাচ্যম্ ॥ ৬৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । পরমাত্মস্বরূপ সৰ্বজ্ঞ পরমেশ্বর অজ্ঞানের জন্মমরণরূপ ব্যাধির শান্তির জন্য যে পরমোপদেশে গুহ্যহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অনধিকারীকে উপদেশ করিতে নিষেধ করিলেন । যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমপূৰ্ব্বক তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারা হই গীতাশ্রবণে অধিকারী ; আবার কেবল জিতেন্দ্রিয় হইলেই হইবে না, অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশটা গুরু ও ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুগুশ্রম্যায় ও শাস্ত্রবাক্যে নিষ্ঠা থাকা চাই ; বিশেষতঃ তাঁহার যেন কোন প্রকারেই ভগবান্ বাসুদেবে কিছুমাত্র দ্বৈষবুদ্ধি না থাকে ; কেননা, তপস্যা বাতীত গীতার উপদেশ ধারণ করিবার শক্তি জন্মে না, ভক্তি ব্যতীত গীতোপদেশ গ্রহণ, শ্রবণ ও মননে প্ররুতি হয় না, গুরুগুশ্রম্য বাতীত গীতার প্রকৃত মৰ্ম্মার্থ উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং ঈশ্বরে অসূয়াত্যাগ না করিলে গীতার সারতত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না । অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা শ্রুতিনিষিদ্ধ । যথা—

(ক) মুক্তিকোপনিষৎ, ১৮৩৬। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬২৩।

ন চ তস্মান্নমুখ্যে কশ্চিান্ন প্রিয়কৃতমঃ ।

ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতৈর্দোষৈর্বিব্রহিতেভ্যো মন্ত্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেশটুঃ
ফলমাহ—য ইমমিতি । মন্ত্তেভ্যোভিধাস্যতি মন্ত্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং
করোতি । ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতাশাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেরই কথা মুখ্য বা গৌণ ভাবে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে, এই জন্য ইহা পরম গুহ্য । ভক্তিমান্ ব্যতীত কাহারও গীতা বুঝিবার বা বুঝাইবার
সামর্থ্য নাই । ভক্তি জন্মিলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয় । এই জনাই ভগবান্ বলিলেন যে, ভক্ত হইয়া
গীতাশাস্ত্র ভক্তকেই শুনাইবে । ব্যাখ্যাতার বিশেষ ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই, শ্রোতাকেও ভক্তিযুক্ত হইতে
হইবে । ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই ভক্তের নিকট এই গুহ্যতত্ত্বময়ী গীতা ব্যাখ্যা করিবেন ।
কেমনা, তাঁহার পক্ষে গীতা-ব্যাখ্যা ব্রহ্মানন্দোপভোগের প্রশস্ত ক্ষেত্রস্বরূপ ।

কেহ কেহ “য ইমং পরমং গুহ্যং” শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি ভগবদভক্তি-
বিহীন পুরুষও নিজ সম্মান ও পূজার জন্য আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য রহস্যার্ণ গীতা
ব্যাখ্যা করে, তবে সে ব্যক্তিও সেই পুণ্যপ্রভাবে আমার উপাসনারূপ পরম ভক্তি লাভ করিয়া পরিশেষে
আমাকে প্রাপ্ত হইবে ; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৬৮ ॥

অবয়বোধিনী। মনুষ্যে (মনুষ্যাগণ মধ্যে) তস্মাৎ চ (গীতাব্যখ্যাতা অপেক্ষা)
কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃতমঃ (অতিপ্রিয়কারী) ন (নাই) । তস্মাৎ (তাঁহা
হইতে) অনাঃ (অন্য কেহ) মে (আমার) প্রিয়তরঃ চ প্রিয়তরও) ভুবি (পৃথিবীতে) ন ভবিতা
(হইবে না) ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্যালোক মধ্যে গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার ন্যায় আমার অতি
প্রিয়কারী আর কেহই নাই, এবং আমারও তিনি ব্যতীত পৃথিবী মধ্যে আর কেহ
প্রিয়তরও হইবে না ॥ ৬৯ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম। কিঞ্চ—নেতি । ন চ তস্মাচ্ছাস্ত্রসম্প্রদায়কৃতো মনুষ্যে মনুষ্যাণাং মধ্যে
কশ্চিন্মে মম প্রিয়কৃতমোহতিশয়েন প্রিয়কৃৎ । ততোহন্যঃ প্রিয়কৃতমঃ নাস্তোবেতার্থো বর্ত্তমানেষু ।
ন চ ভবিতা ভবিষ্যতাপি কালে । তস্মাদ্ভিতীয়োহন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি লোকেহস্মিন্ ন ভবিতা ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—নেতি । তস্মান্নমন্ত্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশা-
দনো মনুষ্যে মধ্যো কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃতমোহতাং পরিতোষকর্তা নাস্তি । ন চ কালান্তরে
ভবিতা ভবিষ্যতি । মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোহধুনা ভুবি তাবন্মাস্তি । ন চ কালান্তরেহপি
ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

অধ্যাষাতে চ য ইমং ধর্ম্মাং সংবাদমাবাযোঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । যে বিদ্যাবান্ ভক্ত পুরুষ মনুষ্যালোকে ভগবানের গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য গীতার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহার ন্যায় ভগবানের প্রিয়পাত্র আর কেহই নাই, এবং পূর্বে কেহ হয়ও নাই, পরে কেহ হইবেও না, এবং তাঁহারও এই পৃথিবী মধ্যে ভগবান্ ব্যতীত আর কোন প্রিয় বস্তু নাই ॥

অন্বয়বোধিনী । যঃ চ (আর যিনি) আবায়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং (এই) ধর্ম্মাং (ধর্ম্মযুক্ত) সংবাদম্ (বৃত্তান্ত) অধ্যাষাতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তৎকর্তৃক) অহং (পরমাঅরূপ আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হইব), ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিপ্রায়) ॥ ৭০ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মার্থসংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমাকেই নিশ্চয় পূজা করা হইবে, ইহাই আমার অভিপ্রেত ॥ ৭০ ॥

শাস্ত্ররভাষ্যম্ । যোহপি—অধ্যাষাত ইতি । অধ্যাষাতে চ পঠিষ্যতি য ইমং ধর্ম্মাং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদরূপং গ্রন্থমাবায়োন্তেনেদং কৃতং স্যাৎ । জ্ঞানযজ্ঞেন—বিধিজপোপাংশুমানসানাং যজ্ঞানাং জ্ঞানযজ্ঞো মানসজ্ঞাধিশিষ্টতম ইতি । অতন্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন গীতাশাস্ত্রস্যাধ্যয়নং স্তুয়তে । ফলবিধিরেব বা । দেবতাদিবিষয়জ্ঞানযজ্ঞফলতুল্যমস্য ফলং ভবতীতি । তেনাধ্যয়নেনাহমিষ্টঃ পূজিতঃ স্যাৎ ভবেয়মিতি মে মম মতিনিশ্চয়ঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যাষাত ইতি । আবায়োঃ কৃষ্ণাজ্জুনয়ো-রিমং ধর্ম্মাং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং যোহধ্যাষাতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যাং শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেনাহমিষ্টঃ স্যাৎ ভবেয়মিতি মে মতিঃ । যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি তথাহপি মম তচ্ছৃণুতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি । যথা লোকে যদৃচ্ছয়াহপি যদা কশ্চিৎ কস্যচিন্নাম গৃহাতি তদাহসৌ মামেবায়মাহ্বয়তীতি মদ্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্ । যথাহজামিলক্ষদ্রবন্ধুপ্রমুখাণাং কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রাণ প্রসন্নোহস্মি তথৈব তস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । গীতাব্যাখ্যার ফল কীর্তন করিয়া ভগবান্ এক্ষণে গীতাপাঠের ফল কহিতেছেন । অজ্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদরূপ গীতা পাঠ করা মহাজ্ঞানযজ্ঞস্বরূপ । চতুর্থ অধ্যায়ের দ্রব্যযজ্ঞাদি সকল যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের মহিমা অধিক রূপে কীর্তিত হইয়াছে । গীতার পাঠক সেই মহাজ্ঞানযজ্ঞের ফল লাভ করিবে । কেহ কেহ যদৃচ্ছাক্রমে অনা

শ্রদ্ধাবাননশূয়শ্চ শৃণু যাদপি যো নরঃ ।

সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকৰ্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

কাহারও নামোচ্চারণ পূর্বক ডাকিলে যেমন সেই ডাক শুনিবামাত্রই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়, সেইরূপ অর্থ বুঝিয়াই হউক, বা না বুঝিয়াই হউক, কেহ গীতা পাঠ করিবামাত্রই ভগবান তাঁহার নিকটবর্তী হইবেন, এবং নিয়োচিত রূপাণ্ডে তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধিরূপ আশীর্বাদ দান করেন । সতরাং জ্ঞানযজ্ঞের মহাফলস্বরূপ ব্রহ্মপদলাভ তাঁহার অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে ॥ ৭০ ॥

অনুবোধিনী । শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অনসূয়ঃ চ (ও অসূয়াশূন্য) যঃ (যে) নরঃ (ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (কেবল মাত্র শ্রবণ করেন) সঃ অপি (তিনিও) মুক্তঃ (পাপবিমুক্ত হইয়া) পুণ্যকৰ্মণাম্ (পুণ্যকৰ্ম্মগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভ লোক) প্রাপ্নুয়াৎ (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদ । যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র কেবল মাত্র শ্রবণ করেন, তিনিও সৰ্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যকৰ্ম্মগণের ভোগ্য শুভলোক লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

শাক্তভাষ্যম্ । অথ শ্রোতুরিদং ফলং—শ্রদ্ধাবানিতি । শ্রদ্ধাবাঞ্ছদধানঃ । অনসূয়-শ্চাসূয়াবর্জিতঃ সন্নিমঃ শৃণুয়াদপি যো নরঃ । অপিশব্দাৎ কিমুতাত্তজ্ঞানবান্ । সোহপি পাপান্ মুক্তঃ শুভান্ প্রশস্তাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকৰ্ম্মণামগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মবতাম্ ॥ ৭১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । অন্যস্যা জপতো যোহন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপিফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি । যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি । শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়-মুক্তৈর্জপতি—অবদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টং কৰোতি তদ্ব্যবহৃত্যর্থমাহ—অনসূয়শ্চ । অসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ সোহপি সৰ্ব্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্নস্বমেধাদিপুণাকৃতাং লোকানাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । গীতার ব্যাখ্যা ও পাঠের ফল ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ এক্ষণে গীতা শ্রবণের ফল কহিতেছেন । যখন কোন ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করিতে থাকেন, সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি অসূয়া পরিহারপূর্বক আন্তিক্যবুদ্ধিতে গীতাপাঠকের ও পাঠের দোষ গুণ বিচার না করিয়া শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে উহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিষ্পাপ হইবেন, এবং অস্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যকৰ্ম্মগণ যে দিব্যালোক প্রাপ্ত হইবেন, তিনিও সেই লোক লাভ করেন । “শৃণুয়াদপি” “সোহপি” ইত্যাদি বচনের ‘অপি’ শব্দদ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে যে, শ্রোতা গীতার অর্থ না বুঝিতে পারিলেও কেবল গীতোক্ত শব্দমাত্র শ্রবণেই উত্তম লোক প্রাপ্ত হইবেন, এবং অর্থবোধপূর্বক গীতাশ্রবণ করিলে যে উত্তম লোকে গতি হইবেই হইবে তাহা বলা বাহুল্য

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টোশ্চ ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

“বাসুদেবকথাপ্রসঙ্গঃ পুরুষাংশ্চীন্ পুন্যতি হি ।

বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥”

বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা যেমন সকলকেই পবিত্র করেন, বাসুদেবের প্রসঙ্গও সেইরূপ প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা এই তিনজনকেই পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

অন্বয়বোধিনী । পার্থ (হে পার্থ !) ত্বয়া (ত্বৎকর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ (ইহা) শ্রুতং (শ্রুত হইল) কচ্চিৎ (কি) ? ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয় !) তে (তোমার) অজ্ঞানসংমোহঃ (অজ্ঞানকৃত মোহজাল) কচ্চিৎ (কি) প্রনষ্টঃ (বিনষ্ট হইল) ? ॥ ৭২ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে পার্থ ! এই গীতাশাস্ত্র তুমি একাগ্রচিত্তে শুনিলে কি ? হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানকৃত মোহজাল কি বিনষ্ট হইল ? ॥ ৭২ ॥

শাস্ত্ররভাস্যম্ । শিষ্যস্য শাস্ত্রার্থগ্রহণাগ্রহণবিবেকবুদ্ধ্যুৎসয়া পৃচ্ছতি । তদগ্রহণে জ্ঞাতে পুনর্গ্রাহয়িষ্যামুপায়ান্তরেণাপীতি প্রষ্টুরতিপ্রায়ঃ । যদ্রান্তরং চাস্ত্রায় শিষ্যঃ কৃতার্থঃ কর্তব্য ইত্যাত্মার্থাধর্মঃ প্রদর্শিতো ভবতি । কচ্চিদিতি । কচ্চিৎ কিমেতন্মোহান্তং শ্রুতং শ্রবণেনাবধারিতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা চিন্তেন ? কিং বা প্রমাদিতম্ ? কচ্চিদজ্ঞানসংমোহোহজ্ঞাননিমিত্তঃ সংমোহো বিচিত্তভাবোহবিবেকঃ স্বাভাবিকঃ কিং প্রনষ্টঃ । যদর্থোহয়ং শাস্ত্রশ্রবণায়াসম্ভব মম চোপদেশ্টু ত্বায়াসং প্রবৃত্তঃ । তে তব ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । সমাগোধানুৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যশয়েনাহ—কচ্চিদিতি । কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে । অজ্ঞানসংমোহস্তজ্ঞানকৃতো বিপর্যায়ঃ । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । ভগবান্ দেখিলেন, অজ্ঞানের সংশয়পাশ ছেদন করিবার জন্য তিনি যতক্ষণ গুহারহসাময়ী গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, অজ্ঞানও ততক্ষণ করযোড়ে ভগবানের শরণাগত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই শ্রবণ করিলেন । এই গীতারূপ মার্ত্তণ্ডতেজে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদূরিত হইয়া যায় । অজ্ঞানেরও অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি রাশির সম্পূর্ণ শান্তি হইয়া গিয়াছে । ইহা জানিয়াও অজ্ঞানের মধ্যে অজ্ঞানের কৃতকৃত্যতা শুনিবার জন্য, এবং গীতাশ্রবণে কিরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহাই জগৎকে প্রত্যক্ষতঃ বুঝাইবার জন্য সর্বত্র ভগবান্ অজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গীতা শ্রবণে তোমার অজ্ঞানজ মোহ দূর হইল কি না ? ॥ ৭২ ॥

অৰ্জুন উবাচ ।

নাষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বং প্রসাদান্নপ্রযাচ্যত ।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অবয়বোদ্ধি । অৰ্জুনঃ (অৰ্জুন) উবাচ (কহিলেন) । অচ্যুত (হে অচ্যুত !)
ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) [আমার] মোহঃ (মোহ) নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে), ময়া
(মৎকর্তৃক) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) লব্ধা (লব্ধ হইল), [তোমার উপদেশে] স্থিতঃ (স্থির) অস্মি
(হইয়াছি), গতসন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়াছি), তব (তোমার) বচনং (উপদেশ) করিষ্যে
(পালন করিব)

বঙ্গানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার সমস্ত
মোহ বিনষ্ট হইল, আমি আত্মজ্ঞানস্বরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম, আমি তোমার উপদেশে
স্থিরচিত্ত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমারই
উপদেশানুরূপ কার্য্য করিব ॥ ৭৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অৰ্জুন উবাচ নষ্ট ইতি । নষ্টো মোহোহজ্ঞানজঃ সমস্তসংসারানর্থ-
হেতুঃ সাগর ইব দুস্তরঃ । স্মৃতিশ্চাত্তত্ববিষয়া লব্ধা । যস্যা লাভাৎ সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ।
ত্বৎপ্রসাদান্তব প্রসাদান্নয়া ত্বৎপ্রসাদমাপ্রিতেনাচ্যুত । অনেন মোহনাশপ্রম্প্রতিবচনেন সর্বশা-
স্ত্রার্থজ্ঞানফলমেতাবদেবেতি নিশ্চিতং দর্শিতং ভবতীতি । যতো জ্ঞানাৎ সংমোহনাশ আত্ম-
স্মৃতিলাভশ্চেতি । তথা চ শ্রুতৌ—অনাত্মবিচ্ছেদামি (ক)—ইতুপনাস্যাঁত্মজ্ঞানেন সর্ব-
গ্রহিবিপ্রমোক্ষ উক্তঃ । ভিদ্যাতে হৃদয়গ্রন্থিঃ (খ)—তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব-
মনুষ্যতঃ (গ)—ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ । অথোদানীং ত্বচ্ছাসনে স্থিতোহস্মি গতসন্দেহো মুক্তসং-
শয়ঃ করিষ্যে বচনং তব । অহং ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃতার্থঃ । ন মে কর্তব্যমন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কৃতার্থঃ সমৰ্জুন উবাচ নষ্ট ইতি । আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ ।
যতোহয়মহমস্মি (ঘ)—ইতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্নয়া লব্ধা । অতঃ স্থিতোহস্মি
যুদ্ধায়োপস্থিতোহস্মি । গতৌ ধর্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোহহং তবাজ্ঞং করিষ্যে ইতি ॥ ৭৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । অৰ্জুনের গুণবিকারজনিত যে মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ
রাজসী প্রকৃতিতে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাব জনিত সত্ত্বগুণের আবেশে নিজ বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতিকূল যে
মোহময় বিকার উৎপন্ন হইয়াছিল, ভগবানের মুখে আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া “অহং ব্রহ্মাস্মি”
(৩) ঈদৃশ আত্মজ্ঞানস্বরূপ স্মৃতি হওয়ায় তাহা বিদূরিত হইল । যুদ্ধের কর্তব্যতা অৰ্জুন
নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনসঙ্কে ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭।১।৩ । (খ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮ । (গ) ঈশাवास্যোপনিষৎ, ৭ ।

(খ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১১।১ । (৩) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ।

সংবাদমিমশ্রৌষমভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

করিবেন না। “গতসন্দেহ” পদ দ্বারা ইহাই সুচিত হইয়াছে যে, অজ্ঞানের দেহাদি অনাস্রবস্তুতে আর আত্মবুদ্ধিরূপ সংশয় রহিল না; এক্ষণে অজ্ঞান বুঝিলেন যে, বন্ধুবধাদি যুদ্ধের অনিবার্য ঘটনাগুলি তাঁহার স্বধর্ম প্রতিপালনের আর প্রতিকূল থাকিতে পারিল না। কেননা, তিনি দেখিলেন যে, বন্ধুবধাদি তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাঁহার লক্ষ্য নিজের প্রতিজ্ঞানুরূপ ক্ষত্রধর্ম প্রতিপালন। এই স্বধর্ম প্রতিপালন জন্য তিনি কোন প্রকারেই দোষগ্রস্ত হইবেন না ॥ ৭৩ ॥

অশ্বমবোধিনী । সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (কহিলেন) । অহম্ (আমি) ইতি (এইরূপে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অজ্ঞানের ইমং (এই) রোমহর্ষণং (রোমহর্ষণকর) অভুতং (আশ্চর্য্যাকর) সংবাদম্ (কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গানুবাদ । সঞ্জয় কহিলেন, [হে মহারাজ!] মহানুভব বাসুদেব ও অজ্ঞানের এই অভুত রোমহর্ষণকর সংবাদ আমি পূর্বকথিতানুরূপ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । পরিসমাপ্তঃ শাস্তার্থঃ । অথেনাদানিং কথাসম্বন্ধপ্রদর্শনার্থং সঞ্জয় উবাচ--ইতীতি । ইত্যেবমহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ সংবাদমিমং যথোক্তমশ্রৌষং শ্রুতবানস্মি । অভুতমত্যন্তবিস্ময়করম্ । রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরম্ ॥ ৭৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞানসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ--ইতীতি । রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্ । স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কথা বলিতে বলিতে এই কৃষ্ণাজ্ঞান-সংবাদ ব্যাখ্যা করিলেন, এবং তৎপরে অন্যান্য ঘটনা বলিলেন। তাহারই উদ্যোগ কালে ধৃতরাষ্ট্রকে গীতার সমাপ্তি-বৃত্তান্ত শুনাইলেন। কৃষ্ণাজ্ঞান-সংবাদে অতীব গূঢ় বিচিত্র কথা কীর্তিত হইয়াছে, এইজন্য ইহা অভুত। ইহা শুনিলে চিত্ত নিতান্ত বিস্ময়যুক্ত হয়, এইজন্য ইহা রোমহর্ষণকর ॥ ৭৪ ॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম* ।

যোগং যোগেশ্বর্যং কৃষ্ণাং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।

কেশবাজ্জুনয়োঃ পুণ্যং হ্যম্যামি চ মুহুমুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

অশ্বম্বোধিনী । অহং (আমি) ব্যাসপ্রসাদাৎ (বেদব্যাসের প্রসাদে ইমং (এই) পরং গুহ্যং (পরম গুহ্য) যোগং (যোগতত্ত্ব) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ দানে প্ররম্ভ) স্বয়ং যোগেশ্বর্যং কৃষ্ণাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে) শ্রুতবান্ (শুনিয়াছি) ॥ ৭৫ ॥

বঙ্গানুবাদ । [হে মহারাজ !] বেদব্যাসের প্রসাদে যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখ হইতেই আমি এই পরম গুহ্য যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

শাস্ত্রভাষ্যম্ । তং চেমং—ব্যাসপ্রসাদাদিতি । ব্যাসপ্রসাদাত্তো দিব্যচক্ষুর্ভাভাচ্ছ্রুতবানিমং সংবাদং গুহ্যমহং পরং যোগম্ । যোগার্থত্বাদ্গ্ৰন্থোহপি যোগঃ । তং সংবাদমিমং যোগমেব বা যোগেশ্বর্যং কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ । ন পরস্পরাতঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । আত্মনস্তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি । ভগবতা ব্যাসেন দিব্যচক্ষুশ্চোত্রাদি মহ্যং দত্তম্ । ততো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতদহং শ্রুতবানস্মি । কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্ । পরত্বমাবিকরোতি—যোগেশ্বর্যচ্ছ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । দূরবর্তি যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণাজ্জুনের পরস্পর কি কথাবর্তা হইল, তাহা সজ্জয় কিরূপে শুনিতে পাইলেন, ধৃতরাষ্ট্রের এই সংশয় নিরসনার্থ সজ্জয় কহিলেন যে, আমি বেদব্যাসের অনুগ্রহে দিব্য চক্ষুকর্ণাদি পাইয়াছি । সেই গুণে ভগবান্ যোগেশ্বরের কথাও অনায়াসে শ্রবণ করিতে পারিয়াছি । সর্বশাস্ত্রের সারার্থরূপ গীতাশ্রবণে সজ্জয় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন ॥ ৭৫ ॥

অশ্বম্বোধিনী । রাজন্ (হে মহারাজ !) কেশবাজ্জুনয়োঃ (কেশব ও অজ্জুনের) ইমং (এই) পুণ্যম্ (পুণ্যজনক) অভুতং (অভুত) সংবাদং (সংবাদ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারংবার স্মরণ করিয়া) মুহঃ মুহঃ (প্রতিক্ষণে) হ্যম্যামি চ (হাষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে রাজন্ । শ্রীকৃষ্ণাজ্জুনের এই পুণ্যরূপ অভুত সংবাদ আমি যতই স্মরণ করিতেছি, আমার ততই অধিক আহ্লাদ হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

* এতদগুহ্যমহং পরমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ ।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যন্তুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হ্রাষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । রাজনিতি । হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র । সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমন্তুতং
কেশবাজ্জুনয়োঃ পুণ্যং শ্রবণাদপি পাপহরং শ্রুত্বা হ্রাষ্যামি চ মুহমুহঃ প্রতিক্রমম্ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—রাজনিতি । হ্রাষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি । হর্ষং
প্রাপ্নোমীতি বা । স্পষ্টটমন্যৎ ॥ ৭৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । এই গীতাশাস্ত্র একে পরমোপদেশ উপদেশে পরিপূর্ণ, তাহাতে
আবার উহা যে কোন ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায় । ইহা স্মরণ
করিয়া (“আমার না জানি কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য ও তপস্যা ছিল, যাহার প্রভাবে এই
যোগতত্ত্ব স্বয়ং যোগেশ্বরেরই মুখে শ্রবণ করিলাম” এই রূপ স্মরণ করিয়া) সঞ্জয়ের হৃদয় আনন্দে
আপ্লুত হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

অবয়ববোধিনী । রাজন্ (হে রাজন্ !) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যন্তুতং
(অতি অদ্ভুত) রূপং (রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার)
মহান্ (অতিশয়) বিস্ময়ঃ চ (বিস্ময়) [হইতেছে] ; [আমি] পুনঃ পুনঃ (পুনঃ পুনঃ)
হ্রাষ্যামি (আহলাদিত হইতেছি) ॥ ৭৭ ॥

বঙ্গানুবাদ । হে মহারাজ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত বিশুরূপ
যতবার স্মরণ হইতেছে, ততবারই আমার মহা বিস্ময় জন্মিতেছে ও পুনঃ পুনঃ হর্ষাবেগ
উঠিতেছে ॥ ৭৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তদিতি । তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যন্তুতং হরের্কিষ্ণুরূপং
বিস্ময়ো মে মহান্ । হে রাজন্ । হ্রাষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা । কিঞ্চ—তচ্চেতি । তদিতি বিশ্বরূপং নির্দিশতি ।
স্পষ্টটমন্যৎ ॥ ৭৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী । গীতা কেবল শ্রবণ করিয়াই যে সঞ্জয় আনন্দিত হইয়াছেন তাহা
নহে ; সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ যে পরম ধোয় বিশ্বরূপ নামক নিজ সগুণ রূপ অজ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন,
সেই আশ্চর্য্য রূপ স্মরণ করিয়া সঞ্জয়ের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছে না ॥ ৭৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট । ভগবানের সগুণ বিকাশই ধোয় ব্রহ্মরূপ । ভগবানের
নির্গুণ স্বরূপ ধ্যানগম্য নহে । সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে করিতে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ
হইলে অসম্প্রজাত সমাধিতে আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্নভাবে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়েন ।
ভগবানের সগুণরূপের উপাসনা দ্বারাই ক্রমে সাধক তাঁহার নিত্য স্বরূপ লাভে অধিকারী হইয়া

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণা যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ :
তত্র শ্রীবিজয়া ভূতিক্ষ্বা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিজয়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে
মৌল্যযোগো নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।
সমাপ্তেয়ং শ্রীভগবদগীতা ।

থাকেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্তগুচ্ছ (ভগবন্তাবে একাগ্রতা) হয় ; কিন্তু শাস্ত্রনির্দিষ্ট
উপায় সহ ধ্যানাদির অভ্যাস না করিলে তাঁহার চিৎখনস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না ।
অর্জুন শ্রীকৃষ্ণভগবানের স্থলরূপ তাঁহার রূপায় তদীয় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া সাময়িক মোহ-
নিম্মুক্ত হইয়া নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহার যে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়
নাই, তাহা তিনি নিজেই মহাভারতে অনুগীতাধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছেন। (৫ অঃ । ২৯,
এবং ১৫ অঃ । ৬ শ্লোকের সন্দীপনী দ্রষ্টব্য । সগুণ ও নিগুণ সাধনার পার্থক্য ১২ অঃ । ৬, ৭
শ্লোকের সন্দীপনী মধ্যে এবং ১২ অঃ । ৮ শ্লোকের সন্দীপনী-পরিশিষ্টে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত
হইয়াছে ।) ॥ ৭৭ ॥

অর্থম্ভাবধিনি । যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যে পক্ষে)
ধনুর্ধরঃ পার্থঃ (ধনুর্ধর পার্থ) তত্র (সে স্থানে) শ্রীঃ (রাজশ্রী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ
(অভ্যুদয়) ধ্রুবা (অব্যভিচারী) নীতিঃ (ন্যায়) [বর্তমান] ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ
(নিশ্চয়) ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গানুবাদ । (হে মহারাজ !) যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও
যে পক্ষে গাণ্ডীবধনুর্ধারী অর্জুন রহিয়াছেন—রাজশ্রী, বিজয়, ভূতি ও নীতি সেই পক্ষকেই
আশ্রয় করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৭৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিং বহনা—যত্র ইতি । যত্র যস্মিন্ পক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্বযোগানামীশ্বরঃ
—তৎপ্রভবত্বাৎ সর্বযোগবীজস্য—কৃষ্ণঃ । যত্র পার্থো যস্মিন্ পক্ষে ধনুর্ধরো গাণ্ডীবধন্বা । তত্র
শ্রীঃ । তস্মিন্ পাণ্ডবানাং পক্ষে বিজয়ঃ । তত্রৈব ভূতিঃ । ত্রিণো বিশেষবিস্তারো ভূতিঃ ।
ধ্রুবাহব্যভিচারিণী নীতিনয়ঃ । ইত্যেবং মতির্মম ইতি ॥ ৭৮ ॥

হতি শাক্তরে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যেহষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীগোবিন্দভগবৎপূজাপাদশিষ্যশ্রীমদাচার্য্য-

শঙ্করভগবতঃ কৃতিঃ শ্রীভগবদগীতাভাষ্যম্ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতন্তুং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশক্ষাং পরিত্যজেত্যাশয়েনহ—
যত্রেতি । যত্র যেষাং পক্ষে যোগানামীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ততে । যত্র চ পার্থো গান্ধীবধনর্দ্ধরঃ
তত্রৈব শ্রীঃ রাজলক্ষ্মীঃ । তত্রৈব চ বিজয়ঃ । তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিরুদ্ধিশ্চ ।
নীতিনিয়োহপি তত্রৈব । ধ্রুবা নিশ্চিতেনি সর্বত্র সম্বধাতে । ইতি মম মতিনিশ্চয়ঃ । অত
ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রন্তুং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদা সর্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্র-
প্রাণরক্ষাং কুর্কিতি ভাবঃ ।

ভগবন্ত্তিয়ুক্তস্য তৎপ্রসাদাভ্যবোধতঃ ।

সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত্যায়ং ভগবৎগীতাটীকায়াম্ সুবোধিন্যাম্

পরমার্থনির্ণয়ো নামাস্তাদশোহধ্যায়ঃ ।

তথা হি—পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যন্তুনায়াম্ । ভক্ত্যা ত্বননায়াম্ শক্যঃ অহমেবং-
বিধোহজ্জুন । ইত্যাদৌ ভগবন্ত্ত্যেক্ষমাক্ষং প্রতি সাধকতমত্বপ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব
তৎপ্রসাদোপভোগ্যবাস্তবপারমার্থযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে । জ্ঞানস্য চ
ভক্ত্যবাস্তবপারমার্থমেব যুক্তম্ । তেষাং সত্যযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ । দদামি
বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ মন্তস্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাব্যোপপদাতে । ইত্যাদিবিচনাৎ ।

ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তম্ । সমঃ সর্বেষু ভূতেশু মন্তস্তি লভতে পরাম্ । ভক্ত্যা
মামভিজানান্তি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ॥ ইত্যাদৌ ভেদেন নির্দেশাৎ । ন চৈবং সতি তমেব
বিদিত্বাহতি যত্নমেতি নানাঃ পছা বিদাতেহয়নায় (ক) ইতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ । ভক্ত্যবাস্তব-
ব্যাপারত্বজ্ঞানস্য । ন হি কাঠৈঃ পচতীত্বাক্তে জ্বালানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি ।

কিঞ্চ—যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ । তস্যাতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাশ্বনঃ (খ) ॥ দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে (গ) । যমেবৈষ বৃণুতে তেন
লভ্যঃ (ঘ) । ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি । তস্মাত্তগবন্ত্তিরেব
মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ।

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তঙ্গীতারিহুতিঃ কৃত্য ।

স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ ॥

পরমানন্দশ্রীপাদরজঃশ্রীধারিণাহধুনা ।

শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃত্য গীতাসুবোধিনী ॥

স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদিলোডা ভগবৎগীতাং তদন্তর্গতং

তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীষুষদৃষ্টিং বিনা ।

(ক) শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ, ৩৮, ৬১৫ । (খ) শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ, ৬২৩ ।

(গ) নৃসিংহপর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ, ১৭ । (ঘ) কঠোপনিষৎ, ২২২, মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩২৩ ।

অম্মু সাজ্জলিনা নিরস্যা জনধেরাদিসুরন্তম্মণী-
নাবর্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিষতিকৃত ভগবদ্গীতাসু বোধিনী সমাপ্তা ।

গীতার্থসন্দীপনী । হে মহারাজ । যে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সর্বসিদ্ধিদাতা ও দুঃখভঞ্জনকর্তা “নারায়ণ” নামক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, যে পক্ষে গান্ধীবধবা বীরকেশরী “নর” নামক অজ্ঞান রহিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি—রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভূদয় এবং ন্যায় সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবেন । অতএব আপনি দুর্যোধনাদি দুরাত্মা পত্নদিগের জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবদনুগৃহীত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সম্মিলিত হউন ।

“কাণ্ডব্রহ্মাঙ্কং শাস্ত্রং গীতাখ্যং যেন নির্মিতম্ ।

আদিমধ্যান্তমট্কেষু তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥

কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এতত্রিকাণ্ডাঙ্ক গীতাশাস্ত্র যিনি রচনা করিয়াছেন, আদি, মধ্য ও শেষ ষট্কে সেই ভগবান্কে আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমদবধুতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত

“গীতার্থসন্দীপনী” নামক ভাষা-তাৎপর্য-ব্যাখ্যার অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

গীতার্থসন্দীপনী সমাপ্ত ।

॥ তৃতীয় ষট্ক ॥

॥ সমাপ্ত ॥

গীতা-মাহাত্ম্যম্ ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

শৌনক উবাচ ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ ।

পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্বি শুণ্বতমং পরম্ ।

শক্যতে কেন তদ্বজ্জুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্ ।

ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈথিলঃ ॥ ৩ ॥

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীৰ্ত্তয়ন্তি চ ।

তস্মাৎ কিঞ্চিদদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥

সৰ্ব্বোপনিষদো গাবো দোন্ধা গোপালনন্দনঃ ।

পার্থো বৎসঃ স্নুধীৰ্তোজা দুগ্ধং গীতাহমৃতং মহৎ ॥ ৫ ॥

গীতা-মাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ ।

শৌনক কহিলেন—হে সূত । নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাসদেব কথিত গীতামাহাত্ম্য আমার নিকট যথাযথ বর্ণনা কর । ১ ॥

সূত কহিলেন—হে ভগবন্ । আপনি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা পরম ওহাতম্ । এই গীতামাহাত্ম্য সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতে কে সমর্থ ? ২ ॥ কৃষ্ণই ইহা সমগ্ররূপে জানেন ; কুন্তীপুত্র অর্জুন, বেদবাস, তাঁহার পুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপ জনক কিঞ্চিৎ অর্থাৎ ফলমাত্র অবগত আছেন । ৩ ॥ অন্যান্য মহাত্মগণ ইহা শ্রবণমাত্র করিয়া কিছু কিছু কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । অতএব আমিও মহর্ষি বেদবাসের মুখ হইতে যে রূপ যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছি । ৪ ॥

সমস্ত উপনিষদ-রাশি গাভীস্বরূপ ; গোপালনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসের ক্ষুদ্র-বারণপর্বক নিশ্চলবদ্ধি ব্যক্তিদিগের জন্য দুগ্ধরূপ এই গীতামৃত দোহন করিয়াছেন । ৫ ॥

শ্রীমন্তগবদগীতা ।

সারথ্যমর্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন গীতাহমৃতং দদৌ ।
 লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণায়নৈ নমঃ ॥ ৬ ॥
 সংসারসাগরং ঘোরং তর্জুমিচ্ছতি যো নরঃ ।
 গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি স্মুখেন সং ॥ ৭ ॥
 গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সৈদেবাভ্যাসযোগতঃ ।
 মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়ায়া যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮ ॥
 যে শৃণুস্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহানিশম্ ।
 ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
 গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জুনায় বৈ ।
 ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সত্ত্বং চাথ নিগুণম্ ॥ ১০ ॥
 সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছিতৈঃ ।
 ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু ॥ ১১ ॥
 সার্বোর্গীতাহন্তসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ।
 শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২ ॥
 গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্ ।
 স এব মানুষে লোকে মোক্ষকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

লোকত্রয়ের উপকারার্থ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য স্বীকারপূর্ব্বক এই গীতাহৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মস্বরূপকে নমস্কার করি। ৬ ॥

যে ব্যক্তি এই ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করেন, গীতারূপ নৌকা আশ্রয়
 করিলে তিনি পরম সুখে পার হইয়া যাইবেন। ৭ ॥ সর্ব্বদা অভ্যাসযোগপূর্ব্বক গীতার জ্ঞানবার্তা
 শ্রবণ না করিয়া যে মূঢ়ায়া মুক্তিনাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে বালকেরও উপহাস্যপদ হইয়া
 থাকে। ৮ ॥ যাহারা দিবানিশি গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন, তাহারা মনুষ্য নহেন,
 তাহারা নিঃসংশয় দেবতা। ৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে গীতাজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে
 সত্ত্ব ও নিগুণ ব্রহ্মের ভক্তিতত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১০ ॥ গীতাশাস্ত্রের ভক্তি-
 মুক্তিপ্রধান অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ অষ্টাদশ সোপানের দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং প্রেম
 ও ভক্তি আদির সাধনে উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। ১১ ॥ গীতারূপ জলাশয়ে স্নান করিতে
 করিতে সাধুজনের সংসার-রূপ মালিন্য বিধৌত হইয়া যায় ; কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির স্নান হস্তীর
 স্নানের ন্যায়, অর্থাৎ হস্তী যেমন স্নান করিয়া গুণের দ্বারা পথের ধূলি লইয়া আবার অঙ্গে নিক্ষেপ
 করে, সেইরূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি গীতাসরোবরে স্নান করিয়াও পুনর্ব্বার মলিন হইয়া পড়ে।
 ১২ ॥ যে ব্যক্তি গীতা পড়িতে ও পড়াইতে না জানে, মনুষ্যালোকে তাহার সমস্ত কর্ম্মই

যস্যাদগীতাং ন জানাতি নাধমস্তংপরো জনঃ ।
 ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪ ॥
 গীতাহর্থং ন বিজানাতি নাধমস্তংপরো জনঃ ।
 ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥
 গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তংপরো জনঃ ।
 ধিক্ প্রারদ্ধং প্রতিষ্ঠাং চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬ ॥
 গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্বং তন্নিষ্ফলং জপ্তঃ ।
 ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭ ॥
 গীতাহর্থ-পঠনং নাস্তি নাধমস্তংপরো জনঃ ।
 গীতাগীতাং ন যজ্ঞজ্ঞানং তদ্বিদ্যাশ্রমসম্মতম্ ॥ ১৮ ॥
 তন্মোক্ষং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগৃহিতম্ ।
 তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রয়োজিকা ।
 সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥
 যোহধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে ।
 স্বপঞ্জাগ্রংচলংস্তিষ্ঠচ্ছক্রভির্ন স হীয়তে ॥ ২০ ॥
 শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে ।
 তীর্থে নদ্যাং পঠন্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে প্রবম্ ॥ ২১ ॥

পণ্ড হইয়া থাকে, যেহেতু গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় জগতে নরাধম আর কেহই নাই ; তাহার মনুষ্যদেহধারণকে ধিক্ তাহার জ্ঞানেও ধিক্, এবং কুলশীলেও ধিক্ । ১৩।১৪ ॥
 যে ব্যক্তি গীতার অর্থ না জানে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই ; তাহার শরীরকে ধিক্, তাহার কল্যাণ ও শীলতাকে ধিক্, তাহার গৃহাশ্রম ও ধনাদিকেও ধিক্ । ১৫ ॥
 যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে, তাহার অপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই ; তাহার প্রত্যেক প্রারদ্ধকে ধিক্, তাহার প্রতিষ্ঠাকে ধিক্, তাহার অতি বড় মান ও সম্বন্ধকে ধিক্ । ১৬ ॥
 গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, সংসারে তাহার সমস্তই নিষ্ফল ; তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত ও নিষ্ঠাকে ধিক্, তাহার তপস্যা ও যশঃকেও ধিক্ । ১৭ ॥
 যে গীতা অধ্যয়ন না করে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই । যে জ্ঞানের মূলে গীতার জ্ঞান না থাকে, তাহা আশ্রম জ্ঞান, তাহা নিষ্ফল, ধর্ম্মরহিত ও বেদবেদান্তবিরুদ্ধ । সেই জন্যই ধর্ম্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রদায়িকা, গীতা সর্বশাস্ত্রের সারভূতা, গীতা বিশুদ্ধা ; গীতার ন্যায় আর কিছুই নাই । ১৮।১৯ ॥

বিষ্ণুপর্ব্বাহে ও একাদশীতে যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি নিদ্রিত থাকুন অথবা জাগ্রত থাকুন, তিনি কোথাও গমন করুন বা কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া থাকুন, অর্থাৎ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণে গীতাপাঠেন তুষ্যতি ।
 যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ১২ ॥
 গীতাহধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা ।
 বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥
 যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাহস্ত্রে সংসভাসু চ ।
 যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ ॥
 গীতাপাঠং চ শ্রবণং যঃ কৰোতি দিনে দিনে ।
 ক্রতবো বাজিমৈধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥
 যঃ শৃণোতি চ গীতাহর্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম্ ।
 শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥
 গীতায়্যাঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহর্পয়ত্যেব সাদরাং ।
 বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
 যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
 অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতং চ যৎ ।
 নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতাহর্চনং গৃহে ॥ ২৯ ॥

তিনি কোথাও কোন অবস্থাতেই শত্রু হইতে ভীত হইবেন না । ২০ ॥ যিনি শালগ্রাম-
 শিলার নিকট, দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতাপাঠ করেন, তিনি
 নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন । ২১ ॥ ভগবান্ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গীতাপাঠে
 যেক্ষপ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, বেদপাঠে বা দানে, অথবা যজ্ঞ, তীর্থ ও ব্রতাদি দ্বারা
 তাদৃশ সন্তুষ্ট হয়েন না । ২২ ॥ বেদ-পুরাণ আদি সর্বশাস্ত্র পাঠ করিলে যে ফল হইয়া
 থাকে, ভক্তিপূর্বক একমাত্র গীতাপাঠ করিলেই তাহা সিদ্ধ হয় । ২৩ ॥ যোগস্থানে
 বা সিদ্ধপীঠে কিংবা শালগ্রামশিলার সম্মুখে অথবা সজ্জনসমাজে কিংবা যজ্ঞক্ষেত্রে কিংবা
 ভগবেন্দের নিকট যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । ২৪ ॥
 যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহার দক্ষিণাসহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ
 করা হইয়াছে বলিতে হইবে । ২৫ ॥ যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন অথবা কীর্তন করেন
 কিংবা অন্যকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তিনি পরমপদ লাভ করেন । ২৬ ॥ যিনি
 ভক্তিভাবযুক্ত হইয়া বিধিপূর্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক দান করেন, তাঁহার ভার্য্যা
 প্রিয়া হইয়া থাকেন । তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য আদি লাভ করিয়া স্নেহভাজন-
 দিগের প্রিয় হইয়া নিঃসংশয় পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন । ২৭।২৮ ॥ যে গৃহে গীতার
 অর্চনা হয়, তথায় হিংসা বা ভয়ানক অভিশাপজনিত কোন দুঃখই উপস্থিত হয় না ;
 সেখানে ত্রিতাপজনিত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ বা পাপ, দুর্গতি বা নরক, অথবা (তথায়)

তাপত্রয়োস্তবা পীড়া নৈব ব্যাধিভবেৎ কচিৎ ।
 ন শাপো নৈব পাপং চ দুর্গতিনরকং ন চ ॥ ৩০ ॥
 বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন ।
 লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিং চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১ ॥
 জায়তে সততং সখ্যং সর্বজীবগণৈঃ সহ ।
 প্রারব্ধং ভুঞ্জতে বাপি গীতাহত্যাসরতস্য চ ।
 স মুক্তঃ স সুখী লোকে কৰ্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ ॥
 মহাপাপাতিপাপানি গীতাহধ্যায়ী করোতি চেৎ ।
 ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমস্তসা ॥ ৩৩ ॥
 অনাচারোস্তবং পাপমবাচ্যাদিকৃতং চ যৎ ।
 অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪ ॥
 জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিन्द्रিয়ৈর্জনিতং চ যৎ ।
 তৎ সর্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥
 সর্বত্র প্রতিভোজা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ ।
 গীতাপাঠং প্রকুর্বাণো ন লিপেত্য কদাচন ॥ ৩৬ ॥
 রতপূর্ণাং মহীং সর্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ ।
 গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭ ॥
 যস্যাস্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াম্ রমতে সদা ।
 স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮ ॥

দেহে বিস্ফোটকাদি কোন প্রকার বাধা উৎপন্ন হয় না, এবং গীতাহধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণচরণের দাসত্ব
 ও অব্যভিচারিণী ভক্তিতে করিয়া থাকেন । ২৯—৩১ ॥ গীতাহত্যাসরত ব্যক্তি সকল-
 জীবের সহিত মিত্রতা লাভ করেন ; প্রারব্ধ কৰ্ম্মভোগের অধীন থাকিলেও তিনি মুক্তি
 ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন ; কোন কৰ্ম্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না ; গীতাহধ্যায়ী
 মহাপাপ ও অতিপাপ করিলেও নলিনীদলগত জলের ন্যায় সেই পাপ তাঁহাকে স্পর্শ বা
 আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না । অনাচারসম্ভূত ও অবাচ্যভাষণজনিত পাপসকল,
 অভক্ষ্যভক্ষণজনিত ও অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত দোষসকল, জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয়জনিত যে
 কোন দোষই হউক না কেন, তত্তাবৎ গীতাপাঠ মাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায় । সকলের অনু ভোজন
 ও সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিলে যে কিছু পাপ হয়, গীতাপাঠকারীকে তাহা স্পর্শ করিতে
 পারে না । ৩২—৩৬ ॥ যদি অবিহিতবিধানে প্রদত্ত রতপূর্ণা বস্তুদ্বারা প্রতিগ্রহ করিয়া
 কেহ পাপে মলিন হয়, একমাত্র গীতা পাঠ করিলে সে ব্যক্তি শুদ্ধ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ
 হইয়া যায় । ৩৭ ॥

দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি ।
 স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥
 গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে ।
 তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০ ॥
 নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেহপি সর্বদা ।
 সর্বৈ দেবশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১ ॥
 গোপালো বালকৃষ্ণেহপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ ।
 সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ততে ॥ ৪২ ॥
 যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা ।
 যোদতে ভগবাংস্তত্র কৃষ্ণে রাধিকয়া সহ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্ ।
 গীতা মে জ্ঞানমতুগ্ৰং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
 গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ।
 গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥
 গীতাহ্রয়োহহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্ ।
 গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬ ॥

যাঁহার অন্তঃকরণ প্রতিনিয়ত গীতাতে অনুরক্ত থাকে, তিনিই যোগিক, তিনিই জাপক, তিনিই ক্রিয়াবান্, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনবান্, তিনিই যোগী, তিনিই জ্ঞানবান্, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজক, তিনিই সর্ববেদার্থদর্শী । ৩৮।৩৯ ॥ যেখানে গীতা নিত্যই পঠিত হইয়া থাকে, ভূতলের প্রয়াগাদি সমস্ত তীর্থই তথায় বিদ্যমান থাকেন । ৪০ ॥ যাঁহার গৃহে গীতা পঠিত হয়, তাঁহার জীবিতকালে এবং মরণান্তেও সমস্ত দেবতা, ঋষি ও যোগিগণ তাঁহার দেহরক্ষক হইয়া বাস করেন এবং নারদ, ধ্রুব ও পার্শ্বদাদি সহিত বালগোপাল কৃষ্ণ তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন । ৪১।৪২ ॥ যে স্থানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হইয়া থাকে, শ্রীরাধিকাসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সেই স্থানে আনন্দের সহিত বিরাজ করেন । ৪৩ ॥

ভগবান্ কহিয়াছেন—হে পার্থ ! গীতা আমার হৃদয় স্বরূপ, গীতা আমার সার সর্বস্ব, গীতা আমার অতুগ্ৰ ও অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ ; গীতাই আমার পরম স্থান এবং পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু ; গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থিত, গীতা আমার পরম নিকেতন, গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমি ত্রিলোক প্রতিপালন করি । ৪৪—৪৬ ॥ গীতা আমার বুদ্ধিরূপা পরমা বিদ্যা, তাহাতে সংশয় নাই ; অর্দ্ধ-

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
 অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাঙ্গিকা ॥ ৪৭ ॥
 গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব ।
 কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যাস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮ ॥
 গঙ্গা গীতা চ সাবিদ্রী সীতা সত্য পতিব্রতা ।
 ব্রহ্মাবলিব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯ ॥
 অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভাস্তিনাশিনী ।
 বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০ ॥
 ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথাহন্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥
 পার্ঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ ।
 তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
 ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমযাগফলং লভেৎ ।
 ষড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩ ॥
 তথাহধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্ ।
 ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধৃৎস্বম্ ॥ ৫৪ ॥
 একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
 রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫ ॥

মাত্রারূপিণী গীতা নিত্য, পরাং পরা ও অনির্ব্বচনীয়পদস্বরূপিণী । ৪৭ ॥ হে পাণ্ডব !
 গীতার গুহ্য নাম সকল আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ; এই নাম সকল কীর্তন করিলে
 পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । ৪৮ ॥ গঙ্গা, গীতা, সাবিদ্রী, সীতা, সত্য,
 পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী,
 ভাস্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী । ৪৯।৫০ ॥ এই নামসকল যে ব্যক্তি
 নিশ্চলচিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিণামে পরম পদ
 প্রাপ্ত হইবেন । ৫১ ॥ যিনি সম্পূর্ণ গীতা পাঠে অসমর্থ হইয়া গীতার্দ্ধ পাঠ কনে, তিনি
 নিঃসংশয় গোদানের ফল লাভ করেন ; এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযাগের, এবং
 ষড়ংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করিয়া থাকেন । ৫২।৫৩ ॥ যিনি প্রত্যহ
 দুই অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি এক কল্পকাল নিশ্চল হইয়া ইন্দ্রলোক বাস করেন ।
 ৫৪ ॥ যিনি ভক্তিসংযুক্ত হইয়া এক অধ্যায়ও পাঠ করেন, তিনি গণमध्ये পরিগণিত

শ্রীমদ্ভগবদগীতা ।

অধ্যায়ার্দ্ধং চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ ।
 প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মনুস্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬ ॥
 গীতার্যঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্ ।
 ত্রিহ্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
 চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭ ॥
 গীতাহর্থমেকপাদং চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ ।
 স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥
 গীতাহর্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ ।
 মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯ ॥
 গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ ।
 স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০ ॥
 গীতাহধ্যায়সমায়ুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ।
 গীতাহভ্যাসং পুনঃ কৃৎস্না লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ।
 গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো শ্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ৬১ ॥
 যদ্যৎ কন্ম চ সর্বত্র গীতাপাঠপ্রকীৰ্ত্তিমৎ ।
 তত্ত্বং কন্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬২ ॥

হইয়া চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করেন। ৫৫। যিনি অধ্যায়ার্দ্ধ বা এক পাদমাত্র নিত্য
 পাঠ করেন, তিনি শত মনুস্তর সূর্যলোকে বাস করেন। ৫৬। যিনি গীতার দশটি,
 সাতটি, পাঁচটি, চারটি, তিনটি, দুইটি, একটি, বা অর্দ্ধ শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অযুত
 বর্ষ পর্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৫৭ ॥ যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক
 শ্লোকের বা এক পাদমাত্রের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ
 লাভ করেন। ৫৮ ॥ যিনি মরণকালে গীতার অর্থ শ্রবণ করেন, বা পাঠ করেন, তিনি
 মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯ ॥ যিনি গীতাপুস্তক-সংযুক্ত হইয়া
 প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।
 ৬০ ॥ কাহারও মৃত্যুকালে যদি গীতার এক অধ্যায়ও তাঁহার নিকটে থাকে, তাহা
 হইলে তিনি নীচযোনি প্রাপ্ত না হইয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যযোনি লাভ করেন, এবং সেই
 দেহে গীতা অভ্যাসপূর্ব্বক মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন; মরণকালে যিনি “গীতা” এই
 শব্দমাত্র উচ্চারণ করেন, তাঁহারও সদগতি হয়। ৬১ ॥ মনুষ্য যখন কোন কন্মের
 অনুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে গীতা পাঠ করিলেই সেই সকল কন্ম নির্দোষ হইয়া সম্পূর্ণ

পিতৃনুদ্दिশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি ।
 সন্তুষ্টিঃ পিতরন্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৩ ॥
 গীতাপাঠেন সন্তুষ্টিঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতপিতাঃ ।
 পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্বাদতৎপরঃ ॥ ৬৪ ॥
 গীতাপুস্তকদানং চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্ ।
 কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫ ॥
 পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতারাঃ প্রকরোতি যঃ ।
 দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবঃ ॥ ৬৬ ॥
 শতপুস্তকদানং চ গীতারাঃ প্রকরোতি যঃ ।
 স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃতিদূর্লভম্ ॥ ৬৭ ॥
 গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ ।
 বিষ্ণুলোকমবাপ্যাস্তে বিষ্ণুনা সহ যোদতে ॥ ৬৮ ॥
 সম্যক্ শ্রবণা চ গীতার্থং যঃ পুস্তকং প্রদাপয়েৎ ।
 তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেঙ্গিতম্ ॥ ৬৯ ॥
 দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণ্যেষু ভারত ।
 ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্ ।
 হস্তান্ত্যক্তাহমৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্রুতে ॥ ৭০ ॥
 জনঃ সংসারদুঃখার্ভো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।
 পীত্বা গীতাহমৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১ ॥

ফলদানে সমর্থ হয়। ৬২ ॥ শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পঠিত হইলে তাঁহারা
 নরকস্থ থাকিলেও আনন্দিত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ৬৩ ॥ গীতাপাঠী দ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণ
 পরিতৃপ্ত পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়া সন্তুষ্টিচিত্তে পিতৃলোকে গমন করেন। ৬৪ ॥
 যিনি ধেনুপুচ্ছ সহিত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি সম্যগ্রূপে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।
 ৬৫ ॥ যিনি সুবর্ণ সংযুক্ত করিয়া গীতাপুস্তক বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম
 হয় না। ৬৬ ॥ যিনি একশত গীতাপুস্তক দান করেন তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া
 থাকেন, তাঁহার পুনরাবৃতির সম্ভাবনা নাই। ৬৭ ॥ গীতাদানের পুণ্যপ্রভাবে সপ্তকল্পকাল
 পর্য্যন্ত দাতা বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ৬৮ ॥ গীতার্থ
 সম্যক্ শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা দান করাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি ভগবান্ প্রীত হইয়া
 বাঙ্কিতার্থ দান করেন। ৬৯ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলে পুরুষ বা স্ত্রী দেহ
 প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেনা, সে হস্তস্থ অমৃত
 ত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করে। ৭০ ॥ সংসারদুঃখার্ভ ব্যক্তি গীতার জ্ঞান লাভ করিলে
 এবং গীতামৃত পান করিলে ভক্তিতে সুখী হইয়া থাকেন। ৭১ ॥

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।
 নির্ধূতকলুষা লোকে গতান্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২ ॥
 গীতাস্থ ন বিশেষ্যোহস্তি জনেষুচারকেষু চ ।
 জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩ ॥
 যোহভিমানেন গৰ্বেণ গীতানিন্দাং কৰোতি চ ।
 স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাতুতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪ ॥
 অহঙ্কারেণ মুঢ়াশ্চা গীতাহং নৈব মন্যতে ।
 কুপীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কলপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥
 গীতাহর্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ ।
 স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥
 চৌর্য্যং ক্షত্ৰা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ ।
 ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনং চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥
 যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতাহর্থং মোদতে পরমার্থতঃ ।
 নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮ ॥
 গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যং চ ভোজ্যং পট্টাশ্বরং তথা ;
 নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমান্বনঃ ॥ ৭৯ ॥
 বাচকং পূজয়েত্তক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপকরৈঃ ।
 অনেকৈর্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০ ॥

জনকাদি বহু রাজগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ লাভ
 করিয়াছেন । ৭২ । গীতার শ্লোক উচ্চারণ করুন বা তজ্জনিত জ্ঞানই লাভ করুন,
 গীতা সকলের নিকটেই ব্রহ্মস্বরূপিণী । ৭৩ ॥ অভিমান বা অহঙ্কার পূর্বক
 যে গীতার নিন্দা করে, সে চিরকাল ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে । ৭৪ ॥ যে মুঢ়াশ্চা
 অহঙ্কারপূর্বক গীতার্থের অবমাননা করে, সে কলপক্ষয়কাল পর্যন্ত কুস্ত্রীপাক নরকে
 পচিতে থাকে । ৭৫ ॥ নিকটে গীতা ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়াও যে ব্যক্তি শ্রবণ না
 করে, সে ব্যক্তি বহুজন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় । ৭৬ ॥ যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক চুরি
 করিয়া আনে, তাহার গীতাপাঠ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয় । ৭৭ ॥ যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ
 না করিয়া পরমার্থ লাভে যত্নবান্ হয়, উন্মত্তের পরিশ্রমের ন্যায় তাহার তাহাতে কোন
 ফলই লাভ হয় না ৭৮ ॥ গীতা শ্রবণ করিয়া যিনি দানার্থ স্বেৰ্ণ, ভোজ্যসামগ্রী ও
 পট্টাশ্বর ভগবৎপ্রীত্যর্থ নিবেদন করেন, এবং ব্যাখ্যাতাকে ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়া নানা
 প্রকার সামগ্রী ও বস্ত্রাদি পুরস্কার দেন, তিনি ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন ।
 ৭৯।৮০ ॥

সূত উবাচ ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ ।
 গীতাহন্তে পঠতে যস্ত যথোক্তফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৮১ ॥
 গীতায়াঃ পঠনং কৃৎস্না মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।
 বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২ ॥
 এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং কৰোতি যঃ ।
 শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥
 শ্রদ্ধা গীতার্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ ।
 তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সৰ্ব্বস্বখাবহম্ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমন্তগবদগীতা-মাহাত্ম্যং
 সমাপ্তম্ ।

—শ্রীকৃষ্ণপর্ণমস্ত—

সূত কহিলেন—যিনি এই শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতার মাহাত্ম্য গীতার পাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হয়েন । ৮১ ॥ গীতা পাঠ কারয়া যিনি গীতার মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাঁহার গীতাপাঠের ফল হয় না, তাঁহার শ্রমমাত্রই সার হয় । ৮২ ॥ এই মাহাত্ম্যসহিত যিনি গীতা পাঠ করেন, অথবা শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন । ৮৩ ॥ যিনি অর্থ সহিত গীতা ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার সৰ্ব্বস্বখাবহ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমন্তগবদগীতা-মাহাত্ম্য সমাপ্ত ।

—ওঁ হরি ওঁ—

শ্রীমত্তগব্দগীতার

—শ্লোকসূচী—

অধ্যায় শ্লোক			অধ্যায় শ্লোক		
অ					
অকীৰ্ত্তিঃ চাপি ভূতানি	২	৩৪	অনন্তবিজয়ং রাজা	১	১৬
অক্ষরং বুদ্ধ পরমং	৮	৩	অনন্তশচাস্মি নাগানাম্	১০	২৯
অক্ষরাণামকারোহস্মি	১০	৩৩	অনন্যচেতাঃ সততম্	৮	১৪
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ	৮	২৪	অনন্যাশ্চিত্তয়ন্তো মাম্	৯	২২
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়ম্	২	২৪	অনপেক্ষঃ শুচির্দীক্ষঃ	১২	১৬
অজ্যোহপি সন্নিব্যয়াত্মা	৪	৬	অনাদিঅগ্নির্গুণত্বাৎ	১৩	৩২
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ	৪	৪০	অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীৰ্য্যম্	১১	১৯
অত্র শূরা মহেশ্বাসাঃ	১	৪	অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলম্	৬	১
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ম্	৩	৩৬	অনিষ্টমিষ্টং শিশ্রং চ	১৮	১২
অথ চিত্তং সমাধাতুম্	১২	৯	অনুদ্বৈগকরং বাক্যম্	১৭	১৫
অথ চেত্সমিৎ ধৰ্ম্ম্যম্	২	৩৩	অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাম্	১৮	২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতম্	২	২৬	অনেকচিত্তবিক্রান্তাঃ	১৬	১৬
অথবা যোগিনামেব	৬	৪২	অনেকবাহুদরবক্ত্রনেত্রম্	১১	১৬
অথবা বহুনৈতেন	১০	৪২	অনেকবাক্ত্রনয়নম্	১১	১০
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্টা	১	২০	অন্তকালে চ মামেব	৮	৫
অথৈতদপ্যশক্তোহসি	১২	১১	অন্তবত্তুফলং তেষাম্	৭	২৩
অদৃষ্টপূৰ্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্টা	১১	৪৫	অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ	২	১৮
অদেশকালে যদানম্	১৭	২২	অন্যন্তবন্তি ভূতানি	৩	১৪
অদ্বৈষ্টা সৰ্ব্বভূতানাং	১২	১৩	অন্যো চ বহবঃ শূরাঃ	১	৯
অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মমিতি যা	১৮	৩২	অন্যো হ্রৈবমজানন্তঃ	১৩	২৬
অধৰ্ম্মাভিভবাং কৃষ্ণ	১	৪০	অপরং ভবতো জন্ম	৪	৪
অধশ্চোৰ্দ্ধং প্রসূতাস্তস্য শাখাঃ	১৫	২	অপরে নিয়তাহারাঃ	৪	৩০
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ	৮	৪	অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্	৭	৫
অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র	৮	২	অপর্যাপ্তং তদস্মাকম্	১	১০
অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা	১৮	১৪	অপানে জুহতি প্রাণম্	৪	২৯
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্	১৩	১২	অপি চেৎ স্তদুরাচারঃ	৯	৩০
অধ্যাত্ম্যতে চ য ইমম্	১৮	৭০	অপি চেদসি পাপেভ্যঃ	৪	৩৬

অধ্যায় শ্লোক			অধ্যায় শ্লোক	
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য	১	৩৫	অসংযতান্না যোগঃ	৬ ৩৬
অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিচ	১৪	১৩	অসংশয়ং মহাবাহো	৬ ৩৫
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্বজ্ঞঃ	১৭	১১	অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে	১ ৭
অভয়ং সত্বসংগুহিঃ	১৬	১	অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ	৯ ১৬
অভিসন্ধায় তু ফলম্	১৭	১২	অহঙ্কারং বলং দর্পং-সংশ্রিতাঃ	১৬ ১৮
অভ্যাসযোগযুক্তেন,	৮	৮	অহঙ্কারং বলং দর্পং-পরিগ্রহম্	১৮ ৫৩
অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি	১২	১০	অহমান্না গুড়াকেশ	১০ ২০
অমানিত্বমদস্তি ত্বম্	১৩	৮	অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা	১৫ ১৪
অস্মী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ	১১	২৬	অহং সর্বস্য প্রভবঃ	১০ ৮
অস্মী হি ত্বাং স্ত্রবসংঘা বিশন্তি	১১	২১	অহং হি সর্ববজ্ঞানাম্	৯ ২৪
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ	৬	৩৭	অহিংসা সত্যমক্রোধঃ	১৬ ২
অয়নেষু চ সর্বেষু	১	১১	অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ	১০ ৫
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ	১৮	২৮	অহো বত মহৎ পাপম্	১ ৪৪
অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ	৯	১১	—	
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্	২	৩৬		
অবিনাশি তু তদ্বিক্রি	২	১৭		
অবিভক্তং চ ভূতেষু	১৩	১৭	আ	
অব্যক্তাদীনি ভূতানি	২	২৮	আখ্যাহি মে কো ভবানগ্ররূপঃ	১১ ৩১
অব্যক্তাঘ্যাক্তয়ঃ সর্বাঃ	৮	১৮	আচ্যোহভিজ্ঞনবানস্মি	১৬ ১৫
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তঃ	৮	২১	আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ	১৬ ১৭
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়ম্	২	২৫	আত্মোপম্যেন সর্বত্র	৬ ৩২
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপনুন্	৭	২৪	আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ	১০ ২১
অশান্ত্রবিহিতং ঘোরম্	১৭	৫	আপূর্য্যমাণমচল প্রতিষ্ঠম্	২ ৭০
অশৌচানবশোচস্তম্	২	১১	আ বুদ্ধভুবনাল্লোকাঃ	৮ ১৬
অশ্রদ্ধানাঃ পুরুষাঃ	৯	৩	আয়ুধানামহং বজ্রম্	১০ ২৮
অশ্রদ্ধয়া হতং দত্তম্	১৭	২৮	আয়ুস্ববলারোগ্য	১৭ ৮
অশ্রুথঃ সর্ববৃক্ষাণাম্	১০	২৬	আরুরুক্ষোমুনৈর্যোগম্	৬ ৩
অসজ্জবুদ্ধিঃ সর্বত্র	১৮	৪৯	আবৃতং জ্ঞানমেতেন	৩ ৩৯
অসজ্জিরনভিঘৃষ্টঃ	১৩	১০	আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ	১৬ ১২
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে	১৬	৮	আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্	২ ২৯
অসৌ ময়া হতঃ শক্রঃ	১৬	১৪	আত্মরীং যোনিমাপনুঃ	১৬ ২০
			আহারস্তপি সর্বস্য	১৭ ৭

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক
আহুত্বানুঘরঃ সর্বৈ	১০ ১৩	উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ	১৫ ১৭
—		উৎসনুকুলধর্ম্মাণাম্	১ ৪৩
ই		উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ	৩ ২৪
ইচ্ছাঋষসমুৎপন্ন	৭ ২৭	উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে	৭ ১৮
ইচ্ছা ঋষঃ স্বংখং দংখম্	১৩ ৭	উদাসীনবদাসীনঃ	১৪ ২৩
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্	১৫ ২০	উদ্ধরেদাশ্বানাস্থানম্	৬ ৫
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতম্	১৮ ৬৩	উপদ্রষ্টাহনুমত্তা চ	১৩ ২৩
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানম্	১৩ ১৯	—	
ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা	১১ ৫০	উ	
ইত্যহং বাসুদেবস্যা	১৮ ৭৪	উর্দ্ধংগচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ	১৪ ১৮
ইদমদ্য ময়া লব্ধম্	১৬ ১৩	উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্	১৫ ১
ইদং তু তে গুহ্যতমম্	৯ ১	—	
ইদং তে নাতপস্কায়	১৮ ৬৭	ঋ	
ইদং শরীরং কোন্তেয়	১৩ ২	ঋষিভিব্বহধা গীতম্	১৩ ৫
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য	১৪ ২	—	
ইন্দ্রিয়স্যেদ্রিয়স্যার্থে	৩ ৩৪	এ	
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাম্	২ ৬৭	এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্যা	১১ ৩৫
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহঃ	৩ ৪২	এতদ্যোনীনি ভূতানি	৭ ৬
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধি	৩ ৪০	এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ	৬ ৩৯
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্	১৩ ৯	এতান্যপি তু কর্মাণি	১৮ ৬
ইমং বিবস্বতে যোগম্	৪ ১	এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্যা	১৬ ৯
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবাঃ	৩ ১২	এতাং বিভূতিং যোগং চ	১০ ৭
ইহৈকস্বং জগৎ কৃৎস্নম্	১১ ৭	এতৈব্বিমুক্তঃ কোন্তেয়	১৬ ২২
ইহৈব তৈজিতঃ সর্গঃ	৫ ১৯	এবমুক্তো হৃষীকেশঃ	১ ২৪
—		এবমুক্ত্বাহর্জুনঃ সংখ্যো	১ ৪৬
ঈ		এবমুক্ত্বা ততো রাজন্	১১ ৯
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্	১৮ ৬১	এবমুক্ত্বা হৃষীকেশম্	২ ৯
—		এবমেতদ্যথাথ স্বম্	১১ ৩
উ		এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্	৪ ২
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্রুতানাম্	১০ ২৭	এবং প্রবর্তিতং চক্রং	৩ ১৬
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাহপি	১৫ ১০		

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক
এবং বহুবিধা যজ্ঞাঃ	৪ ৩২	কাঙক্ষন্তঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিम्	৪ ১২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা	৩ ৪৩	কাম এষ ক্রোধ এষঃ	৩ ৩৭
এবং সততযুক্তা যে	১২ ১	কামক্রোধবিযুক্তানাম্	৫ ২৬
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম্ম	৪ ১৫	কামমিশ্রিত্য দুঃপূৰ্ণম্	১৬ ১০
এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে	২ ৩৯	কামাদ্বানঃ স্বৰ্গপরাঃ	২ ৪৩
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ	২ ৭২	কামৈস্তৈস্তৈর্হ তজ্ঞানাঃ	৭ ২০
		কাম্যানাং কৰ্ম্মণাং ন্যাসম্	১৮ ২
		কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা	৫ ১১
		কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ	২ ৭
		কার্য্যকরণকর্তৃষ্ণে	১৩ ২১
		কার্য্যমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম	১৮ ৯
ওমিত্যেকাক্ষরং বুদ্ধা	৮ ১৩	কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ	১১ ৩২
ও তৎসদিতি নির্দেশঃ	১৭ ২৩	কাশ্যশ্চ পরমেঘ্বাসঃ	১ ১৭
		কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্	১১ ৪৬
		কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ	১১ ১৭
		কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি	৪ ১৬
		কিং তদ্বুদ্ধা কিমধ্যাত্মম্	৮ ১
		কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ	১ ৩২
		কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ	৯ ৩৩
		কুতস্ত্বা কশূলমিদম্	২ ২
		কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি	১ ৩৯
		কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্	১৮ ৪৪
		কৈলিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেনান্	১৪ ২১
		ক্রোধাস্তবতি সংমোহঃ	২ ৬৩
		ক্লেশৌহধিকতরশ্চেঘাম্	১২ ৫
		ক্লৈবং মাস্ম গমঃ পার্থ	২ ৩
		ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্মা	৯ ৩১
		ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবম্	১৩ ৩৫
		ক্ষেত্রজ্ঞঃ চাপি মাং বিদ্ধি	১৩ ৩
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ	১৮ ৭২		
কচ্চিনোভয়বিষষ্টঃ	৬ ৩৮		
কষ্টম্ লবণাত্যুষ্ণ	১৭ ৯		
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ	১ ৩৮		
কথং ভীষ্মহং সংখ্যে	২ ৪		
কথং বিদ্যামহং যোগিন্	১০ ১৭		
কৰ্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি	২ ৫১		
কৰ্ম্মণঃ স্নুকৃতস্যাহঃ	১৪ ১৬		
কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি	৩ ২০		
কৰ্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্	৪ ১৭		
কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেৎ	৪ ১৮		
কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে	২ ৪৭		
কৰ্ম্ম ব্রহ্মোক্তবং বিদ্ধি	৩ ১৫		
কৰ্ম্মৈন্দ্রিয়াণি সংযম্য	৩ ৬		
কৰ্ম্মস্তুঃ শরীরস্থম্	১৭ ৬		
কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্	৮ ৯		
কস্মাচ্চ তে ন নমেরনমহাশ্বিন	১১ ৩৭		

অধ্যায় শ্লোক			অধ্যায় শ্লোক		
গ			ত		
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য	৪	২৩	তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য	১৮	৭৭
গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী	৯	১৮	ততঃ পদং তৎ পরিমাণিতবাম্	১৫	৪
গামাশিষ্য চ ভূতানি	১৫	১৩	ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে	১	৩৩
গুণানন্তানতীত্য ত্রীন	১৪	২০	ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ	১	১৩
গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্	২	৫	ততঃ শ্বেতৈর্হৈর্যৈর্যুজৈঃ	১	১৪
—			ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টঃ	১১	১৪
চ			তদ্বিভু মহাবাহো	৩	২৮
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ	৬	৩৪	তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং	৬	৪৩
চতুর্বিধা ভজন্তে নাম্	৭	১৬	তত্র সত্ত্বং নিঃস্বলস্বাং	১৪	৬
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্	৪	১৩	তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ	১	২৬
চিন্তামপরিমেয়াং চ	১৬	১১	তত্রৈকস্বং জগৎ কৃৎস্নম্	১১	১৩
চেতসা সর্বকর্মাণি	১৮	৫৭	তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃৎস্না	৬	১২
—			তত্রৈবং সতি কর্তারম্	১৮	১৬
জ			তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ	১৩	৪
জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যম্	৪	৯	তদিত্যানভিসন্ধায়	১৭	২৫
জরামরণমোক্ষায়	৭	২৯	তদ্বুদ্ধিস্তদাত্মানঃ	৫	১৭
জাতস্য হি প্রবো মৃত্যুঃ	২	২৭	তদ্বুদ্ধি প্রণিপাতেন	৪	৩৪
জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্য	৬	৭	তপস্বিভোহধিকো যোগী	৬	৪৬
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে	৯	১৫	তপাম্যহমহং বর্ষম্	৯	১৯
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাশ্চ	৬	৮	তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি	১৪	৮
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানম্	৫	১৬	তমুবাচ হৃষীকেশঃ	২	১০
জ্ঞানং কৰ্ম চ কৰ্ত্তা চ	১৮	১৯	তমেব শরণং গচ্ছ	১৮	৬২
জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানম্	৭	২	তস্মাচ্ছাত্রং প্রমাণং তে	১৬	২৪
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা	১৮	১৮	তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ম্	১১	৪৪
জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি	১৩	১৩	তস্মাৎসমিদ্ভিয়াণ্যাদৌ	৩	৪১
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী	৫	৩	তস্মাৎসমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব	১১	৩৩
জ্যায়সী চেৎ কৰ্মগন্তে	৩	১	তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু	৮	৭
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ	১৩	১৮	তস্মাদসজ্জঃ সততম্	৩	১৯
—			তস্মাদজ্ঞানসমুতম্	৪	৪২
			তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য	১৭	২৪

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক
তস্মাদ্ভ্যস্য মহাবাহো	২ ৬৮	দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি	১১ ২৫
তস্য সংজয়ন্ হর্ষম্	১ ১২	দাতব্যমিতি যদানম্	১৭ ২০
তং বিদ্যাদুঃখসংযোগ	৬ ২৩	দিবি সূর্য্যসহস্রা	১১ ১২
তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্	২ ১	দিব্যমালায়াধরম্	১১ ১১
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান্	১৬ ১৯	দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম	১৮ ৮
তানি সৰ্ব্বাণি সংযম্য	২ ৬১	দুঃখেঘ্নুদ্বিগ্নমনাঃ	২ ৫৬
তান্ সমীক্ষ্য স কোত্তরঃ	১ ২৭	দুরেণ হ্যবরং কৰ্ম্ম	২ ৪৯
তুল্যানিন্দাস্তুতির্মানী	১২ ১৯	দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকম্	১ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচম্	১৬ ৩	দৃষ্টেদং মানুষং রূপম্	১১ ৫১
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্	৯ ২১	দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ	১ ২৮
তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা	১২ ৭	দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-	১৭ ১৪
তেষামেবানুকম্পার্থম্	১০ ১১	দেবান্ ভাবয়তাহনেন	৩ ১১
তেষাং সততযুক্তানাম্	১০ ১০	দেহী নিত্যমবধোহয়ম্	২ ৩০
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ	৭ ১৭	দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে	২ ১৩
তাক্ত্বা কৰ্ম্মফলাসঙ্গম্	৪ ২০	দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্	৪ ২৫
তাজ্যং দোষবদিত্যেকৈ	১৮ ৩	দৈবী হ্যেষা গুণময়ী	৭ ১৪
ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈঃ	৭ ১৩	দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়	১৬ ৫
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা	১৭ ২	দোষৈরেতৈ কুলঘ্নানাম্	১ ৪২
ত্রিবিধং নরকসৌদম্	১৬ ২১	দ্যাভাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি	১১ ২০
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ	২ ৪৫	দ্যুতং ছলয়তামস্মি	১০ ৩৬
ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃপূতপাপাঃ	৯ ২০	দ্রব্যযজ্ঞান্তপোযজ্ঞাঃ	৪ ২৮
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্	১১ ১৮	দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ	১ ১৮
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ	১১ ৩৮	দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ	১১ ৩৪
		দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে	১৫ ১৬
		দ্বৌ ভূতসর্গৌ-লোকেহস্মিন্	১৬ ৬

দ

ধ

দণ্ডো দময়তামস্মি	১০ ৩৮
দণ্ডো দর্পোহভিমানশ্চ	১৬ ৪

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে	১ ১
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ	৮ ২৫
ধূমেনাব্রিয়তে বহিঃ	৩ ৩৮

শ্লোকসূচী ।

৭৮৫

অধ্যায় শ্লোক		অধ্যায় শ্লোক	
ধৃত্য যয়া ধারয়তে	১৮ ৩৩	ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈর্ন	১১ ৪৮
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ	১ ৫	নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লঙ্কা	১৮ ৭৩
ধ্যানেনাগ্নিনি পশ্যন্তি	১৩ ২৫	ন হি কশ্চিৎ কণমপি	৩ ৫
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ	২ ৬২	ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্	৪ ৩৮
—		ন হি দেহভূতা শক্যম্	১৮ ১১
ন		ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ	২ ৮
ন কৰ্ত্ত্বং ন কৰ্ম্মাণি	৫ ১৪	নাত্যশ্নাতস্ত যোগোহস্তি	৬ ১৬
ন কৰ্ম্মণামনারভাৎ	৩ ৪	নাদন্তে কস্যচিৎ পাপম্	৫ ১৫
ন চ তস্মান্মনুষ্যেযু	১৮ ৬৯	নাত্তোহস্তি মম দিব্যানাম্	১০ ৪০
ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি	৯ ৯	নান্যং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারম্	১৪ ১৯
ন চ মৎস্থানি ভূতানি	৯ ৫	নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ	২ ১৬
ন চ শকৌম্যবস্থাতুম্	১ ৩০	নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য	২ ৬৬
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি	১ ৩১	নাহং প্রকাশঃ সৰ্বস্য	৭ ২৫
ন চৈতদ্বিদ্যাঃ কতরনো গরীয়ঃ	২ ৬	নাহং বেদৈর্ন তপসা	১১ ৫৩
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ	২ ২০	নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ	১৮ ৭
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা	১৮ ৪০	নিয়তং কুরু কৰ্ম্ম ত্বম্	৩ ৮
ন তন্তায়তে সূর্য্যঃ	১৫ ৬	নিয়তং সঙ্গরহিতম্	১৮ ২৩
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্	১১ ৮	নিরাশীৰ্ষতচিত্তাত্মা	৪ ২১
ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্	২ ১২	নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ	১৫ ৫
ন ত্বেষ্টাকুশলং কৰ্ম্ম	১৮ ১০	নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র	১৮ ৪
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য	৫ ২০	নেহাভিক্রমনাশোহস্তি	২ ৪০
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ	৩ ২৬	নৈতে স্ত্রী পার্থ জানন্	৮ ২৭
নভঃস্পৃশং দীপ্তম্নেনকবর্ণম্	১১ ২৪	নৈনং ছিন্দন্তি শত্রাণি	২ ২৩
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে	১১ ৪০	নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি	৫ ৮
ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পন্তি	৪ ১৪	নৈব তস্য কৃতেনার্থঃ	৩ ১৮
ন মাং দুর্কৃতিনো মুচ্যঃ	৭ ১৫	—	
ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যম্	৩ ২২	প	
ন মে বিদুঃ স্বরগণাঃ	১০ ২	পঞ্চোমানি মহাবাহো	১৮ ১৩
ন রূপমসৌহ তপোপানভ্যতে	১৫ ২	পতং পপাং ফলং তেয়ম্	৯ ২৬

৭৮৬

শ্রীমন্তগবদ্ গীতা ।

অধ্যায় শ্লোক			অধ্যায় শ্লোক	
পরস্তুস্মাত্তু ভাবোহন্যঃ	৮	২০	প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ..	
পরং বুদ্ধ পরং ধাম	১০	১২	বিদুরাস্বরাঃ	১৬ ৭
পরং তুয়ঃ প্রবক্ষ্যামি	১৪	১	প্রবৃত্তিঃ চ নিবৃত্তিঃ চ.. ভয়াভয়ে	১৮ ৩০
পরিজ্ঞানায় সাধুনাম্	৪	৮	প্রশান্তমনসং হ্যেনম্	৬ ২৭
পবনঃ পবতামস্মি	১০	৩১	প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ	৬ ১৪
পশ্য মে পার্থ রূপাণি	১১	৫	প্রসাদে সর্ববৃদ্ধানাং	২ ৬৫
পশ্যাদিত্যান্ বসুন্ রুদ্রান্	১১	৬	প্রহ্লাদশচাম্মি দৈত্যানাং	১০ ৩০
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে	১১	১৫	প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্	৬ ৪১
পঠৈত্যাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্	১	৩		
পাক্ষজ্ঞান্যং হৃষীকেশঃ	১	১৫	ব	
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্	১	৩৬	বন্ধুরাত্মান্ননস্তস্য	৬ ৬
পার্থ নৈবেহ নামুত্র	৬	৪০	বলং বলবতাং চাহম্	৭ ১১
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য	১১	৪৩	বহিরন্তঃ চ ভূতানাম্	১৩ ১৬
পিতাহমস্য জগতঃ	৯	১৭	বহুনাং জন্মনামন্তে	৭ ১৯
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ	৭	৯	বহুনি মে ব্যতীতানি	৪ ৫
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি	১৩	২২	বাহ্যস্পর্শেষু সজ্জাত্মা	৫ ২১
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ	৮	২২	বুদ্ধিবুদ্ধো জহাতীহ	২ ৫০
পুরোধসাং চ মুখ্যং মাম্	১০	২৪	বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ	১০ ৪
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব	৬	৪৪	বুদ্ধের্ভেদং ধৃতৈশ্চ ব	১৮ ২৯
পৃথক্তে ন তু যজ্ঞানম্	১৮	২১	বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ	১৮ ৫১
প্রকাশঃ চ প্রবৃত্তিঃ চ	১৪	২২	বৃহৎসাম তথা সাম্যাম্	১০ ৩৫
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব..			ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্	১৪ ২৭
ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ	১৩	১	ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি	৫ ১০
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব..			ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা	১৮ ৫৪
উভাবপি	১৩	২০	ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ	৪ ২৪
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য	৯	৮	ব্রাহ্মণকন্ড্রিয়বিশাম্	১৮ ৪১
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি	৩	২৭		
প্রকৃতের্গুণসংযুতাঃ	৩	২৯		
প্রকৃতৈব চ কর্মাণি	১৩	৩০	ড	
প্রজহাতি যদা কামান্	২	৫৫		
প্রযত্নাদ্যতমানস্ত	৬	৪৫	ভক্ত্যা স্বনন্যয়া শক্যঃ	১১ ৫৪
প্রয়াণকালে মনসাচলেন	৮	১০	ভক্ত্যা মামভিজান্নাতি	১৮ ৫৫
প্রলপন বিশ্বজন্ গৃহ্ন	৫	৯	ভয়াপ্রদাদু পরতম্	২ ৩৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক
যজ্ঞোহ্মা ন পুনশ্চোহ্ম	৪ ৩৫	যদা সংহরতে চায়ম্	২ ৫৮
যততো হ্যপি কৌন্তেয়	২ ৬০	যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু	৬ ৪
যতন্তো যোগিনশ্চৈচনম্	১৫ ১১	যদি মামপ্রতীকারম্	১ ৪৫
যতঃ প্রবৃতিভূতানাম্	১৮ ৪৬	যদি হ্যহং ন বর্তেয়ম্	৩ ২৩
যতেদ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ	৫ ২৮	যদৃচ্ছয়া চোপপন্নম্	২ ৩২
যতো যতো নিশ্চরতি	৬ ২৬	যদৃচ্ছান্নাভসন্তুঃ	৪ ২২
যৎ করোষি যদশ্লাসি	৯ ২৭	যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ	৩ ২১
যত্তদগ্রে বিষয়িব	১৮ ৩৭	যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বম্	১০ ৪১
যত্তু কামেপ্সুনা কন্ম	১৮ ২৪	যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি	১ ৩৭
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্	১৮ ২২	যয়া তু ধৰ্ম্মকামার্থান্	১৮ ৩৪
যত্তু প্রতাপকারার্থম্	১৭ ২১	যয়া ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মং চ	১৮ ৩১
যত্র কালে হ্যনাবৃতিম্	৮ ২৩	যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকম্	১৮ ৩৫
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ	১৮ ৭৮	যন্তুভ্রুরতিরেব স্যাৎ	৩ ১৭
যত্রোপরমতে চিত্তম্	৬ ২০	যন্তুদ্রিয়ানি মনসা	৩ ৭
যৎ সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানম্	৫ ৫	যস্মাৎ ক্রমতীতোহহম্	১৫ ১৮
যথাকাশস্থিতো নিত্যম্	৯ ৬	যস্মান্নোদ্বিজতে লোকঃ	১২ ১৫
যথা দীপো নিবাতস্থঃ	৬ ১৯	যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবঃ	১৮ ১৭
যথা নদীনাং বহবোহনুবোগাঃ	১১ ২৮	যস্য সর্বের সমারম্ভাঃ	৪ ১৯
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ	১৩ ৩৪	যং যং বাপি স্মরন্ ভাবম্	৮ ৬
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ	১১ ২৯	যং লব্ধ্বা চাপরং লাভম্	৬ ২২
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যং	১৩ ৩৩	যং সংন্যাসমিতি প্রাছঃ	৬ ২
যথৈধাংসি সনিক্কাহগ্নিঃ	৪ ৩৭	যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে	২ ১৫
যদঙ্করং বেদবিদো বদন্তি	৮ ১১	যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৬ ২৩
যদগ্রে চানুবন্ধে চ	১৮ ৩৯	যঃ সর্বত্রানভিন্বেহঃ	২ ৫৭
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য	১৮ ৫৯	যাতযামং গতরসম্	১৭ ১০
যদা তে মোহকলিলম্	২ ৫২	যা নিশা সর্বভূতানাম্	২ ৬৯
যদাদিত্যগতং তেজঃ	১৫ ১২	যাস্তি দেবব্রতা দেবান্	৯ ২৫
যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্	১৩ ৩১	যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্	২ ৪২
যদা যদা হি ধৰ্ম্মস্য	৪ ৭	যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ	১৩ ২৭
যদা বিনিয়তং চিত্তম্	৬ ১৮	যাবদেতান্নিরীক্ষেহহম্	১ ২২
যদা সত্ত্ব প্রবৃদ্ধে তু	১৪ ১৪	যাবানর্থ উদপানে	২ ৪৬

অধ্যায় শ্লোক			অধ্যায় শ্লোক		
যুক্তঃ কৰ্মফলং ত্যক্ত্বা	৫	১২	র		
যুক্তাহারবিহারস্য	৬	১৭			
যুক্তনোবং সদাশ্রানম্..নিয়তমানসঃ	৬	১৫		রজস্তুম্শ্চাভিভূয়	১৪ ১০
যুক্তনোবং সদাশ্রানম্..বিগতকলুষঃ	৬	২৮		রজসি প্রলয়ং গম্বা	১৪ ১৫
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ	১	৬		রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি	১৪ ৭
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা	৭	১২		রসোহহমপ্সু কোত্তেয়	৭ ৮
যে তু ধৰ্ম্যানৃতমিদম্	১২	২০		রাগেষ্মবিমুক্তৈস্ত	২ ৬৪
যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি	১২	৬		রাগী কৰ্ম্মফলপ্ৰপ্সুঃ	১৮ ২৭
যে ত্ৰক্ষরমনির্দেশ্যম্	১২	৩		রাজন্ সংসৃত্য সংসৃত্য	১৮ ৭৬
যে হেতদভ্যসূয়ন্তঃ	৩	৩২		রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্	৯ ২
যেহ প্যন্যদেবতাভক্তাঃ	৯	২৩		রুদ্রাণাং শক্লরশ্চাস্মি	১০ ২৩
যে মে মতবিদং নিত্যম্	৩	৩১		রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধাঃ	১১ ২২
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে	৪	১১	ল	রূপং মহন্তে বহুবক্তৃনেত্রম্	১১ ২৩
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য	১৭	১			
যেষাং ত্তন্তগতং পাপম্	৭	২৮			
যে হি সংস্পর্শজা ভোগাঃ	৫	২২			
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা	৫	৭		লভন্তে বুদ্ধানিবর্ধণম্	৫ ২৫
যোগসংন্যাস্তকৰ্ম্মাণম্	৪	৪১		লেনিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ	১১ ৩০
যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি	২	৪৮		লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা	৩ ৩
যোগিনামপি সৰ্ব্বেষাম্	৬	৪৭		লোভঃ প্রবৃত্তিরারভঃ	১৪ ১২
যোগী যুক্তীত সততম্	৬	১০			
যোগ্যসামান্যবেক্ষেহহম্	১	২৩			
যো ন হৃষ্যতি ন হেষ্টি	১২	১৭	ব		
যোহন্তঃস্বপ্নোহন্তরারামঃ	৫	২৪			
যো মামজমনাদিং চ	১০	৩		বক্তুমর্হস্যশেষেণ	১০ ১৬
যো মামেবসংমুচঃ	১৫	১৯		বক্তৃণি তে স্বরমাণা বিশন্তি	১১ ২৭
যো মাং পশ্যতি সৰ্ব্বত্র	৬	৩০		বায়ু মোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ	১১ ২৯
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ	৭	২১		বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়	২ ২২
যোহয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ	৬	৩৩		বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো	৫ ১৮
				বিধিহীনমস্টানুন্ম	১৭ ১৩
				বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী	১৮ ৫২
				বিষয়া বিনিবর্তন্তে	২ ৫৯

অধ্যায় শ্লোক			অধ্যায় শ্লোক		
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ	১৮	৩৮	শ্রৈয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ..ভয়াবহঃ	৩	৩৫
বিস্তরেণান্বনো যোগম্	১০	১৮	শ্রৈয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ..কিচ্ছিষ্ম	১৮	৪৭
বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্	২	৭১	শ্রৈয়ো হি জ্ঞানমভ্যাগাৎ	১২	১২
বীজং মাং সর্বভূতানাম্	৭	১০	শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যো	৪	২৬
বীতরাগভয়ক্রোধাঃ	৪	১০	শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ	১৫	৯
বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি	১০	৩৭			
বেদানাং সামবেদোহস্মি	১০	২২			
বেদাবিনাশিনং নিত্যম্	২	২১	স		
বেদাহং সমতীতানি	৭	২৬			
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব	৮	২৮	স এবায়ং ময়া তেহদ্যা	৪	৩
বেপথুশ্চ শরীরে মে	১	২৯	সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্	১২	৪
ব্যবসায়ান্তিকা বুদ্ধিঃ	২	৪১	সংন্যাসস্ত মহাবাহো	৫	৬
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন	৩	২	সংন্যাসস্য মহাবাহো	১৮	১
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবান্	১৮	৭৫	সংন্যাসং কৰ্ম্মণাং কৃষ্ণ	৫	১
			সংন্যাসঃ কৰ্ম্মযোগশ্চ	৫	২
			সত্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসঃ	৩	২৫
			সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তম্	১১	৪১
			স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাম্	১	১৯
			সঙ্করো নরকায়ৈব	১	৪১
শকৌতীহৈব যঃ সোচুম্	৫	২৩	সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্	৬	২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ	৬	২৫	সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাম্	৯	১৪
শমো দমস্তপঃ শৌচম্	১৮	৪২	স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ	৭	২২
শরীরং যদবাপ্নোতি	১৫	৮	সৎকারমানপূজার্থম্	১৭	১৮
শরীরবাঞ্ছানোভিষৎ	১৮	১৫	সত্বং রজস্তম ইতি	১৪	৫
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে	৮	২৬	সত্বং সূখে সঞ্জয়তি	১৪	৯
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য	৬	১১	সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্	১৪	১৭
শুভাশুভফলৈরেবম্	৯	২৮	সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য	১৭	৩
শৌর্য্য তেজো ধৃতির্দীক্ষ্যম্	১৮	৪৩	সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ	৩	৩৩
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তম্	১৭	১৭	সত্ত্বাবে সাধুভাবে চ	১৭	২৬
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ	১৮	৭১	সত্ত্বঃ সততং যোগী	১২	১৪
শ্রদ্ধাবান্নৈব জ্ঞানম্	৪	৩৯	সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ	১৪	২৪
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে	২	৫৩	সমং কায়শিরোগ্রীবম্	৬	১৩
শ্রৈয়ান্ দ্রব্যময়াদ্বিজ্ঞাৎ	৪	৩৩	সমং পশ্যান্ হি সর্বত্র	১৩	২৯

শ্লোকসূচী

৭৯১

অধ্যায়	শ্লোক	অধ্যায়	শ্লোক
সমং সৰ্বেষু ভূতেষু	১৩ ২৮	সহশ্রয়ুগপর্যন্তম্	৮ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ	১২ ১৮	সাধিতুতাধিদৈবং মান্	৭ ৩০
সমোহং সৰ্বভূতেষু	৯ ২৯	সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ	৫ ৪
সর্গাণামাদিরন্ত*	১০ ৩৪	সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা বুদ্ধ	১৮ ৫০
সর্বকর্মাণি মনসা	৫ ১৩	সুখদুঃখে সমে কৃতা	২ ৩৮
সর্বকর্মাণ্যপি সদা	১৮ ৫৬	সুখমাত্যস্তিকং যতং	৬ ২১
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ	১৮ ৬৪	সুখং ত্রিদানীং ত্রিবিধম্	১৮ ৩৬
সর্বতঃ পাণিপাদং তং	১৩ ১৪	সুদুর্দর্শমিদং রূপম্	১১ ৫২
সর্বদ্বারাণি সংযম্য	৮ ১২	সুহৃন্মিত্রাযুদাসীন-	৬ ৯
সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্	১৪ ১১	স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্য	১১ ৩৬
সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য	১৮ ৬৬	স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা	২ ৫৪
সর্বভূতস্বভাৱানম্	৬ ২৯	স্পর্শান্ কৃতা বহির্বাহ্যান্	৫ ২৭
সর্বভূতস্থিতং যো গাম্	৬ ৩১	স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য	২ ৩১
সর্বভূতানি কৌন্তেয়	৯ ৭	স্বভাবজেন কৌন্তেয়	১৮ ৬০
সর্বভূতেষু যেনৈকম্	১৮ ২০	স্বয়মেবান্নান্নানম্	১০ ১৫
সর্বমেতদতং মন্যে	১০ ১৪	স্বৈ স্বৈ কৰ্ম্মণ্যভিরতঃ	১৮ ৪৫
সর্বযোনিষু কৌন্তেয়	১৪ ৪	—	—
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ	১৫ ১৫	হ	—
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি	৪ ২৭	হতো বা প্রাপস্যসি স্বর্গম্	২ ৩৭
সর্বেন্দ্রিয়গুণভাসম্	১৩ ১৫	হন্ত তে কথয়িষ্যামি	১০ ১৯
সহজং কৰ্ম্ম কৌন্তেয়	১৮ ৪৮	হৃষীকেশং তদা বাক্যম্	১ ২১
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা	৩ ১০	—	—

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার

—শব্দসূচী—

অংশঃ	—	১৫৭	অক্ষয়ঃ	—	১০১৩৩	অচল্যম্	—	৭১২১
অংশুমান্	—	১০১২১	অক্ষয়ম্	—	৫১২১	অচলেন	—	৮১১০
অকর্ভারম্	৪১১৩ ; ১৩১৩০		অক্ষরঃ	৮১২১ ; ১৫১১৬		অচাপনম্	—	১৬১২
অকর্ম	—	৪১১৬, ১৮	অক্ষরম্	৮১৩, ১১ ; ১০১২৫ ;		অচিন্ত্যঃ	—	২১২৫
অকর্মকৃৎ	—	৩১৫		১১১১৮, ৩৭ ; ১২১১, ৩		অচিন্ত্যম্	—	১২১৩
অকর্মণি	২১৪৭ ; ৪১১৮		অক্ষরসমুদ্ভবম্	—	৩১১৫	অচিন্ত্যরূপম্	—	৮১৯
অকর্মণঃ	—	৩১৮ ; ৪১১৭	অক্ষরাণাম্	—	১০১৩৩ ;	অচিরেণ	—	৪১৩৯
অকলুষম্	—	৬১২৭	অক্ষরাৎ	—	১৫১১৮	অচেতনঃ	৩১৩২ ; ১৫১১১ ;	
অকারঃ	—	১০১৩৩,	অখিলম্	—	৪১৩৩ ; ৭১২৯		১৭১৬	
অকার্যম্	—	১৮১৩১		১৫১১২		অচ্ছেদ্যঃ	—	২১২৪
অকীৰ্ত্তিঃ	—	২১৩৪	অগতাসূন্	—	২১১১	অচ্যুত	১১২১ ; ১১১৪২ ;	
অকীৰ্ত্তিম্	—	২১৩৪	অগ্নিঃ	৪১৩৭ ; ৮১২৪ ; ৯১১৬ ;			১৮১৭৩	
অকীৰ্ত্তিকরম্	—	২১২		১১১৩৯ ; ১৮১৪৮		অজঃ	২১২০ ; ৪১৬	
অকুর্ব্বত	—	১১১	অগ্নৌ	—	১৫১১২	অজম্	২১২১ ; ৭১২৫ ;	
অকুশলম্	—	১৮১১০	অগ্রে	১৮১৩৭, ৩৮, ৩৯			১০১৩, ১২	
অকৃতবুদ্ধির্জ্ঞাৎ	১৮১১৬		অধম্	—	৩১১৩	অজগ্ৰম্	—	১৬১১৯
অকৃত্বদ্বিঃ	—	৩১২৯	অযায়ুঃ	—	৩১১৬	অজ্ঞানতা	—	১১১৪১
অকৃত্য্যানঃ	—	১৫১১১	অদ্ভানি	—	২১৫৮	অজ্ঞানন্তঃ	৭১২৪ ; ৯১১১ ;	
অকৃতেন	—	৩১১৮	অচরম্	—	১৩১১৬		১৩১২৬	
অক্রিয়ঃ	—	৬১১	অচলঃ	—	২১২৪	অজ্ঞঃ	—	৪১৪০
অক্রোধঃ	—	১৬১২	অচলপ্রতিষ্ঠম্	—	২১৭০	অজ্ঞানম্	৫১১৬ ; ১৩১১২ ;	
অক্রেদ্যঃ	—	২১২৪	অচলম্	৬১১৩ ; ১২১৩			১৪১১৬, ১৭ ; ১৬১৪	
			অচলী	—	২১৫৩	অজ্ঞানজম্	১০১১১ ; ১৪১৮	

अज्ञानविमोहिताः	१७।१५	अथवा	७।४२ ; १०।४२ ;	अधिष्ठानम्	७।४० ; १८।१४
अज्ञानसंमोहः	१८।१२		११।४२	अधिष्ठाय	४।७ ; १५।१
अज्ञानसञ्ज्ञतम् —	४।४२	अथवा	— ४।७५	अध्याक्षेप	— १।१०
अज्ञानम् —	७।२७	अदक्षिणम्	— ११।१७	अध्यान्नचेतसा	७।७०
अज्ञानेन —	५।१५	अदक्षिणम्	— १७।४	अध्यान्नज्ञाननित्यात्मम्	१७।१२
अपीयांसम् —	८।१	अदाहः	— २।२४	अध्यान्ननित्याः	१५।५
अणोः —	८।१	अदृष्टपूर्वम्	— ११।४५	अध्यान्नम्	१।२१ ; ८।१, ७
अतः १।२४ ; १२।४ ;		अदृष्टपूर्वविनि	— ११।७	अध्यान्नविद्या	१०।७२
१७।१२ ; १५।१८		अदेशकाले	— ११।२२	अध्यान्नसंज्ञितम्	११।१
अतःपरम् —	२।१२	अद्भुतम्	— ११।२० ;	अधोष्याते	— १८।१०
अतस्त्वंवर्ष १८।२२			१८।१४, १७	अध्वर्यवम्	— ११।१४
अतस्त्रितः —	७।२७	अन्य ४।७ ; ११।११ ; १७।१७		अनघ ७।७ ; १४।७ ; १५।२०	
अतस्त्वंवर्ष १८।७१		अद्रोहः —	१७।७	अनन्त —	११।७१
अतितरन्ति —	१७।२७	अद्वैष्टा —	१२।१७	अनन्तः —	१०।२१
अतिमानः —	१७।४	अधः १४।१४ ; १५।२		अनन्तम् —	११।११, ४१
अतिरिच्यते —	२।७४	अधःशीथम् —	१५।१	अनन्तरम् —	१२।१२
अतिवर्द्धते ७।४४ ; १४।२१		अधमाम् —	१७।२०	अनन्तरूप —	११।७४
अतिस्वप्नशीलस्य ७।१७		अधर्मः —	१।७१	अनन्तरूपम् —	११।१७
अतीतः १४।२१ ; १५।१८		अधर्मम् १८।७१, ७२		अनन्तविजयम् —	१।१७
अतीत्य —	१४।२०	अधर्मस्य —	४।१	अनन्तवाहम् —	११।११
अतीन्द्रियम् —	७।२१	अधर्माभिभवार्थ १।४०		अनन्तवीर्याम् —	११।११
अतीव —	१२।२०	अधिकः —	७।४७	अनन्तवीर्यामितविक्रमः ११।४०	
अत्यद्भुतम् —	१८।११	अधिकतरः —	१२।५	अनन्ताः —	२।४१
अत्यन्तम् —	७।२४	अधिकम् —	७।२२	अनन्यचेताः —	८।१४
अत्यर्थम् —	१।११	अधिकारः —	२।४१	अनन्यभाक् —	१।७०
अत्यशतः —	७।१७	अधिगच्छति २।७४, ११ ;		अनन्यमनसः —	१।१७
अत्यागिनाम् —	१८।१२	४।७१ ; ५।७, २४ ; ७।१५ ;		अनन्यया ८।२२ ; ११।५४	
अत्येति —	८।२४	१४।११ ; १८।४१		अनन्ययोगेन १७।११	
अत्र १।४, २७ ; ४।१७ ; ८।२,		अधिदैवतम् —	८।४	अनन्याः —	१।२२
४, ५ ; १०।११ ; १८।१४		अधिदैवम् —	८।१	अनन्येन —	१२।७
अथ १।२०, २७ ; २।२७, ७७ ;		अधिभूतम् —	८।१, ४	अनपेक्षः —	१२।१७
७।७७ ; ११।५, ४० ;		अधियज्ञः —	८।२, ४	अनपेक्ष्य —	१८।२५
१२।१, ११ ; १८।५४					

অনভিঘ্নঃ —	১৩১০	অনিষ্টম্ —	১৮১২	অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ	৬৮৫
অনভিসন্ধায় —	১৭১২৫	অনীশ্বরম্ —	১৬৮	অনেকদিব্যাত্তরণম্	১১১০
অনভিস্নেহঃ —	২১৫৭	অনুকম্পার্থম্ —	১০১১	অনেকধা —	১১১৩
অনয়োঃ —	২১১৬	অনুচিন্তয়ন্ —	৮৮	অনেকবজ্রনয়নম্	১১১০
অনলঃ —	৭১৪	অনুতিষ্ঠন্তি —	৩৩১, ৩২	অনেকবর্ণম্ —	১১২৪
অনলেন —	৩৩৯	অনুত্তমম্ —	৭১২৪	অনেকবাহুদরবজ্রনেত্রম্	১১১৬
অনবলোকয়ন্	৬১১৩	অনুত্তমাম্ —	৭১১৮	অনেকাঙ্কিতদর্শনম্	১১১০
অনবাঞ্ছম্ —	৩২২	অনুদ্বিগ্নমনাঃ —	২১৫৬	অনেন ৩১০, ১১ ; ৯১০ ;	১১৮
অনশ্রুতঃ —	৬১১৬	অনুদ্বৈগকরম্ —	১৭১৫	অন্তঃ ২১১৬ ; ১০, ১৯, ২০	
অনসূয়ঃ —	১৮১৭১	অনুপকারিণে —	১৭১২০	৩২, ৪০ ; ১৩১১৬ ; ১৫১৩	
অনসূয়ন্তঃ —	৩৩১	অনুপশ্যতি ১৩৩১ ; ১৪১১৯		অন্তঃশরীরস্থম্	১৭১৬
অনসূয়ে —	৯১১	অনুপশ্যন্তি —	১৫১১০	অন্তঃস্থখঃ —	৫১২৪
অনহংবাদী —	১৮১২৬	অনুপশ্যামি —	১৩১	অন্তঃস্থানি —	৮১২২
অনহঙ্কারঃ —	১৩১৯	অনুপ্রপন্নাঃ —	৯১২১	অন্তকালে —	২১৭২ ; ৮১৫
অনাম্বনঃ —	৬১৬	অনুবন্ধ —	১৮১২৫	অন্তগতম্ —	৭১২৮
অনাদিত্বাৎ —	১৩১৩২	অনুবন্ধে —	১৮১৩৯	অন্তম্ —	১১১১৬
অনাদিম্ —	১০১৩	অনুমন্তা —	১৩১২৩	অন্তরম্ ১১১২০ ; ১৩১৩৫	
অনাদিমৎ —	১৩১১৩	অনুরজাতে —	১১১৩৬	অন্তর্জ্যোতিঃ —	৫১২৪
অনাদিমধ্যান্তম্	১১১১৯	অনুবর্ততে —	৩১২১	অন্তরাঙ্গনা —	৬১৪৭
অনাদী —	১৩১২০	অনুবর্তন্তে ৩১২৩ ; ৪১১১		অন্তরারামঃ —	৫১২৪
অনাময়ম্ ২১৫১ ; ১৪১৬		অনুবর্তয়তি —	৩১১৬	অন্তরে —	৫১২৭
অনারম্ভাৎ —	৩১৪	অনুবিধীয়তে ২১৬৭		অন্তবৎ —	৭১২৩
অনার্যাজুষ্টম্ —	২১২	অনুশাসিতারম্ —	৮১৯	অন্তবন্তঃ —	২১১৮
অনার্ভুতিম্ —	৮১২৩, ২৬	অনুশুশ্রুমঃ —	১১৪৩	অন্তিকে —	১৩১১৬
অনাশিনঃ —	২১১৮	অনুশোচন্তি —	২১১১	অন্তে —	৭১১৯ ; ৮১৬
অনাশ্রিতঃ —	৬১১	অনুশোচিতুম্ —	২১২৫	অন্নম্ —	১৫১১৪
অনিকেতঃ —	১২১১৯	অনুষঙ্গতে ৬১৪ ; ১৮১১০		অন্নসম্ভবঃ —	৩১১৪
অনিচ্ছন্ —	৩৩৬	অনুসন্ততানি —	১৫১২	অন্নিৎ —	৩১১৪
অনিত্যম্ —	৯১৩৩	অনুস্মর —	৮১৭	অন্যঃ ২১২৯ ; ৪১৩১ ; ৮১২০ ;	
অনিত্যাঃ —	২১১৪	অনুস্মরন —	৮১১৩	১১১৪৩ ; ১৫১১৭ ; ১৬১১৫ ;	
অনির্দেশ্যম্ —	১২১৩	অনুস্মরেৎ —	৮১৯	১৮১৬৯	
অনির্বিগ্ণচেতসা ৬১২৩		অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ ১৬১১৬		অন্যাগামিনা —	৮১৮

অন্যৎ ২।৩১, ৪২ ; ৭।২, ৭ ;	অপহৃতচেতসাম্ ২।৪৪	অপ্রতিষ্ঠম্ — ১৬।৮
১১।৭, ১৬।৮	অপহৃতজ্ঞানাঃ ৭।১৫	অপ্রদায় — ৩।১২
অন্যত্র — ৩।৯	অপাত্রেভ্যঃ — ১৭।২২	অপ্রমেয়ম্ ১১।১৭, ৪২
অন্যথা — ১৩।১২	অপানম্ — ৪।২৯	অপ্রমেয়স্য — ২।১৮
অন্যদেবতাঃ — ৭।২০	অপানে — ৪।২৯	অপ্রবৃত্তিঃ — ১৪।১৩
অন্যদেবতাভক্তাঃ ৯।২৩	অপাবৃত — ২।৩২	অপ্রাপ্য ৬।৩৭ ; ৯।৩ ; ১৬।২০
অন্যম্ — ১৪।১৯	অপি ১।২৬, ৩৪, ৩৫, ৩৭ ;	অপ্রিয়ম্ — ৫।২০
অন্যায় — ৮।২৬	২।৫, ৮, ১৬, ২৬, ২৯, ৩১,	অপৃস্থ — ৭।৮
অন্যান্ — ১১।৩৪	৩৪, ৪০, ৫৯, ৬০, ৭২ ;	অফলপ্রেপৃস্থনা ১৮।২৩
অন্যানি — ২।২২	৩।৫, ৮, ১০, ৩১, ৩৩, ৩৬ ;	অফলাকাঙ্ক্ষিত্তিঃ ১৭।১১, ১৭
অন্যাম্ — ৭।৫	৪।৬, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭,	অবুদ্ধয়ঃ — ৭।২৪
অন্যায়েন — ১৬।১২	২০, ২২, ৩০, ৩৬ ; ৫।৪,	অব্রবীৎ ১।২, ২৭ ; ৪।১
অন্যে ১।৯ ; ৪।২৬ ; ৯।১৫ ;	৫, ৭, ৯, ১১ ; ৬।৯, ২২,	অভক্তায় — ১৮।৬৭
১৩।২৫, ২৬ ; ১৭।৪	২৫, ৩১, ৪৪, ৪৬, ৪৭ ,	অভয়ম্ — ১০।৪, ১৬।১
অন্যেভ্যঃ — ১৩।২৬	৭।৩, ২৩, ৩০ ; ৮।৬ ; ৯।১৫,	অভবৎ — ১।১৩
অনুশোচঃ — ২।১১	২৩, ২৫, ২৯, ৩০,	অভবিতা — ২।২০
অগ্নিচ্ছ — ২।৪৯	৩২ ; ১০।৩৭, ৩৯ ; ১১।২	অভাবঃ ২।১৬ ; ১০।৪
অগ্নিতাঃ — ৯।২৩ ; ১৭।১	২৬, ২৯, ৩২, ৩৪,	অভাবয়তঃ — ২।৬৬
অপনুদ্যাৎ — ২।৮	৩৭, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৫২ ;	অভাষত — ১১।১৪
অপরম্ — ৪।৪ ; ৬।২২	১২।১, ১০, ১১ ; ১৩।৩,	অভিক্রমনাশঃ — ২।৪০
অপরস্পরসম্ভূতং ১৬।৮	১৮, ২০, ২৩, ২৪, ২৬,	অভিজনবান — ১৬।১৫
অপরা — ৭।৫	৩২ ; ১৪।২ ; ১৫।৮, ১০,	অভিজাতঃ — ১৬।৫
অপরাজিতঃ — ১।১৭	১১, ১৮ ; ১৬।৭, ১৩,	অভিজাতস্য — ১৬।৩, ৪
অপরানি — ২।২২	১৪ ; ১৭।৭, ১০, ১২ ;	অভিজানন্তি — ৯।২৪
অপরান্ — ১৬।১৪	১৮।৬, ১৭, ১৯, ৪৩, ৪৪,	অভিজানাতি ৪।১৪ ; ৭।১৩,
অপরিগ্রহঃ — ৬।১০	৪৮, ৫৬, ৬০, ৭১	২৫ ; ১৮।৫৫
অপরিমেয়াম্ — ১৬।১১	অপুনরাবৃত্তিম্ — ৫।১৭	অভিজায়তে ২।৬২ ; ৬।৪১ ;
অপরিহার্যো — ২।২৭	অপৈশুন্ম — ১৬।২	১৩।২৪
অপরে ৪।২৫, ২৭, ২৮, ২৯,	অপোহনম্ — ১৫।১৫	অভিতঃ — ৫।২৬
৩০ ; ১৩।২৫ ; ১৮।৩	অপ্রকাশঃ — ১৪।১৩	অভিধাস্যতি — ১৮।৬৮
অপর্যাপ্তম্ — ১।১০	অপ্রতীকারম্ — ১।৪৫	অভিধীয়তে ১৩।২ ; ১৭।২৭ ;
অপলায়নম্ — ১৮।৪৩	অপ্রতিমপ্রভাব — ১১।৪৩	১৮।১১
অপশ্যৎ ১।২৬ ; ১১।১৩	অপ্রতিষ্ঠঃ — ৬।৩৮	অভিনন্দতি — ২।৫৭

অভিপ্রবৃত্তঃ	—	৪১২০	অমৃতোত্তম	—	১০১২৭	অর্থকামান্	—	২১৫
অভিভবতি	—	১১৩৯	অমৃতোপম	—	১৮১৩৭, ৩৮	অর্থব্যপাশ্রয়ঃ	—	৩১১৮
অভিত্য	—	১৪১১০	অমেধ্যম্	—	১৭১১০	অর্থসঞ্চয়ান্	—	১৬১১২
অভিমুখাঃ	—	১১১১৮	অম্বুবেগাঃ	—	১১১২৮	অর্থার্থী	—	৭১১৬
অভিরক্ষত্ব	—	১১১১	অস্ত্রসা	—	৫১১০	অর্থ ১১৩২ ; ২১২৭ ; ৩১৩৪		
অভিরতঃ	—	১৮১৪৫	অস্ত্রসি	—	২১৬৭	অর্পণম্	—	৪১২৪
অভিবিজ্ঞলন্তি	—	১১১২৮	অযজ্ঞস্য	—	৪১৩১	অপিতমনোবুদ্ধিঃ	—	৮১৭
অভিসঙ্কায়	—	১৭১১২	অযতিঃ	—	৬১৩৭			১২১১৪
অভিহিতা	—	২১৩৯	অযথাবৎ	—	১৮১৩১	অর্থ্যমা	—	১০১২৯
অভ্যধিকঃ	—	১১১৪৩	অয়নেষু	—	১১১১	অইতি	—	২১১৭
অভ্যানুনাদয়ন্	—	১১১৯	অয়ম্	—	২১১৯, ২০, ২৪	অইসি	—	২১২৫, ২৬, ২৭, ৩০,
অভ্যর্চ্য	—	১৮১৪৬		—	২৫, ৩০, ৫৮ ; ৩১৯,		—	৩১ ; ৩১২০ ; ৬১৩৯ ;
অভ্যসূয়কাঃ	—	১৬১১৮		—	৩৬ ; ৪১৩, ৩১, ৪০ ;		—	১০১১৬ ; ১১১৪৪, ১৬১২৪
অভ্যসূয়তি	—	১৮১৬৭		—	৬১২১, ৩৩ ; ৭১২৫ ;	অইঃ	—	১১৩৬
অভ্যসূয়ন্তঃ	—	৩১৩২		—	৮১১৯ ; ১১১১ ; ১৩১৩২ ;	অলসঃ	—	১৮১২৮
অভ্যহন্যন্ত	—	১১১৩		—	১৫১৯ ; ১৭১৩	অলোলুপ্তম্	—	১৬১২
অভ্যাসযোগযুক্তেন	—	৮১৮	অযশঃ	—	১০১৫	অল্পবুদ্ধয়ঃ	—	১৬১৯
অভ্যাসযোগেন	—	১২১৯	অযুক্তঃ	—	৫১১২, ১৮১২৮	অল্পম্	—	১৮১২২
অভ্যাসাৎ	—	১২১১২ ; ১৮১৩৬	অযুক্তস্য	—	২১৬৬	অল্পমেধসাম্	—	৭১২৩
অভ্যাসে	—	১২১১০	অযোগতঃ	—	৫১৬	অবগচ্ছ	—	১০১৪১
অভ্যাসেন	—	৬১৩৫	অরতিঃ	—	১৩১১১	অবজ্ঞানন্তি	—	৯১১১
অভ্যুত্থানম্	—	৪১৭	অরাগদ্বেষতঃ	—	১৮১২৩	অবজ্ঞাতম্	—	১৭১২২
অমলান্	—	১৪১১৪	অরিসুদন	—	২১৪	অবতিষ্ঠতি	—	১৪১২৩
অমানিত্বম্	—	১৩১৮	অচ্চিত্তম্	—	৭১২১	অবতিষ্ঠতে	—	৬১১৮
অমিতবিক্রমঃ	—	১১১৪০	অজ্জুন	—	২১২, ৪৫ ; ৩১৭ ; ৪১৫,	অবধ্যাঃ	—	২১৩০
অমী	—	১১১২১, ২৬, ২৮		—	৯, ৩৭ ; ৬১১৬, ৩২, ৪৬ ;	অবনিপালসঙ্ঘেঃ	—	১১১২৬
অমুত্র	—	৬১৪০		—	৭১১৬, ২৬ ; ৮১১৬, ২৭ ;	অবরম্	—	২১৪৯
অমুঢ়াঃ	—	১৫১৫		—	৯১১৯ ; ১০১৩২, ৩৯,	অবশঃ	—	৩১৫ ; ৬১৪৪ ;
অমৃতদ্বায়	—	২১১৫		—	৪২ ; ১১১৪৭, ৫৪ ;		—	৮১১৯ ; ১৮১৬০
অমৃতম্	—	৯১১৯ ; ১০১১৮ ;	অজ্জুনঃ	—	১৮১৯, ৩৪, ৬১	অবশম্	—	৯১৮
	—	১৩১১৩ ; ১৪১২০	অজ্জুনম্	—	১১১৫০	অবশিষ্যতে	—	৭১২
অমৃতস্য	—	১৪১২৭	অর্থঃ	—	২১৪৬ ; ৩১১৮	অবষ্টভ্য	—	৯১৮ ; ১৬১৯

অবগাদয়েৎ —	৬।৫	অব্যক্তম্ ৭।২৪ ; ১২।১, ৩ ;	অশুভান্ —	১৬।১৯	
অবস্থাতুম্ —	১।৩০	১৩।৬	অশুশ্রীষবে —	১৮।৬৭	
অবস্থিতঃ ৯।৪ ; ১৩।৩৩		অব্যক্তমূর্ত্তিনা —	৯।৪	অশেষতঃ ৬।২৪ ; ৩৯ ;	
অবস্থিতম্ —	১৫।১১	অব্যক্তসংজ্ঞকে	৮।১৮	৭।২ ; ১৮।১১	
অবস্থিতাঃ ১।১১, ৩৩ ;		অব্যক্তা	১২।৫	অশেষণ ৪।৩৫ ; ১০।১৬ ;	
২।৬ ; ১১।৩২		অব্যক্তাং	৮।১৮, ২০	১৮।২৯, ৬৩	
অবস্থিতান্ ১।২২, ২৭		অব্যক্তাদীনি —	২।২৮	অশৌচ্যান্ —	২।১১
অবহাসার্থম্ —	১১।৪২	অব্যক্তাঙ্গচেতসাম্	১২।৫	অশৌষ্যঃ —	২।২৪
অবাচ্যবাদান্ —	২।৩৬	অব্যভিচারিণী	১৩।১১	অশান্ —	৫।৮
অবাণ্ডবাম্ —	৩।২২	অব্যভিচারিণ্যা	১৮।৩৩	অশান্তি —	৯।২০
অবাণ্ডম্ —	৬।৩৬	অব্যভিচারেণ	১৪।২৬	অশ্রামি —	৯।২৬
অবাপোতি ১৫।৮ ; ১৬।২৩ ;		অব্যয়ঃ ১১।১৮ ; ১৩।৩২ ;		অশ্রাসি —	৯।২৭
১৮।৫৬		১৫।১৭		অশ্রুতে ৩।৪ ; ৫।২১ ;	
অবাপ্য —	২।৮	অব্যয়ম্ ২।২১ ; ৪।১, ১৩ ;		৬।২৮ ; ১৩।১৩ ; ১৪।২০	
অবাপ্যতে —	১২।৫	৭।১৩, ২৪, ২৫ ;		অশ্রদ্ধধানঃ —	৪।৪০
অবাপ্স্যথ —	৩।১১	৯।২, ১৩, ১৮ ;		অশ্রদ্ধানাঃ —	৯।৩
অবাপ্স্যসি ২।৩৩, ৩৮, ৫৩ ;		১১।২, ৪ ; ১৪।৫ ;		অশ্রদ্ধয়া —	১৭।২৮
১২।১০		১৫।১, ৫ ; ১৮।২০, ৫৬		অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্	২।১
অবিকম্পেন —	১০।৭	অব্যয়স্য ২।১৭ ; ১৪।২৭		অশ্রৌষম্ —	১৮।৭৪
অবিকার্যঃ —	২।২৫	অব্যয়ান্না —	৪।৬	অশ্রুৎঃ —	১০।২৬
অবিজ্ঞেয়ম্ —	১৩।১৬	অব্যয়াম্ —	২।৩৪	অশ্রুৎম্ —	১৫।১, ৩
অবিদ্বাংসঃ —	৩।২৫	অব্যবসায়িনাম্	২।৪১	অশ্রুৎসামা —	১।৮
অবিধিপূৰ্ব্বকম্ ৯।২৩ ; ১৬।১৭		অশক্তঃ —	১২।১১	অশ্রুতানাম্ —	১০।২৭
অবিনশ্যন্তম্ —	১৩।২৮	অশমঃ —	১৪।১২	অশ্রুতিনৌ —	১১।৬, ২২
অবিনাশি —	২।১৭	অশস্ত্রম্ —	১।৪৫	অষ্টধা —	৭।২
অবিনাশিনম্ —	২।১১	অশান্তস্য —	২।৬৬	অসংন্যাস্তসংকল্পঃ	৬।২
অবিপশ্চিতঃ —	২।৪২	অশাশ্রুতম্ —	৮।১৫	অসংমুচঃ ৫।২০ ; ১০।৩ ;	
অবিভক্তম্ ১৩।১৭ ; ১৮।২০		অশাশ্রুবিহিতম্	১৭।৫	১৫।১৯	
অবেক্ষ্য —	২।৩১	অশুচিঃ —	১৮।২৭	অসংমোহঃ —	১০।৪
অবেক্ষ্যে —	১।২৩	অশুচিব্রতাঃ —	১৬।১০	অসংযতান্না —	৬।৩৬
অব্যক্তঃ ২।২৫ ; ৮।২০, ২১		অশুচৌ —	১৬।১৬	অসংশয়ঃ ৮।৭ ; ১৮, ৬৮	
অব্যক্তনিধনানি ২।২৮		অশুভাং ৪।১৬ ; ৯।১		অসংশয়ম্ —	৬।৩৫ ; ৭।১

অসক্তঃ	৩৭, ১৯, ২৫	অস্ত	২১৪৭ ; ৩১১০ ;	অহম্	১১২২. ২৩ ; ২১৪ ; ৭
অসক্তম্	৯৯ ; ১৩১৫		১১৩১, ৩৯, ৪০		১২ ; ৩২, ২৩, ২৪, ২৭ ;
অসক্তবুদ্ধিঃ	— ১৮১৯	অস্থিরম্	— ৬২৬		৪১, ৫, ৭, ১১ ; ৬৩০,
অসক্তা	— ৫১২১	অস্মদীয়েঃ	— ১১২৬		৩৩, ৩৪ ; ৭১২, ৬, ৮,
অসক্তিঃ	— ১৩১০	অস্মাকম্	— ১৭, ১০		১০, ১১, ১২, ১৭, ২১,
অসক্তশব্দেণ	— ১৫১৩	অস্মাৎ	— ১৩৮		২৫, ২৬ ; ৮১৪, ১৪ ;
অসৎ	৯১৯ ; ১১৩৭ ;	অস্মান্	— ১৩৬		৯১৪, ৭, ১৬, ১৭, ১৯, ২,
	১৩১৩ ; ১৭২৮	অস্মাভিঃ	— ১৩৮		২৪, ২৬, ২৯ ; ১০১১,
অসতঃ	— ২১১৬	অস্মি	৭১৮, ৯, ১০, ১১ ;		২, ৮, ১১, ১৭, ২০,
অসৎকৃতঃ	— ১১১৪২		১০১২১, ২২, ২৩, ২৪,		২১, ২৩, ২৪, ২৫,
অসৎকৃতম্	— ১৭১২২		২৫, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১,		২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২,
অসত্যম্	— ১৬১৮		৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮ ;		৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭
অসদ্ব্যাহান্	— ১৬১১০		১১৩২, ৪৫, ৫১ ; ১৫১১৮ ;		৩৮, ৩৯, ৪২ ; ১১১২৩,
অসপত্নম্	— ২১৮		১৬১১৫ ; ১৮১৫৫, ৭৩		৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫৩,
অসমর্থঃ	— ১২১১০	অস্মিন্	১১২২ ; ২১১৩ ;		৫৪ ; ১২১৭ ; ১৪১৩, ৪. ২৭
অসি	২১৫২ ; ৪১৩, ৩৬ ;		৩৩ ; ৮১২ ; ১৩১২৩ ;		১৫১১৩, ১৪, ১৫, ১৮ ;
	৮১২ ; ১০১১৭ ; ১১১৩৮,		১৪১১১ ; ১৬১৬	অহরাগমে	— ৮১১৮, ১৯
	৪০, ৪২, ৪৩, ৫২, ৫৩ ;	অস্য	২১১৭, ৪০, ৫৯, ৬৫,	অহিংসা	১০১৫ ; ১৩১৮ ;
	১২১১০, ১১ ; ১৬১৫ ;		৬৭ ; ৩১৩৮, ৩৪, ৪০ ;		১৬১২ ; ১৭১১৪
	১৮১৬৪, ৬৫		৬৩৯ ; ৯৩, ১৭ ;	অহিতাঃ	২১৩৬ ; ১৬১৯
অসিতঃ	— ১০১১৩		১১১১৮, ৩৮, ৪৩, ৫২ ;	অহৈতুকম্	— ১৮১২২
অসিদ্ধৌ	— ৪১২২		১৩১২২ ; ১৫১৩	অহোরাত্রবিদঃ	৮১১৭
অসুখম্	— ৯১৩৩	অস্যাম্	— ২১৭২	অহো বত	— ১১৪৪
অসুষ্টানুগ্	— ১৭১১৩	অস্বর্গ্যম্	— ২১২		—
অসৌ	১১১২৬ ; ১৬১১৪	অহঃ	— ৮১১৭, ২৪	আ	
অস্তি	২১৪০, ৪২, ৬৬ ;	অহঙ্কারঃ	— ৭১৪, ১৩১৬		
	৩১২২ ; ৪১৩১, ৪০ ;	অহঙ্কারম্	— ১৬১১৮ ;	আকাশম্	— ১৩১৩৩
	৬১১৬ ; ৭১৭ ; ৮১৫ ;		১৮১৫৩, ৫৯	আকাশস্থিতঃ	— ৯৬
	৯১২৯ ; ১০১১৮, ১৯,	অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা	৩১২৭	আখ্যাতম্	— ১৮১৬৩
	৩৯, ৪০ ; ১১১৪৩ ;	অহঙ্কারাৎ	— ১৮১৫৮	আখ্যাহি	— ১১১৩১
	১৬১১৩, ১৫ ; ১৮১৪০	অহকৃতঃ	— ১৮১১৭	আচ্ছৎ	— ৩১৩৪
		অহঙ্কা	— ২১৫	আগতাঃ	— ৪১১০, ১৪১২

আগম্যপায়িনঃ	২।১৪	আত্মযোগাৎ	—	১১।৪৭	আদিদেবঃ	—	১১।৩৮	
আচরতঃ	—	৪।২৩	আত্মরতি	—	৩।১৭	আদিদেবম্	—	১০।১২
আচরতি	৩।২১ ; ১৬।২২		আত্মবস্তুম্	—	৪।৪১	আদৌ	—	৩।৪১ ; ৪।৪
আচরন্	—	৩।১৯	আত্মবশ্যৈঃ	—	২।৬৪	আদ্যন্তবস্তুঃ	—	৫।২২
আচারঃ	—	১৬।৭	আত্মবান্	—	২।৪৫	আদ্যম্	৫।২৮ ; ১১।৩১, ৪৭ ;	১৫।৪
আচার্য্যঃ	—	১।৩	আত্মবিনিগ্রহঃ	১৩।৮ ; ১৭।১৬				
আচার্য্যম্	—	১।২	আত্মবিভূতয়ঃ	১০।১৬, ১৯		আধৎস্ব	—	১২।৮
আচার্য্যাঃ	—	১।৩৩	আত্মবিশুদ্ধয়ে	—	৬।১২	আধায়	—	৫।১০ ; ৮।১২
আচার্য্যান্	—	১।২৬	আত্মশুদ্ধয়ে	—	৫।১১	আধিপত্যম্	—	২।৮
আচার্য্যোপাসনম্	১৩।৮		আত্মসংযোগযোগাগ্নৌ	৪।২৭		আপঃ	২।২৩, ৭০ ; ৭।৪	
আজ্যম্	—	৯।১৬	আত্মসংস্থম্	—	৬।২৫	আপনুম্	—	৭।২৪
আচ্যঃ	—	১৬।১৫	আত্মসম্ভাবিতাঃ	১৬।১৭		আপন্বাঃ	—	১৬।২০
আততায়িনঃ	—	১।৩৬	আত্মা	৬।৫, ৬ ; ৭।১৮ ;		আপূৰ্ণ্য	—	১১।৩০
আতিষ্ঠ	—	৪।৪২		৯।৫ ; ১০।২০ ; ১৩।৩৩		আপূৰ্ণ্যমাণম্	—	২।৭০
আথ	—	১১।৩	আত্মানম্	৩।৪৩ ; ৪।৭		আপ্তম্	—	৫।৬ ; ১২।৯
আত্মকারণাৎ	—	৩।১৩		৬।৫, ১০, ১৫, ২০, ২৮,		আপ্তুয়াৎ	—	৩।২
আত্মতৃপ্তঃ	—	৩।১৭		২৯ ; ৯।৩৪ ; ১০।১৫ ;		আপ্তু বস্তু	—	৮।১৫
আত্মনঃ	৪।৪২ ; ৫।১৬ ;			১১।৩, ৪ ; ১৩।২৫, ২৯,		অপ্পোতি	২।৭০ ; ৩।১৯ ;	
	৬।৫, ৬, ১১, ১৯ ; ৮।১২ ;			৩০ ; ১৮।১৬, ৫১			৪।২১ ; ৫।১২ ; ১৮।৪৭, ৫০	
	১০।১৮ ; ১৬।২১, ২২ ;		আত্মোপমোয়ন	—	৬।৩২	অব্রুজ্জবুনাৎ	—	৮।১৬
	১৭।১৯ ; ১৮।৩৯		আত্যন্তিকম্	—	৬।২১	অয়ুধানাম্	—	১০।২৮
আত্মনা	২।৫৫ ; ৩।৪৩ ;		আদভে	—	৫।১৫	অয়ুঃসম্ভবনারোগ্যস্বপ্নপ্রীতি-		
	৬।৫, ৬, ২০ ; ১০।১৫ ;		আদর্শঃ	—	৩।৩৮	বিবর্দ্ধনাঃ	—	১৭।৮
	১৩।২৫, ২৯		আদিঃ	১০।২, ২০, ৩২ ;		আরভতে	—	৩।৭
আত্মনি	২, ৫৫ ; ৩।১৭ ;			১৫।৩		আরভ্যতে	—	১৮।২৫
	৪।৩৫, ৩৮ ; ৫।২১ ; ৬।১৮,		আদিম্	—	১১।১৬	আরম্ভঃ	—	১৪।১২
	২০, ২৬, ২৯ ; ১৩।২৫ ;		আদিকর্ত্রে	—	১১।৩৭	আরুরুক্ষোঃ	—	৬।৩
	১৫।১১		আদিত্যগতম্	—	১৫।১২	আর্জ্জবম্	১৩।৮ ; ১৬।১ ;	
আত্মপরদেহেষু	১৬।১৮		আদিত্যবৎ	—	৫।১৬		১৭।১৪ ; ১৮।৪২	
আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্	১৮।৩৭		আদিত্যবর্ণম্	—	৮।৯	আর্ন্তঃ	—	৭।১৬
আত্মভাবস্বঃ	—	১০।১১	আদিত্যান্	—	১১।৬	আবয়োঃ	—	১৮।৭০
আত্মমায়য়া	—	৪।৬	আদিত্যানাম্	—	১০।২১	আবর্ততে	—	৮।২৬

आवर्तिनः	—	८११६	आसीनम्	—	९१९	इच्छामि	११०४ ; १११३, ३१,
आविश्य	१०११३ ; ११		आसुरः	—	१६१६		४६ ; १०११ ; १८११
आविष्टः	—	११२१	आसुरनिश्चरान्	—	१११६	इज्यते	— १११११, १२
आविष्टम्	—	२११	आसुरम्	१११५ ; १६१६		इज्या	— १११५३
आवृतः	—	३१३८	आसुराः	—	१६११	इतः	— ११५ ; १४११
आवृतम्	३१३८, ३९ ; ५११५		आसुरी	—	१६१५	इतरः	— ३१२१
आवृता	३१४० ; १०११४ ;		आसुरीम्	९११२ ; १६१४, २०		इति	११२५, ४३ ; २१९ ;
	१४१९		आसुरीषु	—	१६११९		३१२१, २८ ; ४१३, ४ ;
आवृताः	—	१८१४८	आस्तिक्यम्	—	१८१४२		१४, १६ ; ५१८, ९ ,
आवृत्तिम्	—	८१२३	आस्त्ये	—	३१६ ; ५११३		६१२, ८ ; १४, ३६ ; ११४,
आवेष्टितचेतसाम्	—	१२११	आस्थाय	—	११२०		६, १२, १९ ; ८११३,
आवेश्य	८११० ; १२१२		आस्थितः	५१४ ; ६१३१ ;			२१ ; ९१६ ; १०१८ ;
आव्रियते	—	३१३८		१११८ ; ८११२			१११४, २१, ४१, ५० ;
आशय्य	—	१५१८	आस्थिताः	—	३१२०		१०१२, १२, १९, २३ ;
आशापाशशतैः	—	१६११२	आह	११२१ ; १११३५			१४१५, ११, २३ ;
आशु	—	२१६५	आहवे	—	२१३१		१५१११, २० ; १६१११,
आश्चर्यवत्	—	२१२९	आहारः	—	११११		१५ ; १११२, ११, १६,
आश्चर्याणि	—	१११६	आहाराः	—	१११८, ;		२०, २३, २४, २५ २६
आश्रयेत्	—	११३६	आहः	३१४२ ; ४११९ ;			२१, २८ ; १८१३, ६,
आश्रितः	१२१११ ; १५११४			८१२१ ; १०११३ ; १४११६ ;			८, ९, ११, १८, ३२,
आश्रितम्	—	९१११	आहो	—	११११		५९, ६३, ६४, १०, १४
आश्रिताः	१११५ ; ९११३			—		इतिवादिनः	— २१४२
आश्रित्य	११२९ ; १६११०			—		इदम्	१११०, २१, २१ ; २११,
	१८१५९		इ				२, १०, ११ ; ३१३१, ३८ ;
आश्वसयामास	—	१११५०	इन्द्राकवे	—	४११		११२, ५, १, १३ ; ८१२२,
आसक्तमनाः	—	१११	इक्षते	६११९ ; १४१२३			२८ ; ९११, २, ४ ; १०१४२ ;
आसनम्	—	६१११	इच्छ	—	१२१९		११११९, २०, ४१, ४१,
आसने	—	६११२	इच्छति	—	११२१		४९, ५१, ५२ ; १२१२० ;
आसम्	—	२११२	इच्छन्तः	—	८१११		१०१२ ; १४१२ ; १५१२० ;
आसाद्या	—	९१२०	इच्छसि	११११ ; १८१६०, ६३			१६११३, २१ ; १८१४६, ६१
आसीत	२१५४, ६१ ; ६११४		इच्छा	—	१०११	इदानीम्	१११५१ ; १८१३६
आसीनः	—	१४१२३	इच्छाद्वेषसमुत्पन्न	—	११२१	इन्द्रियकर्माणि	— ४१२१

ইন্দ্রিয়গোচরাঃ	১৩৬	ইষ্টঃ	— ১৮৬৪, ৭০	উক্তাঃ	— ২১৮
ইন্দ্রিয়গ্রামন্	৬২৪ ; ১২৪	ইষ্টকামধুক্	— ৩১০	উক্তা	১৪৬ ; ২৯ ;
ইন্দ্রিয়স্য	— ৩৩৪	ইষ্টম্	— ১৮১২		১১৯, ২১, ৫০
ইন্দ্রিয়াগ্নিষু	— ৪২৬	ইষ্টাঃ	— ১৭১৯	উগ্রকর্মাণঃ	— ১৬৯
ইন্দ্রিয়াণাম্	২৮, ৬৭ ; ১০১২২	ইষ্টান্	— ৩১২	উগ্রম্	— ১১২০
ইন্দ্রিয়াণি	২৫৮, ৬০, ৬১	ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু	১৩১০	উগ্ররূপঃ	— ১১৩১
	৬৮ ; ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২ ;	ইষ্টা	— ৯২০	উগ্রাঃ	— ১১৩০
	৪২৬ ; ৫৯ ; ১৩৬ ; ১৫৭	ইহ	২৫, ৪০, ৪১, ৫০ ;	উগ্রৈঃ	— ১১৪৮
ইন্দ্রিয়ারামঃ	— ৩১৬		৩১৬, ১৮, ৩৭ ; ৪১২, ১২,	উচ্চৈঃ	— ১১২
ইন্দ্রিয়ার্থান্	— ৩৬		৩৮ ; ৫১৯, ২৩ ; ৬৪০ ;	উচ্চৈঃশবসম্	— ১০১২৭
ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ	২৫৮, ৬৮		৭১২ ; ১১৭, ৩২ ; ১৫৩ ;	উচ্ছিষ্টম্	— ১৭১০
ইন্দ্রিয়ার্থেষু	৫৯ ; ৬৪ ; ১৩৯		১৬২৪ ; ১৭১৮, ২৮	উচ্ছোষণম্	— ২৮
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ	— ৩৪২		—	উচ্যতে	২২৫, ৪৮, ৫৫, ৫৬ ;
ইন্দ্রিয়ৈঃ	২৬৪ ; ৫১১	ঈ			৩৬, ৪০ ; ৬৩, ৪, ৮,
ইমন্	২১৩৩ ; ৪১১, ২ ; ৯৮,	ঈক্ষতে	৬২৯ ; ১৮২০		১৮ ; ৮১, ৩ ; ১৩১৩,
	৩৩ ; ১৩৩৪ ; ১৭৭ ;	ঈডাম্	— ১১৪৪		১৮, ২১ ; ১৪১২৫ ;
	১৮৬৮, ৭০, ৭৪, ৭৫, ৭৬	ঈদৃক্	— ১১৪৯		১৫১৬ ; ১৭১৪, ১৫,
ইমাঃ	— ৩২৪ ; ১০১৬	ঈদৃশম্	২১৩২ ; ৬৪২		১৬, ২৭, ২৮ ; ১৮২৩,
ইমান্	১২৮ ; ১০১৬ ;	ঈশম্	১১১৫, ৪৪		২৫, ২৬, ২৮
	১৮১৭	ঈশ্বরঃ	৪৬ ; ১৫৮, ১৭ ;	উত	১৩৯ ; ১৪৯, ১১
ইমানি	— ১৮১৩		১৬১৪ ; ১৮৬১	উৎক্রামতি	— ১৫৮
ইমাম্	— ২১৩৯, ৪২	ঈশ্বরভাবঃ	— ১৮৪৩	উৎক্রামন্তম্	— ১৫১০
ইমে	১৩৩ ; ২১২, ১৮ ;	ঈশ্বরম্	— ১৩২৯	উত্তমঃ	১৫১৭, ১৮
	৩২৪	ঈহতে	— ৭১২২	উত্তমম্	৪১৩ ; ৬২৭ ;
ইমৌ	— ১৫১৬	ঈহন্তে	— ১৬১২		৯২ ; ১৪১ ; ১৮৬
ইয়ম্	— ৭১৪, ৫		—	উত্তমবিদাম্	— ১৪১৪
ইব	১৩০ ; ২১০, ৫৮,	উ		উত্তমাইঃ	— ১১২৭
	৬৭ ; ৩২, ৩৬ ; ৫১০ ;	উক্তঃ	১২৪ ; ৮২১ ;	উত্তমোজাঃ	— ১৬
	৬৩৪, ৩৮ ; ৭৭ ; ১১৪৪ ;		১৩২৩	উত্তরায়ণম্	— ৮২৪
	১৩১৭ ; ১৫৮ ; ১৮৩৭,	উক্তম্	১১১, ৪১, ১৩১৯ ;	উত্তিষ্ঠ	২১৩, ৩৭, ৪১৪২ ;
	৩৮, ৪৮		১৫২০		১১৩৩
ইষুভিঃ	— ২১৪				

উষিতা	—	১১১২	উপপন্থ	—	২১৩২	উশনা	—	১০১৩৭
উৎসনুকুলধর্ম্মাণাম্		১১৪৩	উপমা	—	৬১১৯	উষিহা	—	৬১৪১
উৎসাদনর্থম্	—	১৭১১৯	উপযান্তি	—	১০১১০		—	
উৎসাদ্যন্তে	—	১১৪২	উপরতম্	—	২১৩৫		উ	
উৎসীদেয়ুঃ	—	৩১২৪	উপরমতে	—	৬১২০			
উৎসজ্যামি	—	৯১১৯	উপরমেৎ	—	৬১২৫	উজ্জিতম্	—	১০১৪১
উৎসজ্য	১৬১২৩ ; ১৭১১		উপলভ্যতে	—	১৫১৩	উক্কম্	১২১৮ ; ১৪১১৮ ; ১৫১২	
উদপানে	—	২১৪৬	উপলিপ্যতে	—	১৩১৩৩	উক্কমূলং	—	১৫১১
উদারাঃ	—	৭১১৮	উপরিশ্য	—	৬১১২	উন্নপাঃ	—	১১১২২
উদাসীনঃ	—	১২১১৬	উপসঙ্গম্য	—	১১২		—	
উদাসীনবৎ	৯১৯ ; ১৪১২৩		উপসেবতে	—	১৫১৯		ধ	
উদাহতঃ	—	১৫১১৭	উপহন্যম্	—	৩১২৪			
উদাহতম্	১৩১৭ ; ১৭১১৯, ২২ ; ১৮১২২, ২৪, ৩৯		উপায়তঃ	—	৬১৩৬	ধাক্	—	৯১১৭
উদাহত্যা	—	১৭১২৪	উপাবিশৎ	—	১১৪৬	ধাচ্ছতি	২১৭২ ; ৫১২৯	
উদ্दिश्या	२२	১৭১২১	উপাশ্রিতাঃ	৪১১০ ; ১৬১১১		ধাতম্	—	১০১১৪
উদ্দেশতঃ	—	১০১৪০	উপাশ্রিতা	১৪১২ ; ১৮১৫৭		ধাতুনাম্	—	১০১৩৫
উদ্ধরেৎ	—	৬১৫	উপাসতে	— ৯১১৪ ; ১৫ ; ১২১২, ৬ ; ১৩১২৬		ধাতে	—	১১১৩২
উদ্ভবঃ	—	১০১৩৪	উপেতঃ	—	৬১৩০	ধাঙ্কম্	—	২১৮
উদ্যতাঃ	—	১১৪৪	উপেতাঃ	—	১২১২	ধাঘয়ঃ	৫১২৫ ; ১০১১৩	
উদ্যম্য	—	১১২০	উপেত্যা	—	৮১১৫, ১৬	ধাঘিভিঃ	—	১৩১৫
উদ্বিজতে	—	১২১১৫	উপৈতি	৬১২৭ ; ৮১১০, ২৮		ধাঘীন্	—	১১১১৫
উদ্বিজ্ঞেৎ	—	৫১২০	উপৈষ্যসি	—	৯১২৮		—	
উন্মিষন্	—	৫১৯	উভয়বিষষ্টঃ	—	৬১৩৮		এ	
উপজায়তে	২১৬২, ৬৫ ; ১৪১১১		উভয়োঃ	১১২১, ২৪, ২৬ ; ২১১০, ১৬ ; ৫১৪		একঃ	১১১৪২ ; ১৩১৩৪	
উপজায়ন্তে	—	১৪১২	উভে	—	২১৫০	একত্বম্	—	৬১৩১
উপজুহ্বতি	—	৪১২৫	উভৌ	২১১৯ ; ৫১২ ; ১৩১২০		একত্বেন	—	৯১১৫
উপদেক্ষ্যন্তি	—	৪১৩৪	উরগান্	—	১১১১৫	একভক্তিঃ	—	৭১১৭
উপদ্রষ্টা	—	১৩১২৩	উল্বেন	—	৩১৩৮	একম্	৩১২ ; ৫১১, ৪, ৫ ; ১০১২৫ ; ১৩১৬ ; ১৮১২০, ৬৬	
উপধারয়	—	৭১৬ ; ৯১৬	উবাচ	১১২৫ ; ২১১, ১০ ; ৩১১০		একয়া	—	৮১২৬
উপপদ্যতে	২১৩ ; ৬১৩৯ ; ১৩১১৯ ; ১৮১৭					একস্বম্	১১১৭, ১৩ ; ১৩১৩১	

एकस्मिन्	--	१८१२२	एतैः	११८२ ; ७१८० ;	१२,८,६,८,१७ ; १७११,
एका	--	२१८१		१७१२२	५, ७, ९, १५, १७, २०,
एकांशेन	--	१०१८२	एधांसि	--	८१७१
एकाकी	--	७११०	एनम्	२११९, २१, २७,	२७, ७०, ७१ ; १८११०,
एकान्तरम्	--	८११७		२५, २७, २९, ७१७१, ८१ ;	१७, ११, २२ ; १५१८,
एकान्त्रम्	--	७११२		८१८२ ; ७१२१ ; १११५० ;	१, ९, १५, १७ ; १७१८,
एकान्त्रेण	--	१८११२		१५१७, ११	७, १९, २० ; १११२,
एकान्त्रम्	--	७११७	एनाम्	--	२११२
एके	--	१८१७	एभिः	१११७ ; १८१८०	१८, २१ ; १८१५, ८, ९,
एकेन	--	१११२०	एभ्यः	७११२ ; १११७	१८, १९, २९, ७१, ७५,
एतत्	२१७, ७ ; ७१७२ ;		एव	१११, ७, ११, १७, १८,	८२, ५०, ७२, ७५, ७८
	८१७, ८ ; ७१२७, ७९, ८२ ;			१९, २७, २९, ७७, ७७,	एवङ्कपः -- १११८८
	१०११८ ; १११७, ७५ ;			८१ ; २१५, ७, १२, २८,	एवङ्विधः १११५७, ५८
	१२१११ ; १७११, २, १, १२,			२८, २९, ८१, ५५ ;	एवम् ११२८, ८७ ; २१९, २५,
	१९ ; १५१२० ; १७१२१ ;			७१८, १२, ११, १८,	२७, ७८ ; ७११७, ८७ ;
	११११७, २७ ; १८१७७, १२			२०, २१, २२ ; ८१७,	८१२, ९, १५, ७२, ७५ ;
एतद्दुष्प्रेनीनि	११७			११, १५, २०, २८, २५,	७११५, २८ ; ९१२१,
एतद्योः	--	५११		७७ ; ५१८, १७, १५,	२८, ७८ ; १११७, ९ ;
एतस्य	--	७१७७		१८, १९, २२, २७, २८,	१२११ ; १७१२८, २७,
एतान्	११२२, २५, ७८, ७७ ;			२१, २८ ; ७१७, ५, ७,	७५ ; १८१२७ ; १५११९ ;
	१८१२०, २१, २७			१७, १८, २०, २१, २८,	१८११७
एतानि	१८११२, १७ ;			२७, ८०, ८२, ८८ ;	एषः ७११०, ७१, ८० ;
	१५१८ ; १८१७			११८, १२, १८, १८, २१,	१०१८० ; १८१५९
एताम्	११७ ; १११८ ;			२२ ; ८१८, ५, ७, १,	एषा २१७९, १२ ; १११८
	१०११ ; १७१९			१०, १८, १९, २७, २८ ;	एषाम् -- ११८१
एतावत्	--	१७१११		९११२, १७, ११, १९,	एष्याति -- १८१७८
एति	८१९ ; ८१७ ; १११५५			२७, २८, ७०, ७८ ;	एष्यासि ८११ ; ९१७८ ; १८१७५
एते	११२७, ७१ ; २११५ ;			१०११, ८, ५, ११, १७,	
	८१७० ; १११८, ८१२७,			१५, २०, ७२, ७७, ७८,	
	२१ ; १११७७ ; १८११५			८१ ; १११८, २२, २५,	
एतेन	७१७९ ; १०१८२			२७, २८, २९, ७७, ७५,	इ
एतेषाम्	--	१११०		८०, ८५, ८७, ८९ ;	इकास्तिक्या -- १८१२१

ঐরাবতম্ — ১০১২৭	কন্দর্পঃ — ১০১২৮	১৬১২৪ ; ১৭১২৭ ;
ঐশ্বরম্ ৯৫ ; ১১১৩, ৮, ৯	কপিথ্বজঃ — ১১২০	১৮১৩, ৮, ৯, ১০, ১৫,
—	কপিলঃ — ১০১২৬	১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৫,
—	কম্ — ২১২১	৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮
ও	কমলপত্রাঙ্ক — ১১১২	কর্মচৌদনা — ১৮১১৮
ওঙ্কারঃ — ৯১১৭	কমলাসনস্থম্ — ১১১১৫	কর্মজম্ ৩১২০ ; ১৮১৬০
ওজসা — ১৫১১৩	করণম্ — ১৮১১৪, ১৮	কর্মজা — ৪১১২
ওম্ ৮১১৩ ; ১৭১২৩, ২৪	করিষ্যতি — ৩১৩৩	কর্মজান্ — ৪১৩২
ওষধীঃ — ১৫১১৩	করিষ্যসি ২১৩৩ ; ১৮১৬০	কর্মণঃ ৩১১, ৯ ; ৪১১৭ ;
—	করিষ্যে — ১৮১৭৩	১৪১১৬ ; ১৮১৭, ১২
—	করুণঃ — ১২১১৩	কর্মণা ৩১২০ ; ১৮১৬০
ও	করোতি ৪১২০ ; ৫১১০ ;	কর্মণাম্ ৩১৪ ; ৪১১২ ; ৫১১ ;
—	৬১১ ; ১৩১৩২	১৪১১২ ; ১৮১২
ঔষধম্ — ৯১১৬	করোমি — ৫১৮	কর্মণি ২১৪৭ ; ৩১১,
—	করোষি — ৯১২৭	২২, ২৩, ২৫ ; ৪১১৮,
—	কর্ণঃ — ১১৮	২০ ; ১৪১৯ ; ১৭১২৬ ;
ক	কর্ণম্ — ১১১৩৪	১৮১৪৫
কঃ ৮১২ ; ১১১৩১ ; ১৬১১৫	কর্তব্যম্ — ৩১২২	কর্মফলত্যাগঃ — ১২১১২
কচ্চিৎ ৬১৩৮ ; ১৮১৭২	কর্তব্যানি — ১৮১৬	কর্মফলত্যাগী — ১৮১১১
কটুগ্লবণাত্যুক্তীক-	কর্তা ৩১২৪, ২৭ ; ১৮১১৪,	কর্মফলপ্রেপ্সু ১৮১২৭
কৃষ্ণবিদাহিনঃ ১৭১৯	১৮, ১৯, ২৬, ২৭, ২৮	কর্মফলম্ — ৫১১২ ; ৬১১
কতরৎ — ২১৬	কর্তারম্ ৪১১৩ ; ১৪১১৯ ;	কর্মফলসংযোগম্ ৫১১৪
কথম্ ১১৩৬, ৩৮ ; ২১৪, ২১ ;	১৮১১৬	কর্মফলহেতু — ২১৪৭
৪১৪ ; ৮১২ ; ১০১১৭ ; ১৪১২১	কর্তুম্ ১১৪৪ ; ২১১৭ ; ৩১২০ ;	কর্মফলাসঙ্গম্ — ৪১২০
কথয় — ১০১১৮	৯১২ ; ১২১১১ ; ১৪১২৪ ;	কর্মফলে — ৪১১৪
কথয়তঃ — ১৮১৭৫	১৮১৬০	কর্মবন্ধনঃ — ৩১৯
কথয়ন্তঃ — ১০১৯	কর্তৃত্বম্ — ৫১১৪	কর্মবন্ধনম্ — ২১৩৯
কথয়িষ্যন্তি — ২১৩৪	কর্ম ২১৪৯ ; ৩১৫,	কর্মবন্ধনৈঃ — ৯১২৮
কথয়িষ্যসি — ১০১১৯	৮, ৯, ১৫, ১৯, ২৪ ;	কর্মভিঃ — ৩১৩১ ; ৪১১৪
কদাচন ২১৪৭ ; ১৮১৬৭	৪১৯, ১৫, ১৬, ১৮,	কর্মযোগঃ — ৫১২
কদাচিৎ — ২১২০	২১, ২৩, ৩৩ ; ৫১১১ ;	কর্মযোগম্ — ৩১৭
	৬১১, ৩ ; ৭১২৯ ; ৮১১ ;	কর্মযোগেণ ৩১৩ ; ১৩১২৫

কৰ্মসংজ্ঞানাম্ —	৩১২৬	কৰ্মলম্ —	২১২	কামান্ ২১৫৫, ৭১; ৬১২৪;
কৰ্মসংজ্ঞিষু —	১৪১১৫	কৰ্ম্মাৎ —	১১১৩৭	৭১২২
কৰ্ম্মসংজ্ঞেন —	১৪১৭	কৰ্ম্মাচিং —	৫১১৫	কামেপ্ৰসূনা — ১৮১২৪
কৰ্ম্মসংজ্ঞিতঃ —	৮১৩	কা ১১৩৫; ২১২৮, ৫৪; ১৭১১		কামৈঃ — ৭১২০
কৰ্ম্মসংগ্রহঃ —	১৮১১৮	কাঙ্কতি ৫১৩ ; ১২১১৭ ;		কামোপভোগপরমাঃ ১৬১১১
কৰ্ম্মসংন্যাসাৎ —	৫১২	১৪১২২ ; ১৮১৫৪		কাম্যানাম্ — ১৮১২
কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ —	৩১১৪	কাঙ্কন্তঃ —	৪১১২	কায়ক্ৰেশভয়াৎ ১৮১৮
কৰ্ম্মসু ২১৫০; ৬১৪, ১৭; ৯১৯		কাঙ্কিতম্ —	১১৩২	কায়ম্ — ১১১৪৪
কৰ্ম্মাণি ২১৪৮ ; ৩১২৭, ৩০ ;		কাঙ্কক —	১১৩১	কায়শিরোগ্রীবম্ ৬১১৩
৪১১৪, ৪১ ; ৫১১০, ১৪ ;		কাম —	৬১৩৭	কায়েন — ৫১১১
৯১৯; ১২১৬, ১০ ; ১৩১৩০;		কামঃ ২১৬২; ৩১৩৭; ৭১১১;		কারণম্ ৬১৩ ; ১৩১২২
১৮১৬, ১১, ৪১		১৬১২১		কারণানি — ১৮১১৩
কৰ্ম্মানুবন্ধীনি —	১৫১২	কামকামাঃ —	৯১২১	কায়ন্ — ৫১১৩
কৰ্ম্মিভ্যঃ —	৬১৪৬	কামকামী —	২১৭০	কাৰ্পণ্যদোষোপহতঃ
কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি —	৩১৬	কামকামী —	২১৭০	স্বভাবঃ — ২১৭
কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ —	৩১৭	কামকামতঃ —	১৬১২৩	কাৰ্য্যকরণকর্তৃষ্ণে ১৩১২১
কৰ্ম্ময়ন্তঃ —	১৭১৬	কামকারণে —	৫১১২	কাৰ্য্যতে — ৩১৫
কৰ্ম্মতি —	১৫১৭	কামক্ৰোধপরায়ণাঃ	১৬১১২	কাৰ্য্যম্ ৩১১৭, ১৯ ; ৬১১ ;
কলয়তাম্ —	১০১৩০	কামক্ৰোধবিযুক্তানাম্	৫১২৬	১৮১৫, ৯, ৩১
কলেবরম্ —	৮১৫, ৬	কামক্ৰোধোদ্ভবম্	৫১২৩	কাৰ্য্যকাৰ্য্যব্যবস্থিতৌ ১৬১২৪
কল্পক্ষয়ে —	৯১৭	কামধুক্ —	১০১২৮	কাৰ্য্যাকার্য্যে — ১৮১৩০
কল্পতে ২১১৫ ; ১৪১২৬ ;		কামভোগার্থম্ —	১৬১১২	কাৰ্য্যে — ১৮১২২
১৮১৫৩		কামভোগেষু —	১৬১১৬	কালঃ ১০১৩০, ৩৩ ; ১১১৩২
কল্পাদৌ —	৯১৭	কামম্ ১৬১১০, ১৮ ; ১৮১৫৩		কালম্ — ৮১২৩
কল্যাণকৃৎ —	৬১৪০	কামরাগবলাগ্নিতাঃ	১৭১৫	কালানলসন্নিভানি ১১১২৫
কবয়ঃ ৪১১৬ ; ১৮১২		কামরাগবিবজ্জিতম্	৭১১১	কালে ৮১২৩ ; ১৭১২০
কবিঃ —	১০১৩৭	কামরূপম্ —	৩১৪৩	কালেন — ৪১২, ৩৮
কবিম্ —	৮১৯	কামরূপেণ —	৩১৩৯	কালেষু — ৮১৭, ২৭
কবীনাম্ —	১০১৩৭	কামসঙ্কল্পবজ্জিতাঃ	৪১১৯	কাশিৰাজঃ — ১১৫
কশ্চন্ ৩১১৮ ; ৬১২ ; ৭১২৬ ;		কামহৈতুকম্ —	১৬১৮	কাশ্যঃ — ১১১৭
৮১২৭		কামাঃ —	২১৭০	কিঞ্চন্ — ৩১২২
কশ্চিৎ ২১১৭, ২৯ ; ৩১৫, ১৮ ;		কামাৎ —	২১৬২	কিঞ্চিৎ ৪১২০ ; ৫১৮ ; ৬১২৫ ;
৬১৪০ ; ৭১৩ ; ১৮১৬৯		কামাভানঃ —	২১৪৩	৭১৭ ; ১৩১২৭

কিম্ ১১১, ৩২, ৩৫ ; ২১৩৬,	কুর্বাণঃ — ১৮১৫৬	কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্ ১৮১৪৪
৫৪ ; ৩১১, ৩৩ ; ৪১১৬ ;	কুলক্ষয়কৃতম্ ১১৩৭, ৩৮	কৃষ্ণ ১১২৮, ৩১, ৪০ ; ৫১১ ;
৮১১ ; ৯১৩৩ ; ১০১৪২ ;	কুলক্ষয়ে — ১১৩৯	৬১৩৪, ৩৭, ৩৯ ;
১৬১৮	কুলদ্বানাম্ — ১১৪১, ৪২	১১১৪১ ; ১৭১১
কিমাচারঃ — ১৪১২১	কুলধর্ম্মাঃ — ১১৩৯, ৪২	কৃষ্ণঃ ৮১২৫ ; ১৮১৭৮
কিরীটিনম্ ১১১১৭, ৪৬	কুলম্ — ১১৩৯	কৃষ্ণম্ — ১১১৩৫
কিরীটী — ১১১৩৫	কুলপ্রিয়ঃ — ১১৪০	কৃষ্ণাৎ — ১৮১৭৫
কিল্বিষম্ ৪১২১ ; ১৮১৪৭	কুলস্য — ১১৪১	কে — ১২১১
কীর্তয়ন্তঃ — ৯১১৪	কুলে — ৬১৪২	কেচিৎ ১১১২১, ২৭ ; ১৩১২৫
কীর্তিঃ — ১০১৩৪	কুশলে — ১৮১১০	কেন — ৩১৩৬
কীর্তিম্ — ২১৩৩	কুসুমাকরঃ — ১০১৩৫	কেনচিৎ — ১২১১৯
কুতঃ ২১২, ৬৬ ; ৪১৩১ ;	কুটম্বঃ ৬১৮ ; ১৫১১৬	কেবলম্ ৪১২১ ; ১৮১১৬
১১১৪৩	কুটম্বম্ — ১২১৩	কেবলৈঃ — ৫১১১
কুন্তিভোজঃ — ১১৫	কুর্গঃ — ২১৫৮	কেশব ১১৩০ ; ২১৫৪ ; ৩১১ ;
কুন্তীপুত্রঃ — ১১১৬	কৃতকৃত্যঃ — ১৫১২০	১০১১৪ ; ১৩১১
কুরু ২১৪৮ ; ৩১৮ ; ৪১১৫ ;	কৃতনিশ্চয়ঃ — ২১৩৭	কেশবস্য — ১১১৩৫
১২১১১ ; ১৮১৬৩	কৃতম্ ৪১১৫ ; ১৭১২৮ ;	কেশবাজ্জুনয়োঃ ১৮১৭৬
কুরুক্ষেত্রে — ১১১	১৮১২৩	কেশিনিসুদন — ১৮১১
কুরুতে ৩১২১ ; ৪১৩৭	কৃতাজলিঃ ১১১১৪, ৩৫	কেষু — ১০১১৭
কুরুনন্দন ২১৪১ ; ৬১৪৩ ;	কৃতান্তে — ১৮১১৩	কৈঃ ১১২২ ; ১৪১২১
১৪১১৩	কৃতেন — ৩১১৮	কৌন্তেয় ২১১৪, ৩৭, ৬০ ; ৩১৯,
কুরুপ্রবীরঃ — ১১১৪৮	কৃত্বা ২১৩৮ ; ৪১২২ ; ৫১২৭ ;	৩৯ ; ৫১২২ ; ৬১৩৫ ; ৭১৮ ;
কুরুবৃদ্ধঃ — ১১১২	৬১১২, ২৫ ; ১৮১৮, ৬৮	৮১৬, ১৬ ; ৯১৭, ১০, ২৩,
কুরুশ্রেষ্ঠ — ১০১১৯	কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ — ৪১১৮	২৭, ৩১ ; ১৩১২, ৩২ ;
কুরু ঘৃ — ৯১২৭	কৃৎস্নম্ ১১৩৯ ; ৭১২৯ ; ৯১৮ ;	১৪১৪, ৭ ; ১৬১২০, ২২ ;
কুরুগন্তম্ — ৪১৩১	১০১৪২ ; ১১১৭, ১৩ ; ১৩১৩৪	১৮১৪৮, ৫০, ৬০
কুরান্ — ১১২৫	কৃৎস্নবৎ — ১৮১২২	কৌন্তেয়ঃ — ১১২৭
কুর্যাৎ — ৩১২৫	কৃৎস্নবিৎ — ৩১২৯	কৌমারম্ — ২১১৩
কুর্যাম্ — ৩১২৪	কৃৎস্নস্য — ৭১৬	কৌশলম্ — ২১৫০
কুর্ব্বন্ ৪১২১ ; ৫১৭, ১৩ ;	কৃপঃ — ১১৮	ক্রতুঃ — ৯১১৬
১২১১০ ; ১৮১৪৭	কৃপণাঃ — ২১৪৯	ক্রিয়তে — ১৭১১৮, ১৯
কুর্ব্বন্তি ৩১২৫ ; ৫১১১	কৃপয়া — ১১২৭ ; ২১১	১৮১৯, ২৪

ক্রিয়ন্তে	—	১৭১২৫	ক্ষেত্রজঃ	—	১৩১২	গতী	—	৮১২৬
ক্রিয়মাণানি	৩১২৭; ১৩১৩০		ক্ষেত্রজম্	—	১৩১১, ৩	গঙ্গা	১৪১১৫ ; ১৫১৬	
ক্রিয়াভিঃ	—	১১১৪৮	ক্ষেত্রম্	১৩১১, ২, ৪, ৭,		গদিনম্	১১১১৭, ৪৬	
ক্রিয়াবিশেষবহুলাম	২১৪৩			১৯, ৩৪		গন্তব্যম্	—	৪১২৪
ক্রুরান	—	১৬১১৯	ক্ষেত্রী	—	১৩১৩৪	গন্তাসি	—	২১৫২
ক্রোধঃ	২১৬২ ; ৩১৩৭ ;		ক্ষেমতরম্	—	১১৪৫	গন্ধঃ	—	৭১৯
	১৬১৪, ২১			—		গন্ধর্ব্বয়ক্ষাসুর-		
ক্রোধম	১৬১১৮ ; ১৮১৫৩			—		সিদ্ধসংঘাঃ	১১১২২	
ক্রোধাৎ	—	২১৬৩	খ	—		গন্ধর্ব্বাণাম্	—	১০১২৬
ক্লদয়ন্তি	—	২১২৩	খম্	—	৭১৪	গন্ধান্	—	১৫১৮
ক্লেশঃ	—	১২১৫	খৈ	—	৭১৮	গমঃ	—	২১৩
কৈব্যম্	—	২১৩		—		গম্যতে	—	৫১৫
কুচিৎ	—	১৮১১২		—		গরীয়ঃ	—	২১৬
কণম্	—	৩১৫		গ		গরীয়সে	—	১১১৩৭
কত্রিয়স্য	—	২১৩১				গরীয়ান্	—	১১১৪৩
কত্রিয়াঃ	—	২১৩২	গচ্ছ	—	১৮১৬২	গর্ভঃ	—	৩১৩৮
কমা	১০১৪, ৩৪ ; ১৬১৩		গচ্ছতি	—	৬১৩৭, ৪০	গর্ভম্	—	১৪১৩
কমী	—,	১২১১৩	গচ্ছন্	—	৫১৮	গৰি	—	৫১১৮
কয়ম্	—	১৮১২৫	গচ্ছন্তি	—	২১৫১ ; ৫১১৭ ;	গহনা	—	৪১১৭
কয়ায়	—	১৬১৯			৮১২৪ ; ১৪১১৮ ; ১৫১৫	গাণ্ডীবম্	—	১১২৯
করঃ	৮১৪ ; ১৫১১৬		গজেন্দ্রাণাম্	—	১০১২৭	গাত্রাণি	—	১১২৮
করম্	—	১৫১১৮	গতঃ	—	১১১৫১	গাম্	—	১৫১১৩
কাত্রম্	—	১৮১৪৩	গতরসম্	—	১৭১১০	গায়ত্রী	—	১০১৩৫
কান্তিঃ	১৩১৮ ; ১৮১৪২		গতব্যথঃ	—	১২১১৬	গিরাম্	—	১০১২৫
কাময়ে	—	১১১৪২	গতসঙ্গস্য	—	৪১২৩	গীতম্	—	১৩১৫
কিপামি	—	১৬১১৯	গতসন্দেহঃ	—	১৮১৭৩	গুড়াকেশ	১০১২০ ; ১১১৭	
কিপ্রম্	৪১১২ ; ৯১৩১		গতাঃ	৮১১৫ ; ১৪১১ ; ১৫১৪		গুড়াকেশঃ	—	২১৯
কীণকলুষাঃ	—	৫১২৫	গতগতম্	—	৯১২১	গুড়াকেশেন	—	১১২৪
কীণে	—	৯১২১	গতাসূন	—	২১১১	গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ	৩১২৮	
কুদ্রম্	—	২১৩	গতিঃ	৪১১৭ ; ৯১১৮ ; ১২১৫		গুণকর্ম্মবিভাগশঃ	৪১১৩	
ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ	১৩১৩, ৩৫		গতিম্	৬১৩৭, ৪৫ ; ৭১১৮ ;		গুণকর্ম্মস্ব	—	৩১২৯
ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ	১৩১২৭			৮১১৩ ; ২১ ; ৯১৩২ ;		গুণতঃ	—	১৮১২৯
				১৩১২৯ ; ১৬১২০, ২২, ২৩				

গুণপ্রবন্ধাঃ	—	১৫১২	গোবিন্দম্	—	২১৯	চরম্	—	১৩১৬
গুণভেদতঃ	—	১৮১৯	গ্রসমানঃ	—	১১১৩০	চরাচরম্	—	১০১৩৯
গুণভোক্তৃ	—	১৩১৫	গ্রসিষ্ণুঃ	—	১৩১৭	চরাচরস্য	—	১১১৪৩
গুণময়ী	—	৭১১৪	গ্লানিঃ	—	৪১৭	চলতি	—	৬১২১
গুণময়ৈঃ	—	৭১১৩		—		চলম্	৬১৩৫ ; ৭১১৮	
গুণসংখ্যানে	—	১৮১৯		—		চলিতমানসঃ	—	৬১৩৭
গুণসংমুচাঃ	—	৩১২৯		ষ		চাতুর্বর্ণ্যম্,	—	৪১১৩
গুণসঙ্গঃ	—	১৩১২২	ষাতয়তি	—	২১২১	চান্দ্রমসম্	—	৮১২৫
গুণাঃ	৩১২৮ ; ১৪১৫, ২৩		ষোরম্	১১১৪৯ ; ১৭১৫		চাপম্	—	১১৪৬
গুণাতীতঃ	—	১৪১২৫	ষোরে	—	৩১১	চিকীর্ষুঃ	—	৩১২৫
গুণান্ ১৩১২০ ; ২২ ; ১৪১২০ ;			ষোষঃ	—	১১১৯	চিত্তম্	৬১১৮, ২০ ; ১২১৯	
২১, ২৬			যুতঃ	—	১১৩৪	চিত্ররথঃ	—	১০১২৬
গুণান্বিতম্	—	১৫১১০	যুগম্	—	১৫১৯	চিত্তয়ন্তঃ	—	৯১২২
গুণেভ্যঃ	—	১৪১১৯		—		চিত্তয়েৎ	—	৬১২৫
গুণেষু	—	৩১২৮		চ		চিত্তাম্	—	১৬১১১
গুণৈঃ ৩১৫, ২৭ ; ১৩১২৪ ;			চক্রম্	—	৩১১৬	চিত্তাঃ	—	১০১১৭
১৪১২৩ ; ১৮১৪০, ৪১			চক্রহস্তম্	—	১১১৪৬	চিরাৎ	—	১২১৭
গুরুঃ	—	১১১৪৩	চক্রিণম্	—	১১১১৭	চিরেণ	—	৫১৬
গুরুণা	—	৬১২২	চক্ৰুঃ	৫১২৭ ; ১১১৮ ; ১৫১৯		চূর্ণিতৈঃ	—	১১১২৭
গুরুন্	—	২১৫	চঞ্চলত্বাৎ	—	৬১৩৩	চেকিতানঃ	—	১১৫
গুহ্যতমম্	৯১১ ; ১৫১২০		চঞ্চলম্	—	৬১২৬, ৩৪	চেৎ	২১৩৩ ; ৩১১, ২৪ ;	
গুহ্যতরম্	—	১৮১৬৩	চতুর্ভুজেন	—	১১১৪৬	৪১৩৬ ; ৯১৩০ ; ১৮১৫৮		
গুহ্যম্ ১১১১ ; ১৮১৬৮, ৭৫			চতুর্বিধম্	—	১৫১১৪	চেতনা	১০১২২ ; ১৩১৭	
গুহ্যাৎ	—	১৮১৬৩	চতুর্বিধাঃ	—	৭১১৬	চেতসা	৮১৮ ; ১৮১৫৭, ৭২	
গুহ্যানাম্	—	১০১৩৮	চত্বারঃ	—	১০১৬	চেলাজিনকুশোত্তরম্	৬১১১	
গুণন্তি	—	১১১২১	চন্দ্রমসি	—	১৫১১২	চেষ্টতে	—	৩১৩৩
গৃহীত্বা	১৫১৮ ; ১৬১১০		চমুম্	—	১১৩	চেষ্টা	—	১৮১১৪
গৃহ্ন	—	৫১৯	চরতাম্	—	২১৬৭	চ্যবন্তি	—	৯১২৪
গৃহ্নাতি	—	২১২২	চরতি	২১৭১ ; ৩১৩৬			—	
গৃহ্যতে	—	৬১৩৫	চরন্	—	২১৬৪		ছ	
গেহে	—	৬১৪১	চরন্তি	—	৮১১১	ছন্দসাম্	—	১০১৩৫
গোবিন্দ	—	১১৩২						

ছন্দাংসি	—	১৫১১	জন্ম	২১২৭ ; ৪১৪, ৯ ;	জায়তে	১১২৯, ৪০ ; ২১২০ ;
ছন্দোভিঃ	—	১৩১৫		৬১৪২ ; ৮১১৫, ১৬		১৪১১৫
ছন্দয়তাম্	—	১০১৩৬	জন্মকর্মফলপ্রদাম্	২১৪৩	জায়ন্তে	— ১৪১১২, ১৩
ছিন্ধা	৪১৪২ ; ১৫১৩		জন্মনাম্	— ৭১১৯	জাহবী	— ১০১৩১
ছিন্ধন্তি	—	২১২৩	জন্মনি	— ১৬১২০	জিগীষতাম্	— ১০১৩৮
ছিন্ধৈধাঃ	—	৫১২৫	জন্মবন্ধবিগ্নিস্মৃতাঃ	২১৫১	জিগ্মন্	— ৫১৮
ছিন্ধসংশয়ঃ	—	১৮১১০	জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ	১৪১২০	জিজীবিষামঃ	— ২১৬
ছিন্ধাশ্রম্	—	৬১৩৮	জন্মমৃত্যুজরাব্যাপি-		জিজ্ঞাসুঃ	৬১৪৪ ; ৭১১৬
ছেত্তা	—	৬১৩৯	দুঃখদোষানুদর্শনম্	১৩১৯	জিতঃ	— ৫১১৯ ; ৬১৬
ছেত্তুম্	—	৬১৩৯	জন্মানি	— ৪১৫	জিতসঙ্গদোষাঃ	১৫১৫
	—		জপযজ্ঞঃ	— ১০১২৫	জিতাশ্বনঃ	— ৬১৭
জ			জয়ঃ	— ১০১৩৬	জিতাশ্বা	— ১৮১৪৯
জগৎ	৭১৫, ১৩ ; ৯১৪, ১০ ;		জয়দ্রথঃ	— ১১৮	জিতেন্দ্রিয়ঃ	— ৫১৭
	১০১৪২ ; ১১১৭, ১৩, ৩০,		জয়দ্রথম্	— ১১১৩৪	জিহ্বা	২১৩৭ ; ১১১৩৩
	৩৬ ; ১৫১১২ ; ১৬১৮		জয়াজয়ৌ	— ২১৩৮	জীর্ণানি	— ২১২২
জগতঃ	৭১৬ ; ৮১২৬ ;		জয়েম	— ২১৬	জীবতি	— ৩১১৬
	৯১১৭ ; ১৬১৯		জয়েয়ুঃ	— ২১৬	জীবনম্	— ৭১৯
জগৎপতে	— ১০১১৫		জরা	— ২১১৩	জীবভূতঃ	— ১৫১৭
জগন্নিবাস	১১১২৫, ৩৭, ৪৫		জরামরণমোক্ষায়	৭১২৯	জীবভূতাম্	— ৭১৫
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ	১৪১১৮		জহাতি	— ২১৫০	জীবলোকে	— ১৫১৭
জনঃ	— ৩১২১		জহি	৩১৪৩ ; ১১১৩৪	জীবিতেন	— ১১৩২
জনকাদয়ঃ	— ৩১২০		জাগর্তি	— ২১৬৯	জুহোষি	— ৯১২৭
জনয়েৎ	— ৩১২৬		জাগ্রতঃ	— ৬১১৬	জুহতি	৪১২৬, ২৭, ২৯, ৩০
জনসংসদি	— ১৩১১১		জাগ্রতি	— ২১৬৯	জেতাসি	— ১১১৩৪
জনাঃ	৭১১৬ ; ৮১১৭, ২৪ ;		জাতস্য	— ২১২৭	জ্ঞাতব্যম্	— ৭১২
	৯১২২ ; ১৬১৭ ; ১৭১৪, ৫		জাতাঃ	— ১০১৬	জ্ঞাতুম্	— ১১১৫৪
জনাধিপাঃ	— ২১১২		জাতিধর্ম্মাঃ	— ১১৪২	জ্ঞাতেন	— ১০১৪২
জনানাম্	— ৭১২৮		জাতু	২১১২ ; ৩১৫, ২৩	জ্ঞাত্বা	৪১১৫, ১৬, ৩২, ৩৫ ;
জনাৰ্দ্ধন	১১৩৫, ৩৮, ৪৩ ;		জানন্	— ৮১২৭		৫১২৯ ; ৭১২ ; ৯১১, ১৩ ;
	৩১১ ; ১০১১৮ ; ১১১৫১		জানতি	— ১৫১১৯		১৩১১৩ ; ১৪১১ ; ১৬১২৪ ;
জন্তবঃ	— ৫১১৫		জানে	— ১১১২৫		১৮১৫৫
					জ্ঞানগম্যম্	— ১৩১১৮

জ্ঞানচক্ষুঃ —	১৫১০	জ্ঞানিনঃ ৩৩৯; ৪১৩৪; ৭১১৭	৫, ৬, ১২ ; ১৭১৭,
জ্ঞানচক্ষুষা —	১৩১৩৫	জ্ঞানিভ্যঃ — ৬১৪৬	১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২,
জ্ঞানতপসা —	৪১১০	জ্ঞানী ৭১১৬, ১৭, ১৮	২৩, ২৫, ২৮ ; ১৮১৫,
জ্ঞানদীপিতে —	৪১২৭	জ্ঞানে — ৪১৩৩	২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪,
জ্ঞানদীপেন —	১০১১১	জ্ঞানেন ৪১৩৮; ৫১১৬	২৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০,
জ্ঞাননিধুঁতকলুষাঃ	৫১১৭	জ্ঞাস্যসি — ৭১১	৪৫, ৬০, ৭৭
জ্ঞানপ্লবেন —	৪১৩৬	জ্ঞেয়ঃ — ৫১৩; ৮১২	ততঃ ১১১৩, ১৪ ; ২১৩৩,
জ্ঞানম্ ৩১৩৯, ৪০; ৪১৩৪, ৩৯;		জ্ঞেয়ম্ ১১৩৮; ১৩১১, ১৩,	৩৬, ৩৮ ; ৬১২২, ২৬,
৫১১৫, ১৬ ; ৭১২ ;		১৭, ১৮, ১৯ ; ১৮১১৮	৪৩, ৪৫ ; ৭১২২ ;
৯১১ ; ১০১৪, ৩৮ ;		জ্যায়ঃ — ৩১৮	১১১৪, ৯, ১৪, ৪০ ;
১২১১২ ; ১৩১১, ৩,		জ্যায়সী — ৩১১	১২১৯, ১১ ; ১৩১২৯,
১২, ১৮, ১৯ ; ১৪১১,		জ্যোতিঃ ৮১২৪, ২৫ ;	৩১ ; ১৪১৩ ; ১৫১৪ ;
২, ৯, ১১, ১৭ ;		১৩১১৮	১৬১২০, ২২ ; ১৮১৫৫,
১৫১১৫; ১৮১১৮, ১৯,		জ্যোতিষাম্ ১০১২১ ; ১৩১১৮	৬৪
২০, ২১, ৪২, ৬৩		জ্বলন্তিঃ — ১১১৩০	ততম্ ২১১৭ ; ৮১২২; ৯১৪;
জ্ঞানযজ্ঞঃ — ৪১৩৩		জ্বলনম্ — ১১১২৯	১১১৩৮ ; ১৮১৪৬
জ্ঞানযজ্ঞেন ৯১১৫ ; ১৮১৭০		—	তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ১৩১১২
জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ১৬১১		বা	তত্ত্বতঃ ৪১৯; ৬১২১; ৭১৩;
জ্ঞানযোগেন — ৩১৩		বক্ষাণাম্ — ১০১৩১	১০১৭; ১৮১৫৫
জ্ঞানবতাম্ — ১০১৩৮		—	তত্ত্বদর্শিনঃ — ৪১৩৪
জ্ঞানবান্ ৩১৩৩ ; ৭১১৯		ত	তত্ত্বদর্শিভিঃ — ২১১৬
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তায়া ৬১৮		তৎ ১১১০, ৪৫; ২১৭, ১৭,	তত্ত্বম্ — ১৮১১
জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ৩১৪১		৫৭, ৬৭; ৩১১, ২,	তত্ত্ববিৎ — ৩১২৮; ৫১৮
জ্ঞানসংহিন্ম সংশয়ম্ ৪১৪১		২১; ৪১১৬, ৩৪, ৩৮;	তত্ত্বেন ৯১২৪ ; ১১১৫৪
জ্ঞানসঙ্গেন — ১৪১৬		৫১১, ৫, ১৬; ৬১২১;	তৎপরঃ — ৪১৩৯
জ্ঞানস্য — ১৮১৫০		৭১১, ২৩, ২৯; ৮১১,	তৎপরায়ণাঃ — ৫১১৭
জ্ঞানাগ্নিঃ — ৪১৩৭		১১, ২১, ২৮; ৯১২৬,	তৎপ্রসাদাৎ — ১৮১৬২
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্ ৪১১৯		২৭ ; ১০১৩৯, ৪১ ;	তত্র ১১২৬ ; ২১১৩, ২৮ ;
জ্ঞানাৎ — ১২১১২		১১১৪, ৩৭, ৪২, ৪৫,	৬১১২, ৪৩; ৮১১৮, ২৪,
জ্ঞানানাম্ — ১৪১১		৪৯ ; ১৩১৩, ৪, ১৩,	২৫ ; ১১১১৩ ; ১৪১৬ ;
জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ৪১২৩		১৪, ১৬, ১৭, ১৮,	১৮১৪, ১৬, ৭৮
জ্ঞানাসিনা — ৪১৪২		২৭; ১৪১৭, ৮; ১৫১৪,	

তৎসমক্ষম্ — ১১৪২	তপঃসু — ৮১২৮	১৮১৭৩
তথা ১১২৬, ৩৩, ৩৪ ; ২১১	তপন্তম্ — ১১১১৯	তস্মাৎ ১১৩৬ ; ২১১৮, ২৫,
১৩, ২২, ২৬, ২৯ ;	তপসা — ১১১৫৩	২৭, ৩০, ৩৭, ৫০,
৩১২৫, ৩৮ ; ৪১১১ ;	তপসি — ১৭১২৭	৬৮ ; ৩১১৫, ১৯,
২৮, ২৯, ৩৭ ; ৫১২৪ ;	তপস্যসি — ৯১২৭	৪১ ; ৪১১৫, ৪২ ;
৬১৭ ; ৭১৬ ; ৮১২৫ ;	তপস্বিভাঃ — ৬১৪৬	৫১১৯ ; ৬১৪৬ ; ৮১৭,
৯১৬, ৩২, ৩৩ ; ১০১৬,	তপস্বিষু — ৭১৯	২০, ২৭ ; ১১১৩৩,
১৩, ৩৫ ; ১১১৬, ১৫,	তপামি — ৯১১৯	৪৪ ; ১৬১২১, ২৪ ;
২৩, ২৬, ২৮, ২৯,	তপোভিঃ — ১১১৪৮	১৭১২৪ ; ১৮১৬৯
৩৪, ৪৬, ৫০ ; ১২১২৮ ;	তপোযজ্ঞাঃ — ৪১২৮	তস্মিন্ — ১৪১৩
১৩১১৯, ৩০, ৩৩, ৩৪ ;	তপ্তম্ ১৭১১৭, ২৮	তস্য ১১১২ ; ২৫৭, ৫৮,
১৪১১০, ১৫ ; ১৫১৩ ;	তপ্যন্তে — ১৭১৫	৬১, ৬৮ ; ৩১১৭, ১৮ ;
১৬১২১ ; ১৭১৭, ২৬ ;	তন্ ২১১, ১০ ; ৪১১৯ ;	৪১১৩ ; ৬১৩, ৬, ৩০,
১৮১১৪, ৫০, ৬৩	৬১২, ২৩ ৪৩ ; ৭১২০ ;	৩৪, ৪০ ; ৭১২১ ;
তদর্থম্ — ৩১৯	৮১৬, ১০, ২১, ২৩ ;	৮১১৪ ; ১১১১২ ;
তদর্থীয়ম্ — ১৭১২৭	৯১২১ ; ১০১১০ ; ১৩১২ ;	১৫১২ ; ১৮১৭, ১৫
তদন্তরম্ — ১৮১৫৫	১৫১১, ৪ ; ১৭১১২ ;	তস্যাঃ — ৭১২২
তদা ১১২, ২১ ; ২১৫২, ৫৩,	১৮১৪৬, ৬২	তস্যাম্ — ২১৬৯
৫৫ ; ৪১৭ ; ৬১৪, ১৮ ;	তমঃ ১০১১১ ; ১৪১৫, ৮,	তাত — ৬১৪০
১১১১৩ ; ১৩১৩১ ;	৯, ১০ ; ১৭১১	তান্ ১১৭, ২৭ ; ২১১৪ ; ৩১২৯,
১৪১১১, ১৪	তমসঃ ৮১৯ ; ১৩১১৮ ;	৩২ ; ৪১১১, ৩২ ; ৭১১২,
তদাঙ্গানঃ — ৫১১৭	১৪১১৬, ১৭	২২ ; ১৬১১৯ ; ১৭১৬
তদ্বৎ — ২১৭০	তমসাবৃত্তা — ১৮১৩২	তানি ২১৬১ ; ৪১৫ ;
তদ্বিঃ — ১৩১২	তমসি ১৪১১৩, ১৫	৯১৭, ৯ ; ১৮১১৯
তদ্বুদ্ধয়ঃ — ৫১১৭	তমোদ্ব্যট্টৈঃ — ১৬১২২	তাম্ ৭১২১ ; ১৭১২
তদ্ব্যবভাবিতঃ — ৮১৬	তয়া ২১৪৪ ; ৭১২২	তামসঃ — ১৮১৭, ২৮
তনুম্ — ৭১২১ ; ৯১১১	তয়োঃ — ৩১৩৪ ; ৫১২	তামসপ্রিয়ম্ — ১৭১১০
তন্নিষ্ঠাঃ — ৫১১৭	তরন্তি — ৭১১৪	তামসম্ ১৭১১৩, ১৯, ২২ ;
তপঃ ৭১৯ ; ১০১৫ ; ১৬১১ ;	তরিষ্যসি — ১৮১৫৮	১৮১২২, ২৫, ৩৯
১৭১৫, ৭, ১৪, ১৫,	তব ১১৩, ২১৩৬ ; ৪১৫ ;	তামসাঃ ৭১১২ ; ১৪১১৮ ;
১৬, ১৭, ১৮, ১৯,	১০১৪২ ; ১১১১৫, ১৬, ২০,	১৭১৪
২৮ ; ১৮১৫, ৪২	২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৬.	
	৪১, ৪৭, ৫১ ;	

তামসী ১৭১২; ১৮১৩২, ৩৫	১২১২, ৪, ২০; ১৩১২৬,	ত্যাগঃ ১৬১২; ১৮১৪, ৯
তাবান্ — ২১৪৬	৩৫; ১৬১৮, ১৭, ২৪;	ত্যাগফলম্ — ১৮১৮
তাসাম্ — ১৪১৪	১৮১৫৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫,	ত্যাগম্ — ১৮১২, ৮
তিতিক্ষম্ — ২১১৪	৬৭, ৭২	ত্যাগস্য — ১৮১১
তিষ্ঠতি ৩১৫; ১৩১১৪;	তেজঃ ৭১৯, ১০; ১০১৩৬;	ত্যাগাৎ — ১২১১২
১৮১৬১	১৫১১২; ১৬১৩; ১৮১৪৩	ত্যাগী ১৮১১০, ১১
তিষ্ঠন্তম্ — ১৩১২৮	তেজস্বিনাম্ ৭১১০; ১০১৩৬	ত্যাগে — ১৮১৪
তিষ্ঠন্তি — ১৪১১৮	তেজোভিঃ — ১১১৩০	ত্যাগ্যম্ — ১৮১৩, ৫
তিষ্ঠসি — ১০১১৬	তেজোময়ম্ — ১১১৪৭	ত্রয়ম্ — ১৬১২১
তুমলঃ — ১১১৩, ১৯	তেজোহংসসম্ভবম্ ১০১৪১	ত্রয়ীধর্মম্ — ৯১২১
তুল্যঃ — ১৪১২৫	তেজোরশিম্ — ১১১১৭	ত্রায়তে — ২১৪০
তুল্যানিন্দাসংস্কৃতিঃ ১৪১২৪	তেন ৩১৩৮; ৪১২৪; ৫১১৫;	ত্রিধা — ১৮১১৯
তুল্যানিন্দাস্তিঃ ১২১১৯	৬১৪৪; ১১১১, ৪৬;	ত্রিভিঃ ৭১১৩; ১৬১২২;
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ১৪১২৪	১৭১২৩; ১৮১৭০	১৮১৪০
তুঃ — ২১৫৫	তেষাম্ ৫১১৬; ৭১১৭, ২৩;	ত্রিবিধঃ ১৭১৭, ২৩;
তুষ্টিঃ — ১০১৫	৯১২২; ১০১১০, ১১;	১৮১৪, ১৮
তুষ্যাতি — ৬১২০	১২১১, ৫, ৭; ১৭১১, ৭	ত্রিবিধম্ ১৬১২১; ১৭১১৭;
তুষ্যন্তি — ১০১৯	তেষু ২১৬২; ৫১২২; ৭১১২;	১৮১১২, ২৯, ৩৬
তুষ্ণীম্ — ২১৯	৯১৪, ৯, ২৯; ১৬১৭	ত্রিবিধা ১৭১২; ১৮১১৮
তৃপ্তিঃ — ১০১১৮	তৈঃ ৩১১২; ৫১১৯; ৭১২০	ত্রিষু — ৩১২২
তৃষ্ণাসঙ্গসম্ভবম্ ১৪১৭	তোয়ম্ — ৯১২৬	ত্রীন্ ১৪১২০, ২১
তে ১১৭, ৩৩; ২১৬, ৭,	তৌ ২১১৯; ৩১৩৪	ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ২১৪৫
৩৪, ৩৯, ৪৭, ৫২,	ত্যান্তজীবিতাঃ — ১১৯	ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য ১১৩৫
৫৩; ৩১১, ৮, ১১, ১৩,	ত্যান্তসর্বপরিগ্রহঃ ৪১২১	ত্রৈবিদ্যাঃ — ৯১২০
৩১; ৪১৩, ১৬, ৩৪;	ত্যান্তম্ — ১৮১১১	ত্বক্ — ১১২৯
৫১১৯, ২২; ৭১২, ১২,	ত্যান্ত্বা ১১৩৩; ২১৩, ৪৮,	ত্বতঃ — ১১১২
১৪, ২৮, ২৯, ৩০;	৫১; ৪১৯, ২০; ৫১১০,	ত্বৎপ্রসাদাৎ — ১৮১৭৩
৮১১১, ১৭; ৯১১, ২০,	১১, ১২; ৬১২৪;	ত্বৎসমঃ — ১১১৪৩
২১, ২৩, ২৪, ২৯, ৩২;	১৮১৬, ৯, ৫১	ত্বদন্যঃ — ৬১৩৯
১০১১, ১০, ১৪, ১৯;	তাজন্ — ৮১১৩	ত্বদন্যেন — ১১১৪৭, ৪৮
১১১৩, ৮, ২৩, ২৫, ২৭,	তাজতি — ৮১৬	ত্বম্ ২১১১, ১২, ২৬, ২৭, ৩০,
৩১, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৯;	তাজেৎ ১৬১২১; ১৮১৮, ৪৮	৩৩, ৩৫; ৩৮, ৪১; ৪১৪

५, १५ ; १०१५, १६,	दञ्जोहकारसंयुक्ताः	१११५	दिव्यानाम्	—	१०१४०
४१ ; १११७, ४, १८,	दञ्जेन	१६११ ; १११८	दिव्यानि	—	१११५
७७, ७८, ७९, ७८, ७९,	दया	— १६१२	दिव्यानेकोदयतायुधम्	११११०	
४०, ४७, ४९ ; १८१५८	दर्पः	— १६१४	दिव्यो	—	१११४
द्वया ७१७७ ; ११११, २०,	दर्पम्	१६१८ ; १८१५७	दिशः ७१७७, १११२०, २५, ७७		
७८ ; १८१९२	दर्शनकाङ्क्षिणः	१११५२	दीपः	—	७११९
द्वयि — २१७	दर्शय	— १११४, ४५	दीपुम्	—	१११२४
द्वयमाणाः — १११२९	दर्शयामास	— १११९, ५०	दीपुर्विशालनेत्रम्	१११२४	
द्वि २१२ ; ११११७, २१,	दर्शितम्	— १११४९	दीपुर्वताशब्दम्	११११९	
२२, ७२ ; १८१७७	दश	— १७१७	दीपुर्वनलार्कद्वयतिम्	११११९	
द्वयम् २१९, ७५ ; १०११७, १९ ;	दशनास्तरेषु	— १११२९	दीपुर्वमन्त्रम्	—	११११९
११११९, १९, २१, २४,	दहति	— २१२७	दीयते	१११२०, २१, २२	
२७, ४२, ४४, ४७ ;	दाक्ष्यम्	— १८१४७	दीर्घसूत्री	—	१८१२८
१२११ ; १८१५९	दातव्यम्	— १११२०	दुःखतरम्	—	२१७७
---	दानक्रियाः	— १११२५	दुःखम् ५१७, ७१७२ ; १०१४ ;		
द	दानम् १०१५ ; १७११ ; १११९,		१२१५ ; १७१९ ;		
	२०, २१, २२ ; १८१५, ४७		१४११७ ; १८१८		
दंष्ट्राकरालानि १११२५, २९	दानवाः	— १०११४	दुःखयोनयः	—	५१२२
दक्षः — १२११७	दाने	— १११२९	दुःखशोकामयप्रदाः	१११९	
दक्षिणायनम् — ८१२५	दानेन	— १११५७	दुःखसंयोगवियोगम्	७१२७	
दण्डः — १०१७८	दानेषु	— ८१२८	दुःखहा	—	७११९
दण्डम् — १११२८	दाटैः	— १११४८	दुःखान्तम्	—	१८१७७
दण्डान् — ७११२	दास्यन्ते	— ७११२	दुःखालयम्	—	८११५
ददामि १०११० ; १११४	दास्यामि	— १७११५	दुःखेन	—	७१२२
ददासि — ९१२९	दिवि ९१२० ; ११११२ ;		दुःखेषु	—	२१५७
दधामि — १४१७	१८१४०		दुरत्या	—	१११४
दधुः — १११४	दिव्यगन्धानुलेपनम्	१११११	दुरासदम्	—	७१४७
दध्नी — १११२, १५	दिव्यम् ४१९ ; ८१८, १० ;		दुर्गतिम्	—	७१४०
दयः १०१४ ; १७११ ; १८१४२	१०११२ ; १११४		दुर्निग्रहम्	—	७१७५
दयताम् — १०१७८	दिव्यामाल्याश्वरधरम्	१११११	दुर्निरीक्ष्यम्	—	११११९
दन्तः — १७१४	दिव्याः १०११७, १९		दुर्बुद्धेः	—	११२७
दन्तमानमदान्विताः १७११०	दिव्यान् ९१२० ; ११११५		दुर्बुद्धिः	—	१८११७
दन्तार्थम् — ११११२					

দুর্গেধা:	—	১৮১৩৫	দেবর্ষি:	—	১০১১৩	দৈবী	—	৭১১৪; ৬৫
দুর্যোধন:	—	২২	দেবর্ষীগাম্	—	১০১২৬	দৈবীম্	৯১১৩; ১৬১৩, ৫	
দুর্লভতরম্	—	৬১৪২	দেবল:	—	১০১১৩	দৌষম্	—	১১৩৭, ৩৮
দুকৃতাম্	—	৪১৮	দেববর	—	১১১৩১	দৌষবৎ	—	১৮১৩
দুকৃতিন:	—	৭১১৫	দেবব্রতা:	—	৯১২৫	দৌষণ	—	১৮১৪৮
দুষ্টাস্ত্র	—	১১৪০	দেবা: ৩১১১, ১২; ১০১১৪;			দৌষৈ:	—	১১৪২
দুপ্পুরম্	—	১৬১১০		১১১৫২		দ্যাবাপৃথিব্যো:	১১১২০	
দুপ্পুরেণ	—	৩১৩৯	দেবান্	৩১১১; ৭১২৩;		দ্যুতম্	—	১০১৩৬
দুপ্পাপ:	—	৬১৩৬		৯১২৫; ১১১১৫; ১৭১৪		দ্রক্ষ্যসি	—	৪১৩৫
দুৰ্ব্বশম্	—	১৩১১৬	দেবানাম্	—	১০১২, ২২	দ্রবন্তি	—	১১১২৮, ৩৬
দুরেণ	—	২১৪৯	দেবেশ	১১১২৫, ৩৭, ৪৫		দ্রব্যময়াং	—	৪১৩৩
দূঢ়নিশ্চয়:	—	১২১১৪	দেবেষু	—	১৮১৪০	দ্রব্যযজ্ঞা:	—	৪১২৮
দূঢ়ম্	৬১৩৪; ১৮১৬৪		দেশে	৬১১১; ১৭১২০		দ্রষ্টা	—	১৪১১৯
দূঢ়ব্রতা:	৭১২৮; ৯১১৪		দেহভূৎ	—	১৪১১৪	দ্রষ্টুম্	১১১৩, ৪, ৭, ৮, ৪৬,	
দূঢ়েন	—	১৫১৩	দেহভূতা	—	১৮১১১		৪৮, ৫৩, ৫৪	
দৃষ্ট:	—	২১১৬	দেহভূতাম্	—	৮১৪	দ্রুপদ:	—	১১৪, ১৮
দৃষ্টপূর্বম্	—	১১১৪৭	দেহম্	৪১৯; ৮১১৩; ১৫১১৪		দ্রুপদপুত্রেন	—	১১৩
দৃষ্টবান্	—	১১১৫২, ৫৩	দেহবন্তি:	—	১২১৫	দ্রোণ:	—	১১১২৬
দৃষ্টিম্	—	১৬১৯	দেহসমুদ্ভবান্	—	১৪১২০	দ্রোণম্	২১৪; ১১১৩৪	
দৃষ্টা ১১২, ২০, ২৮; ২১৫৯;			দেহা:	—	২১১৮	দ্রৌপদেয়া:	—	১১৬, ১৮
১১১২০, ২৩, ২৪, ২৫,			দেহান্তরপ্রাপ্তি:	২১১৩		দ্বন্দ্ব:	—	১০১৩৩
৪৫, ৪৯, ৫১			দেহিন:	—	২১১৩, ৫৯	দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা:	৭১২৮	
দেব ১১১১৫, ৪৪, ৪৫			দেহিনম্	৩১৪০; ১৪১৫, ৭		দ্বন্দ্বমোহেন	—	৭১২৭
দেবতা:	—	৪১১২	দেহিনাম্	—	১৭১২	দ্বন্দ্বাতীত:	—	৪১২২
দেবদত্তম্	—	১১১১৫	দেহী	—	২১২২, ৩০;	দ্বন্দ্বৈ:	—	১৫১৫
দেবদেব	—	১০১১৫		৫১১৩; ১৪১২০		দ্বারম্	—	১৬১২১
দেবদেবস্য	—	১১১১৩	দেহে	২১১৩, ৩০; ৮১২, ৪;		দ্বিজোত্তম	—	১১৭
দেবদ্বিজগুরুপ্রাপ্ত-				১১১৭, ১৫; ১৩১২৩,		দ্বিবিধা	—	৩১৩
পূজনম্	—	১৭১১৪		৩৩; ১৪১৫, ১১		দ্বিমত:	—	১৬১১৯
দেবভোগান্	—	৯১২০	দৈত্যানাম্	—	১০১৩০	দ্বৈষ:	—	১৩১৭
দেবম্	—	১১১১১, ১৪	দৈব:	—	১৬১৬	দ্বৈষ্ট	২১৫৭; ৫১৩; ১২১১৭;	
দেবযজ্ঞ:	—	৭১২৩	দৈবম্	৪১২৫; ১৮১১৪			১৪১২২; ১৮১১০	

দেষ্য:	--	৯১২৯	ধারয়তে	১৮১৩৩, ৩৪	ধ্রুবম্	২১২৭ ; ১২১৩
দ্বৌ	১৫১১৬ ; ১৬১৬		ধারয়ন্	৫১৯ ; ৬১১৩	ধ্রুবা	-- ১৮১৭৮
ধ			ধারয়ামি	-- ১৫১১৩		--
ধনঞ্জয়	২১৪৮, ৪৯; ৪১৪১ ;		ধাৰ্ত্তিরাষ্টস্য	-- ১১২৩	ন	
৭১৭; ৯১৯; ১২১৯ ;			ধাৰ্ত্তিরাষ্টাঃ	১১৪৫, ২১৬	নঃ	১১৩২, ৩৫ ; ২১৬
১৮১২৯, ৭২			ধাৰ্ত্তিরাষ্ট্রাণাম্	-- ১১১৯	নকুলঃ	-- ১১১৬
ধনঞ্জয়ঃ	১১১৫ ; ১০১৩৭ ;		ধাৰ্ত্তিরাষ্ট্রিন্	১১২০, ৩৫, ৩৬	নক্ষত্রাণাম্	-- ১০১২১
১১১১৪			ধাৰ্য্যতে	-- ৭১৫	নদীনাম্	-- ১১১২৮
ধনম্	-- ১৬১১৩		ধীমতা	-- ১১৩	নভঃ	-- ১১১৯
ধনমানমদান্বিতাঃ	১৬১১৭		ধীমতাম্	-- ৬১৪২	নভস্পৃশম্	-- ১১১২৪
ধনানি	-- ১১৩৩		ধীরঃ	২১১৩ ; ১৪১২৪	নমঃ	১১১৩১, ৩৯, ৪০
ধনুঃ	-- ১১২০		ধীরম্	-- ২১১৫	নমস্কুরু	৯১৩৪ ; ১৮১৬৫
ধনুর্দ্ধরঃ	-- ১৮১৭৮		ধুমঃ	-- ৮১২৫	নমস্কৃত্য	-- ১১১৩৫
ধর্মকামার্থান্	-- ১৮১৩৪		ধুমেন	৩১৩৮ ; ১৮১৪৮	নমস্যন্তঃ	-- ৯১১৪
ধর্মক্ষেত্রে	-- ১১১		ধৃতরাষ্ট্রস্য	-- ১১১২৬	নমস্যন্তি	-- ১১১৩৬
ধর্মম্	-- ১৮১৩১, ৩২		ধৃতিঃ	১০১৩৪ ; ১৩১৭ ;	নমেরন্	-- ১১১৩৭
ধর্মসংমুচচেতাঃ	২১৭			১৬১৩ ; ১৮১২৩ ৩৪	নয়েৎ	-- ৬১২৬
ধর্মসংস্থাপনার্থায়	৪১৮			৩৫ ৪৩	নরঃ	২১২২ ; ৫১২৩ ;
ধর্মস্য	২১৪০ ; ৪১৭ ;		ধৃতিগৃহীতয়া	-- ৬১২৫		১২১১৯ ; ১৬১২২ ;
৯১৩ ; ১৪১২৭			ধৃতিম্	-- ১১১২৪		১৮১১৫, ৪৫, ৭১
ধর্মাত্মা	-- ৯১৩১		ধৃতেঃ	-- ১৮১২৯	নরকস্য	-- ১৬১২১
ধর্মাবিরুদ্ধঃ	-- ৭১১১		ধৃত্যা	১৮১৩৩ ৩৪, ৫১	নরকায়	-- ১১৪১
ধর্মে	-- ১১৩৯		ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ	১৮১২৬	নরকে	১১৪৩ ; ১৬১১৬
ধর্ম্যা ২১৩৩ ; ৯১২ ; ১৮১৭০			ধৃষ্টকেতুঃ	-- ১১৫	নরপুঙ্গবঃ	-- ১১৫
ধর্ম্যাৎ	-- ২১৩১		ধৃষ্টদ্যুম্নঃ	-- ১১১৭	নরলোকবীরাঃ	১১১২৮
ধর্মে	-- ১১৩৯		ধেনুনাম্	-- ১০১২৮	নরাণাম্	-- ১০১২৭
ধর্ম্যাম্ ২১৩৩ ; ৯১২ ; ১৮১৭০			ধ্যানম্	-- ১২১১২	নরাধমাঃ	-- ৭১১৫
ধর্ম্যাৎ	-- ২১৩১		ধ্যানযোগপরঃ	১৮১৫২	নরাধমান্	-- ১৬১১৯
ধর্ম্যামৃতম্	-- ১২১২০		ধ্যানাৎ	-- ১২১১২	নরাধিপম্	-- ১০১২৭
ধাতা	৯১১৭ ; ১০১৩৩		ধ্যানেন	-- ১৩১২৫	নটৈঃ	-- ১৭১১৭
ধাতারম্	-- ৮১৯		ধ্যায়তঃ	-- ২১৬২	নবদ্বারে	-- ৫১১৩
ধাম	৮১২১ ; ১০১১২ ;		ধ্যায়ন্তঃ	-- ১২১২৬	নবানি	-- ২১২২
১১১৩৮ ; ১৫১৬			ধ্রুবঃ	-- ২১২৭	নশ্যতি	-- ৬১৩৮

নশ্যৎসু	—	৮১২০	নিত্যঃ	—	২১২০, ২৪	নিয়তমানসঃ	—	৬১১৫
নষ্টঃ	৪১২ ; ১৮১৭৩		নিত্যজাতম্	—	২১২৬	নিয়তস্য	—	১৮১৭
নষ্টান্নানঃ	—	১৬১৯	নিত্যতৃপ্তঃ	—	৪১২০	নিয়তাঃ	—	৭১২০
নষ্টান্	—	৩১৩২	নিত্যম্	২১২০, ২৬,		নিয়তান্নভিঃ	—	৮১২
নষ্টে	—	১১৩৯	৩০ ; ৩১৫, ৩১ ; ৯৬ ;			নিয়তাহারাঃ	—	৪১৩০
নাগানাম্	—	১০১২৯	১০১৯ ; ১১১৫২ ; ১৩১১০ ;			নিয়মম্	—	৭১২০
নাতিনীচম্	—	৬১১১	১৮১৫২			নিয়ম্য	৩১৭, ৪১ ; ৬১২৬ ;	
নাতিমানিতা	—	১৬১৩	নিত্যযুক্তঃ	—	৭১১৭			১৮১৫১
নাতিচিহ্নিতম্	—	৬১১১	নিত্যযুক্তস্য	—	৮১১৪	নিষোক্যতি	—	১৮১৫৯
নানাতাবান্	—	১৮১২১	নিত্যযুক্তাঃ	৯১১৪ ; ১২১২		নিয়োজয়সি	—	৩১১
নানাবর্ণাকৃতীনি	—	১১১৫	নিত্যবৈরিণা	—	৩১৩৯	নিয়োজিতঃ	—	৩১৩৬
নানাবিধানি	—	১১১৫	নিত্যশঃ	—	৮১১৪	নিরগ্নিঃ	—	৬১১
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ	—	১১১৯	নিত্যসংন্যাসী	—	৫১৩	নিরহঙ্কারঃ	২১৭১ ; ১২১১৩	
নান্যগামিনা	—	৮১৮	নিত্যসঙ্কল্পঃ	—	২১৪৫	নিরাশীঃ	৩১৩০ ; ৪১২১ ; ৬১১০	
নামযজ্ঞৈঃ	—	১৬১১৭	নিত্যস্য	—	২১১৮	নিরাশ্রয়ঃ	—	৪১২০
নায়কাঃ	—	১১৭	নিত্যাভিযুক্তানাম্	—	৯১২২	নিরাহারস্য	—	২১৫৯
নারদঃ	১০১১৩, ২৬		নিদ্রালস্য প্রমাদোধম্	১৮১৩৯		নিরীক্ষে	—	১১২২
নারীণাম্	—	১০১৩৪	নিধনম্	—	৩১৩৫	নিরুদ্ধম্	—	৬১২০
নাবম্	—	২১৬৭	নিধানম্	৯১১৮ ; ১১১১৮, ৩৮		নিরুদ্ধ্য	—	৮১১২
নাশনম্	—	১৬১২১	নিদন্তঃ	—	২১৩৬	নির্গুণত্বাৎ	—	১৩১৩২
নাশয়ামি	—	১০১১১	নিবন্ধঃ	—	১৮১৬০	নির্গুণম্	—	১৩১১৫
নাশায়	—	১১১২৯	নিবন্ধুস্তি	৪১৪১ ; ৯১৯ ; ১৪১৫		নির্দেশঃ	—	১৭১২৩
নাশিতম্	—	৫১১৬	নিবন্ধুতি	—	১৪১৭, ৮	নির্দোষম্	—	৫১১৯
নাসাত্যস্তরচারিণৌ	—	৫১২৭	নিবধ্যতে	৪১২২ ; ৫১১২ ;		নির্দ্বন্দ্বঃ	—	২১৪৫ ; ৫১৩
নাসিকাগ্রম্	—	৬১১৩		১৮১১৭		নির্মমঃ	২১৭১ ; ৩১৩০ ;	
নিঃশ্রেয়সকরৌ	—	৫১২	নিবন্ধায়	—	১৬১৫		১২১১৩ ; ১৮১৫৩	
নিঃস্পৃহঃ	২১৭১ ; ৬১১৮		নিবোধ	১১৭ ; ১৮১১৩, ৫০		নির্মলত্বাৎ	—	১৪১৬
নিগচ্ছতি	৯১৩১ ; ১৮১৩৬		নিমিত্তমাত্রম্	—	১১১৩৩	নির্মলম্	—	১৪১১৬
নিগৃহীতানি	—	২১৬৮	নিমিত্তানি	—	১১৩০	নির্ম্মানমোহাঃ	—	১৫১৫
নিগৃহ্যামি	—	৯১১৯	নিমিষন্	—	৫১৯	নির্বোগক্ষেমঃ	—	২১৪৫
নিগ্রহঃ	—	৩১৩৩	নিয়তম্	১১৪৩ ; ৩১৮ ;		নির্ব্বাণপরমাম্	—	৬১১৫
নিগ্রহম্	—	৬১৩৪		১৮১৯, ২৩		নির্ব্বিকারঃ	—	১৮১২৬

নিব্বিণ্ণচেতসা—	৬১২৩	নৈষ্টিকীম্	—	৫১১২	পরম্ ২১১২, ৫৯; ৩১১১, ১৯,	
নিব্বের্দম্	—	২১৫২	ন্যায্যম্	—	১৮১১৫	৪২, ৪৩; ৪১৪; ৫১১৬;
নিব্বেরঃ	—	১১১৫৫	ন্যাসম্	—	১৮১২	৭১১৩, ২৪; ৮১১০,
নিব্বর্ততে	২১৫৯; ৮১২৫					২৮; ৯১১১; ১০১১২;
নিব্বর্তন্তি	—	১৫১৪				১১১১৮, ৩৭, ৩৮, ৪৭;
নিব্বর্তন্তে	৮১২১; ৯১৩; ১৫১৬		প			১৩১১৩, ১৮, ৩৫;
নিব্বত্তিতুম্	—	১১৩৮				১৪১১, ১৯; ১৮১৭৫
নিব্বিসম্বাসি	—	১২১৮	পক্ষিণাম্	—	১০১৩০	পরমঃ — ৬১৩২
নিব্বাত্তঃ	—	৬১১৯	পচন্তি	—	৩১১৩	পরমম্ ৮১৩, ৮, ২১; ১০১১,
নিব্বাসঃ	—	৯১১৮	পচামি	—	১৫১১৪	১২; ১১১১, ৯, ১৮;
নিব্বৃত্তানি	—	১৪১২২	পঞ্চ	১৩১৬; ১৮১১৩, ১৫		১৫১৬; ১৮১৬৪, ৬৮
নিব্বৃত্তিম্	১৬১৭; ১৮১৩০		পঞ্চমম্	—	১৮১১৪	পরমাত্মা ৬১৭; ১৩১২৩, ৩২;
নিব্বেশয়	—	১২১৮	পণবানকগোসুখাঃ	—	১১১৩	১৫১১৭
নিশা	—	২১৬৯	পণ্ডিতম্	—	৪১১৯	পরমাম্ ৮১১৩, ১৫, ২১;
নিশ্চয়ম্	—	১৮১৪	পণ্ডিতাঃ	২১১১; ৫১৪, ১৮		১৮১৪৯
নিশ্চয়েন	—	৬১২৩	পতঙ্গাঃ	—	১১১২৯	পরমেশ্বর — ১১১৩
নিশ্চরতি	—	৬১২৬	পতন্তি	১১৪১; ১৬১১৬		পরমেশ্বরম্ — ১৩১২৮
নিশ্চলা	—	২১৫৩	পত্রম্	—	৯১২৬	পরমেষ্वासঃ — ১১১৭
নিশ্চিতম্	২১৭; ১৮১৬		পথি	—	৬১৩৮	পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ৪১২
নিশ্চিতাঃ	—	১৬১১১	পদম্	২১৫১; ৮১১১;		পরয়া ১১২৭; ১২১২; ১৭১১৭
নিশ্চিত্য	—	৩১২		১৫১৪, ৫; ১৮১৫৬		পরস্তাৎ — ৮১৯
নিষ্ঠা	— ৩১৩; ১৭১১;	১৮১৫০	পদ্যপত্রম্	—	৫১১০	পরম্পরম্ ৩১১১; ১০১৯
			পরঃ	৪১৪০; ৮১২০, ২২;		পরস্য — ১৭১১৯
				১৩১২৩		পর্য ৩১৪২; ১৮১৫০
নিষ্ট্রেণ্ড্যঃ	—	২১৪৫	পরতঃ	—	৩১৪২	পর্যাপি — ৩১৪২
নিহতাঃ	—	১১১৩৩	পরতরম্	—	৭১৭	পরাম্ ৪১৩৯; ৬১৪৫; ৭১৫;
নিহত্য	—	১১৩৫	পরধর্ম্মঃ	—	৩১৩৫	৯১৩২; ১৩১২৯; ১৪১১;
নীতিঃ	১০১৩৮; ১৮১৭৮		পরধর্ম্মাৎ	৩১৩৫; ১৮১৪৭		১৬১২২, ২৩; ১৮১৫৪,
নূলোকে	—	১১১৪৮	পরন্তপ	২১৩; ৪১২, ৫,		৬২, ৬৮
নুষু	—	৭১৮		৩৩; ৭১২৭; ৯১৩;		পরিকীৰ্ত্তিতঃ — ১৮১৭, ২৭
নৈকৃতিকঃ	—	১৮১২৮		১০১৪০; ১১১৫৪;		পরিক্রিষ্টম্ — ১৭১২১
নৈকর্ম্ম্যম্	—	৩১৪		১৮১৪১		পরিগ্রহম্ — ১৮১৫৩
নৈকর্ম্ম্যসিদ্ধিম্	—	১৮১৪৯	পরন্তপঃ	—	২১৯	

পরিচকতে — ১৭১৩, ১৭	পশ্যন্ ৫৮ ; ৬২০ ; ১৩২৯	৮৮, ১৪, ১৯, ২২,
পরিচর্যাস্বকম্ — ১৮১৪৪	পশ্যন্তি ১৩৭ ; ১৩২৫ ;	২৭ ; ৯১৩, ৩২ ;
পরিচিস্তয়ন্ — ১০১৭	১৫১০, ১১	১০২৪ ; ১১১৫ ; ১২১৭ ;
পরিজ্ঞাতা — ১৮১৮	পশ্যামি ১৩০ ; ৬৩৩ ; ১১১৫,	১৬১৪, ৬ ; ১৭২৬,
পরিণামে — ১৮১৩৭, ৩৮	১৬, ১৭, ১৯	২৮ ; ১৮১৬, ৩০, ৩১,
পরিত্যজ্য — ১৮১৬৬	পশ্যেৎ — ৪১১৮	৩২, ৩৩, ৩৪, ৭২
পরিত্যাগঃ — ১৮১৭	পাঞ্চজন্যম্ — ১১১৫	পার্থঃ ১২৬ ; ১৮১৭৮
পরিভাণায় — ৪১৮	পাণ্ডব ৪১৩৫ ; ৬২ ; ১১১৫৫ ;	পার্থস্য — ১৮১৭৪
পরিদহ্যতে — ১২২৯	১৪১২২ ; ১৬১৫	পার্থায় — ১১১৯
পরিদেবনা — ২১২৮	পাণ্ডবঃ ১১১৪, ২০ ; ১১১৩	পার্বকঃ ২১২৩, ১০১২৩ ; ১৫১৬
পরিপস্থিনৌ — ৩১৩৪	পাণ্ডবাঃ — ১১১	পার্বনানি — ১৮১৫
পরিপ্রশ্ণেয় — ৪১৩৪	পাণ্ডবানাম্ — ১০১৩৭	পিতরঃ — ১১৩৩, ৪১
পরিমাণিতব্যম্ — ১৫১৪	পাণ্ডবানীকম্ — ১১২	পিতা ৯১১৭ ; ১১১৪৩, ৪৪ ;
পরিশৃঙ্খ্যতি — ১১২৮	পাণ্ডুপুত্রাণাম্ — ১১৩	১৪১৪
পরিসমাপাতে — ৪১৩৩	পাতকম্ — ১১৩৭	পিতামহঃ ১১১২ ; ৯১১৭
পৰ্জ্জনাঃ — ৩১১৪	পাত্রে — ১৭১২০	পিতামহাঃ — ১১৩৩
পৰ্জ্জন্যাৎ — ৩১১৪	পাপকৃত্তমঃ — ৪১৩৬	পিতামহান্ — ১১২৬
পৰ্ণানি — ১৫১১	পাপম্ ১১৩৬, ৪৪ ; ২১৩৩,	পিতৃবৃত্তাঃ — ৯১২৫
পৰ্য্যবতিষ্ঠতে — ২১৬৫	৩৮ ; ৩১৩৬ ; ৫১১৫ ;	পিতৃন্ ১১২৬ ; ৯১২৫
পৰ্য্যাপ্তম্ — ১১১০	৭১২৮	পিতৃণাম্ — ১০১২৯
পৰ্য্যাপসতে ৪১২৫ ; ৯১২২ ;	পাপযোনয়ঃ — ৯১৩২	পীড়য়া — ১৭১১৯
১২১১, ৩, ২০	পাপাঃ — ৩১১৩	পুংসঃ — ২১৬২
পৰ্য্যযিতম্ — ১৭১১০	পাপাৎ — ১১৩৮	পুণ্যঃ — ৭১৯
পবতাম্ — ১০১৩১	পাপেন — ৫১১০	পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ৭১২৮ ; ১৮১৭১
পবনঃ — ১০১৩১	পাপেভ্যঃ — ৪১৩৬	পুণ্যকৃত্যম্ — ৬১৪৯
পবিত্রম্ ৪১৩৮ ; ৯১২, ১৭ ;	পাপেষু — ৬১৯	পুণ্যফলম্ — ৮১২৮
১০১১২	পাপানম্ — ৩১৪১	পুণ্যম্ ৯১২০ ; ১৮১৭৬
পশ্য ১১৩, ২৫ ; ৯১৫ ;	পারুক্ষ্যম্ — ১৬১৪	পুণ্যাঃ — ৯১৩৩
১১১৫, ৬, ৭, ৮	পার্থ ১১২৫ ; ২১৩, ২১, ৩২,	পুণ্যে — ৯১২১
পশ্যতঃ — ২১৬৯	৩৯, ৪২, ৫৫, ৭২ ;	পুত্রদারগৃহাদিষু ১৩১১০
পশ্যতি ২১২৯ ; ৫১৫ ; ৬১৩০,	৩১১৬, ২২, ২৩ ; ৪১১১	পুত্রস্য — ১১১৪৪
৩২ ; ১৩১২৮, ৩০ ; ১৮১১৬	৩৩ ; ৬১৪০ ; ৭১১, ১০ ;	পুত্রাঃ ১১৩৩ ; ১১১২৬

পুজান্	—	১১২৬	পুৰে	—	৫১১৩	পৌৰুষম্	৭১৮; ১৮১২৫
পুনঃ	৪১৯, ৩৫; ৫১১;		পুৰোধসাম্	—	১০১২৪	পৌৰ্বদেহিকম্	— ৬৪৩
৮১৫, ১৬, ২৬; ৯১৭,			পুকলাভিঃ	—	১১১২১	প্রকাশঃ	৭১২৫; ১৭১১১
৮, ৩৩; ১১১১৬, ৩৯,			পুষ্ণামি	—	১৫১১৩	প্রকাশকম্	— ১৪১৬
৪৯, ৫০; ১৬১১৩;			পুষ্পম্	—	৯১২৬	প্রকাশম্	— ১৪১২২
১৭১২১; ১৮১২৪, ৪০,			পুপিতাম্	—	২১৪২	প্রকাশয়তি	৫১১৬; ১৩১৩৪
৭৭			পূজাহৌ	—	২১৪	প্রকীর্ত্য	— ১১১৩৬
পুমান্	—	২১৭১	পূজ্যঃ	—	১১১৪৩	প্রকৃতিঃ	৭১৪; ৯১১০;
পূরস্তাৎ	—	১১১৪০	পূতাঃ	—	৪১১০	১৩১২১; ১৮১৫৯	
পূরা	৩১৩, ১০; ১৭১২৩		পূতপাপাঃ	—	৯১২০	প্রকৃতিজান্	— ১৩১২২
পূরাণঃ	২১২০; ১১১৩৮		পূতি	—	১৭১১০	প্রকৃতিজৈঃ	৩১৫; ১৮১৪০
পূরাণম্	—	৮১৯	পুরুষঃ	—	৩১১৯, ৩৬	প্রকৃতিম্	৩১৩৩; ৪১৬;
পূরাণী	—	১৫১৪	পূর্ববতরম্	—	৪১১৫	৭১৫; ৯১৭, ৮, ১২,	
পূরাতনঃ	—	৪১৩	পূর্বম্	—	১১১৩৩	১৩; ১১১৫১; ১৩১১,	
পুরুজিৎ	—	১১৫	পূর্বভাষ্যসেন	—	৬১৪৪	২০, ২৪	
পুরুষঃ	২১২১; ৩১৪; ৮১৪,		পূর্ব	—	১০১৬	প্রকৃতিসম্ভবাঃ	— ১৪১৫
২২; ১১১১৮, ৩৮;			পূর্বঃ	—	৪১১৫	প্রকৃতিসম্ভবান্	— ১৩১২০
১৩১২১, ২২, ২৩;			পৃচ্ছামি	—	২১৭	প্রকৃতিস্থঃ	— ১৩১২২
১৫১১৭; ১৭১৩			পৃথক্	১১১৮; ৫১৪; ১৩১৫;		প্রকৃতিস্থানি	— ১৫১৭
পুরুষম্	২১১৫; ৮১৮, ১০;			১৮১১, ১৪		প্রকৃতেঃ	৩১২৭, ২৯, ৩৩; ৯১৮,
১০১১২; ১৩১১, ২০,			পৃথক্ভেন	৯১১৫; ১৮১২১,		প্রকৃত্যা	৭১২০; ১৩১৩০
২৪; ১৫১৪				২৯		প্রজনঃ	— ১০১২৮
পুরুষর্ষভ	—	২১১৫	পৃথগ্বিধম্	—	১৮১১৪	প্রজহাতি	— ২১৫৫
পুরুষব্যাপ্ত	—	১৮১৪	পৃথগ্বিধাঃ	—	১০১৫	প্রজহিহি	— ৩১৪১
পুরুষস্য	—	২১৬০	পৃথগ্বিধান্	—	১৮১২১	প্রজাঃ	৩১১০, ২৪; ১০১৬
পুরুষাঃ	—	৯১৩	পৃথিবীপতে	—	১১১৮	প্রজানাতি	— ১৮১৩১
পুরুষোত্তম	৮১১; ১০১১৫;		পৃথিবীম্	—	১১১৯	প্রজানামি	— ১১১৩১
১১১৩			পৃথিব্যাম্	৭১৯; ১৮১৪০		প্রজাপতিঃ	৩১১০; ১১১৩১
পুরুষোত্তমঃ	—	১৫১১৮	পৃষ্ঠতঃ	—	১১১৪০	প্রজ্ঞা	২১৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৮
পুরুষোত্তমম্	—	১৫১১৯	পৌণ্ড্রম্	—	১১১৫	প্রজ্ঞাম্	— ২১৬৭
পুরুষৌ	—	১৫১১৬	পৌজাঃ	—	১১৩৪	প্রজ্ঞাবাদান্	— ২১১১
			পৌজান্	—	১১২৬	প্রণম্য	১১১৪৫, ৩৫, ৪৪

প্রণয়েন	— ১১৪১	প্রপদ্যে	— ১৫৪	প্রযুক্ত্যতে	— ১৭২৬
প্রণবঃ	— ৭৮	প্রপন্থম্	— ২৭	প্রলপন	— ৫৯
প্রণশ্যতি	২১৬৩ ; ৬১৩০ ;	প্রপশ্য	— ১১৪৯	প্রলয়ঃ	৭১৬ ; ৯১৮
	৯১৩১	প্রপশ্যন্তিঃ	— ১১৩৮	প্রলয়ম্	১৪১১৪, ১৫
প্রণশ্যন্তি	— ১১৩৯	প্রপশ্যামি	— ২৮	প্রলয়াভ্যাম্	— ১৬১১১
প্রণশ্যামি	— ৬১৩০	প্রপিতামহঃ	— ১১১৩৯	প্রলয়ে	— ১৪১২
প্রণিধায়	— ১১৪৪	প্রভবঃ	৭১৬ ; ৯১৮ ; ১০৮	প্রলীনঃ	— ১৪১১৫
প্রণিপাতেন	— ৪১৩৪	প্রভবতি	— ৮১৯	প্রলীয়তে	— ৮১৯
প্রতপন্তি	— ১১১৩০	প্রভবন্তি	৮১৮ ; ১৬৯	প্রলীয়ন্তে	— ৮১৮
প্রতাপবান্	— ১১২	প্রভবম্	— ১০১২	প্রবক্ষ্যামি	৪১১৬ ; ৯১ ;
প্রতি	— ২১৪৩	প্রভবিষ্যু	— ১৩১৭		১৩১১৩ ; ১৪১১
প্রতিজানীহি	— ৯১৩১	প্রভা	— ৭৮	প্রবক্ষ্যে	— ৮১১১
প্রতিজ্ঞানে	— ১৮১৬৫	প্রভাষেত	— ২১৫৪	প্রবদতাম্	— ১০১৩২
প্রতিপদ্যতে	— ১৪১১৪	প্রভুঃ	৫১১৪ ; ৯১৮, ২৪	প্রবদন্তি	২১৪২ ; ৫১৪
প্রতিযোগ্যামি	— ২১৪	প্রভো	১১১৪ ; ১৪১২১	প্রবর্ততে	৫১১৪ ; ১০৮
প্রতিষ্ঠা	— ১৪১২৭	প্রমাণম্	৩১২১ ; ১৬১২৪	প্রবর্তন্তে	১৬১১০ ; ১৭১২৪
প্রতিষ্ঠাপ্য	— ৬১১১	প্রমাণি	— ৬১৩৪	প্রবর্তিতম্	— ৩১১৬
প্রতিষ্ঠিতম্	— ৩১১৫	প্রমাণীনি	— ২১৬০	প্রবিভক্তম্	— ১১১১৩
প্রতিষ্ঠিতা	২১৫৭, ৫৮, ৬১, ৬৮	প্রমাদঃ	— ১৪১১৩	প্রবিভক্তানি	— ১৮১৪১
প্রত্যাক্কাবগমম্	— ৯১২	প্রমাদমোহো	— ১৪১১৭	প্রবিলীয়তে	— ৪১২৩
প্রত্যানীকেষু	— ১১১৩২	প্রমাদাৎ	— ১১১৪১	প্রবিশন্তি	— ২১৭০
প্রত্যবায়ঃ	— ২১৪০	প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ	১৪১৮	প্রবৃত্তঃ	— ১১১৩২
প্রত্যপকারার্থম্	— ১৭১২১	প্রমাদে	— ১৪১৯	প্রবৃত্তিঃ	১৪১১২ ; ১৫১৪ ;
প্রথিতঃ	— ১৫১১৮	প্রমুখে	— ২১৬		১৮১৪৬
প্রদধাতুঃ	— ১১১৪	প্রমুচ্যতে	৫১৩ ; ১০১৩	প্রবৃত্তিম্	১১১৩১ ; ১৪১২২ ;
প্রদীষ্টম্	— ৮১২৮	প্রযচ্ছতি	— ৯১২৬		১৬১৭ ; ১৮১৩০
প্রদীপ্তম্	— ১১১২৯	প্রযত্ননঃ	— ৯১২৬	প্রবৃত্তে	— ১১২০
প্রদুষ্যন্তি	— ১১৪০	প্রযত্নাৎ	— ৬১৪৫	প্রবৃদ্ধঃ	— ১১১৩২
প্রদ্বিষন্তঃ	— ১৬১১৮	প্রয়াগকালে	৭১৩০ ; ৮১২, ১০	প্রবৃদ্ধে	— ১৪১১৪
প্রনষ্টঃ	— ১৮১৭২	প্রয়াতা	— ৮১২৩, ২৪	প্রবেষ্টুম্	— ১১১৫৪
প্রপদ্যতে	— ৭১১৯	প্রয়াতি	— ৮১৫, ১৩	প্রব্যথিতম্	১১১২০, ৪৫
প্রপদ্যন্তে	৪১১১ ; ৭১১৪, ১৫,	প্রযুক্তঃ	— ৩১৬৬	প্রব্যথিতাঃ	— ১১১২৩
	২০				

य

বন্ধুঃ	— ৬৫, ৬	বুদ্ধিঃ	২১৩৯, ৪১, ৪৪,	৮১১, ৩, ১৩, ২৪ ;
বন্ধুন	— ১১২৭		৫২, ৫৩, ৬৫, ৬৬ ;	১০১১২ ; ১৩১১৩, ৩১,
বভুব	— ২১৯		৩১১, ৪০, ৪২ ; ৭১৪,	১৪১৩, ৪ ; ১৮১৫০
বলম্	১১১০ ; ৭১১১ ;		১০ ; ১০১৪ ; ১৩১৬ ;	ব্রহ্মকর্ষ্ম — ১৮১৪২
	১৬১১৮ ; ১৮১৫৩		১৮১১৭, ৩০, ৩১, ৩২	ব্রহ্মকর্ষ্মসমাধিনা — ৪১২৪
বলবৎ	— ৬১৩৪	বুদ্ধিগ্রাহ্যম্	— ৬১২১	ব্রহ্মচর্য্যম্ ৮১১১ ; ১৭১১৪
বলবতাম্	— ৭১১১	বুদ্ধিনাশঃ	— ২১৬৩	ব্রহ্মচারিবৃত্তে — ৬১১৪
বলবান্	— ১৬১১৪	বুদ্ধিনাশাৎ	— ২১৬৩	ব্রহ্মণঃ ৪১৩২ ; ৬১৩৮ ; ৮১১৭ ;
বলাৎ	— ৩১৩৬	বুদ্ধিভেদম্	— ৩১২৬	১১১৩৭ ; ১৪১২৭ ; ১৭১২৩
বহবঃ ১১৯ ; ৪১১০ ; ১১১২৮		বুদ্ধিমতাম্	— ৭১১০	ব্রহ্মণা — ৪১২৪
বহিঃ ৫১২৭ ; ১৩১১৬		বুদ্ধিম্	৩১২ ; ১২১৮	ব্রহ্মণি ৪১১০, ১৯, ২০
বহদ্রংষ্ট্রাকরালম্ ১১১২৩		বুদ্ধিমান্	৪১১৮ ; ১৫১২০	ব্রহ্মণিবর্বাণম্ ২১৭২ ; ৫১২৪,
বহুধা ৯১১৫ ; ১৩১৫		বুদ্ধিযুক্তঃ	— ২১৫০	২৫, ২৬
বহুনা — ১০১৪২		বুদ্ধিযুক্তাঃ	— ২১৫১	ব্রহ্মভূতঃ ৫১২৪ ; ১৮১৫৪
বহুবাহুরূপাদম্ — ১১১২৩		বুদ্ধিযোগম্ ১০১১০ ; ১৮১৫৭		ব্রহ্মভূতম্ — ৬১২৭
বহুমতঃ — ২১৩৫		বুদ্ধিযোগাৎ — ২১৪৯		ব্রহ্মভূয়ায় ১৪১২৬ ; ১৮১৫৩
বহুলায়াসম্ — ১৮১২৪		বুদ্ধিসংযোগম্ — ৬১৪৩		ব্রহ্মযোগযুক্তান্না ৫১২১
বহুবক্ত্রনেত্রম্ — ১১১২৩		বুদ্ধেঃ ৩১৪২, ৪৩ ; ১৮১২৯		ব্রহ্মবাদিনাম্ — ১৭১২৪
বহুবিধাঃ — ৪১৩২		বুদ্ধৌ — ২১৪৯		ব্রহ্মবিৎ — ৫১২০
বহুশাখাঃ — ২১৪১		বুদ্ধ্যা ২১৩৯ ; ৫১১১ ; ৬১২৫ ;		ব্রহ্মবিদঃ — ৮১২৪
বহুদরম্ — ১১১২৩		১৮১৫১		ব্রহ্মসূত্রপট্টৈঃ — ১৩১৫
বহুন — ২১৩৬		বুদ্ধা ৩১৪৩ ; ১৫১২০		ব্রহ্মসংস্পর্শম্ — ৬১২৮
বহুনাম্ — ৭১১৯		বুধঃ — ৫১২২		ব্রহ্মাগৌ ৪১২৪, ২৫
বহুনি ৪১৫ ; ১১১৬		বুধাঃ ৪১১৯ ; ১০১৮		ব্রহ্মাণম্ — ১১১১৫
বালাঃ — ৫১৪		বৃহৎসাম — ১০১৩৫		ব্রহ্মোক্তবম্ — ৩১১৫
বাহ্যস্পর্শেষু — ৫১২১		বৃহস্পতিম্ — ১০১২৪		ব্রহ্মাণক্ষত্রিয়বিশাম্ ১৮১৪১
বাহ্যান্ — ৫১২৭		বুদ্ধব্যম্ — ৪১১৭		ব্রহ্মাণস্য — ২১৪৬
বিভক্তি — ১৫১১৭		বোধযন্তঃ — ১০১৯		ব্রহ্মাণাঃ ৯১৩৩ ; ১৭১২৩
বীজপ্রদঃ — ১৪১৪		ব্রুবীমি — ১১৭		ব্রহ্মাণে — ৫১১৮
বীজম্ ৭১১০ ; ৯১১৮ ;		ব্রুবীষি — ১০১১৩		ব্রহ্মৌ — ২১৭২
১০১৩৯		ব্রহ্ম ৩১১৫ ; ৪১২৪, ৩১ ;		ব্রহ্মি — ২১৭ ; ৫১১
বুদ্ধয়ঃ — ২১৪১		৫১৬, ১৯ ; ৭১২৯ ;		

ভ	ভর্তা	৯১৮ ; ১৩২৩	১৪৩, ৮, ৯, ১০ ;
ভক্ত: ৪১৩ ; ৭১২১ ; ৯১৩	ভব	২১৪৫ ; ৬১৪৬ ;	১৫১১৯, ২০ ; ১৬১৩ ;
ভক্তা: ৯১৩৩ ; ১২১১, ২০	৮১২৭ ; ৯১৩৪ ; ১১১৩৩,		১৭১৩ ; ১৮১৬২
ভক্তি: — ১৩১১১	৪৬ ; ১২১১০ ; ১৮১৫৭, ৬৫	ভাব: ২১১৬ ; ৮১৪, ২০ ;	১৮১১৭
ভক্তিম্ — ১৮১৬৮	ভব: — ১০১৪	ভাবনা — ২১৬৬	
ভক্তিমান্ ১২১১৭, ১৯	ভবত: ৪১৪ ; ১৪১১৭	ভাবম্ ৭১১৫, ২৪ ; ৮১৬ ;	
ভক্তিযোগেন ১৪১২৬	ভবতি ১১৪৩ ; ২১৬৩ ;	৯১১১ ; ১৮১২০	
ভক্ত্যা ৮১১০, ২২ ; ৯১১৪,	৩১১৪ ; ৪১৭, ১২ ; ৬১২,	ভাবয়তা — ৩১১১	
২৬, ২৯ ; ১১১৫৪ ;	১৭, ৪২ ; ৭১২৩ ; ৯১৩১ ;	ভাবয়ন্ত: — ৩১১১	
১৮১৫৫	১৪১৩, ১০, ২১ ; ১৭১২	ভাবয়ন্ত — ৩১১১	
ভক্ত্যুপহৃতম্ — ৯১২৬	৩, ৭ ; ১৮১১২	ভাবসংশুদ্ধি: — ১৭১১৬	
ভগবন্ ১০১১৪, ১৭	ভবন্ত: — ১১১১	ভাবসম্মিতা: — ১০১৮	
ভজতাম্ — ১০১১০	ভবন্তম্ — ১১১৩১	ভাবা: ৭১১২ ; ১০১৫	
ভজতি ৬১৩১ ; ১৫১১৯	ভবন্তি ৩১১৪ ; ১০১৫ ;	ভাবেষু — ১০১১৭	
ভজতে ৬১৪৭ ; ৯১৩০	১৬১৩	ভাবৈ: — ৭১১৩	
ভজন্তি ৯১১৩, ২৯	ভবান্ ১১৮ ; ১০১১২ ;	ভাষসে — ২১১১	
ভজন্তে ৭১১৬, ২৮ ; ১০১৮	১১১৩১	ভাষা — ২১৫৪	
ভজস্ব — ৯১৩৩	ভবাপ্যায়ো — ১১১২	ভাস: ১১১১২, ৩০	
ভজামি — ৪১১১	ভবামি — ১২১৭	ভাসয়তে ১৫১৬, ১২	
ভয়ম্ ১০১৪ ; ১৮১৩৫	ভবিতা — ১৮১৬৯	ভাস্বতা — ১০১১১	
ভয়াৎ ২১৩৫, ৪০	ভবিষ্যতাম্ — ১০১৩৪	ভিন্না — ৭১৪	
ভয়ানকানি — ১১১২৭	ভবিষ্যতি — ১৬১১৩	ভীতভীত: — ১১১৩৫	
ভয়াভয়ে — ১৮১৩০	ভবিষ্যন্তি — ১১১৩২	ভীতম্ — ১১১৫০	
ভয়াবহ: — ৩১৩৫	ভবিষ্যাপি — ৭১২৬	ভীতা: — ১১১২১	
ভয়েন — ১১১৪৫	ভবিষ্যাম: — ২১১২	ভীতানি — ১১১৩৬	
ভরতবর্ষত ৩১৪১ ; ৭১১১, ১৬ ;	ভবেৎ ১১৪৫ ; ১১১১২	ভীমকর্মা — ১১১৫	
৮১২৩ ; ১৩১২৭ ;	ভস্মসাৎ — ৪১৩৭	ভীমার্জুনসমা: — ১১৪	
১৪১১২ ; ১৮১৩৬	ভা: — ১১১১২	ভীমভিরক্ষিতম্ — ১১১০	
ভরতশ্রেষ্ঠ — ১৭১১২	ভারত ১১২৪ ; ২১১০, ১৪, ১৮,	ভীষ্ম: ১১৮ ; ১১১২৬	
ভরতসন্তম্ — ১৮১৪	২৮, ৩০ ; ৩১২৫ ;	ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখত: ১১২৫	
	৪১৭, ৪২ ; ৭১২৭ ;	ভীষ্ম ১১১১ ; ২১৪ ; ১১১৩৪	
	১১১৬ ; ১৩১৩, ৩৪ ;		

ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ — ১১১০	ভূতিঃ — ১৮১৭৮	ব্রাহ্মণ — ১১২৬
ভুল্লা — ৯১২১	ভূতজ্যাঃ — ৯১২৫	ব্রাহ্মণ — ১৮১৬১
ভুল্পে ৩১২২ ; ১৩১২২	ভূতেশ — ১০১১৫	ব্রুবোঃ ৫১২৭ ; ৮১১০
ভুল্পক — ১১১৩৩	ভূতেশু ৭১১১ ; ৮১২০ ;	
ভুল্পতে — ৩১১৩	১৩১১৭, ২৮, ১৬১২ ;	
ভুল্পানম্ — ১৫১১০	১৮১২১, ৫৪	
ভুল্পীয় — ২১৫	ভুল্পা ২১২০, ৩৫, ৪৮ ;	ম
ভুবি — ১৮১৬৯	৩১৩০ ; ৮১১৯ ;	মংস্যন্তে — ২১৩৫
ভুঃ — ২১৪৭	১১১৫০ ; ১৫১১৩, ১৪	মকরঃ — ১০১৩১
ভূতগণান্ — ১৭১৪	ভূমিঃ — ৭১৪	মচ্চিত্তঃ ৬১১৪ ; ১৮১৫৭, ৫৮
ভূতগ্রামঃ — ৮১১৯	ভূমৌ — ২১৮	মচ্চিত্তাঃ — ১০১৯
ভূতগ্রামম্ ৯১৮ ; ১৭১৬	ভূয়ঃ ২১২০ ; ৬১৪৩ ; ৭১২ ;	মণিগণাঃ — ৭১৭
ভূতপৃথগ্ভাবম্ — ১৩১৩১	১০১১, ১৮ ; ১১১৩৫,	মতঃ ৬১৩২, ৪৬, ৪৭ ;
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্ ১৩১৩৫	৩৯, ৫০ ; ১৩১২৪ ;	১১১১৮ ; ১৮১৯
ভূতভর্ষ — ১৩১১৭	১৪১১ ; ১৫১৪ ; ১৮১৬৪	মতম্ ৩১৩১, ৩২ ; ৭১১৮ ;
ভূতভাবন — ১০১১৫	ভৃগুঃ — ১০১২৫	১৩১৩ ; ১৮১৬
ভূতভাবনঃ — ৯১৫	ভেদম্ ১৭১৭ ; ১৮১২৯	মতা ৩১১ ; ১৬১৫ ; ১৮১৩৫
ভূতভাবোক্তবকরঃ ৮১৩	ভের্যঃ — ১১১৩	মতাঃ — ১২১২
ভূষভ্ণ — ৯১৫	ভৈক্ষ্যম্ — ২১৫	মতিঃ ৬১৩৬ ; ১৮১৭০, ৭৮
ভূতম্ — ১০১৩৯	ভোক্তা ৯১২৪ ; ১৩১২৩	মতে — ৮১২৬
ভূতমহেশ্বরম্ — ৯১১১	ভোক্তারম্ — ৫১২৯	মৎকর্ম্মকৃৎ — ১১১৫৫
ভূতবিশেষসংখ্যান্ — ১১১১৫	ভোক্তুম্ — ২১৫	মৎকর্ম্মপরমঃ — ১২১১০
ভূতসর্গৌ — ১৬১৬	ভোক্তৃষে — ১৩১২১	মন্তঃ ৭১৭, ১২ ; ১০১৫, ৮ ;
ভূতস্থঃ — ৯১৫	ভোক্ত্যসে — ২১৩৭	১৫১১৫
ভূতাদিম্ — ৯১১৩	ভোগাঃ ১১৩২ ; ৫১২২	মৎপরঃ ২১৬১ ; ৬১১৪ ;
ভূতানাম্ ৪১৬ ; ১০১৫, ২০,	ভোগান্ ২১৫ ; ৩১১২	১৮১৫৭
২২ ; ১১১২ ; ১৩১১৬ ;	ভোগী — ১৬১১৪	মৎপরমঃ — ১১১৫৫
১৮১৪৬	ভোগৈঃ — ১১৩২	মৎপরমাঃ — ১২১২০
ভূতানি ২১২৮, ৩০, ৩৪, ৬৯ ;	ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্ ২১৪৩	মৎপরঃ — ১২১৬
৩১১৪, ৩৩ ; ৪১৩৫ ;	ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসঙ্গানাম্ ২১৪৪	মৎপরায়ণঃ — ৯১৩৪
৭১৬, ২৬ ; ৮১২২ ; ৯১৫	ভোজনম্ — ১৭১১০	মৎপ্রসাদাৎ ১৮১৫৬, ৫৮
৬, ২৫ ; ১৫১১৩, ১৬	ব্রমতি — ১১৩০	মন্তা ৩১২৮ ; ১০১৮ ; ১১১৪১
		মৎসংস্থাম্ — ৬১১৫
		মৎস্থানি ৯১৪, ৫, ৬

মদনুগ্রহায়	—	১১১১	১০১২২ ; ১১১৪৫ ; ১২১২,	মম	১১৭, ২৮ ; ২১৮ ;
মদম্	—	১৮১৩৫	৮ ; ১৫১৯ ; ১৭১১১		৩১২৩ ; ৪১১১ ; ৭১১৪,
মদর্থম্	—	১২১১০	মনঃপ্রসাদঃ — ১৭১১৬		১৭, ২৪ ; ৮১২১ ; ৯৫,
মদর্থৈ	—	১১৯	মনঃপ্রাণৈর্জিয়ক্রিয়াঃ ১৮১৩৩		১১ ; ১০১৭, ৪০, ৪১ ;
মদর্পণম্	—	৯১২৭	মনঃষষ্ঠানি — ১৫১৭		১১১১, ৭ ; ৪৯, ৫২ ;
মদাশ্রয়ঃ	—	৭১১	মনবঃ — ১০১৬		১৩১৩ ; ১৪১২, ৩ ;
মদগতপ্রাণাঃ	—	১০১৯	মনবে — ৪১১		১৫১৬, ৭ ; ১৮১৭৮
মদগতেন	—	৬১৪৭	মনসঃ — ৩১৪২	ময়া	১১২২ ; ৩১৩ ; ৪১৩,
মদভক্তঃ	৯১৩৪ ; ১১১৫৫ ;		মনসা ৩১৬, ৭ ; ৫১১১, ১৩ ;		১৩ ; ৭১২২ ; ৯৪, ১০ ;
	১২১১৪ ; ১৬ ; ১৩১১৯ ;		৬১২৪ ; ৮১১০		১০১১৭, ৩৯, ৪০ ;
	১৮১৬৫		মনীষিণঃ ২১৫১ ; ১৮১৩		১১১২, ৪, ৩৩, ৩৪,
মদভক্তাঃ	—	৭১২৩	মনীষিণাম্ — ১৮১৫		৪১, ৪৭ ; ১৫১২০ ;
মদভক্তিম্	—	১৮১৫৪	মনুঃ — ৪১১		১৬১১৩, ১৪, ১৫ ;
মদভক্তেষু	—	১৮১৬৮	মনুষ্যালোকে — ১৫১২		১৮১৬৩, ৭৩
মদভাবম্	৪১১০ ; ৮১৫ ;		মনুষ্যাঃ ৩১২৩ ; ৪১১১	ময়ি	৩১৩০ ; ৪১৩৫ ; ৬১৩০,
	১৪১১৯		মনুষ্যাণাম্ ১১৪৩ ; ৭১৩		৩১ ; ৭১১, ৭, ১২ ;
মদভাবাঃ	—	১০১৬	মনুষ্যেষু ৪১১৮ ; ১৮১৬৯		৮১৭ ; ৯১২৯ ; ১২১২,
মদভাবায়	—	১৩১১৯	মনোগতান্ — ২১৫৫		৬, ৭, ৮, ৯, ১৪ ;
মদ্যাজিনঃ	—	৯১২৫	মনোরথম্ — ১৬১১৩		১৩১১১ ; ১৮১৫৭, ৬৮
মদ্যাজী	৯১৩৪ ; ১৮১৬৫		মন্তব্যঃ — ৯১৩০	মরণাৎ	— ২১৩৪
মদ্যোগম্	—	১২১১১	মন্ত্ৰঃ — ৯১১৬	মরীচিঃ	— ১০১২১
মদ্যাপাশ্রয়ঃ	—	১৮১৫৬	মন্ত্ৰহীনম্ — ১৭১১৩	মরুতঃ	— ১১১৬, ২২
মধুসূদন	১১৩৪ ; ২১৪ ;		মন্দান্ — ৩১২৯	মরুতাম্	— ১০১২১
	৬১৩৩ ; ৮১২		মন্মনাঃ ৯১৩৪ ; ১৮১৬৫	মর্ত্যালোকম্	— ৯১২১
মধুসূদনঃ	—	২১১	মন্ময়াঃ — ৪১১০	মর্ত্তেষু	— ১০১৩
মধ্যম্	১০১২০, ৩২ ; ১১১১৬		মন্যতে ২১১৯ ; ৩১২৭ ;	মলেন	— ৩১৩৮
মধ্যে	১১২১, ২৪ ; ২১১০ ;		৬১২২ ; ১৮১৩২	মহৎ	১১৪৪ ; ১১১২৩ ;
	৮১১০ ; ১৪১১৮		মন্যন্তে — ৭১২৪		১৪১৩, ৪
মনঃ	১১৩০ ; ২১৬০, ৬৭ ;		মন্যসে ২১২৬ ; ১১১৪ ;	মহতঃ	— ২১৪০
	৩১৪০, ৪২ ; ৫১১৯ ;		১৮১৫৯	মহতা	— ৪১২
	৬১১২, ১৪, ২৫, ২৬,		মনো ৬১৩৪ ; ১০১১৪	মহতি	— ১১১৪
	৩৪, ৩৫ ; ৭১৪ ; ৮১১২ ;		মনোভ্য — ৫১৮	মহতীম্	— ১১৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

মুহূৰ্ভুহঃ	—	১৮৭৬	মেধা	—	১০১৩৪	য	
মুহ্যতি	২১১৩ ; ৮২৭		মেধাবী	—	১৮১১০	যঃ	২১১৯, ২১, ৫৭, ৭১ ;
মুহ্যস্তি	—	৫১১৫	মেরুঃ	—	১০১২৩		৩১৬, ৭, ১২, ১৬, ১৭,
মুটুঃ	—	৭১২৫	মৈত্রঃ	—	১২১১৩		৪২ ; ৪১৯, ১৪, ১৮ ;
মুটুগ্রাহেণ	—	১৭১১৯	মোক্ষকাঙ্কিত্তিঃ	—	১৭১২৫		৫১৩, ৫, ১০, ২৩, ২৪,
মুটুযোনিষু	—	১৪১১৫	মোক্ষপরাযণঃ	—	৫১২৮		২৮ ; ৬১৩, ৩০, ৩১, ৩২,
মুতাঃ	৭১১৫ ; ৯১১১ ; ১৬১২০		মোক্ষম্	—	১৮১৩০		৩৩, ৪৭ ; ৭১২১ ; ৮১৫,
মূৰ্ভয়ঃ	—	১৪১৪	মোক্ষমিষ্যামি	—	১৮১৬৬		৯, ১৩, ১৪, ২০ ;
মুধি	—	৮১১২	মোক্ষ্যসে	৪১১৬ ; ৯১১, ২৮			৯১২৬ ; ১০১৩, ৭ ;
মূলানি	—	১৫১২	মোক্ষকর্মাণঃ	—	৯১১২		১১১৫৫ ; ১২১১৪, ১৫,
মৃগাণাম্	—	১০১৩০	মোক্ষজ্ঞানঃ	—	৯১১২		১৬, ১৭ ; ১৩১২, ৪,
মৃগেন্দ্রঃ	—	১০১৩০	মোক্ষম্	—	৩১১৬		২৪, ২৮, ৩০ ; ১৪১২৩,
মৃতম্	—	২১২৬	মোক্ষাশাঃ	—	৯১১২		২৬ ; ১৫১১, ১৭, ১৯ ;
মৃতস্য	—	২১২৭	মোদিস্যে	—	১৬১১৫		১৬১২৩ ; ১৭১৩, ১১ ;
মৃত্যুঃ	২১২৭ ; ৯১১৯ ; ১০১৩৪		মোহঃ	১১১১ ; ১৪১১৩ ;			১৮১১১, ১৬, ৫৫, ৬৭,
মৃত্যুম্	—	১৩১২৬		১৮১৭৩			৬৮, ৭০, ৭১
মৃত্যুসংসারবর্জ্জনি	—	৯১৩	মোহকলিলম্	—	২১৫২	যক্ষরক্ষসাম্	— ১০১২৩
মৃত্যুসংসারসাগরাৎ	—	১২১৭	মোহজালসমাবৃত্তাঃ	—	১৬১১৬	যক্ষরক্ষাংসি	— ১৭১৪
মে	১১২১, ২৯, ৩০, ৪৫ ;		মোহনম্	১৪১৮ ; ১৮১৩৯		যক্ষ্যে	— ১৬১১৫
	২১৭ ; ৩১২, ২২, ৩১,		মোহম্	৪১৩৫ ; ১৪১২২		যচ্ছুদ্ধঃ	— ১৭১৩
	৩২ ; ৪১৩, ৫, ৯, ১৪ ;		মোহয়সি	— ৩১২		যজন্তঃ	— ৯১১৫
	৫১১ ; ৬১৩০, ৩৬, ৩৯,		মোহাৎ	১৬১১০ ; ১৮১৭		যজন্তি	— ৯১২৩
	৪৭ ; ৭১৪, ৫, ১৮ ;			২৫, ৬০		যজন্তে	৪১১২ ; ৯১২৩ ;
	৯১৫, ২৬, ২৯, ৩১ ;		মোহিতম্	— ৭১১৩			১৬১১৭ ; ১৭১১, ৪
	১০১১, ২, ১৩, ১৮,		মোহিতাঃ	— ৪১১৬		যজুঃ	— ৯১১৭
	১৯ ; ১১১৪, ৫, ৮, ১৮,		মোহিনীম্	— ৯১১২		যজ্ঞঃ	৩১১৪ ; ৯১১৬ ; ১৬১১ ;
	৩১, ৪৫, ৪৭, ৪৯ ;		মোনম্	১০১৩৮ ; ১৭১১৬			১৭১৭, ১১ ; ১৮১৫
	১২১২, ১৪, ১৫, ১৬,		মৌনী	— ১২১১৯		যজ্ঞক্ষয়িতকলুষাঃ	৪১৩০
	১৭, ১৯, ২০ ; ১৩১৪ ;		ম্রিয়তে	— ২১২০		যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ	— ১৭১২৫
	১৬১৩, ১৩ ; ১৮১৪, ৬,					যজ্ঞতপসাম্	— ৫১২৯
	১৩, ৩৬, ৫০, ৬৪, ৬৫,					যজ্ঞদানতপঃকর্ম	— ১৮১৩, ৫
	৬৯, ৭০, ৭৭						

যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ	১৭১২৪	যতচিত্তস্য	—	৬১৯	১৩৩১ ; ১৪১১১, ১৪, ১৯
যজ্ঞভাবিতাঃ	—	৩১২	যতচিত্তান্না	৪১২১ ; ৬১০	যদি ১৩৭, ৪৫ ; ২৬ ;
যজ্ঞম্	৪১২৫	১৭১২২ ১৩	যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ	৬১২	৩১২৩ ; ৬৩২ ;
যজ্ঞবিদঃ	—	৪১৩০	যতচেতসাম্	—	৫১২৬
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ	—	৪১৩১	যততঃ	—	২১৬০
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ	—	৩১১৩	যততা	—	৬১৩৬
যজ্ঞাঃ	৪১৩২ ; ১৭১২৩		যততাম্	—	৭১৩
যজ্ঞাৎ	৩১১৪ ; ৪১৩৩		যততি	—	৭১৩
যজ্ঞানাম্	—	১০১২৫	যততে	—	৬১৪৩
যজ্ঞায়	—	৪১২৩	মতন্তঃ	৪১১৪ ; ১৫১১১	
যজ্ঞার্থাৎ	—	৩১৯	যতন্তি	—	৭১২৯
যজ্ঞে	৩১১৫ ; ১৭১২৭		যতমানঃ	—	৬১৪৫
যজ্ঞেন	—	৪১২৫	যতয়ঃ	৪১২৮ ; ৮১১১	
যজ্ঞেষু	—	৮১২৮	যতবাক্কায়মানসঃ	—	১৮১৫২
যজ্ঞৈঃ	—	৯১২০	যতান্নবান্	—	১২১১১
যৎ	১৪৪৪ ; ২৬ ৭, ৮, ৬৭ ;		যতান্না	—	১২১১৪
	৩১২১, ৪১১৬, ৩৫ ;		যতান্নানঃ	—	৫১২৫
	৫১১, ৫, ২১ ; ৬১২১,		যতীনাম্	—	৫১২৬
	৪২ ; ৭১২ ; ৮১১১, ১৭,		যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ	—	৫১২৮
	২৮ ; ৯১১, ২৭ ;		যৎপ্রভাবঃ	—	১৩১৪
	১০১১, ১৪, ৩৯, ৪১ ;		যত্র	৬১২০, ২১ ; ৮১২৩ ;	
	১১১১, ৭, ৩৭, ৪১,			১৮১৩৬, ৭৮	
	৪২, ৪৭, ৫২ ; ১৩১৩,		যথা	২১১৩, ২২ ; ৩১২৫,	
	৪, ১২, ১৩ ; ১৪১১ ;			৩৮ ; ৪১১১, ৩৭ ; ৬১১৯ ;	
	১৫১৬, ৮, ১২ ;			৭১১ ; ৯১৬ ; ১১১৩, ২৮,	
	১৭১১০, ১২, ১৫, ১৮,			২৯, ৫৩ ; ১৩১৩৩, ৩৪ ;	
	১৯, ২০, ২১, ২২, ২৮ ;			১৮১৪৫, ৫০, ৬৩	
	১৮১৮, ৯, ১৫, ২১, ২২,		যথার্থাগম্	—	১১১১১
	২৩, ২৪, ২৫, ৩৭, ৩৮,		যথাবৎ	—	১৮১১৯
	৩৯, ৪০, ৫৯, ৬০		যথাক্রমে	—	১২১২০
যতঃ	৬১২৬ ; ১৩১৪ ;		যদা	২১৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৮ ;	
	১৫১৪ ; ১৮১৪৬			৪১৭ ; ৬১৪, ১৮ ;	
					১৩১৩১ ; ১৪১১১, ১৪, ১৯
					যদি ১৩৭, ৪৫ ; ২৬ ;
					৩১২৩ ; ৬৩২ ;
					১১১৪, ১২
					যদৃচ্ছয়া — ২১৩২
					যদৃচ্ছালীভসন্তঃ ৪১২২
					যদ্বৎ — ২১৭০
					যদ্বিকারী — ১৩১৪
					যদ্বা ক্রুতানি — ১৮১৬১
					যম্ ২১১৫, ৭০ ; ৬১২, ২২ ;
					৮১৬, ২১
					যমঃ ১০১২৯ ; ১১১৩৯
					যয়া ২১৩৯ ; ৭১৫ ; ১৮১৩১,
					৩৩, ৩৪, ৩৫
					যশঃ ১০১৫ ; ১১১৩৩
					যষ্টব্যম্ — ১৭১১১
					যস্মাৎ ১২১১৫ ; ১৫১১৮
					যস্মিন্ ৬১২২ ; ১৫১৪
					যস্য ২১৬১, ৬৮ ; ৪১১৯ ;
					৮১২২ ; ১৫১১ ; ১৮১১৭
					যস্যাম্ — ২১৬৯
					যা ২১৩৯ ; ১৮১৩০, ৩২, ৫০
					যাঃ — ১৪১৪
					যাতয়ামম্ — ১৭১১০
					যাতি ৬১৪৫ ; ৮১৫, ৮,
					১৩, ২৬ ; ১৩১২৯ ;
					১৪১১৪ ; ১৬১২২
					যাদব — ১১১৪১
					যাদসাম্ — ১০১২৯
					যাদৃক্ — ১৩১৪
					যান্ — ২১৬
					যান্তি ৩১৩৩ ; ৪১৩১ ;

৭১২৩, ২৭ ; ৮২৩ ;	যুদ্ধবিশারদাঃ — ১১৯	৫১১, ৫ ; ৬১২, ৩, ১২,
৯১৭, ২৫, ৩২ ; ১৩১৩৫ ;	যুদ্ধাৎ — ২১৩১	১৯ ; ৭১১ ; ৯১৫ ;
১৬১২০	যুদ্ধায় ২১৩৭, ৩৮	১০১৭, ১৮ ; ১১১৮ ;
যাভিঃ — ১০১১৬	যুদ্ধে ১১২৩, ৩৩ ; ১৮১৪৩	১৮১৭৫
যাম্ ২১৪২ ; ৭১২১	যুদ্ধামন্যুঃ — ১১৬	যোগনারায়সমাবৃতঃ ৭১২৫
যাবৎ ১১২২ ; ১৩১২৭	যুদ্ধি — ১১৪	যোগযজ্ঞাঃ — ৪১২৮
যাবান্ ২১৪৬ ; ১৮১৫৫	যুদ্ধিষ্টিরঃ — ১১১৬	যোগযুক্তঃ ৫১৬, ৭ ; ৮১২৭
যাস্যসি ২১৩৫ ; ৪১৩৫	যুদ্ধ্য — ৮১৭	যোগযুক্তায়া — ৬১২৯
যুক্তঃ ২১৩৯, ৬১ ; ৩১২৬ ;	যুদ্ধ্যস্ব ১১১৮ ; ৩১৩০ ;	যোগবলেন — ৮১১০
৪১১৮ ; ৫১৮, ১২, ২৩ ;	১১১৩৪	যোগবিত্তমাঃ — ১২১১
৬১৮, ১৪, ১৮ ; ৭১২২ ;	যুযুৎসবঃ — ১১১	যোগসংজ্ঞিতম্ — ৬১২৩
৮১১০ ; ১৮১৫১	যুযুৎসুন্ — ১১২৮	যোগসংন্যাস্তকর্মাণম্ ৪১৪১
যুক্তচেতসঃ — ৭১৩০	যুযুধানঃ — ১১৪	যোগসংসিদ্ধঃ — ৪১৩৮
যুক্তচেষ্টস্য — ৬১১৭	যে ১১৭, ২৩ ; ৩১১৩, ৩১,	যোগসংসিদ্ধিম্ — ৬১৩৭
যুক্ততমঃ — ৬১৪৭	৩২ ; ৪১১১ ; ৫১২২ ;	যোগসেবয়া -- ৬১২০
যুক্ততমাঃ — ১২১২	৭১১২, ১৪, ২৯, ৩০ ;	যোগস্বঃ — ২১৪৮
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য ৬১১৭	৯১২২, ২৩, ২৯, ৩২ ;	যোগস্য — ৬১৪৪
যুক্তায়া — ৭১১৮	১১১২২, ৩২ ; ১২১১,	যোগাৎ — ৬১৩৭
যুক্তাহারবিহারস্য ৬১১৭	২, ৩, ৬, ২০ ; ১৩১৩৫ ;	যোগায় — ২১৫০
যুক্তে — ১১১৪	১৭১১, ৫	যোগাক্রুৎঃ — ৬১৪
যুক্তৈঃ — ১৭১১৭	যেন ২১১৭ ; ৩১২ ; ৪১৩৫ ;	যোগাক্রুৎস্য — ৬১৩
যুক্ত্বা — ৯১৩৪	৬১৬ ; ৮১২২ ; ১০১১০ ;	যোগিন্ — ১০১১৭
যুগপৎ — ১১১১২	১২১১৯ ; ১৮১২০, ৪৬	যোগিনঃ ৪১২৫ ; ৫১১১ ;
যুগসহস্রাঙ্কাম্ — ৮১১৭	যেষাম্ ১১৩২ ; ২১৩৫ ; ৫১১৬,	৬১১৯ ; ৮১১৪ ; ২৩ ;
যুগে — ৪১৮	১৯ ; ৭১২৮ ; ১০১৬	১৫১১১
যুজ্যতে ১০১৭ ; ১৭১২৬	যোক্তব্যঃ — ৬১২৩	যোগিনম্ — ৬১২৭
যুজ্যস্ব ২১৩৮, ৫০	যোগঃ ২১৪৮, ৫০ ; ৪১২, ৩ ;	যোগিনাম্ — ৩১৩ ;
যুজ্ঞতঃ — ৬১১৯	৬১১৬, ১৭, ২৩, ৩৩, ৩৬	৬১৪২, ৪৭
যুজ্ঞন্ ৬১১৫, ২৮ ; ৭১১	যোগক্ষেমম্ — ৯১২২	যোগী ৫১২৪ ; ৬১১, ২, ৮,
যুজ্ঞীত — ৬১১০	যোগধারণাম্ — ৮১১২	১০, ১৫, ২৮, ৩১, ৩২,
যুজ্ঞাৎ — ৬১১২	যোগত্রষ্ট — ৬১৪১	৪৫, ৪৬, ৮১২৫, ২৭,
যুদ্ধম্ — ২১৩২	যোগম্ ২১৫৩ ; ৪১১, ৪২ ;	২৮ ; ১২১১৪

লক্ষ্য	—	১৬১১৩	লোভঃ	১৪১২২, ১৭ ;	বর্তমানানি	—	৭১২৬	
লক্ষা	—	১৮১৭৩		১৬১২১	বর্তে	—	৩১২২	
লক্ষ্য	৪১৩৯ ; ৬১২২		লোভোপহতচেতসঃ	১১৩৭	বর্তেত	—	৬১৬	
লাঘবম্	—	২১৩৫		—	বর্তেয়	—	৩১২৩	
লাভম্	—	৬১২২		ব	বর্জ	৩১২৩ ; ৪১১১		
লাভালাভো	—	২১৩৮			বর্ষম্	—	৯১১৯	
লিঙ্গৈঃ	—	১৪১২১			বশম্	৩১৩৪ ; ৬১২৬		
লিপ্যতে	—	৫১৭, ১০ ;	বঃ	৩১১০, ১১, ১২	বশাৎ	—	৯১৮	
	১৩১৩২ ; ১৮১১৭		বজ্জুম্	—	১০১১৬	বশী	—	৫১১৩
লিম্পতি	—	৪১১৪	বজ্জুপি	১১১২৭, ২৮, ২৯	বশে	—	২১৬১	
লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ	১১৪২		বক্ষ্যামি	৭১২ ; ৮১২৩ ;	বশ্যাভ্যনা	—	৬১৩৬	
লুন্ধঃ	—	১৮১২৭		১০১১ ; ১৮১৬৪	বসবঃ	—	১১১২২	
লেহিহ্যসে	—	১১১৩০	বচঃ	২১১০ ; ১০১১ ;	বসুন্	—	১১১৬	
লোকঃ	৩১৯, ২১ ; ৪১৩১,			১১১১ ; ১৮১৬৪	বসুনাম্	—	১০১২৩	
	৪০ ; ৭১২৫ ; ১২১১৫		বচনম্	১১২ ; ১১১৩৫ ;	বহামি	—	৯১২২	
লোকক্ষয়কৃৎ	—	১১১৩২		১৮১৭৩	বহিঃ	—	৩১৩৮	
লোকত্রয়ম্	১১১২০ ; ১৫১১৭		বজ্জুম্	—	১০১২৮	বাক্	—	১০১৩৪
লোকত্রয়ে	—	১১১৪৩	বদ	—	৩১২	বাক্যম্	১১২১ ; ২১১ ;	
লোকম্	৯১৩৩ ; ১৩১৩৪		বদতি	—	২১২৯		১৭১১৫	
লোকমহেশ্বরম্	—	১০১৩	বদনৈঃ	—	১১১৩০	বাক্যেন	—	৩১২
লোকসংগ্রহম্	৩১২০, ২৫		বদন্তি	—	৮১১১	বাজ্জয়ম্	—	১৭১১৫
লোকস্য	৫১১৪ ; ১১১৪৩		বদসি	—	১০১১৪	বাচম্	—	২১৪২
লোকাঃ	৩১২৪ ; ৮১১৬ ;		বদিষ্যন্তি	—	২১৩৬	বাচ্যম্	—	১৮১৬৭
	১১১২৩, ২৯		বয়ম্	১১৩৬, ৪৪ ; ২১১২		বাদঃ	—	১০১৩২
লোকাৎ	—	১২১১৫	বর	—	৮১৪	বায়ুঃ	২১৬৭ ; ৭১৪ ; ৯১৬ ;	
লোকান্	৬১৪১ ; ১০১১৬ ;		বরুণঃ	১০১২৯ ; ১১১৩৯			১১১৩৯ ; ১৫১৮	
	১১১৩০, ৩২ ; ১৪১১৪ ;		বর্গসঙ্করঃ	—	১১৪০	বায়োঃ	—	৬১৩৪
	১৮১১৭, ৭১		বর্গসঙ্করকারকৈঃ	—	১১৪২	বার্ষেয়	১১৪০ ; ৩১৩৬	
লোকে	২১৫ ; ৩১৩ ; ৪১১২ ;		বর্ততে	৫১২৬ ; ৬১৩১ ;		বাসঃ	—	১১৪৩
	৬১৪২ ; ১০১৬ ; ১৩১১৪ ;			১৬১২৩		বাসবঃ	—	১০১২২
	১৫১১৬, ১৮ ; ১৬১৬		বর্তন্তে	৩১২৮ ; ৫১৯ ; ১৪১২৩		বাসাংসি	—	২১২২
লোকেষু	—	৩১২২	বর্তমানঃ	৬১৩১ ; ১৩১২৪		বাস্তুকিঃ	—	১০১২৮

বাসুদেবঃ	৭১১৯ ; ১০১৩৭ ;	বিশেষঃ	— ১০১২৩	বিশাখ্যসু	— ১০১২৮
	১১১৫০	বিদধামি	— ৭১২১	বিনা	— ১০১৩৯
বাসুদেবস্য	— ১৮১৭৪	বিদিতাঙ্গনাম্	— ৫১২৬	বিশাখঃ	— ৬১৪০
বিকম্পিতুম্	— ২১৩১	বিদিত্বা	২১২৫ ; ৮১২৮	বিশাখম্	— ২১১৭
বিকর্ণঃ	— ১১৮	বিদুঃ	৪১২ ; ৭১২৯, ৩০ ;	বিশাখায়	— ৪১৮
বিকর্ণণঃ	— ৪১১৭		৮১১৭ ; ১০১২, ১৪ ;	বিশিয়তম্	— ৬১১৮
বিকারান্	— ১০১২০		১০১৩৫ ; ১৬১৭ ;	বিশিয়ম্য	— ৬১২৪
বিক্রান্তঃ	— ১১৬		১৮১২	বিশিবর্ত্তন্তে	— ২১৫৯
বিগতঃ	— ১১১১	বিক্রি	২১১৭ ; ৩১১৫, ৩২	বিশিবৃত্তকামাঃ	— ১৫১৫
বিগতকল্মষঃ	— ৬১২৮		৩৭ ; ৪১১৩, ৩২, ৩৪ ;	বিশিষ্টতৈঃ	— ১০১৫
বিগতজ্বরঃ	— ৩১৩০		৬১২, ৭১৫, ১০, ১২ ;	বিন্দতি	৪১৩৮ ; ৫১২১ ;
বিগতভীঃ	— ৬১১৪		১০১২৪, ২৭ ; ১০১৩,		১৮১৪৫, ৪৬
বিগতস্পৃহঃ	২১৫৬ ; ১৮১৪৯		২০, ২৭ ; ১৪১৭, ৮ ;	বিন্দতে	— ৫১৪
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ	৫১২৮		১৫১১২ ; ১৭১৬, ১২ ;	বিন্দামি	— ১১১২৪
বিগুণঃ	৩১৩৫ ; ১৮১৪৭		১৮১২০, ২১	বিপরিবর্ত্ততে	— ৯১১০
বিচক্ষণাঃ	— ১৮১২	বিদ্যাঃ	— ২১৬	বিপরীতম্	— ১৮১১৫
বিচালয়েৎ	— ৩১২৯	বিদ্যতে	২১১৬, ৩১, ৪০ ;	বিপরীতান্	— ১৮১৩২
বিচাল্যতে	৬১২২ ; ১৪১২৩		৩১১৭ ; ৪১৩৮ ; ৬১৪০ ;	বিপরীতানি	— ১১৩০
বিচেতসঃ	— ৯১১২		৮১১৬ ; ১৬১৭	বিপশ্চিতঃ	— ২১৬০
বিজয়ঃ	— ১৮১৭৮	বিদ্যাৎ	৬১২৩ ; ১৪১১১	বিভক্তম্	— ১০১১৭
বিজয়ম্	— ১১৩১	বিদ্যানাম্	— ১০১৩২	বিভক্তেষু	— ১৮১২০
বিজানতঃ	— ২১৪৬	বিদ্যাম্	— ১০১১৭	বিভাবসৌ	— ৭১৯
বিজানীতঃ	— ২১১৯	বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো	৫১১৮	বিভুঃ	— ৫১১৫
বিজানীয়াম্	— ৪১৪	বিদ্বান্	৩১২৫, ২৬	বিভুম্	— ১০১১২
বিজিতাঙ্গা	— ৫১৭	বিধানোক্তাঃ	— ১৭১২৪	বিভূতিভিঃ	— ১০১১৬
বিজিতেন্দ্রিয়ঃ	— ৬১৮	বিধিদিষ্টঃ	— ১৭১১১	বিভূতিম্	১০১৭, ১৮
বিজ্ঞাতুম্	— ১১১৩১	বিধিহীনম্	— ১৭১১৩	বিভূতিমৎ	— ১০১৪১
বিজ্ঞানম্	— ১৮১৪২	বিধীয়তে	— ২১৪৪	বিভূতীনাম্	— ১০১৪০
বিজ্ঞানসহিতম্	— ৯১১	বিধেয়াঙ্গা	— ২১৬৪	বিভূতেঃ	— ১০১৪০
বিজ্ঞায়	— ১০১১৯	বিশিষ্টক্যাসি	— ১৮১৫৮	বিমৎসরঃ	— ৪১২২
বিততাঃ	— ৪১৩২	বিনদ্য	— ১১১২	বিমুক্তঃ	৯১২৮ ; ১৪১২০ ;
		বিশিষ্ট্যতি	৪১৪০ ; ৮১২০		১৬১২২

बिमुक्ताः	— १०५६	बिश्वतोमुखः	— १०१३३	बिस्मयः	— १८१९९
बिमुच्य	— १८१५०	बिश्वतोमुखम्	१११५ ; १११११	बिस्मयाविष्टः	— ११११८
बिमुक्कति	— १८१३५	बिश्वम्	११११९, ३८, ८९	बिस्मिताः	— १११२२
बिमुह्यति	— २१९२	बिश्वमूर्ते	— १११८६	बिहाय	— २१२२, ९१
बिमुहः	— ७१३८	बिश्वरूप	— ११११६	बिहारशय्यासनभोजनेषु	— १११८२
बिमुहतावः	— १११८९	बिश्वस्य	११११८, ३८	बिहिताः	— १९१२३
बिमुह्याः	— १०११०	बिश्वे	— १११२२	बिहितान्	— ९१२२
बिमुह्या	— ३१६	बिश्वेश्वर	— ११११६	बीकन्ते	— १११२२
बिमुश्या	— १८१६३	बिषम्	१८१३९, ३८	बीतरागभयक्रोधः	— २१५६
बिमोक्षाय	— १७१५	बिषमे	— २१२	बीतरागभयक्रोधाः	— ८११०
बिमोक्ष्यसे	— ८१३२	बिषयप्रबालाः	— १०१२	बीतरागाः	— ८१११
बिमोहयति	— ३१८०	बिषयाः	— २१५९	बीर्यवान्	— ११५, ७
बिराटः	— ११८, १९	बिषयान्	२१६२, ७८ ; ८१२६ ;	बृकोदरः	— १११५
बिलगाः	— १११२९		१०१९ ; १८१५१	बृजिनम्	— ८१३६
बिबस्वतः	— ८१८	बिषयेन्द्रियसंयोगात्	१८१३८	बृक्षीनाम्	— १०१३९
बिबस्वते	— ८११	बिषादम्	— १८१३५	बेगम्	— ५१२३
बिबस्वान्	— ८११	बिषादी	— १८१२८	बेन्ता	— १११३८
बिबिज्जदेशसेविद्वम्	१३१११	बिषीदन्	— ११२९	बेन्ति	२११९ ; ८१९ ; ७१२१ ;
बिबिज्जसेवी	— १८१५२	बिषीदन्तम्	— २११, १०		९१३ ; १०१३, ९ ;
बिबिधाः	१९१२५ ; १८११८	बिष्टा	— १०१८२		१३१२, २८ ; १८११९ ;
बिबिधैः	— १३१५	बिष्टितम्	— १३११८		१८१२१, ३०
बिबृक्षम्	— १८१११	बिष्णुः	— १०१२१	बेध	८१५ ; १०११५
बिबृक्षे	१८११२, १३	बिष्णे	१११२८, ३०	बेद	२१२१, २९ ; ८१५ ;
बिषाते	— १८१५५	बिसर्गः	— ८१३		९१२६ ; १०११
बिषास्त	८१११ ; ११२१ ;	बिस्वजन्	— ५१९	बेदयज्ज्ञाध्यायनैः	— १११८८
	१११२१, २९, २८, २९	बिस्वजामि	— ११९, ८	बेदवादरताः	— २१८२
बिषालम्	— ११२१	बिस्वज्या	— ११८६	बेदवि	— २०११, १५
बिषिष्टाः	— ११९	बिस्वरः	— १०१८०	बेदविदः	— ८१११
बिषिष्यते	३१९ ; ५१२ ; ७१९ ;	बिस्वरणः	१११२ ; १७१६	बेदाः	२१८५ ; १९१२३
	९११९ ; १२११२	बिस्वरग्य	— १०११९	बेदानाम्	— १०१२२
बिषुद्ध्या	— १८१५१	बिस्वरैण	— १०११८	बेदान्तकृ	— १०११५
बिषुद्ध्या	— ५१९	बिस्वारम्	— १३१३१		

বেদিতব্যম্	—	১১১৮	ব্যবস্থিতান্	—	১১২০	শক্রঃ	—	১৬১৪
বেদিতুম্	১৩১১ ; ১৮১১		ব্যবস্থিতৌ	—	৩১৩৪	শক্রহে	—	৬১৬
বেদে	—	১৫১৮	ব্যাক্তাননম্	—	১১১২৪	শক্রম্	—	৩১৪৩
বেদেষু	২১৪৬ ; ৮১২৮		ব্যাপ্তম্	—	১১১২০	শক্রবৎ	—	৬১৬
বেদৈঃ	১১১৫৩ ; ১৫১১৫		ব্যাপ্য	—	১০১১৬	শক্রন্	—	১১১৩৩
বেদ্যঃ	—	১৫১১৫	ব্যামিশ্রণ	—	৩১২	শক্রৌ	—	১২১১৮
বেদ্যম্	৯১১৭ ; ১১১৩৮		ব্যাসঃ	১০১১৩, ৩৭		শনৈঃ	—	৬১২৫
বেপথুঃ	—	১১২৯	ব্যাসপ্রসাদাৎ	—	১৮১৭৫	শব্দঃ	১১১৩ ; ৭১৮	
বেপমানঃ	—	১১১৩৫	ব্যাহরন্	—	৮১১৩	শব্দব্রহ্ম	—	৬১৪৪
বৈনতেয়ঃ	—	১০১৩০	ব্যুদস্য	—	১৮১৫১	শব্দাদীন্	৪১২৬ ; ১৮১৫১	
বৈরাগ্যম্	১৩১৯ ; ১৮১৫২		ব্যুচ্চম্	—	১১২	শমঃ ৬১৩ ; ১০১৪ ; ১৮১৪২		
বৈরাগ্যেণ	—	৬১৩৫	ব্যুচ্চাম্	—	১১৩	শমম্	—	১১১২৪
বৈরিণম্	—	৩১৩৭	ব্রজ	—	১৮১৬৬	শরণম্	২১৪৯ ; ৯১১৮ ;	
বৈশ্যকর্ন্ত	—	১৮১৪৪	ব্রজেত	—	২১৫৪		১৮১৬২, ৬৬	
বৈশ্যাঃ	—	৯১৩২		—		শরীরম্	১৩১২ ; ১৫১৮	
বৈশ্বনরঃ	—	১৫১১৪		—		শরীরযাত্রা	—	৩১৮
ব্যক্তমধ্যানি	—	২১২৮		—		শরীরবিমোক্ষণাৎ	৫১২৩	
ব্যক্তয়ঃ	—	৮১১৮		—		শরীরবাজ্ঞানোভিঃ	—	১৮১১৫
ব্যক্তিম্	৭১২৪ ; ১০১১৪		শংসসি	—	৫১১	শরীরব্রহ্মঃ	—	১৩১৩২
ব্যতীতরিষ্যতি	—	২১৫২	শক্ণোতি	—	৫১২৩	শরীরব্রহ্মম্	—	১৭১৬
ব্যতীতানি	—	৪১৫	শক্ণোমি	—	১১৩০	শরীররাগি	—	২১২২
ব্যথন্তি	—	১৪১২	শক্ণোমি	—	১২১৯	শরীররিণঃ	—	২১১৮
ব্যথয়ন্তি	—	২১১৫	শক্যঃ	৬১৩৬ ; ১১১৪৮,		শরীরে	১১২৯ ; ২১২০ ;	
ব্যথা	—	১১১৪৯		৫৩, ৫৪			১১১১৩	
ব্যথিতাঃ	—	১১১৩৪	শক্যম্	১১১৪ ; ১৮১১১		শর্ন্ত	—	১১১২৫
ব্যদারয়ৎ	—	১১১৯	শক্যসে	—	১১১৮	শশাঙ্কঃ	১১১৩৯ ; ১৫১৬	
ব্যপাশ্রিত্য	—	৯১৩২	শঙ্করঃ	—	১০১২৩	শশিসূর্য্যনেত্রম্	—	১১১১৯
ব্যপেতভীঃ	—	১১১৪৯	শঙ্কাম্	—	১১১২	শশিসূর্য্যয়োঃ	—	৭১৮
ব্যবসায়ঃ	১০১৩৬ ; ১৮১৫৯		শঙ্খাঃ	—	১১১৩	শশী	—	১০১২১
ব্যবসায়ান্তিকা	২১৪১, ৪৪		শঙ্খান্	—	১১১৮	শশ্বৎ	—	৯১৩১
ব্যবসিতঃ	—	৯১৩০	শঙ্খৌ	—	১১১৪	শস্ত্রপাণয়ঃ	—	১১৪৫
ব্যবসিতাঃ	—	১১৪৪	শঠঃ	—	১৮১২৮	শস্ত্রভূতাম্	—	১০১৩১
			শতশঃ	—	১১১৫			

शस्त्रसम्पाते	—	११२०	शुचिः	—	१२१७	श्रद्धा	—	१११२, ७
शस्त्राणि	—	२१२७	शुचीनाम्	—	७१४१	श्रद्धाम्	—	११२१
शाखाः	—	१५१२	शुचौ	—	७१११	श्रद्धामयः	—	१११७
शाधि	—	२११	शुनि	—	५११८	श्रद्धावन्तः	—	७१७१
शान्तः	—	१८१५७	शुतान्	—	१८१११	श्रद्धावान्	८१७९ ; ७१४१ ;	
शान्तरजसम्	—	७१२१	शुताशुतपरित्यागी	१२१११			१८१११	
शान्तिः २१७७ ; १२११२ ; १७१२			शुताशुतफलैः	११२८		श्रद्धाविरहितम्	—	११११७
शान्तिम् २११०, ११ ; ८१७९ ;			शुताशुतम्	—	२१५१	श्रिताः	—	१११२
५११२, २९ ; ७११५ ;			शूद्रस्य	—	८१४४	श्रीः	१०१७४ ; १८११८	
११७१ ; १८१७२			शूद्राः	—	११७२	श्रीमन्	—	१०१४१
शारीरम् ८१२१ ; ११११४			शूद्राणाम्	—	१८१४१	श्रीमताम्	—	७१४१
शाश्वतः	—	२१२०	शूराः	—	११४, ९	श्रुतम्	—	१८११२
शाश्वतधर्मगोष्ठा	—	११११८	शृणु २१७९ ; १११ ; १०११ ;			श्रुतवान्	—	१८११५
शाश्वतम् १०११२ ; १८१५७, ७२			१७१४ ; १७१७ ; १११२, १ ;			श्रुतस्य	—	२१५२
शाश्वतस्य	—	१४१२१	१८१४, १९, २९, ७७, ४५, ७४			श्रुतिपरायणाः	—	१७१२७
शाश्वताः	—	११४२	शृणुयात्	—	१८१११	श्रुतिविप्रतिपन्ना	२१५७	
शाश्वतीः	—	७१४१	शृणोति	—	२१२९	श्रुतो	—	१११२
शाश्वते	—	८१२७	शृण्वतः	—	१०११८	श्रुत्या २१२९ ; १११७५ ; १७१२७		
शास्त्रम् १५१२० ; १७१२४			शृण्वन्	—	५१८	श्रेयः ११७१ ; २१५, १, ७१ ;		
शास्त्रविधानोक्तम्	—	१७१२४	शैव्याः	—	११५	७१२, ११, ७५ ; ५११ ;		
शास्त्रविधिम् १७१२७ ; ११११			शोकम्	२१८ ; १८१७५		१२११२ ; १७१२२		
शिक्षणी	—	११११	शोकसंविग्नमानसः	११४७		श्रेयान् ७१७५ ; ८१७७ ;		
शिक्षणिणाम्	—	१०१२७	शोचति १२१११ ; १८१५४			१८१४१		
शिरसा	—	११११४	शोचितुम् २१२७, २१, ७०			श्रेष्ठः	—	७१२१
शिष्यः	—	२११	शोषयति	—	२१२७	श्रोतव्यस्य	—	२१५२
शिष्येण	—	११७	शोचम् १७१८ ; १७१७, १ ;			श्रोत्रम्	—	१५१९
शीतोष्णसूक्ष्मदुःखदाः २११४			११११४ ; १८१४२			श्रोत्रादीनि	—	८१२७
शीतोष्णसूक्ष्मदुःखेषु ७११ ;			शौर्यम्	—	१८१४७	श्रोत्र्याणि	—	१८१५८
१२११८			शालाः	—	११७४	शुपाके	—	५११८
शुक्लः	—	८१२४	श्रद्धावान्	—	१२१२०	शुश्रूषाः	—	११७४
शुक्लकृष्ण	—	८१२७	श्रद्धया ७१७१ ; ११२१, २२ ;			शुश्रूषान्	—	११२७
शुचः १७१५ ; १८१७७			११२७ ; १२१२ ; ११११, ११			शुश्रूषन्	—	५१८

শ্রুতৈ:	—	১১১৪	সংমোহ:	—	২১৬৩	২০; ৫১৩, ৫, ১০, ২১,	
—	—	—	সংমোহম্	—	২১২৭	২৩, ২৪, ২৮ ; ৬১১,	
য	—	—	সংমোহাৎ	—	২১৬৩	২৩, ৩০, ৩১, ৩২, ৪৪,	
ষট্	—	৮১২৪, ২৫	সংযতেন্দ্রিয়ঃ	—	৪১৩৯	৪৭ ; ৭১১৭, ১৮, ১৯,	
—	—	—	সংযমতাম্	—	১০১২৯	২২ ; ৮১৫, ১০, ১৩,	
—	—	—	সংযমাগ্নিষু	—	৪১২৬	১৯, ২০, ২২ ; ৯১৩০ ;	
—	—	—	সংযমী	—	২১৬৯	১০১৩, ৭ ; ১১১১৪.	
—	—	—	সংযম্য	২১৬১ ; ৩৬ ;	৫৫ ; ১২১১৪, ১৫, ১৬,	১৭ ; ১৩১৪, ২৪, ২৮,	
—	—	—	—	৬১১৪ ; ৮১১২	৩০ ; ১৪১১৯, ২৫, ২৬ ;	১৫১১, ১৯ ; ১৬১২৩ ;	
সংকল্পপ্রভবান্	—	৬১২৪	সংযাতি	২১২২ ; ১৫১৮	১৭১৩, ১১ ; ১৮১৮, ৯,	১১, ১৬, ১৭, ৭১	
সংখ্যে	১১৪৬ ; ২১৪	—	সংবাদম্	১৮১৭০, ৭৪, ৭৬	সজ্জঃ	— ৫১১২	
সংগ্রহেণ	—	৮১১১	সংবৃত্তঃ	—	১১১৫১	সজ্জম্	— ১৮১২২
সংগ্রামম্	—	২১৩৩	সংশয়ঃ	৮১৫ ; ১০১৭ ; ১২১৮	সজ্জাঃ	— ৩১২৫	
সংঘাতঃ	—	১৩১৭	সংশয়ম্	৪১৪২ ; ৬১৩৯	সখা	৪১৩ ; ১১১৪১, ৪৪	
সংজ্ঞার্থম্	—	১১৭	সংশয়স্য	—	৬১৩৯	সখীন	— ১১২৬
সংদৃশ্যন্তে	—	১১১২৭	সংশয়ান্ননঃ	—	৪১৪০	সখে	— ১১১৪১
সংনিয়ম্য	—	১২১৪	সংশয়ান্না	—	৪১৪০	সখ্যুঃ	— ১১১৪৪
সংন্যাসনাৎ	—	৩১৪	সংশিতব্রতাঃ	—	৪১২৮	সগদগদম্	— ১১১৩৫
সংন্যাস্য	৩১৩০ ; ৫১১৩ ;	—	সংশুদ্ধকিল্বিষঃ	—	৬১৪৫	সঙ্করঃ	— ১১৪১
—	১২১৬ ; ১৮১৫৭	—	সংশ্রিতাঃ	—	১৬১১৮	সঙ্করস্য	— ৩১২৪
সংন্যাসঃ	৫১২, ৬ ; ১৮১৭	—	সংসারেষু	—	১৬১১৯	সঙ্গঃ	২১৪৭, ৬২
সংন্যাসম্	৫১১ ; ৬১২ ; ১৭১২	—	সংসিদ্ধিম্	৩১২০ ; ৮১১৫ ;	—	সঙ্গম্	২১৪৮ ; ৫১১০, ১১ ;
সংন্যাসযোগযুক্তান্না	৯১২৮	—	—	১৮১৪৫	—	—	১৮১৬, ৯
সংন্যাসস্য	—	১৮১১	সংসিদ্ধৌ	—	৬১৪৩	সঙ্গরহিতম্	— ১৮১২৩
সংন্যাসিনাম্	—	১৮১১২	সংস্তভা	—	৩১৪৩	সঙ্গবজ্জিতঃ	— ১১১৫৫
সংন্যাসী	—	৬১১	সংস্পর্শজাঃ	—	৫১২২	সঙ্গবিবজ্জিতঃ	— ১২১১৮
সংন্যাসেন	—	১৮১৪৯	সংস্মৃত্য	১৮১৭৬, ৭৭	—	সঙ্গাৎ	— ২১৬২
সংপশ্যান্	—	৩৩১২০	সংহরতে	—	২১৫৮	সচরাচরম্	৯১১০ ; ১১১৭
সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ	—	১৮১৪	সং	১১১৩, ১৯, ২৭ ; ২১১৫,	—	সচেতাঃ	— ১১১৫১
সংপ্রতিষ্ঠা	—	১৫১৩	—	২১, ৭০, ৭১ ; ৩১৬,	—	—	—
সংপ্রবৃত্তানি	—	১৪১২২	—	৭, ১২, ১৬, ২১, ৪২ ;	—	—	—
সংপ্রেক্ষ্য	—	৬১১৩	—	৪১২, ৩, ৯, ১৪, ১৮,	—	—	—
সংপ্লুতৌদকে	—	২১৪৬	—	—	—	—	—

सच्छब्दः	-- १११२७	सदा	५१२८ ; ७११५, २८ ;	समधिगच्छति	-- ७१८
सज्जते	-- ७१२८		८१७ ; १०१११ ; १८१५७	समस्ततः	-- ७१२८
सज्जन्ते	-- ७१२९	सदृशः	-- १७११५	समस्तान्	-- १११११, ७०
सज्जनयन्	-- १११२	सदृशम्	७१७७ ; ८१७८	समम्	५११९ ; ७११७, ७२ ;
सज्जय	-- १११	सदृशी	-- ११११२		१७१२८, २९
सज्जयति	-- १८१९	सदोषम्	-- १८१८८	समबुद्धयः	-- १२१८
सज्जयते	२१७२ ; १७१२१ ;	सद्भावे	-- १११२७	समबुद्धि	-- ७१९
	१८१११	सन्	-- ८१७	समलोष्टाशुकाङ्गनः	७१८ ;
स१ ९११९ ; १११७१ ; १७११७ ;		सनातनः	२१२८ ; ८१२० ;		१८१२८
१११२७, २७, २१			११११८ ; १५११	समवस्थितम्	-- १७१२९
सतः	-- २११७	सनातनम्	८१७१ ; १११०	समवस्थितान्	-- ११२८
सततम् ७११९ ; ७११० ; ८११८ ;		सनातनाः	-- १७७९	समवेताः	-- १११
९११८ ; १२११८ ;		सन्तः	-- ७११७	समवेतान्	-- ११२५
१११२८ ; १८१५१		सन्तरिष्यासि	-- ८१७७	समाः	-- ७१८१
सततयुक्ताः	-- १२११	सन्तुष्टः ७१११ ; १२११८, १९		समागताः	-- ११२७
सततयुक्तानाम्	-- १०११०	सन्निविष्टः	-- १५११५	समाचर	-- ७१९, १९
सति	-- १८११७	सपत्नान्	-- १११७८	समाचरन्	-- ७१२७
संकारमामपूजार्थम्	११११८	सपुत्र	-- १०१७	समाधातुम्	-- १२१९
सङ्गम् १०१७७, ८१ ; १७१२१ ;		सबाह्वान्	-- १७७७	समाधाय	-- १११११
१८१५, ७, ९, १०, ११ ;		समः	२१८८ ; ८१२२ ;	समाधिस्तथा	-- २१५८
११११ ; १८१८०			९१२९ ; १२११८ ; १८१५८	समाधौ	-- २१८८, ५७
सङ्गवताम्	-- १०१७७	समग्रम् ८१२७ ; १११ ; १११७०		समापौषि	-- १११८०
सङ्गसमाविष्टः	-- १८११०	समग्रान्	-- १११७०	समारम्भाः	-- ८११९
सङ्गसंशुद्धिः	-- १७११	समचित्तम्	-- १७११०	समासतः	-- १७११९
सङ्गस्थाः	-- १८११८	समता	-- १०१५	समासेन १७१८, १ ; १८१५०	
सङ्गा	-- १८१११	समतीतानि	-- ११२७	समाहर्तुम्	-- ११७२
सङ्गानुरूपी	-- १११७	समतीत्य	-- १८१२७	समाहितः	-- ७११
सङ्गे	-- १८११८	समङ्गम्	-- २१८८	सगितिश्रयः	-- ११८
सतयम् १०१८ ; १७१२ ; १ ;		समदर्शनः	-- ७१२९	सगिहः	-- ८१७१
११११५ ; १८१७५		समदर्शिनः	-- ५११८	समीक्ष्य	-- ११२१
सदसद्योनिजन्मसु	१७१२२	समदुःखसूत्रः १२११७ ; १८१२८		समूर्द्धता	-- १२११
		समदुःखसूत्रम्	-- २११५	समुद्भू	२११० ; १११२८

समुपस्थितम्	— २।२	सर्वगुह्यतमम्	-- १८।७८	सर्वभूताशयस्थितः	१०।२०
समुपार्थितः	— १८।५२	सर्वज्ञानविमूढान्	— ७।७२	सर्वभूतेषु	७।१८; १।१८;
समुद्धम्	— ११।७७	सर्वतः	२।८७; ११।१७,	१।२९; ११।५५; १८।२०	
सबुद्धवेगाः	— ११।२९		११, ८०	सर्वभूतं	— १७।१५
समे	— २।७८	सर्वतःपाणिपादम्	१७।१८	सर्वम्	२।११; ८।७७, ७७;
समो	— ५।२१	सर्वतःश्रुतिमयं	— १७।१८	७।७०; १।११, १७, १९;	
सम्पत्	— १७।५	सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्	१७।१८	८।२२, २८; १।८४;	
सम्पदम्	१७।७, ८, ५	सर्वत्र	२।५१; ७।२९, ७०,	१०।८, १८; ११।८०;	
सम्पद्याते	— १७।७१		७२; १२।८; १७।२९,	१७।१८; १८।८७	
सम्बन्धिनः	— १।७८		७७; १८।८९	सर्वयज्ञानाम्	— १।२८
सम्भवः	— १८।७	सर्वत्रगः	— १।७	सर्वयोनियु	— १८।८
सम्भवन्ति	— १८।८	सर्वत्रगम्	— १२।७	सर्वलोकमहेश्वरम्	५।२९
सम्भवामि	— ८।७, ८	सर्वथा	७।७१; १७।२८	सर्वविद्	— १५।१९
सम्भावितस्य	— २।७८	सर्वदुःखानाम्	— २।७५	सर्ववृक्षाणाम्	— १०।२७
सम्यक् ५।८; ८।१०; १।७०		सर्वदुर्गाणि	— १८।५८	सर्ववेदेषु	— १।८
सरसाम्	— १०।२८	सर्वदेहिनाम्	— १८।८	सर्वशः	१।१८; २।५८, ७८;
सर्गः	— ५।१९	सर्वद्वाराणि	— ८।१२	७।२७, २१; ८।११;	
सर्गाणाम्	— १०।७२	सर्वद्वारेषु	— १८।११	१०।२; १७।७०	
सर्गे	१।२१; १८।२	सर्वधर्मान्	— १८।७७	सर्वसकल्पसंन्यासी	७।८
सर्पाणाम्	— १०।२८	सर्वपापेभ्यः	— १८।७७	सर्वस्य	२।७०; १।२५;
सर्व	— ११।८०	सर्वपापैः	— १०।७	८।९; १०।८; १७।१८;	
सर्वः	७।५; ११।८०	सर्वभावेन	१५।१९; १८।७२	१५।१५; ११।७, १	
सर्वकर्म्मणाम्	— १८।१७	सर्वभूतस्त्वम्	— ७।२९	सर्वहरः	— १०।७८
सर्वकर्म्मफलत्यागम्	१२।११; १८।२	सर्वभूतस्थितम्	— ७।७१	सर्वाः	८।१८; ११।२०;
सर्वकर्म्मणि	७।२७; ८।७१	सर्वभूतहिते	५।२५; १२।८	१५।१७	
५।१७; १८।५७, ५१		सर्वभूतास्त्वभूतास्मा	५।१	सर्वाणि	२।७०, ७१; ७।७०;
सर्वकामेभ्यः	— ७।१८	सर्वभूतानाम्	२।७९; ५।२९;	८।५, २१; १।७; १।७;	
सर्विकल्पिभ्यः	— ७।१७	१।१०; १०।७९; १२।१७;		१२।७; १५।१७	
सर्वक्षेत्रेषु	— १७।७	१८।७; १८।७१		सर्वान्	१।२१; २।५५, ११;
सर्वगतः	— २।२८	सर्वभूतानि	७।२९; १।२१;	८।७२; ७।२८; ११।१५	
सर्वगतम्	७।१५; १७।७७	१।८, १; १८।७१		सर्वारम्भपरित्यागी	१२।१७;
				१८।२५	

সর্ব্বারম্ভাঃ	—	১৮১৮	সাংখ্যম্	—	৫১৫	সিংহনাদম্	—	১১২
সর্ব্বার্থান্	—	১৮১৩২	সাংখ্যযোগৌ	—	৫১৪	সিদ্ধঃ	—	১৬১৪
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ম্	—	১১১১১	সাংখ্যানাম্	—	৩১৩	সিদ্ধয়ে	৭১৩ ; ১৮১১৩	
সর্ব্বৈ	১১৬, ৯, ১১ ; ২১১২,		সাংখ্যে	২১৩৯ ; ১৮১১৩		সিদ্ধসংখ্যঃ	—	১১১৩৬
	৭০ ; ৪১১৯, ৩০ ;		সাংখ্যেন	—	১৩১২৫	সিদ্ধানাম্	৭১৩ ; ১০১২৬	
	৭১১৮ ; ১০১১৩ ; ১১১২২		সাংখ্যৈঃ	—	৫১৫	সিদ্ধিঃ	—	৪১১২
	২৬, ৩২, ৩৬ ; ১৪১১		সাক্ষাৎ	—	১৮১৭৫	সিদ্ধিম্	৩১৪ ; ৪১১২ ;	
সর্ব্বৈন্দ্রিয়গুণভাসম্	১৩১১৫		সাক্ষী	—	৯১১৮		১২১১০ ; ১৪১১ ; ১৬১২৩ ;	
সর্ব্বৈন্দ্রিয়বিবজ্জিতম্	১৩১১৫		সাগরঃ	—	১০১২৪		১৮১৪৫, ৪৬, ৫০	
সর্ব্বভাঃ	—	৪১৩৬	সাত্ত্বিকঃ	১৭১১১ ; ১৮১৯, ২৬		সিদ্ধৌ	—	৪১২২
সর্ব্বেষাম্	১১২৫ ; ৬১৪৭		সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ	—	১৭১৮	সিদ্ধাসিদ্ধোঃ	২১৪৮ ; ১৮১২৬	
সর্ব্বেষু	১১১১ ; ২১৪৬ ;		সাত্ত্বিকম্	১৪১১৬ ; ১৭১১৭,		সীদন্তি	—	১১২৮
	৮১৭, ২০, ২৭ ; ১৩১২৮ ;			২০ ; ১৮১২০, ২৩, ৩৭		স্বকৃতদুকৃতে	—	২১৫০
	১৮১২১, ৫৪		সাত্ত্বিকাঃ	৭১১২ ; ১৭১৪		স্বকৃতম্	—	৫১১৫
সর্ব্বৈঃ	—	১৫১১৫	সাত্ত্বিকী	১৭১২ ; ১৮১৩০, ৩৩		স্বকৃতস্য	—	১৪১১৬
সবিকারম্	—	১৩১৭	সাত্যাকিঃ	—	১১১৭	স্বকৃতিনঃ	—	৭১১৬
সবিশ্রাজ্ঞানম্	—	৭১২	সাধর্শ্র্যম্	—	১৪১২	স্বখদুঃখসঙ্গৈঃ	—	১৫১৫
সব্যসাচিন্	—	১১১৩৩	সাধিতুতাধিদৈবম্	৭১৩০		স্বখদুঃখানাম্	—	১৩১২১
সশরম্	—	১১৪৬	সাধিযজ্ঞম্	—	৭১৩০	স্বখদুঃখে	—	২১৩৮
সহ ১১২২ ; ১১১২৬ ; ১৩১২৪			সাধুঃ	—	৯১৩০	স্বখম্	২১৬৬ ; ৪১৪০ ; ৫১৩,	
সহজম্	—	১৮১৪৮	সাধুভাবে	—	১৭১২৬		১৩, ২১ ; ৬১২১, ২৭.	
সহদেবঃ	—	১১১৬	সাধুষু	—	৬১৯		২৮, ৩২ ; ১০১৪ ;	
সহযজ্ঞাঃ	—	৩১১০	সাধুনাম্	—	৪১৮		১৩১৭ ; ১৬১২৩ ;	
সহসা	—	১১১৩	সাধ্যাঃ	—	১১১২২		১৮১৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯	
সহশ্রকৃৎ	—	১১১৩৯	সাম	—	৯১১৭	স্বখসঙ্গেন	—	১৪১৬
সহশ্রযুগপর্ষ্যন্তম্	—	৮১১৭	সামর্থ্যম্	—	২১৩৬	স্বখস্য	—	১৪১২৭
সহশ্রবাহো	—	১১১৪৬	সামবেদঃ	—	১০১২২	স্বখানি	১১৩১, ৩২	
সহশ্রাণঃ	—	১১১৫	সামাসিকস্য	—	১০১৩৩	স্বখিনঃ	১১৩৬ ; ২১৩২	
সহশ্রেষু	—	৭১৩	সামাম্	—	১০১৩৫	স্বখী	৫১২৩ ; ১৬১১৪	
সা ২১৬৯ ; ৬১১৯ ; ১১১১২ ;			সাম্যে	—	৫১১৯	স্বখে	—	১৪১৯
১৭১২ ; ১৮১৩০, ৩১,			সাম্যেন	—	৬১৩৩	স্বখেন	—	৬১২৮
৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫			সাহকারণে	—	১৮১২৪	স্বখেষু	—	২১৫৬

অষোষমণিপুষ্পকৌ	১১১৬	সেবতে	—	১৪১২৬	স্থিতপ্রজ্ঞঃ	—	২১৫৫	
অদুরাচারঃ	—	৯১৩০	সেবয়া	—	৪১৩৪	স্থিতপ্রজ্ঞস্য	—	২১৫৪
অদুর্দর্শম্	—	১১১৫২	সৈন্যস্য	—	১১৭	স্থিতম্	৫১১৯ ; ১৩১১৭ ;	
অদুলভঃ	—	৭১১৯	সোচুম্	৫১২৩, ১১১৪৪			১৫১১০	
অদুকরম্	—	৬১৩৪	সোমঃ	—	১৫১১৩	স্থিতাঃ	—	৫১১৯
অনিশিচতম্	—	৫১১	সোমপাঃ	—	৯১২০	স্থিতান্	—	১১২৬
অরগণাঃ	—	১০১২	সৌক্ষ্মগাণ্	—	১৩১৩৩	স্থিত্বা	—	২১৭২
অরসংঘা	—	১১১২১	সৌভদ্রঃ	—	১১৬, ১৮	স্থিতিঃ	২১৭২ ; ১৭১২৭	
অরাণাম্	—	২১৮	সৌমদত্তিঃ	—	১১৮	স্থিতিম্	—	৬১৩৩
অরেন্দ্রলোকম্	—	৯১২০	সৌম্যত্বম্	—	১৭১১৬	স্থিতৌ	—	১১১৪
অলভঃ	—	৮১১৪	সৌম্যম্	—	১১১৫১	স্থিরঃ	—	৬১১৩
অবিরাক্তমূলম্	—	১৫১৩	সৌম্যবপুঃ	—	১১১৫০	স্থিরবুদ্ধিঃ	—	৫১২০
অস্বখম্	—	৯১২	স্কন্দঃ	—	১০১২৪	স্থিরম্	৬১১১ ; ১২১৯	
অহং	—	৯১১৮	স্কন্ধঃ	—	১৮১২৮	স্থিরমতিঃ	—	১২১১৯
অহদঃ	—	১১২৬	স্কন্ধাঃ	—	১৬১১৭	স্থিরাঃ	—	১৭১৮
অহদম্	—	৫১২৯	স্তুতিভিঃ	—	১১১২১	স্থিরাম্	—	৬১৩৩
অহান্মিভার্যুদাসীনমধ্যস্থ-			স্তুবন্তি	—	১১১২১	স্থৈর্যম্	—	১৩১৮
দেখ্যবন্ধু	—	৬১৯	স্তেনঃ	—	৩১১২	স্নিগ্ধাঃ	—	১৭১৮
সূক্ষ্মত্বাণ্	—	১৪১১৬	স্ত্রিয়ঃ	—	৯১৩২	স্পর্শনম্	—	১৫১৯
সূতপুত্রঃ	—	১১১২৬	স্ত্রীষু	—	১১৪০	স্পর্শান্	—	৫১২৭
সূত্রে	—	৭১৭	স্ত্রাণুঃ	—	২১২৪	স্পর্শন্	—	৫১৮
সূয়তে	—	৯১১০	স্থানম্	৫১৫; ৮১২৮ ; ৯১১৮ ;		স্পৃহা	৪১১৪ ; ১৪১১২	
সূর্য্যঃ	—	১৫১৬		১৮১৬২		স্মরতি	—	৮১১৪
সূর্য্যসহস্রস্য	—	১১১১২	স্থানে	—	১১১৩৬	স্মরন্	৩১৬ ; ৮১৫, ৬	
সৃজতি	—	৫১১৪	স্থাপয়	—	১১২১	স্মৃতঃ	—	১৭১২৩
সৃজামি	—	৪১৭	স্থাপয়িত্বা	—	১১২৪	স্মৃতম্	১৭১২০, ২১ ; ১৮১৩৮	
সৃতী	—	৮১২৭	স্থাবরজঙ্গমম্	—	১৩১২০	স্মৃতা	—	৬১১৯
সৃষ্টম্	—	৪১১৩	স্থাবরাণাম্	—	১০১২৫	স্মৃতিঃ	১০১১৪ ; ১৫১১৫	
সৃষ্টা	—	৩১১০	স্থাস্যতি	—	২১৫৩		১৮১৭৩	
সেনয়োঃ	১১২১, ২৪, ২৬ ;		স্থিতঃ	৫১২০ ; ৬১১০, ১৪,		স্মৃতিব্রংশাণ্	—	২১৬৩
	২১১০			২১, ২২ ; ১০১৪২ ; ১৮১৭৩		স্মৃতিবিভ্রমঃ	—	২১৬৩
সেনানীনাম্	—	১০১২৪	স্থিতধীঃ	—	২১৫৪, ৫৬	স্যান্দনে	—	১১১৪

স্যাং ১১৩৫ ; ২১৭ ; ৩১৭ ;	স্বয়া — ৭১২০	হস্তম্ ১১৩৪, ৩৬, ৪৪
১০১৩৯ ; ১১১২ ;	স্বর্গম্ — ২১৩৭	হন্যতে — ২১১৯, ২০
১৫১২০ ; ১৮১৪০	স্বর্গতিম্ — ৯১২০	হন্যমানেন — ২১২০
স্যাম্ ৩১২৪ ; ১৮১৭০	স্বর্গদ্বারম্ — ২১৩২	হন্যুঃ — ১১৪৫
স্যাম — ১১৩৬	স্বর্গপরাঃ — ২১৪৩	হরৈঃ — ১১১৪
স্ব্যঃ — ৯১৩২	স্বর্গলোকম্ — ৯১২১	হরতি — ২১৬৭
স্রংসতে — ১১২৯	স্বল্পম্ — ২১৪০	হরন্তি — ২১৬০
স্রোতিস্যম্ — ১০১৩১	স্বস্তি — ১১১২১	হরিঃ — ১১১৯
স্বকম্ — ১১১৫০	স্বস্থঃ — ১৪১২৪	হরেঃ — ১৮১৭৭
স্বকর্ম্মণা — ১৮১৪৬	স্বস্যাঃ — ৩১৩৩	হর্ষম্ — ১১১২
স্বকর্ম্মনিরতঃ — ১৮১৪৫	স্বাধ্যায়ঃ — ১৬১১	হর্ষশোকান্বিতঃ ১৮১২৭
স্বচক্ষুষা — ১১১৮	স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ ৪১২৮	হর্ষাঘর্ষভয়োদ্বৈগৈঃ ১২১১৫
স্বজনম্ ১১৩১, ৩৬, ৪৪	স্বাধ্যায়াভ্যাসনম্ ১৭১১৫	হবিঃ — ৪১২৪
স্বজনান্ — ১১২৮	স্বাম্ — ৪১৬; ৯১৮	হস্তাং — ১১২৯
স্বতেজসা — ১১১১৯	স্বে — ১৮১৪৫	হস্তিনি — ৫১১৮
স্বধর্ম্মঃ ৩১৩৫ ; ১৮১৪৭	স্বেন — ১৮১৬০	হানিঃ — ২১৬৫
স্বধর্ম্মম্ — ২১৩১, ৩৩		হিংসাত্মকঃ — ১৮১২৭
স্বধর্ম্মে — ৩১৩৫		হিংসাম্ — ১৮১২৫
স্বধা — ৯১১৬		হিতকামায়া — ১০১১
স্বনুষ্ঠিতাং ৩১৩৫ ; ১৮১৪৭		হিতম্ — ১৮১৬৪
স্বপন্ — ৫১৮	হ	হিত্বা — ২১৩৩
স্বপ্নম্ — ১৮১৩৫		হিনন্তি — ১৩১২৯
স্বভাবঃ ৫১১৪ ; ৮১৩	হতঃ ২১৩৭ ; ১৬১১৪	হিমালয়ঃ — ১০১২৫
স্বভাবজম্ ১৮১৪২, ৪৩, ৪৪	হতম্ — ২১১৯	হতম্ ৪১২৪ ; ৯১১৬ ; ১৭১২৮
স্বভাবজা — ১৭১২	হতান্ — ১১১৩৪	হৃতজ্ঞানাঃ — ৭১২০
স্বভাবজেন — ১৮১৬০	হত্বা ১১৩১, ৩৬; ২১৫, ৬; ১৮১১৭	হৃৎস্বম্ — ৪১৪২
স্বভাবনিয়তম্ — ১৮১৪৭	হনিষ্যে — ১৬১১৪	হৃদয়দৌর্ব্বল্যম্ — ২১৩
স্বভাবপ্রভবৈঃ — ১৮১৪১	হন্ত — ১০১১৯	হৃদয়ানি — ১১১৯
স্বম্ — ৬১১৩	হস্ত — ২১১৯	হৃদি ৮১১২ ; ১৩১১৮ ; ১৫১১৫
স্বয়ম্ ৪১৩৮ ; ১০১১৩, ১৫ ; ১৮১৭৫	হস্তিরম্ — ২১১৯	হৃদদেশে — ১৮১৬১
	হস্তি ২১১৯, ২১ ; ১৮১১৭	

হৃদ্যাঃ	—	১৭৮	হৃষ্টরোমা	—	১১১৮	হেতুনা	—	৯১০
হৃষিতঃ	—	১১৮৫	হৃষ্যতি	—	১২১৭	হেতুমতিঃ	—	১৩৫
হৃষীকেশ	১১১৩৬ ; ১৮১১		হৃষ্যামি	১৮১৭৬, ৭৭		হেতোঃ	—	১১৩৫
হৃষীকেশঃ	১, ১৫, ২৪; ২১১০		হেতবঃ	—	১৮১৫	হ্রিয়তে	—	৬১৪৪
হৃষীকেশম্	১১২১ ; ২১৯		হেতুঃ	—	১৩১২১	হ্রীঃ	—	১৬১২

সর্বস্তরতু তুর্গাণি

সর্বশ্চ ধর্মমাচরেৎ ।

সর্বঃ সদ্বুদ্ধিমান্নোতু

সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু ॥

পুস্তকালয়
গুরুকুল কাংগড়ী বিশ্ববিদ্যালয়
হরিদ্বার

